৩য় বর্ষ, ১৪শ সংখ্যা | শনিবার, ৩১শে ভাদ্র ১৩৪০ ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ | এই সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা

সূচীপত্র

—০—

(পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সূচীপত্র

(পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পর)

আজ-কাল——

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি
ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তরা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং
দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ হ॥
(দেবী সূক্তম্)

সমুদ্যত রুদ্র-ধনু ধরেছিনু একদিন
ব্রহ্মদ্বেষী ত্রিপুরের মরণের লাগি।
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে আমি আছি চিরদিন ;
আশ্রিত-রক্ষণে শক্তি যুগে যুগে জাগি।

বন্দেমাতরম্

(প্রাচীন খোদিত মূর্ত্তি হইতে)

মহিষমর্দ্দিনী

অয়ি নিজহুঙ্কৃতিমাত্রনিরাকৃতধূম্রবিলোচনধূম্রশতে
সমরবিশোষিতশোণিতবীজসমুদ্ভবশোণিতবীজলতে।
শিবশিবশুম্ভনিশুম্ভমহাহবতর্পিতভূতপিশাচরতে
জয় জয় হে মহিষাসুরমর্দ্দিনি রম্যকপর্দ্দিনি শৈলসুতে॥

৩য় বর্ষ। শনিবার, ৩০শে ভাদ্র ১৩৪০ সাল, ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ [১৮শ সংখ্যা

আবাহন

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

এসেছ বঙ্গেতে ফিরে দনুজ দলনী
গেছে বর্ষা,—শরতের নীল সাজ পরেছে ধরণী
দেখেছ জননী?
অতীতের শত চিত্র মনে জাগে,—সবে
মত্ত মহোৎসবে,
সেদিন চলিয়া গেল কবে?
আজ ভাবি কোথা তারা, কোথা হাসি—
কোথা বাজে বাঁশি?
ফুরাইয়া সব গেছে তুমি এলে যবে,
কি দিয়া, মা, পূজা তব হবে?

যাদের মুখেতে ফোটে আনন্দের ভাষা
কোথা আজ প'ড়ে তারা - ফুরায়েছে আশা—
গেছে গৃহ, পরিজন, কেহ নাই—আজ কেহ নাই।

শ্মশানে কোথায় তোমা করি আবাহন,
স্থান খুঁজি তাই।
আজ কূলে কূলে ভরা নয় এ দেশের স্রোতস্বিনী
সব গেছে ছাপাইয়া,—
দেশ পর দেশ নেছে জিনি,
ক্ষমতার দেছে পরিচয়।
হায় মা শ্মশানে কেবা পথ চেয়ে আছে
কে গাহিবে জননীর জয়?
সারা বছরের আশা সমাধির মাঝে লভিছে বিশ্রাম,
আজ সব মুছে গেছে অন্তর হইতে
মিছে আসে ভেসে তব নাম।

হাসি ফুল ফুটে নাই বাঙ্গালার মুখে
মুহ্যমান গৃহ কোণে দুখে।

বাতিটি ও জ্বালিবারে পারে নাই অন্ধকার ঘরে।
কি দিয়ে সাজাব অর্ঘ্য, ভোগ থরে থরে
বাঙ্গালার শস্যক্ষেত্র জলে ডুবে
চিহ্ন তার নাই।

মাগো, আজ তোমারে সুধাই,
সোণার বাংলা দেশে আসিতেছ যুগ যুগ ধরে,
এমন নাই হতশ্রী এ শ্মশানের পরে।
তোমার সন্তান মাগো কোনখানে পাতিবে আসন,
কি দিয়ে মা করিবে বরণ ?

মাতৃ ক্রোড়ে ঝরে গেছে স্বরগের ফুল,
পিতা দিতে পারে নি আহার।
কোন দুখ এর সমতুল ?
চেয়ে দেখ ঘরে ঘরে আজি এ বাঙ্গালার
অনেকই দেখিতে পাবে
অনাহারে রোগে শোকে জীর্ণ দেহ ,
তোমায় বরণ তরে আসিবে কি কেহ ?

তবু এসো মহালক্ষ্মী
শ্মশানেই করি আবাহন ;
এই চিতা পরে রাখ মা তোমার দুইটি চরণ,
ফুল কত ঝরেছিলো গেছে তারা ক্রমে ক্রমে ঝরে
রেখেছি তাদের স্মৃতি মনমালা মাঝে মম তরে।
সেই মালা হতে ফুল চয়ণ করিয়া পদে
অর্ঘ্য করি দান।

সোণার বাঙ্গালা আজ হয়েছে শ্মশান,
সে শ্মশানে দুই দিন আনন্দ উচ্ছ্বাস—
তারপর দীর্ঘ দিন মাস
কেটে যাবে এমনই অভাবের কাছে
করুণা মাগিয়া।
আবার আসিবে যবে—কয়জন রহিবে বাঁচিয়া
কয়জনে হাসি মুখে পূজিবে তোমায়—
জানিতে মা প্রাণ মম চায়।
তবু আজ করি আবাহন
অশ্রু জলে করি মা বরণ।

এসো মা শারদ লক্ষ্মী
এসো ফিরে আপনার ঘরে।
শ্মশানেই হোক পূজা,—জ্বলিবে প্রদীপ
নিভে যাবে মিশে যাবে আলো তার পরে।
দুদিনের তরে এসো- সেই স্মৃতি থাকিবে স্মরণে
আজিকে বরণ করে বসাই তোমারে
এ শ্মশানে, চিতার আসনে।

শক্তিবাদ

—০—

অধ্যাপক শ্রীঅশোক নাথ ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী বেদান্ততীর্থ এম.এ

শক্তি উপাসনা কত প্রাচীন, সে বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নানা মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। কেহ বলেন, শক্তিপূজা প্রথমে অনার্য্যদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, পরে ধীরে ধীরে আর্য্যগণ কর্ত্তৃক উহা পরিবর্ত্তিতাকারে গৃহীত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, শক্তিপূজা যে প্রথমে অনার্য্যগণের মধ্যেই প্রচলিত ছিল, একথা ঠিক নহে। তবে মূলতঃ উহা আগমানুসারিণী অবৈদিক পূজা। প্রথম যুগের শক্তি পূজকগণ বেদের পরিবর্ত্তে আগমগুলিকেই চরম প্রমাণ বলিয়া মানিতেন। পরে পৌরাণিক যুগে বৈদিক আচার ধর্ম্মের যুগোপযোগী পরিবর্ত্তন ঘটায় আগমবাদিগণ বেদ ও আগমের মধ্যে একটা সমন্বয় করিয়া লন। সেই সময় হইতে বর্ত্তমান শক্তিপূজা পদ্ধতি প্রচলনের সূত্রপাত হয়। আবার কোন কোন পণ্ডিতের মত এই যে, বেদ ও উপনিষদের উপাসনাই শক্তি পূজার মূল উৎস স্বরূপ। নানাবিধ পৌরাণিক উপাখ্যান ও বিচিত্র কল্পনা শক্তির সাহায্যে শাক্তগণ বৈদিক ব্রহ্মবাদকে শক্তিবাদে রূপান্তরিত করিয়াছেন।

আমাদের শাস্ত্রসম্প্রদায় প্রবর্ত্তক আচার্য্যগণের মতে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ সংখ্যক সূক্তে শক্তিবাদের প্রথম সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সূক্তের নাম 'দেবীসূক্ত'। দেবীসূক্ত নামটি খুব প্রাচীন। শ্রীশ্রী৺মার্কণ্ডেয় চণ্ডীতেও এই নামটির উল্লেখ আছে (মা. চ. অঃ ১৩, শ্লোক ৬)। এই সূক্তের ভাষ্যাবতরণিকায় সায়ণ লিখিয়া গিয়াছেন—"অম্ভৃণ মহর্ষির বাক্ নামে ব্রহ্মবিদুষী এক দুহিতা ছিলেন। তিনি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ সর্ব্বগত পরমাত্মার সহিত নিজের তাদাত্ম্য অনুভব করিয়াছিলেন। এই সূক্তে তিনি আপনাকে সকল জগতের অধিষ্ঠান রূপে—কল্পনা করিয়া সর্ব্ব জগদ্রূপী নিজ আত্মারই স্তুতি করিতেছেন।"
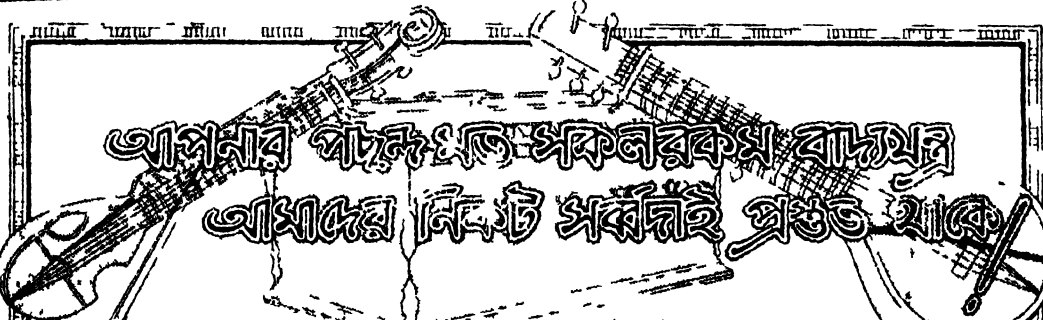
ইহার পর আমরা তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম প্রপাঠকে (নারায়ণোপনিষদে প্রথম অনুবাক) আমরা দুর্গার গায়ত্রী দেখিতে পাই। ইহাতে 'কন্যকুমারি' ও 'দুর্গি' এই দুইটি নামের উল্লেখ আছে। সায়ণ বলিয়াছেন এই দুর্গিই আগম প্রসিদ্ধ মূর্ত্তি ধরা ভগবতী দুর্গাদেবী। ইনিই জগতের আদি শক্তি। দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্য ইনি নিত্যা হইয়াও নানাবিধ জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ইনিই দক্ষকন্যা সতী দাক্ষায়ণী, ইনিই হিমাচল কন্যকা মেনকার গর্ভজাতা উমা হৈমবতী পার্ব্বতী, আবার ইনিই কাত্যায়ন ঋষির কন্যা কাত্যায়নী। দুর্গি পদটি 'দুর্গা' পদেরই ছান্দস রূপ মাত্র।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দশম প্রপাঠকে (না. উ. ২।২) দুর্গাদেবীর স্তবপর আর একটি মন্ত্র দৃষ্ট হয়। উহাতে 'দুর্গা' নামটিরই উল্লেখ রহিয়াছে। ইনি অগ্নিসমানবর্ণা—স্বীয় তেজঃপ্রভাবে শত্রু দহন করিয়া থাকেন। ইনি স্বপ্রকাশ পরমাত্মা (বিরোচন) কর্ত্তৃক দৃষ্টা বলিয়া ইঁহার নাম বৈরোচনী। কর্ম্মফল প্রাপ্তির নিমিত্তভূতা বলিয়া উপাসকবর্গ ইঁহার সেবা করিয়া থাকেন। আবার মুমুক্ষুর পক্ষে ইনি সংসার তরণের হেতু।

অতঃপর কেনোপনিষদে (৩।১২) আমরা বহু শোভমানা 'উমা হৈমবতী'র দর্শন পাই। ব্রহ্ম একদা দেব হিতার্থে অসুরগণের পরাজয় সাধন করেন। সেই ব্রহ্মকৃত জয়কেই দেবগণ নিজেদের জয় মনে করিয়া গর্ব্বপ্রকাশ করিতে থাকেন। ঐ সময় ব্রহ্ম যক্ষরূপে দেবগণের সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া অগ্নি ও বায়ুর দর্পচূর্ণ করেন। অনন্তর ইন্দ্র তাঁহার সমীপস্থ হইলে তিনি অন্তর্হিত হন। এই সময় স্বয়ং ব্রহ্মবিদ্যা স্ত্রীরূপে ইন্দ্রের নিকট আবির্ভূত হইয়া উক্ত যক্ষের স্বরূপ পরিচয় ও ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করেন। এই বিদ্যা স্বরূপিনী স্ত্রী মূর্ত্তিই উমা হৈমবতী। হেমাভরণা ও হিমাচল পুত্রী বলিয়াই ইঁহার নাম হৈমবতী।

ইহা ত গেল বৈদিক যুগের কথা। পরবর্ত্তী পৌরাণিক যুগে আমরা দেখিতে পাই যে এই উমাদেবী মহাদেবের পত্নীরূপে পূজিতা হইতেছেন। মহাভারতের বনপর্ব্বে কিরাতার্জ্জুনীয় উপাখ্যানে, মহাদেব উমার সহিত কিরাতবেশে অর্জ্জুনের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন—বলা হইয়াছে। বিরাটপর্ব্বে উল্লেখ আছে যে, যুধিষ্ঠির বিরাট নগরে গমনের পূর্ব্বে দুর্গার স্তব করিয়াছিলেন। আবার ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পর্ব্বারম্ভের প্রাক্কালে অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে দুর্গার স্তুতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতে দুর্গাকে বাসুদেবের ভগিনী, নন্দগোপকুলে জাতা ও কংস বিদ্রাবণকরী বলা হইয়াছে। ইনিই বিন্ধ্যবাসিনী ও মহিষাসুর মর্দ্দিনী। দুর্গা, কৃষ্ণা, উমা, কুমারী, কৌশিকী, কাত্যায়নী, চণ্ডী, তারিণী, কালী, কাপালী, কপিলা, ভদ্রকালী, মহাকালী, করালী, শাকম্ভরী, স্কন্দমাতা, সাবিত্রী, বেদমাতা, সরস্বতী, ব্রহ্মনিষ্ঠ, স্বাহা, স্বধা, কলা, কাষ্ঠা, সন্ধ্যা, মহানিদ্রা, জম্ভনী, মোহিনী, মায়া, হ্রী, শ্রী, তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, দীপ্তি প্রভৃতি দুর্গার পুরাণ প্রসিদ্ধ বহু নাম মহাভারতে দৃষ্ট হয়। ইহার পর হরিবংশে আমরা দুর্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা আরও অধিক পরিস্ফুট ভাবে দেখিতে পাই।

পুরাণগুলির মধ্যে দেবী ভাগবত, কালিকা পুরাণ ও মার্কণ্ডেয় পুরাণেই দেবীর মাহাত্ম্য সমধিক খ্যাপিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত 'দেবী মাহাত্ম্য' বা 'সপ্তশতী চণ্ডী' শাক্ত উপাসকগণের একখানি অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। সপ্তশতীতে আমরা চণ্ডিকার স্বরূপ বর্ণনা যত পরিষ্কার ভাবে দেখিতে পাই, আর কোন পৌরাণিক গ্রন্থে সেরূপ বর্ণনা মিলে না। উপনিষদের ব্রহ্মবাদের সহিত চণ্ডীর শক্তিবাদের তুলনা করা যাইতে পারে। কারণ, উপনিষদ্ যেমন ব্রহ্মের দুইটি রূপের কথা বলিয়াছেন—পর (অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্ম) ও অপর (অর্থাৎ সগুণ ঈশ্বর),—সপ্তশতীতেও ঠিক সেইরূপ চণ্ডিকাদেবীর গুণাতীত ও গুণময়—এই দুই রূপের উল্লেখ আছে। তবে গুণাতীত অবস্থার উপর সপ্তশতী বিশেষ জোর দেন নাই। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—নির্গুণ ভাবের ধারণা করা সাধারণ উপাসকের পক্ষে অতি কঠিন। তাই সাধকের হিতার্থ চণ্ডিকার সগুণ ও সাকার রূপের কল্পনাকেই বেশী করিয়া ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে।

সগুণ অবস্থায় চণ্ডিকা দেবী—ত্রিগুণাত্মিকা, সমগ্র জগতের প্রকৃতি স্বরূপিণী। প্রকৃতি শব্দটি দেখিয়াই ইহাকে সাংখ্যের 'প্রকৃতি' হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে করা অনুচিত। এস্থলে প্রকৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থই গ্রহণীয়, অর্থাৎ প্রকৃতি বলিতে বুঝিতে হইবে উপাদান কারণ। সাংখ্যের প্রকৃতিও সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা বটেন। জগদ্রূপে তাঁহার স্বতঃ পরিণাম হইয়া থাকে, অর্থাৎ জগতের স্বতন্ত্র উপাদান কারণ প্রকৃতি। আর এই পরিণাম সত্ত্বেও তাঁহার স্বরূপের প্রচ্যুতি কদাপি ঘটে না। পরিণামিনী হইয়াও তিনি নিত্যা। এ সকল বিষয়ে সাংখ্যের প্রকৃতির সহিত চণ্ডিকার অনেকটা সাম্য আছে। কিন্তু একস্থলে বিরাট প্রভেদ। প্রকৃতি অচেতন, চণ্ডিকা চিন্ময়ী সপ্তশতী স্পষ্টই বলিয়াছেন যে তিনি চৈতন্যরূপে সর্ব্বজগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করেন।

চণ্ডিকাকে মায়া, মহামায়া, যোগমায়া, বিষ্ণুমায়া প্রভৃতি নাম প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া—তাঁহাকে অদ্বৈত বেদান্তের 'মায়া' হইতে অভিন্ন কল্পনা করাও অনুচিত। কারণ, মায়া ত্রিগুণাত্মিকা হইলেও সাংখ্যের প্রকৃতি হইতেও অনেকাংশে ভিন্ন। সাংখ্য প্রকৃতির স্বতঃ পরিণাম স্বীকার করেন। কিন্তু বেদান্ত ব্রহ্মের ঈক্ষণ ব্যতীত মায়ার স্বতন্ত্রভাবে জগদাকারে পরিণাম স্বীকার করেন না। ইহা অন্য বিষয়েও পার্থক্য আছে। মায়া অনাদি পদার্থ হইলেও উহা প্রকৃতির মত অনন্ত নহে। সাংখ্যের প্রকৃতি বা শাক্তের চণ্ডিকার মত মায়া পরিণামিনিত্য বস্তু নহেন। ত্রৈকালিক অবাধিতত্ব তাঁহার নাই। জগতের আদি হইতে মায়া বর্ত্তমান থাকিলেও একদিন না একদিন মায়ার আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইবেই হইবে—ইহাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত। তাই চণ্ডিকাকে ব্রহ্মের মায়া শক্তিরূপ কল্পনা করা অসঙ্গত। বরং চণ্ডিকার এই সাবশেষ কল্পনার সহিত বেদান্তের সগুণব্রহ্ম বা শৈবতন্ত্রের ঈশ্বর কল্পনার অনেকটা সাদৃশ্য আছে। শাক্ত উপাসকগণ তাঁহাদের উপাস্য দেবতাকে সবিশেষরূপে—জগজ্জননীরূপে কল্পনা করিয়া আনন্দ অনুভব করেন—ইহাই তাঁহাদের বিশেষত্ব। এই সবিশেষ ভাবের পশ্চাতে যে নির্বিশেষ ভাবে অবস্থিত তাহার খণ্ডন বা মণ্ডনে শাক্তগণের বিশেষ আগ্রহ নাই।

— —

জয়-যাত্রা

—o—

শ্রীপ্রণব রায়

পূর্ব্বাশা-কূলে চিতা জ্বলে যুগ শর্ব্বরীর,
লক্ষ-কণ্ঠে ওঠে গীত-সুর ভৈরবীর !
তিমির-গর্ভে চলিয়াছে নব সৃষ্টি-দোল ;
স্বপ্নবিলাসী, আজিকে রাতের তন্দ্রা ভোল্ ।
আঁধার দলিয়া আসে দেখ্ ওই অরুণ-রথ,
ওরে দিশাহারা, খুঁজে নে তোদের যাত্রাপথ ।
সুরু হল নব শতাব্দীর,
জয়-যাত্রায় চল্ রে বীর ॥

প্রলয় প্রভাতে নাচে নটরাজ ভোলা পাগল,
সে চরণাঘাতে শ্মশানে ফুটিছে লীল'-কমল ;
দ্বাদশ রবির বহ্নি ঠিকরে ভালে ভয়াল,
উগারিছে বিষ জটায়-জড়ানো-নাগিনী কাল,—
নৃত্য-ছন্দে আকাশে-আকাশে বাজে বিষাণ,
রক্তে তাদের দেয় নি কি দোলা সে-আহ্বান ?
নীড় বিরাগীরে যাত্রীদল,
জয় যাত্রায় এগিয়ে চল ॥

সূর্য্যের পানে ভ্রূকুটি করে যে কারা-কপাট,
যাহার আড়ালে বন্দী দেবতা কোটে ললাট,
মুক্তির লাগি—ধূলিসাৎ করে বল্ 'মাভৈঃ',
মহাকাল সেথা নৃত্য করুক্ থৈ তা থৈ ।
প্রাচীর ভাঙ্গিয়া প্রান্তর কর চরণ ধায়,
আকাশ আসিয়া প্রণাম করুক্ মাটির পায় ।
হোক্ বন্ধুর, তবু তো মাঠ ;
দূরের পান্থ, জল দি হাঁট্ ॥

শিকল বিকল চরণ যাদের তাদের হাত
ধরিয়া আজিকে ভিড়ায়ে নে ভাই তোদেরি সাথ ॥
মুক্তির মহাতীর্থের পানে জুড়ে' নিখিল
পীড়িত পতিত মানুষের চলে যে ই মিছিল,
তাহাদেরি দলে পা ফেলে এগারে বেরিয়ে পড়্,
নব জাগরণী—ভৈরবীসুর সবাই ধর ।
পোহাল' যুগের তিমির রাত,
চেয়ে দেখ্, এল সুপ্রভাত ॥

তোদেরি আলোয় আলো হোক্ এই নতুন ভোর
নব মঞ্জরী ঢাকুক্ প্রাচীন শ্মশান গোর ।
ছুটে আয় পথে নবীন যুগের কালাপাহাড়,
চুরমার কর পুরাণো দেউল অন্ধকার ,
প্রাণহীন জড় দেবতা পূজার ভাঙ্গিয়া ভুল,
নিপীড়িত নব-নারায়ণ তরে গড়্ দেউল ।
মানুষ-পূজারী ভাইরা মোর,
দেখা আজ নবমন্ত্র জোর ॥

জেগেছে রাশিয়া নব্য তুর্কি, স্পেন, জাপান,
তন্দ্রা আলসে এখনো ঝিমাস্ ? হায় জোয়ান !
রুদ্ধ তোদের দুয়ার খুলিয়া চাহিয়া দেখ্,
ছিন্নবসনা ম্লানমুখী মেয়ে দাঁড়ায়ে এক ;
দুটি হাতে তার লোহার কাঁকন, কাঁদে ব্যথায়,
দেবী এসে আজ ভিখারিণী হয়ে ভিক্ষা চায় ।
কোন পূজা দিবিবে সন্তান ?
ফুল নাই থাক আছে তো প্রাণ ॥

পূর্ব্বাশা পারে চিতা জ্বলে যুগ-শর্ব্বরীর,
অযুত কণ্ঠে ধর' সুর নব ভৈরবীর ।
ধূলি-কলঙ্কী মানুষের গাহ স্তোত্র গান,
মরা বুকে বুকে উথলি উঠুক প্রাণের বান ।
আলোকসিংহবাহিনী আসিছে,—নাহিক দূর,
রৌদ্র খড়্গে খণ্ডিত করি' তিমিরাসুর ।
সুরু হল নব শতাব্দীর
জয় যাত্রায় চল্ রে বীর ॥

মহামায়ার

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

মাগো তোর আগমনী ;
পরাণে পরশমণি
ছোঁয়ায় না আর,
নয়নে পড়েনা আসি
সোণার কিরণ রাশি,
শিশির আসার
নীরবে ঝরিয়া পড়ে
কুয়াশা ঘেরিয়া ধরে,
মিলায় গোধূলি,
নাই ভানু আছে ছায়া
তন্ময় তনুর মায়া
গেছে যেন ভুলি ।

কাননের কিনারায় কুন্দ তুষারের প্রায়
পড়িয়া ভূতলে,
আকাশের তারকার সে হাসি নাহিক আর
বিলুপ্ত বাদলে ।

যে আলোকে নিশানাথ প্লাবন করেছে রাত
কতনা শরতে,
আজি দিগন্তের পারে নাই দেখা একেবারে
গেল কোন্ পথে,
কুণ্ঠিত কণ্ঠের গান, বীনায় বাণীর তান,
বাঁশীতে আলাপ,
বোধনের আরাধন. শুধু মিছে আবেদন
বিফল বিলাপ ।

মাতৃরূপ

অধ্যাপক শ্রীনৃপেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বপন তিমির ভেদি, মা তোমার এ কি জ্যোতির্ম্ময় রূপ !
জগত সভাকেন্দ্রে বন্দনা তব করে কত মহাভূপ ।
ছত্রিশ রাগ-রাগিণী গাহে আনন্দে, করে প্রণতি তারা,
চৌষট্টি কলা তোমার সেবায় ক্ষরিছে অমৃতধারা ।
কেশর ফুলায়ে স্পর্দ্ধা গরবে শক্তি সিংহ পাদমূলে
অশিব অসুর নিহত চরণে, করেতে কমল দোলে.
চপলা দামিনী কৃষ্ণকেশে খেলে, অধরে স্ফুরিত হাসি,
মত্ত প্রভঞ্জন গর্জ্জিত প্রলয়ে দশদিকে বাজে বাঁশি !
জ্ঞান বিজ্ঞান আরতি প্রদীপ তুলিয়া বাগ্দেবী নাচে
মাণিক্য সুবর্ণ লাঞ্ছিত হারে কমলা করুণা যাচে ।
শত প্রহরণ সাজে দেব সেনাপতি আনে অর্ঘ্যভার
গণদেব আসে পূর্ণসিদ্ধি বহি, সাধনার উপচার ।
বিশ্ব সভাকেন্দ্রে সমাসীন এক তপোশীর্ণ মহাভক্ত,
প্রেম মহাশক্তি মূলে পূজাপীঠে নত, বীর, অনাসক্ত ।

—o—

শারদা

শ্রীশ্বেতকুমার মুখোপাধ্যায়

এস চিত চঞ্চলা,
নব-নীল অঞ্চলা,
শরতের প্রভাতের শেফালীর গন্ধে ।
এস চিত সঞ্চিতা,
এস মনোবাঞ্ছিতা,
দরশের পরশের হরষের ছন্দে ।
এস মধু মঞ্জরী,
মেঘে মেঘে সঞ্চরী,
গুঞ্জরি' ধর তান মঞ্জু আনন্দে ।
এস হৃদি বল্লভা,
নীল আঁখি-পল্লবা,
প্রাণহীনে দাও প্রাণ, আঁখি দাও অন্ধে !

অরসিকেষু

—০—

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

—০—

গ্রামের মধ্যে হঠাৎ একদিন রাষ্ট্র হইয়া গেল,—কালী খুড়ির নাকি চরিত্র নষ্ট হইয়াছে।

কালী খুড়ি বলিয়া সকলেই তাহাকে ডাকে, কিন্তু নাম তাহার কালী নয়। কালী তাহার স্বামীর নাম। এবং এই স্বামীটি তাহার গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতার খুড়ো। আর সেই জন্যই স্ত্রী তাহার—কালী খুড়ি।

শীর্ণ কঙ্কালসার জরাজীর্ণ কালী খুড়োকে বহুকাল যাবৎ সকলেই ঠিক ওই এক-রকমটিই দেখিতেছে। কখনও দেখা যায়, রাস্তার ধারে রমময় কোবরেজের বৈঠকখানায় দাবার আড্ডা বসিয়াছে আর কালী খুড়ো তাহাদেরই একপাশে চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া দাবার চাল দেখিতেছে, আবার কখনও-বা দেখা যায় কাঁসার একটি গ্লাস হাতে লইয়া গয়লাদের দোরে দোরে কালী খুড়ো দুধের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে।

দুধের প্রয়োজন তাহার একটুখানি করিয়া রোজই হয়। তাহার কারণ—বছর-দুই আগে একবার তাহাকে এমন এক সর্ব্বনাশা রক্ত আমাশয় রোগে ধরে যে সে রোগ আর কিছুতেই ছাড়িতে চায় না। তখন তাহার বিধবা মা একদিন তাহাকে অতি সামান্য একটুখানি আফিং দিয়া বলে, 'নে খা-দেখি এইটুকু! ও-পাড়ার সুরধনী বললে, এই খেয়েই তার দেওরের সেরেছে।'

কালী খুড়োরও তাহাতেই সারিল বটে, কিন্তু রোজ একটুখানি করিয়া খাইতে খাইতে এখন সেটা তাহার অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গেছে। আফিং তাহাকে রোজই খাইতে হয় এবং আফিংখোরদের একটুখানি দুধের প্রয়োজন।

বাড়ীতে তাহার এক বিধবা মা ছাড়া আর কেহ নাই। পৈতৃক জমিজমা কিছু আছে বলিয়াই রক্ষা, তাহা না হইলে বেচারীর কষ্টের আর সীমা থাকিত না। তখন সবেমাত্র ঠাকুর ঘরে প্রদীপ দিয়া ঘরে আসিয়া বসিয়াছে, এমন সময় পাড়ার জন-কতক ছোট ছোট ছেলে আসিয়া তাহাকে সংবাদ দিল,—'বাব আগোলে তোমার ছেলের কি হচ্ছে!'

'কি হচ্ছেরে? কোথায়? কখন? কে বললে?' বলিতে বলিতে সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে আসিয়া শুনিল, সরকারী শিব-দেউলের পাশে কালী খুড়ো নাকি গাঁজা টানিয়া বেহুঁস হইয়া পড়িয়া আছে।

মা তাড়াতাড়ি গিয়া দেখিল, কালী বেহুঁস হইয়া পড়িয়া নাই। পথের উপর অনেকখানি বমি করিয়াছে এবং তাহার পাশেই বসিয়া বসিয়া 'ওয়াক্' 'ওয়াক্' করিতেছে।

কালী খুড়োর মা'র নাম বিন্দুবাসিনী। লোকে তাহাকে বাসিনী বলিয়াই ডাকে।

বাসিনী বলিল, 'এ আবার কি রোগে ধরলো তোকে হতভাগা? গাঁজা আবার খেতে গেলি কেন?'

কালী খুড়ো মুখ তুলিয়া তাহার মা'র মুখের পানে তাকাইল। বলিল, 'বাঃ! গাঁজা খেয়ে বমি করলে যেন! গাঁজা ত' আমি রোজ খাই।'

বাসিনী বলিল, 'রোজ খাস্? তবে আজ আবার এমন হ'লো কেন?'

কালী খুড়ো বলিল, 'আজ একটু মদ খেয়েছিলাম।'

বাসিনী বলিল, 'মদ কেন মরতে খেতে গেলি, বল্ ত? এইবার তুই মরবি রে, মরবি।'

কালী খুড়ো এইবার রাগিয়া উঠিল। বলিল, 'হাঁ, সবাই মরে। যা তুই এখান থেকে—যা, বেরো বলছি!'

বাসিনীর কণ্ঠস্বর এইবার নরম হইয়া আসিল। বলিল, 'চ বাছা চ, বাড়ী চ। এখানে বসে থাকে না,—চ।'

কালী খুড়ো বাড়ী গিয়া হাত মুখ ধুইয়া একটুখানি সুস্থ হইয়া বসিল। বাসিনী ভাবিল, ছেলের এইবার বিয়ে না দিলে ছেলে বুঝি এমনি করিয়া যত সব বাউণ্ডুলে ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া নেশাভাং খাইয়া মরিবে। বিবাহ দেওয়া তাহার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু কালোকে স্বচক্ষে দেখিয়া তাহার হাতে মেয়ে দিতে আজ পর্য্যন্ত কেহই রাজি হয় নাই।

বাসিনী আবার তাহার ভাইকে একখানি চিঠি লিখিল।

লিখিল—

'এবার যদি তুমি আমার ছেলেটার একটা গতি করিয়া না দাও ত' হয় আমি তোমার কাছে চলিয়া যাইব, আর না হয় ত' গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিব। তুমি এত লোকের বিবাহ দাও আর নিজের ভাগ্নের জন্য একটি পাত্রী দেখিতে পার না? ইহা আমি বিশ্বাস করি না।'

কথাটা সত্য। ভাই তাহার বিবাহের ঘটকালী করিয়াই জীবিকা উপার্জ্জন করে। সুতরাং ব্যাপারটা তাহার কাছে কঠিন মোটেই নয়।

ভাইএর কাছ হইতে চিঠির জবাব

আসিল। লিখিয়াছে—'কালীকে লইয়া তুমি এখানে চলিয়া আসিও। অবিলম্বে যদি আসিতে পার ত' এইখান হইতেই কালীর বিবাহের ব্যবস্থা আমি করিয়া দিতে পারি।'

তাহার পরের দিনই মা ও ছেলে দু'জনেই রওনা হইয়া গেল এবং প্রায় মাস খানেক পরে গ্রামে ফিরিল একেবারে বৌ লইয়া।

কালী খুড়ো ত এই। জরাজীর্ণ পঞ্চ-চত্বারিংশৎ বৎসরের একটা অনাসৃষ্টি, আর তাহার বৌ হইল পরমাসুন্দরী স্বাস্থ্যবতী এক যুবতী। রাজার ঘরে গেলেও বেমানান হয় না—এই রূপ!

এই আমাদের কালী খুড়ি।

গ্রামের লোক ত' অবাক!

মুখের সামনে যাহারা কিছু বলিতে পারিল না বৌ দেখিয়া আড়ালে গিয়া তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল। আবার কেহ কেহ বিন্দুবাসিনীকে তাহার বৌ-এর কাছ হইতে একটুখানি দূরে সরাইয়া লইয়া গিয়া বলিল, 'কালীর জন্যে এমন মিষ্টি বৌ এনে তুই ভাল কাজ করলিনি বাসিনী।'

বাসিনী তাহার প্রতিবাদ করিল। বলিল, 'কেন, কালী কি আমার কচি খোকা। তোরা যে অমন কথা বলছিস্?'

ইহার উপর আর কথা চলে না। কিন্তু পরে জানা গেল, বৌ তাহাদেরও ভাল লাগে নাই।

•

গ্রামের জমিদার প্রসন্ন বাবুদের প্রকাণ্ড অট্টালিকার পাশেই কালী খুড়োর খড়ে-ছাওয়া ছোট্ট মাটির ঘরখানি। বাবুদের দোতলার জানালা হইতে খুড়োর গৃহস্থালীর ভিতর পর্যন্ত সবই দেখা যায়।

কালী খুড়ি এখানে আসিবার কিছুদিন পরে কালী খুড়ো একদিন দেখিল সেই জানালার পথে প্রসন্ন বাবুর ছোট জামাই চুরি করিয়া উঁকি মারিতেছে।

খুড়ো তৎক্ষণাৎ খুড়িকে কাছে ডাকিয়া সাবধান করিয়া দিল।—'এই একটুখানি সাবধান হয়ে চলাফেরা করিস্। ওদিকে ওই জানালাটা—'

কালী খুড়ি এমনি বোকার মত তাহার মুখের পানে প্রথমে তাকাইয়া রহিল, মনে হইল যেন সে কিছুই বুঝিতে পারে নাই। খুড়ো তখন আঙ্গুল বাড়াইয়া ইসারা করিয়া জানালাটা দেখাইয়া দিল।

কালী খুড়ি তাহার সুবিন্যস্ত শুভ্র দন্ত পঙ্‌ক্তি ঈষৎ উন্মুক্ত করিয়া সুচারু সুন্দর রক্তাভ ঠোঁট দুইটি বাঁকাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, 'ওঃ'।

বলিয়াই সে তাহার আয়ত চক্ষু দুইটি তুলিয়া জানালার দিকে একবার তাকাইল। এবং তাকাইয়াই তৎক্ষণাৎ মাথার কাপড়টা একটুখানি টানিয়া দিয়া তাহার মরাল-বিনিন্দী সুবঙ্কিম গ্রীবা হেলাইয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া সে এক অপরূপ ভঙ্গীতে সেখান হইতে ছুটিয়া পলায়ন করিল।

কালীখুড়োও তাহার পিছু-পিছু ঘরে গিয়া ঢুকিল। হাতখানা তাহার চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ওপর দিকে তাকিয়ে অমন করে' হাস্‌লি যে? ছি ছি ছি ছি, তোকে এত করে সাবধান করে দিচ্ছি, তবু তুই,—'

কালী খুড়ি বলিল, 'কই, কেউ ত' ছিল না ওখানে।'

কালী খুড়ো বলিল, 'ছিল বই কি! ওদের সেই ছোট জামাইটা—তোকে দেখবার জন্যে ব্যাটা চব্বিশ ঘণ্টা ওইখানে উঁকিঝুঁকি মারছে।'

কালী খুড়ি আবার ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'আমায় দেখবার জন্যে? যাঃ! কেন, ওর বৌ নেই?'

'থাকবে না কেন? বৌটা কালো—প্যাঁচার মত, বিচ্ছিরি।

'আর ও নিজে কেমন?'

কালী খুড়ো বলিল:

'আরে দূর্ দূর্! সব শালা খোসামুদে। বাবুদের বাড়ীর জামাই কি না! বলে, নইলে চেহারা দেখলে না ছাই! কিচ্ছু না, কিচ্ছু না।'

কালীখুড়ি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। খুড়ো তাহাকে এবার একটুখানি আদর করিয়া 'তুমি' বলিয়া আবার আর-একবার

নিষেধ করিয়া দিল। বলিল, 'তুমি যেন ভুলেও তাকিয়ো না ওপরের দিকে।'

ঘাড় নাড়িয়া কালীখুড়ি বলিল, 'বেশ।'

যেখানে নিষেধ বারণ, মানুষের মন সাধারণ সেই দিকেই ছুটিতে চায়। চাহিবে না চাহিবে না করিয়াও কালীখুড়ি যতবার ঘরের বাহির হয় ততবারই একবার করিয়া সেই জানালার দিকে তাকাইয়াই মাথা নামায়।

সেদিনও সে অমনি চেয়ে তাকাইয়াছে, আর তৎক্ষণাৎ একেবারে চোখাচোখি। বাবুদের ছোট জামাই অরণ জানালার পাশে দাঁড়াইয়া স্থির দৃষ্টিতে তাহারই দিকে তাকাইয়া আছে।

দেখিল, আমা তাহার মিথ্যা বলিয়াছিল। চমৎকার চেহারা। চোখ ফিরাইয়া লইতে ইচ্ছে করে না।

তবু সে লজ্জায় চোখ নামাইয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

এদিকে পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কালীখুড়ো যে তাহা দেখিল, কালীখুড়ি তাহা লক্ষ্য করে নাই।

বিন্দুবাসিনী রান্নাঘরে বসিয়া কি যেন করিতেছিল, কালীখুড়ো রাগিয়া একেবারে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, দেখলে মা? মজাটা দেখলে?

বিন্দুবাসিনী ছেলের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'কি মজা রে? কি দেখব?'

কালী খুড়ো বলিল, 'দেখলে না তোমার বৌয়ের কাণ্ড-কারখানা? এত করে হারামজাদীকে বারণ করে দিলাম তবু ত কই শুনলে না।'

বিন্দুবাসিনী বলিয়া উঠিল, 'তুইও দিতে পারলি না অমনি ওর মুখখানা ভেঙে? চুপ করলে কি শুনি?'

কালী খুড়ো বলিল, 'ওদের ওই জামাই-এর সঙ্গে হাসাহাসি করছিল, আবার কি করবে?'

বিন্দুবাসিনী তাহার গালে হাত দিয়া বলিল, 'সর্ব্বনাশ! ওরে থাম্ থাম্, এ সব্ব-নেশে কথা আর কাউকে বলিসনি। ভালয় ভালয় ছুঁড়িকে বিদেয় করে দে। না বাবা, কাজ নেই আমার এ রকম বৌএ।'

বৌ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সবই শুনিল। মুখে একটি কথাও সে বলিতে পারিল না।

কথাটা কাহারও কাছে বলিতে বারণ করিয়াছিল বিন্দুবাসিনী নিজেই, অথচ সব দিক দিয়াই সন্ধ্যা হইতে না হইতেই দেখা গেল, বিন্দুবাসিনী নিজেই সে কথা গাঁয়ের সর্ব্বত্র প্রচার করিয়াছে। এবং এই চমৎকার সংবাদটা মুখে মুখে শাখায় প্রশাখায় পল্লবিত হইয়া এমন করিয়া গ্রামের যাবা বৃদ্ধ বনিতার কর্ণগোচর হইয়াছে যে, শুনিলে কানে আঙ্গুল দিতে হয়।

রবিদিন তাহার বাড়ীতে একজনের পর একজন মাইনার শুভাগমন হইতে লাগিল।

সকলের মুখেই সেই এক কথা—'বলি হাগা বাসিনা দিদি, এ কি যেন শুনছি। কোথায়, তোর সে বৌ হারামজাদী গেল কোথায়?'

বাসিনী আঙুল বাড়াইয়া কোণ ঘরের উপরটা দেখাইয়া দিয়া বলে, 'আজ আর নামতেনি দিচ্চি। নামতে দিই নি।'

'ঠিকই করেছিস্ মাসী। নেমে কি হবে? হাঁড়িকুঁড়ি ছোঁবে, হেঁসেলে ঢুকবে। তার চেয়ে চিঠি লিখে দে, বাপের বাড়ী থেকে লোক এসে নিয়ে যাক্।'

কিন্তু এই বলিয়াই বিদায় হইতে সহজে কেহ চায় না। বৌয়ের সঙ্গে একবার দেখা করিয়া দু'কথা তাহাকে শুনাইতে না পারিলে আর আসিল কিসের জন্য?

বৌ কিন্তু নিজেকে নির্দ্দোষ প্রমাণ করিবার কোনও চেষ্টাও করিল না, কাহারও কথার কোনও জবাবও দিল না, নীরবে শুধু সে মাথা হেঁট করিয়া যেমন বসিয়াছিল তেমনি বসিয়াই রহিল আর তাহার দু চোখ বাহিয়া দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইতে লাগিল।

কালী খুড়িকে সেদিন কেহ স্নানও করিতে বলিল না, খাইতেও ডাকিল না। অথচ জ্যৈষ্ঠের দুপুর। প্রচণ্ড রৌদ্রে চারিদিক যেন পুড়িয়া যাইতেছে। স্নান তাহাকে করিতেই হইবে।

গামছা হাতে লইয়া নিজেই সে উপর হইতে নামিল। শাশুড়ী তাহাকে দেখিয়াও কোন কথা বলিল না। পুকুরে স্নান সে রোজই করে। পথ তাহার জানা।

কিন্তু বাড়ীর বাহির হইয়াই কালী খুড়ি থমকিয়া দাঁড়াইল। বাবুদের বাড়ীর এদিক-কার দরজায় দাঁড়াইয়া সেই ছোট জামাই তরুণ দাঁড়াইয়া আছে। তার কাছাকাছি আসিয়া পার হইবার উপায় নাই।

কিন্তু সাহস করিয়া কালী কাহারও দিকে না তাকাইয়া দাঁড়াইল।

কালী খুড়ি তাহার মাথায় ঘোমটা টানিয়া সসঙ্কোচে ধীরে ধীরে সে জায়গাটা পার হইয়া পুকুরের দিকে চলিতে লাগিল।

গাছের নীচের ঘাট আগুনের মত তাতিয়া উঠিয়াছে। পুকুরের ঘাটে জনপ্রাণী নাই। কালী খুড়ি জলে গিয়া নামিল। আঃ, শরীরটা যেন জুড়াইল। কিন্তু মন ত জুড়ায় না। এবার ভাবিল—এই ত জীবন। তাহার চোখে বড় সম্পদ তাহার আর কিছুই নাই, তাহার সেই সতীত্বে আমেই কলঙ্ক রটিয়াছে। কাজ নাই তার এ জীবন রাখিয়া। এই দীঘির জলে সে ডুবিয়া মরিবে। অন্যমনস্কের মত খানিকটা আগাইয়াও গেল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পারিল না। আবার কি ভাবিয়া যে ফিরিয়া আসিল কে জানে? ভিজা কাপড়খানার উপর গামছা জড়াইয়া ভিজা কাপড়েই সে বাঁধানো ঘাটের সৈঠাব উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। কাপড় বাহিয়া টস্ টস্ করিয়া জল গড়াইতেছিল, দুইহাতে গাড়ু তুলিয়া নিয়া হাঁটুর নীচের কাপড়টা তুলিয়া একবার নিঙড়াইয়া লইল। তাহার পর আবার সে চলিল। চলিল তাহার শাশুড়ীর কাছে, —চলিল তাহার ইহজীবনের সর্ব্বস্ব,

তাহার স্বামী—আমাদের কালী খুড়োর কাছে।

কেন চলিল কি জন্য চলিল জানি না। তবে এমনি করিয়া স্নেহ-স্বজন-হীন নির্বান্ধব শত্রুপুরীতে মা পাঠাইবার সময়েই বলিয়া দিয়াছে—ঘরে ফিরিতে। ইহা তাহার মাতার আদেশ। ইহা আমাদের বধূ লক্ষ্মীদের রক্তের আদেশ!

বাবুদের ছোট জামাই অরুণ এদিকে তাহার পিছু ধরিয়াছে। অনেকদিন ধরিয়াই এই সুযোগ সে চাহিতেছিল। কিন্তু পায় নাই। সে শুধু জানিতে চায়—তাহার মনের কথা সে জানিল কেমন করিয়া!

বাড়ী হইতেই একখানি চিঠি অরুণ লিখিয়া তাহার সঙ্গে লইয়া গিয়াছে। মুখে কিছু বলিবার সুবিধা যদি না পায়, চিঠিখানি তাহার হাতে দিবে।

কিন্তু ভয়ে সে তাহার কাছে যাইতে পারিল না। মাথার উপর প্রচণ্ড রৌদ্র, খালি পা, গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে, তাহার উপর বাবুদের বাড়ীর জামাই,—প্রকাশ্য দিবালোকে দুষ্কার্য করিতে তাহারও সাহসের প্রয়োজন। কাঁটা গাছের বেড়া ডিঙাইয়া, ফণি মনসার কাপড় জড়াইয়া, রুক্ষ শুষ্ক আখের খেতের ভিতর দিয়া এত কষ্টে সে আগাইয়া গেল, তবু সেই স্নানসিক্তা যৌবনগর্বিতা অপরিচিতার কাছে তাহার বীভৎস লোলুপতা লইয়া আত্মপ্রকাশ করিতে সে পারিল না, শাখাবহুল ছোট একটা ঝোপের আড়াল হইতে তাহার সেই চিঠিখানি একটা ঢিলের সঙ্গে জড়াইয়া কোনো রকমে তাহার পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া দিল।

ঢিলটা পায়ে লাগিতেই 'উঃ' বলিয়া একটুখানি অস্ফুট শব্দ করিয়াই কালী খুড়ি পায়ের কাছে তাকাইয়া দেখে, সদ্য-নিক্ষিপ্ত ঢিলের সঙ্গে চিঠির কাগজের মত কি যেন জড়ানো রহিয়াছে। কৌতুহল হইতেই কাগজটা সে তুলিয়া লইল। খুলিয়া ধরিল এবং দুইছত্র মাত্র লেখা—

পড়িতাও কোঁদল।

অরুণ লিখিয়াছে :

পালাতে চাও? চল—দুজনে পালাই। যদি চাও ত' জানালার পথে জানিও।

তোমারই—

অরুণ

কালী খুড়ির বুকের ভিতরটা একবার কেমন যেন করিয়া উঠিল। মাথাটাও কেমন যেন ঘুরিতেছে।—হ্যাঁ। সে নিশ্চয়ই পলাইবে। এখানে তাহার কে আছে?

রাত্রির অন্ধকারে অরুণকে লইয়া সে পলায়ন করিবে। বহু দূরে—বহু দূর দেশে। তাহার এই স্বামী শাশুড়ী হইতে অনেক দূরে।

এদিকে কালী খুড়ো তখন তাহার প্রাতঃভ্রমণ শেষ করিয়া স্নানাহার করিবার জন্য বাড়ী ফিরিয়াছে। ফিরিতেই তাহার মা বলিল—'গেলেন উনি চান করতে। পিছু পিছু দেখলাম উনিও গেলেন।'

বলিয়া বাবুদের দোতলার দিকে একবার চোখের ইসারা করিয়া বলিল,—'দ্যাখ না একবার বেড়াতে বেড়াতে।'

কালী খুড়োও বাহির হইল, তাহার মাও বাহির হইল! কিন্তু বেশী দূর তাহাদের যাইতে হইল না। দরজার বাহিরে যাইতেই দেখিল—বৌ আসিতেছে।—'এই যে, এলেন এতক্ষণে।'

কালী খুড়ার দাঁতগুলা কড়মড় করিয়া উঠিল।

ঘোমটা টানিয়া [illegible] কাটি। কালী খুড়ি পার হইয়া যাইতেছিল, শাশুড়ী বলিল, 'আর লজ্জায় কাজ নেই'—হাতে ওটা কি? কই দেখি?'

বলিয়াই চিঠিখানা তাহার হাত হইতে বাসিনী কাড়িয়া লইল।

এতক্ষণে কালী খুড়ির যেন চমক ভাঙিল। চিঠিখানা সে হাতেই রাখিয়াছে? ছি, ছি, সে কী!

'দ্যাখ ত' বাবা কি এটা?' বিন্দুবাসিনী চিঠিখানি কালী খুড়ার হাতে দিয় বলিল, —'দ্যাখ ত পড়ে।'

কালী খুড়ো কাগজখানি প্রথমে উল্টা করিয়া তাহার চোখের কাছে তুলিয়া ধরিয়াছিল, তাহার পর ভুল বুঝিতে পারিয়া সোজা করিয়া ধরিল। বলিল,—'বললাম তোকে গোটা কতক টাকা দে, চশমাটা তৈরি করিয়ে আনি, তা দিলনে? এদিকে চোখটা আমার গেল।'

এই বলিয়া মাকে একবার শাসাইয়া অতিকষ্টে চিঠিখানা পড়িয়া ফেলিল। তাহারও সর্বাঙ্গ তখন জ্বলিয়া গেছে, পা হাত থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছে না।

মা জিজ্ঞাসা করিল, 'কি রে?'

কালী খুড়ো দেখিল, বৌ তখন ঘরে গিয়া ঢুকিয়াছে, তবু তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। হাতের ইসারায় মাকে বলিল, 'চল।'

কালী খুড়ো এতক্ষণ যেন ধোঁয়াইতেছিল। ঘরে ঢুকিয়াই দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাহার সেই শীর্ণ দুই বাহু উত্তোলন করিয়া ছুটিয়া গিয়া বৌএর কাপড়টা প্রথমে সে টানিয়া ধরিল, তাহার পর জড়িতকণ্ঠে অস্পষ্ট চীৎকার করিতে করিতে দুম্ দুম্ করিয়া বার-কতক লাথি মারিয়াই তাহারই ধমকে বোধ করি টাল্ খাইয়া ঘুরিয়া পড়িল এবং চালার একটা খুঁটি ধরিয়া বসিয়া পড়িয়া কিয়ৎক্ষণ গোঁ গোঁ করিয়া জোরে শ্বাস টানিতে লাগিল।

বিন্দুবাসিনী ছুটিয়া গিয়া তাহার বুকে পিঠ চাপিয়া ধরিল, মাথায় মুখে জলের ছিটা দিতে গেল। হাত নাড়িয়া কালী খুড়া নিষেধ করিল। বলিল,—'না। ডাক বৌকে তোর এক্ষুণি দূর করে' দে। আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসব।—কার চিঠি জানিস? ওই শালা অরুণের।'

বাবুদের বাড়ীর জামাই। পাছে

শুনিতে পায় ভাবিয়া বিন্দুবাসিনী তাহাকে তৎক্ষণাৎ থামাইয়া দিল। বলিল, 'থাম্ বাছা থাম্। যা তুই এক্ষুণি গাড়োয়ান-টাকে বলে' গাড়ী ঠিক করে' আন্। নিয়ে ওই হতভাগীকে দিয়ে আর তোর সেই হতভাগা মামার কাছে। শাশুড়ী-হারাম-জাদীর কাছে যাসনি। তোর মা রাগের শরীল্—ফট্ করে' রাগের মাথায় শেষে—'

কালী খুড়ো ততক্ষণে সাম্‌লাইয়া লইয়া-ছিল। গাড়ী আনিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়া-ইল।

গরুর গাড়ী দরজায় আসিয়া দাঁড়াই-য়াছে। কালী খুড়ির টিনের বাক্সটি তাহাতে আগে চড়ানো হইল। কেহ কিছুই জানে না, তবু যেন হাওয়ায় খবর পাইয়া জনকতক মেয়ে ছেলে আসিয়া জড়ো হইল।

কালী খুড়ো তাহার মাকে জিজ্ঞাসা করিল :

'কাপড়টা ফর্‌সা আছে, না কি বল্।'

বলিয়াই সে একটা আধ ময়লা জামা গায়ে দিয়া চটি জোড়াটা পরিয়া লইল।—'চল্, হারামজাদী চল্!' অন্য কেউ হলে খুন করে ফেলতো। আমি বলেই তাই রক্ষে!'

বিন্দুবাসিনী পাড়ার একটা মেয়েকে শুনাইয়া বলিল,—'তুইও ত' জানিস্ মা, কালী আমার একটা ইঁদুর মারতে পারে না—এমনি মায়ার শরীল্।'

কালী খুড়ির চোখ দুইটা কেমন যেন অস্বাভাবিক রকম চক্ চক্ করিতেছিল মাত্র। কাঁদিতেছিল কিনা ঠিক বুঝা গেল না। ধীরে ধীরে গাড়ীতে গিয়া উঠিল। ছইএর ফাঁক দিয়া বাবুদের বাড়ীর সেই জানালাটা দেখা যাইতেছিল। কিসের প্রলোভনে জানি না, কালী খুড়ি একবার সেই দিক পানে তাকাইল। রাত্রির অন্ধকার হইলেও বা কেহ দেখিতে পাইত না, কিন্তু দ্বিপ্রহরের স্পষ্ট দিবালোকে এই চাহনি কাহারও দৃষ্টি এড়াইল না।

কালী খুড়ো সর্ব্বাগ্রে দেখিয়াছিল। বলিল,—'দেখলি? মা, দেখলি? ', মা বলিল, 'দেখেছি বাছা। এইবার দেখুকগে সেইখানে, যত দেখতে পারে। যা'র ছেলে—যার কাছে যাক্।'

কিন্তু কালী খুড়োর রাগ তখনও পড়ে নাই। কালী খুড়ির দিকে কটমট করিয়া তাকাইয়া বলিল,—'দেবো চোখ দুটো কানা করে তখন বুঝবি মজা!—চালা রে, চালা হারামজাদা, তুই আবার দাঁড়িয়ে রইলি কেন হাঁ করে?'

গাড়োয়ান গাড়ী চালাইল। ক্যাঁচ ক্যাঁচ করিয়া গাড়ী গিয়া রাস্তায় নামিল।

কালী খুড়ো গাড়োয়ানের একটুখানি কাছে সরিয়া গিয়া বলিল,—'আম্ বাগানের কাছে একবার দাঁড়াস্ কুঞ্জু, সুরো বাগ্‌দির কাছে একটান্ টেনে নেবো। গাড়ীতে আবার কোথায় পাব না পাব'

গাড়ীর ভিতর খিল্ খিল্ করিয়া হাসির শব্দে কালী খুড়ো চমকিয়া উঠিল। মুখ ফিরাইয়া তাকাইয়া দেখিল,—কালী খুড়ি কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া হাসিতেছে।

গল্প ও বাংলার ইতিহাস

লেপ্টন্যান্ট কর্ণেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ইংলণ্ডের ইতিহাসের একটি ঘটনা লইয়া একটি গল্প বলি। আপনারা রাজ্ঞী এলিজাবেথের নাম শুনিয়াছেন। ব্যাপারটা তাঁহারই অভিষেক সংক্রান্ত। রাণী এলিজাবেথ আইসল্যাণ্ড দ্বীপে জন্মিয়াছিলেন। সেখানে জনকতক ইহুদী ষড়যন্ত্র করিয়া শিশু এলিজাবেথকে একখানা ভেলায় চড়াইয়া আট্‌ল্যাণ্টিক মহাসাগরে ভাসাইয়া দেয়। অনেক দিন ধরিয়া ভেলাখানা ভাসিতে ভাসিতে উত্তর সমুদ্রে গিয়া পড়ে। তারপর বায়ুবেগেই হো'ক, কিম্বা গালফ্‌ ষ্ট্রীমের স্রোত বশতঃই হো'ক ভেলাখানা এলিজাবেথকে লইয়া ইংলিস্‌ চ্যানেলে প্রবেশ করে। তারপর ভাসিতে ভাসিতে টেমসের মোহানা দিয়া লণ্ডনের ষষ্ঠীতলা ঘাটে ভেলাখানা ঠেকে। ঘাটের পাশের চড়াতে রাজার হাতী-শালায় কতকগুলি হাতী চরিতেছিল, তাহাদের মধ্যে একটা বুড়ো হাতী এলিজাবেথকে দেখিয়া তার পুরাতন মুনিব অষ্টম হেনরীর কন্যা বলিয়া চিনিতে পারিল। সে চিনিতে পারিবা মাত্র তাড়াতাড়ি জলে নামিয়া শিশু এলিজাবেথকে শুঁড়ে করিয়া জড়াইয়া নিজের পিঠে বসাইয়া দিল, এবং ছুটিতে ছুটিতে লণ্ডন সহরের মধ্যে আসিল। রাজধানীর লোকেরা এত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া প্রথমে কিছু বুঝিতে পারে নাই, তাহার পর বুঝিল, যে তাহাদের রাজ্ঞী আসিয়াছেন। ঢাক, ঢোল, শাঁখ, ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, পুরবাসীদের আনন্দের আর সীমা রহিল না; তার তিন দিন পরে ওয়েষ্ট-মিনষ্টার এবিতে রাজ-পাদ্রী এলিজাবেথকে ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন।

এই বৃত্তান্ত শুনিয়া আপনাদের মধ্যে হয়ত কেহ কেহ বলিবেন, এ একটা অসম্ভব কথা, কেহ কেহ বলিবেন, "ছাগলে কামড়াল সীতা, ম'ল রাজা দুর্য্যোধন।" এও সেই জাতীয় ইতিহাস। আইস্‌ল্যাণ্ড্‌ দ্বীপে এলিজাবেথই বা জন্মিবে কেন, ইহুদীরাই বা তাহাকে কেন সমুদ্রে ভাসাইয়া দিবে; দিনের পর দিন ভেলা-খানাই-বা কি-করিয়া সমুদ্র বক্ষে ভাসিতে ভাসিতে যাইবে, কি করিয়াই বা ইংলিস চ্যানেল দিয়া টেমস নদীর ভিতর প্রবেশ করিবে, লণ্ডনে ষষ্ঠীতলার- ঘাট-ই বা—কোথায়? সেখানে হাতীই বা আসিল কোথা হইতে, একটা হাতীই বা কেমন করিয়া এলিজাবেথকে চিনিল, আর লণ্ডন সহরেই বা কোথা হইতে শাঁখ ঘণ্টা আসিল? এ গল্প গুলির আড্ডা হইতে বাহির হইয়াছে।

আপনারা যদি এরূপ কথা বলেন তাহা হইলে আমার কিছু বলিবার নাই। আর একটা বৃত্তান্ত বলি। একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, জন্মাবধি অন্ধ। আমি যখনকার কথা বলিতেছি, তখন তাঁর বেশ বয়স হইয়াছে। অনেকগুলি ছেলে পিলে, ছেলেরা সব বড় বড়। ব্রাহ্মণের ঘরে সুখ ছিল না, যদিও তিনি নিজে বেদ বেদাঙ্গ পারদর্শী ছিলেন তবুও অন্ধ বলিয়া বিশেষ উপার্জ্জন করিতে পারিতেন না। ব্রাহ্মণটির নাম ছিল দীর্ঘতমা, কেহ কেহ গৌতম বলিয়াও ডাকিত। অর্থাভাবে ব্রাহ্মণের ঘরে প্রায়ই কলহ বিবাদ হইত। একদিন ব্রাহ্মণের স্ত্রী ও তাঁহার ছেলেরা মিলিয়া পরামর্শ করিল যে অন্ধটাকে বাঁধিয়া একখানা ভেলার উপর চড়াইয়া ভেলাখানা গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দেওয়া যাক্। তাই হইল। ছেলেরা অন্ধ বাপকে বাঁধিয়া ভেলা করিয়া গঙ্গা নদীতে ভাসাইয়া দিল। ভেলা গঙ্গার উপর দিয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিল। সেই সময় একজন রাজা ও রাণী গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ভেলাখানা দেখিলেন, আর তাহার উপর হইতে পা বাঁধা ব্রাহ্মণকেও দেখিলেন। তাঁহারা লোকজন দিয়া ভেলাখানা আনাইয়া ব্রাহ্মণকে সেই অবস্থা হইতে উদ্ধার করিলেন এবং তাঁহাকে নিজেদের বাড়ীতে লইয়া গেলেন।

ঐ রাজার নাম ছিল বলি। বলিরাজা অপুত্রক ছিলেন, তিনি তাঁর স্ত্রীকে বলিলেন, যে তুমি ঐ অন্ধ ব্রাহ্মণের নিকট যাও, আমার ইচ্ছা যে তাহার ঔরসে তোমার গর্ভে পুত্র জন্মে। যাহার ক্ষেত্র তাহার পুত্র, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্র অনুশাসন, তাহা হইলে সেই পুত্র আমার পুত্র হইবে। রাণী কিন্তু রাজাকে কিছু না বলিয়া ব্রাহ্মণের নিকট নিজে না গিয়া গোপনে দাসীকে পাঠাইয়া দিলেন। সেই দাসীর গর্ভে দীর্ঘতমার ঔরসে একে একে এগারটি পুত্র সন্তান হয়, ঐ সন্তানগুলি জন্মিবার পরে বলি রাজা জানিতে পারিলেন যে, পুত্রগুলি তাঁর স্ত্রীর গর্ভজাত নয়। তখন তিনি পূর্ব্বে নিজের স্ত্রীকে যে অনুরোধ করিয়াছিলেন, পুনরায় সেই অনুরোধ করিলেন। এবার তাঁহার মহিষী সেই অনুরোধ রক্ষা-করিলেন। তাহার ফলে রাণীর গর্ভে পাঁচটি পুত্র জন্মিল। ঐ পুত্রগুলি শাস্ত্রের বিধান অনুসারে বলি রাজার পুত্র হইল!

আপনারা হয়ত বলিবেন, যে এ আর

এক গাঁজাখোরি গল্প, আপনি কোথা হইতে পেলেন? একজন ব্রাহ্মণকে বিশেষ বেদ বেদাঙ্গবিৎ ব্রাহ্মণকে তাঁহার পুত্রেরা তাহাদের মাতার সহিত এক মত হইয়া তাঁহার হাত পা বাঁধিয়া তাঁহাকে ভেলায় করিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দিবে, এ এক অসম্ভব কথা। আর ভেলা খানাই বা কোথাও না ঠেকিয়া ভাসিতে ভাসিতে যাইবে, আর ঠিক সেই সময় রাজারাণী গঙ্গাস্নান করিতে আসিবেন, এ-সব অসম্ভব কথা। তারপর রাজা নিজের স্ত্রীকে এরূপ অসম্ভব প্রস্তাব করিবেন, তাহা কেহই বিশ্বাস করিবে না। যখন দীর্ঘতমাকে তাহারা নদীতে ভাসাইয়া দিয়াছিল তখন তাঁর অনেকগুলি পুত্র ছিল। তাহারা বয়স্ক হইয়াছিল, তারপর সেই ব্রাহ্মণের একে একে ষোলটি পুত্র হইবে, এসব আজগুবি কথা কেহ বিশ্বাস করিবে না।

এমন কথা আপনারা যদি বলেন, তাহা হইলে আমার কিছু বলিবার আছে। রাজা এলিজাবেথের অভিষেক কাহিনী যদি আপনারা গাঁজাখোরি গল্প বলেন, তাহার বিপক্ষে আমার কিছু বক্তব্য নাই। কিন্তু অন্ধ দীর্ঘতমার গল্প যদি আপনারা গাঁজাখোরি গল্প বলেন, তাহা হইলে আমার কিছু বলিবার আছে। এ গল্পটা গাঁজাখোরি ও বটে সত্যও বটে। মহাভারতে এবং অপর অপর পুরাণে এ গল্পটি আছে। যে ভাবে বর্ণিত আছে, সেটা সম্পূর্ণ গাঁজাখোরি সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু একটি বাস্তবিক প্রকৃত অবস্থা এই প্রকার গল্পের সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারত একখানি পুরাণ। পুরাণ উপপুরাণ বলিয়া অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত আছে। সকল পুরাণেই এ-জাতীয় অসংখ্য গল্প আছে। বাহিরে দেখিতে সেগুলি গাঁজাখোরি গল্প বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক সগুলি প্রত্যেক কোন না কোন ধর্ম কিম্বা সমাজ অথবা ঐ সম্বন্ধীয় বর্ণনা।

উপরে যে দীর্ঘতমার গল্পটি দেওয়া হইল তাহার সহিত বাঙ্গালীদের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। বলিরাজার মহিষীর গর্ভে দীর্ঘতমার ঔরসে যে পাঁচটি পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহাদের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পৌণ্ড্র ও সুহ্ম। এই পাঁচ পুত্রকে বলিরাজা পাঁচটি দেশ প্রদান করেন। আর সেই পুত্রদের নাম অনুসারে পাঁচটি দেশের নামকরণ হয়। বঙ্গকে যে দেশ দিয়াছিলেন তাহার নাম বঙ্গদেশ হয়, অঙ্গকে যে দেশ দিয়াছিলেন তাহার নাম অঙ্গদেশ হয় (বর্ত্তমান দক্ষিণ বিহার)। এইরূপে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ পৌণ্ড্র ও সুহ্ম এই পাঁচটি দেশের নাম হয়। উপরে বলিয়াছি, একটা অলীক উপকথার আকারে পৌরাণিক গল্প গুলি লিখিত হয়। কিন্তু বাস্তবিক সে গুলি একটি প্রকৃত অবস্থার কাল্পনিক বিবরণ। এস্থলে সেই প্রকৃত অবস্থাটা কি? পুরাণকারেরা যখন এ-প্রকার কাহিনী লিখেন, তখন তাহারা প্রধানতঃ কথার সাহায্য গ্রহণ করেন। সেই কথার খেলার সাহায্যে একটা বাহিরে গাঁজা-খোরি গল্প সৃষ্টি হয়, ও সেই সঙ্গে একটি প্রকৃত ঘটনা বা অবস্থা কিম্বা মত বর্ণিত হয়। এ-গল্পটি তাহার একটি উদাহরণ।

দীর্ঘতমা অন্ধ ছিলেন, এ অন্ধ কানা অন্ধ নয়, ইহার অর্থ জ্ঞানান্ধ। তাহার মায়ের নাম ছিল মমতা। বুদ্ধদেবের মায়ের নাম ছিল মায়া। অন্ধ দীর্ঘতমার তার এক নাম ছিল গৌতম। শাক্যমুনি গৌতম প্রভৃতি বুদ্ধদেবের নামান্তর। তাহা হইলে বৈদিকদিগের চক্ষে দীর্ঘতমার অন্ধত্বের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গেল। অথচ দীর্ঘতমা বেদ বেদাঙ্গ পাঠ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে দীর্ঘতমার কল্পনার মূলে বৈদিক ও বৌদ্ধ সংমিশ্রণের পরিষ্কার ইঙ্গিত পাওয়া গেল, ইহা ছিল এক সময়কার ভারতবর্ষের অবস্থা। সে অবস্থার আজও শেষ হয় নাই।

মিশ্রিত বৈদিক ও বৌদ্ধ ধর্ম ছিল এক সময়কার বাংলার ধর্ম। পঞ্চম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক ফাহিয়েন্ ও সপ্তম শতাব্দীতে আর এক জন চীন পরিব্রাজক ইয়োঙ্ চোয়াং (হাউএন্‌সেঙ্) বাঙ্গালা, মগধ প্রভৃতি ভারতবর্ষের নানা স্থান পর্য্যটন করেন। সেই পর্য্যটন কাহিনী গুলি লিপিবদ্ধ হয়। সে গুলি এখনও বর্ত্তমান আছে। তাহা হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, যে বাঙ্গালা দেশে সেই সময়ে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম উভয়ই প্রচলিত ছিল। ইয়োঙ্ চুয়াং বাঙ্গালা দেশে একাদশ সহস্র পাঁচ শত বৌদ্ধ পুরোহিত দেখিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশের যে যে স্থানে তিনি গিয়াছিলেন সকল স্থানেই হিন্দু মন্দির ও বৌদ্ধ মঠ উভয়ই দেখিয়াছিলেন। সে হইল খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর কথা। মহাভারতে লিখিত আছে, প্রাচ্যাঃ দাসাঃ। পূর্ব্বদেশবাসীগণ দাস। টীকাকার দাস শব্দের অর্থ করিয়াছেন শূদ্রধর্ম্মা। শূদ্রধর্ম্ম শব্দের অর্থ বৌদ্ধ অথবা কোন প্রকার অবৈদিক ধর্ম সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহাভারত এখন যে আকার ধারণ করিয়াছে, আমার বোধ হয় সেই আকারে উহা পঞ্চম কিম্বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে সঙ্কলিত হইয়াছিল। ফাহীয়েনের সময় পঞ্চম শতাব্দী। ইয়োঙ্ চুয়াংয়ের সময় সপ্তম শতাব্দী। ইহারা বাঙ্গালা দেশের সেই সময়ে যেরূপ অবস্থা দেখিয়াছিলেন সেই অবস্থা মহাভারত লেখক এবং অপরাপর পুরাণ-লেখকেরা গল্পাকারে বর্ণিত করিয়াছেন।

পুরাণ স্মৃতি মতে বাঙ্গালা ম্লেচ্ছ দেশ। যে দেশে দুই বর্ণ মাত্র (ব্রাহ্মণ ও শূদ্র) বাস করে তাহাকে ম্লেচ্ছ দেশ বলে। রঘুনন্দন শিরোমণি চারিশত বৎসর পূর্ব্বে বিধান দিয়াছিলেন, যে বাঙ্গালা দেশে দুই বর্ণ ব্রাহ্মণ ও শূদ্র আছে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণ নাই। বাঙ্গালার শাস্ত্র ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণ এই বিধান অনুশাসন করেন এবং তাহাদের ভয়ে বাঙ্গালীরা এই অনুশাসন মানিয়া লইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে হিন্দুদিগের মধ্যে শত করা ছয় জন হিন্দু, ব্রাহ্মণ—বাকি চুরনব্বই জন শূদ্র। সেই কারণে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সকলকেই শূদ্র ধর্ম্ম ব্যঞ্জক দাস উপাধি গ্রহণ করিতে হয়। ইহা কিন্তু অবিচার। কেবল অবিচার নয়, ইহা অশাস্ত্রীয় ও

গান

—০—

কাজী নজরুল্ ইস্‌লাম

—০—

কলঙ্ক আর জ্যোৎস্নায় মেশা
তুমি সুন্দর চাঁদ।
জাগালে জোয়ার ভাঙিলে আমার
সাগর কূলের বাঁধ ॥

তিথিতে তিথিতে সুদূর অতিথি
ভোলাও জাগাও ভুলে যাওয়া স্মৃতি,
এড়াইতে গিয়ে পরাণে জড়াই
তোমার বুকের ফাঁদ ॥

চাহিনা তোমায় তবু তোমারেই
ভাবি বাতায়নে বসি,
আমার নিশীথে তুমিই এনেছ
শুক্লা চতুর্দ্দশী

সুন্দর তুমি তবু হয় মনে—
আছে কলঙ্ক জ্যোৎস্নার সনে,
মুখোমুখি বসে কাঁদে তাই বুকে
সাধ আর অবসাদ ॥

সত্য। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে চৈতন্য দেবের আবির্ভাব ফলে সমগ্র বাঙ্গালা উড়িষ্যা ও আসাম বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। বৈষ্ণব ধর্ম্ম বেদ মূলক, "কৃষ্ণশ্চাং বেদবচনং।" বৈষ্ণব ধর্ম্ম হইল হিন্দুদিগের পঞ্চ পন্থার অন্যতম পন্থা। চৈতন্য দেবের অনুকম্পায় বাঙ্গালা দেশে শূদ্র নাই ; এখন আমরা যাহাদিগকে শূদ্র বলি তাহারা শূদ্র ধর্ম্মাবলম্বী নয়। তাহারা বৈদিক ধর্ম্ম অনুসরণ করে।

ব্যবধান

—০—

শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী

—০—

দূরে যে আলোটি এতক্ষণ দীপ্তভাবেই জ্বলছিল, এতক্ষণে আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে আসছে। আলো যার জোরে জ্বলবে ওতে সেই তৈলের অভাবই হয়েছে বোধ হয়। যতক্ষণ প্রাণ শক্তি ছিল ততক্ষণ সে কাজ করেছে, এখন আর তার শক্তি নেই।

অন্ধকার চারিদিকে ওৎ পেতে দাঁড়িয়ে রয়েছে, শিকারী বাঘের মতই তার ভাবটা। যে কোন সময় লাফিয়ে পড়বে, আলো যে এখানে জ্বলেছিল, সে চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত আর রাখবে না।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে সুনীল থাকতে পারে নি, বাইরে বারাণ্ডায় এসে দাঁড়িয়েছে। অন্ধকার চারিদিকে থম থম করছে, আকাশে একটী নক্ষত্র নেই, গাছের পাতার আড়ালে একটী জোনাকির আলো পর্য্যন্ত নেই।

আকাশ আর পৃথিবীর মাঝখানে যে শূন্যটা জেগে ছিল ও মুক্ত তার অস্তিত্ব নিরূপণ করা সত্যই বড় কঠিন।

যতদূর দৃষ্টিতে সম্ভব দিগন্তে যে আলোটা জ্বলছিল সুনীল অনবরত সেই দিকেই চেয়ে রয়েছে।

বেশীক্ষণ নিরালম্বভাবে সে দাঁড়াতে পারলে না, পা দুখানা কাঁপছিল তাই সে দেয়ালে ঠেস দিলে।

ও ঘরে যে আছে সে হয় তো এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। তার স্বপ্নের মধ্যে সে কি জানতে পারে অতদূরে একখানা কুঁড়েঘরের বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে একটি হতভাগা তারই ঘরের আলোর পানে চেয়ে আছে?

ওই আলোটিই এই নিকষ কালো অন্ধকারে পথ দেখাবার সুযোগ এনেছে। মাটির পরে পথ হয়ত আঁকা বাঁকা ভাবে চলেছে,—কত ঘরের পাশ দিয়ে, কত বাগানের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে তবে ওই আলোর ওখানে পৌঁছুতে পারা যায়, কিন্তু শূন্য—তার মাঝে কোনও অন্তরায় নেই।

চাঁদ নক্ষত্র পৃথিবী হতে কত দূরে, কোন ক্রমে এর দূরত্ব আন্দাজেই মাপ করা হয়েছে, সত্যিকার ব্যবধান কত খানি তা কেহ বা ঠিক মাপ করতে পেরেছে? এই অসীম অনন্ত ব্যবধান মাঝে জেগে থাকলেও আলো পৃথিবীর গায়ে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দেয় কত শিগ্‌গীর।

শূন্য যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে তা ফাঁকা, এর মধ্যে আবরণ নেই তাই লক্ষ মাইল দূর হলেও কাঁচের মত এপার ওপার দেখা চলে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সুনীল ভাবে।

হাত দিয়ে জানালার গরাদেটা সে চেপে ধরে, পা দুখানা দেহটার ভার বইতে পারছিল না। বসতে সে পারত, কিন্তু বসলে এই স্বচ্ছ ব্যবধানের মাঝে গাছের আড়াল এসে পড়ে, আলো মিলিয়ে যায়।

সুনীল ভাবে দূর অতীতের কথাগুলো।

বর্ত্তমান যখন আশাপদ মনে হয়, বর্ত্তমানের আশা, আনন্দ উৎসাহ যখন থাকে না, মানুষ তখন চায় দূর অতীতের পানে।

অতীতের অতি ক্ষুদ্র ঘটনা, অতি ছোট কথা তার দাম বাড়িয়ে দিয়ে আবার বর্ত্তমানের বুকে আসে, তাই বেদনা জাগে—দুঃখে পোড়া মানুষ ফিরে চায় পেছনে ফেলে আসা অতীত দিনের পানে।

আজিকার মত দিন একদিন ছিল না, এদিনের আশাটা ও সে কল্পনা করতে পারেনি।

সুস্থ, সবল যুবক সে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়টা ডিগ্রী সে নিয়েছিল, আরও পাওয়ার আশাও ছিল।

সে বিলাতে যাবে—আরও শিখবে—প্রচুর অর্থ মান উপার্জ্জন করবে এই ছিল তার জীবনের শেষ কামনা।

আর এই কামনার মূলে ছিল আরও একটী,—সে বাসনা পুবালাকে পাওয়া।

পুবালাকে সে ছোটবেলা হতে ভালোবাসত। তাকে পাওয়ার বাসনা ও তার মনের মধ্যে ছিল। পুবালার পিতার দৃঢ়প্রতিজ্ঞার কথাও সে জানত—তিনি বিলাত ফেরতের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চান। যারা বাঙ্গালায় থাকে, বিলাত হতে শিক্ষা পায় নি তারা মানুষ নয়।

দেশীয় লোকদের উপর দেশের শিক্ষার উপর তাঁর বিজাতীয় বিতৃষ্ণা ছিল—তিনি স্পষ্ট বলতেন এদেশের শিক্ষা শিক্ষাই নয়।

তাঁর মনের ইচ্ছা পুবালার কাছ হতেই সুনীল শুনেছিল। পুবালাকে পাওয়ার জন্যেই সে বিলাতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল।

কিন্তু, মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক।

তাই যে সুনীল একদিন সাহেবী চাল চলনেতেই পাশ্চাত্যের অনুকরণ করে চলছিল, —বিলাত যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, সে হয়ে উঠল হঠাৎ দারুণ দেশভক্ত।

সে একদিন মিহি ধুতি ছাড়া পরত না, হঠাৎ দেখা গেল সে মোটা খদ্দর পরেছে।

কেবল খদ্দর পরেই সে নিশ্চিন্ত হয় নি,

কত জায়গায় কত লোকের মধ্যে দেশসেবা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছে।

ব্যাপারটা সত্যই তার পক্ষে একেবারে অস্বাভাবিক ছিল, সুনীল যে এ রকম করতে পারবে এ কথা স্বপ্নেও কেউ একদিন ভাবে নি।

সে সব ভুলে গেল, বিলাতে যাওয়া, উচ্চ শিক্ষালাভ, উচ্চ চাকরী নেওয়া।

অক্ষয় মিত্র নিদারুণ ভাবে মর্ম্মাহত হয়েছিলেন, গম্ভীর ভাবে মাথা নেড়ে বললেন, "সুনীলটা একেবারেই অধঃপাতে গেছে। ওরকম ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে কখনও হতে পারবে না।"

পূবালী কেবল শুনলে মাত্র।

অনেক দিন পরে সুনীলের সঙ্গ দেখা—

সুনীল তার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে বললে,—আমি চিরকালের মত তোমার এই হাতখানা পাওয়ার প্রত্যাশা করছি পূবালী। আমি এ পথে চলতে সঙ্গিনী চাই—যে আমায় উদ্দীপনা দেবে, আমার ব্রত পালনে সহায় হবে।"

পূবালীর মুখে ক্ষীণ একটু হাসির রেখা জেগে উঠে তখনই মিলিয়ে গেল।

তার মুখের পানে চেয়ে সুনীলের মন সন্দেহ ভরে উঠেছিল। সে জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার মতলব কি বল দেখি পূবালী? তোমার মুখের ভাব দেখে বোঝা যায় তুমি যেন আমার কথায় সম্মত নও।"

পূবালী বললে, "সত্যিই নই—কেন সে কথা তুমি নিজের মন দিয়েই বুঝে দেখ।"

সুনীল খানিক তার পানে তাকিয়ে রইল তার পর আস্তে আস্তে তার হাতখানা ছেড়ে দিল।

"বুঝেছি কেন, কিন্তু তুমি কি তোমার বাপের আদেশই মেনে চলবে পূবালী, তোমার নিজের কোন মত নেই?"

পূবালি ধীরকণ্ঠে বললে, "আমি দেশসেবা ব্রত নেই নি।"

সুনীল বললে, "নাও নি কিন্তু নিতে তো পারো।"

পূবালী মাথা নাড়লে, বললে, "না, আমি আমার বাপের অভিশাপ বয়ে চলতে পারব না, সে রকম ভাবে জীবন যাপন করতে আমি চাইনে।"

সুনীল নিষ্পলকে কেবল তার পানে চেয়ে রইল।

শান্তভাবে বললে, "তোমার অমতে তোমায় আমি বিয়ে করতে চাইনে, কোন দিন এ কথা বলবও না। একদিন তুমিই বলেছিলে আমায় ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না, আজ সেই কথাটাও যে বদলে যাবে তা আমি জানতুম না পূবালী।

পূবালী উত্তর দিলে, "তুমি ও পথ হতে ফিরে এসো আমি আমার বাপের মত পাব।"

সুনীল হাসলে—

তাই বটে, কিন্তু আমি তো আর পারব না একথাটা মনে রেখো। মাতৃপূজায় অধিকার মানুষ অনেক তপস্যার ফলে লাভ করে। তোমার অদৃষ্টে নেই তাই পেলে না। আমি পেয়েছি। কিসের মোহে তোমরা মুগ্ধ হয়েছ আজ যদি সত্যিই তা ভেবে দেখতে। বিলেতে গিয়ে শিক্ষা পাওয়া আর এদেশে ফিরে দাসত্ব করা—মানুষের জীবনে এইটাই কি একমাত্র কাম্য হতে পারে? আমি এই দেশমাতৃকার সন্তান, তুমি ও তো তাঁরি সন্তান, মাকে পুজো করা—মায়ের সেবা করা—

বাধা দিয়ে পূবালী বললে—"মা কি তা জানি নে—মায়ের স্নেহ আমার জ্ঞানে কোনদিন পাই নি, এ কথাটা তুমি জানো। যে বাপ আমায় এত আদর এত ভালোবাসা দিয়ে মানুষ করেছেন, আমি তাঁর মনে ব্যথা দিতে পারব না, সন্তানের সেই কর্ত্তব্য আমি পালন করে যেতে চাই।"

তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আসছিল, তার বুকটা যেন ভেঙ্গে যাচ্ছিল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সুনীল বললে, বেশ, তবে তুমিও পিতার প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য পালন কর, আমিও মায়ের প্রতি আমার কর্ত্তব্য পালন করি কি বল পূবালী।

চলার পথে আবার কোনদিন আমরা দুজন সামনা-সামনি হব, সে দিনে নিঃস্ব আমি—তোমায় চিনতে পারব, কিন্তু তুমি সেদিন আমায় চিনতে পারবে না।"

আস্তে আস্তে সে যখন বার হয়ে গেল তখন পূবালীর চোখ দিয়ে নিঃশব্দে শুধু অশ্রুধারা ঝরে পড়ছিল।

মানুষ কতখানি স্বার্থপর।

সুনীল কেবল সেই কথাটাই ভাবে।

মানুষ সব নিতে চায়, নিজের এতটুকু—কষ্ট, দিতে পারে না।

পূবালী জানে সুনীল তাকে কতখানি ভালোবাসে, তবু সে তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারলে। তার বাপকে সে শ্রদ্ধা করতে পারে ভালোও বাসতে পারে, তাই বলে সেই বাপের জন্যে এমন করে নিজেকে সব পাওয়া হতে বঞ্চিতা করলে সে?

সঙ্গে সঙ্গে আর একটা জীবনও ব্যর্থতায় পূর্ণ করে দিলে সে কথাও তো একবার ভাবলে না।

এরই কয়েকটা দিন পরে—

সুনীল শুনতে পেলে পূবালীর বিবাহ হবে, পাত্র মোহিত লাল বোস।

মোহিত লাল?

সুনীলের অপরিচিত সে নয়, এককালে ওরা একসঙ্গেরই পড়েছিল।

ধনীর একমাত্র দুলাল ছিল সে, লেখা পড়ায় মন্দ না হলে অন্য যে কোন দিক দিয়ে দেখতে গেলে তার চরিত্র ছিল অতি নিকৃষ্ট।

দয়া মায়া স্নেহ প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তি তার মনে স্থান পায় নি। যেমন করেই হোক নিজের বাসনা ওর তৃপ্তি করাই তার কাছে ছিল শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

সুনীল পুলিশে উচ্চকাজ পেয়েছে, খানিকটা রায়বাহাদুর পিতার সুপারিসে।

তার অত্যাচারে দরিদ্র দেশবাসী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল, যখন যেখানে সে যেত সেখানে হাহাকার পড়ে যেত। আইন বাঁচিয়ে সে অনেক কাজই করে যেত, তাকে দোষ দেওয়া যেত, তাকে শাস্তি দেওয়ার কোনও উপায় ছিল না।

সেই লোকের সঙ্গে পূবালীর বিবাহ?

যে মানুষের হৃদয় বোঝে না, যার মধ্যে দয়ামায়া-স্নেহ প্রেম স্থান পায় নি,—নারী জাতকে যে চিরদিন অবহেলার চোখে দেখে আসছে, সে হবে পূবালীর স্বামী।

পূবালীর পিতা দেখলেন শুধু তার উচ্চপদ, শুধু তার অর্থ, মানুষটার দিকে চাইলেন না?

কিন্তু তার উপায় নেই।

একদিন সে অক্ষয় মিত্রের সঙ্গে দেখা করলে—তাকে জানালে যার হাতে তিনি তার একমাত্র সন্তানকে জন্মের মত দান করছেন তার সম্বন্ধে যেন ভালো রকম খোঁজ নেন।

অক্ষয় মিত্র কেবল একটু হাসলেন।

বললেন, "তুমি যে পূবালীর ভবিষ্যৎ ভেবে আমায় সাবধান করে দিতে এসেছ, এর জন্যে তোমায় অনেক ধন্যবাদ দিচ্ছি। মোহিতের চরিত্র সম্বন্ধে যে সব কথা তুমি বলছ তা আমিও জানি, কিন্তু এ-ও জানি অনেক ছেলেরই অমন অনেক দোষ থাকে, বিয়ের পরে সংসার পেতে তারাই আবার নতুন মানুষ হয়ে যায়। সেই জন্যেই তোমার কথা রাখতে পারলুম না,—এজন্যে তুমি কিছু মনে করো না। তবে তুমি সাবধানে একটু থেকো। কারণ সে তোমার শত্রু। তোমায় ছোটবেলা হতে স্নেহ করি বলেই সাবধান করে দিলুম। কিছু যেন মনে করো না।"

তিনি নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন সুনীল পূবালীকে বিবাহ করতে পারেনি, এ অবস্থায় তার মনে মোহিতের প্রতি ঈর্ষা জেগে ওঠা স্বাভাবিক, সেই জন্যেই সে তাকে সতর্ক করতে এসেছে।

সুনীলের মুখখানা লাল হয়ে উঠেছিল, সে আস্তে আস্তে সরে গেল, আর একটীও কথা বললে না।

এরপর সে মাঝে মাঝে দেখতে পেত পূবালী মোহিতের কারে তার পাশে বসে বেড়াতে যাচ্ছে। অন্তরালে দাঁড়িয়ে সে পূবালীর প্রফুল্ল হাসি দেখেছে, দীর্ঘশ্বাস সে কোনমতে দমন করতে পারেনি।

দেশের সেবা অমার্জ্জনীয় অপরাধ,—দেশের সেবক তাই হল ঘৃণিত, দুরীকৃত। ঠিক—

সুনীলের মুখে হাসির রেখা জেগে তখনি মিলিয়ে যায়।

একদিন মহাধুমধামে পূবালীর সঙ্গে মোহিতের বিবাহ হয়ে গেল।

অক্ষয় মিত্র অন্য সকলের মত তাকেও নিমন্ত্রণের কার্ড পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু সে গেল না।

সে পূবালীকে এড়িয়ে চলতে চাইছিল। দেশ ছেড়ে এতদিন সে অন্যত্র চলে যেত, কেবল মায়ের জন্যে যেতে পারে নি।

ইনিই ছিলেন তার সংসারের একমাত্র বন্ধন, তাই সে যে-কোন কাজে যেতে গিয়েও পেছিয়ে পড়ত, ভবিষ্যতের কথা আগে ভেবে।

মা যেদিন মারা গেলেন, সেদিন সত্যই সে মুক্তি পেলে। হাল্কা একটা নিঃশ্বাস ফেলে সে নিজের চারিদিকে একবার চেয়ে দেখলে তার কেউ নেই,—সে জগতে একলা। আজ তার মৃত্যু হোক, তার জন্যে কেউ এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলবে না।

কর্ম্মসাগরে এবার সে বন্ধনহীন ভাবেই ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

দীর্ঘ দেড় বছর পরে পূবালীর লেখা একখানা আজও সুনীলের বাক্সে রয়েছে।

তাতে সে লিখেছিল—

তুমি এমন করে নিজেকে কেন বিপদাপন্ন করে তুলছ সুনীল দা? তুমি একবার ছয় মাসের জন্যে জেলে গিয়েছিলে, জেল হতে বার হয়েই আবার এইসব কাজ করছ কেন? তোমার শরীর এখনও খারাপ,

আর ইচ্ছা করে জেলে যেয়ো না। আমি জানি—তোমার পরে সকলের দৃষ্টি পড়েছে, —তোমায় শিগগীরই এমন দণ্ড নিতে হবে যাতে তোমার মুক্তি সম্ভব নয়। আমার এই প্রথম আর শেষ অনুরোধ, আমার কথা রাখ, এ সব কাজ ছেড়ে দাও। চাকরী করতে যদি চাও—বল, আমার স্বামীকে বলে, তাঁর সব বন্ধুদের বলে —তোমার ইচ্ছা-মুযায়ী কাজ তোমায় দিতে চেষ্টা করব। আমার শেষ কথাগুলো—আমার কথা রাখ।

পত্রখানা পড়ে সুনীল হাসি রাখতে পারেনি।

সে পত্রের উত্তর সে দেয়নি, দেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করে নি। কে পুবালী, তার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি ?

কিন্তু তবু অবসর সময়ে তার কথাটাই মনে পড়ে।

পুবালী তারই সম-সুখদুঃখভাগিনী হতে পারত। অক্ষয় মিত্র আজ নেই। পুবালীর বিবাহ দিয়ে তিনমাস না যেতেই তিনি পরলোকে যাত্রা করেছেন।

পুবালীর স্বামীর কথা জ্ঞাতে অজ্ঞাতে কানে আসে। পুবালী যে বিবাহিত জীবনে সুখী হতে পারে নি সে জানা কথা—

সুনীল তার কথা আর ভাবতে চায় না। সব ছেড়ে দিয়ে সে দেশমাতৃকাকে আঁকড়ে ধরেছে,—যেমন করেই হোক— জীবনটাকে সে এখন কাটিয়ে দিতে চায়।

তার চারিপাশ ঘিরে যে আলো জলছিল তা নিভে গেছে, দূরে, বহুদূরে কোথায় আলো জলছে, তারই রশ্মিটুকু চোখে এসে পড়ছে। সেই আলো রেখাটুকু দেখে সুনীল এখন পথ চলতে চায়।

শ্রান্ত হয়ে সে যখন লুটিয়ে পড়ে তখন দুই হাতের মধ্যে মুখখানা ঢেকে আর্তকণ্ঠে ডাকে—মা, মা।

সুনীল আবার ধরা পড়ল।

অপরাধ অমার্জ্জনীয় আরও কতবার সে এড়িয়ে গেলেও এবারে মুক্তি পেলে না।

মোকদ্দমার প্রধান সাক্ষী মিঃ বোস,— সুনীলের বাল্যবন্ধু মোহিত লাল বোস।

আজ সে সুনীলকে চিনতে পারে না— কোনদিন সুনীলের সঙ্গে তার কোন পরিচয় ছিল না।

আর সাক্ষী ছিল মিসেস বোস—পুবালী —সুনীল সমস্ত দোষ মেনে নিলে—সে জানালে সে অপরাধ করেছে, তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক।

হয়তো সে মেনে নিত না। ঘটনার মধ্যে অনেক খানি মিথ্যা জড়ানো ছিল, সেখানে সে অস্বীকার করত, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে শুনলে মিঃ বোসের স্ত্রী সাক্ষ্য দেবেন, তিনিও অনেক কিছু জানেন, সেই মুহূর্ত্তে সে শক্ত হয়ে উঠল।

পুবালী এসে দাঁড়াল—

সে সাক্ষ্যও দিলে। সে জানালে তার স্বামী আসামীর বিরুদ্ধে যা যা বলেছেন সবই সত্য, সে নিজেও অনেক কিছু জানে।

একটীবারও সে সুনীলের পানে চোখ তুলে চায়নি। সুনীল তার পানে চেয়েছিল। দেখছিল পুবালীর শীর্ণ মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেছে। তার সমস্ত শরীর এক একবার যেন কেঁপে উঠছে।

মনে হয় তাকে জোর করে টেনে আনা হয়েছে তার যেন সাক্ষ্য দিতে ইচ্ছা ছিল না।

হয় ত মনের ভ্রম।

বিচার হল—সুনীলের শাস্তি হল পাঁচ বৎসরের জন্যে জেলে থাকা।

সুনীল কেবল হাসলে। জীবনে কত দিন সে মুক্তভাবে বেড়াতে পারবে না, কত দিন মুক্ত নীলাকাশ দেখতে পাবে না, স্বাধীন ভাবে কারও সঙ্গে কথা বলতে পারবে না।

তার সুমুখ দিয়ে পুবালী তার স্বামীর সঙ্গে চলে গেল। সেই সময় সে একবার মুখ তুলে সুনীলের পানে চেয়েছিল, সে দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিল একান্ত আর্ত্তি অসহায় ভাব।

সুনীলের চোখের দৃষ্টি তার পরেই রুক্ষ দেখে সে তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলে।

সুনীল জেলে চলে গেল।

আজ সুনীল সেই দিন গুলার কথাই ভাবছিল।

সেদিন সে জেলে গিয়েছিল সেদিন সে ছিল সুস্থ সবল যুবক। আজকের মত তার দেহ সামনে নুইয়ে পড়েনি, এক পা চলতে দেহ এমনভাবে কেঁপে উঠত না চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে পড়ে নি।

দীর্ঘ পাঁচটা বছর কেটে গেছে। জেল তাকে যে দরজা খুলে পাঁচ বছর আগে নিয়েছিল, পাঁচ বছর পরে সেই দরজা খুলে তাকে যখন বার করে দিলে তখন সে আর সে সুনীল ছিল না।

জেলের ভিতরে থাকতে নিজের পানে তার দৃষ্টি পড়েনি। সেখানকার অবস্থার সঙ্গে সে ঠিক মানিয়ে নিয়েছিল। দরজার বাইরে এসে মুক্ত আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে প্রকৃতির পানে চেয়ে সে বুঝতে পারলে তার অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে গেছে, বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে তার যে মিল আজ তা আর নেই।

দরজায় আজ কেউই তার জন্যে দাঁড়িয়ে নেই। পাঁচ বছর আগে যারা তাকে জেলের পথে এগিয়ে দিতে এসেছিল, আজ তারা কোথায় কে জানে ?

মনে বড় শান্তি পাওয়া যায়—যদি ভাবা যায় তারা বাইরে নেই, তারা ও কেউ জেলে গেছে, কেউ বা পৃথিবীর বাইরে চলে গেছে।

এ কল্পনা যদি সত্য হয় তাই হোক ; কেউ দরজায় না থাক, তাতে দুঃখ নেই, ক্ষোভ করবার মত কিছু নেই।

দেহ যন্ত্র একেবারে অচল হয়ে পড়েছে এই যা দুঃখ, আজও সে মুক্তি পেত না— কিছুদিন হতে কাশতে গিয়ে অল্প অল্প রক্ত উঠছে, সেই জন্যই সে মুক্তি পেয়েছে।

আত্মীয় স্বজন—কথাটা শুনলেও হাসি পায়। দুনিয়ায় আত্মীয় স্বজন তার কেউ আছে কি ?

চলতে তার পা দুখানা কাঁপছিল, তবু সে চলল। যেইখানেই হোক দাঁড়াতে হবে, মাথা গুঁজতে হবে তো?

দূরে একখানা মোটর দাঁড়িয়ে।

একটী লোক সেলাম করে বল্লে, "আপনাকে একজন ডাকছেন ওই গাড়ীতে আছেন।"

সুনীল একেবারে আকাশ হতে পড়ল, "আমায় ডাকছেন? না, আমায় ডাকছেন না দেখ—আর কাউকে হয় তো ডাকছেন।

মেয়েটী কে?

আজ সুনীলের মনে হল না পূবালী নামে একটী মেয়ে ছিল—সে একদিন তাকে ভালোবাসত, আবার পরম শত্রুর কাজ ও সে করেছে।

মোটরের কাছাকাছি গিয়েই সে চমকে উঠল সে পূবালীই বটে।

পা চলে না তবু স ফিরল

একখানা হাত তুলে অস্ফুট কণ্ঠে বললে, "চিরশত্রুর প্রতি তোমার এই দয়ার জন্যে ধন্যবাদ।"

দ্রুত পদে সে চলল। শারীরিক দুর্ব্বলতার কথা তখন সে ভুলে গিয়েছিল।

পেছন হতে একটা আর্ত্ত ডাক শোনা গেল, "শোন—একটা কথা শোন—"

সুনীল আর ফিরল না।

দিন চলে যাচ্ছে।

একখানা কুঁড়ে ঘরে সুনীল বাস করে।

একদিন তার বাড়ী ঘর, জমি সবই ছিল, আজ কিছু নেই। অনেকেই অনেক কথা বলতে এসেছিল, সুনীল সব হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। যা গেছে তার জন্যে সে আর দুঃখ করতে চায় না।

সে তবু সুখী—নিজের দেশে সে ফিরেছে।

জীবনের দিন সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে, মৃত্যুর আহ্বান তার কানে এসে পৌঁছেছে—সে প্রস্তুত হয়েছে।

সে তার বরণডালা সাজিয়ে রেখেছে, মৃত্যুকে বরণ করবে।

চক্ষু আর তার নিষ্প্রভ, দেহ অতি শীর্ণ, দুরন্ত থাইসিস তাকে অন্তঃসারশূন্য করেছে। প্রথমে হেঁটে সে খানিকদূর যেতে পারত এখন অতি কষ্টে সামনের বারাণ্ডা পর্য্যন্ত লাঠিতে ভর দিয়ে আসে।

ডাক্তার উঠতে বারণ করেছেন—সে কথা শোনে না। আর কটা দিনই বা বাঁচবে সে? এতটুকু শক্তি যতক্ষণ থাকবে সে বিছানায় থাকতে পারবে না, সে বাইরে আসবেই।

সামনের ওই বাড়ীটার পানে দৃষ্টি পড়ে থাকে।

ওই বাড়ীতে আছে পূবালী—

অভাগিনী স্বামী পরিত্যক্তা পূবালী।

লোহিত তাকে ফেলে গেছে,—সে একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েকে জীবনের সহচারিণী করে সাগর পারে যাত্রা করেছে,—বিবাহিতা স্ত্রীর কথা আজ তার মনে নেই।

পূবালী একা ওই বাড়ীতে থাকে।

সকাল বেলায় ওই জানালাটায় তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। দুই হাতে জানালার গরাদে দুটো চেপে ধরে উদাস চোখে সে এই পূবের পানে তাকিয়ে থাকে।

পূবের আকাশ লাল হয়ে ওঠে, সেই আকাশের কোল দিয়ে ছোট বড় হাজার পাখী দিগ্‌দিগন্তে উড়ে যায়, নীচে গাছ গুলি পাতা দুলিয়ে সুন্দর প্রভাতকে অভ্যর্থনা করে নেয়।

পূবালী কি তাই দেখে?

সন্ধ্যার সময় প্রতিদিন তাকে ওই জানালায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়, উদাস নেত্রে সে কোন্‌দিকে তাকিয়ে থাকে কে জানে।

কত রাত ওই ঘরে আলো জ্বলে—

তারপর গভীর রাতে সে আলো ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে নিভে যায়।

সুনীল ঘরে থাকতে পারে না, ঘরে থাকতে তার হাঁফ লাগে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে বারাণ্ডায় বসে থাকে—দৃষ্টি তার থাকে ওই দূরের আলো টার পানে।

ঘরের মাঝে ছায়ার মত কে যেন ঘুরে বেড়ায়। সে কি পূবালী?

ক্ষীণ দৃষ্টি, ভালো করে দেখতে পায় না।

সুনীল কল্পনায় তার ছবি আঁকে—

বড় ক্ষীণ হয়ে পড়েছে সে, তার বড় বড় চোখ দুটি বসে গেছে, চোখের তলায় কালি পড়েছে। সেই চোখে ফুটে উঠছে উদাস-করুণ দৃষ্টি—কেবল বেদনা।

সুনীল দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

মাঝে অনন্ত অসীম ব্যবধান। ওপারে পূবালী, এপারে সুনীল।

আজও মরণের কূলে দাঁড়িয়েও তারা পরস্পরকে ভালোবাসে, তবু কেউ তারো কারও নাগাল পাবে না। তাদের জীবন অভিশাপে পূর্ণ,—তারা স্মৃতির বোঝা বয়েই চলবে—নামাতে পারবে না।

প্রমোদ

শ্রী—

রামু বড় দুষ্ট ছেলে, মাতা তাহাকে কিছুতেই শাসন করিতে পারেন না। একদিন মাতার বারণ সত্ত্বেও সে একটা অন্যায় কাজ করিয়া বসিল, এবং মাতার প্রহারের ভয়ে ছুটিয়া গিয়া জনৈক প্রতিবেশীর ঘরের ভিতর এক খাটের নীচে আশ্রয় লইল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রামুর পিতা রামুর অনুসন্ধান করিতে করিতে তাহাকে উক্ত প্রতিবেশীর গৃহে সন্ধান পাইলেন। অন্ধকার ঘরে ততোধিক অন্ধকার খাটের তলা হইতে পুত্রকে টানিয়া বাহির করিয়া আনিবার জন্য পিতা হামাগুড়ি দিয়া ধীরে ধীরে খাটের নীচে প্রবেশ করিতেই রামু চাপা কণ্ঠে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল,—মা-ও কি তোমার পেছনে পেছনে অমনি করে ঢুকছে, বাবা? (পরে কাতর স্বরে) মাকে বারণ ক'রে দেওনা বাবা, ঢুকতে, মার যে লাগবে!"

কালের প্রহরী

—০—

শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

—০—

কালের প্রহরী হাঁকিছে মুহুর্মুহু
—"পথ ছাড়, নয় আগাইয়া চল ভাই,"
পান্থপাদপে শ্রান্ত পথিক কহে—
"রাত্রি পোহাতে আর বেশী দেরী নাই,
এখনও তন্দ্রাজড়িত আঁখির পাতা
ঘুমে ঢুলে পড়ে স্বপ্নবিভল মাথা
ক্ষণকাল পরে ভোরের অলস ভাঙ্গি
জাগিয়া বসিব নিশীথ শয্যা 'পরে
অরুণালোকের মমতা-করুণ ছোঁয়া
উষাবাণী যবে আনিবে আমার তরে।"

কালের প্রহরী হাসিয়া ডাকিল—'ওরে
কত পথ তুমি চলিয়া এসেছ শুনি',
দূর পথযাত্রী কত যে পথিক গেল
কেহ রহিল না রাতের প্রহর গুণি'
যে যাবার সেত এমনি করিয়া যায়,
পিছন ফিরিয়া কেবা কার পানে চায়,
পথের কষ্টে শ্রান্ত চরণ ফেলি'
কেবলি তাহারা সমুখের পথে চলে
দিবসের সাথী সূর্য্য হাসিয়া ধীরে
বনের আড়ালে প্রতিদিনই পড়ে ঢলে।"

কার আহ্বানে পথে বাহিরিয়া এল
হেলায় কাটিয়া আসিল যে স্নেহপাশ,
ঘরছাড়া মন ঘরের মায়ায় বুঝি
পান্থপাদপে করিছে নীড়ের আশ।
অনন্ত পথ অসীম কালের গতি,
নিরুদ্দেশের যাত্রায় হ'ল মতি,
আজি পুন হায় ঘরের মায়ায় সেযে
মধ্য পথেই অলস শয্যা পাতে
মোহ মদিরায় নিবায়ে অগ্নিকণা
সাধিয়া অশ্রু আনিল সে আঁখিপাতে।

পান্থপাদপে পথিক শান্ত মন
উদ্বেগ নাই, নাহি চলিবার তাড়া।
ভোরের বাতাসে নেশার আমেজ আসে
কালের প্রহরী-সম্মুখে আছে খাড়া।
মহিমায় তার উন্নত রহে শির,
যাত্রার পথে এল গেল কত বীর,
অঙ্গুলি তুলি' কহে সাবধান বাণী—
"তীর্থপথের রে পথিক দুর্ব্বল,
পশ্চাতে যারা তারাও চলিয়া যাবে
চলে সম্মুখে অগ্রগতির দল।"

পরিণাম

—০—

হুমায়ুন কবির

—০—

প্রথম যৌবন দিনে সখি তোরে বেসেছিনু ভালো।
এ নবীন জীবনের সুখ যত, যত হাসি আলো,
স্বপ্ন যত, সাধ যত, কেন্দ্র করি' তব চিত্তখানি
আমার অন্তর ভরি' ধ্বনিয়া তুলিয়াছিল বাণী
উদ্দীপ্ত দীপক রাগে। যেই সুর চিত্ত ভরি' মম
নেমেছিল মায়া স্নিগ্ধ শ্রাবণের প্লাবনের সম,
সে ধারায় অবগাহি লাজাম্বিত সকরুণ হাসে,
হৃদয়ের অতি কাছে দাঁড়াইলে আসি' তুমি পাশে।

আজি শুধু স্মৃতি তার বহিয়াছে এ জীবনে মোর।
নিয়তির রথচক্র আবর্ত্তনে নিষ্ঠুর-কঠোর
সহসা ছিঁড়ালো তব জীবনের লতা খানি ক্ষীণ —
দুর্ব্বার প্রগতিভরে গেল চলি' মুহূর্ত না থামি।
ক্ষীণ হয়ে আসে স্মৃতি, তাই হেথা আছি পড়ে আমি।
বাহিরে বিপুল বিশ্ব চলিয়াছে ভ্রূক্ষেপ বিহীন।

প্রবন্ধ

ডাক্-টিকিট সংগ্রহ

—০—

শ্রীযতীন্দ্র মোহন দত্ত, এম.এ. বি,এল.

—০—

সংসারে অনেক ছোট বড় জিনিষের উৎপত্তি লোক বিশেষের খেয়াল বা বাতিক হইতে। ডাক-টিকিট সামান্য জিনিষ, ব্যবহারের পর সাধারণতঃ ইহার কোন মূল্য থাকে না—কিন্তু এই ডাক-টিকিট সংগ্রহ বর্ত্তমানে একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে, এবং অনেকের অবসর সময়ে চিত্ত বিনোদনের প্রধান সহায়। ইহা ছাড়া বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন মূল্যের, বিভিন্ন প্রকারের, বিভিন্ন বিশেষত্বের, ব্যবহৃত বা অব্যবহৃত ডাক-টিকিট সংগ্রহ ও সাজান একটী বিজ্ঞান-বিশেষে পরিণত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ডাক্ টিকিট সাজাইয়া রাখিবার বহি বা এ্যালবাম্, ডাক্ টিকিট বহিতে আঁটিয়া রাখিবার কাগজের মাউন্ট, ডাক্-টিকিটের পার্শ্বস্থিত দাঁতা মাপিবার কল, ডাক টিকিট ধরিবার সোনা ইত্যাদি ডাক-টিকিট সংক্রান্ত একটী নূতন ব্যবসা সৃষ্টি করিয়াছে। ডাক-টিকিট সংগ্রহ করিবার সম্বন্ধে নানাবিধ পুস্তক লিখিত হইয়াছে, এবং এ বিষয়ের মাসিক ও সাময়িক পত্রিকাও আছে। আমাদের দেশেও দুইটী মাসিক পত্র চলিতেছে।

ডাক্-টিকিট সংগ্রহের বাতিক কবে, কোথায় আরম্ভ হয় এবং কেই-বা সর্ব্বপ্রথম ডাক্-টিকিট সংগ্রহ আরম্ভ করেন বলা অসম্ভব। ইংলণ্ডেই সর্ব্বপ্রথম স্যর রোলাণ্ড হিলের পরামর্শ অনুসারে ইং ১৮৪০ সালের ৬ই মে তারিখে ডাক্ টিকিট প্রচলন হয়। ইহার পর সুইজারল্যাণ্ডের কয়েকটী ক্যাণ্টনে ও দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে ইং ১৮৪৩ সালে ডাক্-টিকিটের প্রচলন হয়। আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রের কয়েকটী স্থানের পোষ্ট-মাষ্টার নিজ হাতে ডাক্-মাশুল লিখিয়া দেওয়া অপেক্ষা তাড়াতাড়ি কাজ করিবার জন্য নিজেদের বে-সরকারী ডাক্ টিকিট প্রচলন করেন। ইহাতে অনেক অসুবিধা হওয়ায় ইং ১৮৪৭ সালে সর্ব্বপ্রথমে যুক্তরাষ্ট্রে সরকারী ডাক্ টিকিট প্রচলিত হয়। বৃটিশ উপনিবেশগুলির মধ্যে মরিসসেই সর্ব্বপ্রথম ইং ১৮৪৭ সালে ডাক্ টিকিট প্রচলিত হয়। ভারতবর্ষে লর্ড ডালহৌসী ইং ১৮৫৪ সালে সর্ব্বপ্রথম ডাক্ টিকিট প্রচলন করেন বলিয়া সাধারণের ধারণা আছে, কিন্তু ইহা সঠিক নহে। লর্ড নেপিয়ার সিন্ধু দেশ জয় করিবার পর উক্ত দেশ শাসনের সর্ব্বপ্রকার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। তিনি সিন্ধুদেশে ইং ১৮৪৩ সালে সর্ব্বপ্রথম ডাক্ টিকিট প্রচলন করেন। তবে এই ডাক স্থানীয় ডাক, সিন্ধু দেশের বাহিরে কোথায়ও যাইত না। লর্ড ডালহৌসীই সর্ব্বপ্রথম সমগ্র ভারতবর্ষে দুই পয়সার টিকিটে চিঠি যাইবার ব্যবস্থা করেন এবং এই হিসাবে বাঙ্গালায় ইং ১৮৫৪ সালে সর্ব্বপ্রথম ডাক্ টিকিট প্রচলিত হয়। ইংলণ্ডে ডাক্ টিকিট প্রচলিত হইবার দশ বারো বৎসরের মধ্যে ইউরোপের ছোট বড় সমস্ত দেশেই ডাক টিকিটের প্রচলন হয়, এবং আমেরিকা ও এসিয়ার অনেক দেশে ইহার প্রচলন হয়।

ফরাসী দেশে এক গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষক তাঁহার ছাত্রদিগকে ভূগোলের ম্যাপে যে যে দেশের ম্যাপ সেই সেই দেশের ডাক্ টিকিট তাহাতে আঁটিয়া রাখিবার উপদেশ দেন। একটি ছাত্র পৃথিবীর ম্যাপের চারিধারে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ডাক্ টিকিট আঁটিয়া রাখেন। এইরূপেই হউক, বা অপর কোন ব্যক্তিবিশেষের খেয়াল রূপে হউক, ডাক্ টিকিট সংগ্রহ ছেলেদের বাতিক বলিয়া আরম্ভ হয়। পরে অনেক বয়োবৃদ্ধও ইহাতে যোগ দিয়া ইহাকে একাধারে বাতিক, ব্যবসা ও বিজ্ঞানে পরিণত করিয়াছেন। ইংরাজী ১৮৫০ সালেও যে ডাক্-টিকিট সংগৃহীত হইত তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ইংরাজী ১৮৬২ সনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার ডাক্-টিকিটের একটি তালিকা পুস্তক মাউন্ট ব্রাউন প্রকাশিত করেন। ইহাতে প্রায় ১২০০ শত প্রকারের ডাক টিকিটের উল্লেখ আছে। ইংরাজী ১৯২৮ সালে প্রকাশিত ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্যাটালগ অব ষ্ট্যাম্পস (Standard Catalogue of Stamps) নামক পুস্তকে খুঁটিনাটি পার্থক্য বাদ দিয়া প্রায় ৪৭০০০ হাজার বিভিন্ন প্রকার ডাক-টিকিটের উল্লেখ আছে। আর যদ্যপি ক্ষুদ্র খুঁটিনাটি পার্থক্য ধরা যায় যেমন আমাদের দেশের সাধারণ দুই পয়সার টিকিট, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইলে ইহার উপর O H M S ছাপ থাকে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি আধ-সরকারী প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইলে ইহার উপর Service ছাপা থাকে, বা দেশীয় রাজ্যে ব্যবহৃত হইলে ইহার উপর সেই দেশীয় রাজ্যের নাম, কখনও কেবলমাত্র ইংরাজীতে বা কখনও ইংরাজী ও দেবনাগরীতে, ছাপা থাকে, যথা Chamba বা Gwalior বা উক্ত দেশীয় রাজ্যে রাজকার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইলে ইহার উপর Patiala State Service ইত্যাদি ছাপা থাকে, বা ইহার

পার্শ্বের ছিদ্র প্রতি ইঞ্চিতে ২০টা ২৫টা; বা উহার water mark পাঁচ তারা বা বৃত্তাকার ইত্যাদি ধরিলে বর্ত্তমানে বিভিন্ন প্রকারের ডাক-টিকিটের সংখ্যা ১৮০০০০ হাজারের উপর হইবে।

ইংলণ্ডে যখন সর্ব্বপ্রথম ডাক্-টিকিট বাহির হয়, মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সম্মতি লইয়া মহারাণীর মুখ আঁকা থাকে। ডাক বিভাগ উহা ব্যবহৃত হইয়াছে জানাইবার জন্য উক্ত মুখের উপর কালির ছাপ দিয়া থাকেন। এজন্য কোন কোন দেশে রাজা বা রাণীর ছবি ডাক্ টিকিটের উপর দেওয়া হয় না। পূর্ব্বে ব্রেজিলে যখন রাজা ছিল, তাহার ছবি ডাক্-টিকিটের উপর দেওয়া হইত না। কিন্তু অধিকাংশ দেশেই যেখানে রাজা বা রাণীর দ্বারা শাসিত, সেই দেশের তাৎকালিক রাজা বা রাণীর ছবি ছাপা হইত। গণতান্ত্রিক দেশে সেই সেই দেশের তাৎকালিক প্রেসিডেণ্ট বা বিখ্যাত মনীষী গণের ছবি ছাপা হইত, যেমন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন, জর্জ্জ ওয়াসিংটন প্রভৃতির ছবি, আবার কখনও কখনও দেশ মাতৃকার প্রতীক্ স্বরূপে কোন মূর্ত্তি ছাপা হইত, আবার কখনও কখনও দেশের রাষ্ট্র-নীতির মূলমন্ত্রগুলি প্রতীকের আকারে ছাপা হইত, যেমন ফরাসী দেশে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার প্রতীক স্বরূপ আলাহিদা মূর্ত্তি ছাপা হইত। আবার কোন কোন দেশে দেশ-মধ্যস্থ বিখ্যাত বা দর্শনীয় স্থানের ছবি বা সেই দেশের বিশেষত্ব এইরূপ কোন জন্তু জানোয়ারের ছবি ছাপা হইত। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে মিশরের ডাক্-টিকিটে পিরামিডের ছবি, ট্যাসমেনিয়ার টিকিটে ঝরণার ছবি, বা অষ্ট্রেলিয়ার টিকিটে ক্যাঙ্গারুর ছবি ছাপা হয়। পূর্ব্বে রাজা রাণীর মৃত্যু হইলে বা বহুদিন ধরিয়া এক টিকিট চলিতেছে ডাক্ বিভাগের ছাপিবার সুবিধা হইবে বলিয়া নূতন নূতন ডিজাইনের প্রবর্ত্তন করা হইত। এক্ষণে নানা কারণে নূতন নূতন প্রকারের ডাক্ টিকিট সহজেই বাহির হয়। বছর দুই আগে নয়াদিল্লীতে বড়লাট আরউইনের গৃহ-প্রবেশ উপলক্ষে ভারত সরকার আলাহিদা এক সেট ডাক্-টিকিট বাহির করেন। আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বিখ্যাত বিশিষ্ট ব্যক্তির শত-বার্ষিকী স্মরণ উৎসব বা অপর কোন জাতীয় পর্ব্ব উপলক্ষ করিয়া নূতন নূতন প্রকারের ডাক টিকিট প্রচার করা হয়।

ডাক্-টিকিটে ছবি ছাপা লইয়া অনেক মজার মজার ঘটনা ঘটিয়াছে, আবার অনেক নূতন ইতিহাস তৈয়ারী হইয়াছে। কানাডার অন্তর্গত নিউ-ব্রান্সুইক এর পোষ্টমাষ্টার জেনারল একবার মহারাণীর ভিক্টোরিয়ার বিনা সম্মতিতে মহারাণীর ছবির স্থলে নিজের ছবি ছাপান। তাঁহার এই অপরাধে চাকুরী যায়। ইংরাজী ১৯০৮ সালে বুলগেরিয়া তুরস্কের অধীনতা পাশ মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিলে, ইউরোপে হুলস্থুল পড়িয়া যায়। বিলাতের সুবিখ্যাত টাইমস্ কাগজের এক বুলগেরিয়াস্থ সংবাদদাতা বুলগেরিয়ার পক্ষ সমর্থন করিয়া কতকগুলি প্রবন্ধ লিখেন, ইহাতে ইংলণ্ড বুলগেরিয়ার স্বপক্ষে দাঁড়ান। এই জন্য বুলগেরিয়ার এক ডাক-টিকিটে উক্ত সংবাদ দাতার প্রতিকৃতি ছাপা হয়। আমেরিকার এ্যাডমিরাল ডুয়ী ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে স্পেনের অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত করেন বলিয়া তথাকার ডাকটিকিটে এ্যাডমিরাল ডুয়ীর মূর্ত্তি ছাপা হইত। বিগত বুয়র যুদ্ধের সময় লর্ড বেডেন-পাউয়েল মেফকিং নামক স্থানে অনেক দিন ধরিয়া চক্রব্যূহের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন। সাধারণ ডাক্-টিকিট ফুরাইয়া যাইলে, তিনি নিজের ছবি যুক্ত কতকগুলি ডাক টিকিট ছাপান। ইহাতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়েন, এবং তিনি বন্দী না হইলে হয়ত নিউ-ব্রানসুইকের পোষ্ট-মাষ্টারের মতন তাঁহার চাকুরী যাইত।

পানামা খাল কাটিবার বহুপূর্ব্বে একবার কথা উঠে যে নিকারা গুয়া দেশের মধ্যে যে বৃহৎ হ্রদ আছে ও ঐ হ্রদ হইতে নির্গত হইয়া যে একটী সুগভীর নদী আসিয়া সমুদ্রের সহিত মিশিয়াছে, ঐ নদীটী কাটিয়া

আরও কিছু গভীর করিতে পারিলে এবং অপর দিকে একটী সুবৃহৎ খাল কাটিতে পারিলেই আটলান্টিক মহাসাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগরে বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজের যাতায়াতের খুব সুবিধা হইবে। এই প্রস্তাবিত খাল কাটা সম্বন্ধে আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্টের সহিত নিকারাগুয়ার গবর্ণমেণ্টের কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে, এবং একটা খসড়া চুক্তিও সহি হয়। এই সময়ে নিকারাগুয়ার ডাক্-টিকিটে আগ্নেয়-গিরি হইতে ধুম উদ্গত হইতেছে এরূপ ছবি ছাপা হয়। ইহাতে আমেরিকাবাসীদের মনে ভয় হয় যে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া যে খাল কাটা হইবে তাহা আগ্নেয় গিরির উৎপাতে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, অতএব ঐ দেশ মধ্য দিয়া প্রস্তাবিত খাল কাটিবার কোনও প্রয়োজন নাই। তাঁহারা এই সম্বন্ধে ভীষণ আন্দোলন চালান, এবং যুক্ত রাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্টকে উক্ত চুক্তি নাকচ করিতে বাধ্য করেন।

দক্ষিণ আমেরিকার কোন একটী রাষ্ট্র ঐ দেশের ম্যাপ সম্বলিত ডাক্-টিকিট প্রচার করেন। ঐ ম্যাপ অনুযায়ী নাকি তাঁহারা পার্শ্ববর্ত্তীর রাষ্ট্রের খানিকটা জঙ্গল ও মরুময় স্থান তাঁহাদের নিজ এলাকাভুক্ত করিয়া লইয়াছেন এরূপ দেখান হয়। ইহাতে ঐ পার্শ্ববর্ত্তী রাষ্ট্র সৈন্য সমাবেশ করিতে থাকেন। পরে আপোষে উক্ত ডাক্ টিকিটের প্রচলন বন্ধ করিয়া বিবাদ মিটান হয়।

ইংলণ্ডের সহিত সন্ধি সূত্রে আয়ারল্যাণ্ড দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। দক্ষিণে "আইরিষ ফ্রী ষ্টেট্' ও উত্তরে "উত্তর আয়ারল্যাণ্ড। আইরিষ ফ্রী ষ্টেটের অনেকেই বিশেষ করিয়া ডি ভ্যালেরায় দল আয়ারল্যাণ্ডের এই দ্বিধা বিভাগ পছন্দ করেন না। কালক্রমে সমগ্র আয়ারল্যাণ্ডকে একই শাসন যন্ত্রের অধীন আনিবেন্ তাঁহারা এইরূপ দাবী রাখেন। এজন্য আইরিষ ফ্রী ষ্টেটের ডাক্-টিকিটে সমগ্র আয়ারল্যাণ্ডের ম্যাপ ছাপা হয় ও "এরিণ" বলিয়া বর্ণিত হয়। ইহাতে উত্তর আয়ারল্যাণ্ড" আপত্তি করিলেও তাহারা আপত্তি গ্রাহ্য করেন না। "উত্তর-আয়ারল্যাণ্ড" এর সহিত "আইরিষ ফ্রী ষ্টেটের" মনোমালিন্যের ইহাও এক কারণ।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পয়গম্বর মহম্মদের ছবি ছাপিয়াছিলেন বলিয়া ভোলানাথ সেন ও আরও দুই ব্যক্তি নিহত হয়েন। ঐ সময়ে এরূপ কথা শুনা গিয়াছিল যে মানুষের ছবি ছাপা ইস্লাম ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ এবং মহম্মদের ছবি ছাপিয়া ভোলানাথ বাবু মুসলমানদের ধর্ম্ম হানি করিয়াছেন। কিন্তু কয়েকটী মুসলমান রাষ্ট্রের ডাক্-টিকিট দেখিলে তাঁহাদের এই কথা ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। ভূতপূর্ব্ব পারস্যের সাহ তাঁহার নিজ ছবি ডাক-টিকিটে ছাপিতেন। তাঁহাকে কেহই নব্য-তান্ত্রিক বলিয়া অভিযুক্ত করিতে পারিবেন না। বর্ত্তমানে জাঞ্জিবারের সুলতান একজন আচার-নিষ্ঠ মুসলমান তিনিও ডাক টিকিটে নিজ প্রতিকৃতি ছাপেন। এইরূপ আরও উদাহরণ দেখান যাইতে পারে।

অনেক সময় ডাক্-টিকিট ছাপিতে ভুল হয়। যেমন গাঢ় সবুজের স্থলে ফিঁকা সবুজে ছাপা হইল। হয়ত বা দুইটা অক্ষর উল্টাইয়া গেল। তিন আনা টিকিটের কাগজে হয়ত দশ পয়সার টিকিট ছাপা হইল, মাথে উপর নীচে margin রহিল না, আর পার্শ্বে অল্প কিছু স্থান সাদা রহিল। এরূপ ভুল ছাপা ডাকটিকিট সময় সময় ডাক বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ জানিতে পারিলে, যাহা সাধারণে প্রকাশিত হয় নাই, এরূপ বহু টিকিট নষ্ট করিয়া ফেলেন। ইহাতে ভুল ছাপা ডাক্-টিকিট আরও অধিকতর দুষ্প্রাপ্য হয়। প্রায় দশ বার বৎসর হইল আমাদের দেশে এক পয়সার টিকিটের অনটন হয়। গবর্ণমেণ্ট দুই পয়সার টিকিটের উপর ½ছ দিয়া এক পয়সায় বিক্রয় করেন। কতকগুলি ডাকটিকিটে উহা ভুল করিয়া ½ ছাপা হইয়াছিল। আবার কতকগুলি টিকিটে ½ এর "1" উল্টাইয়া "1' ছাপা হইয়াছিল। এইরূপে ভুল ছাপা ডাক্ টিকিট অনেক অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। বহুদিন পূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়ার দুই পেনীর টিকিট একবার ভুল ক্রমে ছয় পেনীর টিকিটের রংয়ে ছাপা হয়। এইরূপ ভুল রংয়ে ছাপা দুই পেনীর টিকিট প্রথমে প্রত্যেকটি ৫ শিলিং করিয়া ও পরে ২৫ পাউণ্ড করিয়া বিক্রীত হয়। সুইডেনের তিন স্কিলিং দামের কতক টিকিট ভুলক্রমে হলদে রংয়ে ছাপা হয়। প্রথমে কেহই ভুল ধরিতে পারেন নাই, পরে যখন ভুল ধরা পড়িল তখন এই তিন স্কিলিং দামের প্রত্যেক ডাক্ টিকিট ১০ শিলিং করিয়া বিক্রীত হয়। এক্ষণে এইরূপ একখানি ডাক্ টিকিটের বাজার মূল্য ৯০০ শত পাউণ্ড।

অনেকে ভাগ্যক্রমে দুষ্প্রাপ্য ডাক্ টিকিট অতি সস্তায় পাইয়া পরে বহুমূল্যে বিক্রয় করিয়া ধনী হইয়াছেন। ইংলণ্ডের অন্যতম প্রধান ডাক্ টিকিট ব্যবসায়ী ষ্টানলি গিবনস্ একদিন ঘটনাক্রমে দুইটি নাবিকের সহিত আলাপ করেন। তাহারা কথায় কথায় গিবনস্কে বলেন যে, তাহারা যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়াছিলেন দুঃস্থগণের সাহায্যার্থ এক গির্জ্জার লটারীতে কতকগুলি ডাক্ টিকিট তাহাদের নামে উঠিয়াছে। তাহারা যদি এইগুলি বিক্রয় করিতে পারে ত তাহাদের সুবিধা হয়। গিবনস্ তাহাদের নিকট যতগুলি ডাক টিকিট ছিল সবগুলি ৫ পাউণ্ড মূল্যে ক্রয় করেন, এবং পরে খুচরা খুচরা করিয়া ২২৫ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রয় করেন।

ভুল ছাপা ডাক টিকিটের ও মূল্য খুব বেশী। ইহা ছাড়া বাজারে পুরাতন ডাক টিকিট যখন দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে তখন তাহারও মূল্য বৃদ্ধি হয়। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছবিযুক্ত লাল্ রংয়ের এক পয়সার ডাক্ টিকিটের বর্ত্তমান মূল্য ।৷০ আট আনা। ইহাতে কতকগুলি জুয়াচোরের জাল ডাক্ টিকিট ছাপিয়া দেশে বিদেশে বিক্রয় করিবার সুযোগ উপস্থিত হয়। প্রায় ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে জেনোভা নগরীতে লুই হেনরী মার্সিয়ের (Lyuis Henri Mercier) নামক এক ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম জাল ডাক্ টিকিটের ব্যবসা আরম্ভ করেন। তিনি তথাকার পেটেণ্ট আইন অনুযায়ী এই জাল

ডাক্-টিকিটের ব্যবসা রেজেষ্টারী করাইয়া লয়েন—যাহাতে অপরে তাঁহার সহিত পাল্লা না দিতে পারে। Fournier বলিয়া আরও এক ব্যক্তি এই জাল টিকিটের ব্যবসা করিয়া বড়লোক হয়েন। ক্রমে ক্রমে জাল ডাক-টিকিটের ব্যবসা এরূপ প্রসার লাভ করিল যে পৃথিবীর আসল ডাক-টিকিট বিক্রেতারা সম্মিলিত হইয়া জাল ডাক-টিকিটের ব্যবসা ক্রয় করিয়া লয়েন ও যন্ত্রপাতি সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলেন। এই জাল ডাক-টিকিটের ব্যবসা যাহাতে প্রসার লাভ না করিতে পারে এই অভিপ্রায়ে ইংরাজী ১৯২১ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমানে প্রচলিত যাবতীয় ডাক টিকিট ও পূর্ব্বে প্রচলিত ডাক-টিকিট যাহা গুদামজাত হইয়া রহিয়াছে, কালির দাগ দিয়া অল্প মূল্যে সর্ব্বসাধারণে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করেন। ইহাতে ডাক-বিভাগেরও কিছু আয় বৃদ্ধি হয়, এবং যাঁহারা আসল ডাক টিকিট সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত, তাঁহাদেরও আসল ডাক-টিকিট পাইলেন কিনা সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের দেখা দেখি ইউরোপের অনেক দেশে বিশেষতঃ গত মহাযুদ্ধের ফলে সৃষ্ট ছোট ছোট দেশগুলিতে এইরূপ নিজ নিজ ডাক-টিকিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভারত সরকারও যদি এইরূপ সমগ্র সেট ডাক-টিকিট অল্প মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন ত তাঁহাদেরও কিছু অর্থাগম হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে সর্ব্বপ্রকার ডাক্-টিকিটের সংখ্যা ১৮০,০০০ হাজারের উপর। কাহারও পক্ষে সর্ব্বপ্রকার ডাক্-টিকিট সংগ্রহের চেষ্টা একেবারে অসম্ভব ও বাতুলতার সামিল। এজন্য কেহ কেহ সাধারণভাবে সর্ব্ব-দেশের বর্ত্তমান সময়ের ডাক টিকিট সংগ্রহের চেষ্টা করেন, আবার কেহ কেহ নিজ দেশের কিংবা অন্য কোন দেশ-বিশেষের ডাক-টিকিট সংগ্রহের চেষ্টা করেন, আবার কেহ কেহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত ডাক্-টিকিট সংগ্রহ করিতে পারেন তাহার চেষ্টা করেন। কেহ কেহ বা কেবল মাত্র air mail-এ ব্যবহৃত ডাক্-টিকিট বা খাম বা পোষ্টকার্ড ইত্যাদি সংগ্রহ করেন। কলিকাতার Lady David Ezra র এইরূপ air mail-এ ব্যবহৃত ডাক্-টিকিটের খুব বড় সংগ্রহ আছে।

সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিভিন্ন প্রকারের ডাক্ সংগ্রহ আমাদের সম্রাট ৫ম জর্জ্জের আছে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় যত প্রকার নূতন নূতন ডাক্ টিকিট পুরাতন ডাক্ টিকিটের উপর ছাপা হইয়াছিল, তাহার সব রকমই সম্রাট মহোদয়ের সংগ্রহে আছে। পৃথিবীতে আরো দুইটি কি তিনটি সংগ্রহের সম্রাট মহোদয়ের সংগ্রহ অপেক্ষা বড় বলিয়া খ্যাতি আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে ফিলিপ ভন ফেরারীর সংগ্রহ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় সংগ্রহ বলিয়া বিখ্যাত ছিল। যুদ্ধের পর ফরাসী সরকার তাহার ডাক-টিকিট সংগ্রহ বাজেয়াপ্ত করিয়া লয়েন এবং ৪০ দিন ধরিয়া নীলাম করান। ১৮৪৬সালের বৃটিশ গায়েনার ১সেণ্ট মূল্যের একখানি টিকিট এই নীলামে ৭,৪০০০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রয় হয়। বর্ত্তমানে পৃথিবীর অন্য কোনও মিউজিয়মে নাই এরূপ বহু দুষ্প্রাপ্য টিকিট একমাত্র আমেরিকার হাইণ্ড্‌স্ সাহেবের আছে। কাহারও কাহারও মতে ইহাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় সংগ্রহ। এই সব ব্যক্তি-বিশেষের সংগ্রহ সর্ব্বসাধারণে সর্ব্ব সময়ে দেখিবার সুযোগ পায় না। এজন্য অনেক দেশে জাতীয় মিউজিয়মে ডাক-টিকিটের সংগ্রহ শালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বার্লিন মিউজিয়মের জাতীয় ডাক্-টিকিট-সংগ্রহ শালা এই শ্রেণীর সংগ্রহ শালার মধ্যে সর্ব্ব-বৃহৎ। সম্প্রতি নয়া দিল্লীতে ভারতীয় সর্ব্বপ্রকার ডাক্-টিকিটের সংগ্রহ-শালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ডাক-টিকিট সংগ্রহ সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইল। আমাদের দেশে ইহা নিতান্ত ছেলেমী বলিয়া অনাদৃত—কিন্তু ইহা একেবারে উপেক্ষার জিনিষ নহে। ছোট ছোট ছেলেদের মধ্যে ইহা ধৈর্য্যশীলতা ও অধ্যবসায় শিক্ষা দেয়। যাঁহারা বয়োবৃদ্ধ তাঁহারা ডাক-টিকিট সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলে অবসর সময় কাটাইবার একটী সুযোগ পাইবেন। *

---

* এই প্রবন্ধটী নানাদেশের ডাক-টিকিটের চিত্র দ্বারা বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রবন্ধ-লেখক আমাদের তাঁহার সংগ্রহ হইতে কয়েকটা টিকিট পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু, নানাকারণে তাড়াতাড়ি উক্ত টিকিটের ব্লক করা সম্ভবপর হইল না। সেজন্য আপাততঃ আমরা তাহা পারিলাম না।

মুক্ত পাখী

—০—

শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল

—০—

শীতের রাতের জ্যোৎস্না! যেমনি পাণ্ডুর, তেমনি নিষ্প্রভ। বিশ্বের আঁধারের বুকে একটা ব্যথার রেশেরই মতই মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে আছে। না আছে তার চেতনা, না আছে তার প্রাণের স্পন্দন! স্থির, গতিহীন, অচঞ্চল! শুভ্র আচ্ছাদনের নীচে বিধবার রূপের মতই সে করুণ, ম্রিয়মান!

রাত্রির আঁধার নিবিড় হ'য়ে আসে, জ্যোৎস্নার দীপ্তি নিভে আসে, আঁধার সগর্ব্বে মাথা উঁচু ক'রে আস্ফালন ক'রে, কুয়াসা ছুটে আসে তাকে বন্ধুর মত আলিঙ্গন দিতে, জ্যোৎস্না তখন ভীরু মেয়ের মত, তাদের দু'জনের মাঝে পড়ে লজ্জায় জড়সড় হয়ে চোখ বোঁজে। রাত্রির গভীরতার সাথে সহরের অশ্রান্ত কোলাহল কলরব থেমে এসেচে। কাচিৎ দু'একখানা মোটর তীর বেগে সহরের ঘুমন্ত বুকে অংকিতে চাবুক মেরে সৌখীন পল্লী হ'তে বেরিয়ে আসচে। দুরন্ত শীতের ঘায়ে জর্জ্জরিত হয়েও দু'একজন পথযাত্রী নিশাচর আপাদমস্তক ঢেকে দ্রুত গতিতে চলেছে, কচ্ছপের মত মুখ বের্ ক'রে।

সহরের বড় সড়কটা মূর্চ্ছাহতের মত পড়ে আছে, দু'ধারের গর্ব্বোন্নত আকাশস্পর্শী অট্টালিকাগুলোর ছায়া বুকে আঁকড়ে ধরে। একটা বড় বাড়ীর উঁচু চুড়োর ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে দুটো বাজ্‌লো' মৃত্যুর আহ্বানের মত! ঘড়ির আওয়াজের রেশ মিলোতে না মিলোতে, সামনের গলি হ'তে রাস্তার উপর বেরিয়ে এলো, একটি যুবক,— চঞ্চল চরণ, বিক্ষিপ্ত দৃষ্টিতে! ঘড়ির আওয়াজ যেন সহসা তার গতিরোধ ক'রে, সোজা ক'রে, দিলে। সে সহসা স্থির হ'য়ে দাঁড়াল গলির মুখে, টগবগে ঘোড়া যেমন সহসা থেমে যায়, চালকের ছোট্ট একটি চুমকুড়ীতে!

সে থমকে দাঁড়িয়ে আপন মনে বিড়্ বিড়্ ক'রে কী বল্‌লে, মাথার লম্বা চুলগুলোকে দু'হাতে পিছুপানে ঠেলে দিতে দিতে একটা লম্বা নিঃশ্বাস টেনে সামনের বাড়ীটার পানে চাইলে।

সামনের বাড়ীটার জান্‌লাগুলো সব আঁটা,— কোথাও এতটুকু আলোর রেখা নেই,— জ্যোৎস্নার ঝাপ্‌সা আলোয় বাড়ীখানা তার চোখের সাম্‌নে অস্পষ্ট ছায়াপুরীর মতই নাচ্‌তে সুরু কর্‌লে। যেম্‌নি সহসা সে থমকে বাড়ীটার সামনে এসে দাঁড়াল, তেম্‌নি সহসা রাস্তাটা পার হ'য়ে একেবারে তার দোরে এসে মৃদু আঘাত কর্‌তে সুরু কর্‌লে।

সদর দরজা খুল্‌লো না, খুল্‌লো উপরের বারান্দার একটা দরজা!...বারান্দায় এসে এসে দাঁড়াল, একটি স্ত্রীলোক। অস্পষ্ট আলোয় বোঝা গেল না, স্ত্রীলোকটি তরুণী কি প্রৌঢ়!

যুবক উৎকর্ণ হ'য়ে উদ্ভাসিত দৃষ্টিতে চাইলে, তার চোখ দু'টো জ্ব'লে উঠ্‌লো দপ্‌ দপ্‌ ক'রে।

যুবক নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর উৎক্ষিপ্ত দৃষ্টিতে চারিদিক নিরীক্ষণ ক'রে সহসা বাড়ীর পাশের আস্তাবলে ঢুকে গেল এবং মুহূর্ত্ত পরেই একখানা ঘোড়ার গাড়ী টেনে বের্ কর্‌লে। গাড়ীখানা বারান্দার নীচে দাঁড় করিয়ে সে তার উপরে দাঁড়াল। নীচু পুরোনো বাড়ীর বারান্দাটা তার নাগালের মাঝে ধরা দিলে!...নিমেষের মধ্যে নারীমূর্ত্তি বারান্দা হ'তে নেমে এলো যুবকের বলিষ্ঠ বুকের মাঝে। যুবক তাকে বুকে ক'রে গাড়ী হ'তে রাস্তায় নেমে পড়ল। যুবক তেম্‌নি ভাবে নারীকে বহন ক'রে নিয়ে সামনের গলিটায় ঢুকে গেল।

যুবক মহিম। তরুণী সাহানা।

একবৎসর অজ্ঞাতবাসের পর আবা'র তারা সহরে ফিরেচে। অর্থ যা কিছু সঙ্গে ছিল শেষ হ'য়েচে; সাহানার গয়নায় টান পড়েচে। মহিমের দেহ গেচে শীর্ণ হয়ে, চোখে মুখে কালি প'ড়েচে। সাহানার দেহে কিন্তু রূপের জোয়ার লেগেছে, যৌবন, প্রভাতসূর্য্যের মত তার দেহের কানায় কানায় ঝল্‌মল্‌ কর্‌চে। শত দুঃখের মাঝেও মহিমের এটুকুই সান্ত্বনা। ঐ রূপের বন্যায় ঐ ফুলের পাপ্‌ড়ীর মত স্ফুরিত অধরপল্লবের মাঝে সে তার সর্ব্বস্ব বলি দিয়েচে। সারা ভবিষ্যৎটাকে সাহানার হাসি দিয়ে সে ধুয়ে ফেলেচে। সারাদিন সে কাজের চেষ্টায় ঘুরে সন্ধ্যায় নির্জ্জীব দেহটাকে সাহানার রূপে ভিজিয়ে সজীব ক'রে তোলে। আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব সব তাকে ত্যাগ করেচে। জীবনের সর্ব্বময়ীরূপে সে বরণ ক'রে নিয়েচে সাহানাকে।

অতি কষ্টে দিন যায়। মহিমের চাকুরী জোটে না। সাহানা মাঝে মাঝে গঞ্জনা দেয়। আত্মগ্লানিতে মহিমের বুকখানা ভারী হ'য়ে ওঠে। সে নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয়।

সাহানার চোখের সামনে দিগন্ত প্রসারী বিলাসের লীলাক্ষেত্র। বর্ণে, গন্ধে, রূপে তার চোখ ঝল্‌সে ওঠে। ভোগ মূর্ত্তি পরি-

গ্রহ ক'রে তার তরুণ প্রাণে হানা দেয়, সে প্রাণের তৃষা মেটাতে পারে না, ছিন্ন মলিন বস্ত্রাবৃত মহিমের দেহ। বাইরের রাস্তা দিয়ে মোটর ছুটে যায়, কত তরুণ তরুণী বুকে নিয়ে, কত রং বেরঙ্‌-এর তাদের সাজ সজ্জা, কী প্রাণখোলা হাসি তাদের মুখে, বাসনার কী তীব্র কটাক্ষ তার চোখের আনাচে কানাচে! সাহানার তরুণ প্রাণের সাধ আহ্লাদ উদগ্র হ'য়ে ওঠে। মহিমের বিশুষ্ক মলিন মুখ তার প্রাণের মাঝে পাথর হ'য়ে চেপে বসে। একটা শূন্য হাহাকারে তার তরুণ মন ভারী হয়ে ওঠে। মাঝে মাঝে সে ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে। কেন সে মহিমের মুখ চেয়ে তার এই বিকশিত রূপ যৌবনকে শীতের হাওয়ার মত এই অভাব অনাটনের মাঝে শুকিয়ে যেতে দেবে? একদিন সে মহিমকে বুঝিয়ে দিলে স্পষ্টই, যে সে এম্‌নি না খেয়ে শুকিয়ে মরবার জন্যে ঘর ছেড়ে, আত্মীয় স্বজনদের ছেড়ে আসেনি। মহিম সজল চোখে ভাবে সত্যই সে তার তরুণ মনের আশা আকাঙ্খাকে পুড়িয়ে নিঃশেষ ক'রে দিতে বসেচে। .. সে নিঃশব্দে নিদ্রিত সাহানাকে বুকের মাঝে চেপে ধরে অঝোরে কাঁদে। সাহানা ঘুম থেকে জেগে উঠে রুক্ষকণ্ঠে বলে, আগে এ সব ভাবা উচিত ছিল, একটা অজ্ঞান মেয়েকে ঘর হতে বের করে এনে এখন হাত গুটিয়ে বসে কাঁদলে তো চল্‌বে না—

এম্‌নি ভাবেও কিছুদিন কাটে অভাব ও অশান্তির আগুনে পুড়ে পুড়ে যখন মহিম তার তরুণ বুকের আশা ভরসা সব হারাতে বসেছে সেই সময় সাহানা তাকে এমন একটা সংবাদের আভাস দিলে যাতে আশঙ্কায় ও পুলকে তার দেহ মন রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল।

পিতা হবার দায়িত্ব ও উৎসাহ মহিমের ভাঙ্গা মনকে যোড়া ক'রে তুল্‌লে।

একটি কন্যা প্রসব ক'রে সাহানা অসুস্থ হয়ে পড়ল। মহিম সামান্য বেতনে একটা চাকুরী জুটিয়েছিল। সে তার অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করে সাহানকে সুস্থ করে তুল্‌লে। ছোট্ট মেয়েটার কচি মুখ তার সব দুঃখ, সব দৈন্য ভুলিয়ে দিলে।

মহিম ভাবে সাহানার সঙ্গে তার বিয়ের লৌকিক বাঁধন না থাকলেও, খুকী এসে তাদের বাঁধনকে অটুট ক'রে দিলে। সাহানা তার আত্মার অক্ষয় সঙ্গিনী, সাহানার ও খুকীর মুখের অম্লান হাসিই তার জীবনের পরম আনন্দ।

সময়ে সময়ে সাহানাকে রহস্যের মতই দুর্ব্বোধ্য ব'লে মনে হতো। মহিম কিছুতেই যেন তার নাগাল পেত না।

মহিম তার মনের নাগাল পেলে সেইদিন, যেদিন রাত্রে হঠাৎ খুকীর কান্নার সুরে ঘুম ভেঙ্গে দেখ্‌লে, বিছানায় সাহানা নেই, এবং তন্ন তন্ন ক'রে বাড়ী খুঁজে তার কোন সন্ধান মিল্‌লো না। মহিম সন্ধান ক'রে যখন জান্‌তে পারলে যে সাহানার অসুখের সময় তাকে যে ডাক্তার দেখেছিল, সেই ডাক্তারের সঙ্গে সে নিরুদ্দেশ হয়েচে। মহিম কন্যাকে বুকে চেপে ধরে বালকের মত কাঁদলে। মহিমের তখন একথাটা বোঝ্‌বার মত বোধ হয় বয়সও হয়নি বা অভিজ্ঞতাও জন্মেনি যে, নারী সন্তানকে ছাড়তে পারে তার প্রণয়ীর জন্য, তাই তার প্রথমেই মনে হ'লো এই কথাটা যে, হয়তো সে এখুনি ফিরে এসে খুকীকে নিয়ে যেতে চাইবে। একটা আতঙ্কে তার দেহমন অভিভূত ক'রে ফেল্‌লে। সাহানা তো তার একখানাও গয়না নিয়ে যেতে ভোলেনি। খুকীকে কি সেই সত্যই ছেড়ে যাবে? না। বোধ হয় তাড়াতাড়িতে পাছে খুকী জেগে উঠে তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয় তাই সে তাকে নেয়নি। সে নিশ্চয়ই আস্‌বে। খুকীকে চাইবে। ত হ'লে—খুকীকে ছেড়ে মহিম বাঁচবে না।

মহিম খুকীকে বুকের মাঝে চেপে ধরে চোরের মত বাড়ী হ'তে বেরিয়ে গেল।

দশ বছর কেটে গেছে। মহিম পুলিশে চাকুরী পেয়েচে। সে একজন নামজাদা দারোগা। যে দাগ নিয়ে সে জীবন আরম্ভ করেছিল, সে দাগ লোকচক্ষে মুছে গেছে। ফিরে পেয়েচে সে তার লুপ্ত মান সম্ভ্রম। কিন্তু সে দাগ মোছেনি তার মনে হতে। খুকী সেটা জাগিয়ে রেখেচে, মনের মাঝে।

খুকীর মুখ চেয়ে সে আর বিয়ে করেনি। কত অনুরোধ, কত সাধ্য সাধনা করেচে তার বন্ধু বান্ধব! সে খুকীকে মানুষ ক'রেই সংসারের সব সাধ মিটিয়েছে।

একথাও সে কোনদিন ভুলতে পারেনি যে সে-ই সাহানাকে টেনে এনে পাপের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েচে। সেই চিন্তা কী যন্ত্রনাই তাকে দিয়ে আসচে এবং দেবেও বোধ হয় জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত! সে নিজের অপরাধী মনকে যেন কিছুতেই বাগ মানাতে পারে না।

খুকীই মহিমের জীবনের একমাত্র সান্ত্বনা। খুকীর দুষ্টামী, রাগ, মান অভিমান মহিমের জীবনের বিশ্রাম ও আনন্দ!

খুকী বল, বাবা তুমি ভারী দুষ্টু, একবারও আমার কাছে থাকতে চাও না, কেবলই কাজ আর কাজ। এত খাটলে শরীর থাকবে কেমন করে?

মহিমের চোখ জলে ভরে আসে। সে কোঁচার খুঁটে চোখ মোছে নীরবে।

সেদিন রাত্রে খুকীর ছোট দারোগার কোয়ার্টারে নেমন্তন ছিল। দারোগা বাবুর স্ত্রী খুকীকে খুব ভালোবাসত।

ঘরে ফিরেই খুকী মহিমকে জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁ বাবা, আমার মা নাই কেন?

মহিম বিস্ময়ে তার মুখের পানে চেয়ে নিম্নস্বরে বললে ছিল মারা গেছেন।

কবে?

মহিম তাকে কাছে টেনে নিয়ে ভাঙ্গা গলায় বল্লে, তুমি তখন খুব ছোট।

সজল চোখে খুকী বললে, কি হয়েছিল বাবা?

অসুখ করেছিল?—

সহসা মহিম বলে উঠ্‌লো, না, একজন তাকে মেরে ফেললে—

খুকী আতঙ্কে বিস্ময়ে শিউরে উঠে জিজ্ঞাসা করলে, কেন? কেন বাবা?

কি জানি বোধ হয় তার গয়নার লোভে।

তার ফাঁসি হলো না?

না!

মহিমের ঠোঁটের কোণে ফিকে হাসির ঢেউ খেলে গেল। সে বললে, ধরা পড়ল না।

একটা হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলে খুকী বললে ধরা পড়লে ফাঁসি হবে?

মহিম সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে খুকীকে বুকে জড়িয়ে ধরলে।

দীর্ঘ দশ বছরের ব্যবধান মহিমের মন হ'তে সাহানার স্মৃতিকে মুছে দিতে পারলে না। প্রথম জীবনের সেই অজ্ঞাতবাসের একটি বৎসর একটা সুখস্বপ্নের মত তার প্রাণের মাঝে আজও উঁকি দিয়ে যায়। কত সুখ স্বপ্নের কত রঙীন কল্পনায় বিভোর হয়ে সে সর্ব্বস্ব বলি দিয়েছিল তার যৌবনবেদীর তলে। কী উন্মাদনা নিয়ে দিক্‌হারার মতই সে অকূলে তরী ভাসিয়েছিল, তাকে মাত্র সম্বল করে। দুঃসাহস বুক বেঁধে সে তাকে ঘরের বাইরে এনেছিল সেই গভীর রাত্রে! শুধু তারই সকাতর অনুরোধে' ছোট্ট সেই চিঠিখানি, শুধু সেই দুটি কথা, তোমায় ছেড়ে থাকতে পারছি না, তুমি যেমন করে পার আমায় নিয়ে যাও—তাকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। প্রথম যৌবন তার সে আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করতে পারে নি। কী সে উদ্দাম তৃষা! তার কণ্ঠ শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠলো।

তারপর এক দীর্ঘ বৎসর ও সাহানার নির্মম আচরণ তার সেই সরস বৃত্তগুলোকে শুকিয়ে নির্জীব ক'রে তুললে। সে কাষ্ঠ হেসে গা ঢেলে সেই সব অতৃপ্ত বৃত্তগুলোর অকালে গলা টিপে মারলে।

সেদিন মহিমের এখেকার সিনেমা হাউসে কি একটা নূতন ছবি দেখান হচ্ছিল। নেমন্তন্ন পেয়ে মহিম এলো খুকীকে নিয়ে ছবি দেখতে।

ছবি দেখান সুরু হয়েচে। প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার হয়ে গেছে। পিছনের সিট হ'তে মহিমের কানে এলো। একজন বলচে নিম্নস্বরে, তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, কিন্তু সত্যি আমি এমন ভালোবাসা কাউকে কখন বাসিনি। তুমি কি করলে আমায়?

সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস। নারী কণ্ঠ, স্বর গভীর, স্নেহার্দ্র। পুরুষ কণ্ঠে উত্তর এলো: সত্যি? যদি সত্যি হয়, আমার মত ভাগ্যবান কে? সুখী কে?

নারী বললো: তুমি এখনো আমায় অবিশ্বাস কর? ভারী নিষ্ঠুর তুমি!—

মনে হলো পুরুষটি নারীর বেশ একটু কাছে ঘেঁসে গিয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে বললে, অবিশ্বাস করিনি, কিন্তু আমার কথাও তো তুমি জানো, আমি পাগল। তোমায় নিজের ক'রে না পেলে আমি বাঁচব না।

এক মুহূর্ত্ত নিঃশব্দে থেকে পুরুষটি আরেকটু নীচু গলায় বললে, ঐ বুড়ো বেটাকে তুমি তাড়াও, তুমি যা বলবে আমি তাই করবো যা চাইবে তাই দোবো।

হঠাৎ হাসির সুরে নারী বললে, ঐ তোমার এক কথা, তুমি বুড়োর হিংসে করো কেন বলতো?

—সত্যি, তুমি বুড়োকে একটুও ভালোবাস না?

নারী কৃত্রিম ক্রোধের সুরে বললে, আমার সম্বন্ধে বুড়োর কাছেও এমনি বলতো!

—যাও তুমি ভারী নিষ্ঠুর! আমি কি তোমার পয়সার লোভ করি। সত্যি নিষ্ঠু! তুমি যে আমায় কী করলে—

মহিমের বুকের নীচে প্রথমে একটা কম্পন জেগে উঠল। তারপর একটা হাসির তরঙ্গ ফেনিয়ে উঠলো। তার চোখের সামনে ছবিতে প্রেমের লীলা, পিছনে জীবন্ত রক্তমাংসের দু'টি জীব প্রেমের অভিনয় করে চলেচে। কী অবাধ নারী পুরুষের এত লীলা চলেচে সংসারের মাঝে! কিন্তু এর মাঝে সত্যিকার প্রেম কতটুকু? মহিম অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ল। বারো বৎসর পূর্ব্বের একখানি মুখ তার মনের আকাশে ভেসে উঠল, ঠোঁট ফুলিয়ে, এমনি গদগদস্বরে সেও এমনি কত প্রেমের গুঞ্জনই তুলতো তার কানের কাছে!......

......ইন্টারভ্যাল! প্রেক্ষাগৃহ আলোকিত হ'য়ে উঠলো। মহিম পিছু ফিরে দেখলে, সেই বারো বছর পূর্ব্বের মুখ!

ককারের কৃপা

—০—

শ্রীকেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

——০——

বাঙালীর একতা নেই—দেখে বড় ব্যথা পেয়ে —
আমার সেটা দেখিয়ে দিতে – কলকেত্তাতেই এলুম ধেয়ে ।
তোমরাই বল'—গুণ থাকতে চুপ করে কি থাকা যায় ?
তাই, কষ্ট করে খুঁজে খুঁজে দশের কাজে লাগাই তায় ।

ধরি – বুদ্ধি এমন তীক্ষ্ণ —নিজে বোলব' কি আর আমি,
বুঝেছিলেন "লোহারাম" আর, জানেন অন্তর্য্যামী –
বেমালুম গাপ্ করলুম—যখন হলুম আমি ভুমিষ্ট.
ভাষার যেটা সেরা হরপ. বামালটা সেই স্বরের 'অ' ।

প্রভু.বটা দেখালুম আগেই দিয়ে দেশে "কেরানি গিরি"
বিশ্ পঁচিশ্ মাসোহারায় – পিসে ফেল্লুম্ ধীরি ধীরি, –
(ছেলেগুলো চিনলেনা বাপ্, দেখলেই হয় সব আড়ষ্ট)
–ভুর্ভাবনায় পীলে শুকোয় – মালিক্ নাকয়—"বিদেয় হ'

বলি শোনো আমার গুণগুলো. নিজে না বল্লে কে ব'লবে,
নেশাটা ধোরলে, নিজে না টোল্‌লে অন্য কে আর টোলবে
পরে ধোরলুম্ "কুইনিন" রূপ. – সেটা সবাই জানই ত ?
যার প্রভাবে বাঙ্গালীকে করলুম হাড়গোড় ভাঙ্গা "দ" !

তৃতীয় রূপ "চটের কল." "কোক্ কয়লা" তার পর
পাঁচ নম্বরে "কেরোসিন"টা – অম্ল ও অজীর্ণের ঘর ।
এ বলে আমারে দ্যাখ—ও বলে ভাই একটু র' –
চোঁয়ার চোটে সবাই বলে—ত্বরায় ডিহিরিতে চ !

ছয়ে 'কন্যাদায়ে' ফেলে পেটের ভাত সব করলুম চাল্,
অনিদ্রা আর অনাহারে করে দিলুম হাড়ির-হাল্.
ছেলের মায়েব মন রাখতে ভিটে হ'ল ঘুঘুস্থ,
বেই বল্লেন্ – 'পয়সা কমে হবে না—চাই তিরিশ শ'

সপ্তমেতে সূক্ষ্ম ভাবে হয়ে এলুম "কোকেন"
প্রেমিকে সব কণা মাত্রে —ঘুমোন, ঝিমোন ঝোঁকেন ।
সপ্ত বেশে বাংলা দেশে – বানিয়েছি হ জ-ব-ড় ল
বেঁচে সবাই মরেই আছে, বোঝেনা, এই আশ্চর্য্য,
তাবাই শুধু বেঁচে গেছে – নেছে যাদেব কৃতান্ত !
"কলেবাটা" বন্ধু বলে করলুম না আব ফদ্দস্ত ।

Communal, Conference, নয়কি সবই মজাদার,
চিরদিনই উদার আমি, বলে ফ্যালো নাকি চাই আর ।
আবশ্যকে একাই একশ' হতে লাগে কতক্ষণ,
এই নিয়মেই পুণ্য সঞ্চয় করে আসছেন সাধুজন ।

সেই মুখ! সেই সাহানাই বটে ! পূর্ব্বের চেয়ে আরো সুন্দর ব'লে মনে হলো! যৌবন তরঙ্গে শতদলের মত সেই শুভ্রমুখ তেম্‌নি টল্ টল্ করছে। আর তার পাশে বসে, খুব কাছে, গায়ের উপর গা রেখে, একটী একুশ বাইশ বছরের তরুণ ! যুবকের সঙ্গে চোখোচোখি হ'তেই, অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে সাহানার চোখ দুটি জল্ জল্ ক'রে উঠ্‌লো।... সে ভঙ্গিমা মহিমের বড় পরিচিত !...মহিমের মাথা ঘুরতে লাগ্‌লো। সে খুকীর হাত ধ'রে উঠে দাঁড়াল।

"চলো একটু আইসক্রীম খেয়ে আসি" বলে যুবক সাহানার হাত ধ'রে বাহিরে চলে গেল।

সাহানার গতিভঙ্গী মহিমের অন্তরে বিদ্রূপের সৃষ্টি করলে। তার মনে হলো, খাঁচা শূন্য করে পাখী উড়তে পেয়েছি ব'লেই না আজো সে মুক্ত আকাশের কো উড়ে উড়ে গান গাচ্ছে, নইলে আজ তা স্বর যেতো বন্ধ হ'য়ে, বদ্ধ খাঁচার দেওয়া সে মাথা খুঁড়ে মরতো। ইন্টারভ্যালে পর—আর তার ছবি দেখার স্পৃহা রৈল না।

মুখচন্দ্রিকা

—o—

অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত

—o—

এক মুহূর্ত্তেই সীতানাথ একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেল।

মৃত্যুর পরে যে অন্ধকার তাহার চেয়েও দুর্ব্বহ এই নির্জ্জনতার বোঝা। পৃথিবীতে সীতানাথের সমস্ত জায়গা যেন ফুরাইয়া গিয়াছে—যেন বিশাল একটা শূন্যতার মরু-ভূমিতে সে ক্রমাগত পদচারণা করিতেছে—কোথায় যে যাইবে সম্মুখে-পিছনে তাহার এতোটুকু কোথাও সংকেত নাই।

সূর্য্যের সমস্ত শৌর্য্য নিজের, বাহিরের কোনো পদার্থ হইতে সে তাপ সংগ্রহ করে না, তাই সময়ে সে ধীরে-ধীরে ক্ষীণ, ম্রিয়মাণ ঠাণ্ডা হইতে হইতে এক সময় একেবারে অন্ধ, অদৃশ্য হইয়া যাইবে। কোটি কোটি বছর পরেকার সেই মৃত দিন সীতানাথের আকাশে আজ দেখা দিয়াছে। সৌরজগতের বিশীর্ণ মরু-ভূমিতে ঘূর্ণ্যমান এক বিন্দু বালুকা এই পৃথিবী—সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্রের সমাহারের অনুপাতে ইহার কী মূল্য! তাহাতে আবার তাহার অণুতম এই প্রাণ—সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে একটা আকস্মিক অবৈজ্ঞানিক দুর্ঘটনা—ইহারই বা কী সার্থকতা রহিয়াছে! আকাশের আর-আর তারাগুলি যখন কেহ তুষারে পাথর হইয়া আছে, কেহ বা অন্ত-র্বহ্নিতে নিরন্তর করিতেছে হাহাকার,—তখন সেই জনপাদপহীন মরুভূমির দেশে এক কোণে এই পৃথিবীর ছায়ায় বসিয়া সে কিনা দেখিতেছিল স্বপ্ন, লিখিতেছিল কবিতা, করিতেছিল অবিনশ্বরতার অসম্ভব দুরাশা! আনাড়ি হাতে অনবরত তবলায় চাঁটি মারিতে-মারিতে যেমন হঠাৎ একটা বোল্ বাহির হইয়া পড়ে, তেমনি বিশ্বনিখিলের সৃষ্টির অপার ব্যর্থতার মধ্যে এই পৃথিবীতে অকারণ প্রাণের অভ্যুদয়টা বিধাতার অপটু হাতের একটা আকস্মিক ছন্দকার্য্য। কিন্তু কিছুই ইহার অর্থ হয় না, দেখিতে দেখিতে সূর্য্য অন্ধকার হইয়া আসিল। প্রকৃতির আয়ুতে কোটি-কোটি বছর একটা কিছুই নয়।

নভোময় নক্ষত্রসভায় এই জীবধাত্রী পৃথিবী যেমন একা, তেমনি তাহার এই প্রাণের প্রবাহিত শোভাযাত্রায় সীতানাথ, নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন ছন্দচ্যুত। ছেলেবেলা হইতেই সে দলছাড়া, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ভাইটি মারা গেলে সমস্ত শৈশবটা সে একা-একা তাহার পরিত্যক্ত ট্রাই-সিকল্‌টা নিয়া খেলা করিয়াছে, ঘরময় খড়ির আঁক কাটিয়া তাহার নির্জ্জনতার আকাশে অগণন পাখী উড়াইয়াছে। স্কুল কলেজেও সে কাহারো সঙ্গে সম্পূর্ণ অনাবরণ অন্তরঙ্গ-তায় মিশিতে পারে নাই, ছেলেবেলার সেই বিচ্ছেদের মলিনতা তাহার জীবনে একটা করুণ ক্লান্তি আনিয়া দিয়াছিল। আর-সব ছেলেরা যখন বাহিরের আলো-বাতাসে গা মেলিয়া খেলা ধূলা করিয়াছে, নানা উপ করণে নানারকম যুদ্ধায়োজন, তখন সে একা ঘরের কোণে তাহার স্তূপীকৃত বইয়ে-খাতায় আকাশ আড়াল করিয়া বসিয়াছে। বাহি-রের পৃথিবীর দিকে সে চোখ খুলিয়া চাহি-য়াও দেখে নাই। বইয়ের দর্পণে তাহার সঙ্গে যা তাহার নিভৃত পরিচয় ঘটিয়াছিল। তাহার পর সমস্ত কাব্য ও অলঙ্কার যখন তাহার জীবনে একদিন মূর্ত্তিমতী হইয়া দেখা দিল, তখন এই পৃথিবীতে মৃত্যুও তাহার কাছে কত রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল।

ভাবিতেও সীতানাথের অদ্ভুত আশ্চর্য্য মনে হয়। চিনিত না শুনিত না, কোথা-কার কে এক মেয়ে, বাপ-মা তুচ্ছ খেয়াল-বশত তাহার নাম কমলা রাখিয়াছিল বলিয়া তাহাকেও কমলা বলিয়াই ডাকিতে হইত, একদিনে একেবারে এমন আপন হইয়া উঠিল যেন সে তাহার সঙ্গে কতো মৃত গ্রহ-নক্ষত্র বেড়াইয়া আসিয়াছে। তাহাকে চিনিয়া নিতে এতটুকু তাহার দেরী বা দ্বিধা হইল না। অভিধানের অরণ্যে অসংলগ্ন, বিচ্ছিন্ন দুইটা শব্দ, হঠাৎ পাশাপাশি বসিয়া কী অপূর্ব্ব ছন্দ রচনা করিয়া বসিল যে রহস্যের শেষ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিছু ত্যাগ করিতে হইল না, সংগ্রাম করিতে হইল না, প্রার্থনা করিতে হইল না, কোন্ গভীর অদৃশ্য পরিচয়ের সূত্রে সম্মিত, নিশ্চিন্ত সুখে একেবারে সে পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। কেহ তাহার পথরোধ করিতে পারিল না।

না, কেহই তাহার পথরোধ করিতে পারিল না। তাহার পর এত ত্যাগ, এত সংগ্রাম, এত প্রার্থনা—কিছুরই তাহার মূল্য দেওয়া গেল না। সব একদিন শেষ হইয়া গেল।

মা বলিলেন,—শেষ কোথায়, এই তো সবে সুরু। এত একরত্তি বয়েস, ছেলেপুলে নেই, আবার বিয়ে কর্। বিয়ে না করলে বাকি জীবনটা কাটাবি কী ক'রে?

কথাটা মিথ্যে নয়, বাকী জীবনটা কাটানো তাহার পক্ষে প্রকাণ্ড একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যতোদূর চোখ যায় শূন্যতার সমুদ্রে একটিও দ্বীপ সে দেখিতে পায় না।

দৃষ্টির বাধা পাইয়া বাহিরের বস্তুগুলি রেখায় সুনির্দ্দিষ্ট ও পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া দেখা দেয়, কিন্তু আজ তাহার দৃষ্টির এই উলঙ্গ শূন্যতায় বস্তুর একটি সত্তা হইতে আর-একটির কোনো তারতম্য খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। কেবলই মনে হয়, এই
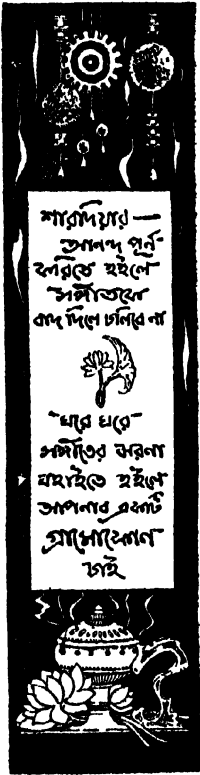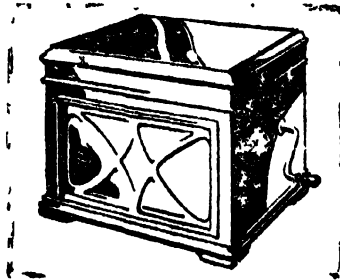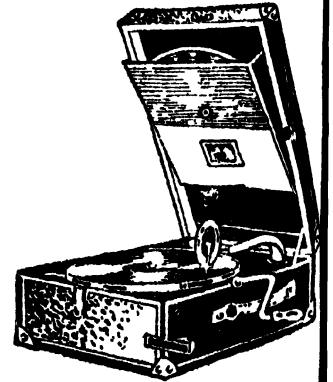
সকলের আলাদা কোনো মানে নাই। সকলের শেষে মৃত্যুর সেই বধির স্তব্ধতা।

লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল: ছেলেটা শেষকালে সন্ন্যাসী হইয়া যাইবে নাকি?

সন্ন্যাসীরাও সংসারে বিস্মৃতির একটা আশ্রয় খোঁজে মাত্র, সীতানাথ তেমনি এখানে-সেখানে আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। আজ জীবনে কোনো বাধা নাই বলিয়া কোন ছন্দও সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। বন্ধুদের ভিড়ে সে আরো ভয়াবহ নির্জ্জনতা বোধ করে। রাত্রে একা-একা বাড়ি ফিরিয়া আসিলে দৈত্যাকায় বিশাল একটা ক্লান্তির ভার তার বুক চাপিয়া বসিয়া থাকে।

ইহার চেয়ে বিয়ে সে একটা যা হোক করিয়া ফেলিলেও তো পারে। অন্তত সময়টাও তো খানিক কাটিত। কিন্তু কথাটা ভাবিতেও সীতানাথের সমস্ত দেহ-মন কঠিন কটুকণ্ঠে ধিক্কার দিয়া উঠে। দেহের যৌক্তিকতাকে তবু সে খানিক শ্রদ্ধা করিতে পারে, কিন্তু মন কোন্ মুখে নালিশ করিতে আসে শুনি?

সময় আর কাটিতে চাহে না—শুধু পুঞ্জ-পুঞ্জ বিরক্তি, দুর্ব্বহ বিতৃষ্ণা, অপরিচ্ছন্ন ক্লান্তির কুয়াসা—এই ব্যাধির হাত হইতে কে তাহাকে রক্ষা করিবে?

হঠাৎ বৃষ্টি আসিয়া গেল দেখিয়া রাস্তার মাঝে সীতানাথ আটক পড়িয়া গেল। আকাশ একেবারে ঢালিয়া দিয়াছে। লক্ষ্য করিবার কিছু ছিল না, সামনের ফালি বারান্দাটুকু পার হইয়া সীতানাথ বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

—এই যে এই দিকে।

শেষ পর্য্যন্ত ঘরের মধ্যে চলিয়া আসিতেও দ্বিধা করিল না।

ওয়াল-ল্যাম্পের শিখাটা উস্কাইয়া দিয়া মেয়েটি কহিল,—একেবারে ভিজে গেছেন দেখছি।

সীতানাথ কহিল,—হ্যাঁ। তা, তোমাদের এখানে মদ পাওয়া যাবে?

মেয়েটি আনন্দে মর্ম্মরিত হইয়া উঠিল। তাহাদের এখানে সচরাচর যাহারা আসে তাহারা নিতান্ত মাতাল হইয়াই তবে আসে, একবার আসিয়া সে-কথা বিস্মৃত হইবার জন্য কেহ মদ চাহিয়া পাঠায় না। খাটের তলা হইতে একটা বিড়ালছানা বাহির করিয়া তাহাকে আদর করিতে-করিতে মেয়েটি কহিল,—টাকা দিন্।

ঘর-দোরের চেহারা নিতান্ত জীর্ণ, দেয়ালের ফাটলে-ফাটলে দারিদ্র্য যেন দুর্দ্দর্শ অট্টহাস্য করিতেছে—ঘৃণায় সীতানাথের সমস্ত শরীর কিলবিল্ করিয়া উঠিল। পলাইতে পারিলে সে বাঁচে, কিন্তু বাহিরে ইহার চেয়ে পরিচ্ছন্নতর জায়গাই বা তাহার জন্য কে কোথায় রচনা করিয়া রাখিয়াছে! এই সবে সীতানাথের বিন্দু পরিমাণ রুচি বা অভ্যাস ছিল না, কিন্তু তাহাতে কী আসে যায়, জীবনের বহুতম দুর্ঘটনার ইহাও না-হয় একটা। মূল্য নির্ণয়ের সেই সূক্ষ্ম দৃষ্টি-জ্ঞান তাহার কবেই হারাইয়া গিয়াছে—যাহা কিছু অপাংক্তেয় তাহাই এখন মূল্যবান।

ঘোলাটে বিবর্ণ আলোয় মেয়েটিকে সে একবার ভাল করিয়া দেখিল। মলিন শীর্ণতার উপর লাস্যের করুণ ছন্দ-ছটা তাহার কাছে ভারি কুৎসিত মনে হইতে লাগিল। কিন্তু মানুষের সৌন্দর্য্যবোধটাও অতিমাত্রায় আপেক্ষিক। সৌন্দর্য্যটা বস্তুতে নয়, দৃষ্টিতে: চোখের এই রুক্ষ শুভ্রতা পানীয়ের রঙে আরক্ত হইয়া উঠিলেই মেয়েটির শরীর লাবণ্যের বন্যতায় এখুনি হয়তো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

ভিজা রুমাল চিপিয়া সীতানাথ মুখ মুছিল। বুদ্বুদ-উজ্জ্বল গ্লাসের দিকে হাত বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল: তোমার নাম কী?

মেয়েটি দুই চক্ষু আবেগে নিষ্প্রভ করিয়া গাঢ় গলায় কহিল,—কমলা।

কমলা! এতটা কখনো সে প্রত্যাশা করিতে পারিত না। তাহার দুই উন্মীলিত চক্ষুর উপর কে যেন সজোরে তীব্র চাবুক মারিল। সেই প্রসারিত হাতে মেয়েটিকে পিছনে ঠেলিয়া দিয়া তক্তপোষ ছাড়িয়া সে এক ঝটকায় উঠিয়া দাঁড়াইল।

—কমলা? কী বল্লে? তোমার নাম কমলা?

লোকটা পাগল নাকি? মেয়েটি ঘাড় দুলাইয়া কহিল,—কেন? নামটা তোমার পছন্দ হ'লো না? সবাই বলে খাসা নাম। একেবারে সাক্ষাৎ লক্ষ্মী-ঠাকরুণ।

সীতানাথ কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দরজার দিকে আগাইয়া আসিল।

—বা, তুমি চল্লে নাকি? মেয়েটি কাছে আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল: সামান্য একটা নামেতে কী এসে যায়?

কঠিন একটা ঝাঁকুনি দিয়া সীতানাথ হাত ছাড়াইয়া নিল। একটিও কথা কহিল না।—এ কী, এই বৃষ্টিতে তুমি কোথায় যাবে? মেয়েটির কণ্ঠ হইতে কাকুতি ঝরিয়া পড়িল: বৃষ্টিটা ধরুক। আরেকটু বসে' যাও!

অনুনয় করা বৃথা। পকেট হইতে হাতে কী উঠিল তাহা সীতানাথ লক্ষ্যও করিল না, হাতে হাত ঠেকিতেই মেয়েটি ফোঁস করিয়া উঠিল: যাক্ তোমাকে আর দয়া দেখাতে হবে না। একটা নামের জন্যে মানুষ এমন অপরাধী হ'য়ে উঠতে পারে এই প্রথম শুনলাম।

টাকা কয়টা মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া সীতানাথ সোজা বাহির হইয়া গেল।

সদরের কাছে দেয়ালে সে একটা ধাক্কা খাইল হয়তো, ঘরের মধ্য হইতে মেয়েটি শূন্য গলায় বলিয়া উঠিল: কী অদ্ভুত লোক, মাগো! অন্ধকারে একটা আলো ধরতে পর্য্যন্ত দিলে না। এই আকাশ-ভাঙা বৃষ্টিতে—

কমলা তাড়াতাড়ি জানলা খুলিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দিল। লোকটা দুই পায়ে জল-কাদা ছিটাইতে ছিটাইতে সামনের দিকে সামান্য হেঁট হইয়া গলিটা হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে। পথে কোথাও একটা লোক নাই, কেবল অবিরল জলের

ধারাপাত। কমলা সেই স্তিমিত দীপ, বর্ষাছায়াচ্ছন্ন ঘরের মধ্যে কিছুকাল স্তম্ভিতের মতো বসিয়া রহিল। জলে তাহার চুল ও আঁচল যে ভিজিয়া যাইতেছে তাহা পর্য্যন্ত লক্ষ্য করিবার তাহার সময় হইল না। তাহার এতদিনের এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এমন আর একটি লোকেরও সে ছায়া খুঁজিয়া পাইল না, মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্যাপারটা এমন অদ্ভুত ও আকস্মিক ঘটিয়া গেল যে বিস্ময়ের চেয়ে বেদনাই তাহার বেশি লাগিতেছে।

কিন্তু তুচ্ছ একটা নামেতে কী আসে যায়, কয়েকদিন পরে সীতানাথ পথ চিনিয়া আবার সেইখানে আসিয়া হাজির।

দরজাটা ভিতর হইতে ভেজানো ছিল, সীতানাথ স্পষ্ট কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল: কমলা। সেই ডাকের উত্তরে অস্ফুট একটা কাতরোক্তি ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না। পাশের ঘর হইতে আরেকটি মেয়ে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল,—কমলার আজ কতোদিন থেকে জ্বর।

—জ্বর? ইহার জন্য সীতানাথ কখনো প্রস্তুত ছিল না। ঠেলা মারিয়া দরজাটা সে খুলিয়া দিল।

অন্ধকারেরও একটা শ্রী আছে, কিন্তু ঘরময় সেই বর্ণহীন মৃত অন্ধকারে সীতানাথের চক্ষু জ্বালা করিয়া উঠিল। নাম ধরিয়া ডাকিয়াও তাহার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। পকেট হইতে দিয়াশলাই বাহির করিয়া নিজেই সীতানাথ আলো জ্বালাইল।

তক্তপোষের উপর বোগমান বিছানায় মেয়েটি বেহুঁস হইয়া পড়িয়া আছে। চোখ দুইটি বোজা, সমস্ত মুখে কাতর আভায় একটা তৃষ্ণার শুষ্কতা। সেই দুইটি নিমীলিত চোখের দিকে সীতানাথ অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। হোক এই নোংরা ঘর, এই অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ, মেয়েটি চোখ মেলিলেই এখুনি, সহসা কী যেন একটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া যাইবে। মুখের আরো কাছে চোখ নামাইয়া সীতানাথ তাহাকে দেখিতে লাগিল।

তাহার পর কখন যে সে তাহা[র] শিয়রের কাছে বসিয়া পড়িয়াছে খে[য়াল] নাই। কপালে হাত দিয়া দেখিল ত[াপ] একশ চারের কম হইবে না। অস্থির হা[তে] মাথায় মৃদু একটা ঠেলা দিয়া সীতান[াথ] উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল: কমলা।

কমলা চোখ চাহিল। ধড়মড় করি[য়া] উঠিতে চেষ্টা করিল, পারিল না, বালি[শে] ফের ভাঙ্গিয়া পড়িল। যেন বিশেষ আশ্[চর্য্য] হইবার কিছু নাই, এই রকমই যেন ঘটিব[ার] কথা, এমনি নিশ্চিন্ত, অথচ সস্নেহ অনুযোগে[র] স্বরে সে কহিল,—তুমি এতোদিন আ[স]নি কেন। জ্বরে পুড়ে আমি সারা হ[ইয়া] যাচ্ছি, আর এদিকে তোমার দেখা নেই
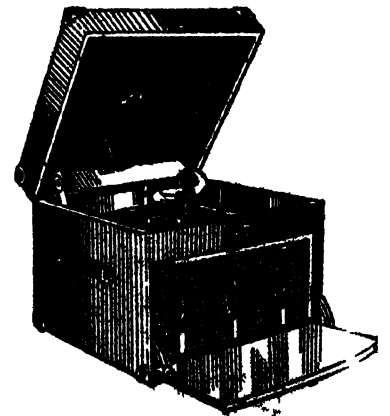
কথার ভঙ্গির গাঢ়তায় সীতানাথ অবাক হইয়া গেল। তাহার কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল,—জ্বর যে তোমার খুব বেশি মনে হচ্ছে, মাথায় জল দিচ্ছ না কেন?

ক্লান্ত কণ্ঠে টানিয়া-টানিয়া কমলা কহিল,—কে দেবে? জ্বর হ'বার পর কেউ আর এ-মুখো হচ্ছে নাকি? একমাত্র তুমি, তা-ও সেই যে সেদিন জল মাথায় করে' চলে' গেলে, আর ফেরবার নাম নেই। সেই দিনই তো আমার জ্বর হ'লো, তুমি সেদিন অমন করে' চলে' না গেলে আমার কখনো এই অসুখ করতো নাকি ভেবেছ?

সীতানাথ অনেকক্ষণ কোনো কথা কহিতে পারিল না।

যেন সে তাহার কতোকালের চেনা, কতো জীবনের আপনার, এমনি অবারিত অন্তরঙ্গতায় কপালের উপর তাহার স্নেহসিক্ত স্পর্শ কয়টি আস্বাদ করিতে করিতে কমলা আবার কহিল,—জানো, আমাদেরো দেবতা আছে, আমাদের ডাক-ও তাদের কানে যায়, আমাদেরকে তোমরা ফাঁকি দিতে পারো না।

সীতানাথ মমতায় ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল,—তোমার কী কষ্ট হচ্ছে বলো দিকি?

—মাথায় ভীষণ যন্ত্রণা, বুকে অসহ্য ব্যথা। আরো কষ্ট ছিলো, তা—কমলা গভীর একটা নিশ্বাস ফেলিল।

সীতানাথ বলিল,—তোমার এতো অসুখ, তা হাসপাতালে যাওনি কেন?

—সেখানে গেলে তুমি পথ চিনে আসতে কী করে'?

কমলার মুখচ্ছায়ায় এমন একটা রুক্ষ পাণ্ডুরতা আসিয়াছে যে সীতানাথের দস্তুর মতো ভয় করিতে লাগিল। আজও, এখান হইতে পলাইতে পারিলে যেন সে বাঁচে। কিন্তু পা দুইটা তাহার আজ কিছুতেই উঠিতে চাহিতেছে না।

কমলা তাহার একটা হাত আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছিল, জোর করিয়া সেটা শিথিল করিয়া আনিতে-আনিতে সে কহিল,—তুমি একটু চুপ করে' শুয়ে থাকো কমলা; আমি একজন ডাক্তার নিয়ে আসছি।

কমলা ভয় পাইয়া অস্ফুট একটা চীৎকার করিয়া উঠিল। প্রাণপণে, যতটুকু তাহার শক্তি, সীতানাথের হাতটা সে ধরিয়া রহিল। আর্তকণ্ঠে কহিল,—না, না, তোমার ডাক্তার আনতে হবে না। আমি বুঝেছি তোমার মতলোব, তুমি এই বলে' আমাকে ফেলে সরে' পড়বে।

—না, না, ডাক্তার নিয়ে আমি আবার ফিরে আসবো।

—তোমাকে আর ফিরে আসতে হ'বে না। তুমি একবার যে এসেছ এত ঢের।

সীতানাথের ভারি হাসি পাইল। যেন সে জোর করিয়া এখান হইতে চলিয়া যাইতে পারে না! কে একটা মেয়ে অসুখ হইয়া পড়িয়া আছে বলিয়া তাহাকে যেন রাত জাগিয়া শিয়রে বসিয়া থাকিতে হইবে। তাহার যেন কত দায় পড়িয়াছে?

সীতানাথ আদর করিয়া কহিল,—বা, তুমি ভালো হবে না?

—ভালো হয়ে কী হবে? কমলা যেন অতি ভয়ে-ভয়ে চোখ মেলিল: আমার মনে হয় ভালো হ'লেই তুমি আবার চলে যাবে। ভালো হ'লেই দেবতাদের আবার ভুলে যাবো। সব সুর যাবে কেটে।

—না, তুমি একটু বোস, আমি ডাক্তার নিয়ে এই এলাম বলে'। বলিয়া সীতানাথ একরকম জোর করিয়াই তাহার স্পর্শ হইতে হাত ছিনাইয়া লইয়া বাড়ির বাহির হইয়া গেল।

জ্বরের ঘোরে কোথাকার কে-একটা মেয়ে অসংলগ্ন প্রলাপ বকিতেছে, তাহারই মোহে সে চোখে-মুখে আর পথ পাইতেছিল না। এখন অদানে-অব্রাহ্মণে কতগুলি টাকা তাহার বাহির হইয়া যাক্ আর কি। সীতানাথ গলিটা পার হইয়া বড় রাস্তা ধরিল। এখন সে কোথায় যায়? তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিবার সমস্ত আকর্ষণই তাহার কবে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ইহার পর কী যে ঠিক করা যায় সীতানাথ স্বর্গ মর্ত্ত্য কিছুই খুঁজিয়া পাইল না।

শেষকালে সেই ডাক্তার নিয়াই সে ফিরিয়া আসিল।

হ্যাঁ, সে ভালো হইয়া উঠুক। ভালো হইয়া উঠিলেই সীতানাথ আবার স্বচ্ছন্দে সরিয়া পড়িতে পারিবে।

ডাক্তার তাহার চেনা, কলেজে দুইটা বছর একসঙ্গে পড়িয়াছিল।

পাড়ার চেহারা ও রুগীর পরিচয় পাইয়া ডাক্তারের তো চক্ষু স্থির। কিন্তু ডাক্তার সব সময়েই ডাক্তার।

সীতানাথ ইংরিজিতে জিজ্ঞাসা করিল: কেমন দেখলে?

ডাক্তার মুখ গম্ভীর করিয়া প্রেসক্রিপশান লিখিতে-লিখিতে কহিল,—হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও। নিউমোনিয়া। বুকের দু' দিকই ধরেছে দেখলাম। এই ঘরে এই অবস্থায় থাকলে—

কিন্তু হাসপাতালে কিছুতেই যেতে চায় না।

—যেতে চায় না মানে? অ্যাম্বুলেন্স-এ খবর পাঠাও, এখুনি এসে নিয়ে যাবে।

—যেতে না চাইলে তো জোর করে' টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে পারে না। ও তো আর রাস্তায় পড়ে' নেই।

—না, তা পড়ে' নেই দেখতে পাচ্ছি। ডাক্তার কুটিল একটা কটাক্ষ করিয়া উঠিয়া পড়িল। খালি পথটুকু সীতানাথ তাহাকে আগাইয়া দিতে আসিয়াছিল, সদরের কাছে আসিয়া ডাক্তারি মুখোস খুলিয়া ফেলিয়া অবিনাশ কটু কণ্ঠে কহিল,—তোমার এতোদূর অধঃপতন হয়েছে?

সীতানাথ বলিল,—কী আর করা যাবে বলো?

—কী আর করা যাবে। অবিনাশের কণ্ঠস্বর বিরক্তিতে কর্কশ হইয়া উঠিল: শেষকালে কিনা একটা—অথচ তো খুব বড়াই করতে যে জীবনে আর বিয়ে করবে না, প্রথমা স্ত্রীর স্মৃতির অপমান ঘটবে।

সীতানাথ আমতা-আমতা করিয়া

কহিল,—তা বিয়ে তো আমি আর করিনি।

—তা করবে কেন? বিদ্রূপে অবিনাশের মুখের রেখাগুলি ধারালো হইয়া উঠিল: বিয়ে করলেই তোমার স্ত্রীর অপমান হয়, আর এই কাণ্ডে তাঁর আত্মা আহ্লাদে একেবারে গদ্গদ হ'য়ে পড়ছেন। নিজের কদর্য ব্যবহারের পিছনে অত বড় একটা ব্যাখ্যা রেখে তবে লাভ কী?

—তুমি কী বলছ, অবিনাশ? সীতানাথ হঠাৎ রাস্তার মধ্যে হাসিয়া উঠিল: তুমি এ ঠিক বুঝবে না।

—থাক্, বুঝে আমার কাজ নেই। অবিনাশ তাহার গাড়ীতে উঠিয়া ষ্টার্ট দিতে গেল, কহিল,—সেই স্ত্রীর সঙ্গে তুমি এর কোথায় তফাৎ রাখছ? রাস্তায় তো পড়ে নেই শুনছি, কিন্তু তুমি কোথায় এসে পড়েছ তার কিছু খেয়াল আছে? উঠে এসো আমার সঙ্গে? অবিনাশ গাড়ীর দরজাটা খুলিয়া ধরিল।

সীতানাথ কোনো কথা কহিল না, অভিভূতের মত তাহার পাশে আসিয়া বসিয়া পড়িল।

গাড়িতে ষ্টার্ট দিয়া অবিনাশ কহিল,—সেই স্ত্রীলোক, সেই ভালোবাসার ভাণ, সেই কৃত্রিম বিশ্বস্ততা—তবে তোমার ফের বিয়ে করতে কী দোষ হয়েছিলো?

—ভালোবাসা, বিশ্বস্ততা, ভাণ বা বলছ, অবিনাশ?

—তা ছাড়া আবার কী? স্ত্রীর সঙ্গে যেমন করেছিলে এখানেও আবার সেই অভিনয়। অবিনাশ বাঁধানো দাঁতে হাসিয়া উঠিল: সেই লোক-দেখানো প্রেম। সেই অসুখ দেখে পাগলের মতো ডাক্তারের কাছে ছুটে আসা। বড়ো একটা কথার আড়ালে থেকে তুমি নিজকে পর্যন্ত ঠকাচ্ছ, সীতানাথ। এর চেয়ে পুরোপুরি স্কাউণ্ড্রেল্ হওয়াও ভালো। সীতানাথ ক্ষীণ প্রতিবাদ করিতে গেল: কিন্তু তুমি, তুমি ডাক্তারের মতো কথা কইছ না কেন?

—বন্ধুর মতোই কথা কইতে দাও। তুমি যদি rationalist হ'তে তা হলে আমিও না-হয় ডাক্তার হতাম। বিয়ে করলে তোমার জাত যায়, অথচ এই কাণ্ড—এর দুর্বল সেণ্টিমেণ্টালিটিটা কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না। এ কী, তুমি এখানে নামবে কোথায়?

—না, থামো, এইখানে আমার দরকার আছে।

—সে কী, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি।

সীতানাথ হাসিল: বাড়ি বদলেছি যে।

অবিনাশ ক্লাচ্ টিপিয়া ধরিল: এখন তবে সেইখানেই ফিরে যাচ্ছ নাকি?

—হ্যাঁ। পা-দানিতে পা রাখিয়া হেঁট হইয়া নামিয়া আসিতে-আসিতে সীতানাথ বলিল,—ঐ যে একটা ডিস্পেন্সারি দেখা যাচ্ছে। তোমার ওষুধটা কিনে নিতে হবে তো? আশা করি এই ওষুধটাতেই ভালো হয়ে উঠবে, কী বলো? কাল যদি পারো, আরেকটি বার ওকে দেখে যেয়ো।

সীতানাথ রাস্তা পার হইয়া সত্য-সত্যই ওধারের ডিস্পেন্সারিটাতে গিয়া উঠিল।

মাত্র একটি প্রাণী, এক Phylum এর অধীন, এক সাধারণ vertebrata র অন্তর্ভুক্ত। সেই অসংখ্য জীবকোষ, সেই রক্তধারা, সেই স্নায়ুগুলি। যে দিক দিয়া পশু, পাখি, মাছ—এমন-কি সরীসৃপের সঙ্গে পর্যন্ত তাহার একটা প্রতিবেশিতার সম্পর্ক আছে। তারপর সে তাহার আরো কত সম্মিতি: তাহারই মধ্যে তাহার আশা, তাহার স্বপ্ন, তাহার মজ্জাগত ভঙ্গুরতা। সে আত্মীয়তার গভীরতা যেন আপাতদৃষ্টিতে স্পষ্ট হইয়া উঠে না। আরো যেন কত দুর্লক্ষ্য পরিচয় রহিয়াছে।

অন্ধকারে ঘরে ঢুকিয়া সীতানাথ ডাকিল: কমলা।

যতক্ষণ পর্যন্ত কাছে আসিয়া না বসিয়াছে ততক্ষণ যেন কমলা সাড়া দিবে না।

—এই তোমার জন্যে ওষুধ নিয়ে এলাম। এবার তুমি সেরে উঠবে ঠিক।

কমলা অসহায়ের মত আর্তনাদ করিয়া উঠিল: সত্যিই আমি সেরে উঠতে চাই না। তাকে সত্যিই সেরে ওঠা বলে না। যদি পারো, ডাক্তারকে বলে' অসুখটা আমার অফুরন্ত করে' তোলো।

এ যে কে কথা কহিতেছে সীতানাথ অন্ধকারে তাহাকে দেখিতে পাইল না।

অবিনাশ অবজ্ঞা করিয়া বলিয়াছিল: তোমার রুচিজ্ঞানকে বলিহারি, সীতানাথ। ধন্য তোমার শিক্ষা, তোমার পাণ্ডিত্য! এর মাঝে তুমি কী দেখলে?

সত্যিই, ইহার মধ্যে সে কী দেখিল?

হাসপাতালে কিছুতেই তাহাকে সরানো গেল না। এবং ডাক্তার হইলে সীতানাথ কী করিত কে জানে, নিতান্তই একটা মানুষ হইয়াছে বলিয়া শেষপর্যন্ত সেখানেই সে রহিয়া গেল। দেশভ্রমণে যাইতেছে বলিয়া বাড়ি হইতে কাপড়-জামায় স্যুটকেশ ভর্তি করিয়া আনিল, ব্যাঙ্ক হইতে মোটা টাকা তুলিল—পৃথিবীতে অবিনাশ ছাড়া আরো অনেক ডাক্তার আছে।

বাড়িময় তুমুল একটা সোরগোল পড়িয়া গেছে—মৃত্যুপথচারিণীর প্রতি সমবেদনা ততো নয়, যতো এই এক সৃষ্টি ছাড়া মানুষের সেবা ও স্নেহের উন্মত্ততায়। মেয়েটা আগের জন্মে কতো না জানি তপস্যা করিয়াছিল, নিজের স্বামীর হাতেও মেয়েরা এতো সেবা পায় কিনা সন্দেহ।

—তুমি মুখে দুটো কিছু দাও, বাছা, শেষকালে নিজেই যে একদিন ভেঙে পড়বে।

সীতানাথের এতোটুকু বিচ্যুতি নাই, শৈথিল্য নাই, শেষ পর্যন্ত সে চেষ্টা করিয়া দেখিবে। বার-বার সে হারিতে পারিবে না।

—কে-না-কে এক অচেনা মেয়ে, তার জন্যে এমন প্রণয়-কাণ্ড কোথাও কাউকে করতে দেখি নি ভাই।

যতোই দিন যায়, মৃত্যুর ছায়ায় কমলা যেন সীতানাথের কাছে ততোই পরিচিত, ততোই সন্নিহিত হইয়া উঠে। মৃত্যুর নিবিড় আচ্ছাদনের তলায় এ তাহার কাহার সঙ্গে মুখচন্দ্রিকা হইতেছে ?

কমলার মুখের কাছে মুখ আনিয়া সীতানাথ ব্যাকুল কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল : কমলা ! কমলা !

মৃত্যুম্লান মুখে কমলা একবার যেন হাসিয়া উঠিল। সেই হাসিটি যেন পৃথিবীর সমস্ত ব্যর্থতা বহন করিয়া আনিয়াছে !

মৃত্যু সব-কিছুকে নাকি সমান করিয়া তালে, কোনো পার্থক্য, কোনো তারতম্যের নাকি অবকাশ রাখে না। সীতানাথ দুই হাতে কমলার পাংশু, বিবর্ণ, মৃত্যুতে অপূর্ব্ব রমণীয় মুখটা কোলের উপর চাপিয়া ধরিয়া সেই বহুদিন আগেকার কণ্ঠের নিভৃত পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিল : কমলা ! কমলা !

যেন বহুদূর হইতে, লোকশ্রুতির পরপার হইতে কে বলিয়া উঠিল : সত্যিই আমি ভালো হ'তে চাই না। আমি ভালো হ'তে চাই না। আমি ভালো হ'লেই তোমাকে হারিয়ে ফেলবো। আমি ভালো হ'লেই তুমি আবার আমাকে ফেলে চলে' যাবে।

প্রমোদ

শ্রী—

অবোধ পুত্র।

গেটের নিকট একটা পাখীকে দাঁড়ে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া পুত্র মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা মা, ওটা কি পাখী ?"

মাতা—"ওটা কাকাতুয়া।"

পুত্র—"কাকাতুয়া পাখী ওটা ? আচ্ছা তা হ'লে বাবাতুয়া পাখী কোথায় ? [illegible] দেখবো !"

মাতা অবোধ পুত্রকে লইয়া বড়ই বিপদে [illegible]লেন।

আগমনী

—০—

শ্রীগীতা দেবী

—০—

হঠাৎ কবে কালো মেয়ের বান্তব বাধা টুটে
সীমানা হীন গগন কিনারায়,
স্বপন মাখা চপল চাঁদ বাহিরে এল ছুটে
জগৎ ভরে' হাসির জোছনায়।

কত না দিন রজনী গেল দুখের আঁখি জলে
মূর্চ্ছাতুর বিবশ প্রায় তনু
অশ্রু, হাসি, অপার নীলে, বিমল নভতলে
ফুটেছে আজ মোহন রামধনু।

সবুজ ঘাসে আনন ঢেকে অনামা বনফুল
শিহরি' ওঠে পুলকে শতবার,
কাশের বনে হাসির ঢেউ ছাপালো দুই কূল
উতল পাখা ব্যাকুল বলাকার॥

শিউলি কার অরুণ রাগ চরণ তল চুমে
অলক্তকে রাঙালো তার মুখ।
কি অনুরাগ আবেশে হায় লুটায় তৃণ ভূমে,
অতুল সুখে আকুল সারা বুক।

এলে কি তবে জননি মোর। সারা বরষ পরে
আকাশ ভরি আলোর আলোময়,
অশ্রু ম্লান নয়ন কি গো মুছাবে স্নেহ ভরে ?
ভাবিতে মনে লাগে যে বিস্ময়।

রোদন বুঝি সফল হ'ল, বোধন-বাঁশী সাথে।
ছন্দহীন, অসাড় এই চিতে
সঞ্জীবনী আনিলে কি গো আজিকে শুভ প্রাতে
মরণ হরা আলোর অমৃতে।

ছিন্নতার সেতারে আর ওঠেনা ঝঙ্কার
গুমরি ওঠে নীরব অভিমান,
কণ্ঠ যদি বাষ্প ভরে হারাল সুর তার
কেমনে গাব তোমার জয়গান ?

জননি। আমি গাঁথিনি তোর গলার ফুলমালা,
হয়নি তোর পূজার আয়োজন
মলিন-শিখা প্রদীপ মোর কেমনে হবে জ্বালা ?
কেমনে হবে অর্ঘ্য বিরচন ?

ফুলের সমারোহ তো নেই, জীর্ণ এ কুটির।
তুচ্ছ এই বেদনা শতদল
ক্ষণেক তরে সুষমাহীন শিথিল পাপড়ীর
উপরে রাখ রাতুল পদতল॥

প্রবন্ধ

সেকাল ও "আজকাল"

—০—

শ্রীযোগেশ চন্দ্র চৌধুরী

—০—

আমরা অনেক দিনের মানুষ। তবু আজকালের খবর কিছু রাখিতে হয়। "আজকাল"কে উপেক্ষা করিয়া বাঁচা দুষ্কর। "আজকালে"র অর্থাৎ বর্ত্তমান কালের চাল চলন পছন্দ হোক্ বা না হোক্—তাকে অস্বীকার করা চলেনা—আপন অস্তিত্বের জোরে—সে তার দাবী ঘোষণা করিতেছে।

আজকালকের ছেলেদের কথা আজকালের মেয়েদের কথা অনেক বৃদ্ধই অতি সঙ্কোচের সঙ্গেই আলোচনা করেন—দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলেন—"হায়রে সেকাল!" সেকাল মানুষের কল্পনায় চিরদিনই সুন্দর—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর। ইত্যাদি সত্য, ত্রেতা দ্বাপর—মানুষের কল্পনায়—প্রত্যক্ষ সত্য—আজকাল। আজকাল অর্থে বর্ত্তমান ও নিকট ভবিষ্যৎ আগামী কাল।

বৃদ্ধের চোখে অতীতের সবই সুন্দর—এবং বর্ত্তমানের সবই খারাপ। আজকালের ছেলেরা অবাধ, মেয়েরা স্বাধীনতা চায়,—খরচ বাড়িয়াছে, বিলাসিতা বাড়িয়াছে, আয় কমিয়াছে, সুখ, শান্তি, স্বাস্থ্য, অন্ন নাই। দিন কাল খারাপ—"হায়রে—আর কি সেকাল আছে?"

বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত সেকাল স্মরণ করিয়া কাঁদিয়াছেন—"আমার বঁধুও গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে।" সেকালের আর চিহ্নও নাই। বাঙলা যে একদিন বাঙালা ছিল, বাঙলা দেশ যে একদিন সত্যই বাঙলা দেশ ছিল তার নিদর্শন বড় অল্প। আজকালের ছেলে মেয়েদের সে কথা বুঝা নো কঠিন।

আমাদের বাল্যে বাঙলা দেশের যেরূপ দেখিয়াছি—৩০।৩৫ বছরের ভিতর সে রূপ নষ্ট হইয়াছে। পূর্ব্ব বাঙলার কথা ভাল জানিনা—কিন্তু পশ্চিমে বাংলা একেবারেই হতশ্রী হইয়াছে।

আজকালকের ছেলেরা জ্ঞান হইতেই দেখে তারা সহরবাসী। ট্যাক্সি, ট্রাম, মোটরবাস, থিয়েটার, সিনেমা, রেডিও, গ্রামোফোন—তাদের আনন্দ দিবার কত উপকরণ, কত আয়োজন। বাপ, ঠাকুর্দ্দার মুখে—প্রাচীন জীবন যাপন প্রণালীর যে চিত্র তারা পায় তাহাতে তাদের মন ভরে না। পাড়াগাঁ, মাটীর ঘর, মোটা কাপড়, এক ক্রোশ রাস্তা হাঁটিয়া স্কুলে যাওয়া, না ফুটবল, না ক্রিকেট, না সিনেমা। আজকালের ছেলে মনে করে সেকালে অনেক অসুবিধা।

সেকালে বয়সের সম্মান ছিল। বয়সে বড় নীচজাতীয়কেও বৃদ্ধ বলিয়া একটা সম্মান দেওয়া হইত। আজকালের মানুষ অর্থাৎ তরুণের দল সে সম্মান দিতে আন ছুক। তারা যৌবনকেই বড় করিয়া দেখিতে চান। তাঁরা বার্দ্ধক্যকে ঘৃণা করেন। দেশ ও কালের যুগসঞ্চিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা তাঁদের কাছে কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রাচীনের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। যৌবন চিরকালই কিছু বিদ্রোহী। বিদ্রোহ তাহার সাজে—সে প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু আজকালের তরুণ তরুণী উগ্র বিদ্রোহী। তাঁদের বিদ্রোহ উদ্দেশ্যহীন, অকারণ এবং অনেক স্থলে অসুন্দর। এই যে বিদ্রোহ, তরুণের এই অভিযান—ইহা কি সত্যই যৌবনের জয় না অন্য দেশের অনুকরণে এ দেশের তরুণের ক্ষণিক মানসিক বিক্ষোভ? ইহার প্রকৃতি কিরূপ?

আমাদের দেশের সনাতন শিক্ষা—"মা কুরু ধন-জন যৌবন-গর্ব্বং হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।" আজকালকার যুবকের মনে এই যে তরুণের জাগরণের সাড়া পড়িয়াছে—তাহা কতদূর সত্য? দেশের সমস্ত যুবক মনে এই জাগরণের চিহ্ন দেখা গিয়াছে না শুধু কয়েকজন মুষ্টিমেয় ইংরাজী শিক্ষিতের মনে?

আরো একটু নির্দিষ্ট গণ্ডীতে প্রশ্নটার আলোচনা করা যাক্। সাহিত্যে এই নব-আন্দোলন যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে—তাহার রূপ দেখা যাইতেছে খোলাখুলি ভাবে যৌন আলোচনায়। বৃদ্ধেরা মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছেন, প্রবীন সাহিত্যিকগণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছেন। তরুণরা সবাইকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া অবাধে নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করিতেছেন। উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিতেছেন ইহাই সত্য—ইহাই স্বাভাবিক—চিরন্তন। আমাদের দেশের সাহিত্য প্রধানতঃ অতি প্রাকৃত সাহিত্য প্রাচীন সাহিত্যেও যৌন আলোচনা আছে কিন্তু তাহা প্রাকৃত যৌন নয়—শৃঙ্গার রস প্রাচীন কবিগণ হরপার্ব্বতীর, রাধাকৃষ্ণের মিলন সম্ভোগ বর্ণনা করিয়াছেন—সে সাহিত্যে কাহারও আপত্তি নাই—তবে আধুনিক সাহিত্যের—প্রতি আমাদের (প্রবীণ সাহিত্যিকের) বিরাগ কেন প্রাচীনকালের সাহিত্য প্রাকৃত (Realisti সাহিত্য নয়। তার আকর্ষণ বস্তুর আকর্ষণ নয়—রসের আকর্ষণ। প্রাচীন কালে কাব্যে শৃঙ্গার বস্তু-সম্পর্কশূন্য কামগন্ধহী

যুব-আন্দোলন ভারতের জাতীয় আন্দোলন নহে। ইহা আমাদের জাতির ভাবের ঘরে পরাজয়ের (Cultural conquest) সর্ব্বপ্রথম চিহ্ন। যুবক হওয়ার জন্ত কারো কোন কৃতিত্ব নাই—সবাই একদিন যুবক হইবেন, কিছুদিন যুবক রহিবেন—তারপর যৌবন হারাইবেন। এনিয়ম চিরদিন চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা প্রথম যুগ হইতেই এদেশে যৌবন জাগরণের পালা আরম্ভ হইয়াছে। সেদিন কার যৌবন ও ঠিক এমনই দুর্ব্বিনীত ছিল। তারা নিজেদের বলিত, (Young Bengal) যুবা-বাঙ্লা—পিতৃ পিতামহকে বলিত বুড়ো বেকুব (Old fools)। ইংরাজের কাছে ইহাই আমাদের প্রথম শিক্ষা।

এই মনোবৃত্তিই যুব আন্দোলনের সূচনা। একটা সমগ্র জাতিকে মাত্র অনুকরণ ও অনুবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা যায় কিনা ভাবিবার দিন আসিয়াছে। প্রথম যে দিন ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হইল সেই দিন হইতে এই অনুবাদ ও অনুকরণ চলিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষিতেরা প্রথমে ভাবিয়াছিলেন সমগ্রজাতিকে পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। ফলে হইয়াছে শতকরা ৫ জন ইংরাজী শিক্ষিত এবং তাঁদের সঙ্গে পড়িয়া শতকরা আরো পাঁচজন ইংরাজী ভাবাপন্ন। বাকি শতকরা ৯০ জন যেমন ছিলেন তেমনি আছেন। তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া এই ১০ জন চলিতে পারেন না। আমাদের আজকালের সাহিত্য আজকালের আর্ট (থিয়েটার, সিনেমা) মাত্র ঐ দশ জনের সাহিত্য, দশ জনের আর্ট। বাকি ৯০ জনের ইহার সহিত প্রাণের যোগ নাই। অথচ এই ৯০ জন যদি আমাদের দশজনের প্রতিপালনের ভার না নেয় আমরা না খাইয়া মারা যাই। কাজেই অনেক কলা কৌশলে বাক্‌বৈদগ্ধ বিস্তার করিয়া এই দশজনের চলিতে হয়। কিন্তু—

সাধকের কাছে প্রথমেতে ভ্রান্তি আসে
মনোহর মায়াকায়া ধরি। তারপর
সত্য দেখা দেয় ভূষণ বিহীন রূপে
আলো করি—অন্তর বাহির—

আমাদের জাতীয় জীবনে এখনো ভ্রান্তির পর্ব্ব চলিয়াছে। যেদিন সত্যের আবির্ভাব হইবে—সেদিন আর. কোন সন্দেহই থাকিবে না।

প্রমোদ

প্রতিঘাত

পুত্রকে তিরস্কার দ্বারা শাসন করিতে না পারিয়া ক্রুদ্ধা জননী তাহার পৃষ্ঠদেশে বিরাশী সিক্কা ওজনের একটি চড় মারিলেন। ধুরন্ধর পুত্র সে আঘাতের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করিল না দেখিয়া জননী পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—হতভাগা ছেলেকে মেরে আমার হাত জলে যাচ্ছে, তবুও ওর লজ্জা নেই।

বাধা দিয়া পুত্র গাম্ভীর্য্যের ভাণ করিয়া বলিয়া উঠিল,—বুঝলে মা, কাল মাষ্টার মশাই বলছিলেন,—আঘাত করলেই নাকি তার প্রতিঘাত পেতে হয়। তা হলে আমার মারার ফলে তোমার কি হ'ল জান না?—প্রতিঘাত। (সান্ত্বনার স্বরে) আমায় আর কখনোও মেরোনা, মা,—কেমন?

বলিদান

—০—

শ্রী পুষ্প দেবী

—০—

পৃথা আনন্দে সমস্ত মুখ উজ্জ্বল করিয়া, চঞ্চল হরিণীর ন্যায় ছুটিতে ছুটিতে ডাকিল "দিদি, ও দিদি গো তুই কোথায় ?

চন্দনা মায়ের সহিত ভাঁড়ারের কি কাজ করিতেছিল পৃথার হর্ষোচ্ছ্বসিত কণ্ঠ শুনিয়া ব্যাপারটা বুঝিয়া লইয়া হাসিমুখে বলিল—"কি রে অত হাসির ঘটা কেন ? নীরেনের চিঠি এসেছে বুঝি ?"

ততক্ষণ পৃথা আসিয়া দিদির গলা জড়াইয়া ধরিয়াছে, কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল "হুঁ পরশু আস্‌ছে যে।"

ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিলেও পৃথার সমস্ত কথাগুলিই শোনা গেল। কুটনা কুটিতে কুটিতে মা শুনিয়া সস্নেহ কৌতুকে হাসিলেন।

পৃথা আনন্দে কি করিবে ঠিক করিতে পারিতেছিল না, নিজেকে আর ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া সে পুনরায় লাফাইতে লাফাইতে চলিল।

চন্দনা ডাকিয়া কহিল—"কোথায় চল্লি রে আবার ?

দূর হইতে উত্তর আসিল—"বাবার কাছে।"

চন্দনা বলিল—"তোমার মেয়ের কাণ্ড দেখেছ মা ? এতেই আনন্দে যেন নেচে বেড়াচ্ছে !"

মা আনন্দ ছলছল চক্ষে বলিলেন—"আহা, ছেলেমানুষ ! ভগবান করুন চির-কাল যেন ও এমনি থাকতে পারে।"

জননীর ঐকান্তিক কল্যাণ কামনার মূল্য কতখানি ? তাঁহারা আকুল প্রার্থনাই করিতে পারেন কি ? আমাদের জীবনে শুভেচ্ছার অভাব হয়ত নাই, কিন্তু অকল্যাণেরই কি আছে ?

মাত্র ছয়মাস পৃথার বিবাহ হইয়াছে। তাও বিবাহের এক মাস পরেই স্বামী কর্ম্মস্থানে চলিয়া গিয়াছেন, অবশ্য মাঝে মাঝে আসেন নাই এমন নহে।

পৃথা ধনীর আদরিণী কন্যা, কিছুরই অভাব তাহার নাই তথাপি তাহার অন্তর তৃপ্তি পায় কি ?

সুপুরুষ স্বামীকে কিশোরী পৃথা নিবিড় ভাবে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল ; তাই স্বামী আসিতেছেন শুনিয়া পৃথার আনন্দ সীমাহারা হইয়া উঠিয়াছে।

পূজার দালানে বসিয়া সৌম্যকান্তি ঈশান বাবু সরকারের সহিত পূজার ফর্দ্দ মিলাইতেছিলেন, পৃথা আনন্দোদ্ভাসিত মুখে পিতার নিকট আসিয়া দাঁড়াইতে, তিনি মুখ তুলিয়া বলিল—"নীরেন কবে আসছে পাগ্‌লি-মা ?"

ঈষৎ কুণ্ঠাজড়িত কণ্ঠে পৃথা উত্তর দিল —"পরশু।"

"বেশ বেশ।"

নব বিবাহিত কন্যা-জামাতা লইয়া মার চরণে অঞ্জলি দিবেন মনে করিয়া ঈশান বাবুর মুখ স্নেহ হাস্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নবীন জামাতার জন্য বিশেষ কি সমারোহ করা যাইতে পারে সে বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

(২)

মহাসপ্তমী। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া পৃথা একখানি লাল ডুরে শাড়ী পরিয়া, কপালে সিন্দুরের টিপ পরিয়া ভোরের সূর্য্যের মতই কচি টলটল মুখখানাকে সলজ্জ আনন্দে লাল করিয়া বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল।

সূর্য্যের মুখখানা তখনও সদ্যজাত শিশুর ন্যায় লালচে রহিয়া গিয়াছে ! ভগিনী-পতিকে আনিতে যাইবার পূর্ব্বে পৃথার দাদা পৃথ্বীশ গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিল—"খুকি !"

"দাদা" বলিয়া পৃথা হাসিমুখে ছুটিয়া আসিল।

দুষ্টামীভরা চাপা হাসি হাসিয়া দাদা বলিল—"আমি ষ্টেশনে আনতে যাচ্ছি, তুই ও চল।"

"কেন ?"

"কেন কি ? সে লোকে কি আমি ঠিক চিনে আন্‌তে পারব ? তবু রক্ষে যে দিনের বেলা, রাত্রি হলে ত অন্ধকারে অন্ধকার মিলে"

দাদাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়া পৃথা ক্রুদ্ধ অথচ স্মিতমুখে পিঠে একটা কিল বসাইয়া দিয়া বলিল—"মারব বল্‌ছি দাদা !"

সস্নেহে বোনটীকে বাহুবেষ্টনে ধরিয়া, পৃথ্বীশ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল—"মেরে ফেল্‌ছিস্ যাবন, এ কিরম ভয় দেখানো রে পাগ্‌লি ? আচ্ছা চল্‌লাম,—চাঁদটা কি বর পেয়ে এখনও নাক ডাকাচ্ছে না কি ? কাল তুইও অমনি করবি রে বাঁদরী। সকলেই, কেবল আমি বেচারা.....

আক্ষেপটা আর শেষ হইতে পাইল না, পৃথ্বীশ দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল।

আত্মীয় জ্ঞাতিতে বাড়ী ভরিয়া যাইতেছে। পূজার দালানে কলরব পড়িয়া গিয়াছে। কিশোরী তরুণী বধূ কন্যাদের সুমিষ্ট হাস্যধ্বনিতে সমস্ত গৃহ মুখরিত হইতেছে। পৃথার কিন্তু এদিকে লক্ষ্য নাই,

সে রাস্তার উপর প্রোগ্রাম পাতিয়া স্থির হইয়া আছে।

একদল তরুণীর সহিত চন্দনা গল্প করিতে করিতে দালানে চলিয়াছে। কাহার কোন অলঙ্কারটী আধুনিক ফ্যাসান সম্মত, কাহারটী কবে প্রস্তুত হইয়াছে, কাহারটী সুন্দর? আজ-কাল কিরূপ সাড়ী পরার ফ্যাসান উঠিয়াছে?... ..ইত্যাদি

হঠাৎ চন্দনা থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "খুকী কইরে?"

দলের একজন বলিল—"পূবের বারান্দায়।"

"তোরা এগো আমি আসছি'—বলিয়া চন্দনা তাহাদের সঙ্গ এড়াইয়া একেবারে বারাণ্ডায় আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল—পৃথা রেলিঙের উপর ভর দিয়া, দূরের দিকে চাহিয়া আছে। ছোট ছোট স্মিত চঞ্চল চোখ দুটী স্থির, মুখে অধীর প্রতীক্ষা, না হোক সুন্দরী, তবু প্রতীক্ষার উৎকণ্ঠিত সৌন্দর্য্য দেখিলে সহসা চক্ষু ফিরানো যায় না। চন্দনা নিঃশব্দে পিছনে গিয়া ডাকিল—"খুকু।"

পৃথা চমকিয়া মুখ ফিরাইল—"দিদি।"

"একেবারে শকুন্তলার দ্বিতীয় সংস্করণ যে।"

"দ্যুৎ। তুই দালানে যাচ্ছিস বুঝি?"

"যাব না? তোর মত আমাকে ত আর প্রতীক্ষা করতে হবে না কারুর জন্যে। আচ্ছা তুই থাক্, আমি চললুম, নীরেন এলে ডাকিস।"

"আচ্ছা।" চন্দনা চলিয়া গেল।

বেলা বাড়িতে লাগিল, কিন্তু কেহ আসিল না। কি হইল? ভোরেই ত আসিবার কথা; তবে আসিতেছে না কেন?

পৃথার উৎসাহ-দীপ্ত মুখ আশঙ্কায় ম্লান হইয়া আসিল। মা জগজ্জননি! তুমি আসিতেছ, সমস্ত দেশ আনন্দে মগ্ন, হাসি-মুখে তোমায় বরণ করিয়া লইতেছে, কেবল তাহারই মুখ ব্যর্থতায় মলিন থাকিবে? স্বামীর জন্য তুমি ও ত মা সব ছাড়িয়া শ্মশানে আশ্রয় লইয়াছিলে তবে তাহাকে কেন স্বামী সঙ্গ-হারা করিয়া রাখিয়াছ মা।

না, না সে আসিবে। সেই সুন্দর মুখে আশা আকাঙ্ক্ষার আলো ফুটাইয়া তাহাকে সাদরে বুকে টানিয়া লইবে। পৃথা সে স্বর্গসুখ প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিতে পায় নাই, তার দেহ-প্রাণ মন যে সেই প্রিয় মধুর স্পর্শের জন্য উন্মুখ, ব্যগ্র, ব্যাকুল।

মোটর হইতে নামিতে নামিতে সে যখন সকলের অলক্ষ্যে একবার উপর দিকে চাহিবে, তাহার মুখে চাপা হাসির দীপ্তি খেলিয়া যাইবে, চোখে চোখে হাস্য বিনিময় হইবে, তখন পৃথা আত্মসম্বরণ করিতে পারিবে ত? পারিলেই হইবে—হইলে এক বাড়ী লোকের সম্মুখে......ছিঃ

কিন্তু কখন সে তাহাকে দেখিতে পাইবে? পৃথা যে আর পারিতেছে না! আজ বোধ হয় সব ঘড়িগুলো তাহার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছে?

আচ্ছা দেখা হইলে প্রথমে সে কথা কহিবে? সে? নাঃ! তা' কি হয়? কিন্তু সে কহিলেই বা ক্ষতি কি? মানহানি ত আর হইবে না? স্বামীকে পাইলে কি আর পৃথা উল্লাসে চুপ করিয়া থাকিতে পারিবে?

পৃথা চমকিয়া দেখিল তাহাদের প্রকাণ্ড 'Buick' খানা নিঃশব্দে গেটের মধ্যে ঢুকিয়াছে।

পৃথার হৃৎপিণ্ড লাফাইয়া উঠিয়া এত দ্রুত স্পন্দনে চলিতে লাগিল যে তাহার ভয় হইল যদি কেহ শুনিতে পায়? পৃথা দেখিল—দাদা দ্রুত নামিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন। কিন্তু কই? আর কেহ ত নামিল না? কি হইল? তবে কি সে...

এবারে পৃথার হৃৎস্পন্দন থামিয়া যাইবার উপক্রম করিল! না না, সে আসিয়াছে; নিশ্চয়ই লুকাইয়া থাকিয়া মজা করিতেছে। আচ্ছা বেশ! সে যেমন দুষ্টুমী করিতেছে, পৃথাও কথা কহিবে না।

এরূপে কতক্ষণ অতিবাহিত হইয়াছে
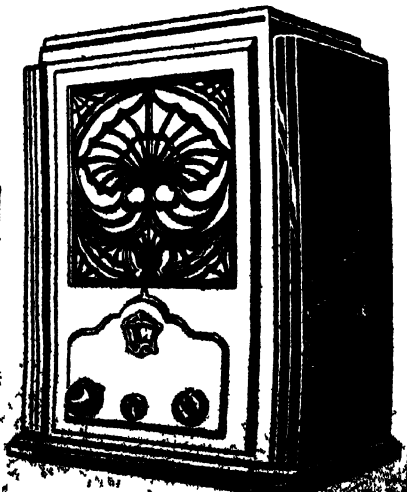
পূর্ণা বুঝিতে পারে নাই; মুখ তুলিতেই দেখিল—পাড়ী-বারাণ্ডায় গাড়ী নাই। তবে দাদা আবার বাহির হইলেন নাকি? কিন্তু তাহার কি হইল? ট্রেণ ফেল? না কোন দুর্ঘটনা......

পূর্ণা শিহরিয়া উঠিয়া দুইহাতে আর্ত্ত বক্ষ চাপিয়া ধরিল।

ঈশানবাবু দালানে বসিয়া সশঙ্ক উৎকণ্ঠায় কিসের প্রতীক্ষা করিতেছেন। চন্দনা ও তাহার স্বামী নিকটে বসিয়া আছে।

সরকার আসিয়া একখানা হলদে রঙের খাম দিল। শান্ত দৃঢ়চেতা ঈশান বাবুরও স্পষ্ট হাত কাঁপিয়া গেল—খাম ছিঁড়িতে।

চন্দনার আকুল আর্ত্তকণ্ঠ শোনা গেল—কি খবর, বাবা?

ঈশান বাবুকে বিচলিত হইতে দেখা যায় না সহজে; তিনি টেলিগ্রামখানা পড়িয়া ও জামাতার পানে চাহিয়া বলিলেন—দেখ ত কি লিখেছে?

কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই জামাতার মুখের পানে চাহিয়া তাহার আর বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। চন্দনার অত্যাগ্র ব্যাকুলতা আড়ষ্ট হইয়া গেল, সে নিস্পলক চক্ষে চাহিয়া রহিল মাত্র। কোন প্রশ্ন করিবার শক্তিও আর তাহার রহিল না।

ঈশান বাবুর চাপা আর্ত্তস্বর শুনিয়া মনে হইল, কে যেন তাঁহার হৃৎপিণ্ডটা টানিয়া বাহির করিতেছে।

"শঙ্করি! তোর শুভাগমনের সঙ্গে সঙ্গে আমার একি সর্ব্বনাশ করলি মা?"

তারপর সব নিস্তব্ধ। যেন নিঃশ্বাস হইতেও ভয় হইতেছে। কিছুক্ষণ পর ঈশান বাবু কথা কহিলেন, কিন্তু মনে হইল যেন তাঁহার কণ্ঠ নয়।

"কথাটা এখন কাউকে জানিও না।"

চন্দনা স্বামীর ইঙ্গিতে পিতার হাত ধরিয়া বলিল—"ঘরে চল বাবা।"

"চল"—বলিয়া তিনি যন্ত্র-চালিতের ন্যায় নিজ কক্ষে আসিলেন। "বাবা!"—"মা?" বলিয়া ঈশান বাবু অর্থহীন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। তাহার মুখ দেখিয়া বোঝা গেল, তিনি কথা কহিতেছেন, শুধু কথা বলিতে হয় বলিয়া! হয়ত কি বলিতেছেন তিনি নিজেই জানেন না।

চন্দনাকে লক্ষ্য করিয়া তাহার স্বামী বলিল—"যদি এখন কথাটা কারুকে জানতে দেওয়া না হয়, তাহলে আমাদের একটু সামলে থাকতে হবে, যাতে খুকী কিছু বুঝতে না পারে। কোন কিছুর ব্যতিক্রম যেন না হয়, খুব সাবধান।"

এবার চন্দনা আর পারিল না, পিতার কোলে মুখ গুঁজিয়া হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল! ঈশান বাবু কিছু বলিতে পারিলেন না, কাঁদিতেও পারিলেন না, কেবল বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিলেন!

(৩)

অষ্টমী পূজার বাজনা বাজিতেছে: সকলে শুদ্ধ, প্রফুল্লচিত্তে নববস্ত্র পরিয়া অঞ্জলি দিতে চলিয়াছে।

চন্দনা আসিয়া ডাকিল—"চল্ খুকী, অঞ্জলি দিবি না?"

নিরানন্দ আলস্যে পূর্ণা বলিল—"দেখ দিদি, কিন্তু আমার হাত-পা যেন ভেঙ্গে গেছে। সকলে বর নিয়ে আহ্লাদ করছে... এ আমি সইতে পাচ্ছি না ভাই। সাহেবের কিন্তু ভারী অন্যায় দিদি, সকলকে ছুটী দিলে কেবল তাকেই, আমার এত আশায়"—

চন্দনা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"না—নীরেন...সব চেয়ে ভাল কাজ করে কিনা তাই সাহেব তা-কে বড্ড ভালবাসে। তার জন্যে আর হয়েছে কি, ৺বিজয়ার পরই ত একেবারে বেশীদিনের ছুটি নিয়ে আসছে। সেই ভাল নয়? এ মোটে চারদিন পেতিস।"

"হ্যাঁ সে ভাল বটে, তবে ৺পূজার সময় তাকে কাছে পেলাম না ও কি দিদি? হ্যাঁরে তুই কাল থেকে একবারও জামাই বাবুর কাছে যাচ্ছিস না কেন বল্ ত? রাত্রে আমার কাছে শুলি, তোর মুখ অত শুক্‌নো কেন, কি হয়েছে রে?"

চন্দনা তাড়াতাড়ি খোলা জানলাগুলিকে বন্ধ কল্পনা করিয়া খুলিতে গিয়া ভালো করিয়া বন্ধ করিয়া ফেলিল।

পূর্ণা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল—"তুই কার কথা এত ভাবছিস্ বলত দিদি-ভাই? আমার জামাইবাবুর নিশ্চয়ই এত ভাগ্য নয়। জানলাগুলো বন্ধ করছিস্ কেন?

এঁ্যা...এই এই রোদ্দুর-আসছে যে...

কই রোদ্দুর? চন্দনা নাকাল হইয়া বলিল—"তোকে আর বক্‌বক্ করতে হবে না, চল মার কাছে।

চন্দনাকে তাহার স্বামী বলিয়াছিল—"খুকীকে অতটা আশা দিও না। বেশী আশা করলে শেষকালে সইতে পারবে না। ওকে এ আঘাত সইতেই হবে যখন, তখন অত বেশী—"

স্বামীর কথায় বাধা দিয়া চন্দনা বেদনা ক্লিষ্ট স্বরে বলিয়াছিল—"না সে পারব না; আজকের দিনে ওর সে মুখ আমরা দেখতে পারব না গো, রাজরাণীকে ভিখারিনীর সাজাবার দুঃখ যে কত বড় তা' তা যদি জানতে তাহলে আজ কে"—
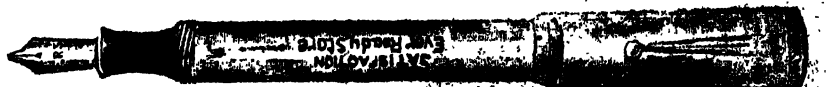
"কিন্তু যতই কর চাঁদ, ওর এ দুঃখ বেদনা রোধ করবার শক্তি ত আমাদের নেই। ওকে যতই কাপড় পরাও সিঁদূর পরাও তবু এ মিথ্যে।"

"হোক মিথ্যে, তবু আজকের দিনে সকলের সিঁদূর ভরা মাথার পাশে...না না তুমি সে দুঃখ বুঝবে না, তোমার বোঝবার সাধ্য নেই গো..." চন্দনা মুখে আঁচল গুঁজিয়া ছুটিয়া পলাইয়াছিল।

পৃথা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা বাবা-মার কি হয়েছে দিদি? তোর মুখ শুক্‌নো, দাদা কোথা গেছেন? কি হয়েছে রে? সত্যি সে ভাল আছে ত?"

উদ্গত অশ্রু চোখ ছাপাইয়া পড়ে বুঝি, চন্দনা ঢোক গিলিয়া জোর করিয়া হাসিয়া থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিল—"তুই পাগল হয়েছিস্ নাকি খুকী? কই কিছু ত হয়নি।"

দুইবোন মার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে তিনি নতচক্ষে কাজ করিতে করিতে দুই-খানা নববস্ত্র আগাইয়া দিলেন।

যে শব্দহীন হাহাকারে তাঁহার বুক পুড়িয়া ছাই হইতেছিল, তাহার এক কণাও বাহিরে প্রকাশ পাইতেছিল না। এই মর্ম্মান্তিক দুঃসহ বেদনা তীব্রতম শোক তিনি প্রকাশ করিতে পাইলে বাঁচিতেন, কিন্তু তাহারও পথ নাই। জননী নিজের দুঃখ সহিতে পারেন, কিন্তু সন্তানে এই কঠিনতম ও চরমতম আঘাত তাঁহাদের বুকখানাকে ও ভাঙ্গিয়া ফেলে। জননীর এ জ্বালা কি প্রকাশ করিবার?

চিরকাল দুইবোনের এক রকম কাপড় পরিত। এ বছরও পাইয়াছে। পৃথা কাপড় পরিয়া বলিল—"তুমি কাপড় পরলে না মা?

"এই যে পরি মা।"

মা ও চন্দনার কাপড় পরা হইলে পৃথা হাসিমুখে বলিল—"এই বার সিঁদূর পরিয়ে দেব দাঁড়াও। কোন বছর আমি তোমাদের সিঁদূর পরাতে পাই না, এবার ত আর না বলতে পারবে না। তোমরাও আমায় পরিয়ে দেবে ত মা? কেমন মজা হবে দিদি নারে? সকলে নতুন কাপড় সিঁদূর পরে ৺মার পায়ে অঞ্জলি দেব। বাবা দেখে ভা-রী খুসী হবে।"

মা অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। হায় অভাগি! এক বৎসরও আনন্দ করিয়া সিঁদূর পরা তোর ভাগ্যে নাই? তোর এত আশা, এত সাধ সবই শেষ হয়ে গেল, জীবনের অরুণ উষায়!

পৃথা যখন মার সিঁথিতে সিঁদুর পরাইয়া দিয়া তৃপ্তিতে, গর্ব্বে তাঁহাকে প্রণাম করিল, তখন যে তিনি নিজেকে কিরূপে খাড়া করাইয়া রাখিয়াছিলেন তাহা অন্তর্যামী ব্যতীত কাহারও বুঝিবার উপায় ছিল না। ...পৃথা যে মুহূর্ত্তে চন্দনার পানে অগ্রসর হইয়াছে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে চন্দনার মনে হইল কে যেন তাহাকে ডাকিতেছে!!! সে আর দাঁড়াইল না, তাড়াতাড়ি মুখখানা লুকাইয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

পৃথা স্মিত মুখে বলিল—"এইবার আমায় পরিয়ে দাও মা।" মার মনে মুহূর্ত্তে দ্বিধা জাগিল, কিন্তু স্নেহের নিকট সংস্কারের পরাজয় ঘটিল। মা পৃথার পানে চাহিলেন—পৃথা উৎসুক আগ্রহে তাঁহার পানে চাহিয়া! তাঁহার মনে হইল—আয়ুষ্মতীর ওই আশাস্পন্দিত বক্ষ, হর্ষোজ্জ্বল কচি মুখখানাকে আকস্মিক সুতীব্র নিরাশায় কালো করিয়া, বুকখানাকে গুড়াইয়া দেওয়া যদি পুণ্য হয় তাহলে এ পাপও বরণীয়। এ যদি পাপ হয় আমি সে পাপের ভার মাথায় লইলাম।

তিনি দৃঢ়হস্তে কন্যাকে সিঁদূর পরাইয়া দালানে লইয়া চলিলেন। সকলে অঞ্জলি দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া। ঈশান বাবুর সম্মুখে আসিয়া পৃথা আনন্দ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকিল—"বাবা!"

নিজের পরনের কাপড়খানা ঠিক করিতে করিতে ঈশান বাবু উত্তর দিলেন—"মা!"

"এ কাপড়খানা পরে আমায় কেমন দেখাচ্ছে দেখ ত! জান বাবা, কোনবার আমি সকলের মত সিঁদূর পরতে পাই না! এবার মা আমায় সিঁদূর পরিয়ে......কি হ'ল বাবা? মাথা ঘুরুছে বুঝি? আচ্ছা তুমি কোলে একটু শোও দিকি, বলি তোমার উপোস করতে হবে না, তা' ত শুনবে না?"

পৃথার প্রবীণা গৃহিণীর ন্যায় মন্তব্য শুনিয়া এত দুঃখেও ঈশান বাবু মলিন হাসিয়া বলিলেন—"তোকে ব্যস্ত হতে হবে না পাগ্‌লি, আমার কিছু হয়নি। যা' অঞ্জলি দিয়ে নে শীগ্‌গির।"

"চিরকাল ত তোমার সঙ্গেই দিই বাবা।"

"হাঁ, হ্যাঁ চল।"

স্ত্রী, কন্যা-জামাতা, আত্মীয় বন্ধু লইয়া ঈশান বাবু অঞ্জলি দিতে দাঁড়াইয়াছেন প্রতি বৎসর এইরূপ করেন। এ বৎসর বড় আশা করিয়াছিলেন; বিশেষ করিয়া তাহারই জন্য সমারোহের আয়োজন করিয়াছিলেন......

অকস্মাৎ বাহিরে একটি গোলযোগ উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশৃঙ্খল বেশে উদভ্রান্ত চোখে মুখে ঈশান বাবুর সম্মানিত বৈবাহিক আসিয়া দাঁড়াইলেন!

সর্ব্বনাশ! ঈশান বাবুর মুখ সাদা হইয়া গেল, তিনি এত জোরে অধর দংশন করিলেন যে সেখানটায় রক্ত জমিয়া গেল! কি উপায়? পৃথাকে ত আর বাধা যাইবে না! এ আঘাত অনিবার্য্য!

পৃথার শ্বশুর ভগ্নকণ্ঠে ডাকিলেন—"মাগো!"

তিনি এতক্ষণ পৃথাকে দেখিতে পান নাই, অকস্মাৎ নববস্ত্রালঙ্কার ভূষিত স্মিতমুখী পুত্রবধূকে প্রণাম করিতে দেখিয়া, তাঁহার পুত্রশোক পীড়িত অবশ মন মুহ্যমান হইয়া পড়িল। পৃথা অত লক্ষ্য না করিয়া আদরিণী কন্যার ন্যায় আদর মাখা কণ্ঠে বলিল—"আমায় নিতে এসেছেন বুঝি বাবা?"

এবার আর বৃদ্ধ আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, পৃথাকে ক্ষুদ্রা বালিকার ন্যায় বুকে জড়াইয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদি-

বলিলেন—"মাগো! বৎসরকার দিনেও তোর এমন সর্ব্বনাশ হ'ল? একটা বছরও পূজার আনন্দ ভোগ কর্‌তে পেলি না? ওরে নীরু কোথা যাবা? একবার ফিরে আয়!"

পলকের মধ্যে তীর বিদ্ধের ন্যায় পৃথা তাঁহার বক্ষ হইতে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া, বিস্ফারিত চক্ষে, আর্ত্ত কম্পিত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল—"কি—কি বল্‌লেন? আ-আপনার ছেলে-নেই?"

শিশুর ন্যায় প্রতিমার সম্মুখে আছাড় খাইয়া বলিলেন—"জিগেস কর্‌ ওই রাক্ষসীকে, যে আমার বাছাকে খেয়েছে।"

দেখিতে দেখিতে পৃথার দেহখানা শুষ্ক কঠিন হইয়া উঠিল, মুখখানা অসহনীয় যন্ত্রনায় নীল হইয়া গেল, চোখে ফুটিয়া উঠিল—মৃত্যু-আহতা হরিণীর ন্যায় বেদনামাখা সকরুণ আর্ত্ত চাহনি।

সকলে স্থির নিস্পন্দভাবে, নিস্পলক চক্ষে চাহিয়া দাঁড়াইয়া;—যেন তাহারা মানুষ নয়, ওই দেবীপ্রতিমার ন্যায় প্রাণহীন!

পৃথার জননী হাহাকার করিয়া উঠিলেন—"ওই সরল, সুন্দর ফুলের মত শিশু তোমার কাছে কি এমন পাপ করে ছিল মাগো তার বুকভরা আশা-আকাঙ্খা সব অপূর্ণ রেখে দিলি কেন পাপে মা? ... স্বামী নিয়ে সংসার করতে ও বড় বেশী সাধ ছিল যে স্বামী পুত্র নিয়ে একটা বছরও তোর পায়ে অঞ্জলি দিতে পেলি না, এত নিষ্ঠুর, মা হয়ে কি করে হলি মা জগজ্জননি!"

পৃথার পাথরের মত শক্ত দেহখানা প্রতিমার সম্মুখে পড়িয়া গেল। সেই মুহূর্ত্তে সন্ধি পূজার বলির বাজ্‌না বাজিয়া উঠিল।!

কোথাও খুঁজে না পাই

—০—

শ্রীহাসিরাশি দেবী

—০—

চন্দ্রিমা আজও শয়ন শিয়রে জাগে,
বহুদূরে ডাকে ঘুমহারা কোন পাখী,
মুকুল ফুটিছে আজও নব অনুরাগে
দখিনা বহিছে মদ মাধুর্য্য মাখি।
তবুও কোথায় যেন কোন গান খানি।
শোনা হয় নাই, সহসা গিয়াছে থামি'
তবু যেন আসে তারই রেশ, তারই বাণী
সুদূর স্বপন স্বরগ হইতে নামি॥

(২)

গন্ধ আজিও বন্ধ দুয়ারে ফিরে—
ধীরে মিশে যায় ধরণীর ধূলা মাঝে
আরতি প্রদীপ জ্বলে মনো-মন্দিরে
অমরার বীণা বহুদূর হ'তে বাজে।
তবুও কোথায় শূন্য সিংহাসন
যেন প'ড়ে আছে—আসে নাই প্রিয়তম,
যেন হয় নাই তার পূজা আয়োজন
এ দেহ-দেউল আনন্দহীন মম॥

(৩)

শত বরষের প্রতীক্ষা শেষ আজ—
ফাল্গুন জাগে মম অপুল বনে,
বাহির দুয়ারে দাঁড়ায়ে শতেক কাজ
কে যেন আসিবে কোন সুন্দর খনে।
তবুও কোথায় বিদায়ের ব্যথা কাঁদে,—
সকল সজ্জা লজ্জা-মলিন তাই,—
মৌন পরাণ ডুবে যায় অবসাদে—
চির পরিচিতে কোথাও খুঁজে না পাই।

উনিশ শ' তেতাল্লিশে—

—o—

শ্রীলগুড়ানন্দ কাবুলীনবিশ লিখিত ও কঞ্চিরাম খোসনবিশ চিত্রিত।

—o—

পুজো আসচে......

কোলকাতা সহরে হৈ হৈ, রৈ রৈ ব্যাপার......ট্রামে ভীড়......বাসে স্থান হয়না......রাস্তায় মোটর গাড়ী-জুড়ী-রিকসা ......ফুটপাথে কাতারে কাতারে লোক—"আনন্দময়ীর আগমনে গিয়াছে দেশ ছেয়ে।"

বহুদিন কোলকাতা ছাড়া—কোলকাতা সহরের কোন সংবাদ রাখিনা। বিদেশে চাকরী করেই দিন কাটে। ১৯৪৩ সালে বিশেষ একটা জরুরী কাজে কোলকাতায় এসেছি। দুপুরে আহারের পর এক বন্ধুর বাড়ীতে দেখা করতে গেলুম। বন্ধু তখন দিবা-নিদ্রায় মগ্ন ছিল; অনেক ডাকাডাকির পর বন্ধু বাইরের ঘরে এল। বন্ধু বিস্মিত হয়ে বল্লে—"কীহে তুমি কোলকাতায় কবে এলে?"

—"কাল এসেছি, তাই দেখা করতে এলুম; ৫৬ বছর কোলকাতা ছাড়া—তোমাদের কোন খবরই জানি না।"

তারপর চল্ল বহু গল্প। একটার পর একটা...শেষ নেই...ছাত্র জীবনের কথা...সাহিত্য রাজনীতি...কিছুই বাদ গেল না। এই করে বহুক্ষণ কেটে গেল। বল্লাম "চল, কোথাও বেড়িয়ে আসি—ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগছে না;"......

বন্ধু উত্তর দিল—"তাই চল্...আজ ম্যাবে Love Me Tonight আছে অফুরন্ত আনন্দ...ক্ষণস্থায়ী প্রণয়ের জীবন্ত ছবি। কিন্তু এখন যেয়ে কী হবে—বিকেলে যাওয়া যাবে;...আচ্ছা দাঁড়াও তোমাকে নতুন একটা জিনিষ দেখাচ্ছি" বলে দেওয়ালে ঘড়িটার দিকে তাকালে; তখন দুটো বেজে পাঁচ মিনিট। বন্ধু দেয়ালের গায়ে একটা প্লাগ্ ঝুলছিল সেটা ইলেকট্রিক বোর্ডে গুঁজে দিল;—সঙ্গে সঙ্গে মেয়েলি গলায়—Good after-noon every body, we are now commenceing our programme. বুঝলাম বেতার। এমন সময় সেটটির উপর চোখ পড়লো—সেটের পাশে একটি আয়না বসানো আছে—সেই আয়নায় বছর ৪০।৪২ বয়সের একটি মহিলার প্রতিবিম্ব এসে পড়েছে। মহিলাটিই যেন উক্ত কথাগুলি বলে যাচ্ছেন। বিস্মিত হলুম—ঘরের চার পাশটা ভাল করে দেখে নিলুম; কোন মহিলা তো ঘরে নেই!... তবে!...বন্ধুটি তখন হাসছে খুব! বল্লাম—"ব্যাপার কী?"...বন্ধু বল্লে—"টেলিভিসন্ কোলকাতায় এসেছে বেতারে মাইক্রোফোনের সামনে যা হয়—সবই ঘরে বসে দেখা যায়।" মহিলাটিকে নির্দ্দেশ করে বল্লুম—"মহিলাটী কে?"

—"তা জানিনে—ইনি মহিলা মজলিসের পরিচালিকা।"

—"মা-বোন দিদি-বৌদিদের চিঠিপত্র পড়া হয়তো এখনো?" বন্ধু হেসে উত্তর দিল—"মজলিসে আজকাল চিঠিই আসেনা।"

সেট বন্ধ করে দুই বন্ধুতে পথে বেরিয়ে পড়লুম—উদ্দেশ্য প্রেবে সিনেমা দেখতে যাবো; কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ধরে দুই বন্ধুতে চলেছি; বল্লুম বেড়াতে বেড়াতে হেঁটেই চলো,—কোলকাতা সহরে পথ চলে কেমন বেশ সুখ পাওয়া যায়; আবাল্যের বন্ধুকে পেয়ে তৃপ্তিতে হাত ধরাধরি করে চলেছি... হেদোর মোড়ে এসে থমকে দাঁড়ালুম; ভীড়ের মধ্যে উঁকি মেরে দেখলুম—একটা লোক পাঞ্জাবী মেয়েদের মত পায়জামা পরে পিঠে একটা বিনুনি বাবরী ঝুলিয়ে কোমর ঘুরিয়ে নাচছে...আর গাইচে—সমবেত

—নাচচে আর গাইচে—

জনমণ্ডলী থেকে মাই টা ফচকে ছোঁড়া পোড়া বিড়িটা কানের পাশে রেখে দিয়ে বলে উঠলো—"বাঃ চিন্তামণি দিদি...মরি মরি সখী!" পাশ থেকে আর একজন বলে উঠলো—"দিদির নাচের কী অপরূপ ছিরিরে!"......

লোকটি তখন গাইচে—

চিন্তামণী দাঁতের মাজন কেয়া মজাদার
পচা দাঁতে দিলে পরে খোলে কী বাহার!
পোকাপড়া ছ্যাৎলা দাঁতে লাগাও একবার
নিমেষেতে দাঁতের শোভা হবে চমৎকার।

বুঝলাম দাঁতের মাজনের ক্যানভাসার। তারই প্রচারের জন্য কোমর দুলিয়ে এত নাচ গান। রংটি কালো হলে কী হয়, পাউডার এন্তার মেখেছে গালে মুখে। এই পুং...দিদিকে কোথায় দেখেছি বলে মনে হলো...গলার স্বরও যেন অতিপরিচিত বহুদিন পূর্ব্বে কোথায় যেন ওর কমিক গান শুনেছিলুম—ছোঁড়া তখন কমিক মন্দ গাইত না...কিছুক্ষণ পরে মনে পড়লো সবই।—সেই অতীত দিনের বিশ্ববিখ্যাত কমিক গায়কটি আজ দিদি সেজেছে।

বন্ধু হাত ধরে এক টান দিয়ে বল্লে—"তাড়াতাড়ি চলো, এই কোলকাতার সহরে হাঁচলে কাসলে লোক জমে যায়—দেখবার কিছু নেই।"

পথ চলতে চলতে ওর গানের কটা লাইন ভাবছিলুম। মেডিকেল কলেজের সামনে দেখি একটা পানের দোকানে খুব ভিড় হয়েছে। বল্লুম—"পানের দোকানে এত ভীড়।" বন্ধু সহাস্যে উত্তর দিল—"এই পানউলির পানের এক খিলি পান খাবার জন্য সারা কোলকাতা সহরের তরুণ গুলো ছটফট করে—তার প্রমাণ নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছো—খাবে নাকি এক খিলি পান'—বলে সে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে গেল—তরুণদের ভিড় ঠেলে। এতক্ষণে পান-উলিকে স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ মিলল,... হাঁ চেহারায় বেশ একটা চটক আছে—এমন রূপসী পান-উলির হাতের এক খিলি পান খাওয়া আবার বরাতে থাকা চাই। পান
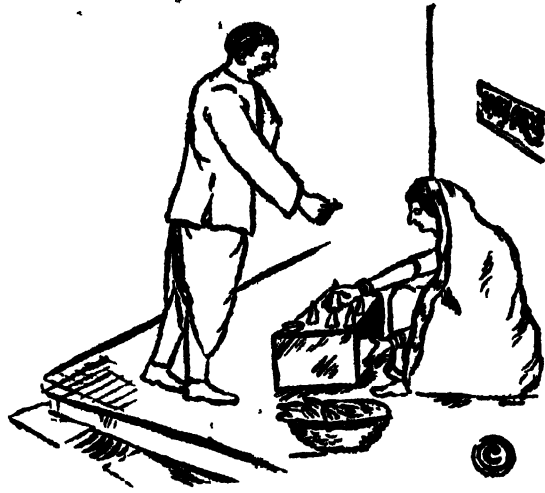
"এদিকে এলে পায়ের ধুলো দেবেন দয়া করে।—"

উলী দু'পয়সার পান দিলে—দুই বন্ধুতে খেলুম—পান উলীর দিকে চেয়ে ভাবছিলুম মুখখানি চেনা—কোন গানের মজলিসে দেখিছি বোধ হয়—এমন সময় পান উলি এক ঝলক হাসি আর এক ঝলক চাউনি হেনে বল্লে—"বাবু দুটো সিগারেট দিই? বন্ধু বল্লে—"দাও এক প্যাকেট।' সিগারেট ধরিয়ে চলে আসছিলুম পানউলী একটা কটাক্ষ হেনে বল্লে—"বাবুরা আপনাদের আশাতেই এদিকে এলে পায়ের ধুলো দেবেন দয়া করে।"

একটু দূরে এসে বল্লুম—"ওকে যেন কোথায় দেখেছি...অমন রূপ নিয়ে পান বিক্রী করে?"

—"গানও এক কালে খুব ভাল গাইতো—গ্রামোফন, টকীতে ওর গান নেবার জন্য কত আগ্রহ...কিন্তু ও আজ প্রেমের জন্য তপস্বিনী সেজেছে ·ওর নাম কী জানিনা, তবে ও এখন "ফুলী" পানউলী বলেই ছনি য়ার সব তরুণদের কাছে পরিচিত—ওর হাতের সাজা একখিলি পান তরুণদের কাছে অনেক দামে বিকোয়"—। পানের দোকা নের একটু দূরে সামনের ফুটপাথে দেখি—আবার অনেক লোক জমেছে, আজব সহর

"এক সাপুড়ে বাঁশী বাজিয়ে সাপ খেলাচ্ছে—"

জুই কোলকাতা...বন্ধু বল্লে—"এস" এস হয়তো কোন পেটেন্ট ওষুধের বিজ্ঞাপন...

তবু একবার উঁকি মারলুম। ভিড়ের মধ্যে পেটেন্ট ওষুধের বিজ্ঞাপন নয়—এক সাপুড়ে বাঁশী বাজিয়ে সাপ খেলাচ্ছে, তবে সাধারণতঃ সাপুড়ে যে বাঁশী বাজায় এ তা নয়—সাপুড়ে বিলিতি বাঁশী বাজাচ্ছে · চমৎকার বাজাবার ভঙ্গী...সুর শুনেই পথের সব লোক দাঁড়িয়ে গেছে...এ সাপ্ খেলাবার সুর নয়—অতি আধুনিক গজল সুর—বাঁশী গাইচে ··

কে অমন করুণ সুরে, দিন দুপুরে
বাঁশী বাজায়
শুনি এই কলতপাতে, শকড়ি হাতে
প্রাণ যে কাঁপায়।
আসেনি মুখপুড়ী ঝি, দেখনা খুনসুঁড়িকি
ওঠেনা কড়ার কালি, হাত যে খালি থমকে
দাঁড়ায়—
কে অমন করুণ সুরে—

সাপুড়ের প্রাণে এমন রস দেখে বড় ভাল লাগলো,—বাঁশী বাজানো দেখে বুঝলাম—বাজনায় এর চমৎকার হাত, বয়স পঞ্চাশের উপর—কালো মাঝারি গড়ন...এর বাঁশীর সুরটিও যেন সবচেয়ে বেশী চেনা।—কিন্তু ঠিক স্পষ্ট মনে করতে পারলুম না।

ইতিমধ্যে ১৫।১৬ বছরের একটি ছেলে এসে বন্ধুর পিঠে হাত দিয়ে বল্লে—"হরেন মামা তুমি এখানে! ভালই হয়েছে বাড়ীতে চলো...আজকে খোকার আটকৌড়ে'। বন্ধু হরেন বল্লে—"নারে এখন বায়স্কোপে যাচ্ছি।" ছেলেটি বল্লে—"না, তা হবেনা, একবার চলো—মার সাথে দেখা করে তার পর বায়স্কোপে যাবে।" বন্ধু আমার দিকে চেয়ে বল্লে—"একে চিনতে পারছো? রমার ছেলে এত বড় হয়েছে তাই চিনতে পারছো না।" রমাকে ছোট বেলা থেকেই জানি—হরেনের মাসতুতো বোন—তারই ছেলে এত বড় হয়েচে!...কেনই বা হবেনা ...আজ তো কম দিন কোলকাতা ছাড়া নয়।

বল্লুম, "আচ্ছা চলো রমার সাথে দেখা করে আসি—বিয়ের পর সেই দেখেছি,'

বন্ধু বল্লে চলো। বাড়ী কাছেই। যেতে যেতে হরেনের মুখের কাছে শুনলুম—রমার একটি ছেলে হয়েছে।

শেষে বন্ধুর বোনের বাড়ি আসতে হলো। আমাদের দেখে তিনকড়ি বাবু (বন্ধুর ভগিনীপতি) ত মহা খুসী, একেবারে টেনে বাড়ীর ভিতর উঠানে নিয়ে গিয়ে।

সেখানে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা মহা সোরগোল তুলে কুলো পিটচ্ছে। বন্ধু বল্লেন, "আয় খোকাকে দেখি" বলে আঁতুড় ঘরের সামনে টেনে আনলেন। সেখানে দেখি কয়েকটা ছিজড়ে বিচিত্র ভঙ্গীতে গান করছে:

'ঢেঁকিয়া ঢেঁকিয়া বরে
বেঁদিয়া ম'রয়াছিলে
জীও খোকা জোড় টাকা পাই।'

আমি তো হেসেই খুন। তিনকড়ি বাবুকে বল্লাম, কি মশাই আপনার আরও তিনটি ছেলে থাকা সত্ত্বেও ছেলের জন্যে কেঁদিয়ে মরছিলেন নাকি?

একটা হাসির গররা পড়লো।

আমাদের হাসি ঠাট্টা চলছে এমন সময় বন্ধুর ভাগনে চেঁচিয়ে উঠলো,—"দেখ বাবা মেজমামার চিঠিটা মন্টু খেলা করতে নিয়ে উঠানে ফেলেছিল। আর অমনি ঐ হিজড়েটা তুলে নিয়ে কোমরে গুঁজেছে।"

হিজড়েটার দিকে তাকিয়েই হঠাৎ চমকে উঠলুম। তাই ত। কে-এ?

গান

| সাহানা একতালা |

—০—

বন্দে আলি মিয়া

—০—

আঁধার রাতে আসিলে তুমি
দুঃখ হরণ বেশে
চাহিয়া পথে বসিয়া রহি
অন্ধ তুষার দেশে।
মনের গোপন গানের মালায়
করবো বরণ মোর আঙিনায়
বিক্ত পূজায় নিয়োনা বিদায়
সুপ্ত রাতের শেষে।

তোমার বাঁশী গাহে যে গান
তারি সে আলোয় শিহরে প্রাণ
জাগে চে মনের ফুল কমল
সেই সে সুরের বেশে!

"আয় খোকাকে দেখি' বলে আতুর ঘরের সামনে টেনে আনলেন—

শিক্ষিত বেকার

—০—

শ্রীবিনয়েন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যাসাগর কলেজের অর্থনীতির ও রাজনীতির অধ্যাপক)

—০—

'আজ-কালে'র পূজা সংখ্যার জন্য লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়াই মনে হইল যে বাঙালীর দুর্গোৎসবের আনন্দের ভিতর প্রতি মধ্যবিত্ত গৃহে পূজার ছুটির বিশ্রম্ভালাপের সময় শিক্ষিত বেকারের দুর্দ্দশার কাহিনী এখন যে করুণ ছায়াপাত করে, তাহা বিশদভাবে আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অধুনা এ বিষয়ে নিখিল বঙ্গ এক বেকার সম্মেলনও কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

এবারের (১৯৩১) আদম-শুমারির (সেন্সাস্) রিপোর্টে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা নির্দ্ধারণের এক চেষ্টা হইয়াছিল। নানা কারণে অতি অল্প লোকই এই চেষ্টায় সরকারী কর্ম্মচারীদের সাহায্য করেন। 'শিক্ষিত' অর্থে তাঁহারা অন্ততঃ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ এবং বেকার বলিতে ২০-৩৯ বৎসর পর্য্যন্ত যাহারা কর্ম্মহীন অথবা অনুপযুক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত উভয় দলকেই ধরেন। যদিও মোট ৩৫২১ জনের মাত্র তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে, তবুও তাহা হইতে মোটামুটি একটা ধারণা করা অসম্ভব নয়।

এই সাড়ে তিনহাজারের মধ্যে মুসলমান ১০৭২ জন এবং মাত্র ম্যাট্রিকুলেশ ২৭৯৭ জন, ভারতীয় ডিগ্রিধারী ৬৯২ জনের মধ্যে ১০২ জন বেকার ও ২৪৩ জন বি এ বেকার! ইহা ছাড়া বিলাতি উপাধিধারী ১৯ জন, আমেরিকান উপাধিধারী ৭ জন, বিলাত ছাড়া ইয়োরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ২ জন আছেন। ভারতীয় বণিক সমিতির হিসাবে বাংলায় প্রায় এক লক্ষ শিক্ষিত বেকার আছে। উপরোক্ত অনুপাতে হিসাব করিলে কলেজী শিক্ষার অর্থকরী মূল্য কত কম সহজেই বোঝা যায়।

পনর বৎসর পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত (স্যাডলার) কমিশন শিক্ষিতের ভিতর বেকার সমস্যা নাই, এই মন্তব্য করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু অধীত বিদ্যার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে অচিরে যে সমস্যা দেখা দিবে তাহার উল্লেখ করিয়া শিক্ষা-ব্যবস্থায় বৈচিত্র্য, এবং কার্য্যকরী শিক্ষার আয়োজনের আবশ্যকতার উল্লেখ করেন।

বঙ্গীয় সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত এক বেকার কমিটি মন্তব্য করিয়াছিলেন যে এই শিক্ষা-ব্যবস্থা একটি বাঁশের মত, ইহার গাঁটে গাঁটে একটি পরীক্ষা, এবং ইহার কোনও ডালপালা নাই। এই গতানুগতিকতার পরিবর্ত্তে শাখা প্রশাখাসহ এক বৃক্ষের সৃষ্টি করা দরকার।

মধ্যবিত্ত গৃহে গৃহে আজ যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার পরিণতি কি হইতে পারে তাহা সকল সমাজ হিতৈষীর প্রণিধানযোগ্য।

একদিকে মধ্যবিত্তের এই অবস্থা, অন্যদিকে ব্যবসা-বাণিজ্যে তো বটেই, চাকুরীর স্বল্প পরিসর ক্ষেত্রেও অন্য প্রদেশের লোকের জন্য বাঙ্গালীকে জায়গা ছাড়িয়া দিতে হইতেছে। অন্যান্য শ্রেণী হইতেও শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবামাত্র প্রাচীন ব্যবসা ত্যাগ করিয়া বহু যুবক চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রতিযোগী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সমাজে এই অবস্থার জন্য কতকগুলি নূতন ধারা দেখা দিয়াছে। বিবাহ সম্বন্ধে মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ক্রমেই প্রাচীন উৎসাহ কমাইয়া দিতেছে, মেয়ের জন্য নিছক ডিগ্রিধারী অপেক্ষা যে কিছু উপার্জ্জনক্ষম এরূপ পাত্রের খোঁজ করিতেছে, মেয়েদের স্বাবলম্বী হইবার সম্ভাবনা থাকে এজন্যও স্ত্রীশিক্ষার প্রসার দ্রুত হইতেছে। সমাজ ব্যবস্থা যে ক্রমে এইরূপ কারণে নূতন রূপ পরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য যে প্রস্তাবগুলি হইয়াছে একে একে সেগুলিকে পাঠকের নিকট হাজির করা যাক্। শিল্পবাণিজ্যের প্রসারের জন্য সরকারী শিল্প বিভাগ ছাতার বাঁট তৈরী, চামড়া প্রস্তুত, কাঁসার বাসন তৈরী, সাবান তৈরী প্রভৃতি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা কলিকাতায় ও মফঃস্বলে করিয়াছেন। ইহা যে কত সামান্য এবং ব্যবসায়ের চাবিকাঠি—ব্যাঙ্ক, কল, রেল ষ্টীমার—অন্যের হাতে থাকিলে ইহার প্রসারের সম্ভাবনা যে কত ক্ষুদ্র তাহা সহজেই অনুমেয়।

গ্রামেও কৃষিকার্য্যে ফিরিয়া যাইবার প্রস্তাবও নূতন নয়। কিন্তু গ্রামের চাষী আজ অল্প আয়, জমিদারের ও সরকারের খাজনা, গৃহশিল্পের ধ্বংস প্রভৃতিতে বিপর্য্যস্ত হইয়া ঋণের বোঝা ঘাড়ে ক্রমেই সামান্য জমির ফসলের উপর ক্রমবিবর্দ্ধমান পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য নির্ভর করিতে যাইয়া বিফল মনোরথ হইতেছে। এমতা

বস্থার সরকারী সাহায্যে ভদ্রসন্তানের গ্রামে ফিরিবার দুইটি কারণ থাকিতে পারে। প্রথম দোকানদারী, ব্যবসায়, ডাক্তারী; মাষ্টারী প্রভৃতি কোন কার্য্যের ব্যপদেশে সেখানে গিয়া ক্রমে উন্নত প্রণালীতে গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া কৃষির প্রবর্তন। দ্বিতীয় কোনও নূতন সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার কর্ম্মী হিসাবে গ্রামে যাওয়া। শেষোক্ত উপায়ে যদি গ্রাম-সেবা ও সংস্কার, গ্রামের কৃষি-শিল্পের, শিক্ষা-স্বাস্থ্যের উন্নতির কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে পারিলে হয়ত বহু শিক্ষিতের জীবনোপায়ের ব্যবস্থা হইতে পারে। তবে এই ধরণের কোন চেষ্টার পশ্চাতে সরকার না থাকিলে তাহা অর্থাভাবেই কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারে না; আমাদের দেশে পুলিশের তাড়-নার কথা নাই তুলিলাম। স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন সমবায়-পদ্ধতির দ্বারা সুন্দরবনের অব্যবহৃত জমির ব্যবহারের দ্বারা এইরূপ আদর্শ গ্রাম্য সংস্কার প্রচেষ্টাতে উদ্বুদ্ধ হই-বার জন্য সরকার ও শিক্ষিত বেকার উভয়কেই ডাকিয়াছিলেন—কোন পক্ষেই আশানুরূপ সাড়া দেয় নাই।

নানারূপ ছোট ছোট ব্যবসা শিক্ষার কেটা চেষ্টা চারিদিকে দেখা যায়, কিন্তু বেকার সমস্যা এত বিরাট যে ঐরূপ টুকরা টুকরা চেষ্টা প্রশংসনীয় হইলেও বিশেষ ফল-প্রদ হইতে পারে না।

বেকার সম্মেলনে সভাপতিরূপে দেবী প্রসাদ খৈতান মহাশয় যে অভিভাষণ দেন তাহাতে তিনি বলিতে চাহেন যে কৃষিজাত দ্রব্যের দাম দ্বিগুণ করা দরকার এবং সেজন্য টাকার বিনিময় মূল্য কমাইয়া অর্দ্ধেক করিয়া দেওয়া হউক। এ সম্বন্ধে "ইণ্ডিয়ান ইকন-মিষ্ট" পত্রিকায় সমালোচনা হইতে দেখা যায় খৈতান মহাশয়ের শ্রেণী লাভবান হইলেও, বিনিময় হারের বদল বা হাতের যাদু শিখাইবার বন্দোবস্ত ছাড়া আরও ব্যাপকভাবে এই সমস্যা অনুধাবন করা প্রয়োজন। এই সম্পর্কে ঐ সভাতে অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে সারগর্ভ ও সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করেন তাহার প্রতি দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ভারতীয় অর্থশাস্ত্রের ছাত্র হিসাবে কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। তাহার কর্ম্মপ্রণালীর নয়টি মূলসূত্র এই :—

(১) খাদ্যশস্য এবং রপ্তানীর জন্য কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে একটা সুচিন্তিত সামঞ্জস্য বিধান।

ইহার জন্য সমস্ত দেশের একটা কৃষি সার্ভে ব্যাপক ভাবে করান আবশ্যক। জেলায় জেলায় বড় বড় হাট, বাজার, গঞ্জের এবং বিভিন্ন জেলার বড় বড় আমদানী রপ্তানী কারবারের কেন্দ্র সমূহের সম্বন্ধে বিশিষ্ট অনুসন্ধানের দ্বারা দৃঢ়ীভূত জ্ঞানের সৃষ্টি দরকার। বাংলার বাহিরে বাংলার কৃষিদ্রব্যের চাহিদার গতি, ধারা এবং পরি-মাণের নির্ণয়ও প্রয়োজন।

(২) কৃষিদ্রব্য সমবায় পদ্ধতিতে বিক্রয় করাইবার সুবিহিত ব্যবস্থা।

(৩) আন্তর্জাতিক বাজারে টাকার প্রকৃত মূল্য নিরূপণ এবং আমদানী রপ্তানী শুল্কের পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধির দ্বারা সরকার কর্ত্তৃক কৃষি দ্রব্যের উচিত বিক্রয় মূল্য লাভ বিষয়ে সুব্যবস্থা।

(৪) বাংলার জলপথ সমূহের উন্নতি বিধান, এবং পল্লী পথগুলি যাহাতে রেল বা নদী পর্য্যন্ত মাল পৌছাইতে সুবিধামত পারে তাহার ব্যবস্থা। দেশীয় ষ্টীমার কোম্পানী সমূহের সংশোধন ও সংবর্দ্ধনের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা।

(৫) প্রত্যেক মহকুমায় কতকগুলি আদর্শ পল্লী গঠন, যেখানে গ্রাম্য সমবায় সমিতি, নিরক্ষর গৃহস্থকে শিক্ষা দানের কেন্দ্র এবং সমাজহিতসমিতি একযোগে সংহত সেবায় বৃহৎ পল্লীবাসী এবং পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী সমাজকে সচেতন করিয়া তুলিবে।

(৬) বাংলার কৃষক ও শ্রমিক ঋণ-ভারের নাগপাশে জর্জ্জরিত। এই ঋণ ক্রমশঃ লোপ করিয়া দিতে হইবে—অনুকূল আইনের বিধি দ্বারা এবং নিরপেক্ষ ঋণ-দায়-মুক্তি-শালিনী সমিতির সাহায্যে।

(৭) ম্যালেরিয়া এবং কচুরী পানা এই দুই দুর্দ্দৈবের বিরুদ্ধে সংহতি যুদ্ধ।

(৮) শ্রমিক-কেন্দ্র সমূহে প্রকৃত ভাবে শ্রমিক হিত মূলক ট্রেড্-ইয়ুনিয়ন (শ্রমিক-সমবায়) এবং হিতসাধন মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ।

(৮) বিশেষ বিশেষ জনপদের অবস্থা এবং চাহিদা এবং কুশলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রায় কুটির শিল্পের প্রতিষ্ঠা বা পুনরুজ্জীবন।

এইরূপ সুবিন্যস্ত আর্থনৈতিক ও সামা-জিক কল্যাণ প্রচেষ্টার প্রবর্ত্তন ভিন্ন কোন ও আলো এই অন্ধকারে আছে মনে হয় না। সুসংহতভাবে বেকার যুবকদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দেশের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়া দরকার, দেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে তাহাদের মুখ্য সমিতির শাখাসৃষ্টি করিয়া, একদিকে শিক্ষা ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থা ও অ-বাঙালীর শোষণ সম্বন্ধে দেশকে সচেতন করা ও অন্য-দিকে দেশকে সেবার দ্বারা জয় করিয়া লওয়ার অভিযানে তাহাদের বাহির হইতে হইবে। তাহা হইলে সরকার এবং সরকার তো আছেন ক্রমশঃ দেশবাসীর কল্যাণে ব্রতী হইবে—এবং দেশের বণিককুল ও বিশ্ব-বিদ্যালয় ক্রমে এদেশের কৃষি শিল্প সম্বন্ধে গবেষণা ও প্রগতিশীল প্রচেষ্টায় ব্যাপৃত হইবেন।

প্রকৃতপক্ষে, দেশের শিক্ষিত বেকার নিজ সামর্থ্যকে প্রতিপন্ন না করিলে, এবং উপরোক্ত কর্ম্মপ্রণালীর যাহা যাহা সম্ভব অচিরে দেশহিতকামী ব্যক্তিদের সহযোগে হাতে না লইলে, ভবিষ্যতে সুদিন আসিলেও তাহার সুবিধা লইতে পারিবে না। এবং দেশের গৌরবময় ভবিষ্যতে আমরা যাহারা আস্থাবান তাহারা জানি যে ইটালির, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের, বা রাশিয়ার অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক উন্নতির সুসংহত প্রয়াসের অনুরূপ কিছু এদেশে অচিরে প্রবর্ত্তন করিতে সরকার ও বণিককুল বাধ্য হইবেন। সেই জাতীয় প্রগতির ও যুগ-

স্বরলিপি

—০—

গান

—০—

তুমি বর্ষায় ঝরা চম্পা
তুমি যুথিকা অশ্রুমতী
তুমি কুহেলি মলিন ঊষা
তুমি বেদনা সরস্বতী ॥

কদম্ব-কেশর কীর্ণা
(তুমি) পুষ্প বীথিকা শীর্ণা,
হ'লে ধরণীতে অবতীর্ণা
ক্ষীণ তারকা স্নিগ্ধ জ্যোতি।

মন্দ-স্রোতা মন্দাকিনী
তুমি কি অলকানন্দা ?
আঁধারের কালো-কুন্তল ঢাকা
তুমি কি ধুসর সন্ধ্যা।

পাষাণ দেবতা চরণে
তুমি মরেছ অমর মরণে,
তুমি অঞ্জলি ঝরা কুসুমের
তুমি ব্যর্থ ব্যথার আরতি ॥

কথা ও সুর—কাজী নজরুল ইসলাম।

স্বরলিপি—ডাঃ সুধামাধব সেন গুপ্ত
বি. এস সি. এম. বি

পা	দা	I
তু	'মি	

+			০			+		
মা	পা	রমা	জ্ঞমা	(স)না	সা	রা	(ঃ)জ্ঞা	রা
ক	র্	ষা	য়	ঝ	রা	চ	০	ম্পা
০			+			০		
।	সা	সা	সা	(স)গা	গা	গা	গা	মা
৩	তু	মি	যু	থি	কা	অ	০	শ্রু
+			০			+		
গা	মা	মা	গমা	দা	পদা	মা	পা	রম
ম	তী	০	০	তু	মি	ব	র্	ষা

রঙ্গমঞ্চের উন্নতি

—০—

শ্রী সতু সেন

—০—

কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত অভিনেতাই ছিলেন অভিনয়ের একমাত্র প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা। সপ্তদশ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত দৃশ্যপটের ব্যবহার বা কল্পনার সাহায্যে প্রাকৃতিক দৃশ্যবলীর সৃষ্টি রঙ্গালয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। রঙ্গমঞ্চ আলোকিত করিবার জন্যই আলোক ব্যবহার করা হইত। এমন কি রঙ্গমঞ্চে রঙ্গাভিনয় হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ষষ্ঠদশ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ অবধি কৃত্রিম আলোকে অভিনয় করার কথা কেহ জানিত না; কারণ ইহার পূর্ব্বে উন্মুক্ত স্থানেই সাধারণতঃ অভিনয় করা হইত।

সম্প্রতি রঙ্গমঞ্চে আলোক নিক্ষেপ ও দৃশ্যপট শোভিত করিবার নূতন কলাকৌশল প্রচলিত হওয়ায় অভিনেতার অভিনয় করিবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য হইয়াছে এবং অভিনয়কে এমন উন্নত অবস্থায় লইয়া গিয়াছে যাহা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখা যায় নাই।

আধুনিক উন্নতির সহিত রঙ্গমঞ্চে আলোক-নিক্ষেপ পদ্ধতি সাধারণ আলোকিত করার প্রথা হইতে উদ্ভাবিত হইলেও তাহা এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে নাটকাভিনয়ে প্রকৃত অভিব্যক্তি দিবার পক্ষে উহা একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া আজকাল বিবেচিত হইতেছে। উহা দর্শকের অজ্ঞাতসারে তার মনের উপর সুকৌশলে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়া অভিনয়ের অন্যান্য নানা অংশের মধ্যে ঐক্য সাধন করে।

রঙ্গমঞ্চে আলোক নিক্ষেপ নিম্নোক্ত বিষয় গুলির জন্য ব্যবহৃত হয়:—

(১) বাস্তবতা-সৃষ্টি, (২) দৃশ্যপট যোজনা ও বিক্ষিপ্ত নানা অংশের মিলন, (৩) আলোক-বিকীরণ, (৪) ভাব সৃষ্টির সহায়তা এবং (৫) মনোভাবের অভিব্যক্তি।

রূপদক্ষ—শ্রীসতু সেন

অভিনয় যখন উন্মুক্ত স্থান হইতে রঙ্গমঞ্চে আসিল, তখন দর্শকগণ কি করিয়া অভিনয় দর্শন করিবে তাহাই প্রধান সমস্যার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। সেই জন্য যখন রঙ্গমঞ্চ আলোকিত করিবার ব্যবস্থা হইল, তখন এই সমস্যা সমাধানের জন্য আলোকের তীব্রতা অর্থাৎ পরিমাণের দিকেই প্রয়োজক বেশী ঝোঁক দিতে লাগিলেন। কিন্তু শীঘ্রই প্রয়োজক বা পরিচালকগণ বুঝিতে পারিলেন যে আলোকের তীব্রতা বা পরিমাণ অপেক্ষা আলোকের প্রকারভেদই অভিনয়কে সম্পূর্ণ, সফল ও সজীব করিয়া তুলিতে বেশী সাহায্য করে। সেই জন্যই তাঁহারা আলোকের সাহায্যে ভাবোৎপাদনের দিকে বেশী দৃষ্টি দিলেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন আলোক ব্যবহারে সহজেই অভিনয়ে বাস্তবতার সৃষ্টি হইতে পারে। তাই তাঁহারা আলোকের প্রকারভেদ দ্বারা রাত্রির অন্ধকার দৃশ্য ফুটাইয়া তুলিতে লাগিলেন এবং দুর্য্যোগ ও ঝঞ্ঝাবাতের দৃশ্য আরও অধিকতর অন্ধকার করিয়া দেখাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে গ্যাসের আলো আবিষ্কৃত হওয়ায় উপরোক্ত দৃশ্যগুলি দেখান আরও সহজসাধ্য হইল, কারণ দর্শকগণের দৃষ্টির অন্তরাল হইতে এই আলোকের পরিমাণ কমান ও বাড়ান নিজের আয়ত্তের মধ্যে রাখা সম্ভবপর হইয়াছিল। ইহাতে যে শুধু অভিনয়ে বাস্তবতা সৃষ্টির সাহায্য হইয়াছে তাহা নয় দৃশ্যপটের কলাকৌশলকেও অধিকতর পরিস্ফুট করিয়াছে। বৈদ্যুতিক আলোকের প্রচলনে রঙ্গমঞ্চে নানা বর্ণের আলোক নিক্ষেপ সম্ভবপর হইয়াছে। তাহাতে বর্ত্তমান নাটকজগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

এই বৈদ্যুতিক আলো প্রচলিত হওয়ায় প্রযোজকের নির্দ্দেশ মত অভিনয়ে বাস্তবতা পরিস্ফুটনের জন্য যখন যেরূপ আলোক ও বর্ণের প্রয়োজন তাহা পাওয়া যাইতেছে। বহুদিন হইতেই আলোককে আয়ত্তাধীনে আনিয়া নানাবর্ণের আলোক সম্পাতে বাস্তবতা সৃষ্টির জন্য যে চেষ্টা চলিতেছিল তাহা বৈদ্যুতিক আলোক উদ্ভাবনে সফল হয়েছে। নানা ভাবে এবং নানা কৌশলে আলোক বিকীরণ দ্বারা প্রযোজক চিত্রকরের সাহায্যে দৃশ্যপট অঙ্কনে আলোককেও তাহার উপাদানীভূত করিয়াছেন এবং প্রাণহীন দৃশ্যপটকেও উজ্জ্বল ও জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

আজকাল এই আলোকের সাহায্যে অভিনয়ে বাস্তবতা সৃষ্টিতে রঙ্গমঞ্চ হইতে বিচিত্র ছায়ামূর্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছে। তীব্র আলোক ও অন্ধকারের সাহায্যে অঙ্কিত দৃশ্যপটের চিত্রগুলিকে ভাস্করের খোদিত মূর্তি বলিয়া মনে হয়। বর্তমান রঙ্গমঞ্চে আলো ব্যবস্থা র নাটকের মনস্তত্ত্ব বিষয়ক ভাব বিশ্লেষণে সাহায্য হয়। আলোকের বর্ণের সহিত মানবের মনস্তত্ত্বের সম্বন্ধ আছে তাহা জানিবার পর হইতে নাট্যকর মঞ্চো-পলব্ধি করাইবার জন্য প্রয়োজকগণ আলোক ও বর্ণের সাহায্য বেশী করিয়া গ্রহণ করিতেছেন। আলোক ও অন্ধকারের সমাবেশ বর্ণের সৃষ্টি; সুতরাং আলোকের সহিত একার্থবোধক। গল্পে, শিল্পে ও ভাষার দ্বারা বর্ণ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা এমন বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে বর্ণের যথাযথ ব্যবহার অজ্ঞাতসারে আমাদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

গ্রীক পুরাণ কিন্তু রংকে তত উচ্চ স্থান দেয় নাই—কারণ গ্রীসে ভাস্কর্য ভিন্ন অন্য কোন শিল্পকলার উন্নতি-সাধন হয় নাই; বর্ণ সম্বন্ধে সামান্য কিছু সংবাদ আমরা তাহাদের গল্প হইতে পাইয়া থাকি। নীল এবং সবুজ বর্ণের উল্লেখ ব্যতীত অন্য কোন বর্ণের উল্লেখ তাহাদের পুরাণে কিছু দেখা যায় না। তাহার অর্থ ও তত স্পষ্ট নয়। আদিম যুগের লোক আকাশ বা সমুদ্রের বর্ণে অভিভূত হইয়া সেই স্থান গুলি দেবতাদের আবাস স্থান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে।

লেখক মহানিশায় আলোক-নিয়ন্ত্রণ দ্বারা একটি ভোরের দৃশ্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

কোন ঘটনা বিশেষ দ্রব্য ও ভাবের সহিত আমরাও বর্ণ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করিয়া লইয়াছি, উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে:—

লাল বর্ণের কথা বলিলেই আমরা কোন বিপদের কথা ভাবিয়া থাকি। এই রংএর কথা মনে হইলেই রক্তের কথা মনে পড়ে—সুতরাং বিপদের ধারণা করাও স্বাভাবিক।

হলুদ বা কমলা রং—ইহা দ্বারা সময় সময় আমরা আলোক এবং উত্তাপের কথা ধারণা করি কারণ ধূম এবং ধূলিকণার যোগে সূর্য্যোদয়ের ও সূর্য্যাস্তের রংকে আমরা ঐরূপভাবে দেখিয়া থাকি। কিন্তু দিনের অধিকাংশ সময়ই সূর্য্যকে আমরা শুভ্র দেখিয়া থাকি, তথাপি নীল আকাশে সূর্য্যকে হরিদ্রা বর্ণ দেখায়।

সবুজবর্ণ—এই রং প্রকৃতির প্রধান বর্ণ এবং সেইজন্যই ইহা জীবনী-শক্তির দ্যোতক। বসন্তকালের কথা মনে হইলেই আমাদেরই সবুজ বর্ণের কথা মনে হয়—সুতরাং সবুজবর্ণ তারুণ্যের ভাব প্রকাশ করে।

নীল—আকাশের কথা চিন্তা করিলে নীল বর্ণের কথা মনে হয়। সেই জন্য ইহা ঐশ্বরিক ভাব জানায়। ইহা দুঃখের সহিত ইহার সংস্রব আছে, তাহার কারণ নৈশাকাশকে বাস্তবিক পক্ষে স্থির ও গম্ভীর দেখায়। চক্ষুর রংও নীল—সেই জন্য ইহা দ্বারা বুদ্ধিমত্তার কথাও মনে জাগে।

বেগুনে—পুরাকালে এই রং খুব মহার্ঘ বলিয়া বিবেচিত হইত। সেই জন্য ইহা রাজশক্তির কথা মনে জাগে। ইহা

(শেষ অংশ ৬৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বর্ষায়

—০—

শ্রীসজনীকান্ত দাস

—০—

তোমারে স্মরণ করি,
একদা একান্ত মনে ভেবেছিনু তুমি একা মনের ঈশ্বরী,
হয়তো দণ্ডেক মাত্র, হয়তো বা মাস বর্ষ ধরি।
তোমারে স্মরণ করি।

বাহিরে প্রবল বন্যা, আকাশ ভাঙিয়া পড়ে বুঝি,
মুহুর্মুহু বজ্রালোকে কি ফিরিছে খুঁজি
আকাশের দেবতারা ধরণীর কর্দ্দম ধূলায়।
শঙ্কিত প্রহর যাপে কম্পিত কুলায়
যে পাখী বেঁধেছে বাসা।
হায়রে দুরাশা—
যে পাখী হারাল নীড় এই ঘনবর্ষণের মাঝে
সে ভাবিছে—কোথায় বিরাজে
একদা মনের কোণে যে আমারে দিয়েছে আশ্রয়
হয়তো বর্ষেক মাত্র, হয়তো দণ্ডেক মাত্র নয়।

আকাশের বারি ধারা ভাঙ্গিয়া পড়িছে সারা গায়,
ব্যাকুল বিদ্যুৎ চমকায়;
সিক্ত পক্ষ, সিক্ত দেহ, সিক্ত ক্লান্ত মন
আপন অন্তর মাঝে আপনি করিছে আয়োজন—
সেথা আজি আসন তোমার—
যে মোর আশ্রয় ছিল বর্ষকাল, অথবা দণ্ডেক স্থিতি যার।

হেন ছিল ঘন ঘটা, হ'ল বহুদিন,
খর রৌদ্রে বিস্মৃতি বিলীন।
তুমি আমি দুই জনে মেঘাচ্ছন্ন সে এক সন্ধ্যায়—
নদীজলে কালো ছায়া দিগন্তে তপন ডুবে যায়;
দুলে করে ঝাউশাখা, নৌকা সব তীর তরু বাঁধা,
ছল ছল করে জল, তটের বাঁধনে তার কাঁদা,
সৃষ্টির প্রারম্ভ হতে চলিয়াছে বিশ্রাম বিহীন।

আমি কহিলাম, দেখ, শেষ হ'ল দিন,
রাত্রির তরল কালো নামিতেছে হইয়া নিবিড়,
আকাশে দৈত্যের মত মেঘেরা করিয়া এল ভিড়,
যেতে হবে বহুদূর।

যেন কেটে গেল সুর,
স্কন্ধে তুলে দুই বাহু, বুকে টানি মোর মাথাখানি,
কহিলে কাতর ভাষে, জানি, ওগো জানি—
তবু একটুকু থাক, নামুক আঁধার,
দেখনা কাঁদিছে ঝাউ, কাঁদে চারিধার,
ঘন কালো অন্ধকারে ধরা কাঁদে বিরহ শঙ্কায়,
অব্যক্ত ক্রন্দন ধ্বনি জলে স্থলে যেন শোনা যায়,
তুমি আরো কাছে এস, তুমি আরো ভালবাস মোরে—

কি প্রচণ্ড গতিবেগে ঘোরে
কালের কুটিল চক্র—তুমি চলে গেলে দূরে—
গৃহহীন শঙ্কাহীন দ্বিধাহীন বেড়াইনু ঘুরে
সংসার স্রোতের তীরে আবর্ত্ত গণিয়া এক মনে,
কভু মরু বালুকায়, কভু ছায়া-ঢাকা বনে বনে
ঘুরিলাম আপন বিকারে,
তোমারে ফেলিয়া দূর বিস্মৃতির পারে।

আজিকে সহসা,
একটি দিনের স্মৃতি, একটি বরষা—
একটি পরশ
সঙ্গ-সুধারস।

(৬২ পৃষ্ঠার শেষ অংশ)

এবং নীলের মাঝামাঝি একটা রং। সেই জন্য এই রং মর্য্যাদা প্রকাশ করে।

শুভ্র রং—যেমন ইহার রং পরিষ্কার সেইরূপ ইহা পবিত্রতা, সরলতা, এবং সাধুতার কথা মনে জাগায়। শুভ্রতার সহিত তেজস্বিতার ভাবও প্রকাশ পায়।

কাল রং—ইহা শুভ্রতার ঠিক বিপরীত, সুতরাং ইহা শুভ্র রংএর বিপরীত ভাব প্রকাশ করে,—যেমন বিষাদ ও অন্ধকার। এই রং ভয়েরও প্রতীক।

ধূসর—ইহা দ্বারা বৃদ্ধত্বের কথা মনে জাগে, কারণ ইহার সহিত বৃদ্ধ লোকের বেশের সৌসাদৃশ্য আছে। এই রং কাল এবং সাদা রংএর মাঝামাঝি বলিয়া বিষাদ এবং দুঃখও প্রকাশ করে।

আমি যদি এইরূপে বিভিন্ন বর্ণের বিশ্লেষণ করিয়া যাই তাহা হইলে এই প্রবন্ধের জন্য, আমার মনে হয়, স্থান সঙ্কুলান করা কঠিন হইবে। উপরোক্ত উদাহরণ হইতে স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয় যে, রঙ্গমঞ্চে আলোক নিক্ষেপ অভিনয়ের যথার্থ অর্থ ব্যাখ্যা করিতে সাহায্য করে এবং বর্ত্তমান রঙ্গমঞ্চে আলোক নিক্ষেপ পদ্ধতি নাট্য জগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে।

প্রমোদ

শিক্ষক ছাত্রকে অঙ্ক শিক্ষা দিতেছেন ছাত্রের মস্তিষ্ক অঙ্ক শিক্ষার পক্ষে অনুকূ[ল] না-হওয়ায় শিক্ষককে ত্রৈরাশিক শিখাইতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইতেছে। অবশে[ষে] শিক্ষক মহাশয় একটি সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা অ[ঙ্ক] বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন।

—আচ্ছা, বল দেখি, একটা চাকরে[র] পক্ষে একটা বাড়ীর সমস্ত কাজ শেষ করতে নয় ঘণ্টা লাগে, তিন জন চাকরের প[ক্ষে] ঐ কাজ শেষ করতে কতক্ষণ লাগবে বেশী সময় না কম সময় ?

—ওঃ, এই কথা মাষ্টার ম'শাই ? ঠি[ক] এই কথাই আজ সকালে মা'র মুখে শুনো[ছি]।

—বেশ, বেশ ; এখন বলতো কতক্ষ[ণ] লাগবে ?

—মাষ্টার ম'শাই, বলব ? আমি বে[শ] বুঝতে পেরেছি মাষ্টার ম'শাই ;—ঠিক তি[ন] গুণ সময় বেশী লাগবে। তিন জন কিনা।

আজকালের রঙ্গালয়

—০—

শ্রীরবীন্দ্র মোহন রায়

—০—

আজকাল একটা কথা অনেকের মুখেই প্রায়ই শুনছি যে, বাঙ্গালার রঙ্গালয়গুলি আর চল্‌বে না—সবাক্ ছবির অত্যধিক জনপ্রিয়তার জন্য তার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

তা ছাড়া বিশ্বব্যাপী অর্থকৃচ্ছ্রতার দরুণ সর্ব্বপ্রকার ব্যবসা বাণিজ্যেরই আজ দারুণ সঙ্কটাবস্থা। যে-দেশের অধিকাংশ লোকের পেটে দু'বেলা দুমুঠো অন্ন জোটে না, সে দেশের লোক আমোদ করেই বা কি ক'রে! অবিশ্যি আমরা মহা নগরীতে ব'সে নিরন্নের অন্নের জন্য সে-হাহাকার শুন্‌তে পাই না। যাঁরা পল্লীগ্রামে থাকেন তাঁরা এ কথার সত্য উপলব্ধি করতে পারবেন।

যাক্ সে কথা, এখন যা বলছিলাম—প্রশ্নটা হচ্ছে এই: বায়স্কোপগুলি যদি ভালভাবে চলে,—রাত্রের পর রাত্রি যদি তাদের প্রেক্ষাগৃহ জনারণ্যে পরিণত হয়, তবে রঙ্গালয়েই বা হবে না কেন? একদিকে যেমন দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামে জর্জ্জরিত নরনারীর নির্জ্জলা আনন্দ-উপভোগ ও শিক্ষার নিকেতন হচ্ছে নাট্যশালা, তেমনি রঙ্গালয় হচ্ছে জাতীয়তার প্রতীক। ছায়ার চেয়ে কি কায়ার মায়া বেশী নয়? অবশ্যই বেশী—তবে? এই তবে-টাই হচ্ছে একটি জটিল রহস্য।

রঙ্গালয়ের আজ এ অবস্থা কেন? আমার মনে হয় এ দারুণ দুর্গতির কারণ হচ্ছে প্রধানতঃ ভাল নাটকের অভাব, ভাল প্রযোজনার অভাব, ভাল producer বা ভাল financier অর্থাৎ রস-বোদ্ধা পরিচালকের অভাব, সর্ব্বোপরি অভিনেতৃ-সঙ্ঘের মধ্যে একতার অভাব। অন্যান্য কারণ হয়তো আরও অনেক আছে। সেগুলি তত মারাত্মক নয়—যত এইগুলি।

ভাল নাটক

বর্ত্তমান যুগের দুই চারখানি সত্যিকার ভাল নাটক আমাদের রঙ্গালয়ে অভিনীত হ'য়ে গেছে, কিন্তু অর্থ বা জন-প্রিয়তার দিক্ দিয়ে রঙ্গালয় তা' দ্বারা কিছুমাত্র লাভবান হয়নি। নাটকের আদর্শ নিয়ে বিচার ক'রলে চল্‌বে না। ভেবে দেখতে হবে, আমাদের দর্শক-সমাজ কি চান—কি রকমের নাটক তাঁদের অন্তর স্পর্শ করে। আমার মনে হয়, সাধারণতঃ আমাদের দর্শক-সমাজের অধিকাংশ পুরুষেরা চান একই নাটকের ভিতর নানান্ রসের সমন্বয়। আর আমাদের মা-জননীরা চান নাটকের মধ্য দিয়ে নারী হৃদয়ের নিগূঢ় মর্ম্মবেদনা ও বাঙ্গালী সংসারের বিচিত্র-মধুর দুঃখ করুণ-রস-সঞ্জাত মনোবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাত হৃদয়ে অনুভব করতে। এই সমস্ত জিনিষের সুসামঞ্জস্য ক'রে যে শক্তিধর

বস্তুপতির ভূমিকায় লেখকের অপূর্ব রূপ সজ্জার পরিচয়
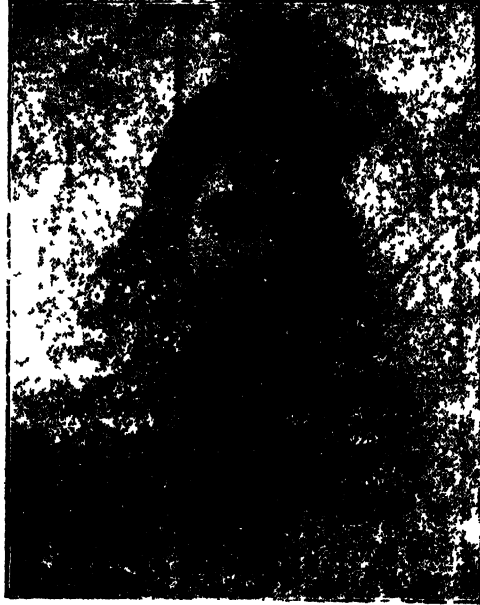
নাট্যকার সু-নাটক লিখতে পারবেন, তাঁর নাটক যে জনপ্রিয়তা অর্জন ক'রতে সক্ষম হবে তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই—

প্রযোজনা

কিন্তু শুধু ভাল নাটক হলেই তো হবে না—চাই তার সু-প্রযোজনা, চাই তার সুষ্ঠু অভিনয়।

প্রযোজক বা প্রযোজনা ব'লে আমাদের রঙ্গালয়ে আগে কোন কথা ছিল কিনা আমি ঠিক্ জানিনা—খুব সম্ভব ছিল না।

কষ্টের মধ্যে থেকেও পয়সা খরচ ক'রে এখনও তার অভিনয় দেখে—ক্ষণিক দুঃখ কষ্টের লাঘব ক'রে একটু আনন্দ উপভোগ ক'রতে কার্পণ্য করেন না।

পরিচালক

এইবার Producer বা financier অর্থাৎ রঙ্গালয়ের পরিচালকদের বিষয় কিছু বলা দরকার। রঙ্গালয়ের উন্নতি সাধনের পথে পরিচালকগণও সময় সময় বিস্তর বাধা
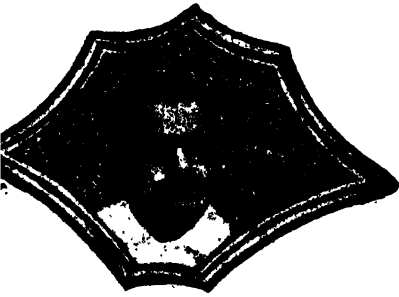
প্রযোজক শ্রীযুক্ত নরেশ চন্দ্র মিত্র

প্রদান ক'রে থাকেন কেমন ক'রে? সেইটাই এখন আলোচ্য। ধরুন, কোন রঙ্গালয়ের পরিচালক নাট্যাচার্য্য বা সেখানকার প্রযোজকের ওপর হুকুম দিলেন, অমুক নাট্যকারের অমুক নাটক অভিনয় ক'রতে হবে। প্রযোজকের সে-নাট্যকারের নাটকের ওপর হয়তো কোনও আস্থা নেই, কিম্বা হয়তো নাটকখানি প্রযোজকের মতে সুনাটক নয়। কিন্তু রসজ্ঞান হীন পরিচালক হয়ত ব'ল্লেন, 'আপনি ঠিক্ বুঝছেন না, আমার কথা শুনুন আমি বলছি এ বই পয়সা দেবে'। তিনি আরও ব'ল্লেন, 'অমুক অভিনেতাও অভিনেত্রীকে অমুক অমুক ভূমিকা দিতে হবে।' আপনাকে এই ভূমিকা অভিনয় ক'রতে হবে। প্রযোজকের আদৌ তা ইচ্ছা নাই। পরিচালক কোনও কথা শুনবেন না। তাঁর কথা রাখতেই হবে। নইলে চাকরীর মায়া ছাড়তে হয়। নিরুপায় হ'য়ে প্রযোজক তাঁর কথামত কায করতে বাধ্য হলেন। পরিচালকের আদেশে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সেই নির্দ্দেশ অনুযায়ী সেই নাটক তাঁকে প্রযোজনা ক'রতে হ'ল। যথেষ্ট চেষ্টা ক'রেও তিনি অভিনয়কে সাফল্য মণ্ডিত ক'রতে পা'রলেন না। কিন্তু পরিচালকের যদি রসজ্ঞান থাকে তিনি প্রযোজককে নাটক নির্ব্বাচনে, প্রয়োগ নৈপুণ্য প্রদর্শনে যথেষ্ট সাহায্য ক'রতে পারেন। ফলে উভয়ের প্রাণপাত চেষ্টায় অভিনয়ের সৌষ্ঠব ও সৌকুমার্য্য যথেষ্ট বর্দ্ধিত হয় ও পয়সার দিক্ দিয়েও তিনি যথেষ্ট লাভবান হন। দু এক ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হ'তে পারে কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাঁরা সফল হতে পারেন—এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

অভিনেতৃ-সঙ্ঘের মধ্যে একতার অভাব

অভিনেতৃ-সঙ্ঘের ভেতর একতার অভাব আমাদের রঙ্গালয়ের দুর্গতির যে একটা বিশিষ্ট কারণ তাতে কোন সন্দেহ নাই। এই একতার অভাবে আমরা সাধারণের কাছে, বিশেষ করে পরিচালকদের কাছে প্রতিপদে লাঞ্ছিত হ'য়ে থাকি, এবং প্রতিপদে নিজেদের হীনতার, নীচতার ও ক্ষুদ্রতার পরিচয় দিই। আমাদের এই শ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশই কেউ কারও ভাল দেখ্‌তে পারেন না। কেউ কারও জনপ্রিয়তা সহ্য করতে পারেন না। একজন আর একজনের প্রশংসা শুনতে পারে না, কিসে তাকে ছোট করবে, কিসে তাকে হীন করবে, কিসে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাকে অকর্ম্মণ্য প্রতিপন্ন করে তাকে দূরীভূত করবে—কেমন তাকে লোকচক্ষে হাস্যাস্পদ করবে এই সব অতি হীন চিন্তা নিয়ে তাঁরা শুধু প্যাঁচ কষতে থাকেন। সরল প্রাণে তাঁরা হাসে না, সরল মনে তারা কথা কয় না—সরল মনে কেউ কারও প্রশংসা করে না এর ফলে ভেতরের অনেক গুহ্

সাজাহান] নাদিরা—৺ কৃষ্ণভামিনী, সিপার—শ্রীমতী শেফালিকা ও দারা—শ্রীরবীন্দ্রমোহন রায়

ওদের সামান্য ত্রুটি, সামান্য বুদ্ধিহীনতা, অন্যভাবে রূপান্তরিত ও অতিরঞ্জিত হ'য়ে সাধারণের কর্ণগোচর হয়। ফলে সত্য মিথ্যা মিশিয়ে পথে, ঘাটে, মাঠে, বাসে, ট্রামে, চায়ের দোকানে এমন সব কথার আলোচনা হয়, যার দ্বারা রঙ্গালয়গুলি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়,—বিশেষ করে যে রঙ্গালয়ের নট যুবকেরা একার্য্য করেন, সেই রঙ্গালয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয় সবচেয়ে বেশী।

এই যে নিজের নাক কেটে পরের

রিভলভিং ষ্টেজের একটি দৃশ্য] অপর্ণা - শ্রীমতী শেফালিকা

যাত্রা ভঙ্গ করার ঘৃণিত আনন্দ এটা রঙ্গালয়ের পক্ষে ক্ষতিকর তো বটেই, অভিনেতৃগণের পক্ষেও অত্যন্ত মারাত্মক অপরাধ। এ অপরাধের মার্জ্জনা নেই। পরিচালকদের উচিত, এর সব ঘৃণিত অপরাধীদের অনুসন্ধান করে রঙ্গালয় হতে দূর করে দেওয়া। তাতে যদি কোন সত্যিকারের জনপ্রিয় অভিনেতা বা অভিনেত্রীকেও দূর করে দিতে হয় তবুও। অভিনেতৃদেরও উচিত নট জাতির সম্মান অক্ষুন্ন রাখতে সেই সব নটবেশী ঘৃণিত জীবের সহিত সকল বন্ধন ছিন্ন করা এবং তাদের একঘরে করা। তাতে যে শুধু রঙ্গালয়ই লাভবান হবেন তা নয় কয়েকটি জীবের জন্য নট জাতির এই যে কলঙ্ক সেটা একেবারে দূরীভূত হবে।
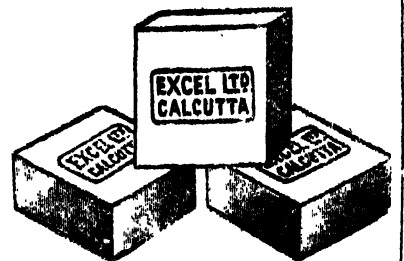
আর অভিনেতৃদের মধ্যে যদি সত্যিকারের সৌহার্দ্দ, প্রীতি, সহানুভূতি ও একতা থাকে তবে কি কথায় কথায় আজ পরিচালকরা তাদের ওপর চোখ রাঙাতে পারেন, না ছয়মাস বেতন না দিয়ে পশুর অধম ভেবে তাদের সারা রাত্রিব্যাপী অভিনয় করাতে পারেন? এর একমাত্র উপায় অভিনেতৃরা যদি ছোট বড় ভুলে গিয়ে একতা বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারেন, তাহলে সবদিক দিয়ে অদূর ভবিষ্যতে তাঁরাই লাভবান হবেন সব চেয়ে বেশী—পরিচালকদের চেয়েও।

বাঙলার রঙ্গালয়ের এই দারুণ দুর্দ্দিনে যাতে রঙ্গালয় গুলি ধ্বংস প্রাপ্ত না হয়ে পুনর্জ্জীবন লাভ করে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া কি অভিনেতৃদের একান্ত কর্ত্তব্য নয়?

নাট্যশালা বাঁচলে—বাঁচবে জাতি, বাঁচবে নট। নাট্যশালা না বাঁচলে নটের অস্তিত্ব থাকবে কোথায়? তখন পথে, ঘাটে, মাঠে সর্ব্বত্র তাদের দেখিয়ে লোকে বলবে, ওরা নট নয় নট নয়—ওরা শঠ।

তরুণ প্রচার শিল্পী

শ্রীঅতুল রায়

কিছুদিন থেকে দেখছি প্রচার-কার্য্য, চাকরী বা ব্যবসার দিকে তরুণদের অনেকেরই দৃষ্টি পড়েছে। গত দু'তিন বৎসরের মধ্যে ছোট বড় কাগজের সংখ্যা বেড়েছে, কাগজের বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করবার প্রতিনিধি, ক্যানভাসার ও এজেন্ট-সংখ্যাও বেড়েছে। অনেক দিন থেকে এই কাজে ব্যাপৃত বলেই হোক বা প্রচারক পত্রিকায় এই কাজ সম্বন্ধে একাধিক বার প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেছি বলেই হোক অনেকেই এ-সম্পর্কে আমার মতামত জানতে চেয়েছেন; আমার সহযোগীতাও দাবী করেছেন।

নবাগতরা অনেকে অনেক প্রকার প্রশ্নও করেছেন। নিজের ভাগের ধান্দায় ঘুরেই কাটে দিবারাত্র—পৃথক ভাবে অনুসন্ধিৎসু বন্ধুদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়ে ওঠে না...সময়াভাবেও বটে এবং অভিজ্ঞতার অভাবেও বটে। এ কাজের কিছুই তো জানিনে এখনও,—বুঝিনে বা কতটুকু। নিজের কাছে কত প্রশ্ন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে যায়... অপরের জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করি কি করে? মোটামুটি চোখে পড়ে, প্রচার-শিল্প ও অধিকাংশ বিজ্ঞাপনদাতা ও এজেন্টের কর্ম্মসংস্থা এখনও এতই অবোধ্য ও অপরিণত যে অন্ততঃ এই বাঙ্গলায় প্রচার-কার্য্যের বাধা কারবারের না আছে রাম, না হয় রামায়ণ। এর গলদের অন্ত নেই। এর সংস্কার প্রয়োজন। বিজ্ঞাপন দাতা, বিজ্ঞাপন-প্রকাশক, বিজ্ঞাপন সংগ্রাহক, বিজ্ঞাপন পাঠক—সকলেরই সমবেত চেষ্টা ও উদ্যোগে এই প্রচার শিল্পকে অবিলম্বে উন্নত করা আমাদের অন্ন বস্ত্রের অভাব মোচনের মতোই একান্ত প্রয়োজন। বার বার একথা বলেছি, কিন্তু বিজ্ঞাপন দাতাদের অনেকেই আমার অনাহূত নিবেদনের মধ্যে আমার স্বার্থের গন্ধটাই পেয়েছেন বেশী, বক্তব্য বিষয়টাকে একান্ত ভাবে ভেবে দেখবার মতো মনে করেন নি।

অথচ প্রচার শিল্প একটি অসীম শক্তিশালী ও হিতকর শিল্প। এবং প্রচার কার্য্যের ব্যবসায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও বিরাট ব্যবসায়। আমার ধারণা এক একদল সুশিক্ষিত যোগ্য ও অভিজ্ঞ প্রচার-কর্ম্মী জাতির ব্যবসা বাণিজ্য গঠনে মূলধনের চেয়েও অধিকতর কার্য্যকরী। অপর দেশের এমন কি পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যেরও

অরোরা আর্ট অ্যাডভার্টাইজিং কোংর সত্বাধিকারী – শ্রী অতুল রায়

পরিচালন নীতি এই প্রচার শিল্পেরই মেদ মজ্জা দিয়ে গড়া, এবং সর্ব্বত্রই প্রচার পদ্ধতিরই বিভিন্ন রূপ কাজ করছে সে সব দেশে। কিন্তু প্রচার শিল্প যে এত বড় সে ধারণা আমরা করতে পারি না। আমাদের যোগ্যতা নেই; অভিজ্ঞতা নেই। তাই এই প্রচার কার্য্য এদেশে এত উপেক্ষিত হয়ে রয়েছে।

আমাদের অতীত বা গতানুগতিক ধারার অনেক কিছুই নবাগতদের উৎসাহ, উদ্যম ও কর্ম্মপ্রচেষ্টার ফলে নূতন নূতন রূপ গ্রহণ করেছে। এ কাজ তরুণ-শক্তির নিকট অনেক কিছু আশা করে। এই প্রচার শিল্প তাদের হাতে যেন সুপ্রতিষ্ঠ হয়। তারা যেন যুগোপযোগী উপযুক্ত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করে প্রচার শিল্পের অমর অজর শক্তি ও অভ্রান্ত সত্যের বার্ত্তা প্রচার করে যোগ্যতর রূপে পরিচালন করে। তারা যেন এই অবনত আত্মবিস্মৃত জাতিকে জাগ্রত করে। এবং জাতীয় ব্যবসা বাণিজ্য গঠনের এই একমাত্র গুপ্তরহস্য প্রকাশ করে উন্নতির পথ নির্দ্দেশ করতে পারে। শিল্প দেবতা শিল্পীর সহায় হোন।

———

মানস সরের মরালী

শ্রীকালিদাস রায়

জাগো আমার মানস সরের মরালী
আবার গাহিয়া—
শতেক আঁখি পাঁপড়ি মেলে মৃণালী
রয় যে চাহিয়া।
কোন অতলের চিন্তামণির সন্ধানে
কোন পাতালে গেছ তুমি কোন খানে
নাগ জগতের নিখিল বিভব চঞ্চুতে
আনো বাহিয়া।
কণ্ঠ ভরে' কল্পলোকের অমিয়া
তুষ্ণবলে –
নাগ বালাদের সীঁথির মণি হরিয়া
আনছ সবলে ?
তরঙ্গিয়া হ্রদের হৃদয়-সুন্দরী
রজত পাখা ঝটপটিয়ে সন্তরি';
বাইরে এস রসকূপের অন্তরে
আজকে নাহিয়া—।

গান

শ্রীরামেন্দু দত্ত

ঐ, বনের কালো বুকের মাঝে
জ্যোৎস্না মাগে ঠাঁই –
তা'র পাতায় পাতায় গ'লে পড়ার
তাই ত বিরাম নাই।
তাই ত সারা আকাশ জুড়ে
বিদায়-ব্যথা বেড়ায় ঘুরে,
তাই ত বনের বাঁশীর সুরে
হাসির আভাস পাই !
জ্যোৎস্না ঝরে ধরার পরে
আজকে রাতের বেলা,
আলো ছায়ার কোলাকুলি—
চলছে কেলী খেলা।
চৈতী রাতের মাতাল হাওয়া
করছে কেবল আসা যাওয়া,
হাত ছানি দেয় গাছের পাতা,
জ্যোৎস্না বলে—"যাই।"

"ওঠা-উঠি"

—০—

শ্রীরাজেন্দ্র মিত্র

—০—

এক বাড়ীতে তিনচার ঘর ভাড়াটের বাস। কোলকাতা সহরে এই রকম ভাড়াটের সংখ্যাই বেশী।

এক তলার সামনের ঘর ছুটো আবার ভাড়া হয়ে গেল। সহরে বাড়ী খালি পড়ে থাকে না। চারদিন মাত্র খালি হয়েছে এর মধ্যেই আর এক নূতন ঘর ভাড়াটে এল। ছুটি কম-বয়সী স্বামী-স্ত্রী। যারা ভাড়াটে বাড়ীতে থাকে তাদের আসবাব পত্র বড় বিশেষ থাকে না। এদেরও নেই। ছুটি প্রাণী নিয়ে ছোট্ট সংসার—সেই-উপযুক্ত আসবাব পত্র...ছ'টাকা দামের ছুটো ষ্টীলট্রাঙ্ক দয়ালে টাঙানো আলনা... এক মোট বিছানা...গোটাকয়েক দৈনন্দিন ব্যবহার উপযোগী বাসন...একটি মেটে জলের কুজো...গোটা দুই লোহার বালতি... একটি উনুন এই সব আরও কিছু। স্বামীটি আর একটি ছোট বাক্স অতি সাবধানে ঝ্যাকড়া গাড়ীর মাথা থেকে ধরা ধরি করে নামালে—সেটি আর কিছু নয়, একটি বক্স হারমোনিয়ম। তারপর স্বামীটি গাড়ীর দরজা খুলে ধরলে গাড়ী থেকে নেমে এল আধঘোমটা টানা একটি বউ...পরণে আস-মানী রঙের শাড়ী ব্লাউজ, পায়ে পাঁচসিকে দামের আধুনিক ফ্যাসানের রঙীন শ্লিপার। দুহাতে দুগাছি করে চারগাছি সোনার চুড়ি, কানে দুটি অতি আধুনিক ফ্যাসানের দুল। বাঁ হাতের আঙুলে "অ" লেখা মীনে-করা আংটি...ডান হাতে রিষ্টওয়াচ্। বউটির দিকে চাইলে প্রথম এই সব গুলিই চোখে পড়ে। বউটি গাড়ী থেকে নেমে হন্ হন্ করে সামনের বাড়ীতে যেয়ে ঢুকলো ...স্বামী ততক্ষণে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বাড়ীর ভেতরে এসে সদর দরজা ভেজিয়ে দিলে। মাল পত্তর আগেই ভেতরে আনা হয়েছে।

অশেষকে আদপেই স্বামী বলে মানায় না। যেমন বয়স কম সংসার অভিজ্ঞতাও কিছু আছে বলে তো মনে হয় না। তবে চেহারায় কেমন একটা 'ধরো ধরো সখী' ভাব আছে। তা' যাই হোক অশেষ-এর বয়স কম হলেও—ইউনিভারসিটির অনেক গুলো পাশ করা...ওর ছাত্রজীবনে অর্থ উপার্জ্জনের হয়তো অনেক বড় বড় আশা ছিল—কিন্তু বিয়ের পরই ওকে ঢুকতে হয়েছে মার্চ্চেন্ট আপিসে চল্লিশ টাকা মাইনের কেরাণীগিরিতে। ওই উপার্জ্জনের ওপর নির্ভর করেই ওদের সংসার চলে যায়। আর শ্রীলা? ছোট্ট বৌটি। আজ কাল মেয়েদের যে রকম বেশী বয়সে বিয়ে হয়—সেই দিক দিয়ে শ্রীলাকে বেথুন কলেজে ক্লাস করতে পাঠানো চলে! কিন্তু শ্রীলার চেহারায় বেশ একটা চটক আছে। তবে ভারী ছটফটে। বাঙালী মেয়েদের অতটা ছটফটানি হয়তো সুশোভন নয়।

শ্রীলা টুকটুকে বউ...কড়্‌কড়্‌ করে কথা বলে...সামান্য কথাতেই হেসে লুটোপুটি যায়...হাসবার সময় সাদা সাদা দাঁত গুলো মুক্তোর মত ঝক্‌ঝক্ করে।

প্রথম বয়সের প্রথম প্রেমে বেশ একটা মধুরতা আছে। সকলকারই এমন একটা বয়স আসে—যখন প্রথম যৌবনের প্রথম মধুর স্বাদ পেয়ে মনে হয় প্রথম প্রেমের মত অমন মধু বুঝি আর কিছুতেই নেই—পৃথিবীতে ওই প্রেমের মধুই বুঝি একমাত্র কাম্য। অশেষ আর শ্রীলার রকম সকম দেখে তাই মনে হয়। ওরা দু'জন দু'জনের সঙ্গ ছাড়াছাড়ি বিশেষ সইতে পারে না।

সকালে তাড়াতাড়িতে শ্রীলার সাথে অশেষ এর খাওয়া হয় না। সকালে কোন রকমে দু'টো ভাত নাকে-মুখে গুঁজে অশেষকে আপিস যেতে হয়—"গোলামিগিরি" বড় জ্বালা। শ্রীলা দুপুরে বসে কবিতা লেখে—নয়তো বা তরুণ লেখকের লেখা গল্প উপন্যাস পড়ে। শ্রীলা কলেজে পড়া মেয়ে—সেন বাই ওর কুমারী-জীবন থেকেই। কোন দিন বা ওর এক দূর সম্পর্কে সাহিত্যিক ভাই আছে—অন্ততঃ ও ভাই বলেই পরিচয় দেয় বাড়ীর সব ভাড়াটেদের কাছে—সাহিত্যিক ভাইটির সাথে আড্ডা দিয়েই দুপুরটা কাটিয়ে দেয়।

আর স্বামী যখন সকাল সকাল আপিস থেকে আসে—সেদিন দু'জনে মিলে ট্রামে করে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে বেড়াতে যা—কোনদিন বা সিনেমায়—কিম্বা কোন মিটিং বা ভাল বক্তৃতা থাকলে তাতেও

যায়। তারপর রাত্র করে বাড়ী ফেরবার সময় দোকান থেকে খাবার কিনে এনে খেয়ে রাত কাটিয়ে দেয়। আধুনিক দাম্পত্য জীবনের এই ছবি—

রবিবার সারাদিনটা অশেষ শ্রীলার কাছ থেকে নড়ে না। দালানের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে দুটিতে এক সাথে খেতে বসে। শ্রীলা বলে—"কাগজে দেখছিলুম ম্যাডানে রবীন্দ্রঠাকুরের চণ্ডালিকা হবে—এবার কিন্তু দেখাতেই হবে, গতবার দেখা হয়নি।"

অশেষ উত্তর দেয়—"এখনো মাইনে পাইনি"—

খাওয়া শেষ করে শ্রীলা পান সাজতে বসে। দু'জনে পান খায়। ঠোঁটটি রাঙা করে শ্রীলা বলে—"নিয়ে এস 'লুডো' কাল যে বড় জোচ্চুরি করে হারিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আমার সঙ্গে চালাকি—আমি বুঝি কিছু বুঝতে পারিনা?—আমাকে কী ভাবো?—কচি খুকী?" শ্রীলা নিজেই উঠে তাক থেকে 'লুডো' পেড়ে খেলতে বসে। খেলা চলতে থাকে। অশেষ লোক সমাজে কেমন যেন একটু মুখ চোরা—কিন্তু শ্রীলার কাছে ওর মুখ খুলে যায়। অনেক কথা কাটাকাটির পর অশেষকে শ্রীলার কাছে হারতেই হয়—অশেষ এর পরাজয় হবেই, এ যেন চিরন্তন ঘটনা, শুধু কালরাত্রে কেমন করে জিতে গিয়েছিল।—

খেলা শেষ করে শ্রীলা পান চিবোতে চিবোতে রান্না ঘরের দোর গোড়ায় বাসন মাজতে বসে। আর স্বামীটি তখন ঝাঁটা হাতে করে রান্না ঘর ধোয়। শ্রীলা অনেক কষ্টে স্বামীকে ঝাঁটা ধরতে শিখিয়েছে।

এমনি ওদের জীবন—

ওই বাড়ীতেই তেতলায় মেজ পিসিমার ঘরে রোজ দুপুরে মেয়েদের মজলিস্ বসে। মজলিসে যোগ দেয় অনেকেই—এ বাড়ীর, পাড়ার আরও অনেক বাড়ীর মেয়েরা। কুমারী, সধবা, বিধবা সব রকমই আছে।

মেজ পিসিমাই সভা-নেত্রীর আসন দখল করে। দোতলার এক বর্ষীয়সী সধবা গিন্নীটী প্রথমেই সুর করে বলে—কী ঘেন্নার কথা মা দেখেশুনে লজ্জায় মরে যাই—বউ ছুঁড়ীর কী একটু লজ্জা নেই গা" বলে তিনি মুখটা এমন বিকৃত করে, তা ভাষায় বলা যায়না। পাশ থেকে মেজ বউ অশোকা বলে—"পিসিমা সোমত্ত বয়সের স্বামী স্ত্রীর প্রেম একটু এ-আধটু হয়েই থাকে।" অশোকা যুবতী। আঁট সাঁট শরীর। কথাগুলো তাই নিজের দিকেই টেনে বলে।

মেজ পিসিমা জলে ওঠে বলে, "হাঁলো ছুঁড়ি' সোমত্ত বয়স আমাদের কোনো দিনতো ছিল না। আমরাও সোমত্ত বয়স ছুঁড়ি ছিলুম এককালে...স্বামীর সাথে ভালবাসাবাসি খেলা খেলেওছি অনেক—কিন্তু স্বামী মুড়োঝাঁটা হাতে করে, রান্নাঘর ধুয়ে দেবে.. রান্না করে খাওয়াবে—এমন শুনিনি আগে।' কথাগুলো বলে [illegible] পিসি হাঁপাতে থাকে। ওদের ম[illegible] একটি কুমারী বলে ওঠে- "বউ "নি[illegible] করে এসে রাতে যে স্বামীকে দিয়ে টিপিয়ে নেয়না—তাই বা কে জা[illegible] কুমারীটি বড় ফাজিল, গরমের ছুটী বন্ধ—তাই দুপুরটা এই খানেই নষ্ট[illegible] মহিলামজলিসের প্র[illegible]-পরিচালকের বক্তৃ[illegible] আর চিঠিপত্র শুনেই কাটে। এমন [illegible] বাড়ীওলা গিন্নী এসে জুটলো। ভা[illegible] পাড়া চড়ে বেড়ানো তার অভ্যাস—[illegible] পেটের ভাত বুঝি হজম হয় না। "এত দিদি এসেছো...বসো বসো...যা' যা' [illegible] সব দিকিনি তোদের এখনও বিয়ে হয়নি তোরা এখন এখানে কেন.. শোনা করগে যা'—মহিলা মজলিস্ ও যা'..."কুমারীটি বল্লে—"বিকুণ[illegible]

ভাইটির যে অসুখ করেছে...চিঠিপত্র আজ পড়া হবে না"...

বাড়ীওলা গিন্নী নাদুস নাদুস শরীরটি নিয়ে বসে পড়ে বলে—"কার কথা হচ্ছে ?"

মেজ পিসিমা উত্তর দেয়—"নীচে ওই ঘর দু'টোয় কী ভাড়াটেই এনেছো দিদি !... লজ্জায় নিজেই চোখ বুজে থাকি—কিন্তু এক বাড়ীতে থাকলে ওসব চোখের সামনে নিত্য দেখতেই হয় বাঙালী মেয়ের নির্লজ্জতা।"

পাশ থেকে আর একজন বলে ওঠে—"ছোঁড়াকেও বলি হারি যাই.. স্বামী যায় আপিস্ করতে আর এদিকে দুপুরে আর একজন এসে বউএর সঙ্গে ইয়ারকী দিয়ে যায়, স্বামীর হুঁস্ থাকে না ?" অশোকা মুখ টিপে বলে—"ও ওর ভাই হয় সম্পর্কে।" বড় মাসিমা জ্বলে উঠে বলে—"সে কি আর কি ?...আচ্ছা বলতো দিদি, ভাই যদি হবে তবে ছুঁড়ীর দরজা ভেজিয়ে ভায়ের সাথে ফিস্ ফিসিনি কিসের ?..."

সেই কুমারীটি এবার আস্তে আস্তে বলে—"আমি কিন্তু লুকিয়ে দেখেছি ওরা কি করে। ছোঁড়াটা ওমর খৈয়াম সুর করে পড়ে বউটাকে শোনায়। বউটা যে কবিতা লেখে—কাগজে পত্রে ছাপা হয়েছে—বউটা আমায় দেখিয়েছে। ওতে, দোষ নেই।"

বাড়ীউলী গিন্নি মুখে দুটো পান পুরে পিসিমাকে উদ্দেশ্য করে বলে যায়—"দোষ নেই বলি কি করে ভাই !...সেদিন দেখলুম ওই ভাই দুপুরে এসে বউটাকে কী বলে চলে গেল এবং তার কিছুক্ষণ বাদেই একটা ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে এল। তারপর বউটা সাজগোজ করে...পায়ে লাল লপেটা লাগিয়ে ...ভায়ের সাথে ট্যাক্সি করে কোথায় চলে গেল। ছোঁড়াটা পাঁচটার সময় বউটাকে আবার বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে গেল। বউকে জিজ্ঞেস করে জানলুম—কোন সভায় রবীঠাকুর বক্তৃতা দিলে তাই শুনতে গিয়েছিল। শুনে নিজেই ঘেন্নায় মরে যাই—এযে কী দিনকাল পড়েছে—স্বামী রইল আপিসে, আর দুপুরে সোমত্ত বয়সের বউ ভাই না-কে,—তার সাথে গেল "মিটিং" করতে। শুধু তাই নয় সেদিন বিকেলে দেখি স্বামীর সাথে বাজার করে ফিরচে। বউ চলেচে আগে তার পিছনে স্বামীটি বাজারের থলি হাতে আসচে। আমাকে সামনে দেখে নিজেই হেসে বল্লে—"বেড়াতে গিয়ে ছিলুম—তাই আসবার সময় ওঁর সঙ্গে বাজার করে আনলুম—নিজের হাতে বাজার করলে থেয়ে ভারী সুখ হয়।"... বাড়ীতে এসে নিজেই হেসে লুটোপুটি যাই।"

কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মেজবউ অশোকা সহাস্যে বলে ওঠে—"কাকিমা ওসব তো ভালই—টিকিট বেচা...সেলায়ের কাজ...টাইপ রাইটিং...টেলীফান এক্সচেঞ্জ এসব অনেক আগেই মেয়েরা দখল করেছে ...আর এতটুকু বাজার করা.. হিসেব রাখা ...অতিথি অভ্যাগতের ভার—এসবই আপনি দখলে চলে আসচে—এবার আমরা পথে বেরিয়ে পড়বো ঘরে থাকবে পুরুষরা... ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা...ভাঁড়ার ঘরের হিসেব...রান্না ফন্দ ওরাই করুক।"

মজলিসের মধ্যে একটা হাসির রোল পড়ে যায়। সেই কাজিল কুমারীটি বলে—"বৌদি, নিজের হাতে বাজার করা মেয়েরা পছন্দও করে.. আমাদের মহিলা-মজলিসে এক দিদি তাই মেয়েদের বাজার করা নিয়ে মস্ত চিঠি দিয়েছিল...দাদা ভাইটিও এটা সমর্থন করে যে, মেয়েরা নিজের হাতে বাজার করবে।"

পিসিমা মেয়েদের এত প্রগলভতা সইতে পারে না,...বলে—"তুই থাম দিকিনি। পুরুষগুলোর কা আত্মসম্মানও একটু বাধে না ? স্ত্রী আগে আগে চল্ল জুতো পায়ে দিয়ে গটগট করে আর পেছনে স্বামী বোঝা বাজারের থলি হাতে—"

আবার হাসি।

এমনি প্রতিদিনই দুপুরে নিচেকার ভাড়াটে দম্পতীকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা বিদ্রূপ চলে। পরচর্চা, আর পরনিন্দায় মেয়েরা কেমন একটা বিশেষ সুখ পায়।

শ্রীলা দুপুরে ঘরে বসে—ওপর থেকে দু'একটা কথা যা ছিটকে আসে তাই শুনে অতি সহজেই বুঝতে পারে আলোচ্য বিষয়টি কী।

* * *

আবার ওঠা-উঠি। ভাড়াটে বাড়ীতে যারা থাকে তাদের এরকম ওঠা-উঠি অনবরতই করতে হয়।

শ্রীলার স্বভাব চরিত্র ভাল নয়। সেই ভাইটিকে নিয়ে পাড়াতে মেয়েদের মধ্যে অনেক কথা রটেছে। বাড়ীর আর কারো সাথেই শ্রীলার ভাব নেই—শুধু দোতলার মেজ বউটি বিকেলে নীচে কাপড় কাচতে এসে দু'একটা গল্প করে যায়।

আবার বিছানা পত্তর বাঁধা হলো। ছ্যাকড়া গাড়ী দোরে এসে দাঁড়ালো। মালপত্তর গাড়ীতে উঠে যাবার পর—শ্রীলা ওপরে উঠে গেল, সকলের সাথে দেখা করতে। দোতলাতেই মেজ পিসিমার সাথে সাক্ষাৎ ঘটলো। শ্রীলা মেজ পিসিমার পায়ের ধুলো মাথায় দিয়ে বল্লে—"চল্লুম। আর হয়তো দেখা হবে না।" পিসিমা উত্তর দিলে—"এই ক'মাসেই কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে মা'—যেখানেই থাকো সুখে থাকো—পাড়ার এর তার কথায় কান না দিয়ে আমাদের আশ্রয়ে থাকলেই পারতে।"

হায় নারী !...এক্য ! ছলনা !...সামনে বলবার সাহস নেই !

আরও অনেকের সাথে দেখা হলো। প্রায় নীচ থেকে অশেষ ডাকলে—"গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।—"

শ্রীলা যাবার সময় শুধু—"মেজবউ অশোকার হাতটি ধরে বল্লে—দিদি তুমিও আমায় ভুল বুঝো না...নারীর স্বাধীনতা ভালবাসি, কিন্তু নারীর স্বেচ্ছাচারিতাকে আমিও ঘৃণা করি যে কুৎসা তোমরা আমায় দিলে এ আমার চিরদিন মনে থাকবে। সত্যই ও আমার ভাই, ওই ভাইটি আমার ভবঘুরে...তাই অমন দুপুরে [illegible] বিলোতে কাছে আসে—আমাকে [illegible] ভালবাসি—তার কাছে এমন কিছুই গোপন নেই..."

শ্রীলার চোখে জল।

জীর্ণ তরীখান

—o—

শ্রীজগৎ ঘটক

—o—

নিদাঘের ঝঞ্ঝা সম অন্ধ হ য়ে এসেছিলে কবে।
আজিও সে-স্মৃতি মম অন্তর ভরে কলেবরে ॥
বরষার বন্যাসম ভাঙিয়াছ দুই কূল মোর
হৃদয়ের,—স্বপ্নে যারে বেঁধেছিলে রচি' ফুল-ডোর
সে কথা কি হায়—
মিছে সব ? স্তব্ধ মম অন্তর ভরে নিরাশায়।

শূন্য আজি অন্ধকারে মিশে যায় একাকার হ'য়ে,—
মেঘ-অন্তরালে থাকি কাঁদে চাঁদ একা র য়ে র'য়ে।
শরৎ এসেছে, তবু আসে নাই শরতের হাসি,
দীর্ণ বক্ষ ভেদ করি' ফুকারিয়া ওঠে কার বাঁশী।
সেই সুরে সুর
মিলাইয়া গেযে চলি গান আজি দূর বহুদূর ॥

ভুলি নাই অতীতের স্মৃতি—আছে স্বপনেতে মাখা,—
ভোলেনা বিহগ যথা ঝঞ্ঝাবাতে হ য়ে ছিন্ন পাখা ;
নিরাশার অন্ধকার ঘিরিয়াছে শারদ গগন,
নাহি রবি, নাহি শশী আকাশেতে তারা অগনণ।
তবু গাহি গান—
অকূল সাগরে আজ ভাসিবে এ জীর্ণতরী খান ॥

আপনি কি ভোজনে তৃপ্তি পান ?

ইহা শুধু স্বাস্থ্যবান ব্যক্তির পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ কিন্তু অজীর্ণ রোগগ্রস্তের পক্ষে ইহা পরিহাস মাত্র।

অগ্নিমান্দ্য হইলেই বুঝিতে হইবে যে আপনার শরীরে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে এবং তাহারই জন্য আপনি জীবনের এক সুখ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন এবং আপনার পুষ্টিকারক ঔষধ সেবন করা আবশ্যক।

উত্তমরূপে আহার করিয়া যদি পরে অজীর্ণতায় কষ্ট পান, অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ ব্যবহার করা বিধেয়।

সন্তোষজনক বা অল্প আহারের পর কোষ্ঠকাঠিন্য অনুভব করিলে, মৃদু বিরেচক ঔষধ সেবনীয়।

ষ্টার্নসের পরিপাচক ও পুষ্টিকারক বটিকা এই তিনটি অভাবই পূরণ করে। রক্ত, স্নায়ু, পরিপাক-শক্তি এবং অন্ত্রের কার্য্য নিয়মিত করিয়া পুরুষ ও নারী উভয়েরই দৈহিক ক্ষমতা ও প্রজননশক্তি আশ্চর্য্যরূপে বৃদ্ধি করে।

উচ্চ দরের সকল ডাক্তারখানায় ও দোকানে পাওয়া যায়।

STEARNS'

DIGESTIVE & TONIC TABLETS

Remedial, Restorative, Rejuvenating

সকল কাজেই হবে সুখভোগ।
প্রমোদেও হবে পূর্ণ উপভোগ॥

সম্পাদক—শ্রীজ্ঞানদা চরণ দাস।

Printed and Published by J. C. Das, at the Chitra Press 124/1, Maniktalla Street, Calcutta.

AJ-KAL. PHONE, B. B. 3450 January 20 1934

৩য় বর্ষ, ৩০শ সংখ্যা। | শনিবার, ৬ই মাঘ ১৩৪০। ২০শে জানুয়ারী ১৯৩৪। | নগদ মূল্য দুই পয়সা

Single Copy 6 pies Annual Subscription Rs. 2/-

নারী সমবায় ভাণ্ডার

মহিলা পরিচালিত একমাত্র যৌথপ্রতিষ্ঠান

[লেডী অবলা বসু পৃষ্ঠপোষিত]

"আমরা অনুরোধ করি—প্রত্যেক কলিকাতা ও মফঃস্বলবাসী এখানে পূজার বাজার করুন এবং ইহার সেয়ার ক্রয় করিয়া—বাঙ্গালী নারী প্রতিষ্ঠিত এই দোকানটি সকলের গৌরবের বস্তু করিতে সাহায্য করুন।"

শ্রীঅবলা বসু

১৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

একমাত্র পুরাতন ব্যবসায়ী

দার্জ্জিলিং টি কোং

৩০।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সাধনা

ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ—

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ,

আয়ুর্বেদশাস্ত্রী এম এ, এফ সি এস্

(লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের

ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার, ২১৩ বহুবাজার, ২০৭।১ হ্যারিসন রোড (বড় বাজার) কলিকাতা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, বগুড়া, তিনসুকিয়া (আসাম) মানিকগঞ্জ, জমসেদপুর (এল টাউন, বিহার), লাহোর (পাঞ্জাব) পাটুয়াটুলী (ঢাকা) রেঙ্গুন (ব্রহ্মদেশ), ভাগলপুর (বিহার), মেদিনীপুর, সর্ব্ববিধ ঔষধ বিশুদ্ধভাবে ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রমতে আমার নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইতেছে। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটলগ পাঠান হয়। বিস্তারিত অবস্থা জানাইলে যত্নের সহিত উপযুক্ত ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণ সিন্দুর)—

বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲টাকা

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় প্রস্তুত। কফ কাসি সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতানাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা।

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্ন দোষ প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায় ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ—প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও দুরারোগ্য স্ত্রীরোগের মহৌষধ মূল্য—১৬ মাত্রা ২৲ ৫০ মাত্রা ৫৲ টাকা।

সূচীপত্র

আজ-কালের
নিয়মাবলী

১। আজ-কাল প্রতি শুক্রবার প্রাতে কলিকাতায় প্রকাশিত হয়।

২। সহরে ও মফঃস্বলে প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা, বার্ষিক সডাক দুই টাকা মাত্র।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়। কোনো প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে সম্পাদক কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহেন। ডাক-টিকিট দেওয়া থাকিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয়। ৩ মাসের বেশী কোনো অমনোনীত প্রবন্ধ পড়িয়া থাকিলে যদি হারাইয়া যায় সম্পাদক দায়ী নহেন।

৪। টাকা কড়ি প্রভৃতি ম্যানেজার আজ-কাল, ১২৪।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।

আজ-কাল
১২৪।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ফোন বি, বি, ৩৪৫০

৭৬।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট] — **রঙমহল** — [ফোন ২৪৪৫ বড়বাজার।

অনুরূপা দেবীর

মহানিশা

শুক্রবার ১৯শে জানুয়ারী

রাত্রি ২ টায়

রবিবার ২১শে জানুয়ারী

বেলা ৩॥ টায়

মন্মথ রায়ের

অশোক

শনিবার ২০শে জানুয়ারী

রাত্রি ৭ টায়

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় হইতেছে

৮৩নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা, ফোন—বড়বাজার—১১৩৩

শনিবার ২০শে জানুয়ারী হইতে

একাদশ সপ্তাহ

মীরাবাঈ

যে চিত্র আজ নিজ গুণগরিমায় শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করিয়াছে সেই মনমুগ্ধকর চিত্রখানি উপভোগ করিয়া সকলে মনের মালিন্য দূর করুন।

শনিবার ও রবিবার তিনবার—

বেলা ৩টা, সন্ধ্যা ৬-১৫ ও রাত্রি ৯॥টায়

অন্যান্য দিবস দুইবার সন্ধ্যা ৬-১৫ ও রাত্রি ৯॥টায়

উদয়ন

অভিনব সচিত্র

মাসিক পত্র

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের রচনায় সমৃদ্ধ

সকল রুচির পাঠকগণের উপযোগী

বার্ষিক মূল্য সডাক

৪॥০ টাকা

এখনই

গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন

দি কলিকাতা ট্রেডিং কোং

৭৯।৯, লোয়ার সার্কুলার রোড

৩য় বর্ষ] শনিবার, ৬ই মাঘ ১৩৪০ সাল, ২০শে জানুয়ারী ১৯৩৪ [৩০শ সংখ্যা

বিশ্ববিদ্যালয় ও মেয়েদের শিক্ষা

— ০ —

আমাদের বৃদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া পড়িয়াছে। নতুবা দেশের শিক্ষার তদারকের ভার যাহার উপর সেই প্রতিষ্ঠান—তাহার চারিদিকে যে শিক্ষার নামে ব্যাভিচার চলিতেছে, যাহা দেশের প্রয়োজনের অতি পশ্চাতে পড়িয়া রহিল এবং জাতির অগ্রগতির সহায়ক না হইয়া বাধা সৃষ্টি করিল, এমন করিয়া দেখিয়া শুনিয়া অন্ধ থাকে কি করিয়া? এখানে ছেলেরা পাস করিয়া অপদার্থ বনিয়া যায়, এমনকি পাসের খরচ সারা জীবনে অর্জ্জন করিতে সক্ষম হয় না; ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে তাহারা যেমন তাহাদের তথাকথিত বিদ্যার সদ্ব্যবহার করিতে না পারে তেমনি জাতীয় জীবনে একটা গলগ্রহ স্বরূপ থাকিয়া যায়। দিনে দিনে এই ভাবে জাতির সম্পদ যে খর্ব্ব হইতেছে আজ আর তাহা অস্বীকার করিবার কাহারো উপায় নাই।

একদা ছেলেদের শিক্ষার বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিক যে বাঁধা সরুড়াটি ধরিয়াছিল আজ মেয়েদের বেলায় সেই একমাত্র পথ ভিন্ন অন্য পথ এখনো সে দেখিতে পায় নাই।

মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার চাহিদা আজ বহুগুণ বাড়িয়াছে সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া তাহা গতানুগতিক পথে পরিচালিত করিতে হইবে ইহা না প্রয়োজনের দিক দিয়া না জাতীয় উৎকর্ষের দিক দিয়া সমর্থনযোগ্য। যদি বিশ্ববিদ্যালয় নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধি আজ না হারাইত তাহা হইলে তাহার গতানুগতিকতার প্রতি এ অন্ধ শ্রদ্ধা দেখিতাম না এবং আজ মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষার জন্য যে প্রবল ইচ্ছা বাড়িয়াছে তাহার সুযোগ লইয়া একটা নূতন কিছু গড়িতে তাহাকে দেখিতাম।

আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবের বিষয় নহে যে পাড়ায় পাড়ায় ছেলেদের স্কুল তা' অখ্যাতপল্লীতে হোক্ না কেন—মেয়েদের সকালে পড়াইবার অবাধ সম্মতি তাহারা দিতেছেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রশ্ন করিয়াছিলাম বিশ্ববিদ্যালয় কিসের উপর ভিত্তি করিয়া ইহাদের affiliation দিয়া থাকেন? একই বাড়ী, একই ষ্টাফ্ মায় চাকরটি পর্য্যন্ত, একই লাইব্রেরী (apology of a library) এই দিয়া মেয়েদের ক্লাস খোলা হইল। ইহাতে অতিরিক্ত খরচ নাই বরং চালাইতে পারিলে লাভই আছে। কিন্তু efficiency বলিয়া কোনো বস্তু কি নাই? ইতিমধ্যে আমাদের হাতে যেসব খবর আসিয়াছে তাহাতে দেখিতে পাই—এক বিদ্যাসাগর স্কুলের বালিকা বিভাগে হেড মাষ্টার ছাড়া সবই মহিলা শিক্ষয়িত্রী লওয়া হইয়াছে, এবং তাঁহাদের আশা যে তাঁহারা দুএক বছরে মেয়েদের স্কুলের জন্য আলাদা বাড়ী লইবেন। শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যেও মেয়েদের উপযোগী কয়েকটা বিষয় তাঁহাদের শিক্ষা-তালিকায় স্থান পাইয়াছে দেখিলাম। যাহাদের সত্যিকারের গড়িবার আশা আকাঙ্খা আমরা তাহাদের বাধা দিব না। কিন্তু নিছক ব্যবসাগত উদ্দেশ্য যাহাদের তাহাদের মেয়েদের শিক্ষা লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে দেওয়া পাপ।

বৃহৎ অজগর সাপের ন্যায় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় নড়ে চড়ে যেমন কম, অজগর গতিরও তার অভাব। জাতীয় জাতীয় জীবনে সমস্যাগ্রস্ত সকল প্রতিষ্ঠানের দাবী আজ সে হারাইয়াছে। বিশেষতঃ মেয়েদের শিক্ষা ও শিক্ষালয় সম্বন্ধে একটা নূতন Orientation এই প্রতিষ্ঠানের নিকট আজ আমরা পাইতাম।

কিন্তু জাতীয়-জীবনে আজ যে-দুর্যোগ অবহেলা লাভ করিল কাল তাহা নিশ্চয় দুর্যোগ আনয়ন করিবে।

— —

ভারতে ভূমিকম্প

—•—

'মৈ ভুখা হুঁ', 'মৈ ভুখা হুঁ',—সহসা শান্ত ধরিত্রীর বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া এই তীব্র চীৎকার আকাশ বাতাস ভরিয়া ফেলিল। এ যে মহাকালের আহ্বান। সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কায় মাতা ধরিত্রীর বুক দুলিয়া উঠিল। মহাভূকম্পে সারা ভারতবর্ষ কম্পিত হইল। উত্তর বিহারের দুর্ভাগ্য মহাকালের রুদ্র-রোষ তাহাদের উপর যাইয়া পড়িল। সহস্র সহস্র লোক প্রাণ দিয়া সে মহাতৃষ্ণার তৃপ্তি সাধন করিল. ফলে আজ উত্তর-বিহার শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। মহাকালের তাণ্ডব থামিয়াছে ত!

তাহাদের দুর্দ্দশা অবর্ণনীয়। লোক অসংখ্য মরিয়াছে, বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া লক্ষ লক্ষ লোক নিরাশ্রয় হইয়াছে—তাহার উপর স্থানে স্থানে মাটি ফাটিয়া জলে জলময় হইয়াছে। কোনও স্থান হইতে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ সম্ভব হইতেছে না। ইতিমধ্যে যাহা জানা গিয়াছে তাহাতে চম্পারণ, মুজাফ্‌ফরপুর, জামালপুর, মুঙ্গের, দ্বারভাঙ্গা, পাটনায় ক্ষতি হইয়াছে খুব বেশী।

কাশীতে ভূমিকম্প! কলির শেষ হইয়া আসিল আর কি! দেবতার আর মাহাত্ম্য নাই! তাহা না হইলে পৃথিবীর বাহিরে মহাদেবের ত্রিশূলের উপর প্রতিষ্ঠিত যে বারানসীধাম—লোকে বলে সেখানে ভূমিকম্পের ভয় নাই। কিন্তু এবার গত সোমবারের ভূমিকম্পে লোকের সে ভুল ভাঙ্গিয়াছে।

এই ভূমিকম্পও হইয়াছে ভীষণ—প্রায় ৮ মিনিট ধরিয়া। ১৮৯৭ সালের জুন মাসে যে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহার পর এমন আর হয় নাই। তবে সেবারে হইয়াছিল বাংলার সর্ব্বনাশ আর এবারে হইয়াছে উত্তর বিহার এবং দক্ষিণ পূর্ব্ব যুক্তপ্রদেশের। পাটনা, জামালপুর, কাশী, গয়া, কানপুর ইত্যাদি সহরে বাড়ী ভাঙ্গিয়াছে সংখ্যাতীত—লোকও মরিয়াছে অনেক। উত্তর বিহারে টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়িয়া গিয়াছে—রেল লাইন ও ব্রিজ ভাঙ্গিয়াছে, এ অঞ্চল ভারতের অন্যান্য অংশ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ২ খানা উড়ো জাহাজ লইয়া গিয়াছিল—সকল স্থানের সংবাদ সংগ্রহের জন্য।

মজফ্‌ফরপুরে প্রায় সহস্রাধিক লোক হত হইয়াছে। আহতের ত কথাই নাই। মোতিহারি অঞ্চলেও লোকক্ষয় হইয়াছে—সংখ্যা এখনও জানা যায় নাই। মাটি ফাটিয়া জল উঠিয়াছে। যে গৃহগুলি ভূমিকম্পের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিল তাহা বন্যার গ্রাসে। বহু বাড়ী ডুবিয়া গিয়াছে—মধ্যে মধ্যে ঘরের ছাদ দেখা যাইতেছে।

মুঙ্গেরে হতের সংখ্যা ৫০০ এবং আহত হইয়াছে প্রায় হাজার। সহর ভাঙ্গিয়া ভগ্ন স্তূপে পরিণত হইয়াছে। দ্বারভাঙ্গার অবস্থাও তাই—সহরেই লোক মরিয়াছে ৩০০ জন।

ভূমিকম্পে ক্ষতির কথা বলিতে গেলে প্রথমেই মনে আসে—বিহারের রাজধানী পাটনার কথা। সরকারী হিসাবে সেখানে লোক মরিয়াছে ৫৬ জন, আহত হইয়াছে ৪০৭ জন—বাড়ী ভাঙ্গিয়াছে প্রায় ৫০০০টী। লোকের দুঃখের সীমা নাই। আবার ভূমিকম্প হইবে শুনিয়া সকলে সোমবার রাত্রি হইতে এই মাঘ মাসের দারুণ শীত উপেক্ষা করিয়া খোলা মাঠে শুইতেছে। গত মঙ্গলবারে বেলা ১০টার পর আবার ভূমিকম্প হয়—তাহা অতি সামান্য কোন ক্ষতি করে নাই।

সহরের চারিধারে শুধু ভাঙ্গা বাড়ী—আর ইঁট কাঠের স্তূপ। শুধু যে বড় বাড়ীই ভাঙ্গিয়াছে তাহা নয়—গরীব মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকও গৃহহীন হইয়াছে অনেক। তাহারা বাঁকিপুর ময়দানে আশ্রয় লইয়াছে। এই প্রকার প্রবল ভূমিকম্প ইতিপূর্ব্বে পাটনায় হইয়াছে বলিয়া ইতিহাসে পাওয়া যায় না। সহরের সর্ব্বত্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়—বাড়ী হইতে লোকজন সব রাস্তায় বাহির হইয়া আসে। স্কুল, কলেজ, অফিস, সরকারী অফিস সবই বন্ধ হইয়া যায় এবং পরের দিনও বন্ধ থাকে।

বাড়ী চাপা পড়িয়া যাহারা আহত হইয়াছিল তাহাদের তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে লইয়া গিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। সেখানকার অবস্থা অবর্ণনীয়। যে সকল রোগী তথায় চিকিৎসিত হইতেছিল তাহাদিগকে সরাইয়া আহত লোকদের স্থান করিয়া দেওয়া হয়। হাসপাতালে নূতন লোকেরই স্থান সঙ্কুলান হইয়া উঠিল না—পুরাতন রোগীদিগকে স্থান দেওয়া হইল নীচে। এই সকল লোক ছাড়া কত লোককে বা বাহির হইতে first aid দিয়া বিদায় করিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই।

কোনও ক্ষতি হয় নাই এমন বাড়ী এক-

খানাও সহরে নাই। বেশীসংখ্যক বাড়ী ভাঙ্গিয়াছে—আর ফাটিয়াছে সব বাড়ী। হাইকোর্টের খানিকটা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক, স্যার আলি ইমামের বাড়ী, প্রধান বিচারপতির বাসস্থান, প্রোটেষ্ট্যাণ্ট গির্জ্জা, রেগো হোষ্টেল, বিচারপতি মিঃ আগরওয়ালার বাড়ী, মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যালের বাসস্থান, পুলিশসাহেবের বাড়ী, পাটনা হাসপাতালের নার্সদের বাসস্থান ইত্যাদি অনেক বাড়ীর বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। পাটনা সেক্রেটারীয়টের ঘড়িঘর পড়িয়া গিয়াছে।

পাটনার পরই জামালপুর। এপর্য্যন্ত লোকের মৃত্যুসংখ্যা হইয়াছে ৫০—আহতের সংখ্যাও অনেক। রেল-কর্ম্মচারীদের বাসাবাড়ী ১৮০টী তাহার মধ্যে ১৩০টীই ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। ষ্টেশন এবং কারখানার ক্ষতি হইয়াছে অনেক। রেলওয়ে কলোনিতে মরিয়াছে ১৭জন এবং আহত হইয়াছে ৪৮জন, তাহাদের মধ্যে ৪১ জনের অবস্থা খারাপ। বাজারের বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে ইহার ফলেও মৃত্যু হইয়াছে অন্ততঃ ১৬জন। ষ্টেশন প্লাটফর্ম্মের ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল—সৌভাগ্যবশতঃ সে সময় মালগাড়ী নীচে ছিল, কোন যাত্রীবাহী ট্রেণ ছিল না। একদিন ট্রেণ যাতায়াত বন্ধ ছিল।

গয়াতে লোক মরিয়াছে ৯জন। বাড়ী ঘরও পড়িয়াছে অনেক। ভাগলপুরে মারিয়াছে ৬জন—জেলখানা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মুঙ্গেরের সংবাদও ভাল নয়। পাটনা হইতে বহু পুলিশ এবং ডাক্তার সেখানে পাঠান হইয়াছে। সঠিক সংবাদ এখনও মিলিতেছে না। ট্রেণ, টেলিগ্রাম ইত্যাদি লাইন ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সংবাদ সংগ্রহ কঠিন হইয়াছে। ইহার পর সঠিক সংবাদ পাইলে ভূমিকম্পের ভীষণতা উপলব্ধি হইবে।

কাশীর সংবাদও ভাল নয়। তবে হতাহতের সংখ্যা বোধহয় এত বেশী নয়। মাত্র ২৪ জনের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে একজন মরিয়াছে একজন লোকের চাপে—কাপড়ের কল হইতে মজুরগণ ভয়ে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া বাহির হইতে একজন পড়িয়া যায় এবং পদদলিত হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়। মৃত্যু সংখ্যা কম হইলেও বাড়ী ভাঙ্গিয়াছে অনেক। এলাহাবাদ ও লক্ষ্ণৌতেও ক্ষতি হইয়াছে খুব বেশী। তাহা অপেক্ষাও হইয়াছে কানপুরে।

এই ভূমিকম্প হইয়াছে সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া। তবে উত্তর বিহারে ক্ষতি হইয়াছে বেশী—তারপর যুক্তপ্রদেশে। বাংলার মধ্যে দার্জ্জিলিং অঞ্চল ছাড়া অন্য কোথাও ভূমিকম্পের ভীষণতা তেমন উপলব্ধি হয় নাই।

——

টিপ্পনী

শীতকালে কলিকাতায় আমোদের আয়োজন হয় কত। তাহার মধ্যে সার্কাসই নূতন, কারণ শীত শেষ হইলেই তাহারা চলিয়া যায়। ইহাতে বিশেষত্ব কিছুই নাই। তবে এবার সহরে চাঞ্চল্য দেখা দিয়াছে।

* *

কার্ল হেগেনবেক সার্কাস জগদ্বিখ্যাত জার্ম্মান সার্কাস। তাহারা খেলাও নাকি খুব ভাল দেখাইতেছে—লোকও ছুটিতেছে দলে দলে। একদিন দেখা গেল বহু হ্যাণ্ডবিল বিলি হইতেছে। হঠাৎ তিন জন জার্ম্মাণ বিতরণকারিনী মহিলাকে আক্রমণ করিল।

* *

একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক তাহা দেখিয়া মহিলাটীকে রক্ষা করিতে যাইয়া তাহাদের দ্বারা প্রহৃত হইলেন। তাহারা হ্যাণ্ডবিলগুলি মহিলাটীর হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া প্রস্থান করিল—ফলে মহিলাটীও নাকি আঘাত পাইয়াছেন।

* *

তাহার পর কোর্টের সাহায্যে ১৪৪ ধারা জারি হইয়াছে। উক্ত হ্যাণ্ডবিল বিলি নিষিদ্ধ হইয়াছে। এখন কথা হইতেছে যে ইহাতে কি ছিল যাহাতে জাম্মাণগণ লাল কাপড় দেখিয়া "চটিত" জীব বিশেষের ন্যায় ব্যবহার করিয়াছে যাহাতে মহিলা আঘাত পাইয়াছে।

* *

ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য দায়ী করা হইয়াছে হেগেনবেক কোম্পানীকে। ১৯২৬ সালে Indian Show বার্লিনে এবং প্যারিসে দেখান হয়। তাহাতে এদেশ হইতে দরিদ্র নিরক্ষর নিম্নজাতীর লোকদের লইয়া গিয়া ভারতীয় লোক বলিয়া দেখান হয়। তদ্বারা জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও উন্নত সভ্যতাকে হেয় করা হইয়াছে।

* *

কাল হেগেনবেকের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে তিনি এমন জার্ম্মেনকে জানেনই না যাহার ভারতের বিরুদ্ধে আন্দোলনে কোন স্বার্থ আছে। ভারতের বিরুদ্ধ আন্দোলনে স্বার্থ কাহারও নাই—এমনকি মিস্ মেয়োরও ছিল না—সকলেই নিঃস্বার্থভাবে আন্দোলন করে। যাক সে কথা। তবে বার্লিনে Indian Show এর সহিত তাঁহারা বা তাঁহার কোম্পানীর কোন সম্বন্ধ ছিল না।

* *

ভাল কথা। তবে Indian Show

এর বন্দোবস্ত করিয়াছিল জন হেগেনবেক। তাহাদের কার্য্য ছিল হাম্বার্গে, তাহারা পাখী ও জন্তু আমদানী করিত। কার্ল হেগেনবেকের কার্য্যও হাম্বার্গে—তাহারাও পাখী ও জন্তু আমদানীর কাজ করিয়া থাকে। এখন কার্ল হেগেনবেকের স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত যে উক্ত কোম্পানীর সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না—তাহারা তাঁহার কোন আত্মীয় নন—তাহাদের কাজে তাঁহার কোন হাত ছিল না।

*   *

এই কথা গুলিই তাঁহার স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত ছিল। তাহা তিনি বলেন নাই। তাঁহার লোকেরা সেদিন যে অশিষ্ট ও অভদ্রোচিত ব্যবহার করিয়াছিল তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তাহা না করিয়া বরং অহঙ্কারই করিয়াছিলেন যে তাঁহার লোকেদের ভদ্র ব্যবহারে দর্শকগণ সর্ব্বত্রই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। অন্যত্র তাহা হইতে পারে কিন্তু এদেশেও তাহা হইয়াছিল কি?

*   *

তাঁহার এই কথার প্রতিবাদ করিয়াছেন একজন অধ্যাপক। তাহার সঙ্গের লোকদের ইচ্ছামত স্থানে বসিতে দেওয়া হয় নাই—বসিবার স্থান থাকিতেও। এমন কি মেয়েদের নাকি কাঁধে হাত দিয়া উপরের দিকে ঠেলিয়া দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছিল। বোধ হয় এই সংবাদ তিনি পান নাই।

*   *

কিন্তু এখন ত আর না বলিবার উপায় নাই—সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আশা করি তিনি এ বিষয়ে তদন্ত করিয়া দোষীকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়াছেন। জনসাধারণ এবিষয়ে উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। জার্ম্মাণ দেশীয় ভদ্র ব্যবহার কিরূপ তাহা এই ব্যাপার হইতেই বোঝা যাইবে। সুতরাং সহরের জার্ম্মাণ ভদ্র লোকদেরও এ বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত।

—

কর্পোরেশন প্রসঙ্গ

—•—

কর্পোরেশনের হাতে কলিকাতার স্বাস্থ্য রক্ষার ভার। তাহার জন্য স্বাস্থ্য বিভাগ আছে, 'ইঞ্জিনিয়ারিং' বিভাগ আছে। কিন্তু বিল্ডিং কমিটির দায়িত্বও কম নয়।

—

সব তাঁহারা বড় বড় লোকের—ধনী ও প্রতিপত্তিশালী লোকের বাড়ী নির্ম্মাণের সময় সে কথা স্মরণ রাখেন কি? গরীবদের বেলায় এত নিয়ম মানিয়া চলা হয় যে তাহাদের বাড়ী করাই দুঃসাধ্য।

—

কমিটির সভ্যগণ কি মনে করেন যে কলিকাতায় থাকিবে দুইপ্রকারের লোক—যাহারা প্রকাণ্ড বাড়ী করিতে পারেন অর্থাৎ ধনী এবং যাহাদের বাড়ীঘর ফুটপাথ ও ছাদ বিস্তীর্ণ নীল আকাশ? এছাড়া যাহারা থাকিবে তাহাদের ধনীর দ্বারস্থ হইয়া থাকিতে হইবে।

—

ধনী বাড়ীওয়ালার ভাড়াটিয়াদের যে কি দুঃখ তাহাতে কমিটির সভ্যগণ জানেন না। বুঝিবেন কি করিয়া? কি যাতনা বিষে, জানিবে সে কিসে কভু আশীবিষে দংশেনি যারে—সুতরাং কমিটির ধনী সভ্যদের জানিবার উপায় নাই।

—

তাহার পর কমিটির যাঁহারা সভ্য তাঁহাদের মধ্যে কাহারও ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে কোন জ্ঞান আছে কিনা সন্দেহ। স্যানিটারী ইঞ্জিনিয়ারিং সম্বন্ধে ত নাইই। সুতরাং কি ভাবে বাড়ী গঠন করিলে সহরের স্বাস্থ্য ভাল থাকে তাহা তাঁহারা জানেন বলিলে ভুল করা হইবে।

—

অথচ ইহারাই দণ্ডমুণ্ডের মালিক। তাই অনেক স্থানে যাহা উচিত তাহা হয় না আর যাহা হওয়া উচিত নয় তাহা হয়—একথা ঠিক। কিন্তু ইহার উপায় কিছু নাই। কিন্তু ইচ্ছা করিয়া জানিয়া শুনিয়া কর্পোরেশনের বিধিবদ্ধ নিয়ম যদি ভাঙ্গা হয়—তবে সে দোষ সংশোধিত হওয়া উচিত।

—

যদি এইরূপ অন্যায় কমিটি করেন তবে কর্পোরেশনের কাউন্সিলরদের তাহা প্রতিবিধান করা উচিত। আর এরূপ নিয়ম বহির্ভূত কাজ যে হয় না—বা তাহার সংখ্যা কম তাহাও নয়। এই সকল ক্রটী বিচ্যুতির কথা প্রায়ই শোনা যায়। ইহার মধ্যে অনিকটা যে সত্য আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

—

ইহার প্রতিকার কি? কমিটির সভ্যগণ যাহাতে ইঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান সম্পন্ন হন তাহার চেষ্টা করা উচিত। যদি কাউন্সিলরদের মধ্যে এরূপ লোক না থাকে, তবে বাহির হইতে লওয়া উচিত। ইহা অন্যায়ও নয় এবং নিয়ম বহির্ভূতও নয়। কারণ শিক্ষা কমিটিতে ২জন লোক সভ্য নিযুক্ত হইয়াছিল।

—

আশা করি আগামী কমিটি নির্ব্বাচনের সময় কাউন্সিলরদের একথা মনে থাকিবে। ইহাতে নিন্দার কথা কিছুই নাই—সম্মানের লাঘবও হইবে না। সকলেই কিছু সবজান্তা হয় না, বিশেষ করিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি

জ্ঞানের জন্য যখন বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন।

...ভূত কোন
...র দৃষ্টি রাখা
...যে এইরূপ
...যে বিষয়টী

কর্পোরেশনের সম্মুখে আসিয়া পড়িবে। অবশ্য ইহাতেও যে অনাচার একেবারে দূর হইবে তাহা নয়—তবে শত করা ৯০ ভাগ কমিয়া যাইবে।

—

আমাদের কথা মত যদি কাজ করা হয় তবে দরিদ্রের দুঃখ অনেক পরিমাণে লাঘব হইবে এবং কলিকাতার স্বাস্থ্যও ভাল হইবার সম্ভাবনা। আলো বাতাস স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পরম দরকার। যদি বাটী নির্ম্মাণের জন্য লোকে তাহা না পায় তবে আর স্বাস্থ্য বিভাগেরই বা দরকার কি? মূলে জল না দিয়া ডালে জল দিলে গাছ বাঁচে কি?

—

বিবিধ প্রসঙ্গ

—০—

পণ্ডিত জহরলাল

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু সম্প্রতি কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াছেন। জেল হইতে মুক্তিলাভ করিবার পর তাঁহার কলিকাতায় এই প্রথম আগমন। আমরা তাঁহাকে সাদর অভিনন্দন জানাইতেছি। বাংলা দেশে দেশের কাজ বন্ধ হইয়াছে—কর্ম্মীগণ আলস্যে দিন কাটাইতেছে। কংগ্রেস বলিতে সকলে আজ কর্পোরেশনের দিকে চাহিয়া থাকে। এই ক্লৈব্য হইতে মুক্তি দিবার লোক বাংলায় নাই—মাথা উঁচু করিয়া এই সত্য বাঙ্গালীকে মানিয়া লইতে হইবে। পণ্ডিতজী যদি এই কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গাইতে পারেন তবে বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

গোরা সৈন্যের মুক্তি

পাঞ্জাবের অন্তর্গত ডালহৌসিতে ২টী গোরা সৈন্য দোকানে যাইয়া মদ চায়। টাকা বাকী থাকায় দোকানদার তাহা দিতে রাজী হয় না। ইহাতে একজন গোরা সৈন্য তাহাকে গুলি করে—ফলে তাহার মৃত্যু হয়। এই অভিযোগে সৈন্যটীর বিচার হয়। সাত জন শ্বেতাঙ্গ জুরী আসামীকে নির্দ্দোষ বলায় সেসন জজ তাহাকে মুক্তি দিয়াছেন। যদি গুলি করার কথা অবিশ্বাস করা যায় তবে তাহার গুলিতে যে দোকানদার মরিয়াছে তাহাতেও আর কোন সন্দেহ ছিল না। আংশিক ভাবেও উক্ত গোরা সৈন্য তাহার মৃত্যুর জন্য দায়ী—হঠকারিতা বা অসাবধানতার জন্য ও তাহার শাস্তি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু জুরীগণ তাহাকে কোন কার্য্যের জন্যই দায়ী করিলেন না। গবর্ণমেণ্টের উচিত ইহার বিরুদ্ধে আপীল করা।

হিন্দু কনফারেন্স

কলিকাতায় হিন্দু রাজনৈতিক কনফারেন্স হইতেছে তাহার সভাপতি ভাই পরমানন্দ। রাজনীতি কোন সাম্প্রদায়িকতা প্রকাশের স্থান নহে। এখানে হিন্দু নাই, মুসলমান নাই, খৃষ্টান নাই—এখানে সকলে ভারতবাসী। তাহাদের আশা আকাঙ্খা এক। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া জাতীয়তার সহায়তা করাই সকল সম্প্রদায়ের উচিত। কিন্তু কোন কোন সম্প্রদায় জাতীয়তা ভুলিয়া সাম্প্রদায়িক সুখ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি দিয়াছেন। ইহাতে হিন্দুর অনিষ্ট ঘটিতেছে। তাই আজ হিন্দুগণ রাজনীতি ক্ষেত্রে নিজের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করিতেছে। উক্ত কনফারেন্স সেই চেষ্টার ফল। আমরা আশা করি সাম্প্রদায়িক স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দিতে গিয়া বাংলার হিন্দুগণ জাতীয়তার অনিষ্ট সাধন করিবেন না—জাতীয় আন্দোলনের সাহায্য করিতে ভুলিবেন না। দেশের জন্য তাঁহাদের স্বার্থত্যাগ অতুল—সেই অম্লান ইতিহাস যেন কলঙ্কিত না হয়।

বাংলার লবণ

বাংলা সর্ব্ব বিষয়ে পরাধীন হইয়া রহিয়াছে। দৈনিক ব্যবহার্য্য দ্রব্যের জন্যও তাহাদের পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়। লবণ না হইলে কাহারও দিন চলে না কিন্তু সেই লবণ আসে বিদেশ হইতে। লিভারপুল স্পেন, এডেন, করাচি ইত্যাদি স্থান হইতে লবণ না আসিলে আমাদের "আলুনি" ভাত খাইয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে। এ অবস্থায় বাংলার লবণ প্রস্তুতের ব্যবস্থা হওয়া উচিত তাহা কেহ অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু কোন বাঙ্গালীর ধনীই ইহাতে অগ্রসর হইতেছেন না। তাহার উপর সকলের মুখেই শোনা যাইতেছে যে বাংলায় লবণ তৈয়ার হইতে পারে না। গত লবণ সত্যাগ্রহের সময় প্রমাণ হইয়াছে যে এ কথা সত্য নয়। সুতরাং যদি কেহ অগ্রসর হইয়া লবণের কারখানা নির্ম্মাণ করেন তবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন না নিশ্চয়ই।

——

স্বদেশী

মেগাফোন রেকর্ড

আমাদের ১৯৩৪ জানুয়ারী মাসের বাংলা রেকর্ড তালিকা

১০″ ইঞ্চি ডবল সাইডেড্ ব্লু লেবেল প্রত্যেকখানির মূল্য ২॥০ টাকা

শ্রীমতী প্রভা

J.N G.92 { বনে মোর ফুটেছে হেনা — নৃত্য সম্বলিত
{ আঁখি ঘুম ঘুম ঘুম— — "

কুমারী বাণী নিয়োগী [এমেচার] [বয়স ৯ বৎসর]

J N.G 94 { বনে চলে বনমালী — মিশ্র কাফি
{ আঁধার রাতে কে গো একেলা — দেশ মিশ্র

শ্রীমতী দুর্গা

J.N.G 93 { সাগর হতে চুরি ডাগর তোমার আঁখি — দাদরা
{ আঁখি বারি আঁখিতে থাক — ভৈরবী গজল

শ্রীযুক্ত অশোক সেন [এমেচার]

J N.G. 95 { বাসন্তী রং শাড়ী পরো — গজল
{ শেষ হ'লো মোর এ জীবনে — মিশ্র জৌনপুরী

স্বদেশী রেকর্ড-জগতে মেগাফোনের

"দোললীলা"

—নাচে, গানে, অভিনয়ে অভিনব সৃষ্টি

১০″ ইঞ্চি লাল লেবেলযুক্ত পাঁচখানি রেকর্ডে সমাপ্ত—মূল্য প্রতি সেট ৮৷০ টাকা মাত্র

"আজিকে তনু মনে লেগেছে রং,
বঁধুর সাজে ধরা সেজেছে অভিনব ঢং।"
কবির বাণী সার্থক করবে, হোলীর দিনে
আনন্দের স্রোত বহাইয়া দিবে আমাদের—

"দোললীলা"
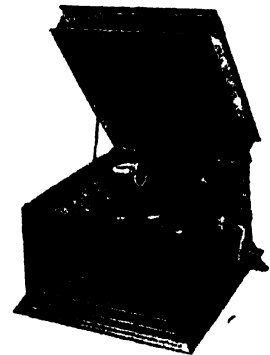
জে, এন, ঘোষ

৮৪।১, হারিসন রোড, কলিকাতা

পুতুল খেলা নয়

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

—০—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পিসতুতো ভাজের বাপের বাড়ী থেকে জোর তাগিদ আসে সোমেশের কাছে। তার একবার কাশীতে যেতে হবে। এ তাগিদ সেই কোন ছেলেবেলা থেকেই আসতে থাকে, সময় পায় না ব'লে সোমেশ এতদিন যায় না।

ভাই তার ওকালতি করেন কলকাতায়। পয়সা না পেলেও সামলা চাপিয়ে রোজ তাকে যেতে হয় কোর্টে। আর আজ কালকার দিনে কোন তরুণ উকিলই বা পয়সা পায়। পূজোর সময় বউকে প্রত্যেক বছরই তিনি কাশীতে তার বাপের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেন। এ বৎসরও দেন। তারপর বৌদির কাছ থেকে তাগিদ পেয়ে পেয়ে সোমেশ কালি পূজোর পর একদিন কাশীতে এসে হাজির হয়।

সোমেশকে কবি ও সাহিত্যিক হিসাবে সুভদ্রা সকলের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেয়। বাড়ীর সবাই তাকে অভ্যর্থনা জানায়—জানায় না কেবল একজন। সে মাথার কালো চুল থেকে আবরণ খুলে ফেলে দরজার আড়াল দিয়ে তার পানে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখে মাত্র। সোমেশের তার দিকে একবার চোখ পড়ে। দু'টি ডাগর আঁখির করুণ চাওয়ায় কি যেন সজলতা মাখানো!

দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষ করে নির্দ্দিষ্ট ঘরে এসে যখন সোমেশ বিছানার উপর গা এলিয়ে দিতে যায়, তখন ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে হাজির হয় ঝণ্টু। ঝণ্টু তার বৌদির ছেলে, অর্থাৎ দাদার সম্পর্কে তার ভাইপো।

ঝণ্টু বলে—কাকা, তুমি নাকি কবি?

সোমেশ জিজ্ঞেস করে—কে বল্‌লো?

ঝণ্টু জবাব দেয়—মাসীমা।

সোমেশ বুঝতে পারে মায়ের বোন্ হলেই, তার নাম হয় মাসীমা। সে মেয়ে লোক—তার সম্বন্ধে আর কোন কথা জিজ্ঞেস না করে চুপ করে যায়।

ঝণ্টু আবার জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ, কাকা সত্যি তুমি কবি?

সোমেশ একটু হেসে বলে—হ্যাঁ।

সাত বছরের ঝণ্টু হাত তালি দিয়ে হেসে ওঠে—তবে তোমার চুল লম্বা কই?

সোমেশ প্রশ্ন করে—সে কি রে?

ঝণ্টু বলে—কবিদের ত' চুল পাকা আর লম্বা হয়। সেবার বাবার সঙ্গে আমি খড়দা'য় রাস দেখতে গিয়ে কবি দেখে এয়েছিলুম। সেই যে আশ্বিনের মাঝামাঝি, উঠিল বাজনা বাজি, যিনি লিখেছেন। হ্যাঁ কাকা, তাঁর নামটা কি বল ত'?

সোমেশ বলে—রবি ঠাকুর।

ঝণ্টু উল্লসত কণ্ঠে বলে হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছো রবিঠাকুর। বাবা আমায় সঙ্গে করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান। গঙ্গার ধারে প্রকাণ্ড বাড়ীতে তিনি থাকেন। তাই বলে মনে করোনা, সেটা তাঁর নিজের বাড়ী। তাঁর নিজের বাড়ী হচ্ছে জোড়াসাকোয়। তিনি খড়দা'য় গঙ্গায় ধারে বাড়ী ভাড়া নিয়েছেন। মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে থাকেন। আমি তাঁকে দেখেছি। তিনি ত' কবি, তাঁর চুল লম্বা। তোমার চুল লম্বা কই কাকা?

সোমেশ বোঝে যে বাংলা দেশে কবি বল্‌তে একমাত্র রবিঠাকুরকেই বোঝায়। সাত বছরের ছেলেকে বুঝিয়ে দিতে তার প্রবৃত্তি হয় না, যে চুল লম্বা না হলেও কবি হওয়া যায়। সে চুপ করে থাকে।

ঝণ্টু বলে—কাকা কবি না ছাই। বরং আমার মাসীমা একটু কবিতা লিখতে পারে। তার কবিতা কাগজে ছাপা হয়, সেই যে রাঙা রাঙা ভালো ছবি যে কাগজে সেই কাগজে। আমি যখন বড় হবো, মাসীমা আমায় কবিতা লেখা শিখিয়ে দেবে বলেছে। তাই বলে আমি তোমার মত চুল ছোট ছোট করে ছেঁটে রাখব না। একেবারে কবির মত করে লম্বা লম্বা রাখবো আর শাদা করতে একটু খড়িমাটী জলে গুলে মাখিয়ে দেবো।

সোমেশ হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে। ঝণ্টু অভিমানে বলে—বঃ হাসলে যে। মাসীমাও একথা শু'নে তোমার মত হাসে।

হাসি এক মুহূর্ত্তে মিলিয়ে যায় সোমেশের। মাসীমা, হোক সে মায়ের বোন মাসীমা। তার কথা এতবার বলা হয় কেন? কৌতুহলী মন তার চন্‌মন্ করে ওঠে। একে মাসীমা তাও আবার কবিতা লেখা মাসীমা। সোমেশের শ্রদ্ধা এসে যায়। চট করে ঠিক করে ফেলে এবার কলকাতায় ফিরে গিয়ে ব্রততীকে কবিতা লেখা শিখিয়ে দিতে হবে।

বিকেলে জল খাবার খেতে খেতে সোমেশ বলে—এমন হালুয়া জীবনে খাইনি বৌদি।

সুভদ্রা বলে—আমাদের রাণীর হাত হালুয়া করায় একেবারে পাকা। এমন কি খাস পেশোয়ারে গিয়েও তুমিও এমন হালুয়া পাবেনা।

সোমেশের মাথা গু'লে যায়, আবার রাণী কে?

বৌদি বলে ঠাকুরপো, আমাদের এখানে কোন লজ্জা করো না। আদর করে অতদূর থেকে তোমায় নিয়ে এলুম, হয়ত যত্ন ঠিক ভাবে করতে পারবোনা। নিজের সুবিধা করে নিও।...ওকি ঠাকুরপো, চন্দ্র-পুলি খানা তোমায় খেতেই হবে। ও

দোকানে চার-পয়সা দিয়ে কেনা চন্দ্রপুলি নয় যে ফেলে রেখে উঠে যাবে। রাণী অনেক কষ্ট করে ওটা তৈরী করেছে।

খালি মাসীমা, মাসীমা, আর রাণী, রাণী, সোমেশের কবিতা লেখা বুঝি আবার সুরু করতে হয়। সে চন্দ্রপুলি থেকে একটুকরো ভেঙে মুখে পুরে দিয়ে বলে ওঠে—চমৎকার জিনিষ হয়েছে বৌদি। যিনি করেছেন তাঁর তারিফ করি।

বৌদি হেসে বলে—সে মোটেই 'যিনি নন,'একেবারে সে-আমার ছোট বোন্ রাণী। ভাগ্য তার ভালো তোমার কাছ থেকে যিনির Compliment পেয়ে গেলো। আমার কোন দিন তোমার মুখ থেকে 'যিনি' শুনবার সৌভাগ্য হ'ল না। চিরকাল 'তুমিই' চালিয়ে দিলে।

সোমেশ বলে—তা' বৌদি, Compliment পাবার উপযুক্ত হলেই Compliment পায়। তুমি কি এমন খাবার তৈরী করতে পারো?

বৌদি বলে—তা' যদি পারতুম, তবে আর তোমার দাদাকে কোর্টে বেরুতে দিতুম না। কলেজ ষ্ট্রীটে প্রকাণ্ড এক খাবারের দোকান খুলে দিতুম। বাইরে তোমার দাদা থাকতো বিক্রেতা, আর ভিতরে অগ্নিতাপে মুখ রাঙিয়ে আমি তৈরী করে যেতুম খাবার।

সোমেশ ঠাট্টা করে—আমি তা' হলে কিন্তু সে দোকান ছেড়ে তোমার বোনের বানানো খাবারই পছন্দ করতুম বেশী।

সুভদ্রা দুঃখমিশ্রিত কণ্ঠে বলে—তা' সে রোজ রোজ বানিয়ে দিত না। হয়ত দিত, কিন্তু তুমি সে পথ নিজেই বন্ধ করে ছিলে?

সোমেশ চমকে ওঠে। তার মনে পড়ে এই বৌদির ছোট বোনের সঙ্গে একবার তার বিয়ের কথা হয়। তখন সে বি, এ পড়ে। বৌদিই অবশ্য ঘটকীর পার্ট নিয়ে অভিনয় করে, কিন্তু তার তরফ থেকে সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় সে বিয়ে হ'তে পারে না। বৌদির ছোট বোনের অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায়।

একটু পরে সুভদ্রা বলে—তখন যদি রাণীকে তুমি বিয়ে করতে ঠাকুরপো, তবে আজ তার কপাল এমন ভাবে পুড়ে যেতনা।

সোমেশ হেসে ওঠে—অর্থাৎ সে এমন ভাবের খাবার তৈরী করে বাহবা নিতে পারতো না।

সোমেশ আরও কি রসিকতা করতে যায় কিন্তু সুভদ্রার মুখের পানে চেয়ে কথা তাকে থামিয়ে দিতে হয়।

ম্লান কণ্ঠে সুভদ্রা বলে—ওসব কথা নয় ঠাকুরপো। রাণীর বিয়ে যেদিন হ'ল, সেদিন থেকে গুণে ঠিক ন' দিনের ভিতর সে হতভাগী হাতের লোহা খসিয়ে বাপের বাড়ী ফিরে এল।

সোমেশের চোখ দুটি ব্যথায় ছল ছল করে ওঠে। নিজেকে নিজের কাছে অপরাধী বলে মনে হয়। ভাবে কেন সে তখন রাণীকে বিয়ে করেনি। বুকের কোণে ব্রততীর মুখখানি ঝলমল করে ওঠে। সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

মানুষের কৌতুহল বলে একটা জিনিষ আছে, সে অনেক সময় এমন ভূতের মতন ঘাড়ে চেপে বসে যে মানুষের কোন স্বস্তি থাকে না। রাণীর চিন্তা সোমেশ যতই কিনা মন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করুক, সেই চিন্তাই বারে বারে তার বুকে ফিরে আসে। কৌতুহল জন্মে রাণী দেখতে কেমন, কি চরিত্রের মেয়ে। এ কৌতুহল কিছুতেই সে ছাড়তে পারে না। সব সময়েই তা'র আশে পাশে ঘুরে বেড়ায় একটি মূর্ত্তি—সে তরুণী বিধবা আরও হতভাগী। তার হাতের তৈরী খাবার দোকানের খাবারের চেয়ে অনেক ভালো এবং ইচ্ছা করলেই সে রোজ রোজ সে খাবার খেতে পারতো। শুধু নিজের বুদ্ধির ভুলেই সে-পথ বন্ধ করে ফেলেছে।

সেদিন সন্ধ্যার পরে ঘরে বসে হ্যারিকেনের আলোয় সোমেশ The Great Hunger বই খানি পড়া সুরু করে। এক খণ্ড কাগজে কি লেখা নিয়ে ঝণ্টু সেখানে এসে হাজির হয়ে বলে—কাকা আমায় একটা কবিতা লিখে দাও।

সোমেশ জিজ্ঞেস করে—কি করবি?

ঝণ্টু বলে—মাসীমাকে বাজী হারিয়ে দেবো। মাসীমা বলে তা'র কবিতার মত নাকি আমি কোন দিনই লিখতে পারবো না। তুমি একটা কবিতা লিখে দাও কাকা, তার নীচে আমার নাম লিখে মাসীমাকে দেখিয়ে বলবো এ আমি লিখেছি। আচ্ছা কাকা, এ আবার কি রকমের কবিতা। এই দেখো মাসীমা লিখেছে। এর কি কোন মানে হয়।

ঝণ্টু সোমেশের হাতে কাগজের টুকরোটি উঠিয়ে দেয়। সোমেশ চোখ বুলিয়ে দেখে। তাতে লেখা—

কে দুঃখের অগ্নিহোত্রী আলো অগ্নি শিখা
ঝাঁপ দেবো আমি,
বিশ্বের ভাণ্ডারে যার মায়া মরিচিকা
সেথা যাবো নামি।
আমার এ অশ্রুজল, থাক মুছাওনা
অন্তরের এ রক্ত চন্দন,
কেঁদে কেঁদে পৃথিবীর শোধ করি' দেনা,
উড়ায়ে দি মৃত্যুর কেতন।

ব্যথায় সোমেশের বুকটা টন টন করে ওঠে। তার আবার কবিতা লিখতে ভারী সাধ যায়। তার বুকে দুখের দেয়ালী জ্বালে একটি বিধবা, হতভাগী।

ঝণ্টু জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁ কাকা ও কবিতার কোন মানে হয়?

সোমেশ শিশুকে প্রবঞ্চনা করে—না, ও কিছু হয়নি। ওটা তুমি আমার কাছে রেখে যাও। তোমায় আমি ভালো করে একটা কবিতা লিখে দিচ্ছি।

ঝণ্টু খুসী হয়ে বলে—তাই দাও কাকা। মাসীমার গর্ব্ব আমি ভেঙে দিচ্ছি।

অনেক দিন পরে সোমেশ কবিতা লিখতে বসে। ব্রততী কাগজের অক্ষরে জড়িয়ে যেতে চায়। তাকে এক পাশে ঠেলে রেখে সোমেশ খচ খচ লিখে ফেলে—

বিধবার রাঙা বক্ষে যদি ওঠে ক্রন্দন উচ্ছ্বাস,
দিবানিশি পলে পলে উঠিতে বসিতে
বারো মাস।
আজ যদি হতভাগী হয় বুক-ষোড়শী-সুন্দরী,

পাঁচোরের পরোধরে অশরীরী সন্তানেরে স্মরি
যদি আসে দুঃখ বাধা। বিশ্বে তা'র গাহি
জয় গান,
আমি কবি যুগে রেখে চলি তাহার সম্মান।

ঝণ্টু কবিতা দেখে খুব খুসী হয় না।

সোমেশ বলে—নিয়ে যাও এটা, কিন্তু খুব সাবধান এক তোমার মাসীমাকে ভিন্ন এ কবিতা আর কাউকে দেখিও না।

ঝণ্টু জিজ্ঞেস করে মাসীমা হেসে যাবে ত'?

সোমেশ গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দেয়—নিশ্চয়।

হাসি মুখে ঝণ্টু বেরিয়ে যায়।

—ক্রমশঃ—

আকিঞ্চন

শ্রী নির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায়

—o—

ফুলের মত আপনি জাগাও প্রাণ
কুসুম যেমন আপনি ফুটে
দিকে দিকে সুবাস ছুটে
মত্ত মধুপ তৃপ্ত লুটে
তাহাব বুকের সবস দান ,

প্রথম উষাব যেমন পাখী
নন্দে কলকণ্ঠে ডাকি
শ্যামল ধরা হাস্যমুখী
ভোবেব আলোয কবি স্নান।

তিমিব বুকের বেদন যথা
ঘুচায় প্রভাত-প্রসন্নতা
তরুণ কোমল অরুণ আলোয়
দুঃখ ব্যথাব অবসান

স্রোতস্বতী কলতানে
ধায় গো যেমন সাগরপানে
বাতাস যেমন ফুল-বিতানে
ছুটায় সদাই গন্ধগান।

তেমনি তব হৃদয় যেন
বর্ণ গীত গন্ধে গানে
লযে তাব অর্ঘ্য যত
যায় গো ধেয়ে তোমাব পানে।

পেয়ে ঠাঁই তোমাব পায়ে
ভূলে সব ব্যথাব ঘাযে
বাবে বাবে আসা যাওয়ার
দুঃখ হতে পায় গো ত্রাণ।

আনুষ্ঠানিক ধর্ম্মের ক্রমঃ পরিবর্ত্তন

- স্বামী ভূমানন্দ -

—::o::—

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

পাক সংস্থা যাগ ঃ—

১। সায়ং হোম, ২। প্রাতর্হোম, ৩। স্থালী পাক, ৪। নবযজ্ঞ, ৫। বৈশ্বদেব, ৬। পিতৃযজ্ঞ, ৭। অষ্টকা। এই সাত প্রকার কর্ম্মকে পাক সংস্থা যাগ কহে।

বৈদিক ধর্ম্ম অগ্নিতে আহুতি দ্বারা সম্পন্ন হইত। সুতরাং আর্য্যগণ অগ্নি ভিন্ন অন্য কোন প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি বা রূপে পূজা করিত না। বেদপন্থী সমাজে যে মূর্ত্তি পূজা স্থান লাভ করিয়াছে, ইহা বৌদ্ধদের অনুকরণ মাত্র। কথাটা একটু খুলিয়া বলাই বিধেয়।

বৌদ্ধধর্ম্মে মূর্ত্তি পূজার কোন স্থান নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহীগণ প্রথমে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ স্তবাদি পাঠ করিতেন। তার পর বুদ্ধদেবের সহিত তারা প্রভৃতি মূর্ত্তিপূজাও বৌদ্ধ ধর্ম্মে স্থান লাভ করিল। সুতরাং আত্মরক্ষা ও নিজ সম্প্রদায়ের পুষ্টির জন্য বেদপন্থী সমাজ এক দিকে বিষ্ণু পুরাণ রচনা করিয়া দেব চরিত্র বর্ণনা করিতে লাগিলেন, অন্য দিকে সেই সকল দেবতার মূর্ত্তি নির্ম্মান করিয়া ষোড়শপচারে পূজা আরম্ভ করিলেন কিন্তু যজ্ঞের ন্যায় এই সকল পূজাও স্বেচ্ছামূলক রহিল।

ইহার পরে 'তন্ত্র' নামে এক প্রকার সাধনা ভারতের বাহির হইতে আসিয়া বৌদ্ধ ও বেদপন্থা উভয় সম্প্রদায়েরই দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল এবং সেই জন্যই বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক নূতন নূতন বৌদ্ধ তন্ত্র ও বেদপন্থাগণ কর্ত্তৃক নূতন নূতন হিন্দু তন্ত্র লিপিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাও ছিল,—স্বেচ্ছামূলক।

সর্ব্বশেষ স্মৃতি শাস্ত্রের উদ্ভব।

এই স্মৃতি শাস্ত্রও বৌদ্ধ স্মৃতির দেখাদেখি বেদপন্থী সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য রচিত হইল। স্মার্ত্ত কর্ম্ম স্বেচ্ছামূলক না হইয়া বাধ্যতামূলক হইল।

এই বাধ্যতামূলক স্মার্ত্ত কর্ম্ম প্রথমে সংখ্যায় ষোড়শ ছিল। যথা,—১। গর্ভাধান, ২। পুংসবন, ৩। সীমন্তোন্নয়ন, ৪। জাত কর্ম্ম, ৫। নামকরণ, ৬। নিষ্ক্রমণ, ৭। অন্নপ্রাশন, ৮। চূড়াকরণ, ৭। কর্ণবেধ, ৮। উপনয়ন, ৯। বেদারম্ভ, ১০। কেশ-চ্ছেদন, ১১। স্নান, ১২। বিবাহ, ১৩। বিবাহাগ্নি পরিগ্রহ (বিবাহ কালে হোমার্থে যে অগ্নি জ্বালা হয়, দ্বিজাতির পক্ষে আজীবন সেই অগ্নি রক্ষা করা), ১৪.১৫ ১৬ ত্রেতাগ্নি সংগ্রহ—এই ষোড়শটি সংস্কার স্মৃতিশাস্ত্রে [দ্বিজাতির জন্য] উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ এই বাধ্যতামূলক কর্ম্ম দ্বারা আর্য্য অনার্য্যের পার্থক্য রক্ষা করা হইয়াছে। দ্বিজাতি হইল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত আর্য্যগণ, আর অনার্য্যগণ হইল,—দাস বা শূদ্র। স্মৃতি শাস্ত্রে এই পার্থক্য চিরতরে রক্ষা করিবার জন্য লিখিত হইল,—শূদ্রের পক্ষে সংস্কার নিষিদ্ধ। ইহার পরে শ্রাদ্ধ, তর্পণ, ব্রত, নিয়ম, তীর্থ পর্য্যটন, প্রায়শ্চিত্ত এমন অনেক নূতন কর্ম্ম স্মার্ত্তকর্ম্ম ভুক্ত হইয়া ছিল।

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু সমাজে যে 'হিন্দুধর্ম্ম' রক্ষা করিয়া চলিতেছেন বলিয়া রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ-মুখে মধ্যে মধ্যে হুঙ্কার শুনা যায়, অতঃপর হিন্দুগণই তাহা কিরূপ হিন্দুধর্ম্ম বিচার করিয়া দেখিতে বাধিত হইব।

উপরোক্ত ষোড়শ সংস্কার যেমন বাধ্যতা-মূলক, তেমন বর্ণ বা জাতিধর্ম্মও বাধ্যতা মূলক। সেই বাধ্যতামূলক জাতিধর্ম্মে চতুর্ব্বর্ণের জন্য নিম্নলিখিত বাধ্যতামূলক কার্য্য গুলিও কল্পিত হইল :—

ব্রাহ্মণ বর্ণের জন্য নিত্য বেদ অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ, ধার্য্য আছে। ক্ষত্রিয় বর্ণের নিত্য কর্ম্ম ধার্য্য আছে,—প্রজা পালন, দান বেদ অধ্যয়ন, যজ্ঞ, স্রক চন্দন বনিতাদি সেবন বিষয়ে সম্ভব মত সংযম।

বৈশ্য বর্ণের নিত্য কর্ম্ম ধার্য্য আছে,—পশু পালন, দান, যজ্ঞ, বেদ অধ্যয়ন, জল ও স্থল পথে বাণিজ্য, কৃষি কর্ম্ম এবং সুদের দ্বারা ধনবৃদ্ধি।

শূদ্রের নিত্য কর্ম্ম হইল,—তিন বর্ণের সেবা।

বৈদিক যুগে উপনয়ন অর্থ ছিল,—বিদ্যারম্ভের সময়ে একটি ছোট উৎসব।

স্মৃতিতে তাহাই বাধ্যতামূলক ভাবে,—মৌঞ্জি মেখলা ও দণ্ড ধারণের দ্বারা সম্পন্ন হইত, অতঃপর মৌঞ্জি ও মেখলার অনুষ্ঠানের সঙ্গে দ্বিজাতির গলদেশে উপবীত আসিয়া স্থান লাভ করিয়াছে! আর মস্তকে স্থান লাভ করিয়াছে শিখা বা একগুচ্ছ লম্বা চুল। অর্থাৎ—উপনয়ন ক্ষেত্রেও পূর্ব্বের ব্যবস্থার কোন চিহ্ন নাই। অথচ এই হিন্দু-গণই নাকি সনাতন ধর্ম্মী!

যে বিশিষ্ট শিক্ষা (culture) ধারা রক্ষা করিবার জন্য বর্ণ বিভাগ ও জাতি ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল, সেই বর্ণাশ্রমে ধর্ম্ম-রূপী হুকাটির খোল ও নলচে কবে যে বদল হইয়া নূতন খোল ও নলচে সহযোগে 'সেই হুকাটিই' কেমন ভাবে আছে, তাহা হিন্দুগণ অন্ধ না থাকিলে পরিষ্কার দেখিতে পাইবেন। ইহার পরেও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের রক্ষায় বৃথা শক্তিক্ষয় করা উচিত কিম্বা এক জাতীয়তা ঘোষণা করাই কর্ত্তব্য তাহাও ভাবিয়া দেখি-বার মত মনও বুদ্ধি হইলে কিছু অশোভন হইবে না।

জানেন কি ?

—০—

ইষ্ট ইণ্ডিজের অন্তর্গত তাইমুর-লৌৎ প্রদেশে আইন আছে পুরুষের সামনে নারী এক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিবে। দুই চোখ কদাপি খুলিয়া রাখিবে না।

—

ওয়াটারলু পৃথিবীর সব চেয়ে বড় রেল-ওয়ে ষ্টেশন—ষ্টেশনের পরিধি প্রায় ২৫ একর জুড়িয়া—প্রত্যহ ১৮০ খানি ট্রেণ এই ষ্টেশনে যাতায়াত করে।

—

এশিয়ার পূর্ব্বাঞ্চলের কৃষ্ণসার হরিণ জীবনে কখনো তৃষ্ণা বোধ করে না। পাটা-গনিয়ার 'লামা' ছাগল কখনো জল পান করে না—পিপাসা তাদের অবিদিত।

—

পৃথিবীর দুর্ভিক্ষ

খৃঃ পূঃ—৪৩৬ সালে রোমে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করে।

খৃঃ পূঃ ৪২ সালে—ইজিপ্ট সহরে ভীষণ দুর্ভিক্ষের ফলে অগণিত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

৯৫১, ১০২২, ১০৩৩ খৃঃ ভারতবর্ষে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়—এই সমস্ত দুর্ভিক্ষে জন-সাধারণ এমন কি গাছের পাতা খাইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছে।

১০৫৫ খৃঃ - ইংলণ্ডে দুর্ভিক্ষ

১১৪৮-১১৪৯ — ১১ বৎসর ব্যাপী দুর্ভিক্ষ —মিশরে

১১৬২ পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র

১৫৮৬-ইংলণ্ডে

১৭৫৯-১৭৭০—বাংলার দুর্ভিক্ষ—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, ১ কোটীর অধিক মৃত্যু।

এই দুর্ভিক্ষের কারণ দেখাইতে গিয়া মার্কিন বলিয়াছেন—

Between 1769 and 1770 the English manufactured a famine by buying up all the rice and refusing to sell it again except at fabulous price.

১৭৯০ ৯২ – ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ, এত লোক মারা যায় যে তাহাদের পোড়াইবার লোক পাওয়া যাইত না।

১৮৪৬ ৪৭—আয়র্ল্যাণ্ডে

১৮৭৬—বাংলা ও উড়িষ্যায়

১৮৭৭ ৭৮, বোম্বাই, মাদ্রাজ মহিশূর—৫০ লক্ষ মৃত্যু

১৮৭৭-৭৮, উত্তর চীন, ৯০ লক্ষ ধ্বংস

১৮৯১-৯২—রাশিয়ায়

১৮৯৯-১৯০১—ভারতবর্ষে ১০ লক্ষের মৃত্যু

১৯২১ ২২—রাশিয়ায় ২০ লক্ষ

বর্তমান ভারতের নিত্য দুর্ভিক্ষ প্রায় ৫ কোটী লোক একবেলা খাইয়া থাকে। ১০ লক্ষ লোক আমের আটী, ইত্যাদি খাইয়া কোনমতে জীবন বাঁচাইয়া রাখে।

মহিলা-জগৎ

—::०::—

সহ-শিক্ষায় বর্ত্তমান ছাত্রী

[ব্রহ্মচারিণী সাধনা]

সহ শিক্ষা সম্পর্কে এ পর্য্যন্ত অনেকেই নিজ নিজ অভিমত ব্যক্ত করিতেছেন। নিখিল-ভারত-নারী সম্মেলন এলাহাবাদ ও বারাণসী হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদিগকে সহ-শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়া প্রস্তাবও গ্রহণ করিয়াছেন।

এই সম্পর্কে আমাদের যাহা প্রধান আলোচ্য, তাহা অর্থনীতির দিক হইতে তত নয়, যত চরিত্র-নীতি বা আত্মিক উন্নতির দিক হইতে। অধুনা ছাত্রী-সমাজ পুরুষদের সঙ্গে স্কুলে কলেজে একত্র শিক্ষা পাইলে দুর্নীতির প্রভাব হইতে জীবনের পবিত্রতাকে, কৌমার্য্যের শুভ্র মহিমাকে অম্লান ও অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারা না পারার সমস্যাই আমাদের কাছে বড় সমস্যা বলিয়া মনে হয়।

যুগের রুচি সহ-শিক্ষার অভিমুখে। সহ-শিক্ষার সমর্থনই আধুনিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন নর-নারীদের আন্তরিক অভিপ্রায়। যুগের প্রয়োজন যখন যে পরিবর্ত্তনকে চায়, তাহা স্বভাবের পথে স্বীকার করিয়া নেওয়াই স্বাস্থ্যের লক্ষণ। অবশ্য, চারিত্রিক মর্য্যাদার প্রতি সতর্ক রাখিয়াই সহ শিক্ষাকে আমাদের কন্যাগণ বরণ করুক, ইহা কে না চায়?

কিন্তু, জাতির বর্ত্তমান মানসিক দুর্গত অবস্থায় ইহাতে সমূহ অপকারের সম্ভাবনাও আছে। দেশের সঙ্গীত বা সাহিত্য যুব-মনকে বলিষ্ঠতা-দানে উদাসীন রহিয়া চরিত্র-বলের মূলকেই শিথিল করিয়া দিতেছে। চরিত্র-রক্ষা বা মনুষ্যত্ব লাভে দৃঢ় অধ্যবসায় ও প্রযত্ন পাওয়ার বিশ্বাসের মূলকে আধুনিক গল্প সাহিত্য কথা ও চরিত্রের ভিতর দিয়া এবং সঙ্গীতকলা কোমল, করুণ-রসাত্মক, চিত্তদ্রাবক তেজোবীর্য্যশূন্য রাগ-রাগিনী শোনাইয়া, ছায়াচিত্র সমূহ ভারতীয় আদর্শ-বর্জ্জিত পট-প্রদর্শন করিয়া দুর্ব্বল করিয়া দিয়া আধুনিক বালক, যুবক, বালিকা ও যুবতীদের যে শত্রুতা সাধন করিতেছে—ধীর মস্তিষ্কে ভাবিয়া দেখিলে জাতীয় কল্যাণ-প্রাণ কোনও মনীষীই ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বর্ত্তমানে যে-সব কলেজে সহ-শিক্ষা প্রচলিত আছে, মনোযোগপূর্ব্বক সেই সব কলেজ প্রকোষ্ঠের দেয়ালে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলে প্রেমোচ্ছ্বাসপূর্ণ কবিতার আবেদন (নারী প্রেমিকাকে লক্ষ্য করিয়া) কার না গোচরীভূত হয়? দুই চারিটী কন্যা হয়ত বর্ত্তমানে পুরুষদের সঙ্গে একত্র শিক্ষা লাভ করিতেছে। ইহাতেই তাহাদের নৈতিক জীবন ঘোর পঙ্কিলের আবর্ত্তে ক্লেদ ও কুৎসিতমূর্ত্তি ধারণ করিতে চলিয়াছে। আমাদের বক্তব্য, এই জাতীয় দুর্ব্বল চরিত্র এবং মানসিক সম্পদ-বঞ্চিত পুরুষ-বন্ধুদের সংসর্গ কখনও কন্যার জীবনে কল্যাণপ্রদ হইতে পারে না। কন্যার জীবন-গঠন বা চরিত্র সমৃদ্ধিবর্দ্ধনে এইরূপ যুবক ছাত্র বন্ধুদের সংসর্গ মহা অনর্থেরই সৃষ্টি করিবে মাত্র। য়ুরোপের সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা বা অশান্তির বীভৎসতা দেখিয়া আমরাও এই ব্যাপারে সতর্ক না রহিয়া পারি না।

পুরুষ জাতীয় ছাত্রদের চরিত্রে যদি সংযমের সুষমা থাকে, মনে সত্যানুরাগ, হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমের অমোঘ বীর্য্য, আদর্শের তরে উৎসর্গের গালিপূর্ণ পবিত্রতার দীপ্তিতে বিরাজিত রহে, তবে, সহ-শিক্ষার আমরা সর্ব্বাগ্রে পক্ষপাতী। আমাদের ধারণা, আপন গৃহের মা এবং ভগিনীদিগকে যাঁহারা শ্রদ্ধা, ভক্তি ও স্নেহ করিতে জানেন তাহাদের ভিতর উপরোক্ত বলিষ্ঠ মানসিকতার স্ফুরণ আদৌ অসম্ভব নয়। অপর পক্ষে, যে সব ছেলেরা মা বোনের সম্ভ্রম—রক্ষায় অবহেলাপরায়ণ, কন্যার চরিত্রকে লালসার দংশনে অসংযত বাক্য ও অসৎ

ব্যবহারের পীড়নে ক্ষত ও কলঙ্কিত করিতে ইতরজনোচিত উল্লাস অনুভব করে, এহেন ছাগ রুচি সম্পন্ন ছেলেদের সঙ্গে দিবসের অধিকাংশ সময় যাপন করিয়া শিক্ষা লাভ করায় কন্যার কল্যাণ কোথায়? জাতিরই বা লাভ কি?

আমারই একটী ছাত্রী বন্ধু এক দিন আমাকে তার বিপদের কথা শোনাইলেন। অসংখ্য যুবক ছাত্র নিয়ত তাহাকে প্রেম পত্রের জ্বালাতনে অস্থির করিয়া তুলে। ইহারাই তার সহপাঠী। এই সহ-পাঠিদের প্রেম পত্র যে শালীনতা-বর্জ্জিত শূকর-বিষ্ঠাবৎ ঘৃণ্য এই কথা আমার বুদ্ধিমতী বন্ধু বিশেষভাবেই জ্ঞাত আছেন। ইহাদের বন্ধু হওয়ার আলো ও উচ্ছ্বাসের পশ্চাতে যে লালসার বীভৎস "কিলবিল" করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, ইহাদের পত্রের প্রতিটী অক্ষর এবং বাক্যের ও দৃষ্টির শালীনতা-বর্জ্জিত ভাষাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ এই বার আমার বন্ধুর তরুণ শক্তি অতন্দ্রিত আছে। তাই তিনি পূর্ব্ব হইতেই সর্ব্ব-প্রকার দুষ্ট বন্ধুদের সংস্পর্শ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলেন। কিন্তু, এমন বুদ্ধিমতী কন্যা খুব অল্প না-হওয়ারই কথা। জাগরণের উল্লাসে এবং মুক্তির পুলকে খাঁচা ছাড়া বিহঙ্গের মত নারী আজ বাহিরে পাদক্ষেপ করিয়াই উচ্ছ্বসিতা ও উত্তেজিতা! মুক্তির উল্লাসের চাঞ্চল্য বা আবেগকে যথাসাধ্য সম্বরণ করিয়া আপন কল্যাণে উদ্বুদ্ধ হইতে পারে, এমন কন্যার দুর্ভাব।

আমার বান্ধবী চরিত্র-রক্ষণে উদ্যত প্রয়াস রহিয়াছেন বলিয়াই তিনি হয়ত পুরুষ বন্ধুদের প্রেমপত্রকে ঘৃণার পাদপীড়নে মর্দ্দিত করিতে পারিলেন। কিন্তু, এই মানসিক-বল সকলের না থাকারই ত সম্ভাবনা বেশী। এবং তাহারা যে পুরুষ-চক্রের নানা বাক্‌জাল, যুক্তি প্রদর্শন ও আধুনিকতার আবেগপূর্ণ স্বাধীন-প্রেম-বাদে অভিভূতা হইয়া চরিত্রমর্যাদাকে লুণ্ঠিত করিতে দিবে, ইহাতে তিলেক বিস্ময় নাই।

প্রলোভনকে কন্যাজাতি জয় করিতে যত্নশীল হৌক এইটুকু কার না প্রার্থনীয়? এইখানেই আমাদের যত আপত্তি। প্রত্যেক ভগিনীকে আমরা নিজ চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখিতে, পুরুষের প্রেম-ছলনা আর কাম-প্রলোভনে না টলিয়া জীবনের মহান্ আদর্শের অনুপ্রাণনায় হৃদয়ে লালসা নির্য্যাতনের অনির্ব্বাপিত তেজস্বিতা পোষণ করিতে প্রণোদনা দিতেছি। পুরুষের অসংখ্য বাক্য, দৃষ্টি বা আচরণে তুমি গাত্র চর্ম্মে, দেহে মাংসে বোলতার দংশন জ্বালা অনুভব করিও। তার অপরাধকে তুমি ক্ষমা করিও না। তার চরিত্র-হানিকর ব্যবহার তোমার শরীরের প্রতি রক্তবিন্দুতে কালভুজঙ্গের বিষের অসহ্য জ্বালা সঞ্চারিত ও সঞ্চালিত করিতেছে এই বোধ তুমি হারাইও না বোন্। তোমার শুভ্র সুন্দর চরিত্রকে কলঙ্কিত করিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্মরণ রাখিও, আপন চরিত্রের শুভ্রতাকে, আপন মর্য্যাদা ও সতীত্বকে লুণ্ঠিত করিতে দেওয়া মানে আপন দেহের মাংস আপনি চর্ব্বন করিয়া খাওয়া।

নারী জন্মের সার্থকতা

এক প্রসিদ্ধা পাশ্চাত্য লেখিকা বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্বন্ধে ছোট একটি মন্তব্য লিখিয়াছেন। য়ুরোপে আমেরিকায় এই যে বিবাহ বিচ্ছেদের মাত্রা দিনে দিনে বাড়িয়া চলিয়াছে, সে সম্বন্ধে তিনি বলেন, পুরুষের এ বিষয়ে তত দোষ বা দায় নাই, যত দায় দোষ নারীর।

তিনি বলিতেছেন—আমি নারী জন্ম লইয়াছি এজন্য এক তিল দুঃখ বোধ করি না। নারী হইয়া জন্মানোর আমি সত্যই গৌরব ও গর্ব্ব অনুভব করি। নারীর শক্তি কি বিপুল, গৃহে তার কর্ত্তৃত্ব চলে কতখানি, সে কথা ভাবিলে আমি চির-যুগের পুরুষদের পায়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

পুরুষ এই গৃহে নারীকে সর্ব্বময়ী করিয়া গৃহের সকল ভার তার হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত। এই গৃহে গৃহিণী যাহাতে সকল স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিতে পারে, সেদিকে পুরুষের লক্ষ্য সারাক্ষণ সুতীব্র। গৃহিণীর যাহাতে অসুবিধা না হয়, এ জন্য পুরুষ কি গভীর পরিশ্রমেই না অর্থ সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে। নারী সে অর্থ লইয়া গৃহের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিবে, সংসারে শৃঙ্খলা রচিবে ইহাই তার সাধ্য!

সংসারে সেবা পরিচর্য্যা করিয়াও এমন প্রচুর অবসর নারীর থাকে যে অবসরে হাসি-খুসি, গান গল্পের কোনো ব্যাঘাত ঘটেনা। পুরুষ এই সংসারে শৃঙ্খলা রচিবার জন্য বহু স্বার্থত্যাগ করিয়া চলে। নারী কি বিলাস-আমোদের তুচ্ছ লোভ ত্যাগ করিয়া উপার্জ্জনের গভীর মধ্যে থাকিয়া সংসারের শৃঙ্খলা রাখিয়া ছোটখাট বিলাসসুখ, বিভ্রম মোহ ত্যাগ করিবেন না?

মেয়েরা স্বাধীন হইতে চায়—কেন না, তাহাদের উপর বন্দিত্বের পাহারা ছেলেদের চেয়ে একটু বেশী থাকে। তাই বলিয়া অধীনতার পাশে তাহাকে আবদ্ধ করা কখনও কাম্য হয় না। স্বাধীনতা পাওয়ার নাম বেপরোয়া হইয়া যা খুসী তাই করা তো নয়।

অতিরিক্ত স্বাধীন মেজাজ হইলে কাহারো সঙ্গে বনিবনা হইতে পারে না—বন্ধুত্ব বলো, সখ্য বলো, প্রেম বলো, আর দাস্য বা প্রভুত্ব বলো সকল ব্যাপারেই স্বার্থ আটিয়া থাকিলে চলে না। স্ত্রীর মেজাজ যদি স্বাধীন হয়—স্ত্রী যদি আমোদ বিলাস পিয়াসিনী হয়, তাহা হইলে ভালো স্ত্রী হওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। স্বামীর আয়, স্বামীর ইচ্ছা—সেগুলাকে কতক মানিয়া চলো। তোমাকে লইয়াই তার গৃহ সংসার। তোমার জন্য সেও বহু স্বার্থত্যাগ করিয়া চলিতেছে। যে গৃহে স্বামী রোগশয্যায়, আর স্ত্রীর চলিল চায়ের পার্টিতে বা টেনিশ খেলিতে—সে সংসারে দরদের একান্ত অভাব। দরদ ব্যতিরেকে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে না—টিকিয়া থাকা দূরের কথা। বিবাহিত জীবন বেপরোয়া হইবে না—না স্বামী, না স্ত্রী—কাহারো পুরা স্বাধী

মেজাজ চলে না—চলিতে পারে না। পুরুষ অনেক সহে, নারীর আরো বেশী সহ্য প্রয়োজন, যেহেতু সংসারে তার দায়িত্ব আরো বেশী। বিবাহ করিবার সাধ থাকিলে 'গোরা'—মেজাজ ছাড়িতে হইবে। যে স্ত্রী এ কথার মর্ম্ম জানে, তার জীবনে দুঃখ ঘটিতে পারে না—তার বিবাহ অবিচ্ছেদ্য সুখে সুখময় থাকিবেই।

—

উচল বলিয়া অচলে চড়িতে পড়িনু অগাধ জলে

—০—

শ্রী নীহার দেবী

'বনের পথ' মাসিকের সম্পাদক মমতাকে অনুনয়স্বরে বললে, "তাহলে আমার কাগজে তুমি নিয়মিত লিখছো তো মমতা?"

মমতা তার শান্ত আঁখির স্নিগ্ধ দৃষ্টি মেলে উত্তর দিলে, "চেষ্টা করবো"।

"শুধু চেষ্টা? শুষ্ক ফাঁকা একটা আশ্বাস, আন্তরিকতা কি এর মধ্যে কিছু নেই, আমার মিনতির কি একটুকু মূল্য নেই তোমার কাছে?" শেষের দিকে মনোজের স্বর বেশ একটু আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো।

মমতা একটু হাসলে। সে হাসির অর্থ বোঝা গেল না। টেবিলের অপর পার্শ্বে রক্ষিত চেয়ারটায় গিয়ে বসে বললে, "কথার মধ্যে আবার অন্তর বলে কোন বস্তুর যোগ-সূত্র আছে নাকি? কথাতো মানুষের শিক্ষা দীক্ষা রুচির একটা সুসজ্জিত প্রকাশ মাত্র, যারা ধরুন বাক্য ঠিক সুসজ্জিত করতে পারে না তাদের মধ্যে কেউ যদি বলতো আপনাকে...না থাক কথাই মানুষের কাছে মানুষকে অপ্রিয় করে তোলে মনোজ-বাবু।"

মনোজ একটু উত্তেজিত ভাবে বললে, "এখানে আমি লজিক আওড়াতে আসিনি মমতা—"

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়েই যেন মমতা প্রত্যুত্তর দিলে, "হৃদয় বৃত্তির চর্চ্চা করতে এসেছেন কেমন? কিন্তু মনোজবাবু আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমাদের মধ্যে পরিচয়টা হৃদয়বৃত্তিকে কেন্দ্র করে নয়, লেখার মধ্য দিয়েই এ যোগসূত্র। অন্তরের কথা তোলা নিতান্ত অবান্তর আলোচনা।

মনোজ একটু সঙ্কুচিত হোল বটে; কিন্তু নিরস্ত হোল না, বললে, "তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক দিনের; লেখিকা সম্পাদকের সম্বন্ধের আগে।"

"হ্যাঁ আজও অপমানিত হয়নি", মমতা গম্ভীর ভাবে জবাব দিলে।

মনোজের কণ্ঠে উত্তর জোগালো না, শুধু শুষ্ক কণ্ঠে নিতান্ত প্রসাদাকাঙ্ক্ষার মত বললে, "তাহলে লেখা?"

মমতা শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলে, "বলেছি তো চেষ্টা করবো।"

সংবাদপত্রের অফিস। বিষম হট্টগোল তাড়া তাড়া কাগজের বাণ্ডিল, স্তূপের মধ্যে বসে মনোজ একখানা চিঠি পড়ছিল, আশে পাশে তার ভক্ত এবং সহকর্ম্মী কয়েকজন উপবিষ্ট। মনোজ পড়া শেষ করে মুখ তুলে বললে, "চিয়ার, আপনার দিয়া কেল্লা! এই সত্য দেখ চিঠিটা পড়ে।"

সত্য আগ্রহান্বিত কণ্ঠে বললে, "কে লিখেছে?"

প্রাণ খোলা আনন্দহাস্যে ঘরখানা ভরিয়ে দিয়ে মনোজ চিঠিটা তার হাতে দিয়ে বল্লে 'আর কে, ঐ মমতা মিশ্র। সেদিন তার দেখা করতে গিয়ে যা চোখ রাঙানী খেয়েছিলুম মনে ভয় হয়ে গেছলো বুঝি বা সে—।" "তোমায় বরখাস্ত করলে কেমন?" বলে বিভূতি হেসে উঠ্‌লো। মনোজ সহাস্যে বললে "ইয়েস্! ঠিক ঐ কথাই মনে হচ্ছিল কিন্তু দেখছি তারায় লেখা কেমন তুষ্ট হয়ে খোসামোদ করে লিখেছে—পড়তো সত্য।'

সত্য পড়তে লাগলো।

শ্রদ্ধাস্পদ —

আপনার পত্র পেলাম।

সত্য সবিস্ময়ে বললে, "একি তুই চিঠি দিয়েছিলি?" "দেবো না? ও অনেক কাগজের লেখিকা, ঝগড়া করা কি চলে বিশেষ।"

'মনোজের ইঙ্গিতটুকু বুঝতে বন্ধুবর্গের দেরী হোল না, বিভূতি বললে, "তারপর পড়তো সত্য।"

সত্য পুনরায় সুরু করলে।

'আপনি যে আমার সেদিনের কথায় রাগ করেন নি জেনে খুসী হলাম

একটা লেখা দিলাম। অনেক দিন পরে 'প্রলয় ডঙ্কার সুরে প্রেমের ঝঙ্কার শুনে বাস্তবিক দুঃখ পেলাম। প্রলয় যার নাম, ধ্বংস যার নৃত্য, সে যদি তার 'বন্ধ-হারা মৃত্যু নাচের' বাণী ভুলে যায় তাহলে কি পরি-তাপের বিষয় হয়ে উঠেনা? প্রলয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়ের স্পর্দ্ধায় একথা বললুম।..

সশ্রদ্ধ অভিবাদন গ্রহণ করুন। ইতি—

স্নেহ ধন্যা 'মমতা মিশ্র'।

বিভূতি বললে 'এক্‌সেলেণ্ট্। সত্য গ্র্যাণ্ড লিখেছে ভাই'। মনোজ বিজ্ঞ-ভাবে হেসে বললে 'হুঁ! আমি ওকে বলেছিলুম একদিন যে প্রলয় ডঙ্কা নামে আমি লিখি অবশ্য তার পূর্ব্বে থেকেই ও আমার ঐ ধরণের কবিতা গুলোকে খুব পছন্দ করতো।'

জীবন একধারে বসে এদের আলোচনা শুনছিল আর চু একটা প্রুফ সংশোধন কচ্ছিল, মনোজের শেষ কথায় একটু আকৃষ্ট হয়ে বল্‌লে, "আচ্ছা মনোজদা তুমি বুঝি নিজেকে একজন 'জিনিয়াস্' বলে মমতা মিশ্রের কাছে জাহির করবার জন্য আত্ম-পরিচয় দিয়েছিলে ?"

মনোজ গর্ব্বভরা হাস্যে বললে, "কতকটা তাই বটে কিন্তু সম্পূর্ণ নয়, জানিস না তোরা মমতা মিশ্র কুমারী।'

জীবন একটু বিদ্রূপ জ্বালা মিশ্রিত কণ্ঠে বললে, 'তাই অরক্ষিত সম্পত্তির প্রতি তোমাদের দৃষ্টি ?'

সত্য তাকে থামিয়ে দেবার অভিপ্রায়ে বললে,'দেখ জীবন। অত রক্ষণশীলতার বড়াই করিস না। কুমারী তায় লেখিকা আবার বেশ কবিত্বও আছে—তার প্রাণে ; আমরাও কিছু একেবারে ভাস্মদের বনে যাইনি। একটু টেষ্ট করতে দোষটা কি ?'

জীবন বল্লে, 'দোষ হোতনা যদি সামনা-সামনি তোমাদের এ টেষ্ট্‌টা চালাবার সাহস থাকতো কিন্তু এ হচ্ছে"—বাকিটা আর সমাপ্ত হোলনা, সত্য বললে 'যা যা : নিজের কাজ দ্যাখ তোর মত হস্তী মূর্খের কাগজের আফিসে ঢোকাই বোকামো।'

বিভূতি মনোজের পানে চেয়ে বললে, 'মোদ্দা এর একটা লাভ্‌লি প্রত্যুত্তর দিতে হবে। তুই পারবি তো ?

মনোজ বললে খু--উ ব।

...তিন দিন পরে। মনোজ তেমনি বন্ধুবান্ধব সহকর্ম্মী পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছে। একখানা চিঠি এলো, উপরের হস্তাক্ষর দেখে সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠলো বল্লে, খোলতো এবার কি লিখেছে মনোজ তাড়াতাড়ি খামটা ছিঁড়ে পড়তে লাগলো।

প্রিয় সুধারাদি !

তোমার পত্রে সমস্ত জেনে হাসি পেলো, অসংখ্য ধন্যবাদ আমার অজানা, সেই লোকটীকে।

বিভূতি বাধা দিয়ে বলে উঠলো আর এ আবার কাকে লিখেছে মাইরি।

সত্য বললে,"বোধ হয় কোন friendকে কে লিখেছে, হয়তো তাড়াতাড়িতে ঠিকানা ভুল করে বসেছে, যাক তুই চিঠিটা পড়তো।"

মনোজ পড়ে চললো।

—"বনের পথ সম্পাদকটী দেখছি মস্ত একজন মনস্তত্ত্ববিদ হয়ে পড়েছেন। আহা রাগ করোনা ভাই ওরা কৃপার পাত্র," মনোজের মুখটা একটু কালো হয়ে উঠলো, সত্য চিন্তিত স্বরে বললে তাইতো হে বেহুরো থাইছে যে বড়, পড়তো।"

মনোজ আবার পড়তে লাগলো—

আমাদের দেশের অবনতি বলে আক্ষেপ করেছ কিন্তু মিছে। তরুণ সম্পাদকের দল ঐ রকমই 'লোফার' হয়ে থাকে, ওদের ঐ অনুমানের নৌকায় বসে কল্পনার কালকা দাঁড় টানা যেদিন শেষ হয়ে যাবে, সেদিন অন্ধকারে কুলে দাঁড়িয়ে পথের রেখা যখন পাবে না, কি অবস্থা হবে কল্পনা করো দেখি। তাইতো বলছিলাম কৃপার পাত্র ওরা।

আমার কথা বলেছে ?—জেনো সূর্য্যের আলো চিরদিনই অম্লান, তাতে যদি পৃথিবীর ছায়া পড়ে অন্ধকার পৃথিবীতেই পরিব্যাপ্ত হয়, কিন্তু সূর্য্যের কিছু হয় কি ? ভালবাসা নাও। তোমারি 'মমতা'।

চিঠিটা যখন শেষ হোল প্রত্যেকের মুখেই কে এক পোঁচ করে কালী লেপে দিয়েছে। সকলেই নির্ব্বাক, কেবল জীবন মৃদুস্বরে প্রশ্ন করলে, মনোজদা, "নিচল ছাড়িয়া অচলে চড়িতে,পড়িনু অগাধ জলে।" গল্পটী কি এবার যাবে ?

——

বৈজ্ঞানিক জগৎ

—•—

বাহাদুর বালক

রোণাল্ড স্মিথের বয়স ১৭ বৎসর মাত্র। তাহার বাড়ী ব্রাইটনে (ইংলণ্ড)। সে ইতিমধ্যেই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের পদে উঠিয়াছে। এক প্রকারের বন্দুক সে নির্ম্মাণ করিয়াছে যাহার সহিত সার্চ্চলাইট search light) লাগান থাকিবে। ইহার সাহায্যে রাত্রের অন্ধকারেও লক্ষ্য করিবার বস্তুটিকে স্পষ্ট দিনের বেলার মত দেখা যাইবে।

নূতন রকমের মেশিনগান

শুধু তাই নয়। রোণাল্ড আবার একটী মেশিন গান (machine gun) আবিষ্কার করিয়াছে--তাহা দ্বারা প্রতি মিনিটে ৬০০ গুলি ছোঁড়া যাইবে। সে প্রথমে খেলার ছলে এই অস্ত্র প্রস্তুত করে। বাইকের পাম্প, তিনটী ছোট পুরাতন টিন, এবং খেলার ইঞ্জিনের cylinder লইয়া রোণাল্ড এই ভীষণ অস্ত্র নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিল। এই মেশিন গান হইতে গুলি ৫০০ গজ পর্য্যন্ত ভীষণ জোরে যাইবে। এই প্রণালীতে বড় কামান প্রস্তুত হইলে গোলা বহুদূর পর্য্যন্ত ছোঁড়া যাইবে বলিয়া সকলে মনে করিতেছেন। বাহাদুর বালক বটে !

তালা না দ্বারোয়ান ?

দরজার দ্বারোয়ান না রাখিলেও এখন হইতে জানা যাইবে কে ঘরে ঢুকিয়াছিল এবং কখন ঢুকিয়াছিল। এই অদৃশ্য ডিটেক্‌টিভ টী কে ? ঘরের সাধারণ তালা মাত্র—কোনও বিশেষত্ব ইহাতে দেখিতে পাওয়া যাইবে না। এই তালার মধ্যে ছোট কাগজের টুকরা আছে ; দরজা খুলিলেই তাহাতে সময় লেখা হইয়া যাইবে। যাহারা ব্যবহার করে প্রত্যেকের বাড়ীর ভিন্ন ভিন্ন নম্বর আছে—যে খুলিবে তাহার নম্বরও লেখা

হইয়া যাইবে। এই তালা অন্য চাবি দ্বারা খোলা যাইবে না। আরো মজার কথা—ঘরের জানলা খোলা থাকিলে তালা কিছুতেই বন্ধ হইবে না। সুতরাং অসাবধানতাবশতঃ জানলা দিয়া চোর ঢুকিবারও উপায় রহিল না। এই তালা লণ্ডনে Business Efficiency Exhibition-এ প্রদর্শিত হইয়াছে। দেখিয়া সকলেই খুসী হইয়াছেন।

জয়পুরে বায়ু-প্রসাদ

জয়পুরে বায়ু-প্রসাদ একটা দেখিবার জিনিষ। সমস্তা মার্ব্বেল পাথরে প্রস্তুত। জগতে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের যত উপায় জানা আছে তাহার বন্দোবস্ত এই প্রাসাদে আছে। এই প্রাসাদ প্রস্তুত করিতে ব্যয় হইয়াছে ১ কোটী পাউণ্ড অর্থাৎ ১৩ কোটি টাকারও উপর। জানলাই আছে ৩,৪৬২টী—আর প্রত্যেক জানলাতেই বাদ্যযন্ত্র এমনভাবে লাগান আছে যে তাহার মধ্য দিয়া বাতাস গেলেই বাজনা বাজিয়া উঠিবে।

নূতন Poison Gas

Clermont (Ferand) এর রসায়নাগারের (Chemical Institute) অধ্যাপক বার্ট নূতন এক প্রকারের বিষাক্ত গ্যাস (Poison gas) প্রস্তুত করিয়াছেন। মুখে মুখোস পরিয়া পূর্ব্বের বিষাক্ত গ্যাসের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া গিয়াছে কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে মুখোসে কিছুই হইবে না, কারণ এই গ্যাস পরিচ্ছদের মধ্য দিয়া শরীরে প্রবেশ করিবে সুতরাং সমস্ত শরীর সুরক্ষিত করিয়া রাখিতে হইবে। এই গ্যাসও যে জলীয় পদার্থ হইতে প্রস্তুত হয়—তাহাদের কোন বর্ণ নাই—সুতরাং টের পাওয়াই কঠিন হইবে। Professor Bert সুগন্ধি বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন—তাহা করিতে করিতে হঠাৎ এই বিষাক্ত গ্যাস আবিষ্কৃত হইয়াছে।

রেডিও ট্রেণ

মাঞ্চুরিয়া চানা দস্যুর উৎপাতে অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। দস্যুগণ প্রায়ই ট্রেণ লুঠ করিতেছে। তাই জাপানী সামরিক কর্ম্মচারীগণ তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য নূতন প্রকারের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তাহারা রেডিওর সাহায্য লইয়াছে। জাপানী ইঞ্জিনিয়ারগণ এমন একখানি ট্রেণ প্রস্তুত করিয়াছেন যে তাহা বাষ্পদ্বারা চালিত হইলেও ড্রাইভার ইত্যাদি কেহই তাহাতে থাকিবে না—ট্রেণ খানি একেবারে খালিই যাইবে। তাহার চালক হইবে পরের আর একখানি ট্রেণ, তাহাতে বেতার যন্ত্র থাকিবে। এই যন্ত্রই পূর্ব্বের ট্রেণ খানিকে চালাইবে। দস্যুগণ প্রথম খালি ট্রেণ খানিকে আক্রমণ করিবে এবং তাহাদের ভুল ভাঙ্গিতে না ভাঙ্গিতে পরের ট্রেণ আসিয়া পড়িবে। তাহাতে জাপানী সৈন্য থাকিবে - তাহারা তৎক্ষণাৎ দস্যু নিধনে নিযুক্ত হইবে। ইহা সফল হইলে—হয়ত সাধারণ ট্রেণও রেডিয়োর সাহায্যে পরিচালিত হইবে।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব

— ::০:: —

অজীর্ণরোগে পথ্যবিধি

কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী

(সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

নিম্নলিখিত খাদ্যগুলি কুপথ্য—

নূতন চাউলের অন্ন, টাটকা পাউরুটি, সর্ব্বপ্রকার সংরক্ষিত খাদ্য,পাকা মাছ, পার্শে, ভেট্‌কি, ইলিশ, ও পুটি মাছ, চর্ব্বিযুক্ত মাংস, চিংড়ী কাঁকড়া, মাছের ডিম, চিনি, বাজারের খাবার, আপেল, আমড়া, পিয়ারা কদলী, ন্যাসপাতী প্রভৃতি গুরুপাক ফল, পিষ্টক পায়েস প্রভৃতি, বিলাতী কুমড়া, আলু সোডার জল, বরফ, কুলপী বরফ বা আইস ক্রীম প্রভৃতি।

অজীর্ণ রোগে রন্ধন প্রণালী—

আমাদের দেশে 'গোরের ভাত' প্রস্তুত করিতে যেরূপ মৃদুজ্বাল ব্যবহার করা হয়, সেইরূপ মৃদু জ্বালে প্রস্তুত অন্নাদি অজীর্ণ রোগীর পক্ষে হিতকর। আজকাল Icmic Cooker বা অনুরূপ যে সমস্ত কুকার প্রস্তুত হইয়াছে, তদ্দ্বারা এ কার্য্য সিদ্ধ হয়।

আহার সম্বন্ধে খুব অতিরিক্ত খুং খুং করিলে, ভুক্ত বস্তু সহজে পরিপাক হয় না। তাই একটা কথা প্রচলিত আছে যে, যে ব্যক্তি সকালে কি আহার করিয়াছে বৈকালে তাহা স্মরণ করিতে পারে না, সাধারণতঃ তাহার পরিপাকশক্তি উত্তম। ফলতঃ আহার সম্বন্ধে অমনোযোগ যেমন দোষাবহ, আহারের খুটিনাটি সম্বন্ধে অহরহঃ চিন্তাও সেইরূপ দোষকর।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, অজীর্ণ রোগের নিদান, প্রকৃতি ও লক্ষণ দেখিয়া, এবং, ব্যক্তিগত রুচি ও রোগীর প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া সুপথ্য নির্দ্দেশ করিলে, পুরাতন অজীর্ণ রোগে কোন ঔষধ সেবন করা প্রয়োজন হয় না। বস্তুতঃ, এ রোগে দীর্ঘকাল কোন ঔষধ সেবন না করাই মঙ্গল। সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে, অজীর্ণ রোগকে তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) পাকস্থলী হইতে অল্প পরিমাণে পাচক রসের

ক্ষরণ হেতু, (২) পাচক রসের আধিক্য হেতু, (৩) পাকস্থলীর মাংসপেশী সমূহের দুর্ব্বলতা জনিত।

পাচক রসের অল্পতায়

নরম খাদ্য অপেক্ষা শক্ত খাদ্য এ ক্ষেত্রে হিতকারী, কারণ, শক্ত দ্রব্য উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া খাইতে হইলে, স্বভাবতঃ অধিক পরিমাণে লালারসের ক্ষরণ হয় এবং তদ্দ্বারা পরিপাককার্য্যের সহায়তা হয়। শালিজাতীয় (শ্বেতসার) খাদ্য এক্ষেত্রে হিতকর—কাকেই, মুড়ি খই, চিঁড়া, বাগি পাঁউরুটি প্রভৃতি শ্বেতসারপ্রধান শক্ত খাদ্য খাওয়া প্রয়োজন। স্নেহ জাতীয় খাদ্যের মধ্যে ঘৃত ও তৈল সহ্য না হইলেও, অল্প মাত্রায় মাখন সহ্য হয়। মাংস, দাল মৎস্য প্রভৃতির প্রোটীন, পাচক রসের অল্পতা হেতু পরিপাক হয় না।

পাচক রসের আধিক্য জনিত

এ অবস্থায় শ্বেতসারপ্রধান খাদ্যের পরিমাণ কমাইয়া দেওয়া উচিত। রুটি, ভাত, আলু, চিনি ইত্যাদির পরিবর্ত্তে দুধ, ছোট মাছ, কচি মাংস, অর্দ্ধ সিদ্ধ ডিম, মাখন, প্রভৃতি হিতকারী। চিনি, মিষ্টান্ন, অম্লদ্রব্য, লবণাক্ত পদার্থ ও অতিরিক্ত মসলা সংযুক্ত খাদ্য এবং মাংসের সুরুয়া ও নির্য্যাস পরিবর্জ্জনীয়।

পাকাশয়ের মাংসপেশীর দুর্ব্বলতায়

কাঁচা শাক সব্জি ভক্ষণ নিষিদ্ধ। ফল ভাপ্‌রায় সিদ্ধ করিয়া অথবা ফলের রস যথেষ্ট পরিমাণে পান করা কর্ত্তব্য। কোনও সময়েই এককালীন আহার বেশী পরিমাণে করা উচিত নয়, অর্থাৎ আহার বারে বাড়াইয়া দিয়া পরিমাণে অল্প করিয়া দেওয়া উচিত; কিন্তু, কদাচ সারা দিনরাত্রে চারিবারের অধিক আহার অযৌক্তিক। পুরাতন চাউলের অন্ন, এবং মাখন এরূপ রোগীর উপযোগী। কোনরূপ গুরুপাক দ্রব্য রুটি এরূপ রোগীর বর্জ্জন করা উচিত।

বুদ্ধিমান রোগীমাত্রেই দুই চারিদিন বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিলে, নিজের রোগের প্রকৃতি নির্ণয় করিতে পারিবেন। অতঃপর উপরি উক্ত পথ্যবিধি সমূহ হইতে নিজের রুচি অনুযায়ী খাদ্য নির্ব্বাচন করিয়া লইলে, এবং সদভ্যাস ও আহারবিধি যথারীতি পালন করিলে, নিশ্চয়ই সুফল লাভ করিবেন।

— —

ভবঘুরে

[ষ্টীভেন্‌সনের Vagabond কবিতার অনুবাদ]

শ্রীসুধীরচন্দ্র গুপ্ত

—::•::—

দাও গো মোরে দাও গো মোরে মোর জীবন্,---
পায়ের পাশে জল্‌ধারা যাক্ বহিয়া,
মাথার পরে মায়ার মত নীল্ গগন্,
সামনে সোজা পন্থাটি থাক্ পড়িয়া।
আকাশ-তারা দেখ্‌তে দিও সেজ-কানন্--
তটিনী থাক্ টুক্‌রা রুটি ভিজাতে---
আমার মত মানব মাগে সেই জীবন,
সেই সে জীবন যাপন করা মজাতে।

বুকটি পেতে আঘাত নিতে নাইতো ভয়,
হবার যাহা তা নিয়ে নাই ভাবনা;
আমায় ঘিরে রচুক ধরা স্বপন-চয়,
সামনে চলার পন্থাটি থাক্ কামনা।
চাইনা প্রলয়, নাই কামনা ধন কি জন,
চাইনা প্রিয়-পরাণ প্রিয় বান্ধবে;
মাথার পরে আকাশ রচুক সুখ-স্বপন্,
পায়ের তলে অন্তবিহীন পথ রবে।

কিংবা হঠাৎ থমকে গেলে মাঠের মাঝ,
অধর পবে আঙুল থুয়ে নিরবে
শরৎ সখি পড়ে দাঁড়াক শ্যামল সাজ্,
থামিয়ে দিয়ে পাখীর আকুল আরাবে।
সামনে শয়ন দুগ্ধ-ধবল ধুসর ভুঁই---
মাথায় নভ-অজানা তার নিশানা---
শিশির শীতে ভয় না করে চলবো মুই,
ছুটবো পথে নাইতো তাহার সীমানা।

বুকটি পেতে আঘাত নিতে নাইতো ভয়,
হবার যাহা তা নিয়ে নাই ভাবনা;
আমায় ঘিরে রচুক ধরা স্বপন-চয়,
সামনে চলার পন্থাটি থাক কামনা।
চাইনা প্রলয়, নাই কামনা ধন কি জন,
চাইনা প্রিয়-পরাণ প্রিয় বান্ধবে;
মাথার পরে আকাশ রচুক সুখ স্বপন,
পায়ের তলে অন্তবিহীন পথ রবে।

রেডিও

লাউড্ স্পীকার

—০—

খোড় বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি খোড় — পরিবেশন করিয়া ভারতীয়-বিভাগ যে কর্তব্য সম্পন্ন করে তাহাতে লাইসেন্সধারীরা সন্তুষ্ট হইতে পারে না। প্রতিবাদ করিয়াও কোনো ফল হয় না, পত্রের জবাব পর্য্যন্তও তাহারা পায় না। কেহ দেখা করিলে কর্তারা নাকি বলেন, 'মশায় সবাইকে ত সন্তুষ্ট করতে পারি না। আপনি হয়ত যা চান্ না, আর একজন তা' চান। আমরা আর কি করি বলুন ?'

—

এই মামুলি উত্তর আমরা বহুবার শুনিয়াছি। কর্তৃপক্ষ মনে করেন এমন অকাট্য যুক্তির উপর আর কথা থাকে কি। সেদিন একজন লাইসেন্সধারী আমাদের বলিতে ছিলেন যে, কর্তৃপক্ষ যখন এইরূপ কথা বলেন তখন নিজেদের বেশী ঠকায়, না সাধারণকে বেশী ঠকায়।

—

ভাল সকলেই ভাল বলে, একজন যা ভাল বলে আবার যদি অপরে তা' মন্দ বলে নিশ্চয় তা' ভাল নয়। বেতারের আর্টিষ্ট-দের মধ্যে এমন একাধিক গাইয়ে আছেন যাদের গান সকলেই ভাল বলে। অতএব, কর্তৃপক্ষের ওরকম যুক্তি দেখানো মানে নিজেদের ঠকানো। সাধারণে ও ধাপ্পায় আর ভোলে না।

—

বোম্বাই ষ্টেশনের লেজে বাঁধিয়া কিরূপে কলিকাতা ষ্টেশনকে পঙ্গু করিয়া রাখা হইয়াছে, আমরা অন্য সময় তাহার আলোচনা করিব। বোম্বাই ষ্টেশনের ১৮০০ লাইসেন্সধারীর জন্য সপ্তাহে সাড়ে আটাশ ঘণ্টার প্রোগ্রামে খরচ ১৫২,০০০ ; আর কলিকাতার ৮৫০০ লাইসেন্সধারীর বেলায় সপ্তাহে সাড়ে পঁয়-তাল্লিশ ঘণ্টায় খরচ হয় ১৩৭,০০০ ।

—

কলিকাতা ষ্টেশনের শ্রোতাদের উপর ইহা অপেক্ষা অধিক কোনো অন্যায় কল্পনা করা যায় না। আমরা শুনি নাই মিঃ ষ্টেপলটন উপরে অর্থাৎ ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করিয়াছেন কি না, এবং ইহা তুলিয়া দিবার জন্য সেখানে কোনো চেষ্টা করিয়াছেন কি না।

—

বেসরকারী পরিচালনায় যে সব লোক ছিল তাহারাই গবর্ণমেণ্ট পরিচালনায় রহিয়া গেছে। বেসরকারী কোম্পানী ১০০০৲ টাকায় কেন তদপেক্ষা বেশী দিয়া ইউরোপীয়ান ষ্টেশান ডিরেক্টার রাখিতে পারেন কিন্তু গবর্ণমেণ্টের ১০০০৲ দিয়া ইউরোপীয়ান ষ্টেশনডিরেক্টার রাখা শুধু অন্যায় নয়, যাহারা লাইসেন্স লইয়াছে তাহা-দের উপর স্রেফ্ জুলুম।

—

গবর্ণমেণ্ট ১০০০৲র আই, সি, এস অফিসার দিয়া যে দায়িত্বপূর্ণ কাজ করান, ষ্টেশন ডিরেক্টারের কাজ তেমনি দায়িত্ব-পূর্ণ ও তেমনি বেশী কি ? খরচ যেখানে কম করা হইতেছে, Indiansation যেখানে গবর্ণমেণ্টের watchword সেখানে ১০০০৲র ইউরোপীয়ান ষ্টেশন ডিরেক্টার গবর্ণমেণ্ট রাখেন কি করিয়া আমরা বুঝিতে পারি না।

—

আমরা আশা করি, কোনো এম, এল, এ এ বিষয় আলোকপাত করিবার জন্য আসেম্ব্লিতে প্রশ্ন করিয়া দেখিবেন। সাধারণের প্রতি যে কর্তব্য তাঁহাদের আছে তাহাতে কলিকাতা ষ্টেশান সম্বন্ধে আসেম্ব্লিতে প্রশ্ন করা Overdue হইয়াছে, এখনো না করিলে কর্তব্যে ত্রুটি ঘটিবে। এবং আবার ইলেকসানে তাঁহাদের ভোটাররা তাহা ভুলিবে না।

—

বেতার জগৎ বেতারের আরেকটী কলঙ্ক। পৃষ্ঠে লেখা 'Organ of the Calcutta Station'. থাকে নিজেদের বিজ্ঞাপন, আর থাকে প্রোগ্রাম তালিকা এবং অভিনীত নাটকের বিস্তৃত প্রোগ্রাম। রচনা এক-আধটি যাহা থাকে তাহা অপাঠ্য! মূল্য ⁄০ আনা।

—

অথচ ইহার জন্য একজন সম্পাদক এবং একজন সহকারী সম্পাদক আছেন এবং সেজন্য নিশ্চয় তাঁহারা আলাদা মাহিনাও লইয়া থাকেন। নৃপেন মজুমদার ভারতীয় প্রোগ্রাম পরিচালক হিসাবে মাহিনা লন, বাঁশি বাজাইয়া পারিশ্রমিক লন, বেতার জগতের সম্পাদক বলিয়া যে নাম দিয়াছেন তাহার জন্য যে শ্রম স্বীকার করিয়া থাকেন সেজন্যও কিছু লন।

—

সহকারী সম্পাদক নলিনীকান্ত সরকার গায়ক হিসাবেও পারিশ্রমিক লন। এইরূপে বেতারের একই ব্যক্তির একাধিক নামে বা একই নামে—বিভিন্ন itemএ পারিশ্রমিক লওয়া একটা রেওয়াজ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিয়াছে। ইহা সঙ্গত বলিয়া আমরা মনে করি না।

—

যেরূপ যোগ্য সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক আছেন বেতার জগতের উন্নতি তাঁহাদের বাহিরে। কিন্তু মাত্র প্রোগ্রাম তালিকার জন্য লোক ⁄০ আনা দিয়া কিনিবে কেন ? আমরা জানি, বহুলোকের সেট আছে অথচ বেতার জগৎ কেনেন না।

—

বাজারে বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়। সেজন্য লোকসান যায় না, বরং লাভের অঙ্কে কিছু থাকে। সুতরাং ষ্টেশন ডিরেক্টারকে বুঝাইতে অসুবিধা হয় না যে, সব ঠিক যাইতেছে। সবই ঠিক থাকে, যাহাদের স্বার্থ আছে তাহাদের পকেট ঠিক থাকিলেই।

—

কিন্তু, এ সব অনাচারের চাপ সেই এক লাইসেন্সধারীদের উপরেই পড়িতেছে ইহা তো অস্বীকার করিবার অবকাশ থাকে না।

—

৮ই বীরেন বাবু: 'আজকের আলোচ্য বিষয় 'জ্ঞানবেদ।' শ্রীমতী শরৎশশী মিত্রের দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের পরিশিষ্টটী সেদিন বাকি ছিল পড়ে দিচ্ছি।' লেখিকা তাঁর নিজ মন্তব্য পরিশিষ্টে ব্যক্ত করিয়াছেন।

—

'অন্যান্য যা চিঠি পত্র এসেছে তার উত্তর অফিস থেকে দেওয়া হবে।' বীরেন বাবু বলিলেন।

—

১৩ই মহিলা মজলিসে সৌরীন্দ্রবাবুর পাঁচ অঙ্ক গল্পটী পাঠ করিয়া অনুষ্ঠান শেষ করা হইল।

—

১২ই বীরেন বাবু: ''আজকে মহাভারতের গল্প বলবো।' সরোজবাসিনী দেবের রাঁচি ভ্রমণ যাচ্ছেতাই রচনা। এরকম চতুর্থ শ্রেণীর রচনা না দিলেই ভাল হইত।

—

শ্রীমতী কনকলতা ঘোষের আত্মোৎসর্গ কবিতাটীর পুনরাবৃত্তির উদ্দেশ্য কি?

—

১৩ই বীরেন বাবু: 'আজকে সুবিখ্যাত কয়েকজন শিল্পীর কথা বলবো। শ্রীমতী প্রতিভা ঘোষের কবিতা নির্ব্বিকার। অনেক ছন্দপতন আছে। কমলাদেবীর রান্না "পেপের নাড়ু" নলিনীবালা দেবীর সত্য-ঘটনা 'দারোয়ানের রক্ত খাওয়া' ও 'ভাষের খাবার খাওয়া' নিতান্ত পেলো পরিবেশন। "কাশীধামের কথা"। লেখার তাৎপর্য্য বুঝিলাম না, এটা ভ্রমণ কাহিনী, না গল্প? প্রবন্ধের পর্য্যায়েও ফেলা চলে না। তবে এটা কি?

—

সোমবার ৮ই শ্রীনৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতার পর শ্রীঅনুকূল চন্দ্র দাস গাহিলেন 'যে ভাল বেসেছ কালী'। গানটি সুমিষ্ট হইয়াছিল। তাঁহার দ্বিতীয় গান 'কালি নাম সদনা বদনে' সুন্দর। শ্রীগণেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'মাঝি তুই ভুল করিলি হায়' গানটি মন্দ হয় নি।

—

শ্রীনকুলেশ্বর মল্লিকের স্বরোদ বাজনা মন্দ লাগিল না। ৭৷৹টায় হিন্দি প্রোগ্রাম আরম্ভ হইল। মহম্মদ হোসেন সাহেবের উর্দ্দু গজল গান সুমিষ্ট ও সুগীত হইয়াছিল। মিস্ ফুল্লনলিনীর হিন্দিগান মন্দ হয় নাই।

—

রাত্রি স আটটায় মিস্ ফুল্লনলিনীর বাংলা গান 'শতদল শতদল' সুগীত হইয়াছিল। শ্রীকমলাপতি রায়ের গান শুনিয়া আমরা খুসী হইয়াছি। অর্কিড ক্লাবের অর্কেষ্ট্রা বাদ্য ভালই হইয়াছিল।

—

মঙ্গলবার বেতার শিল্পীসঙ্ঘের সমবেত সঙ্গীত সুন্দর লাগিল। ইহাদের গানের উন্নতি দর্শনে প্রীত হইয়াছি। শ্রীহর্ষদেব রায় গাহিলেন 'আর কতকাল থাকবো বসে'। কবি অতুল প্রসাদের এই গানটি পুরাতন হইলেও আমাদের ভাল লাগিল। তাঁর দ্বিতীয় গান 'পিয়াসী প্রাণ যাহারে চায়' অতি সুন্দর। হিমাংশু বাবুর সুর যোজনার বাহাদুরী আছে।

—

শ্রী ননী দাসগুপ্তের কথা মন্দ হয় নাই। শ্রীঅশোক কৃষ্ণ ঘোষের স্বরোজ সুন্দর।

—

বুধবার শ্রী রামচন্দ্র পালের বাংলা গান সুগীত হইয়াছিল। শ্রী কালীপদ পাঠকের "ওহে বনমালী" গানটি চমৎকার হইয়াছিল। মিস আঙুরবালার "চাঁপার কলির তুলিকায়" গানটি সুগীত হইয়াছিল। শ্রী অপাঙ্গ ভূষণ চক্রবর্ত্তীর বাংলা গান মন্দ হয় নাই। শ্রী বিমল কুমার মিত্রের "বেলা বয়ে যায়" ও "তোমার আমার যে কথা" গান দুটি বানীর স্পষ্টতা ও সহজ সুন্দর সুরের জন্য ভাল লাগিল।

—

বৃহস্পতিবার শ্রী সুনীল কৃষ্ণ করের বাংলা গান মন্দ হয় নাই। শ্রী বিনোদ বিহারী গাঙ্গুলীর "বৃন্দাবন চন্দ্র" গানটি সুগীত হইয়াছিল কিন্তু উচ্চারণের দোষে জমে নাই। মিস আভাবতীর "এস মুক্তির নামে" গানটি মন্দ হয় নাই। ছোটে খাঁর সারেঙ্গী বাজনা সুন্দর।

—

শুক্রবার বেতার নাটুকে দল শ্রীযুক্ত অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক নাটকাকারে গ্রথিত শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর "মন্ত্রশক্তি"র অভিনয় করিলেন।

—

শ্রী অহীন্দ্র চৌধুরী আসানসোলে চলিয়া যাইবার দরুণ অভিনয় করিতে পারিলেন না।

—

রমাবল্লভ ও মৃগাঙ্কর অভিনয় মোটের উপর মন্দ হয় নাই। অম্বর, হলধর, মথুরো, বানী, কৃষ্ণপ্রিয়, অজা, প্রভৃতি মন্দ নয়। মোটের উপর সমগ্র অভিনয় মন্দ হয় নাই। আমারা হয়ত ভালই বলিতাম যদি না আমরা 'মন্ত্রশক্তি'র অপূর্ব্ব অভিনয় ষ্টারে দেখিতাম। কিন্তু বেতার জগতের দুই পৃষ্ঠা-ব্যাপী বিজ্ঞাপনের ঢক্কানিনাদের মত কিছুই হয় নাই।

—

শনিবার শ্রী অশোক সেনের বাংলা গান মন্দ লাগিল না। কুমারী আভারাণী সরকারের "কেন হেন আঁখি জল" গানটি মোটের উপর মন্দ নয়।

—

রবিবার ১৪ই জানুয়ারী বেতার শিল্পী

সঙ্গের সমবেত সঙ্গীত 'কেন সে দিন গেল' রাখিল। শ্রীনলিনীকান্ত সরকার কীর্ত্তন গাহিলেন। শ্রীকাশীনাথ চট্টোর 'তোরা দেখিস নি আমার মা'কে' গানটি ভাল লাগিল। তাঁর হিন্দি গান দুটি মন্দ নয়। শ্রীতারক নারক নাগ দের বেহালা মন্দ হয় নাই।

—

রবিবার সান্ধ্য অনুষ্ঠান পরিচালনা করিলেন শ্রীসুধামাধব সেন গুপ্ত। বহুদিন পরে সুধামাধব বাবুর বিচিত্র অনুষ্ঠান হইল।

—

প্রথমে শ্রীশুভ ও অরুণ মুখার্জ্জী বেহলা ও অর্গান বাজাইলেন। এই দ্বৈত যন্ত্র সঙ্গীত সুন্দর হইয়াছিল। কুমারী মল্লিকা রায়ের 'কোন রূপসী খেলছে হোলী' গানটি চমৎকার। শ্রীযুক্ত খগেন দের দোতারা বাজনা সুন্দর। যশস্বী নট শ্রীরবি রায় 'বন্দীবীর' আবৃত্তি করিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর নাটকের সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া আবৃত্তি উপভোগ্য হইয়াছিল।

—

শ্রীসুধামাধব সেন গুপ্তের 'এলো যে নিশি শেষে' গানটি অনবদ্য। শ্রীগোপাল চন্দ্র লাহিড়ী ক্লারিওনেট বাজাইয়া আমাদের মুগ্ধ করিলেন। চমৎকার বাজনা। কুমারী তরু বিশ্বাস ও অনীতা চাটার্জ্জীর গান মন্দ হয় নাই। কুমারী মল্লিকা রায়ের 'ফাগুন আজি কেন' গানটি সুন্দর। সর্ব্বশেষে শ্রীখগেন ও নগেন দে বাঁশী ও ম্যাণ্ডোলীন বাজাইয়া মধুরেণ সমাপয়েৎ করিলেন।

—

ফোন নং বি. বি, ১৩৬৯

চিঠি-পত্র

—•—

"আজ-কাল" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু –
সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়,

মাঘ মাসের "ভারতবর্ষে" একটি গান ও স্বরলিপি দেখিয়া কিছু বক্তব্য বিবেচনা করিয়া এই লেখাটি পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া এটিকে আপনার সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকার আগামী সংখ্যায় স্থান দান করিয়া বাধিত করিবেন।

মাঘ মাসের "ভারতবর্ষে" শ্রীঅসিতকুমার হালদার মহাশয়ের একখানি গান ও শ্রীশচীন্দ্র কুমার দত্ত কর্ত্তৃক রচিত ইহার স্বরলিপি দেখিলাম। "ভারতবর্ষের" ন্যায় একখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকায় এরূপ স্বরলিপি দেখিয়া –আমরা বাস্তবিকই বড় দুঃখিত হইয়াছি। আমরা "ভারতবর্ষের" ন্যায় একখানি পত্রিকার নিকট হইতে আধুনিক প্রসিদ্ধ গানের ভাল ভাল স্বরলিপি পাইতেই ইচ্ছা করি। শ্রীশচীন্দ্র কুমার দত্ত কর্ত্তৃক রচিত স্বরলিপিতে বহুল ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। এরূপ স্বরলিপি কেবলমাত্র নূতন শিক্ষার্থী কর্ত্তৃকই রচিত হইতে পারে। স্বরলিপিকার সর্ব্বশেষের লাইনে শুদ্ধ গান্ধার ও রেখাব ব্যবহার করিয়া ভৈরবীর ঠাট বজায় রাখিতে বৃথাই চেষ্টা করিয়াছেন। গায়কের পক্ষে উক্ত শুদ্ধ গান্ধার হইতে অস্থায়ীতে পুনরায় পাদের কোমল ধৈবতে ফিরিয়া আসাও নিরাপদ নহে। কাটফেল করার সম্ভাবনা। ইহার উপর সুরের মধ্যে মীড় বা গমকের চিহ্ন প্রয়োগের বালাই না থাকায় স্বরলিপিকারের পক্ষে স্বরলিপি প্রণয়নে অনেক সুবিধা হইয়া গিয়াছে বটে কিন্তু স্বরলিপি সম্পূর্ণ হয় নাই বা স্বরলিপি রচনার উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই। স্বরলিপি হইতে মনে হয় গানখানির সুরের মধ্যে প্রাণের একান্ত অভাব। তাহা যিনি সুর দিয়াছেন তাঁহার জন্যই হউক অথবা যিনি স্বরলিপি লিখিয়াছেন তাঁহার জন্যই হউক! গানের কথা ও সুর মাত্রার বন্ধনে রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ ও অনুসরণ করিতে যাইয়া কয়েকস্থলে অদ্ভুত রসের অবতারণা করিয়াছে। এবংবিধ স্বরলিপি অন্য যে কোন কাগজে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গত যোগ্য হউক না কেন, "ভারতবর্ষের" ন্যায় পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার যে একান্ত অযোগ্য – এ কথা অস্বীকার যায় না।

ইহা ই প্রথম নহে। এরূপ বাজে স্বরলিপি ও অনেক বাজে গান ইতিপূর্ব্বে 'ভারতবর্ষে' কয়েকবারেই প্রকাশিত হইতে

দেখিয়াছি। মাঝে মাঝে এই পত্রিকার ভাল গানের মধ্যে কেবলমাত্র কাজী নজরুল ইস্‌লাম রচিত কয়েকখানি গান ও আধুনিক শ্রেষ্ঠ স্বরলিপিকারদিগের মধ্যে কেবল মাত্র শ্রীযুক্ত জগৎ ঘটকের স্বরলিপিই দেখিতে পাই। 'ভারতবর্ষের' সঙ্গীতাংশ কেবল ইঁহাদের লেখা দ্বারাই মাঝে মাঝে অলঙ্কৃত হয় দেখিতে পাই। ইঁহা ছাড়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য আর কাহারও গান বা স্বরলিপি আমাদের দৃষ্টি গোচর হয় না, বরং অনেক স্থলে অত্যন্ত বাজে গান বা স্বরলিপি দেখিয়া আমাদিগকে হতাশ হইতে হয়।

আশা করি শ্রদ্ধেয় 'ভারতবর্ষ' সম্পাদক ভবিষ্যতে সঙ্গীত ও স্বরলিপি নির্ব্বাচনে একটু মনোযোগ দিয়া 'ভারতবর্ষের' ন্যায় একখানি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকার মর্য্যাদা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।

ইতি

শ্রীনলিনীনাথ রায়চৌধুরী বি. এ।

কলিকাতা

২৩শে পৌষ ১৩৪০সাল।

টাকার মূল্য হ্রাস ও বাংলার পাটচাষ

শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়

—•—

বর্ত্তমানে টাকার মূল্য হ্রাস লইয়া একটী নূতন গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। বাঙ্গলা তথা ভারতের ন্যায় কৃষি প্রধান দেশে কৃত্রিম উপায়ে টাকার মূল্য হ্রাসের নিমিত্ত কী ভীষণ ফল হইতে পারে তাহা এই আন্দোলনকারী ব্যক্তিগণের মনে একবারও উদয় হইতেছে না। পাশ্চাত্যজগতে বহু কৃষি প্রধান জাতি কৃত্রিম উপায়ে হ্রাস-করায় কী ভীষণ ফল লাভ করিয়াছিল তাহা শিক্ষিত মাত্রই জানেন। আশ্চর্য্যের বিষয় তথাপি শ্রীযুক্ত নলিনী রঞ্জন সরকারের ন্যায় ব্যক্তি এই আন্দোলনে দিগ্বিদিক জ্ঞানহীন হইয়া মাতিয়া উঠিয়াছেন।

সত্য বটে টাকার মূল্য হ্রাস হইলে কৃষি-জাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির নিমিত্ত বহুল পরিমানে লাভ হইতে পারে, কিন্তু এই লাভের অংশ কাহার পকেটস্থ হইবে তাহাও জানা প্রয়োজন।

শতকরা ৮৫ ভাগ পাট বঙ্গদেশে জন্মে। বিহার ও উড়িষ্যা, আসাম ও মাদ্রাজে যে পাট জন্মে তাহা বাঙ্গলার তুলনায় নামে মাত্র এবং Quality ও নিম্নস্তরের। বোম্বাইয়ে যে "মেস্তা পাট" জন্মে ইহা বঙ্গীয় পাটের সমতুল্য বটে, কিন্তু যে পরিমানে জন্মে তাহা বাঙ্গলার তুলনায় কিছুই নহে। কাজেই পাট চাষ বাঙ্গলার একচেটিয়া।

এই ব্যবসা অতিশয় লাভজনক। বাঙ্গালা ইহার producer হইলেও কোন দিন বিশেষ লাভ পায় নাই এবং টাকার হ্রাস হইলে কিরূপ হইবে তাহা পরে বর্ণিত হইবে। এক্ষণে বঙ্গদেশে অধুনাতম পাট ব্যবসা কি ভাবে চলিতেছে তাহাই বলিব।

সমগ্র ভারতে ৩.২৫ কোটী (Million) একার জমি পাট চাষের জন্য ব্যবহৃত হয়। ফসল বৎসরান্তে কম বেশী পরিমাণে জন্মাইয়া থাকে ; তবে সাধারণতঃ ১০ কোটী বেল (৪০০ পাউণ্ডে এক বেল)। ইহা হইতে বহুল পরিমাণে কাঁচা (Raw) অবস্থায় বিদেশে চালান যায়। অবশিষ্ট যাহা থাকে (বেশী অংশই) তাহা কী ভাবে চটকলে যায় তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। বঙ্গদেশে ৯০ টী চটকল আছে, সমগ্র ভারতে ৯৬ টী ইহার অধিকাংশই শ্বেতাঙ্গীয় অর্থে পরিচালিত। কাজেই বাঙ্গালী জাতি কতটুকু পায় (Out return) বলা শক্ত। উপরন্তু প্রায় সমস্ত শ্রমিকই বিহার বাসী।

পাট জমিতে থাকিতে থাকিতেই বিক্রয় হইয়া যায়। শুনিতে অদ্ভুত হইলেও ইহা ধ্রুব সত্য বাঙ্গালা চাষী ঋণ ভারে প্রপীড়িত, অগ্রিম অল্প দাদন পাইলেই তাহারা অর্থ-ভাবে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। এই পাট ফড়িয়াগণ অল্প কিছু লাভ করিয়া মাড়োয়ারি মহাপ্রভুদের হস্তে দেন। তাহারা কখন বেশ কিছু পিটিয়া কলওয়ালাদের নিকট বিক্রয় করে এবং এই কলওয়ালাগণ শতকরা ৬০ লাভ মারে। অতএব যে চাষী রৌদ্র জল মাথায় করিয়া পাট প্রস্তুত করিল তাহারা এই লাভের কত অংশ পাইল? এমন কি একটী ব্যাপারী বা ফড়িয়াও বাঙ্গালী নয়। বাঙ্গালার ধন, বাঙ্গালার জিনিস অথচ লাভ খাইল তৃতীয় ব্যক্তি। এমত অবস্থায় টাকার মূল্য হ্রাসের উপকারীবিতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। মুদ্রা হ্রাস হইলে যে লাভ হইবে তাহাতে বাঙ্গালীর কি ক্ষতি বা বৃদ্ধি ?

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকারের কথামত কাপড় ও অন্যান্য ব্যবসা যদি ভারতবর্ষে প্রসার হয় তাহাতেই বা বাঙ্গালী কী লাভগ্রস্ত হইবে! সরকার মহাশয় আরও বলেন যে বোম্বাইয়াগণ ধনী। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে বঙ্গদেশে কারখানা স্থাপন করিতে পারেন (কাজেই মুদ্রার মূল্য হ্রাস হউক বোম্বাইগণ লাভ করিবেই) ইহা তাঁহার উপযুক্ত কথাই বটে, কারণ তিনি বোম্বাইয়াওয়ালাগণের সহানুভূতিতে "ভারতীয় ব্যবসা সভার সভাপতি।" কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার তাহা নহে, বোম্বাইগণ যদি জানিতেন যে তাহাদের কাপড় বিক্রয় হইবে তাহা হইলে এতদিন বাকী থাকিত না। বাঙ্গালী এখন গণেশ লাল ভকতজীর বিলিমোরিয়া, মূতু পুল্লে, প্রভৃতির নাম শুনিলেই ত্যাগ করিবে। অতএব টাকার মূল্য যাহা আছে তাহাই থাকা উচিত পরিবর্ত্তন হইলে বাঙ্গালী যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিবে।

—

সোমবারের ভীষণ ভূমিকম্প

কলিকাতার কথা

কি দুঃখের কথা বরাহের পুত্র মিহির তাহার পত্নী খনার উপর রাগ করিয়া পাতাল খণ্ড জিভ ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। নহিলে চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ গণনার মত ভূমিকম্পও লোকে গণিয়া বলিতে পারিত— ইহা জনসাধারণের কথা। তাহা হইলে গত সোমবারের বেলা প্রায় আড়াইটার সময় যে যাহার ঘরে নিশ্চিন্তমনে থাকিত না। সকলেই সময়মত বাড়ী ঘর ছাড়িয়া দূরে দাঁড়াইয়া মজা দেখিত।

সেদিন সোমবারে বেলা ২টা ৩৮ মিনিটের সময় হঠাৎ কলিকাতার লোকে চমকিয়া উঠিল—বাড়ীঘর যে নড়িতেছে! মনে হইল বুঝি লরি যাওয়ার ফল। বড় বড় বাড়ী হইতে লোকে রাস্তার প্রতি চাহিয়া দেখিল - কই লরি চলার লক্ষণ ত দেখা যায় না - তবে কি ভূমিকম্প? মনে হইতে সকলে হুড়দাড় করিয়া বাড়ী হইতে নামিতে লাগিল। নামিতে কেহ বা গড়াইয়া পড়িল— কাহারও বা হাত পা ভাঙ্গিল। রাস্তায় নামিয়াও ত শান্তি নাই দু ধারে বড় বড় বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িলে কাহারও রক্ষা নাই। কেহ বা অফিসে কাজ করিতেছিলেন। কাজ ফেলিয়া ছুটিল, কাহারও বা দীর্ঘ দিবা নিদ্রার অবসান ঘটিল--বিছানা পাড়া রহিল, স্নান ছাড়িয়া পালের দলে দৌড়।

দু এক মিনিট নয় আট মিনিট ধরিয়া শান্ত সর্ব্বংসহা ধরিত্রী চঞ্চলা হইয়াছিলেন। প্রথমে মনে হইল, দু'চার সেকেণ্ডেই কম্পন শেষ হইয়া যাইবে কিন্তু কম্পন ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে লাগিল। উত্তর হইতে দক্ষিণেই কম্পন আসিতেছে বলিয়া মনে হইল। ইহা সকল পূর্ব্ব রেকর্ড অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল. ১৯৩০ সালের ৩রা জুলাই বাংলা ও আসামে ভূমিকম্প হইয়াছিল। ইহার স্থায়িত্ব ছিল ২ মিনিট, কিন্তু সোমবারের কম্পন ৮ মিনিট থাকিয়া ৩০ সালের কম্পনকে হারাইয়া দিয়াছে।

অবশ্য সকলে এই আট মিনিট ধরিয়া কম্পন অনুভব করিতে পারে নাই—এটা যন্ত্রের অনুভূতি। লোকে ৪ মিনিটেই অস্থির আট মিনিট হইলে আর রক্ষা থাকিত না। কলিকাতার সর্ব্বোচ্চ গৃহের ৭ তলার ঘরে বসিয়াছিলেন একজন বৈজ্ঞানিক। তিনি বলেন ২টা ৩৯ মিনিটে তিনি প্রথম দোলা অনুভব করেন ২ মিনিট ধরিয়া। তাহার পর কম্পন ভীষণ হইতে আরম্ভ করে।—কম্পন পূর্ব্বে পশ্চিম ভাবে হইতেছিল। সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র ঝাঁকির স্থায়িত্ব ছিল মাত্র দেড় মিনিট। তাহার পর সাড়ে চার মিনিট দোলান যেন ঘুরিয়া ঘুরিয়া হইতেছিল।

প্রকৃতি-তত্ত্বজ্ঞ আলিপুর মানমন্দিরের মতে কলিকাতার শত মাইল দূর হইতে বোধ হয় এই কম্পনের উৎপত্তি। বেলা ২টা ১৪ মিঃ ১৮ সেঃ (ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম) হইতে ধরিত্রীর নর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে. প্রায় দুই ঘণ্টা মৃদু নর্ত্তন চলিয়াছে, আরও চলিতে পারে। আলিপুরের মানমন্দিরে ভূমিকম্প জ্ঞাপক যন্ত্র রবিবার নিম্নলিখিত কয়েকবার ভূমিকম্প সূচিত হইয়াছিল : -

প্রাতঃকালে ৯টা ১৮ মিনিটের সময় কলিকাতা হইতে ৫৫০ মাইল দূরে; রাত্রি ৮টা ৩৪ মিনিটের সময় কলিকাতা হইতে ৪০০ মাইল দূরে; রাত্রি ১২টা ২৫ মিনিটের সময় কলিকাতা হইতে ৩০০ মাইল দূরে। প্রত্যেকবারই কম্পনের বেগ সামান্য হইয়াছিল।

মঙ্গলবারেও একবার ভূমিকম্প টের পাও যায় কিন্তু লোকেরা ধরিতে পারে নাই—কারণ অত্যন্ত মৃদু কম্পন।

ভূমিকম্পের ফলে কলিকাতায় কোন বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। যদিও কলিকাতার কোন দুর্ঘটনা অথবা দুঃসংবাদ পাওয়া যায় নাই, তথাপি গগনচুম্বী অট্টালিকাগুলি রেহাই পান নাই। চৌরঙ্গীর ইলেকট্রিক কোম্পানীর 'ভিক্টোরিয়া হাউস', হাইকোর্টের বাড়ী হোয়াইটওয়ে লেড ল'র বাড়ী, গবর্ণমেণ্ট হাউস ন্যাশনেল ব্যাঙ্ক, রাইটার্স বিল্ডিং, পাবলিক ওয়ার্কস অফিস, ডেড লেটার অফিস, কিলবার্ণ কোম্পানীর বাড়ী ও যাদুঘর প্রভৃতিতে অল্পবিস্তর ফাটল ধরিয়াছে। প্রকৃতির কাছে ধর্ম্মের দোহাই নাই। সনাতনী ও আধুনিক মোল্লা গীর্জ্জাধারী সবই সমান তাই ওয়েলেসলি চার্চ্চ, চৌরঙ্গী কেথেড্রেল, আর্মেনিয়ান চার্চ্চ, সেণ্ট চার্চ্চ সেক্রেড হার্ট চার্চ্চ প্রভৃতিতে ভূমিকম্প চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।

'টাওয়ারের'ও দেওয়ালের ঘড়ীগুলি কম্পনের ফলে বন্ধ হইয়া যায়। কয়েক এণ্ড ওয়াচ বাড়ীর মুখবাড়ান ঘড়ীটি কিন্তু এই ধ্বস্তাধস্তির ধার মাড়াইল না, দাড়ান সুনাম রক্ষা করিয়া সে অবিরাম টিক টিক করিতে লাগিল।

অফিসে

লালদীঘির ও ক্লাইভ ষ্ট্রীটের কেরাণীর দল দৌড়াদৌড়ি করিয়া অফিস হইতে বাহির হইলেন। লালদীঘির আওতায় বড় বিরাট চৌতল বাড়ী হইতে মেম সাহেবগণ ছেলে মেয়ে লইয়া নামিবার জন্য অস্থির হইলেন হৈ চৈ পড়িয়া গেল। কেহ লিফটের মধ্য পথে আটকাইয়া রহিলেন - কেহ হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গেলেন, কেহ কষ্টে লালদীঘির পার্কে হাঁপাইয়া আসিয়া পড়িলেন। স্কুল ও অফিসের কর্ত্তারা চিন্তাকুল হইয়া ছেলেদের ও পুত্র কন্যাদের কুশলের জন্য গৃহাভিমুখে ছুটিয়া গেলেন।

হাসপাতালের রোগীরা কম্পনের সময় বিধিনিষেধের গণ্ডী এড়াইয়া এবার বাহিরের সঙ্গে পরিচয় করিয়া লইল। যাঁরা বিকলাঙ্গ, তাহারা বাহিরে যাইতে পারিল না বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

হাইকোর্টে দীনেশ মজুমদারের প্রাণদণ্ডের আদেশ বাহালের রায় পঠিত হইতেছিল এমন সময় ভূমিকম্প বিচারপতিদের ভয় কম্পিত করিয়া তুলিল। সকলেই কর্ম্মত্যাগ করিয়া হৃদকম্পে বাহির অভিমুখে পা ফেলিলেন। মাননীয় বিচারপতি মিঃ মল্লিক ও জ্যাকের এজলাস কিন্তু এখনও হাইকোর্টের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় দিতেছিলেন। ভূমিকম্প হাইকোর্টের উত্তর-দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব্ব চূড়া সমূহ ফাটাইয়া দেয়।

চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্ট হইতে উকিল মক্কেল প্রভৃতি সকলকেই প্রাণভয়ে বাহির হইতে দেখিয়া বিচারাধীন আসামীরা সুযোগ বুঝিল। সকলেই "ডক" হইতে রেলিংএর উপর দিয়া লাফাইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু অচিরেই "পুনর্মূষিক" হইতে হইল।

জিন্দ আবদুল নামক জনৈক আসামী প্রহরীদের চক্ষে ধূলা দিয়া পলাইয়া গেল, ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার বিরুদ্ধে পরওয়ানা জারী করিয়াছেন। শিয়ালদহ কোর্ট, জোড়াবাগান কোর্ট, এডিসনাল চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কোর্টের বিল্ডিংগুলিরও অল্পবিস্তর ক্ষতি হইয়াছে।

—০—

ভারত লক্ষ্মী

প্রায় সাধারণতঃ দেখা যায়, কোনো কোনো ষ্টুডিও খুব তাড়াতাড়ি ছবি নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করে সাধারণো প্রকাশ করেন, আবার অপর কেউ কেউ বা অতি আস্তে অগ্রসর হন। শেষোক্তদের আত্মপ্রকাশও সেই-কারণে বিলম্ব ঘটে। ভারতলক্ষ্মীর বাংলা ছবি চাঁদসদাগর কিন্তু এত দেরী হচ্ছে যে সাধারণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবার অবস্থা হয়েছে। তবে এটাও ঠিক যা-তা ছবি তাড়াতাড়ি বাজারে প্রকাশ না করে ভালো ছবি ধীরে সুস্থে প্রকাশ করা বরং ভাল। কেননা প্রতিষ্ঠানের নাম একবার খারাপ হলে আবার সুনাম করতে বেশ বেগ পেতে হয়। এ অবস্থায় ঠেকে না শিখে দেখে যারা শিখবেন তাঁরাই বেশী বুদ্ধিমান। এরা নাকি একাধিক হিন্দি ছবির কাজে নিযুক্ত আছেন।

নিউথিয়েটার্স

এদের হিন্দি কাপালকুণ্ডলার গত ১৬ই নিউ সিনেমায় ট্রেড শো হয়ে গেছে, এবং ইদের দিন কলিকাতায় প্রথম প্রদর্শন সুরু হয়েছে। আমরা অনিবার্য্য কারণবশতঃ ট্রেড শোতে উপস্থিত হতে পারিনি। ডিরেক্টার ধারেন গাঙ্গুলির মান্য করুন মশাই মুক্তির প্রতীক্ষায় আছে। প্রদর্শনের দেরীর কারণ বোধ হয় ৫ রীলের ছবি বলে। সাধারণতঃ ১০।১১ রীলের ছবি দেখানো হয়ে থাকে, কিন্তু তার সঙ্গে এই ছবি দেওয়া চলবে না। আবার তেমন ছোট ছবিও এদের বাংলায় খুব বেশী নয়। এদের পুণর্জ্জন্মের সঙ্গে দওয়া হবে একটা গুজব উঠেছে। বীরেন বাবুর সিরিয়াস ছবি ভক্ত কবীরের রিহার্সেল শেষ হয়ে স্যুটিং-এর অপেক্ষায় রয়েছে। ডিরেক্টর প্রমথেশ বড়ুয়ার অশোকের নাম পরিবর্ত্তিত হয়ে রূপ লেখা হয়েছে। এবং বাংলাও হিন্দী সংস্করণ হচ্ছে।

রাধা ফিল্ম

ডিরেক্টার প্রফুল্ল ঘোষের 'শচী দুলাল' নাকি প্রায় শেষ হয়েছে। ডিরেকটার চারু রায় ও জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যথাক্রমে নর্ত্তকী ও নাগিনার নির্ম্মাণ কার্য্য চলেছে।

নাট্যমন্দির

ষ্টারে রঙ্গমঞ্চে শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ী নূতন নাটক নিয়ে নাট্য মন্দিরের দলের অভিনয় আয়োজন করেছেন। স্থায়ী কি অস্থায়ী এখনো সাধারণে জানে না। নাটকখানির নাম অভিমানি। শ্রীযুক্ত শিশির কুমার, কঙ্কা ও প্রভা অভিনয় করবেন।

ক্রাউনে ধ্রুব

ধ্রুব চতুর্থ সপ্তাহে পড়'লো। জনসমাগম মন্দ হচ্ছে না বলে শুনছি।

রঙমহল

মহানিশা ও অশোক সমান ভাবে দর্শক আকর্ষণ করছেন। আমরা এদের সাফল্যে বাস্তবিক খুসী।

সম্পাদক - শ্রীজ্ঞানদা চরণ দাস।

Printed and Published by J. C. Das, at the Chitra Press 124/1 Maniktala Street Calcutta

PHONE B. B. 3450

January 27 1934

৩য় বর্ষ, ৩১শ সংখ্যা। | শনিবার, ১৩ই মাঘ ১৩৪০। ২৭শে জানুয়ারী ১৯৩৪। | নগদ মূল্য দুই পয়সা

Single Copy 6 pies

Annual Subscription Rs. 2/—

সূচীপত্র

আজ-কালের নিয়মাবলী

১। আজ-কাল প্রতি শুক্রবার প্রাতে কলিকাতায় প্রকাশিত হয়।

২। সহরে ও মফঃস্বলে প্রতি সংখ্যার মূল্য এক পয়সা, বার্ষিক সডাক দুই টাকা মাত্র।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়। কোনো প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে সম্পাদক কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহেন। ডাক টিকিট দেওয়া থাকিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয়। ৩ মাসের বেশী কোনো অমনোনীত প্রবন্ধ পড়িয়া থাকিলে যদি হারাইয়া যায় সম্পাদক দায়ী নহেন।

৪। টাকা কড়ি প্রভৃতি ম্যানেজার আজ-কাল, ১২৪।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

আজ-কাল
১২৪ ১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ফোন বি, বি, ৩৪৫০

টিপ্পনী

—o—

ভূমিকম্পে উত্তর বিহার ধ্বংসপ্রায়। একদল লোক ছুটিয়াছে আর্ত্তের সাহায্যে—স্বার্থের দিকে না চাহিয়া, প্রাণের মায়া না করিয়া।

*　　　*

আলোর নীচেই অন্ধকার। আর এক দল লোক বাহার দিয়া বেড়াইতেছে—কেহ বা রাম-কোঁচা করিয়া কেহ বা পাৎলুন পরিয়া। কোথাও যে কিছু হইতেছে তাহার একটুকু ছায়া তাহাদের মুখে নাই।

*　　　*

এই সকল সুখের পায়রাগুলি 'বকম্ বকম্' করিতেছে, ধোঁয়া উড়াইতেছে আর বায়োস্কোপ থিয়েটার দেখিয়া দিন কাটাইতেছে। এই সামান্য দেখার সুখটুকু ছাড়িয়া পয়সা কটা যে রিলিফ ফণ্ডে দিলে ভাল হয় সে কথা তাহাদের মনেও আসে না।

*　　　*

ভূমিকম্প কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নয়—কর তাহার লইবেই। এই দিতে ইচ্ছা না করিলেও দিতে হইবে। কারণ সিনেমা ও থিয়েটারের কর্ত্তারা সব Charity Show আর performance করিতেছেন। টাকা রিলিফ ফণ্ডে যাইবে। এখন আর টাকা না দিয়া উপায় কি?

*　　　*

এমন রথ দেখা কলা বেচা—আর সহজে হয় না। দুঃস্থের সাহায্য আর আমোদ দুই একাধারে, এ সুযোগ কেহ কেহ সহজে ছাড়িবেন না। রাম কোঁচাদের এবার মুখ থাকিল—সাহায্য দিয়াছেন বলিতে পারিবেন।

*　　　*

তথাকথিত আলোকপ্রাপ্তা মহিলাগণ ও তাঁহাদের exploit করিয়া যাহারা খায়—তাহারা কি এখনও সংবাদ পায় নাই? না ঘুম ভাঙ্গে নাই? এখনও যে মেয়ে-নাচের আয়োজন করিয়া টাকা তোলার ব্যবস্থা হইল না। আশ্চর্য্য ব্যাপার!

*　　　*

ব্যাপার কি? তাঁহারা হাত পা গুটাইয়া বসিয়া কেন? এমন সুযোগ প্রায় আসে না। আর ভয়ের কারণই বা কি? পিঠের চামড়া যথেষ্ট শক্ত—সঞ্জীবনীর বৃদ্ধ কৃষ্ণকুমারের কলম ভোঁতা হইয়া গিয়াছে—বুড় পিঠের খুড়ি চোখের ভিতর দিয়া মরমে ত পশে নাই।

*　　　*

বুঝিয়াছি—তাঁহারা ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছেন। ঝোপ বুঝিয়া কোপ মারিবেন। নহিলে এ হিড়িকে সামন্তর দল চুপ করিয়া থাকে? শীতও বড় বেশী পড়িয়াছে—হাত পা চালনা করাও কষ্ট। বসন্তের ত আর দেরী নাই—বসন্ত পঞ্চমী ত হইয়া গেল। সামন্তগণ এবার গা তুলুন।

*　　　*

মিঃ জিন্না হঠাৎ হিটলারের ভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তবে আর এতদিন ধরিয়া প্যাক্ট করিতে পরিশ্রম বৃথা ব্যয় করিলেন কেন? সে ত আর দু'এক দিন নয়—সেই লাক্ষ্ণৌ প্যাক্টের দিন হইতে। এত চেষ্টার পর আজ হতাশ হইয়া dictator এর শরণাপন্ন হইলেন।

*　　　*

কংগ্রেসও ত ডিক্টেটারের পক্ষপাতী। গত কয়েক বৎসর ধরিয়াই ত কংগ্রেস ডিক্টেটারের অধীনে আছে। তবে আর মিঃ জিন্নার সহিত কংগ্রেসের প্রভেদ কি? বোধহয় কংগ্রেসে যোগ দিতে এখন আর তাঁহার কোন আপত্তি নাই? তবে তিনি এমন ডিক্টেটার চান যিনি মুসলমানের কোলের দিকে ঝোল টানিবেন। এরকম ফরমাসী ডিক্টেটার চলিয়া গিয়াছে।

*　　　*

ভূমিকম্প হইয়াছে ১৫ই জানুয়ারী—সকল সংবাদপত্রেই সে সংবাদ বাহির হইয়াছে। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ জেল হইতে মুক্ত হইয়া মহাত্মাজীকে এই বিষয় জানাইয়া ২০ তারিখে তার করিয়াছিলেন। তাহার উত্তর আসিল ২৩ তারিখে। গান্ধীজী জানাইয়াছেন—ইচ্ছা করিতেছে আপনাদের সঙ্গে গিয়া দুঃখের সাহায্য করি—আশা করি সাধারণের নিকট হইতে যথেষ্ট অর্থ পাইবেন।

*　　　*

গান্ধীজী সত্যিই যদি ইচ্ছা করেন তবে তিনি অনায়াসেই আসিতে পারিতেন—বাধা কিছুই নাই। হরিজনদের কাজ না হয় দুদিন পরেই হইত। আর না হয় বিহারে আসিয়া হরিজনদের কাজও এই সঙ্গে করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি সুদূর Cape Comorinএ হরিজন উদ্ধারে ব্যাপৃত আছেন। হরিজন উন্নয়ন দুদিন পরে করিলে মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইত না।

—

কলিকাতা কর্পোরেশন

বিজ্ঞাপন

১৯২৩ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ৪৮১ ধারার বিধান অনুসারে এত দ্বারা সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানান যাইতেছে যে, কি কি সর্ত্তে লোককে রেজিষ্টারীকৃত শকট চালাইতে অনুমতি দেওয়া হইবে সে সম্বন্ধে ১৮৮৯ সালের কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের ৫৫৯ (৫১) ধারা অনুসারে কলিকাতা কর্পোরেশন যে সমস্ত উপ-নিয়ম করিয়াছেন তাহার মধ্যে ৮নং উপ-নিয়মটী তাঁহারা নিম্নলিখিতরূপে পরিবর্ত্তিত করিবেন বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন :—

"কোনও শকটে যে সকল বোঝা বহন করা হইবে তাহা যথোচিতভাবে বাঁধিয়া ও আটকাইয়া রাখিতে হইবে যাহাতে সেই বোঝার কোনও অংশ শকট হইতে পড়িয়া যাইতে না পারে। বাঁশ, লোহার রড, পাইপ, কাঠ অথবা এই প্রকার অন্যান্য জিনিষ, যাহা শকটের বাহিরে প্রলম্বিত হইয়া থাকে তদ্দ্বারা বোঝাই করা শকটের তত্ত্বাবধানে অন্যূন তিনজন লোক রাখিতে হইবে, তাঁহাদের মধ্যে একজন সম্মুখে থাকিয়া বোঝাটিকে চালাইয়া লইয়া যাইবে এবং অপর একজন পশ্চাতে থাকিবে এবং সন্ধ্যার পরে, এই প্রকার বোঝাই করা সমস্ত শকটের সঙ্গের লোক সকলের একটি করিয়া আলো লইয়া যাইতে হইবে। এই সর্ত্ত যে, সূর্য্যোদয়ের অর্দ্ধ ঘণ্টা পর হইতে সূর্য্যোদয়ের অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময় ব্যতীত যখনই কোন শকটের উপরিস্থ বোঝা শকট দেহের পশ্চাৎভাগ হইতে চারি ফুটের অধিক বাহির হইয়া থাকিবে তখনই এইপ্রকার বোঝার পশ্চাৎ দিকে এইরূপ অন্যূন ১২ ইঞ্চি প্রশস্ত অপেক্ষা কম নহে একটি লাল নিশান বা চিহ্ন রাখিতে হইবে যেন তাহা সকল সময়েই শকটের পশ্চাৎ দিক হইতে সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যাইতে পারে, সূর্য্যাস্তের অর্দ্ধ ঘণ্টা পর হইতে সূর্য্যোদয়ের অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এ প্রকার বোঝাইর পশ্চাতে এইরূপ শকটের অন্ততঃ ৫০শত ফুট পশ্চাৎ হইতে সুস্পষ্টভাবে এ সকল অবস্থায় দেখা যাইতে পারে এরূপ একটি লাল আলো রাখিতে হইবে।

এই উপ নিয়মের একটি ছাপান অনুলিপি বিনামূল্যে জনসাধারণের দেখিতে দেওয়া হয়। ছুটীর দিন ব্যতীত অন্য যে কোন দিন বেলা ১২টা হইতে অপরাহ্ন ৩টা পর্য্যন্ত সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসে সেন্ট্রাল রেকর্ড কিপারের নিকট হইতে দুই আনা ফী দান করিয়া ইহা ক্রয়ও করা যাইতে পারে।

প্রস্তাবিত উপনিয়মের বিরুদ্ধে যদি কোন ব্যক্তির কোন আপত্তি থাকে, তাহাকে ১৯২৪ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী বা তৎপূর্ব্বে তাহা দাখিল করিতে হইবে। সেই তারিখের পর প্রস্তাবিত আইন সম্পর্কে আরও অগ্রসর হওয়া যাইবে।

জে, সি, মুখার্জ্জি

চীফ এক্জিকিউটিভ অফিসার

সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিস

১১ই জানুয়ারী ১৯২৪ সাল।

কর্পোরেশন প্রসঙ্গ

— ভবঘুরে —

কর্পোরেশন কাজ চালাইবার মালিক কে? কাউন্সিলরগণ না বেতনভোগী কর্ম্মচারীবৃন্দ? এ বিষয়ে একটা মীমাংসা প্রয়োজন হইয়াছে।

—

সকলের না হইলেও অনেক জন কাউন্সিলরের মনের ভাব যে কর্পোরেশনের কর্ত্তা কাউন্সিলরগণই—তাহারা যাহা বলিবেন তাহাই হইবে।

—

এই ধারণার বশবর্ত্তী যে তাঁহারাই তাহা নহে—কর্পোরেশনের অনেক কর্ম্মচারীরও এই বিশ্বাস আছে। তাই অনেককে নিজের কাজ করা অপেক্ষা কাউন্সিলরদের দরজায় ধর্ণা দিতে বেশী দেখা যায়।

—

কর্ম্মচারীদের মঙ্গলামঙ্গল তাহাদের departmental head অপেক্ষা কাউন্সিলরদের উপর নির্ভর করে—এ ধারণাও অনেকের আছে। আর কার্য্যক্ষেত্রেও অনেক সময় তাহা যে সত্য তাহার প্রমাণ হইয়া যায়।

—

সুতরাং তাহারা যে বিভাগীয় কর্ত্তার হুকুম শোনা অপেক্ষা কাউন্সিলরদের কথা শুনিবে ইহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি আছে? ইহাতে কাজ করাইতে অসুবিধা হয় বটে কিন্তু যতদিন এইরূপ অবস্থা থাকিবে ততদিন ইহা সহ্য করিতে হইবে।

—

স্বয়ং চিফ এই কথা বলিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন যে departmental headএর কথা ত কর্ম্মচারীরা শুনেই না এবং সামান্য কারণেই তাহারা কাউন্সিলরদের নিকট

যাইয়া তাহার বিরুদ্ধে নালিশ করে। ইহাতে কোনস্থানেই কাজ সুচারুরূপে হওয়া সম্ভব নয়—তাহা সকলেই বুঝেন।

—

সেদিনকার কর্পোরেশনের মিটিংএ তাঁহার এই কথা ধামা চাপা পড়িয়া গেল। কিন্তু এ বিষয়ে তদন্ত হওয়া উচিত। চিফ এ বিষয়ে জানিয়া শুনিয়াও এতদিন চুপ করিয়া ছিলেন কেন তাহাও জানা উচিত। নিম্নতম কর্ম্মচারীদের অবাধ্যতার কথা শুনিয়াও তিনি তাহাদিগকে শাস্তি দেন নাই কেন?

—

বিষয়টী বড়ই গুরুতর—গোলমালে চাপা পড়িবার জিনিষ নয়। আশা করি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরগণ চুপ করিয়া এই অপবাদ 'হজম' করিবেন না। যদি তাহা করেন তবে লোকে বুঝিবে তাঁহারা এইরূপ অন্যায় কাজ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের দোষেই কর্পোরেশনের কলঙ্ক দূর হইতেছে না।

—

Motor Vehicles বিভাগে বহু অনাচার ঘটিতেছে—সত্য কথা। তাহার পুনর্গঠনের প্রয়োজন তাহাও ঠিক। আরও কয়েকজন নূতন কর্ম্মচারীর দরকার হইতে পারে। ইহাতে যদি বিভাগের কাজ ভাল হয় তবে ২।৪ জনের বেতন দিতে কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়—Penny wise Pound foolish—এই নীতি ভাল নয়।

—

কিন্তু ইহাতেই বিভাগের কাজের উন্নতি হইবে ত? কর্ম্মচারীগণ যে উপরওয়ালার কথা শুনে না—অবাধ্য হয় তাহার উপায় কি? মিঃ সাদ্দাতুল্লা বলেন যে এবিষয়ে কোন তদন্ত করা হয় নাই। সব বিষয়ই যদি না দেখা হয় তবে একটা কমিটি করিবার প্রয়োজন ছিল কি?

—

এই বিভাগে গোলের কারণ—তাঁহার মতে—কয়েকজন কাউন্সিলরের বিভাগের কাজে অযথা হস্তক্ষেপ করা। এই কথায় কাউন্সিলরদের রক্ত গরম হইয়া উঠিল। তাঁহারা বলিলেন নাম বল। মিঃ সাদ্দাতুল্লা দুইজনের নাম করিলেন কিন্তু প্রমাণ করিতে না পারিয়া উক্তি প্রত্যাহার করিয়া লইলেন।

—

অবশ্য তিনি যাঁহাদের নামে এই অপবাদ দিয়াছিলেন তাঁহারা এই দোষে দোষী কিনা তাহা জানি না। তবে তিনি সময় চাহিয়াছিলেন, তাহা দেওয়া কাউন্সিলরদের উচিত ছিল। হঠাৎ কোন প্রমাণ উপস্থিত করা কঠিন—তাহা তাঁহারাও জানেন সুতরাং তাঁহাকে সময় দিলে ভাল হইত এবং লোকেও জানিয়া সুখী হইত যে সত্যই কেহ অযথা কর্পোরেশনের কাজে হস্তক্ষেপ করে না।

—

তাঁহাদের এইখানে চুপ করিয়া থাকিলে চলিবে না। লোকে মনে করিবে—Lady protests too much—সুতরাং এ বিষয়ে একটা তদন্ত কমিটি হওয়া উচিত। সত্যই যদি কোন কাউন্সিলর এরূপ কাজ করিয়া থাকেন তবে তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দেওয়া হউক। আর যদি এ অপবাদ ভিত্তিহীন হয় তবে করদাতাগণের তাঁহাদের প্রতি আস্থা বাড়িবে।

—

কিন্তু তদন্ত করিবে কে? কর্পোরেশনও কি গবর্ণমেন্টের নীতি অনুসরণ করিবেন? যাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁহারাই তদন্ত করিবেন নাকি? তাহাতে লোকের মনের সন্দেহ দূর হইবে না। কর্পোরেশন কাউন্সিলর ছাড়াও কলিকাতায় এমন লোক অনেক আছেন লোকে তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করে। তদন্ত করিতে হইলে এইরূপ লোকের দিয়াই করিতে হইবে।

—

বিবিধ প্রসঙ্গ

—o—

বানীর অর্চ্চনা

বাগ্‌দেবীর অর্চ্চনা শেষ হইয়া গেল। কিন্তু বানীর পূজায় এত রাজসিক ধুমধাম কেন—তাহা কেহ বলিতে পারেন কি? এই ধুমধামে অজস্র অর্থব্যয় হয়। তবে সুখের বিষয় অনেক স্থানেই এবার পূজার আয়োজন হইতে 'ধুমধামকে' বিসর্জ্জন দিয়া সেই অর্থ বিহারের আর্ত্তলোকের সাহায্যে দান করা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের কথা যে বহু ছাত্রী-বাসে এ ব্যবস্থা হয় নাই। কেন তাঁহাদের প্রাণে কি ব্যথিতের করুণ বেদনা বাজে নাই? যখন বাংলার পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ ধ্বংসোন্মুখ—সহস্র সহস্র নরনারী মৃত্যুর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন সাজ-সজ্জা জাঁকজমক কি ভাল?—অর্থের কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম।

ছাত্রীদের কর্ত্তব্য

মাতৃজাতির কোমল মনে যদি দুঃস্থের জন্য ব্যথা না জাগে—সহানুভূতির উদ্রেক না হয়, তবে লোকে যে শিক্ষার দোষ দিবে। স্বাভাবিক কোমলতা তাঁহারা উচ্চশিক্ষার সংস্পর্শে আসিয়া হারাইয়াছেন। সত্যকার শিক্ষার ত এ আদর্শ নয়—এইরূপ হৃদয়-হীনতা ত শিক্ষার ফল নয়। তবে সে

কোমল মন আর দেখা যাইতেছে না কেন? সংসারে কি তাঁহারা প্রজাপতির মত হাসিয়া খেলিয়া ভাসিয়া বেড়াইবার জন্যই আসিয়াছেন? কর্ত্তব্য নাই? দায়িত্ব নাই? তবে আর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি? দুচারটী ছাত্রী নিবাসে এই দুর্দ্দিনে মহোৎসবের আয়োজনে সকলেই প্রাণে ব্যথা পাইয়াছেন। আশা করি ছাত্রীগণ তাঁহাদের এই ভুল বুঝিতে পারিবেন। আমরা তাঁহাদিগকে আর লোকচক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া অপদস্থ করিতে চাই না।

বিলাতে জাপানী মাল

সিংহের গুহায় যাইয়া তাহার দাড়ি ধরিয়া টানিলে সিংহ যদি চটিয়া যায় তাহাতে তাহার দোষ দেওয়া যায় না। এবার আর ভারতবর্ষ নয়—জাপানী মাল খোদ বিলাতে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছে। প্রতিযোগিতায় কারখানাওয়ালাগণ পারিতেছে না। তাহাদের অপেক্ষা অনেক সস্তায় জাপানী মাল বিক্রয় হইতেছে। গেল গেল রব উঠিয়াছে। স্বদেশপ্রিয়তা সত্ত্বেও পকেটের টানাটানিতে আজকাল সকলেই সস্তার দিকে ঝুঁকিতেছে। এ যে মানুষের স্বভাব। তাই জাপানী মালের বিরুদ্ধে কারখানাওয়ালাগণ আন্দোলন সুরু করিয়াছে। সভাসমিতি শোভাযাত্রা সবই হইতেছে। তাহারা শুল্কবৃদ্ধি চায় না—তাহারা চায় যে আইন দ্বারা জাপানী মাল বিলাতে আমদানী বন্ধ করা হউক। ইহাতে বুঝি racial discrimination হয় না? ভারতবাসী এই দাবী করিলেই চারিদিক হইতে সকলে holy horror বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিত।

সর্ব্বদল সম্মেলন

বোম্বাইতে Hamlet অভিনয়ের বন্দোবস্ত হইতেছে কিন্তু তাহাতে Prince of Denmark এর ভূমিকা থাকিবেনা। সর্ব্বদল সম্মেলনের চেষ্টা হইতেছে—বোম্বাই এর 'মদরত' নেতারা ভার গ্রহণ করিয়াছেন। স্যার চিমন লাল শীতলবাদ সকলকে পত্রাঘাতে বোম্বাইতে আনিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। কিন্তু আসিবে কে? চ্যাং আসিবে, ব্যাং আসিবে, ধলসেও আসিবে কিন্তু মাথা ধরিবে কে? কংগ্রেসকে কি আনিতে পারিবেন? সুতরাং এ শিব-হীন যজ্ঞের সার্থকতা কি? কংগ্রেস মরিয়া গেলেও ভূত হইয়া দেশের লোকের কাঁধে চাপিয়া আছে—কখন নবজীবন লাভ করিয়া চিতাভস্ম হইতে উত্থিত হইবে ঠিক নাই। সুতরাং ব্যর্থ এ চেষ্টার প্রয়োজন ছিল না—দেশ এখন কংগ্রেসকেই চায়, 'মদরত'দের ফাঁকাবাজীতে আর কেহ ভুলিবে না।

গান্ধীজী ও সরকার

সরকারমানি পরিত্যাগ এক হরিজন কার্য্য লইয়াই মহাত্মাজী আছেন। হরিজন অবস্থার উন্নয়নই এখন তাঁহার ব্রত। ইহার মধ্যে রাজনীতির গন্ধ মাত্রও নাই। তিনি নিজের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতেছেন। দরিদ্র প্রজার সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতির জন্য দায়ী শাসক—সুতরাং এ হরিজন উন্নয়ন কার্য্য গবর্ণমেণ্টেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই কাজ গান্ধীজাই করিতেছেন। এক্ষেত্রে তাঁহার উপর কৃতজ্ঞ থাকাই গবর্ণমেণ্টের উচিত, সাহায্য করাও কর্ত্তব্য। কিন্তু সি, পি, সরকারের বুদ্ধিই অন্যরূপ—বোধ হয় তাহা কোথাও ছাপিবদ্ধই আছে। তাহারা সরকারী কর্ম্মচারিদের উপর আদেশ দিয়াছেন গান্ধী সভায় যোগ দিবনা—গান্ধী ফণ্ডে টাকা দিওনা। কেন এ অদ্ভুত আদেশ সে সম্বন্ধে কেহ কি কাউন্সিলে প্রশ্ন উঠাইবেন?

—

মালসী মজলিস

—০—

শীত, শীত, বেজায় শীত! এত শীত যে মালসীগণ পর্য্যন্ত মালসাভোগ মারিতে আসেন নাই—খালি বেঞ্চগুলি বিরহিনীর ন্যায় পড়িয়াছিল—দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন কিনা জানা যায় নাই।

—

বেঞ্চ খালি থাকিলেও যদি অধ্যাপকের অধ্যাপনা চলিতে পারে, রঙ্গমঞ্চে অভিনয় চলিতে পারে, তবে কাউন্সিলের কাজ চলিবে না কেন? বরং ভিড় কম থাকিলেই কাজ ভাল হয়।

—

তবে ভিড় হইলেও এবারে ভয়ের কারণ কিছুই নাই। ৬/৭ জনের বেশী লোকে ঘর সরগরম করিয়া তুলে না— বেশীর ভাগই দাদার জয় গাহিয়া হাত তুলিবার দলে। সুতরাং ভিড় কম বেশীতে ভয় নাই।

—

১৯৩১-৩২এ যে খরচ করা হইয়াছে তাহা এই ১৯৩৪ সালে কাউন্সিলের সম্মুখে ধরিয়া পাশ করিয়া লওয়া হইল। খরচ যখন হইয়াছে তখন আর তিন বৎসর পরে সে বিষয় উত্থাপনের কারণ কি সে সম্বন্ধে বিনা প্রশ্নে সকলে ঘাড় নাড়িলেন।

—

কাঠের মাথার (Woodhead) মধ্যে এত রস? রসিকতা কেহ ধরিতেই পারিল না। আচ্ছা মালসীগণ যদি এ খরচ মঞ্জুর না করিত তাহা হইলে কে এই টাকা দিত। খরচ যখন তিন বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছে তখন তাহাও আর ফিরিত না। গবর্ণমেণ্টকেই ত দিতে হইত তবে ইহা রসিকতা ছাড়া আর কি?

—

বড় গল্প

পুতুল খেলা নয়

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

—।—

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

মন না দিয়ে যতটুকু পড়া চলতে পারে সোমেশ ততটুকুই প'ড়ে চলে। The Great Hunger বই-এর মূল তত্ত্ব তার মাথায় এক বিন্দুও ঢুকতে চায় না।

হঠাৎ ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে পড়ে একটি প্রাণী। সে পুরুষ নয় মেয়ে—বৌদি নয় আর কেউ।

সোমেশ চেয়ে দেখে আগন্তুকের ঠোঁট দুখানি কাগজের মত পাতলা, গাল দুটি গাছে-পেকে-থাকা ডালিমের মত রাঙা, থোড়ের মত সুগোল দুখানি বাহু, আঁচড়ে দুলানো অলক কালো একটা সাপের মত বেণী হয়ে পিঠের পরে লুটোপুটি খায়। বয়স খুব কম, হয়ত কুড়ি বা তারও চেয়ে কম। সে বিধবা আবার হতভাগীও বটে।

সোমেশের মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে এসে কাঁপতে কাঁপতে সে বলে বসে—আপনি কবি হতে পারেন বটে, তাই বলে কোন ভদ্রঘরের বালবিধবার কাছে এভাবের কবিতা লিখে পাঠানো কি উচিত?

সোমেশের কৈফিয়ত দেবার কিছু থাকে না। সে মুগ্ধ দৃষ্টিকে আরও বিস্ফারিত করে রানীর দিকে চেয়ে থাকে। রাণী একদমই ভড়কায় না। সহজ ভঙ্গীতে বলে—যাক সোমেশ বাবু, আপনার উপর অভিযোগ আমার বিশেষ কিছু নেই। আশা করি যত শীঘ্র পারেন এখান থেকে চলে যাবেন। এভাবের কবিতা চালালে শেষে মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে।

যে ভাবের নাটকীয় ভঙ্গীতে রানী এসে ঘরে ঢুকেছিল, সেই ভাবেই বেরিয়ে যায়।

সোমেশ স্তম্ভিত বিস্ময়ে তার চলে যাওয়ার পথে হা করে চেয়ে থাকে। রাত্রে তার খিদে না হলেও খেতে হয়।

খেতে বসে সুভদ্রাকে বলে—কা'ল দশটার গাড়ীতে বৌদি, কলকাতায় চলে যাচ্ছি।

সুভদ্রা বলে ওঠে—সে কি ঠাকুরপো। এ'ত সবে চার দিন হ'ল এয়েছো, এর মধ্যেই চলে যাবার এত তাড়া কেন? কাশী কি ভালো লাগছে না?

ম্লান হাসি হেসে সোমেশ জবাব দেয়—আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভালো লাগছিল, হঠাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছি যে কাল সকাল থেকে এখানে আর ভালো লাগবে না।

সুভদ্রা খোঁচা দিয়ে বলে—কেন দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়ে কোন রূপসীর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল নাকি।

সোমেশ উত্তর দেয় না। নীরবে ঘাড় গুজে খেয়ে চলে।

সকালে সোমেশের চা নিয়ে আসে রাণী। সোমেশ অবাক হয়ে যায়। রাণী তাব বুঝতে পেরে বলে—আশ্চর্য্যান্বিত হবার কিছু নেই। রঘুয়া বাজার করতে গেছে। চা'টা তাই আমিই নিয়ে এলুম।

সোমেশ চা খায়। রাণী জিজ্ঞেস করে—তা' হ'লে আজই একটু পরে চলে যাচ্ছেন?

সোমেশ জবাব দেয়—মনে ত' হচ্ছে।

রাণী হেসে বলে—তা' হলে আমি অপমান ক'রেছি বলে খুবই দুঃখ হয়েছে বলতে হবে, কি বলেন?

সোমেশের কাছে এ প্রশ্ন অদ্ভুত লাগে। অন্তঃপুরচারিণী বালবিধবা রাণী, সে আবার হতভাগী, সে কেন হঠাৎ প্রগল্‌ভতায় মুখ ভরিয়ে চা দেবার অছিলায় আবার তার ঘরে এসে ঢোকে তা' ভেবে সে চঞ্চল হয়ে ওঠে। অপমান সইবার জন্ত সজাগ হয়ে থাকে।

রাণী বলে—আচ্ছা সোমেশ বাবু, এখন যদি আমি আপনার কাছে ক্ষমা চেয়ে বলি, আজ যাবেন না, তা' হলে কি থেকে যেতে পারেন না?

—ক্ষমা চাইবার ত' কারণ দেখছি না।—বলে সোমেশ চুপ করে যায়।

রাণী বলে—বাস্তবিক আমার কথাগুলি অতি রূঢ় হয়ে গেছে।

সোমেশ বলে—না, তা হয়নি।

রাণী খুসী হয়। বলে তবে আমার অনুরোধ রেখে দিনকতক থেকে যান। কাশীর আমোদ ছাড়াও আমার কবির আমোদ পাবেন অনেক বেশী।

সোমেশ বলে—ভেবে দেখি।

রাণী চলে যায়।

ঝণ্টু ঘরে ঢুকে বলে—কাকা মামীমা কাঁদছে।

সোমেশ অস্থির কণ্ঠে প্রশ্ন করে—কেন রে?

ঝণ্টু ছেলে মানুষ। বলে ব'সে—বোধ হয় তুমি চলে যাবে বলে।

সোমেশ কল্পনা নদীতে পাড়ি জমায়। জানলার ফাঁক দিয়ে হাওয়া এসে তার চুল নিয়ে খেলা করে। চোখের আগে কবিতা ভেসে ওঠে। রাণী বিধবা—ভারী হতভাগী।

বৌদি এসে বলে—ঠাকুরপো, আজ না গেলে কি নয়?

সোমেশ বলে—যখন এত করে বলছো তোমরা, তখন আজ আর যাবো না। কবে যে যাবো তা ও ভালো করে বলতে পারিনে কিন্তু।

সুভদ্রা ঠাট্টা করে—তা' হলে দশাশ্বমেধ ঘাটের দেখা সে মেয়েটা আশ্বাস দিয়েছে?

সোমেশ জবাব দেয়—নিশ্চয়ই।

রাণীর কথা রাণী রাখে। কাশীর আমোদ ছাড়াও সে সোমেশকে হাসির আমোদ দেয় অনেক বেশী। সোমেশের দুঃখ হয় কেন সে তখন বৌদির ঘটকালীর সম্মান রাখেনি। রাণীর সঙ্গে পরিচয়ে সোমেশ জানতে পারে সে সোমেশের অনেক কবিতা মাসিক পত্রিকা থেকে মুখস্থ করে রেখেছে।

সন্ধ্যা বেলায় তারা দুজনে পথ চলে চলে বিশ্বনাথ দেখতে যায়। সঙ্গে থাকে ঝণ্টু।

আরতির দীপ শিখা এসে রাণীর মুখে চোখে পড়ে! সোমেশ ব্রততীর কথা ভুলে যায়।

ফিরবার পথে সোমেশ বলে—রাণী এসো, ঘাটে একটু বসে যাই। আজ ভীড় নেই। বাড়ীতে যাবারও বিশেষ তাড়া নেই তোমার বোধ হয়।

রাণী রাজী হয়। ঘাটে এসে বলে—এধারটায় লোকের বড্ড ভীড়, চলো ওধারটায় বসি গিয়ে।

তিন জনে এসে একটা পাথরের উপর বসে। স্থানটা অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন।

জলে পড়ে চাঁদ এমন ভাবে লুটোপুটি খায় যে উভয়ের রুদ্ধ বাণী মুখর হয়ে ওঠে। সোমেশ বলে—তুমি না থাকলে বোধ হয় কাশীতে আমি এত দিন থাকতুমই না।

রাণী হাসে।

সোমেশ জিজ্ঞেস করে—হাসলে যে?

রাণী জবাব দেয়—আমি থেকে যে তোমার কি সুবিধে হয়েছে, তাই বুঝতে পারিনে।

সোমেশ বলে—কি সুবিধে তা' তুমি বুঝবে না এমন কি বুঝে কাজও নেই। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তোমায় বুঝিয়ে দেবার মত হীনতা আমার যেন না আসে।

রাণী কথা ঘুরিয়ে পারের দিকে আঙ্গুল চালিয়ে বলে—ওই রামনগরের রাজবাড়ী।

সোমেশ বলে—রামনগরের রাজবাড়ী আমার দেখা হয়ে গেছে।

ঝণ্টু বলে ওঠে—মাসীমা কিন্তু আজও পর্য্যন্ত রামনগরের রাজবাড়ী দেখেনি কাকা।

সোমেশ জিজ্ঞেস করে—তাই নাকি?

রাণী বলে—সত্যি।

সোমেশ বলে দেখছি তোমাতে আমাতে চমৎকার মিল আছে। এত নিকটে থেকেও তুমি রামনগরের রাজবাড়ী দেখেনি আর আমি অত নিকটে থেকেও আজ পর্য্যন্ত দক্ষিণেশ্বরের কালিবাড়ী দেখিনি।

রাণী বলে—এটা তোমার false analogy হ'ল। এ দিয়ে প্রমাণ হয় না তোমাতে আমাতে একটুও মিল আছে।

false analogyর কথা শুনে সোমেশ প্রশ্ন করে তুমি লজিক পড়েছো নাকি?

—একটু একটু—বলে রাণী ঘাড় নীচু করে। সোমেশ সোৎসাহে বলে ওঠে marvelous

ঝণ্টু ঝিমুচ্ছিলো, হঠাৎ চমকে উঠে জিজ্ঞেস করে কোথায় যাবেন কাকা।

ঝণ্টুর কথায় দু'জনে একসঙ্গে হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে।

সোমেশ হাসি থামিয়ে বলে—কাল তোমায় নিয়ে নৌকা করে রামনগরের রাজবাড়ী দেখিয়ে আনবো, কি বলো?

—রাজী। রাণী সায় দেয়।

খানিক চুপ চাপ থাকবার পর সোমেশ এক সময় বলে—একটা কথা বলি রাণী, যদি কিছু মনে না করো আমাকে হীন চোখে না দেখো।

রাণী অভয় দেয়।

সোমেশ বলে যেহেতু চাঁদের আলো তাকে পাগল করে তোলে, আর তারা-বালিকারা আকাশ-রাজ্যে হাতছানি দিয়ে ডাকে তোমায় দেখলে আমার কি মনে হয় জানো? যেন কতদিনকার জানা পরিচয়ের ভিতর দিয়ে আমাদের দিন কেটে এসেছে। বনে বনে যেন আমাদের দু'জনের জন্য যুগে যুগে ফুল ফুটেছে, গাছে গাছে ফল ধরেছে। বউ-কথা কও পাখীর ডাক শুনে যেন কত রাত আমি তোমার ঘোমটা খুলে দিয়েছি ...এসব কথা শুনে তুমি লজ্জা পেতে পারো বটে, কিন্তু এ আমার অন্তরের কথা।

রাণী বলে—তোমার অন্তরের কথা হলেও, আমায় শোনানো উচিত নয়। আমি যে বিধবা, এ সব কথা আমায় শুনলে পাপ হয়।

ঝণ্টু ঘুমিয়ে বুঝি মার্ব্বেলের স্বপ্ন দেখে।

সোমেশ বলে—তুমি যতই কিনা বৈধব্য তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দাও, তা' সত্যিকারের বৈধব্য হ'য়ে উঠবে না। বুকের মধ্যে যা'র রক্ত কেঁদে আছাড়ি পাছাড়ি করে, তার বৈধব্য বরণ করা আত্মাকে অপমান করা ভিন্ন কিছু নয়।

রাণী বলে—কিন্তু আমি যে হিন্দু বিধবা।

সোমেশ ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—এ cultured মেয়ের কথা হ'ল না। যে-স্বামীকে তুমি ভালো করে দেখনি, যা'র সঙ্গে মিশবার সৌভাগ্য তোমার হয়নি, তার স্মৃতির ভারে নিপীড়িত হয়ে কেন যে বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করবে, একথা আমি বুঝতে পারি নে।

রাণীর দু ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। চাঁদের আলোয় সোমেশ তা লক্ষ্য করে বলে—তোমায় তা' হ'লে ব্যথা দিলুম।

রাণী ধরা গলায় বলে—কোত্থেকে আমরা কোথায় যাচ্ছি, তা' বুঝতে পারছো বোধ হয়। তুমি আর আমার কাছে এভাবের কথা বলো না। এতে আমার বড় কষ্ট হয়। তাই বলে মনে করো না যে স্বামীর স্মৃতি মনে পড়ে কষ্ট হয়। তা' নয়। কষ্ট হয় আমার যে কেন তুমি আর বছর তিনেক আগে আমাদের বাড়ীতে আসো নি।

সোমেশ বলে—বছর তিনেক আগে না এলেও এখন ত' এয়েছি। আমার সঙ্গে তোমার প্রাণের সম্বন্ধ যখন অস্বীকার করবে না, তখন কি আমাদের মাঝে এসে তোমার মৃত স্বামী ব্যবধান রচে তুলবে?

রাণী কেঁদে ফেলে—তোমার পায়ে পড়ি, আমায় লোভ দেখিও না। স্বামীর স্মৃতি আমার মনে আঁচড় কাটুক বা নাই কাটুক, বৈধব্যকে আমায় স্বীকার করে নিতেই হবে।

সোমেশ জিজ্ঞেস করে—কেন, কারণ?

—কারণ? এর কারণ কিছু নেই।

পৃথিবীতে অনেক জিনিষ স্বীকার করে নিতে হয় যা'র কোন কারণ থাকে না। আমার স্বীকার সঙ্গে কোন দিন পরিচয় হোক বা নাই হোক, তিনি আমার সিঁথির সিন্দুর মুছে দিয়ে চলে গেছেন, আমার তাকে স্মরণ করে চলতেই হবে।

সোমেশ মত্ত হয়ে ওঠে। বলে—যদি আমি চলতে না দিই।

রাণী ঝণ্টুকে এক ধাক্কা মেরে বলে—ওঠ্, রাত্তির হয়ে গেছে বাড়ী যাবিনে।

ঝণ্টু নিদ্রা বিজড়িত চোখে উঠে দাঁড়ায়। তার বাম হাতখানি ধরে রাণী বাড়ীর দিকে পা চালায় সোমেশ যে বসে রইল একথা সে গ্রাহ্যই করে না।

ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে পা ফেলে রাণী অদৃশ্য হয়ে যায়। সোমেশ দেখে চাঁদ ঠিক তেমনি ভাবেই গঙ্গার জলে পা'ড়ে এ [illegible] যাচ্ছে

—ক্রমশঃ—

গান

শ্রীনীহার দেবী।

—::•::—

যবে অর্ঘ্য বহিয়া প্রভাতে গিয়াছি,
দেব রুদ্ধ তোমার দ্বার।
আমি ব্যর্থ আশায় ফিরিয়া এসেছি
প্রভু মুছিয়া নয়নাসার॥
সকলের সাথে এতটুকু স্থান
যাচিয়াছি আশা হইয়াছে ম্লান
তাই অভিমান ভরে ফিরিয়াছিলাম
ওগো চাপিয়া অশ্রু ভার।

মোর আঁধার কুটিরে আসিলে কখন,
প্রসারি যুগল-পাণি
দেব আপনার হাতে তুলে নিলে মোর
ব্যর্থ অর্ঘ্য খানি॥
অশ্রু-মলিন মোর নিবেদন
অনুরাগ ভরে করিলে গ্রহণ
আজি সফল করিলে মোর আয়োজন
তুমি করুণার অবতার।

গল্প

লেখকের বিপত্তি

শ্রীমানারাণী দেবী

—•

"আমার গল্পটা কেমন পড়লে?"

"ছাই!"

"ছাই—কি বলছো? কতজন পাঠক-পাঠিকা ওর প্রশংসা করে চিঠি দিয়েছে জানো?"

"জানি, দুয়ের পিঠে এক-একুশ জন।"

"তাহলে ছাই বলছো কি বলে?'

"ছাই তাই ছাই, চুরি করে যে গল্প লেখা তা যত ভালই হোক ছাই ছাড়া কি?'

"চুরি! তুমি বল কি? কিসের চুরি?"

"প্রবোধ সান্যালের 'বাতাস দিল দোলের' হুবহু নকল।"

"কক্ষনো নয় ওই জন্যেই বি, বি. বলেন—"

"বি, বি, কে বুদ্ধ বসু?"

"আর যাও বুদ্ধ কি বললাম তা জেনে তোমার লাভ? ওটার চুরি কোন অংশে দেখলে?"

"এই দেখ, প্রথম এর নাম 'ঘাটের বাঁধন খোল' দ্বিতীয় তাতে একটা, বিধবা মেয়ের কাহিনী আর এতে একটা তরুণের কথা, তাতে মন্দা এতে মারুত।"

"নাঃ তোমার কিছু জ্ঞান বুদ্ধি নেই, ওকেই বলে দিলে চুরি, তা বলতে গেলে যে—"

"হ্যাঁ তা বলতে গেলে বলতে হয় ওরকম কে না করছে, যেমন একটা বিখ্যাত লেখক একটা কথা ভালবাসেন যেমন 'অন্ধকার অরণ্যের মত মর্ম্মরিত হয়ে উঠলো' সেই কথাটা তার একজন লেখক বন্ধুর ভাল-বাসেন তাই তিনিও ঐ কথাটা তাঁর গল্পে নির্ব্বিবাদে চালাতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু প্রথমোক্ত লেখক বন্ধুর এই 'না বলিয়া গ্রহণ'টা দেখেও না দেখলে সাধারণ পাঠক পাঠিকা কি আর চোখ বুজে থাকতে পারে না? তাই তারা সামনে না বললেও আড়ালে—"

"এই চুপ! চুপ !! কি সব বকে যাচ্ছ, জানো এটা সত্যি তাঁরা শুনলে তোমার নামে মানহানির মোকর্দ্দমা আনবেন ?"

"হ্যাঁ তাতো আনবেনই এযে চোখে আঙুল দেওয়া সত্যি।"

"তোমার এই আমার কাছে টেবিলের সামনে নির্জ্জন সন্ধ্যায় বসে বলা দেখো অপর কারুর কাছে যেন বলোনা।"

"আচ্ছা! কিন্তু প্রত্যেক ঘরে ঘরে যদি একথাটা বলে তাহলে ঢাকা রাখবে কে ?"

"ও কথা যেতে দাও গল্পটার কথা বলো।'

'কি বলবো ?'

'যা সত্যি।'

'কিন্তু তুমিও যদি তাতে মানহানির মোকর্দ্দমায় জড়াও ?'

"জড়াই জড়াবো, নিজে ফরিয়াদী সেজে অন্য উকিল দিয়ে তোমায় বাঁচাবো কিন্তু তুমি বলো কেমন লাগলো গল্পটা ?"

"আচ্ছা বলছি, কিন্তু তার আগে একটা গল্প শোন : তখন আমি সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি স্কটিশে তখন মেয়ে সঙ্গীর বড়ই অভাব। আমরা জন পাঁচেক পড়তাম। তাদের মধ্যে আমি হয়ত একটু স্মার্ট ছিলাম। সেইজন্যে ফোর্থ ইয়ারের মহিমের সঙ্গে আলাপ খুব শিগ্‌গির বেশ জমে গেছলো। সেদিন কলেজের ছুটীর পর মহিম বললে, বেড়াতে যাবে ? রাজী হলাম। তার 'ক্রাইসলারে' করে একেবারে ছুটলাম চৌরঙ্গী। মহিমের পাশেই বসে ছিলাম, সে বললে "আচ্ছা গাড়ীর স্পীড্‌টা একটু বাড়িয়ে তোমায় নিয়ে যদি পালিয়ে যাই ?' আমি হেসে বললাম 'পালিয়ে যেতে হবে কেন ? আমি নিজে থেকেই যেতে রাজী।'' মহিম কি ভেবে তক্ষুণি গাড়ী ঘুরিয়ে বাড়ীর পথ ধরলো, দোরে এসে আমায় নামিয়ে দিয়ে বল্লে, 'তোমায় নিয়ে গিয়ে সুখ নেই তুমি ভারী ডাকাবুকো মেয়ে। আমি একটু হাসলুম, পুরুষ কি-না তাই একটু বোকা, বুঝলে না সাহসের আবরণে ভয়কে লুকিয়ে আমরা কেমন ফাঁকী দিতে পারি, তা ছাড়া তাকে ভালবাসতুম বলেই নীচু দেখবার আগে—'

'তুমি তো খুব মিথ্যেবাদী, তবে যে সেদিন বল্লে, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসিনে ?'

'হ্যাঁ তাতো বাসিনে ভাল তাকে বাসতাম বলেছি, এখনো যে বাসি একথাতো বলিনি।'

'তাহলে এমনও একদিন আসতে পারে যেদিন আমারও 'বাসিনে' হোয়ে যাবে ?'

'অসম্ভব নয়, হোতে পারে কারণ জীবন তো আর্টের—'

'চুলোয় যাক আর্ট, উপন্যাসে আর বাস্তবে প্রভেদ আছে ঢের।'

'কেন 'মহাপ্রস্থানে' সেদিন পড়লাম—'

'আঃ ও কথা ছেড়ে দাওনা, আমিতো সে রকম নই বা তুমিও তা নও।'

'তবে কেন তুমি নিজে যা নও তা লিখতে যাও ? কেন তুমি নিজের যা বিশ্বাস নিজের যা ভাল লাগে তাই লেখনা ? কি জন্য অন্যের ইচ্ছার পায়ে নিজের ইচ্ছাকে বলি দাও ?'

'বাঃ তা কি করে হয়, আমার মত এখন যদি এমন হয় একজনকেই ভালবাসা যায় প্রকৃত, তাহলে তাই আমার আদর্শ হবে ?'

'নিশ্চয়ই হবে। তা যদি না হয় তাহলে তোমার মতবাদের মূল্য কি ? পঞ্চাশ জনকে ভালবাসা যদি তোমার মত না হয় তাহলে সেই ইচ্ছাবিরুদ্ধ কর্ম্ম কি খুব সুষ্ঠ হবে মনে করো ?'

'কিন্তু তুমি যা বলছো ওটাতো জীবনের পাতার কথা, কিন্তু আর্ট তা—'

'কিসের আর্ট শুনি ? নিজের মতবাদকে হত্যা করে আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে কি আর্ট হতে পারে ?'

'আচ্ছা আর্ট বাদ দিলাম কিন্তু পপুলারিটি—?'

'চুলোয় যাক। নিজের মতামত বলে কি লেখকের কিছু থাকবে না ?'

'কিন্তু সকলেই তো—'।

'ঐ সকলেই তো তোমাদের মাথা বিগড়ে দিয়েছে একজন দুজন তিনজন যা করছে, বাকি সব অমনি তাদের জনপ্রিয়তা দেখে আমারও ঐ মত আমারও ঐ মত' বলে লাফাচ্ছে, আসলে কিন্তু তারা মদ খাওয়াকে আদর্শ বা চরিত্রহীনতাকে নীতি বলতে বা স্বীকার করতে পারে না কিন্তু মোহ। ওই বিখ্যাত হবার মোহ, সকলের কাছে একটা কিছু অদ্ভুত প্রচার করে কেউ ছাড়িয়ে উঠতে পারে না।'

'আচ্ছা থাক স্বীকার করলাম আমার মত যা তার উল্টোই আমি প্রকাশ করি, তাবলে যেটা কুসংস্কার হয় তাকে জড়িয়ে থাকতে হবে তার কি মানে আছে ?'

'কিছু মানে নেই যদি তুমি ঠিক বোঝ, যে এটা কুসংস্কার ওটা সুসংস্কার, তাহলে স্বচ্ছন্দে একে ফেলে ওকে গ্রহণ করতে পারো ; কিন্তু তুমি নিশ্চয় করে যখন নিজেই বোঝনা যে কোনটা ভাল, এ ক্ষেত্রে উচিত নয় কি যা ছিল তাই থাকা ? কারণ সংস্কারকে ছাড়বো বললেই সে সহজে ছাড়ে না, ফলে এটাও থাকে আর একটাও নূতন করে আসে। কি দরকার ? তার চেয়ে স্বধর্ম্মে নিধনংই-তো ভাল।'

'এসব কথা কে তোমায় শেখালে ?

'মহিম।'

'সে এখন কোথায় ?

'কলকাতায় বাবার কাছে একটা প্রফেসরীর চেষ্টায় ফিরছে সেদিন দেখা হোল'—

'কি বললে ?'

'কিছু না একটু হাসলে,—কিন্তু তার জন্য তোমার মুখে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো কেন ? এটাতো সুসংস্কার, কারুর প্রতি কারুর ভালবাসা চিরস্থায়ী নয় তাহলে এটা গ্রহণ করা উচিত তো ?'

'কি যে হাসো, ভাল লাগেনা। তোমাদের কি, ভবিষ্যত ভেবে তো আর কাজ করো না, যাহয় করে বসো, মানসম্ভ্রম বলে জ্ঞানও রাখ না।"

'বেশ করি রাখিনা নিজেরা বড় রাখো কিনা, সবাই একেবারে 'শঙ্করাচার্য্য দি সেকেণ্ড এডিসন্' কিনা।'

'তা না হই কিন্তু নিজে অন্ততঃ যা করি তার মধ্যে কখনো ন্যাকামি রাখিনা. লিখি বা বলি যা খুসী ভা'বলে সত্যিই চাইনা যে নিজের স্ত্রীর জীবনের অতীত পৃষ্ঠায় এমন ঘটনা থাকুক, যা তার নানা প্রেমের কাহিনীতে ভরা।'

"ধন্যবাদ" মনে রাখলে ভাল হয় যে ওই-টাই বেশীর ভাগের মত, কেবল তোমাদের মত লেখকদের পাল্লায় পড়ে তাদের মগজ যাচ্ছে গুলিয়ে। আসলে তারা জানে কাব্যে পড়তে যেটা বড় মনোরম জীবনের পক্ষে তা বড় মারাত্মক। তাই সকলের আর্ট আর জীবন হয়ে গেছে বিভিন্ন, কিন্তু আর্ট ছাড়া জীবন বা জীবন ছাড়া আর্ট চলেনা"

'এত জ্ঞান তো—আছে' মহিমকে ভালবাসবার পূর্ব্বে এ গুলা মনে পড়েনি?

'পড়েছিল বই কি, সেকেণ্ড ইয়ারেই আমি পড়া খতম করে এখানে এসেছি এবং বরাবরই পড়েছি বেথুন কলেজে। মহিম নামে জীবন্ত কোন লোককে আমি চিনি না।'

'তবে যে এতক্ষণ?'

'দুষ্টুমী করেছিলাম।'

'উঃ কি ধোকাই খাওয়ালে—'

'তাহলে মানলে তো যে অলাভ—'

'থাক ওকথা এখন বলতো গল্পটা কেমন লাগলো?'

'এত কথার পরও আবার নতুন করে বলতে হবে?'

——

শ্বেতকায় আর্য্য বংশধর কৃষ্ণকায় হইল কেন?

— স্বামী ভূমানন্দ —

—০—

আর্য্যগণ যে শ্বেতকায় ও দস্যুগণ [আদিম ভারতবাসী বা অনার্য্য] যে কৃষ্ণকায় ছিল, তৎ সম্বন্ধে বহু প্রমাণ থাকিলেও নিম্নে ঋগ্বেদ হইতে মাত্র দুইটি মন্ত্র উদ্ধৃত করা হইল।:—

১। ইন্দ্র, যিনি অনেকের দ্বারা আহূত * * * তিনি পৃথিবীনিবাসী দস্যু ও শিম্যুদিগকে প্রহার করিয়া হননকারী বজ্র দ্বারা বধ করিলেন, পরে আপন শ্বেতবর্ণ মিত্রদিগের [আর্য্য] ক্ষেত্র ভাগ করিয়া লইলেন ॥১।১০০।১৮॥

২। যে কৃষ্ণবর্ণ চর্ম্মকে [দস্যুদিগকে] ইন্দ্র দেখিতে পারেন না, তাহার [ইন্দ্রের] ক্ষমতা বলে সেই কৃষ্ণ চর্ম্মকে ভূলোক ও দ্যুলোক হইতে দূর করিয়া দেয় ॥৯।৭৩।৫॥

এই শ্বেতবর্ণ ইন্দ্র মিত্রগণ যে সোমাদশন ও দেবতাদিগের আহ্বানকারী অগ্নিকে বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিত (১০।১১ ৪) তাহা ঋগ্বেদের হবির্দ্ধান ঋষি বলিয়াছেন। আর বিমদ ঋষি বলিয়াছেন,—"আমাদিগের [আর্য্যবর্ণের] চতুর্দ্দিকে দস্যুগণ আছে, তাহারা যজ্ঞ করে না, তাহারা কিছু মানে না, তাহাদের ক্রিয়া স্বতন্ত্র, তাহারা মানুষের মধ্যেই নয়। হে শত্রু সংহারকারি [ইন্দ্র]। তাহাদিগকে নিধন কর। সেই দাসগণের হিংসা কর ॥১০।২২।৮॥

বিজিত ও বিজয়ীর মধ্যে চিরদিনের অপ্রতিকূল সম্পর্ক অনার্য্য ও আর্য্য মধ্যে বিলক্ষণ বিস্তার লাভ করিয়াছে। আর্য্যগণ একে বিজয়ী, তাতে শ্বেতকায়—যেমন সোনায় সোহাগা।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, যে শ্বেতবর্ণ আর্য্যগণের বড়ই গৌরবের বিষয় ছিল, সেই শ্বেতবর্ণ, কেমন করিয়া লুক্কায়িত হইল, সে কথাও কেহ ভাবিয়া দেখিতে চায় না। যেন ইহাও হিন্দুর পক্ষে এক ভয়ানক অনধিকার চর্চ্চা।

আর্য্যগণের শরীরের শ্বেতবর্ণ বিলুপ্ত হইবার পক্ষে দুইটি যুক্তি শ্রুত হয়:—

১। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বহুকাল বসবাস করিয়া আর্য্যগণ কৃষ্ণকায় হইয়াছে।

২। আর্য্য অনার্য্য রক্তের মিশ্রণ ঘটিয়া আর্য্যগণের বর্ণ কালো ও অনার্য্যগণের বর্ণ ঘন হইতে তরল কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইয়াছে।

ইদানীং নানাভাবে পরীক্ষার দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে,—কোন শ্বেতকায় ব্যক্তি পুরুষানুক্রমে উষ্ণ প্রধান দেশে বসবাস করিলেও শরীরের বর্ণ ময়লা হয় না। শ্বেতকায় ব্যক্তির সন্তানগণ যে কৃষ্ণকায় হয়, তাহা অসবর্ণ যৌন সম্বন্ধেই ঘটিয়া থাকে।

উদাহরণ স্বরূপ ইংরাজ ও ফিরিঙ্গী এই উভয় বর্ণের দিকে চাহিলেই রক্ত মিশ্রণ প্রমাণিত হইবে। শ্বেতকায় পুরুষের ঔরসে শ্বেতকায় নারীর গর্ভের সন্তান শ্বেতকায়ই হয়। শ্বেতকায় কিম্বা কৃষ্ণকায় পুরুষের ঔরসে কৃষ্ণকায় কিম্বা শ্বেতকায় নারীর গর্ভের সন্তান অধিকাংশ স্থলে কালো হয়। যেমন মহাভারতে ঋষি পরাশরকে 'অসিতাঙ্গী' বলা হইয়াছে॥ আদি পর্ব্ব ১০০ অধ্যায়॥

স্বাধ্যায়ী মাত্রেই অবগত আছেন যে, ঋষি বশিষ্ঠ ও তাঁহার বংশের সহিত অনার্য্যা কন্যা প্রীতি খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে সাধিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে কথিত আছে,---

১। রাজর্ষি যযাতি দৈত্য কন্যা অনার্য্যা শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে তিন পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ঐ পুত্রগণ মধ্যে পুরুই উত্তর কালে ভারতবর্ষের রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াছিলেন এবং পুরুর বংশধরগণই বংশ পরম্পরায় ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছেন'।

যযাতি একাধারে রাজা ও ঋষি ছিলেন। রাজা হিসাবে তাহার কথা যেমন প্রজাবৃন্দ

শুনিতে বাধ্য ঋষি হিসাবে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাও প্রজাসাধারণ শুনিতে বাধ্য। সুতরাং রাজর্ষি যযাতির অনার্য্যা কন্যা গ্রহণ কদাচ নিন্দনীয় হইতে পারে না। ইহা ছাড়াও রাজর্ষি যযাতি বলিয়াছেন,—'পুষ্পমতা নারী [সন্তানের কামনায়] পুরুষকে ভজনা করিলে যে পুরুষ অস্বীকৃত হয়, তাহাকে ব্রাহ্মণগণ ভ্রূণহা বলিয়া থাকেন॥ আদিপর্ব্ব, ৮৩ অধ্যায়।।

সকামা হইয়া নির্জ্জনে উপযাচিকা হইলে যে পুরুষ তাহা রক্ষা করে না, ধর্ম্মশাস্ত্রে এমন পুরুষকে ভ্রূণহা বলিয়া থাকে॥ আদি পর্ব্ব, ৮৩ অধ্যায়॥

২। ঋষি বশিষ্ঠ স্বয়ং ও তাহার বংশধরগণ সকলেই অনার্য্যা কন্যায় সন্তান উৎপাদন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে লিখিত আছে।—

জাতো ব্যাসস্তু কৈবর্ত্ত্যাঃ শ্বপাক্যাশ্চ পরাশরঃ।
শুক্যাঃ শুকঃ কণাদশ্চ তথোলুক্যাঃ
সুতোঽভবৎ॥
মৃগীকা জন্মশৃঙ্গোপি বশিষ্ঠো গণিকাত্মজঃ।
মন্দপালো মুনিশ্রেষ্ঠো নাবিকাপত্য মুচ্যতে॥
মাণ্ডব্যো মুনি রাজস্তু মণ্ডুকী গর্ভ সম্ভবঃ।
বহবোঽন্যেপি বিপ্রত্বং প্রাপ্তা যে পূর্ব্ববৎ
দ্বিজাঃ॥

[ভবিষ্য পুরাণ, ব্রাহ্ম পর্ব্ব, ৪২অঃ, ২২—২৪] অর্থাৎ-- কৈবর্ত্তের (কুমারী) কন্যার গর্ভজাত ব্যাসদেবের প্রকৃত নাম, কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন। শরীরের বর্ণ কালো ছিল বলিয়াই তিনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নামে পরিচিত ছিল কি না, সে কথা শাস্ত্রে প্রকাশ নাই। কিন্তু ঋষি শক্তির ওরসে শ্বপাক [অন্ত্যজ] কন্যার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন বলিয়া পরাশর যে অস্পৃশ্য ছিলেন, সে কথা মহাভারতের আদি পর্ব্ব, ১০০ অধ্যায়ে লিখিত আছে। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে,—ঋষি শক্তির গর্ভধারিণী ছিলেন অনার্য্য কন্যা অদৃশ্যন্তী। ব্যাসদেবের ঔরসে অন্ত্যজ কন্যা শুকীর গর্ভে পরমভাগবত শুকদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈশেষিক দর্শন শাস্ত্র প্রণেতা কণাদ অনার্য্য কন্যা উলুকীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন। অন্ত্যজ কন্যা মৃগীর গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গ ও বশিষ্ঠদেব গণিকা গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ মন্দপাল অনার্য্য নাবিক কন্যা গর্ভজাত। মুনিরাজ মাণ্ডব্য অনার্য্য মণ্ডুকী গর্ভসম্ভুত। এই প্রকার বহু ব্যক্তি অনার্য্য কন্যা গর্ভজাত হইয়াও উপরোক্ত দ্বিজাতির ন্যায় বিপ্রত্ব লাভ করিয়াছেন।

ঋগ্বেদের দুইজন ঋষিকে কক্ষীবান্ ও কবষকে দাসী গর্ভজাত বলা হইয়াছে। নারদ ও সত্যকামকেও দাসীপুত্র বলা হইয়াছে। এই দাসী যদি দাস শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ হইয়া থাকে, তবে বলা বাহুল্য ইহারাও অনার্য্য কন্যা গর্ভজাতই ছিলেন।

সুতরাং হিন্দুগণের আদর্শ পুরুষ বশিষ্ঠ হইলেন বণিকপুত্র। শক্তি হইলেন অনার্য্য গর্ভজাত, পরাশর শ্বপাক কন্যার গর্ভস্থ সন্তান, ব্যাসদেব হইলেন অনার্য্য কৈবর্ত্ত কন্যার কানীন পুত্র। শুকদেব হইলেন অনার্য্যা শুকীর গর্ভজাত। মহর্ষি নারদ ঋষি কক্ষীবান্ ও কবষ হইলেন,—দাসীপুত্র। অথচ ইঁহারা সকলেই নিজ নিজ কর্ম্ম দ্বারা পবিত্র, কর্ম্মদ্বারা উন্নত ও বাণী দ্বারা সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেও ইঁহারা যে সকলেই শ্বেতকায় ছিলেন না, সে কথা শাস্ত্রও ব্যক্ত আছে।

ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থগুলি রাজা ও ঋষিদের কথাতেই পূর্ণ। গরীব বা জনসাধারণের কথা কোন দেশের ইতিহাসেই নাই, হিন্দুরও মহাভারতাদি গ্রন্থেও দৃষ্ট হয় না। অন্যথায় দেখানো সম্ভব হইত,—আর্য্যও ও অনার্য্যের মধ্যে রক্তের বিনিময় কেমন ব্যাপকভাবে সাধিত হইয়াছিল। তবুও যতটা মহাভারত ও পুরাণে আছে, আমরা সাধ্যমত তাহাই উদ্ধৃত করিতে চেষ্টা করিব :—

৩। রাজা শান্তনু দাস রাজকন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন॥ আদি পর্ব্ব, ১০১ অধ্যায়॥

৪। অর্জ্জুন ও অনার্য্য কন্যা উলুপীর মিলন। আদি পর্ব্ব, ২১৪ অধ্যায়॥

৫। ভীম ও অনার্য্য কন্যা হিড়িম্বার সংযোগে পুত্র ঘটোৎকচের জন্ম। আদি পর্ব্ব, ১৫৫ অধ্যায়।

৬। ঋষি বিশ্রবার ঔরসে রাক্ষস (অনার্য্য) কন্যার গর্ভে রাবণাদির জন্ম। বনপর্ব্ব, ২৭৪ অধ্যায়॥

স্কন্দ পুরাণে আছে,—

শুচি নামে এক মুনি সুশীলা নাম্নী এক রাক্ষস (অনার্য্য) পত্নীর সহবাসে কপালাভরণ নামে এক পুত্রোৎপাদন করেন॥ ব্রহ্ম খণ্ড, সেতু মাহাত্ম্য, একাদশ অধ্যায়॥

এই পুরাণের ব্রহ্ম খণ্ডে ধর্ম্মারণ্য খণ্ড ৩০ অধ্যায়ের ২১ শ্লোকে লিখিত আছে,—কর্ণাট নামে এক দৈত্য (অনার্য্য) ব্রাহ্মণ কন্যাগণকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিত।

গীতায় লিখিত আছে,—

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনু
বর্ত্ততে ॥৩.২১॥

অর্থাৎ— শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তিরা তাহাই করিয়া থাকে এবং তিনি যাহা মান্য করেন, জনসাধারণ তাহারই অনুবর্ত্তী হয়।

উপরোক্ত গীতার কথা সকল দেশেই সত্য বলিয়া স্বীকৃত। যাহা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি করেন, জনসাধারণ প্রাণপণে তাঁহার অনুসরণ করিতে সচেষ্ট—ইহা সকল দেশেই দৃষ্ট হইবে। সুতরাং যে ভারতে রাজর্ষি, রাজা এবং ঋষিগণ যৌন সম্বন্ধে অনার্য্যা কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দেশের জনসাধারণ কি যে করিয়াছিল পাঠক তাহা একবার কল্পনায় অনুভব করুন। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন, উষ্ণ প্রধান দেশ বলিয়া আর্য্য তাহার শ্বেতবর্ণ হারায় নাই, হারাইয়াছে অনার্য্য সংমিশ্রণে।

স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় লিখিয়াছেন,—All the Non-Aryan races and nations of India assumed the mantle of the Aryan religion and civilisation in this age, and formed a confederation of Hindu states and Kingdoms

ভ্রমরই আমাদের জাতে আপনারা দেখতে পাবেন, সূর্য্যমুখীর জাত বুঝি একেবারে লোপ পেয়ে গেছে। অবশ্য সেজন্য দুঃখ করবার কিছু নাই।

কিন্তু একটা কথা আজ এই ভ্রমরের দিন ভ্রমরেরাও কি সুখী হয়েছে? স্বাতন্ত্র্য-অভিলাষিণী ভ্রমররা আজ স্বাতন্ত্র্য লাভ করে' কি তাদের অভিপ্সিত শান্তি পেয়েছে? স্বামীর সহিত ননকোপারেশন করে' স্ত্রীরা আজ কি পেতে চায় এ-প্রশ্ন তোলা নিতান্ত অযৌক্তিক ভাবে বলে' মনে করি না।

আজ মাত্র এই প্রশ্নের অবতারণা করে' প্রতীক্ষায় থাকবো আমাদের ভগিনীরা কি বলেন শোনবার জন্য। আশা করি, 'আজ-কালে'র পৃষ্ঠায় তাঁরা এ-আলোচনা অগ্রসর হতে দেবেন। সম্পাদক মহাশয়ের প্রতি নিবেদন তিনি এবিষয়ে আমাদের সাহায্য করবেন।

আমি এসম্বন্ধে আরো কিছু বলতে পারতুম কিন্তু মাত্র প্রশ্নটি তুলে' আপাততঃ নিরস্ত হলুম। আমি কুলবধূ হয়ে আমার মত বোনেদের মধ্যে যা দেখছি তা' থেকে এই প্রশ্ন মনে উঠেছে—কিন্তু মীমাংসা আমার মনে এখনো আসে নি। হয়ত সাধারণ ভাবে সে মীমাংসার দিন সুদূর নয়, কারণ একটা ওলটপালট সমাজে যা' এসেছে তার গতির প্রতিবন্ধক হবে কে? আর সব গতিরই একটা পরিণতি আছে—স্বাভাবিক নিয়ম তা-ই বলে। এখন আসি।

—

পাঁচমেশালী

—০—

আসামে মেয়ে ডাক্তার

গৌহাটীর ডাঃ শ্রীযুক্ত হরিকৃষ্ণ দাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীযুক্তা তিলোত্তমা দাস এম, বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আসামীয়াদের মধ্যে ইনি চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চ উপাধিপ্রাপ্তা দ্বিতীয় মহিলা। ইহার পূর্ব্বে শ্রীযুক্তা রজনী প্রভা দাস, এম, বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

ফিলিপাইনে নারীর অধিকার

ফিলিপাইন দ্বীপে দশ বৎসর পরে স্বাধীনতা প্রবর্ত্তিত হইবে, কিংবা অচিরেই প্রবর্ত্তিত হইবে, সেই সম্পর্কে সর্ব্বসাধারণের মতামত সংগ্রহ করিবার জন্য ফিলিপাইনে আয়োজন হইতেছে। এই সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করিবার জন্য এই প্রথম স্ত্রীলোকদিগকে ভোটদানের অধিকার প্রদান করা হইয়াছে।

বিবাহে ডাক্তার

যুগোশ্লোভিয়াতে যে সমস্ত যুবক যুবতী বিবাহ করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে তাহাদের পিতামাতা এবং ডাক্তারের মত লইতে হইবে, এইরূপ আইন করা হইয়াছে। সম্প্রতি এই মর্ম্মে একটী বিল উপস্থিত করা হইয়াছে যে বিবাহের পূর্ব্বে বরকনের দুই পক্ষকেই ডাক্তারের কাছ হইতে স্বাস্থ্য ভাল বলিয়া সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে।

বালিকার অদ্ভুত কৃতিত্ব

কুমারী অরুণা বন্দোপাধ্যায় কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত নবকুমার বন্দোপাধ্যায় এম এ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং ৺গঙ্গাধর ব্যানার্জ্জি এম এ মহাশয়ের পৌত্রী; ইহার বয়স মাত্র ১৫ বৎসর।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি ক্রমাগত টাইফয়েড, নিউমোনিয়া ও বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত রুগ্না হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতঃপর তিনি নিয়মিতভাবে ব্যায়ামচর্চ্চা আরম্ভ করেন এবং অনতিবিলম্বে তিনি অসাধারণ স্বাস্থ্য ও শক্তি লাভ করিতে সক্ষম হন। তিনি এক্ষণে একটি বেগবান শক্তিশালী মোটরের গতিরোধ করিতেও সক্ষম। একটি অল্পবয়স্কা মেয়ের পক্ষে ইহা কম কথা নহে। যুযুৎসু, লাঠি ও ছোরা খেলাতে তাহার অসাধারণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বস্তুতঃ অনেক বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যেও এই প্রকার শক্তি ও সাহস দেখা যায় না। তিনি সর্ব্বপ্রথম রামমোহন শতবার্ষিকী প্রদর্শনীতে গত ৩রা জানুয়ারী, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণা হইয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছেন এবং সেই দিনই দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট হইতে দুইটি রৌপ্যপদক পুরস্কার পাইয়াছেন। মাত্র ৫ বৎসর বয়সে অন্য কোন বালিকা এপর্য্যন্ত কোন শক্তিশালী মোটরের গতিরোধ করিতে এবং লাঠি খেলায় এমন চমকপ্রদ কৌশল দেখাইতে পারিয়াছে বলিয়া শুনা যায় না।

—

ভাবিবার কথা

—০—

বিদেশে ভারতের স্বর্ণ

গত ১৩ই জানুয়ারী ৯৭৪৬৪৬৫ টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানি হইয়াছে। ইহা লইয়া মোট ১৫৪,৬৯,৩৮,৫৪৫ টাকার স্বর্ণ বিদেশে রপ্তানি হইল। ভারতে আর কত সোনা আছে?

বাঙ্গালী কোথায়?

১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে ডফরিণ জাহাজে নৌবিদ্যা শিক্ষার জন্য ১৮৩ জন পরীক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে ৬৫ জন উত্তীর্ণ হয়। ৬১ জন গভর্ণিং বডির সহিত সাক্ষাৎ করিতে উপস্থিত হয়; তন্মধ্যে ৩৩ জনকে পছন্দ করা হয়। একজন বাঙ্গালীকেও নৌবিদ্যা শিক্ষার জন্য লওয়া হয় নাই।

কাপড়ের কল ও বাংলা

সমগ্র ভারতে ৩৪৪টী কাপড়ের কল আছে, তন্মধ্যে বাঙ্গালায় আছে ১৯টী কাপড়ের কল। সমগ্র ভারতের কাপড়ের কলের টাকুর সংখ্যা প্রায় এক কোটি এবং তাঁতের সংখ্যা দুই লক্ষ। বাঙ্গালা দেশের কাপড়ের কলের টাকুর সংখ্যা সোয়া তিন লক্ষ এবং তাঁতের সংখ্যা ছয় হাজার। ইহার মধ্যে অবাঙ্গালীর কলের সংখ্যা বাদ দিলে বাঙ্গালীর কাপড়ের কলের স্থান অনেক নীচে পড়ে। বাঙ্গালার অনেক স্থলে কাপড়ের কল স্থাপন করা উচিত। সর্ব্ব প্রধান প্রয়োজন সূতার কলের।

বাংলায় পুলিশ

ঢাকা জিলার প্রতি ২৩৬১ জন অধিবাসীতে ময়মনসিংহে ৩৫৭৩.৮ জনে ফরিদপুরে ৩০০০ জনে, বাখরগঞ্জে ২৮৪২ জনে, চট্টগ্রামে ২৩৬৯.৪ জনে, ত্রিপুরায় ৯৩৬২.৫ জনে, নোয়াখালিতে ৪৫১৮.৯ জনে, রাজসাহী বিভাগে ২৩৮৭.৭ জন অধিবাসীতে এক একজন পুলিশ ছিল। বর্দ্ধমান বিভাগে ১৫৫০.৫ ও প্রেসিডেন্সী বিভাগে ১৮২৬.৭ জনে এক একজন পুলিশ। ১৯৩২ সালে বাংলার বিভিন্ন থানায় চৌকিদার সংখ্যা—৭৬,৭৩৩ জন এবং ইহাদের জন্য ব্যয় ২৬৮৫৪৮১২ পাউণ্ড। ইহা সত্ত্বেও ডাকাতির সংখ্যা হ্রাস পায় নাই।

বাংলায় ডাকাতি

গত বৎসর বঙ্গদেশে ১৮৮০টী ডাকাতি হইয়াছে। ১৫৫টী বেআইনী জনতা ও দাঙ্গার মামলা ৬১১টী খুনের মামলা ১৬৭ আত্মহত্যা, ১৮৩৬টী আঘাত প্রাপ্তি ৮২০টী নারীহরণ ৮৭টী রাহাজানি ও সর্বপ্রকার চুরি ৪০১৩৮টী। এই বৎসর ২৫৭০১৮৯৲ টাকা অপহৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে মাত্র ২৩১৯৬২৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। ডাকাতিতে এই বৎসর ১১৫৭৭৬২৲ টাকা লুণ্ঠিত হইয়াছে। পাওয়া গিয়াছে মাত্র ২২৭০২৲ টাকা।

বৈজ্ঞানিক জগৎ

বিনা পেট্রোলে মোটর

মিঃ জে, সি, মেসন নামক একজন লোক এক প্রকারের মোটরকার প্রস্তুত করিতেছেন। তাহাতে পেট্রোলের প্রয়োজন হইবে না। বায়ু দ্বারা চালিত হইবে। প্রথমে চলিবার জন্য ছোট বৈদ্যুতিক মোটর আছে শুধু ষ্টার্ট দিবার জন্য। এই মোটরকার ঘণ্টায় ৩০ মাইল দৌড়াইবে ১১২ ঘোড়ার শক্তি সম্পন্ন হইবে।

দিবালোকে বায়স্কোপ

সম্প্রতি এক ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক প্রকাশ্য দিবালোকে যাহাতে যথাতথা বায়স্কোপ দেখান যাইতে পারে সেরূপ ফিল্ম তৈরী করিতে সমর্থ হইয়াছেন। রোমের কোন বিখ্যাত সিনেমায় তাঁহার এই ফিল্ম দেখান হইতেছে।

ভালবাসা পরীক্ষার যন্ত্র

সম্প্রতি ইউরোপে এক ব্যক্তি এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন যাহা দ্বারা যে কোনও সময়ে দুই ব্যক্তির পরস্পরের প্রতি ভালবাসার পরীক্ষা করা যাইতে পারিবে। শীঘ্রই এই যন্ত্রটী বুখারেষ্টের মনস্তত্ত্ব বিদ্যালয়ে পরীক্ষা করা হইবে এবং ইহা দ্বারা বিবাহ প্রার্থী যুবকযুবতীর পরস্পরের প্রতি ভালবাসা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে যে বিবাহের পর দুজনের মনের মিলন হইবে কিনা।

অদ্ভুত সেতু বন্ধন

ইউরোপ ও আমেরিকার মধ্যে আটলান্টিক মহাসাগর ব্যবধান ৩০০০ মাইল। এই মহাসাগরের উপর দিয়া যাইতে বিমান পোত পরিচালকদের বড়ই বিপন্ন হইতে হইয়াছে। সেই জন্য সম্প্রতি মার্কিন গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য সচিব মিঃ রোপার ঘোষণা করিয়াছেন যে মার্কিন সমুদ্রের উপকূল হইতে ৫০০ মাইল দূরে পরীক্ষার জন্য একটী সমুদ্র ঘাঁটি (Sea-drome) নির্ম্মাণ করা হইবে। এইজন্য তিন লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। এই অদ্ভুত কার্য্যে মিঃ আর্ম্মষ্ট্রংকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। আর্ম্মষ্ট্রং যে পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহাতে ৫০০ মাইল দূরে এই প্রকার ভাসমান ঘাঁটি নির্ম্মাণ করিয়া আটলান্টিকের দক্ষিণাংশের উপর নির্দ্দিষ্ট ব্যবধানে [illegible] এবং সেগুলিকে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইবে।

এই অদ্ভুত পরিকল্পনা পাঠে স্বভাবতঃই চিত্তে রোমাঞ্চকর ভাব জাগিয়া উঠে। ধন্য আমেরিকান বিজ্ঞানবিদ।

বেতারে রোগ আরোগ্য

বিলাতের St. Bartholomew হাসপাতালে দুইটি যন্ত্র স্থাপিত করা হইয়াছে। বেতার দ্বারা রোগ চিকিৎসায় কিরূপ সাহায্য হইতে পারে তাহাই পরীক্ষা করা হইতেছে।

দেখা গিয়াছে বেতার শক্তি উৎপাদনের কারখানায় যাহারা কাজ করে তাহাদের গায়ের উত্তাপ ১০০ বা ১০৩ ডিগ্রি অথচ তাহারা অসুস্থ বোধ করে না।

সুতরাং মনে হইতেছে যে এই দুইটা যন্ত্র অসাধারণ উত্তাপ বৃদ্ধি করিবে, তাহার উপর বিশেষ বিশেষ উত্তাপের বৃদ্ধি করিতে পারিবে। এমন হইতে পারে যে শরীরের কোন যন্ত্র বা টিস্যু এই উত্তাপ গ্রহণ করিয়া রোগ দূর করিতে সক্ষম হইবে। যদি তাহা

হয় তবে এই যন্ত্র সাহায্যে উত্তাপ উৎপাদন করিয়া সেই রুগ্ন স্থানে প্রয়োগ করিয়া রোগ-আরোগ্য করা যাইতে পারিবে—নিকটস্থ অন্য টিস্থ বা যন্ত্রকে বিব্রত করিবার প্রয়োজন হইবে না।

কৃত্রিম উপায়ে শরীরে জ্বর উৎপাদন করিয়া কোন কোন রোগে সুফল লাভ হইয়াছে। এখন শরীরের কোন বিশেষ স্থলে উত্তাপ বৃদ্ধি করিয়া আরও সুফল লাভের আশা করা যায়।

অবশ্য শরীরের স্থান বিশেষের উত্তাপ বৈদ্যুতিক শক্তি চালনার দ্বারাও বৃদ্ধি করা যায় কিন্তু তাহাতে গভীর প্রদেশের যন্ত্রাদিতে উত্তাপ সঞ্চার করা যায় না। বেতারে এই অসুবিধা দূর হইবে।

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য

ডিম চালান

ইংলণ্ডে সব চেয়ে বেশী ডিম চালান হয় চীন হইতে। সম্প্রতি ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর ডিম সেখানে চালান যাইতেছে। যে রেটে ভারতবর্ষ ডিম চালান করিতেছে, তাহাতে মনে হয়, অচিরে এ চালানের কাজে চীনকে ভারতবর্ষ হারাইবে॥

উত্তর ভারতের লবন

উত্তর ভারতের লবণ বিভাগের ১৯৩২—৩৩ সালের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে জানা যায় যে, আলোচ্য বর্ষে শতকরা ২·৫ ভাগ করিয়া লবণ কম তৈয়ার হইয়াছে এবং শতকরা ১২·৯ ভাগ করিয়া উত্তর ভারতের লবণ কম বিক্রয় হইয়াছে।

বিগত ১৯৩০—৩১ সালে উত্তর ভারতে মোট ২ কোটি ১৯ লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হইয়াছিল। এই লবণ হইতে মোট ৯৮লক্ষ মণ বিক্রয় হইয়াছিল। ১৯৩১-১৯৩২ সালে মোট ১ কোটী ২২লক্ষ মণ লবণ হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১ কোটি ২৪ লক্ষ মণ বিক্রয় হইয়া—ছিল; ১৯৩২-৩৩ সালে মোট ১ কোটি ২০ লক্ষ মণ হইয়াছিল; তন্মধ্যে তন্মধ্যে ১ কোটি ৮ লক্ষ মণ বিক্রয় হইয়াছে।

ফটো রং করা

ফটোগ্রাফের জন্য ব্যবহৃত বা অন্য প্রকারের oil colour দিয়া তাহাতে তার্পিন তৈল মিশাইয়া পাতলা করিয়া লইতে হইবে। এত পাতলা করিতে হইবে যে পেঁজা তুলা সহজেই ভিজিয়া উঠিবে। পাতলা করিবার জন্য তার্পিন তেল ছাড়া আর অন্য কোন রাসায়নিক দ্রব্য যেন ব্যবহার করা না হয়। এই পেঁজা তুলা ভিজাইয়া লইয়া ফটোর উপর বুলাইতে হইবে। প্রথমে লম্বালম্বি ভাবে পরে আড়াআড়ি ভাবে ঘর্ষণ করিতে হইবে। যতক্ষণ ভিজা থাকিবে ততক্ষণ তুলা ফটোর উপর টানিতে হইবে।

সুরভি রহস্য

মানব সৃষ্টির প্রথম যুগ হইতেই নরনারী সুরভির অনুরাগী। মানুষের চিত্তে সুগন্ধির প্রভাব অপরিসীম।

বিভিন্ন সুগন্ধি চিত্তে বিভিন্ন ভাবের সৃষ্টি করে। ধুপধুনার গন্ধে চিত্ত ভক্তিরসে আপ্লুত হয়, তীব্র পুষ্পগন্ধে যৌবন প্রমত্ত হইয়া উঠে। কোন কোন গন্ধে আমাদের চেতনা প্রবুদ্ধ হয়, কোনো গন্ধে বা মূর্চ্ছাতুর তন্দ্রাগ্রস্ত হইয়া পড়ে। সেকালে প্রাচীন মিশরে গ্রীসে ব্যাধি আরোগ্য করিতে বিভিন্ন গন্ধের আয়োজন করা হইত। সাদা ভায়োলেট ফুলের গন্ধে পরিপাক ক্রিয়ার সহায়তা ঘটে; দ্রাক্ষার গন্ধে মন তাজা থাকে।

খুব প্রাচীনকালে, বিজ্ঞানের জন্ম যখন কুহেলিকাচ্ছন্ন ছিল তখনও মানুষ সুগন্ধি (scents) তৈয়ার করিত বিবিধভাবে। নিত্য যে ফুল ফুটিত তাহাই ছিল সুগন্ধি রসের প্রধান উপাদান।

য়ুরোপে প্রায় ৪৩০০ বিভিন্ন প্রকারের ফুল ফোটে, তাহার মধ্যে ৪ শত প্রকার ফুলের গন্ধ মাত্র পরম সুমধুর ও উপাদেয়। প্রায় ৩৫০০ রকম ফুলের গন্ধ কটু বিশ্রী, ৩০৮ রকমের ভায়োলেট ফুল আছে তাহাদের মধ্যে ১৩ জাতের ভায়োলেটে মাত্র সুমধুর সুরভি বিদ্যমান।

গোলাপ, যুঁই চাঁপা, আকেসিয়া, ভায়োলেট, লেবুফুল ও ল্যাভেণ্ডার ফুল এই কয় প্রকার ফলের ফসলের দিকে গন্ধবিভল নরনারীর অনুরক্তি বেশী। য়ুরোপের নানাস্থানে এই সকল পুষ্প হইতে নানা ব্যক্তি পুষ্পসার তৈয়ার করিতেছে। এক আউন্স গোলাপী আতর তৈয়ার করিতে দুই হানড্রেডওয়েট পরিমিত গোলাপ ফুলের প্রয়োজন। এই পুষ্প নির্য্যাস ডিষ্টিল করিতেও ব্যয় পড়ে অনেক; কাজেই গোলাপী আতর এক আউন্সের দাম সাধারণতঃ ৩০ ৩২ টাকা। মৃগনাভির মূল্য আরো বেশী এক আউন্স খাঁটা মৃগনাভির মূল্য একশত টাকার কম নয়।

Ambergis নামে এক প্রকার সুরভি আছে। এই বস্তু সমুদ্র জলে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া যায়। এক জাতীয় তিমিমাছ

(spermacati whale) পীড়িত হইলে তার দেহ হইতে যে স্রাব নির্গত হয়, তাহাই জমাট বাঁধিয়া ambergis এর সৃষ্টি করে। এ দ্রব্যের মূল্য আউন্সপিছু প্রায় ১২০টাকা। এক সমুদ্র পোতের মালিক সমুদ্রে ambergis এর প্রকাণ্ড এক স্তুপ আহরণ করেন—সে স্তুপ বিক্রয় করিয়া তিনি মূল্য পান—২৫০০০ পাউণ্ড।

পুষ্পসার রচিবার সাধারণ প্রণালী—প্রকাণ্ড পাত্রে জল ঢালিয়া বহু পুষ্প সেই জলে রাখিয়া তাহা সিদ্ধ করা হয়, পাত্রের সহিত নল লাগানো থাকে ; জল ফুটিলে ঐ নল দিয়া পুষ্পগন্ধমিশ্রিত যে বাষ্প নলে জমা হয়—নল ঠাণ্ডা হইলে তাহাই আবার তরল করা হয়। এই তরল বাষ্প scentরূপে আমরা ব্যবহার করি। তরল বাষ্পের নাম Essence বা পুষ্পসার। এই পুষ্পসারকে distil করিয়া লইলে সেণ্ট তৈয়ার হয়।

——

মজঃফরপুরের অবস্থা

[বিভূতি ভূষণ গুপ্ত]

—০—

আমি গতকল্য মুজঃফরপুর হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ইতিমধ্যে সংবাদপত্রে মৃত ও জীবিত ব্যক্তিদের তালিকা ও অন্যান্য সংবাদ বাহির হইতেছে তাহা আর পুনরুল্লেখ করিতে চাহি না। আমাদের কি কি প্রয়োজন ছিল এবং ভবিষ্যতে কি প্রয়োজন হইতে পারে তাহাই জানাইতেছি :

১। আমরা কোন স্থানে কোন সংবাদ দিতে পারি নাই বা কোন স্থান হইতে কোন সংবাদ পাইতে পারি নাই। কলিকাতার ডাক ১৮।১ তারিখে প্রথম বিলি হয়, কাটিহার হইতে কানপুরগামী লাইন বরাবরই চলিয়াছে, অতএব হাজিপুর হইতে মুজঃফরপুর পর্য্যন্ত মোটর যোগে ডাক ও প্যাসেঞ্জার যাতায়াতের বন্দোবস্ত অনায়াসে হইতে পারিত এবং স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ সামান্য ইচ্ছা করিলেই ইহা করিতে পারিতেন, ইহা হইলে বাহিরের লোক গিয়া আমাদের সাহায্য করিতে পারিত এবং আমরাও মুজঃফরপুর হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারিতাম। ১৫ই তারিখে মুজঃফরপুরে সাধারণে কোন সাহায্যই পায় নাই, নিজে নিজে আমরা যাহা পারিয়াছি করিয়াছি, তখন ভগ্নস্তুপ সরাইতে পারিলে বহু জীবিত ও অর্দ্ধমৃতের প্রাণরক্ষা করা যাইতে পারিত। মৃত সুরেন্দ্রলাল ব্যানার্জি (কটক) মহাশয়ের এবং শিবনাথ বসু মহাশয়ের বাটীর ভগ্নস্তুপের মধ্যে জীবিত ব্যক্তিদের করুণ-ধ্বনি শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। রিজার্ভ পুলিশ ও মুজঃফরপুর ব্যারাকস্থ সৈন্যদের সাহায্য পাইলে ইহা করা সম্ভব হইত। এই ভাবে যদি ২।৪টী প্রাণির প্রাণ বাঁচান যাইত তবে কতকটা প্রকৃত সাহায্য করা হইত বলিতে পারা যাইত।

২। পুলিসের জন্য সমস্ত মটরলরী গুলি আবদ্ধ থাকায় আমরা হাজিপুরে আসিবার চেষ্টা করিয়াও তাহা পাই নাই। পরে ট্রেণযোগে আসিতে হইয়াছে।

৩। পুষা সমস্তিপুর মধ্যে একটী সেতু ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ঐ ব্রীজের উপর দিয়া হাটিয়া পার হইতে হইতেছে ; রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ ব্রীজের স্ত্রীপারের মধ্যস্থানে ১।১॥০ হাত চওড়া কাঠ ও করগেট টীন পাতিয়া দিয়াছেন, তাহার উপর দিয়া শীতাতুর ও মৃত্যুভয়ে আতঙ্কগ্রস্থ অর্দ্ধজীবিত স্ত্রীলোক ও শিশুসহ যাতায়াত করা কিরূপ ব্যাপার তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অপেক্ষা অনুমান করাই সহজ। কাঠ ও করগেটগুলি যদি আর একটু বেশী প্রশস্ত হইত তবে অনেকটা ভয় লাঘব হইত। অন্য নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে (পথের অভাবে যে সকল স্থানে মটর অকেজো হইয়া বসিয়া আছে) মটর আনাইয়া লইলেও জনসাধারণের অনেকটা সত্যিকার সাহায্য হইত।

৪। মৃতদেহগুলির ব্যবস্থা করা ঠিক মত হইতেছিল না। আত্মরক্ষার পর আমরাই ছোটাছুটি করিয়া ৮৫টী মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া গিয়াছি, সেখানে কাঠের বন্দোবস্ত না থাকায় সহর হইতে কাঠ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছে।

৫। এই দারুণ শীতের দিনে অর্দ্ধমৃত ভীত, আতঙ্কগ্রস্থ শিশু, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকসহ উন্মুক্ত মাঠে গায়ের কাপড় ও চট প্রভৃতির দ্বারা কৃত আচ্ছাদনের মধ্যে বাস করা কি ব্যাপার প্রত্যক্ষদর্শীরা তাহার কিয়দংশ মাত্র অনুভব করিতে পারেন— সম্পূর্ণ অনুভব করা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কাহারও সাধ্য নাই। অন্ততঃ ২০শে পর্য্যন্ত ইহার প্রতিকারের কোন উপায়ই হয় নাই, ইহাতে যাহারা সমদ্বার হইতে ফিরিয়াছেন তাহাদের নিউমোনিয়া প্রভৃতি হইবার আশঙ্কা। মৃত্যু নিশ্চিত, রক্ষার উপায় নাই, ঠাণ্ডায় তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করা অপেক্ষা সহসা ঘর

চাপায় মরা ভাল বিবেচনা করিয়া দুঃসাহসের উপর নির্ভর করিয়া ক্ষণভঙ্গুর ঘরেই আমি সপরিবারে রাত্রি কাটাইয়াছি। ভগবানকে ধন্যবাদ যে ইহার পরও আমরা জীবিত আছি।

৬। সহরের বর্ত্তমান অবস্থা—অধিকাংশ ইন্দারাগুলি বালী দ্বারা পূর্ণ হইয়া সহরে ভীষণ জলাভাব সৃষ্টি করিয়াছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ মিউনিসিপ্যালিটী নাকি লরি করিয়া জল সরবরাহ করিতেছেন, কোন ভাগ্যবানদের ভাগ্যে এই জল জুটিতেছে জানিনা। আমরা তো বহু চেষ্টা করিয়াও একটু জল নিকটবর্ত্তী কোন স্থানেই সংগ্রহ করিতে সক্ষম হই নাই। ইলেকট্রিক নষ্ট হওয়া গিয়াছে। আলোর কোন বন্দোবস্ত এপর্য্যন্ত করা হয় নাই। সত্বর মৃত দেহগুলি উদ্ধার না করিলে মহামারী হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের কোন উপায় নাই। যাহাদের সামর্থ্য ও স্থানান্তরে থাকিবার উপায় আছে তাহারা পরিবারবর্গ সহ সহর ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। গত ২১।১ তারিখে ১০টার ট্রেনে মুজঃফরপুর হইতে অন্ততঃ ১৫০ বাঙ্গালী নিজ নিজ দেশে চলিয়া গিয়াছেন। ২১ দিনের মধ্য আরো অনেকেই চলিয়া যাইবেন, এমন অনেকে আছেন যাহারা অর্থাভাব বশতঃ যাইতে সক্ষম হইতেছেন না। আমি এমন লোক জানি তিনি ধার করিয়া নিজ পরিবারবর্গ স্থানান্তরে পাঠাইয়াছেন। ধার এ অবস্থায় দিবে কে? অর্থ সাহায্য বিশেষ ভাবে প্রয়োজন, এবিষয়ে কাল বিলম্ব ঘটিলে বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতে পারে।

——

সংবাদ

—০—

পরলোকে কবিরাজ বিজয়কৃষ্ণ রায়

গত ১০ই পৌষ রাত্রে বিজয় কবিরাজ মহাশয় মহাপ্রয়ান করিয়াছেন। তাহার ন্যায় বিচক্ষণ ও নাড়ীজ্ঞানী কবিরাজ আজকাল কমই আছেন। তিনি কেবলমাত্র সুচিকিৎসক ছিলেন না। জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, কাব্য ছন্দ ও স্মৃতি শাস্ত্রেও তাঁহার প্রভূত দখল ছিল। পুরাতন পদ্ধতি অনুসারে তিনি ছাত্রদিগকে পাঠ দিতেন। বৈদ্য এবং ব্রাহ্মণ একই পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া তিনি দৃঢবিশ্বাসী ছিলেন এবং তর্কে অনেক বিচক্ষণ পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার মত গ্রহণ করাইতে বাধ্য করিতেন। তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়া দশাহে সম্পন্ন হইয়াছে। আমরা তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিজন ও ছাত্রগণকে আমাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

রায়সাহেব ভূপেন্দ্রনাথ গুপ্ত

ই বি, আরের লোকপ্রিয় চীফ্ ড্রাফ্‌টস্‌ম্যান শ্রীযুক্ত বাবু ভূপেন্দ্র নাথ গুপ্ত মহাশয়ের রায়সাহেব উপাধি লাভে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। সামান্য ড্রাফ্‌টস্‌ম্যান পদ হইতে নিজ কর্ম্ম ও যোগ্যতা বলে তিনি চীফ্‌পদে অনেকদিন পূর্ব্বেই উন্নীত হইয়াছেন। তাহার কর্ম্মশক্তির পুরষ্কারে আমরা তাহাকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। বড়িশার সুনাম খ্যাত ডাক্তার স্বর্গীয় মতিলাল গুপ্ত মহাশয়ের প্রথম পুত্র ভূপেন্দ্র বাবু পিতার ন্যায় খ্যাতিলাভ করিয়া like father like son এই প্রবাদ বাক্যকে সমর্থন করুন। ভূপেন্দ্র বাবুর কর্ম্ম শক্তি যাঁহারা জ্ঞাত আছেন তাঁহারা ভূপেন বাবুকে A E N. উপাধিতে ভূষিত দেখিবার আশা রাখেন।
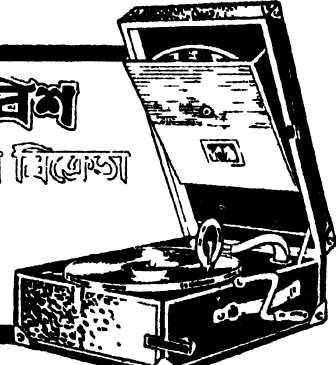
——

রেডিও

লাউডস্পীকার

—০—

অ্যাসেম্ব্লির ফাইনেন্স ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি আগামী বৎসরের জন্য ব্রডকাষ্টিং-এর প্রসারের উদ্দেশ্যে এককালীন ৬০০০০৲ এবং বাৎসরিক ৩০০০০৲ মঞ্জুর করিয়াছেন। অ্যাসেম্ব্লি স্বীকার করেন যে, বেতারের আরো প্রসার হওয়া আবশ্যক।

—

কিন্তু কিরূপে তাহা সম্ভব হইবে এবং বর্ত্তমান কি অবস্থায় বা কলিকাতা ও বোম্বাই ষ্টেশন পরিচালিত হইতেছে তাহার কোনো আলোচনা অ্যাসেম্ব্লি বা তার বাহিরে কোনো সদস্যকে করিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

—

আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি বাংলায় নূতন বলিয়া বেতার গোড়ায় সাধারণের যে সহানুভূতি লাভ করিয়াছিল, এখন অনেক পরিমাণে তাহা কমিয়াছে। তাহার কারণ স্থানীয় ষ্টেশনের সুপরিচালনার অভাব যেমন, ভারত গবর্ণমেণ্টেরও স্থানীয় ষ্টেশনের ব্যয় পরিচালনার ভার সংকীর্ণ দৃষ্টির অভাবও তেমনি।

—

এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য আমাদের মতে স্থানীয় বেতার ষ্টেশনের সুপরিচালনার উদ্দেশ্যে একটা ষ্ট্যাটিউটারী এক্সিকিউটিভ বোর্ড অত্যাবশ্যক। কারণ ভারতীয় প্রোগ্রাম পরিচালকের উপর প্রোগ্রামের ভার দেওয়ায় যত অনর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। এবং ষ্টেশন ডিরেকটার ইউরোপীয়ান হওয়ায় সেই অনর্থ বাড়িবার পক্ষে নানা সুবিধা ঘটিয়াছে।

—

বলা বাহুল্য গত বৎসর যে অ্যাডভাইসারি বোর্ড হইয়াছিল তাহা হইতে এই বোর্ড সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইবে।

—

গত বৎসরের অ্যাডভাইসারি বোর্ড সাধারণের চক্ষে ধূলি দিবার জন্য সৃষ্টি হইয়াছিল। এবং তাহা দ্বারা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষদের সমালোচনার হাত হইতে রক্ষা করার অন্যতম উদ্দেশ্যও ছিল।

—

আমরা যে বোর্ডের কথা বলিতেছি তাহা নিম্নলিখিত রূপ হইতে পারে।

১ জন প্রতিনিধি ইংরাজী সংবাদপত্রের
" " " বাংলা "
২ " " কলিকাতার পুরুষ শ্রোতাদের
" " " বাহিরের পুরুষ "
১ " " মহিলাদের
১ " " ছেলেদের অভিভাবকদের
" " কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
২ " " গবর্ণমেণ্ট মনোনীত
২ " বেতার ব্যবসায়ীদের
২ " সাধারণের

এই বর্ণিত হারে স্থানীয় ষ্টেশন পরিচালনার যাবতীয় ক্ষমতা থাকিবে। ষ্টেশন ডিরেকটার হইবেন ex officio সেক্রেটারী হইবেন।

—

কলিকাতা ষ্টেশনের উন্নতির পক্ষে অন্যতম মস্ত বাধা ইহাকে বোম্বাই ষ্টেশনের লেজে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। নিম্নলিখিত হিসাবটি দেখিলে ইহা পরিষ্কার রূপে বুঝা যাইবে।

—

	বোম্বে	কলিকাতা	বছরে
ষ্টেশন ডিরেকটারের মাহিনা	৭২০০৲	১২,০০০৲	"
প্রোগ্রাম ডিরেকটার, ইঞ্জিনিয়ার, কেরানী এবং বেয়ারা ইত্যাদি,	৩১,৪০০০৲	৩৬,০০০৲	"
আর্টিষ্টের মাহিনা	৪৪,০০০৲	৪১,২০০৲	"
সাপ্লাইজ এণ্ড সার্ভিস (?)	৩৪,৫০০	২৬,৮০০৲	"
কণ্টিজেণ্ট (?)	২১,৮০০	২১,০০০	"
ট্রাভেলিং ইত্যাদি	১১০০	০	"

—

(১৯৩১ সালের নভেম্বরে) সর্ব্বশুদ্ধ লাইসেন্স ধারীর সংখ্যা—বোম্বাই ১৮০০;
কলিকাতায় ৫০০ ইউরোপীয়ান,
অন্যান্য " ৫০০০
বাহিরে ৩০০০

৮০০০

—

সপ্তাহে বোম্বাই ও কলিকাতায় কত ঘণ্টার সপ্তাহে প্রোগ্রাম থাকে।

	বোম্বাই	কলিকাতা
ভারতীয়—	১৬ঘণ্টা	২৬
ইউরোপীয়ান	৬॥	১৯॥
নিউজ	৬	—
	২৮॥	৪৫॥

—

এখন দেখা যাইতেছে, বোম্বায়ের যেখানে ১৮০০ লাইসেন্সধারী এবং সপ্তাহে ২৮॥ ঘণ্টার প্রোগ্রাম থাকে সেখানে ১৫২০০০৲ খরচ হয়, আর কলিকাতায় যেখানে ৮৫০০ লাইসেন্সধারী এবং সপ্তাহে ৪৫॥ ঘণ্টার প্রোগ্রাম থাকে সেখানে খরচ হয়—১৩৭০০০৲। এই ব্যবস্থার জন্য কলিকাতা ষ্টেশনের শ্রোতাদের উপর কত অন্যায় করা হইতেছে সহজেই অনুমেয়।

—

কলিকাতা ষ্টেশন উন্নত করিতে হইলে কলিকাতাকে বোম্বাইর লেজ হইতে খুলিয়া আলাদা করিতে হইবে। আমরা অন্য সময় দেখাইব কলিকাতায় যে ব্যয় হয়—তাহা

আরো কম করা যায় অথচ তাহাতে ভাল ভাবেই ষ্টেশান চলিতে পারে।

—

বীরেন ভদ্র মহাশয় অনুপস্থিত থাকায় সোমবার ১৫ই রাষ্ট্রসঙ্ঘের পক্ষে শ্রীযুক্ত শিশির কুমার বসু 'নারী জাতি লইয়া ব্যবসা' সম্পর্কে বলিলেন।

—

১৮ই কথক ও পর্য্যটক শ্রীযুক্ত বানীশ্বর বিদ্যারত্ন মহাশয় ধ্রুব চরিত্র সম্বন্ধে কথকতা করিলেন। ইঁহার কথকতার মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে, মার্জ্জিত বলিবার ভঙ্গী সাধারণ কথক অপেক্ষা ঢের ভাল। শুক্র ও শনিবার দুদিন ইনি কথকতা করিলেন।

——

* ভূমিকম্পের সংবাদের জন্য আমাদের স্থানা-ভাবে বেতারের প্রোগ্রাম অংশ এবার গেলনা।

ভূমিকম্পের পরে

—•—

মহাকালের মহাতাণ্ডব থামিয়াছে কি? এখনও সেই নটরাজের নৃত্যের তালে তালে বিশ্ব দুলিয়া উঠিতেছে।

মহাকালীর মহাক্ষুধা মিটিয়াছে ত? সহস্র সহস্র নরনারীর শোণিত তর্পণে মহা-পিপাসার শান্তি হইয়াছে ত?

থামাও হে তোমার মহাতাণ্ডব নৃত্য, হে নটরাজ—থামাও তোমার বিষাণের মহা-আরাব। আতঙ্কিত নরনারী আশ্বস্ত হউক। সংহার মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া বরাভয়দাত্রী রূপে মাতৃমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠুক—সৃষ্টির যুগ আরম্ভ হোক।

উপর্য্যুপরি ভূমিকম্পে উত্তর বিহারের লোক এত ভীত হইয়াছে যে এই ভীষণ শীতেও তাহারা যে কয়খানি গৃহ পড়ে নাই তাহাতে আশ্রয় লইতে সাহস পাইতেছে না। সামান্য গুজবেই অস্থির হইয়া পড়িতেছে। এরোপ্লেনের শব্দে সকলে ঘর ছাড়িয়া পলাই-তেছে। এই ভীষণ শীতে খোলামাঠে সামান্য কাপড় বা পাতার আচ্ছাদনে বাস করা কি কঠিন তাহা সকলে বুঝিতে পারিবে না। কিন্তু প্রাণের দায়ে সম্ভব তাহা হইয়াছে, আমরা কি তাহা অনুমান করিতে পারিব না।

যাহারা মরিয়াছে তাহারা ত সকল দায়ের হাত হইতে মুক্তি পাইয়াছে। যাহারা আছে তাহারা জীবন্মৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। যাহারা পারিতেছে তাহারা এই অভিশপ্ত ভূমি ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছে। আর যাহারা অক্ষম তাহারাই দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়াও আছে। যাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব সেই সকল ভাঙ্গাবাড়ীর মধ্যে আছে তাহারাও ধনের লোভে ছাড়িতে পারিতেছে না। যানা-বাহনের সুবিধার অভাবে অনেকে পড়িয়া আছে—ট্রেণ নাই, মোটর নাই—যাইবার কোন উপায় নাই। অনেক স্থানের ট্রেণের যোগাযোগ হয় নাই—ব্রিজ ভাঙ্গিয়াছে, তাহার মেরামত কাজ শেষ হয় নাই। পোষ্টাফিস অনেক স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—চিঠিপত্র বিলি বন্ধ আছে, চিঠি আনিবার দিবার উপায় নাই। টেলিগ্রাফের সুবন্দোবস্ত অনেক স্থলে এখনও হইয়া উঠিতে পারে নাই। এখনও অনেক লোকে তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনের সংবাদের জন্য ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে।

ভূমিকম্পের ফলে মৃত্যু সংখ্যা কত হই-য়াছে তাহা লইয়া বড়ই গোল বাধিয়াছে। গবর্ণমেন্ট কোন রকমে আড়াই হাজারে উঠি-য়াছেন, তাঁহাদের মতে এ সমগ্র উত্তর বিহারের হিসাব। কিন্তু বেসরকারী লেখক যাঁহারা এই ধ্বংসস্তুপগুলি দেখিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের মতে মৃত্যুসংখ্যা ১০ হইতে ১৫ হাজারের মধ্যে। এক মুঙ্গেরেই ইয়ুরোপীয়ানদের মতেই ৪ হাজার লোক মরিয়াছে। ঐ সহরে প্রায় ৬০ হাজার লোকের বাস। ৪।৫ খানি বাড়ী শুধু দাঁড়াইয়া আছে আর সবগুলিই পড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে যে এই সংখ্যা ভুল তাহা মনে করা কঠিন। বরং আরও বেশী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।" পণ্ডিত বিন্দানন্দ ঝা বলিতেছেন ৬দিনের চেষ্টায় ৫৫৬৩টী মৃতদেহ বাহির করা হইয়াছে। এখনও অনেক মহল্লা পরিষ্কার করা বাকী আছে।

মুজঃফরপুরের অবস্থাও মুঙ্গেরের ন্যায়। তাহার মৃত্যু সংখ্যাও ৪ হাজারের কম হইবে বলিয়া মনে হয় না। দ্বারভাঙ্গার সংবাদ এখন পর্য্যন্ত বিশদভাবে না জানিতে পারিলেও সেখানেও ভীষণ ভূমিকম্প হই-য়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। মৃত্যুসংখ্যা এক হাজারের কম হইবে না। তারপর মোতি-হারী, বেতিয়া ইত্যাদি স্থান আছে।

গবর্ণমেন্টের এখন উচিত রিলিফ দিবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতির পরিমাণ জানা, কতলোক মরিয়াছে, কতজন অল্প ও বেশী আহত হইয়াছে, কতলোক দেশ ছাড়িয়াছে, কত লোকের বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে, আর আর্থিক ক্ষতি কত বা হইয়াছে। গভর্ণমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে বেসরকারী রিলিফ দাতাদেরও এই কার্য্য করা উচিত। এই কার্য্য ছত্রভঙ্গ ভাবে রিলিফ দিবার ব্যবস্থা করিলে হয় না। এক সেণ্ট্রাল কমিটি করিয়া ইহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

তবে এই সব করিবার সময় এখন নয়। এখন খাদ্য ও আশ্রয় দিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে—রাস্তা ঘাট বাড়ী পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে। মৃত দেহ সৎকারের ব্যবস্থা ও করিতে হইবে। নতুবা কলেরা ইত্যাদি মহামারীর প্রকোপে কত লোক যে

মারা পড়িবে তাহার সীমা থাকিবে না। মনুষ্যত্বের প্রেরণায় বাংলা হইতে লোক ছুটিয়াছে প্রতিবেশী বিহারীদের সেবায়। টাকাও উঠিতেছে যথেষ্ট। ইয়ুরোপীয়ান ও মুসলমানগণও বিশেষ সাহায্য প্রদান করিতেছেন। বড়লাট বাহাদুর পর্য্যন্ত সাহায্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। কলিকাতায় মেয়র ফণ্ড খুলিয়াছেন। ছোট বড় অনেক সমিতি অর্থ সংগ্রহ ও রিলিফ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। রামকৃষ্ণ মিশন ও সঙ্কট ত্রাণ সমিতি বিহারে সেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। মাড়োয়ারি কমিটিও পশ্চাতে পড়িয়া নাই। মুসলমান সম্প্রদায়ের খাদেমুল এসলাম সমিতিও এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সেবা সর্ব্বজাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে করা হইতেছে। পৃথক ব্যবস্থাই হইতেছে। এখন চাই সম্মিলিত কার্য্য—এখন চাই রিলিফ কাজ চালাইবার নেতা।

উত্তর বিহারবাসীর দুর্দ্দশার কথা বলিতে গেলেই প্রথমে মনে পড়ে মুঙ্গেরের কথা। প্রায় দুই সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে এই নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—কালের করাল গ্রাস উপেক্ষা করিয়া মুঙ্গের বাড়িয়াই চলিয়াছিল। মুসলমান আমলে মুঙ্গেরের সম্পদ ও প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। তাহার স্বাস্থ্য ভাল ও গঙ্গার উপরেই প্রতিষ্ঠিত সহর বলিয়া বহু হিন্দু ভদ্রলোক শেষজীবনে মুঙ্গেরেই বাস করিতেন। সেই সমৃদ্ধিশালী সহর আজ ২০০০ বৎসর পর ভূমিকম্পে ধ্বংস হইয়াছে। দুই এক খানি বাড়ী কঙ্কালের ন্যায় অবশিষ্ট ছিল তাহাও বিপজ্জনক বলিয়া ডিনামাইট দ্বারা উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। সহর এখনও পরিষ্কার করা শেষ হয় নাই—এখনও ইষ্টক স্তূপ হইতে মৃতদেহ বাহির হইতেছে। ছয়দিন পরেও একটী বৃদ্ধাকে জীবন্ত বাহির করা হইয়াছে। উহাতে মনে হয় আরও পূর্ব্বে এই কাজ আরম্ভ করিলে বহু লোকের জীবন বাঁচিত। মৃত দেহ সরাইয়া লওয়া একটা হৃদয়-বিদারক দৃশ্য—কোথাও মা ছেলেকে বাঁচাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া আছে, পিতা সন্তানকে রক্ষা করিতে প্রাণ দিয়াছে, পুত্র বৃদ্ধ পিতা মাতাকে বাঁচাইতে নিজের প্রাণ আহুতি দিয়াছে। স্কুলে শিক্ষক ছাত্রদের বাঁচাইতে প্রাণ দিয়াছেন—ছেলেরা তাহার হাত ধরিয়া আছে কিন্তু তিনি তাহাদের রক্ষা করিতে পারেন নাই। যাহাদের পুত্র কন্যা স্কুলে গিয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে যাহারা বাঁচিয়া আছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেক এখনও পুত্র কন্যার কি হইয়াছে জানে না—উন্মত্তের ন্যায় আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এ হৃদয়বিদারক দৃশ্য বর্ণন করা যায় না। চোখের অশ্রু সব শুকাইয়া গিয়াছে। মানুষ আর নাই সব যেন কলের পুতুল।

স্বেচ্ছা সেবক পুলিশ, সৈন্য সামন্ত মিলিয়া ও এখনও সকল রাস্তা পরিষ্কার করিয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার পর লোকের বাড়ীঘর আছে।

মুঙ্গেরের পরই মজঃফরপুরের কথা। বড় বাড়ী আর সেখানে নাই। এমন বাড়ীই সেখানে নাই যেখানে লোকেরা বাস করা যায়। [illegible] হইয়াছেন এবং তাহার একটী [illegible] বাকি আছে। ইহাদের সংখ্যা অনির্দিষ্ট সহরে রাস্তায় আছেন তাহারা আর বাড়ীতে বাস করিতে সাহস পাইতেছেন না। মাঠে তাবু খাটাইয়া দুচারজন আছেন—বেশীর ভাগই বাস করিতেছেন কোন রকমে কাপড় কম্বল দ্বারা তাবুর মত একটা কিছু প্রস্তুত করিয়া। মাটি ফাটিয়া অনেক স্থানে জল বাহির হইয়াছিল সহরে কোথাও জল না থাকিলেও মফঃস্বলে অনেক জমি জলমগ্ন। মজঃফরপুরের নিকটবর্ত্তী সৈনিক ব্যারাক হইতে সাহায্য পাইলে বোধহয় এত প্রাণ হানি ঘটিত না। ইষ্টক স্তূপ হইতে অনেকের প্রাণ রক্ষা করা যাইত। গবর্ণমেণ্ট টাকা দিবার অনুমতি দিয়াছেন সে টাকা দ্বারা লোকের সাহায্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে সাহায্য করিবার লোক আর থাকিবে না—এমনই লালফিতার মাহাত্ম্য! নিত্য নৈমিত্তিক কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজ করিতে হইলেই এইরূপ দেরী গবর্ণমেণ্টের হইবে—এ ডিপার্টমেণ্ট, ও-ডিপার্টমেণ্ট করিতে করিতেই সব শেষ।

মজঃফরপুরের নিকটবর্ত্তী সেতিহারীর সংবাদ এখনও সম্পূর্ণ কেহ জানে না। তবে ছোট সহর বলিয়া প্রাণহানির সংখ্যা কম হবে। পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস বন্ধ, ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, পোষ্টকার্ড ইত্যাদি মিলেনা। লোকেও সহজে স্থান ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। ভূমিকম্পের ফলে বাড়ী ঘর পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে মাটি ফাটিয়া জল ও বালি উঠিয়াছিল। জল চলিয়া গিয়াছে কিন্তু রাস্তা বালিপূর্ণ হইয়া আছে। পানীয় জলের কষ্ট হইতেছে।

দ্বারভাঙ্গার সংবাদও ভাল নয়। হাসপাতাল পড়িয়া একটী রোগী ছাড়া আর সকলে মরিয়া গিয়াছে। বাজারের বাড়ী ঘর চাপা পড়িয়া দোকানদার ও ক্রেতা মরিয়াছে। দ্বারভাঙ্গার মহারাজার বাড়ী ভাঙ্গিয়াছে ক্ষতির পরিমাণ এককোটীর কম নয়। সহরে আর বাড়ীঘর নাই—প্রায় সবগুলিই পড়িয়া গিয়াছে।

পূর্ণিয়া জেলের অবস্থাও ঐরূপই। তবে লোক বেশী মরে নাই। তবে সরকারী বাড়ী ও অন্যান্য লোকের অনেক বাড়ী পড়িয়া গিয়াছে। কোর্ট বসিতেছে [illegible]।

[illegible] সংবাদ। মুঙ্গের মুজঃফরপুর দ্বারভাঙ্গা, সেতিহারী—এই কয়েকটী স্থানে ভূমিকম্পের ফলে দুর্দ্দশা হইয়াছে খুব বেশী।

মঞ্চ ও পর্দ্দা

—০—

ভূমিকম্পের সাহায্যে

কলিকাতার অধিকাংশ রঙ্গালয় ও চিত্র-গৃহের কর্তৃপক্ষ উত্তর-বিহারের সাহায্যকল্পে বিশেষ অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছেন দেখে আমরা প্রীত হয়েছি। তন্মধ্যে চিত্রা, রূপ-বাণী, রঙমহল, নাট্যনিকেতন, নাট্যমন্দির অগ্রণী হয়েছেন। এখনো বহু চিত্রগৃহ ও একাধিক রঙ্গালয় রয়েছে যাঁরা কোনো ব্যবস্থা করেন নি। আমরা আশা করি, তাঁরা শীঘ্রই তা' করবেন। অনেক চিত্র-নির্ম্মাণকারী (producing) কোম্পানী আছেন তাঁদের চিত্রগৃহ নাই, তাঁরা যে সব চিত্রগৃহে তাঁদের ছবি দেখিয়ে থাকেন তাঁদের সহিত এক যোগে ব্যবস্থা করে' বিক্রয় লব্ধ অর্থ দুর্গতদের জন্য দান করতে পারেন। আমরা আশা করি, তাঁরাও মুক্ত হস্তে এই ভূমিকম্পে পীড়িত ও দুর্গতদের জন্য সাহায্য করবেন।

পাইয়োনীয়ার ফিল্ম

আমরা শুনলুম পাইয়োনীয়ার ফিল্ম কোং শ্রীযুক্তা ·মুক্তা দেবী'র 'মা' চিত্রাকারে রূপ দেবার ব্যবস্থা করছেন। মিঃ নিরঞ্জন পাল নাকি এর চিত্রনাট্য লিখেছেন। আমরা কেন অনেকেই মিঃ পালের এবিষয়ে দক্ষতা সম্বন্ধে সন্দিহান। আমরা আশা করি, কর্তৃপক্ষ এইবার ঠেকে শিখে কোনো যোগ্য ব্যক্তির হাতে এই কাজের ভার দেবেন। অযোগ্য বা অজ্ঞ লোকের হাতে পড়ে ধনীর যে' হা'ল হয় সে তো নিত্যই দেখা যাচ্ছে। চিত্রনির্ম্মাণ কার্য্যে ধনীর অর্থের অপব্যয় এভাবে এখনো কত হচ্ছে তার আর ইয়ত্তা নেই। এখনো যেন তাঁরা সাবধান হন্।

নিউ থিয়েটার্স

মিঃ বড়ুয়ার পরিচালনায় এদের রূপ-লেখার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। এবং হিন্দি সংস্করণের কাজও সঙ্গে সঙ্গে চলেছে যদিও আস্তে। শ্রীযুক্ত হীরেন বসুর মহুয়া আপাততঃ বন্ধ আছে অথবা তেমন জোরে অগ্রসর হচ্ছে না। শ্রীযুক্ত নীতীন বসুর হিন্দী চণ্ডীদাসও নাকি অগ্রসর হচ্ছে। ধীরেন বাবু ভক্ত কবীরের জন্য আনুসঙ্গিক তোড়জোড় সব ঠিক করে ফেলেছেন। শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী আর একটী নূতন উর্দ্দু ছবিতে হাত দিয়েছেন। চিত্রায় মীরাবাঈ সমানে দর্শক আকর্ষণ করছে। এখনো যে আরো বহু সপ্তাহ চলবে সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। নিউ সিনেমায় ইহুদীকা লেড়কী যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম

আমরা শুনলুম এরা আপাততঃ কয়েক-দিন ষ্টুডিও বন্ধ রেখে আভ্যন্তরীণ সুব্যবস্থার জন্য নিযুক্ত থাকবেন। তার পূর্ব্বে দেবকী বাবুর হিন্দী সীতা শেষ হয়ে যাবে। এরা হিন্দী ছবি সংখ্যায় অনেক তুলেছেন। বাংলা ছবি মাত্র এদের দুখানি। বিরাট ধনী কোম্পানীর কাছে আমরা ভালো বাংলা ছবির আশা ঢের বেশী রাখি। আমরা আশা করি, আবার যখন এরা নূতন ব্যবস্থায় ছবি তোলার কাজে হাত দেবেন তখন বাংলা ছবি নিয়ে যেন আরম্ভ করেন।

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রিজ

বিল্বমঙ্গলের চাকায় আরো দুটি short জুড়ে দিয়ে চালানো হচ্ছে আমরা পূর্ব্বে বলেছি। এক সঙ্গে 'সস্তায় নৌকায় চড়ে ফরক্কাবাদে' যাওয়ার যাত্রী আশা করি—এরা পাচ্ছেন।

রাধা ফিল্ম

পরিচালক জ্যোতিষ ব্যানার্জ্জির নাগা-নার কাজ প্রায় শেষ হয়ে এলো।

সম্পাদক—[illegible] চরণ দাস।

Printed and Published by J. C. Das, at the Chitra Press 124/1 Maniktala Street Calcutta.

AJ-KAL. PHONE B. B. 3450 *February 3 1934*

৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা। | শনিবার, ২০শে মাঘ ১৩৪০। ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪। | নগদ মূল্য দুই পয়সা

৩য় বর্ষ] শনিবার, ২০শে মাঘ ১৩৪০ সাল ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪ [৩২শ সংখ্যা

বিহারে সেবাকার্য্য

—•—

উত্তর বিহারের ভূমিকম্প বিধ্বস্ত জন প্রদেশের সেবায় সকল প্রদেশই অগ্রসর হইয়াছে—তাহার মধ্যে বাংলাই সর্ব্বাগ্রে বাংলার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়—তাহা সত্ত্বেও মেয়রের ফণ্ডে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা উঠিয়াছে। বিহারে বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের ফণ্ডে উঠিয়াছে তিন লক্ষ। বড় লাটবাহাদুরের ফণ্ডে উঠিয়াছে ৭ লক্ষ তাহা হইতে ইহার মধ্যেই ৩ লক্ষ টাকা বিহারে প্রেরিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কত সমিতি নিজের চেষ্টায় নিজেরা অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছে।

স্বেচ্ছাসেবক দল নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া ছুটিয়াছে আর্ত্তের সেবায়। রামকৃষ্ণ মিশন, মাড়োয়ারী রিলিফ কমিটি ইত্যাদির ত কথাই নাই—শত শত সমিতি এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে। লোকের অভাব নাই - এই কথা বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিয়াছেন। অন্যান্য প্রদেশ হইতে স্বেচ্ছাসেবকের যাতায়াতের ব্যয় হইবে অনেক—[illegible] তাহাদের আসিতে বারণ করা হইয়াছে—এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদিগকে রিলিফ কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে তিনি আহ্বান করিয়াছেন।

কিন্তু এইস্থলে একটা কথা আছে। শোনা যাইতেছে অনেক স্থলে মুখ দেখিয়া সাহায্য দান হইতেছে। মধ্যবিত্তগণ ত সেরকম সাহায্য পাইতেছে না—তাহা ছাড়াও একটা সাম্প্রদায়িক ভাবেরও নাকি উদ্ভব হইয়াছে। লণ্ডনের Red Crescent Society যে সাহায্য দান করিয়াছে তাহা শুধু মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করিতে হইবে। মুসলমান ও বিহারী স্বেচ্ছাসেবকগণ দুএক স্থানে স্বজাতীয় বা স্বশ্রেণীয় মধ্যেই সাহায্য দান করিতেছে। বিহারে বঙ্গালীর বিরুদ্ধে বরাবর একটা মনোভাব ভাল ছিল, বাঙ্গালীদের বিশেষ ভাল চক্ষে তাহারা দেখিত না। অথচ ভূমিকম্পে তাহারাই পড়িয়াছে বেশী বিপদে অন্য সকল অপেক্ষা। তাহাদের উপরই নাকি ভাল ব্যবহার করা হইতেছে না—এই গুজব কলিকাতায় রটিয়াছে। অবশ্য ইহার মূলে কতটা সত্য আছে তাহা জানা যায় নাই—হয়ত ইহা মিথ্যা গুজব মাত্র। কিন্তু তাহা হইলেও মূলে এমন কিছু আছে যাহাতে এই গুজব প্রচার হইবার সুবিধা পাইয়াছে।

সকল রিলিফ নেতাদের বিশেষ করিয়া বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। স্বেচ্ছাসেবকগণের একথা মনে রাখা উচিত—আর্ত্তের মধ্যে জাতিভেদ নাই—সকলেই আর্ত্ত, সকলকেই সাহায্য করিতেই হইবে। ইহার হিন্দু নাই, মুসলমান নাই, বাঙ্গালী নাই, বিহারী নাই। আর যাহারা জাতিবিশেষকে সাহায্য করিবার জন্য অর্থদান করিতেছেন—তাঁহারা কম অন্যায় করিতেছেন না। তাঁহারা আর্ত্তের সাহায্যের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা আনয়ন করিতেছেন। ইহারা আর্ত্তের সাহায্য সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। যাহারা রিলিফ কার্য্য কখনো করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন যে এইরূপ সাহায্যদান অসম্ভব। ক্ষুধায় কাতর হইয়া দাঁড়াইলে সে হিন্দু কি

মুসলমান জিজ্ঞাসা র আর সময় থাকে না — সাহায্য করিতেই হয়। তখন মনে থাকে না যে মাত্র হিন্দুকে সাহায্য করিব কিম্বা শুধু মুসলমানকে সাহায্য করিব। একেত্রে অমারত্মক একটা বিরোধের ভাব আনিয়া সহৃদকার্য্য যেন তাঁহারা পণ্ড না করেন এই তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা। আর্ত মানবের জন্ম তাঁহারা মুক্ত হস্ত হউন।

তাহার পর রিলিফ কমিটিকে আর একটী বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই সুযোগে হৃদয়হীন বহু ব্যবসায়ী লাভবান হইতে চেষ্টা করিবে। সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। খাদ্যদ্রব্যের মূল্য যেন বৃদ্ধি না পায় — বাড়ী ঘর প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যে যেন কেহ অযথা লাভের চেষ্টা না করে। প্রয়োজন হইলে দোকান খুলিতে হইবে। পাইকারী মাল কিনিয়া দোকানে দোকানে ন্যায্য দামে বিক্রয় করিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে নতুবা ক্ষুদ্র দোকানদারগণ মাল পাইবে কোথা হইতে।

কুলি মজুরের রোজ অত্যন্ত বাড়িয়াছে সেদিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে, এই সুযোগে তাহারা অন্যায় দাবী যেন না করিতে পারে। প্রয়োজন হইলে অন্য স্থান হইতে কুলি মজুরের আমদানী করিতে হইবে। কয়লার খনির কাজ এখন তেমন হইতেছে না — ঐ অঞ্চল হইতে কুলি মজুর সরবরাহ করিলে কেমন হয়।

সহরে বাড়ী ঘর পড়িয়া রাস্তা ঘাট রাবিসে ভরিয়া গিয়াছে। তাহা পরিষ্কার করা হইতেছে। কিন্তু দ্রুত কাজ হওয়া দরকার হইয়েছে না — তাহাদের ঐ যোগ কোথাও এই রাবিস কোথায় রাখা হইবে। ঐ সমস্ত সহরের বাহিরে লইয়া ফেলিতে হইবে কারণ সহরে ত আর স্থান হইবে না। এ জন্য গাড়ীর দরকার। সামান্য যে দুচারখানা গরুর গাড়ী আছে তাহাতে এই কার্য্য অসম্ভব। সুতরাং যদি অন্য স্থান হইতে লরি আমাইয়া এই কার্য্যে লাগান যায় তবে কাজ অতি শীঘ্র হইবার সম্ভাবনা। কলিকাতায় ত বড় বড় মোটর কোম্পানী আছে তাঁহারা কি এ কার্য্যে তাঁহাদের লরীগুলি দিন কয়েকের জন্য বিনা ভাড়ায় দিতে পারিবেন না? বিহার হইতে কোন নেতা এই জন্য তাঁহাদের নিকট আসিলে কাজ হইতে পারে।

——

টিপ্পনী

—•—

কাহারও সন্মান আর কাহারও দোষ দিন। ভূমিকম্পে সমগ্র বিহার ধ্বংস প্রায়। দেশের লোক অর্থ সাহায্যের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে।

*　　　*

কিন্তু কতকগুলি লোক এই সুযোগে সাধারণের অর্থ অপহরণের চেষ্টায় আছে। কলিকাতার সর্ব্বত্রই শত শত সামান্য চাঁদা আদায় করিতেছে। এই সকল লোকও তাহাই করিতেছে।

*　　　*

সুতরাং সাধু অসাধু চিনিবার উপায় নাই। হাঙ্গামও বেশী নাই। ৫।৬ জন লোক, একটা হারমোনিয়ম, একটা খোল হইলেই চলে। তার পরে চীৎকার অর্থাৎ গান। অমনিই বাঁশে কাপড়ের স্থান হয় না। চালে ঝোলা ভরিয়া যায় টাকাও উঠে মন্দ নয়।

*　　　*

হিসাবও কাহাকেও দিতে হইবেনা। বলিলেই হইল যে মেয়রের ফণ্ড বা সঙ্কট ত্রাণের নিকট টাকা জমা দেওয়া হইবে। দেওয়া হইল কি না হইল কে দেখিতে যাইবে? সমস্ত কলিকাতা সহর এখানে না হয় ওখানে অর্থ নিতেছে।

*　　　*

এক্ষেত্রে এইরূপ ভাবে অর্থের অপব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। কি কারণে তাহা বন্ধ হয় তাহার উপায় উদ্ভাবন করা উচিত। যে সকল রিলিফ কমিটি আছে তাহারা এক হইয়া একটা অর্থ সংগ্রহের কমিটি করিলে ভাল। তাঁহারাই এই ভাবে অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করিবেন।

*　　　*

অথবা তাঁহাদের অনুমতিপত্র ব্যতীত আর কেহই টাকা আদায় করিতে পারিবে না। লোকে তাহাছাড়া টাকা দিবে না এই ব্যবস্থাও করা চাই। জানা উচিত উপার্জ্জিত অর্থ অসৎ পাত্রে দান করিলে যে জন্য দেওয়া হইল তাহার কিছুই হইবে না। সেই অর্থ অসৎ লোকেতেই ব্যয় হইবে।

*　　　*

যতদিন এইরূপ ব্যবস্থা করা না হয় ততদিন জনসাধারণের উচিত মেয়রের কিম্বা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের পত্র যাহাদের নিকট নাই তাহাদের কিছু না দেওয়া। বাড়ীতে মেয়েদের সেই রূপ উপদেশ দিতে হইবে। সুবিধামত অর্থ না পাইলে চোরের দল আর বাহির হইবে না। এইটী অবশ্য কর্ত্তব্য।

*　　　*

তারপর যাহারা ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত স্থানে সাহায্য দানের জন্য লিখিয়াছেন তাঁহাদের একটা কথা মনে রাখা উচিত। এই ভূমিকম্পে ক্ষতি হইয়াছে মধ্যবিত্ত লোকের এবং দনীর। ধনীর অসুবিধা দুদিনের জন্য। রেল ও ডাক চলাচল হইতেই তাঁহাদের সেই অসুবিধা দূর হইয়াছে। অর্থ আছে সুতরাং আত্মীয় কিছু হইবে না।

*　　　*

কিন্তু মধ্যবিত্তদের দুরবস্থার সীমা নাই। যাহাদের বাড়ী নষ্ট হইয়াছে তাহাদের আর বাড়ী তৈয়ারের সাধ্য নাই। ক্ষতি যাহা হইয়াছে তাহা পূরণের ক্ষমতা নাই। খাইতে অন্ন নাই, থাকিবার বাড়ী নাই, পরিবার বস্ত্র নাই। অথচ মান সম্ভ্রম আছে।

*   *

সদর রাস্তার বা রিলিফ কেন্দ্রে যাইয়া হাত পাতিতে পারেন না। থানা হইতে বিতরিত অন্ন গ্রহণ করিতে পারেন না। মরিয়া যাইতেছে, ছেলে মেয়ে, পরিবার না খাইতে পাইয়া শুকাইতেছে। কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিবার সাধ্য নাই। এই সকল লোকের দুঃখ কে বুঝিবে?

*   *

চারিদিক হইতেই এই সংবাদ আসিতেছে যে মধ্যবিত্ত লোকেদের দুঃখ নিবারণ হইতেছে না। সুতরাং সাহায্যকারীদের বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। না চাহিতে প্রয়োজন বুঝিয়া পাড়াপড়সীর নিকট সংবাদ লইয়া সাহায্য করিতে হইবে। এ সাহায্য বেশীদিনই করিতে হইবে যে পর্য্যন্ত উপার্জ্জনের সুবিধা না হয়।

*   *

কিন্তু বড় অভাব যেটা তাহা থাকিয়াই যাইবে। মাথা গুঁজিবার স্থান যাহাদের নষ্ট হইয়াছে তাহাদের মধ্যে যাহাদের বাড়ী করিবার সামর্থ্য নাই তাহাদের উপায় কি? ইহার জন্য বেশী অর্থের প্রয়োজন তাহা দিবে কে? এত অর্থ উঠে নাই যাহাতে সমগ্র উত্তর বিহারের বিধ্বস্ত বাড়ী গুলি সারাইয়া দেওয়া যায় বা নূতন বাড়ী করিয়া দেওয়া যায়।

*   *

এ কাজ করিতে হইবে গবর্ণমেণ্টকে। ইহার জন্য কোটী কোটী টাকার প্রয়োজন। কে এত টাকা দিবে? সরকারের Reconstruction ফণ্ডও টাকা উঠিতেছে। তাহা নামমাত্র। ইহা দ্বারা অত্যন্ত দরিদ্রের বাড়ী তৈয়ার করিয়া দেওয়া হইতে পারে অথবা তাহাদের কিছু সাহায্য দান করা যাইতে পারে।

*   *

কিন্তু মধ্যবিত্তদের জন্য অন্য ব্যবস্থা করা হইবে। বিহার গবর্ণমেণ্ট ঋণ গ্রহণ করুন সেই ফণ্ড হইতে যাহার যেমন প্রয়োজন তাঁহাকে সেই রূপ ঋণ দান করা হউক। সুদ গ্রহণ না করিলেই ভাল হয়—সুদ লইলেও যেন নাম মাত্র সুদ গ্রহণ গ্রহণ করা হয়। এই ঋণ পরিশোধের জন্য সময়ও যেন বেশী দেওয়া হয়।

*   *

এইরূপ কোন ব্যবস্থা করিলে অসহায় ব্যক্তিগণ এই দুর্দ্দিনে কূল পাইবে। নতুবা তাহাদের আর আশা করিবার কিছু থাকিবে না। অবশ্য গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে কিছু করিবেন বলিয়া মনে হয়। তবে তাহাদের ১৮ মাসে বৎসর। লালা ফিতার মহিমার এসময়ে তাহা করিলে চলিবে না। একটু তৎপর হইতে হইবে।

— —

কর্পোরেশন প্রসঙ্গ

— ভবঘুরে —

– ১ –

Some are born great. Some have greatness thrust upon them—আমাদের শ্রদ্ধেয় মেয়র সাহেব দ্বিতীয় দলের।

—

না চাহিতে তারে যা করেছ দান—তাহাতেই তিনি তুষ্ট আর কিছুই চান না। এখন মেয়র পদে কায়েমী বন্দোবস্ত হইলেই হয়।

—

ভাগ্যবানের বোঝা ভগবানে বয়—লোকে এই কথা বলে। কোথায় দু'চার মাসের জন্য মেয়রগিরি—প্রায় একবৎসর ঘুরিতে চলিল।

—

লোকে বলে এইরূপ নাকি কথা ছিল যে দেশপ্রিয় ফিরিয়া আসিলেই তিনি মেয়র হইবেন—সন্তোষবাবু পদত্যাগ করিবেন। কিন্তু একথার কোন প্রয়োজন ছিল না।

—

দেশপ্রিয়ের বাংলায় এমন প্রতিপত্তি ছিল এবং সকলে এত ভালবাসিত যে পূর্ব্ব হইতে কথা স্থির করিবার কোন দরকার ছিল না। সন্তোষবাবু নিজের ইচ্ছাতেই মেয়রগিরি ছাড়িয়া দিতেন।

—

এখন ষে কথা। আবার মেয়র নির্ব্বাচনের সময় আসিয়া পড়িয়াছে। কোথা হইতে ভূমিকম্প আসিয়া কত লোকের সর্ব্বনাশ করিল। সেই ভূমিকম্পই আবার মেয়রকে সম্মানের উচ্চশিখরে স্থাপন করিল।

—

সমগ্র বাংলা জাগিয়া উঠিল—অর্থ সংগ্রহ ও রিলিফ কার্য্য চলিল। বাংলার অর্থ সংগ্রহের নেতা হইলেন মেয়র। অল্প সময়ের মধ্যেই ফণ্ড ফাঁপিয়া উঠিল—প্রায় ৩লক্ষ। স্বয়ং তিনি বিপর্য্যস্ত প্রদেশ দেখিতে যাইতেছেন।

—

এই কার্য্যে ইউরোপীয়ানদের সহায়তা তিনি যথেষ্ট লাভ করিয়াছেন। তাঁহারাও

এ বিষয়ে মেয়রকেই নেতা বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। মেয়রও বুদ্ধিমান। ঠিকরিয়া ফেলিলেন যে এই কাণ্ড রাজনৈতিক কোন প্রতিষ্ঠানের হাতে টাকা দিবেন না।

—

কিন্তু সেবাকার্য্যের সহিত রাজনীতির সম্বন্ধ কি আছে লোকে বুঝিল না। সেবা-কার্য্যও যাহারা করে তাহাদের বেশীর ভাগ লোকই রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেয়। সুতরাং এখানে তাহার কোন কথাই তোলা যুক্তিযুক্ত নয়।

—

সেই মনোভাব লইয়াই মেয়র সাহেব ফণ্ডের টাকা দান করিতে লাগিলেন। তাই প্রথম ৬ হাজার টাকা বিহারে লাট সাহেবের নিকট পাঠান হইল রাজেন্দ্রবাবুর নিকট পাঠান হইল না, পরে যদি গভর্ণর ইচ্ছা করেন তাহাকে দিতে পারিবেন—তাহাও লিখিয়া দেওয়া হইল।

—

লাটসাহেব টাকা রাজেন্দ্র বাবুকে দিলেন। কংগ্রেস নেতা বলিয়া লাটসাহেবের যে আপত্তি ছিল না—সন্তোষ বাবুর সে আপত্তিটুকু কোথা হইতে আসিল? এখান-কার ইয়ুরোপীয়ানগণ চটিবে মনে করিয়া ছিলেন কি?

——

যাক সুখের কথা সন্তোষ বাবু তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়াছেন এবং পুনরায় রাজেন্দ্র বাবুকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। রাজেন্দ্র বাবু আশা করি পূর্ব্বের ব্যবহার মনে রাখিবেন না- রাখিবার লোক নন তিনি।

—

এ সকল কথায় আমাদের কোন প্রয়ো-জন নাই। আমরা দেখিতেছি ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান কেমন করিয়া বহিয়া থাকেন। আর সেই সুবিধা বুদ্ধিমান লোক কেমন করিয়া ব্যবহার করে।

—

অবশ্য এই দুঃখের দিনে আমরা সুখময় ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে চাইনা। তবে একটা কথা সকলকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে সন্তোষবাবু বিহারের সেবাকার্য্যে যেরূপ আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহার পুরস্কার তাঁহার প্রাপ্য!

—

সে সম্মান দিতে আপত্তি করিবেই বা কে? করাও উচিত নয়। কংগ্রেসের এক পক্ষ তাঁহার হাতে—অপর পক্ষেরও দুচার জন তাঁহার এই কার্য্যে তাঁহার দিকে হইবেন ইহা মনে করা অসঙ্গত নয়। এখন রহিল মুসলমান এবং মনোনীত ও ইউরোপীয়ান-গণ।

—

চাকুরীর দাবী মুসলমানগণ করিয়া-ছেন—তাহার মীমাংসার চেষ্টা মেয়র করিয়া-ছিলেন। সে কথা মুসলমানগণ নিশ্চয়ই ভুলিবেন না—তাহার পর এই ভূমিকম্পের কার্য্যে ইয়ুরোপীয়ানগণ তাঁহাকে মাতব্বর করিয়াছেন। আশা করি কাজের সময় তাহাকে ভুলিবেন না। সুতরাং মেয়রের চেয়ার সন্তোষবাবুর দ্বারে বাঁধা।

——

বিবিধ প্রসঙ্গ

—•—

ভারতীয় মেডিক্যাল কাউন্সিল

এবার ডাক্তারে আর ডাক্তারে ভোট যুদ্ধ বাধিয়াছে। Indian Medical Coun-cil হইতেছে তাহাতে একজন ডাক্তার বাংলা হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন। কে সে সৌভাগ্যবান? ডাক্তারগণ রোগী দেখা ছাড়িয়াছেন—ভোটের জন্য ফিরিতেছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী মাত্র দুইজন ডাঃ এস, কে, মুখার্জি এবং ডাঃ এস, কে, রায়। ইহাতেই এত গোল—২১৪ জন বেশী লোক দাঁড়াইলে ত কলিকাতার লোক বিনা চিকিৎসায় মারা পড়িত।

ভূমিকম্পে মৃত্যু সংখ্যা

উত্তর বিহারে ভূমিকম্পের ফলে লোক মৃত্যুর সংখ্যা কত তাহা এখনও স্থির হয় নাই। প্রথম আড়াই হাজার হইতে আরম্ভ হইয়া ৪ হাজার এবং পরে ৮ হাজারে উঠি-য়াছে—ইহা অবশ্য সরকারী হিসাব। বে-সরকারী হিসাবের ত কথাই নাই—তাঁহাদের মতে মৃত্যু সংখ্যা ২০ হাজারের কম নয়। সহরে অবশ্য মৃত্যু হইয়াছে খুব বেশী কিন্তু মফঃস্বলের লোকও মরিয়াছে অনেক। সুতরাং বেসরকারী হিসাব যে খুব বেশী ভুল তাহা বলিয়া মনে হয় না। গবর্ণমেণ্টের উচিত ছিল সব মৃত্যু সংখ্যা একেবারে দেওয়া। এইভাবে ক্রমে ক্রমে ওঠাতে লোকের সন্দেহ বৃদ্ধি হয়।

কাঁথিতে গাড়োয়ালী সৈন্য

মেদিনীপুরের বিষয় ব্যবস্থা পরিষদে আলোচিত হইয়াছে। কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত বাল্যগোবিন্দপুরে গাড়োয়ালি সৈন্য-গণ দুইজন ভদ্রলোকের উপর অত্যাচার করিয়াছে এবং গবর্ণমেণ্ট সে সম্বন্ধে কিছু জানেন কি না—এই প্রশ্ন করেন শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার মিত্র। ইহার উত্তরে স্যার হ্যারী হেগ বলেন যে গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে

কিছুই জানেন না তবে তদন্ত করা হইতেছে। ভাল কথা সন্দেহ নাই। তদন্ত করিয়া অভিযোগ সত্য হইলে অপরাধীগণ শাস্তি পাইবে—তাহাও ঠিক কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কি ভাবে তদন্ত করেন তাহা লোকে না জানায় তাহাদের মনের সন্দেহ দূর হয় না। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট যদি এক্ষেত্রে প্রকাশ্য তদন্ত করেন তবে ভাল হয়।

গান্ধী নোট

অমরাবতীর ভিঠোয়া মাহার নামক এক ব্যক্তি একজনের গান্ধী নোট চুরি করার অপরাধে শাস্তি পাইয়াছে ১৬ ঘা বেত। এই আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে। অভিযুক্তের পক্ষ হইতে বলা হয় যে এই নোটের আর্থিক মূল্য কিছুই নাই সুতরাং কোন শাস্তি হইতে পারে না। নাগপুরের জুডিসিয়াল কমিশনার অমরাবতীর ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর নোটিশ দিয়াছেন যে উক্ত শাস্তি কেন রহিত করা হইবে না সে বিষয়ে কারণ দেখান হউক।

চট্টগ্রামে বোমা

পাঠকের মনে থাকিতে পারে চট্টগ্রামের পল্টন গ্রাউণ্ডে যখন স্থানীয় ইউরোপীয়ানগণ ক্রিকেট খেলা দেখিতেছিলেন তখন ৪ জন যুবক তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বোমা নিক্ষেপ করে। তাহাতে কেহই আহত হয় নাই পুলিশ সাহেব তাহাদের দেখিতে পাইয়া ধরিবার চেষ্টা করেন—উভয় পক্ষে গুলি চলে ফলে একজনের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়, অপর দুইজন আহত হয় এবং ৫৯ জন ধরা পড়ে। আহত দুইজনের মধ্যে একজন পরে মারা যায়। বাকী দুইজনের স্পেশাল ট্রিবিউন্যাল বিচার হয় এবং তাহাদের ফাঁসীর হুকুম হইয়াছে।

আবার ভূমিকম্প

বিহার অঞ্চলে আবার গত মাঘিপূর্ণিমার দিনে সামান্য ভূমিকম্প হইয়াছে। নানাস্থানে বৃষ্টিও আরম্ভ হইয়াছে। লোকের কষ্টের সীমা নাই। প্রায় ১০০ বৎসর পূর্ব্বে বিহারে ভীষণ ভূমিকম্প হয় এবং তাহার পর দুই বৎসর ধরিয়া মধ্যে মধ্যে সামান্য রকমের ভূমিকম্প হইয়াছে। এবারেও ত সেরূপ হইবে বলিয়াই ত মনে হইতেছে। Geological Survey এর Dr. Dunn বলেন যে বড় ভূমিকম্প আর না হইলেও সামান্য রকমের ভূমিকম্প যে আর হইবে না এমন কথা বলা যায় না। সুতরাং কোন বাড়ী এখন নূতন করিয়া না গড়িয়া বর্ষাকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার উপদেশ দিয়াছেন। তাহাদের ঘাড়ে দ্বিগুণ ব্যয় পড়িল—সাময়িক ভাবে টিন ইত্যাদির ঘর করিয়া থাকা এবং পরে ভাঙ্গা বাড়ী সারাইয়া লওয়া বা নূতন বাড়ী তৈয়ার করা—এত টাকা সকলে পাইবেন কোথা হইতে?

বৈদেশিকী

—০—

নাজি রাজত্ব

নাজি রাজত্বের এক বৎসর পূর্ণ হইয়া গেল। হার হিটলার বার্ষিকী উৎসবে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়াছেন। এই বক্তৃতা প্রসঙ্গে বৈদেশিক সম্বন্ধ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। ইউরোপে যে গোল বাধিয়াছে তাহাতে জার্ম্মেণীর দোষ নাই ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

ফ্রান্সের ভয় নাই

ফ্রান্স আক্রমণ করিতে জার্ম্মেণী চায় না। তাহার জন্য যাহা করিতে বলা হইবে তাহাই তাহারা করিতে প্রস্তুত কিন্তু সর্ব্ব বিষয়ে তাহারা সমান অধিকার চায়। তবে Saar প্রদেশ লইয়া দুই রাজ্যের ভিতর মনান্তর চলিতেছে—তাহার একটা ব্যবস্থা হইলেই জার্ম্মেণীর লোকার্ণো সন্ধি মানিতে কোন আপত্তি থাকিবে না। কিন্তু উক্ত প্রদেশের লোকের মত লওয়া হইবে না—তাহাতে পরাজয়ের চিহ্ন থাকিয়া যাইবে।

অষ্ট্রীয়া

অষ্ট্রীয়ার সহিত যে গোল তাহাকেও জার্ম্মেণীর কোন দোষ নাই। যদি অষ্ট্রীয়ার জোর করিয়া নাজি আন্দোলন গবর্ণমেণ্ট বন্ধ করিতে চায়—তাহার ফলভোগ তাহারাই করিবে। জার্ম্মেণী অষ্ট্রীয়া আক্রমণের বা অষ্ট্রীয়ার কার্য্যে বাধা দিতে চায় নাই। তাহারা সকল রাজ্যের সহিতই শান্তি স্থাপন করিয়া শান্তিতে থাকিতে চায়।

কাইজার চাইনা

হার হিটলার একটা কথা বলিয়াছেন তাহাতে যাহারা জার্ম্মেণীতে আবার কাইজারের আগমণ আশা করিয়াছিলেন তাহাদের চোখ ফুটিয়াছে। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে গত রাজবংশের সহিত নাজিদের কোন সম্পর্ক নাই—তাহাদের দাবী জাতি স্বীকার করিবে না। জাতির শাসনকর্ত্তা জাতি নিজেই মনোনীত করিবে।

——

পুতুল খেলা নয়

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

—•—

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

সুভদ্রার কাছে প্রস্তাব করতেই সে রামনগর রাজবাড়ী দেখতে যাওয়া অনুমোদন করে, তবে বড়ই দুঃখের সঙ্গে জানিয়ে দেয় সে নিজে যেতে পারবে না। ঠিক হয় ঝণ্টুকে সাথে করে রাণী যাবে সোমেশের সঙ্গে এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাড়ী ফিরে আসবে।

সোমেশ এ ব্যবস্থায় উল্লসিত হয়ে ওঠে। রাণী যে ঠিক কি ভাবে, তা' তার মুখ দেখে বুঝতে পারা যায় না। বেলা দু'টো থেকেই ঝণ্টু সাজগোজ করে যাবার তাড়া লাগায়। গোটা চারেকের সময় তারা বেরিয়ে পড়ে।

রাণীর পরণে থাকে একখানি সাদা থান ধুতি, যেন বিধাতার শুভ্র তীব্র পরিহাস। অস্তমিত সিন্দুর রেখায় দু'পাশ দিয়ে দু'গোছা চুল কোঁকড়া কোঁকড়া হয়ে এসে ভ্রূর উপরে পড়ে। হেলে-পড়া রবি-রাগের প্রশান্ত মাধুরী তার কপোল কাননে লুকোচুরি খেলে যায়।

মণিকর্ণিকার ঘাট থেকে তিন জনে এসে নৌকায় চাপে।

নৌকা চলে—স্থির, নিথর জলের উপর দিয়ে ধীর মন্থর গমনে নৌকা চলে। ঝণ্টুকে ব্যবধান রেখে সোমেশ আর রাণী দু'জন দু'পাশে বসে উভয়ে উভয়ের পানে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখে। গঙ্গার এক পারে বিরাট কাশী নগরী সৌধমালা বিভূষিত হয়ে বিরাজ করে, আর অপর পারে ধু ধু করে বিস্তীর্ণ সমতল মাঠ। সে মাঠের দিগন্তের পানে দৃষ্টি চালিয়ে সোমেশ ভাবে মানুষের জীবন ঠিক ওই রকমে অস্তভরা অসীমের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়।

রাণীর পাতলা সাদা ব্লাউজ যেন তা'র পীনোন্নত বুককে বেঁধে রাখতে পারে না। সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত বাণী নীরব স্পন্দনে যেন তা'র ফাঁক দিয়ে কথা বলে ওঠে। সোমেশ মুগ্ধ চোখে রাণীর পানে চেয়ে থাকে।

রাণী জড়সড় হ'য়ে বুকের কাপড় আর একটু এটে নেয়। তারপর জিজ্ঞেস করে—আমার দিকে অমন করে চেয়ে আছো কেন?

একথার জবাব দিলে ভারী অপ্রিয় ও অসভ্য হয়ে পড়বে, বলে সোমেশ কোন কথা বলে না।

রাণী হাসে—মুখে নয় চোখে। একে তরুণী তা'তে চোখের হাসি। সোমেশ চঞ্চল হয়ে পড়ে।

রাণী বলে—নৌকায় আর কোন দিন চেপেছেন?

সোমেশ ভাষা পায়। বলে—না।

রাণী জিজ্ঞেস করে—সাঁতার জানো?

সোমেশ জবাব দেয়—তা'ও না।

রাণী ভয় ধরিয়ে দেয় তবে নৌকায় চাপলে কেন? যদি নৌকা ডুবে যায়।

সোমেশের বুক ধড়াস করে ওঠে—নিজের জন্য নয়, রাণীর জন্য।

ফিক করে হেসে রাণীই আশ্বাস দেয় ভয় নেই। এত নিথর গঙ্গায় নৌকা ডুবি হবে না।

সোমেশ পৌরুষ দেখিয়ে বলে—যদিই বা হয়, আমি গ্রাহ্য করিনে।

দাঁড়ের ঝপ ঝপ শব্দ কানে এসে বাজে। রাণী জিজ্ঞেস করে—গ্রাহ্য না হয় নাই করলে, কিন্তু সত্যি সত্যি যদি নৌকাডুবি হয় তবে কি করো?

সোমেশ বলে—নির্ব্বিকারে ডুবে চলি। তবে ডুবে যাবার আগে একটা কাজ করি বটে।

রাণী প্রশ্ন করে—কি কাজ?

সোমেশ বলে—সে তোমার শুনে কাজ নেই।

রাণী জিদ ধরে—বলো না আমায়।

সোমেশ চোক চিপে বলে—ডুবতে ডুবতে তোমায় বুকের মধ্যে দু'খানি বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরি, এমন কি সুবিধা হলে মৃত্যুর পূর্ব্বে মুখের উপর মুখ খানিও একবার বুলিয়ে নি'।

রাণী লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে।

ঝণ্টু বলে—কাকা ডুবলে তা' করতে নেই না। স্কুলের পণ্ডিত মশাই আমাদের বলেছেন। নৌকাডুবি হ'লে কেউ কাউকে জড়িয়ে ধরতে নেই। তা'তে দু'জনই মরে যায়।

রাণী হেসে ওঠে। সোমেশও হাসে।

নৌকা চলে। কিছু পরে রাণী জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা, আমার সঙ্গে তোমার ওরকম ভাবে কথা বলতে লজ্জা করে না।

সোমেশ বলে না, তোমায় যে আমি ভালোবাসি।

দু'কান ভ'রে রাণী চোখ বুজে সে কথা শোনে। তৃপ্তির অনুভূতিতে তার অন্তর অসাড় হয়ে যেতে চায়। সংস্কার মাথা চাড়া দিয়ে শাসন করে। রাণী বলে—আমায় ভালোবাসা তোমার উচিত নয়।

সোমেশ বলে—কাকে ভালোবাসা উচিত আর কাকে উচিত নয়, এ নিয়ে ভালোবাসা বিচার তর্ক ক'রে চলে না। রূপের যেখানে মোহ, সেখানে ভালোবাসার জন্ম হয় আরো বেশী। তোমার চারিপাশে সমাজ অনুশাসনের বেড়া বেঁধে দিয়েছে বলে সত্যকারের রূপ তোমার চলে যায় নি।

রাণী বলে—এই সব কারণেই সমাজ পতিগণ Co-educationএ ভয় পেয়ে যাচ্ছেন।

সোমেশ তর্ক করে—সমাজপতিগণ co-educationএ ভয় পেলেও, তাকে খারাপ বলা চলে না। যুদ্ধে খুনই ভয়ের কারণ আছে বটে, কিন্তু যুদ্ধ না হলে সাম্রাজ্য জয়ও হয় না।

রাণী জিজ্ঞেস ক'রে—তুমি co-education সাপোর্ট করো না কি ?

সোমেশ উত্তর দেয় নিশ্চয়ই করি।

রাণী বলে এই co-education কি সমাজে পঙ্কিলতা এনে দেবে না !

সোমেশ ব'লে যায়—মোটেই নয়। উপযুক্ত শিক্ষা পেলে বরং সমাজ থেকে পঙ্কিলতা দূর হয়ে যাবে। আমাদের দেশে মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এত কম যে তাতে করে সব মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া যায় না। দেশও এত দরিদ্র যে দেশবাসীর মেয়েদের জন্য নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরী করবার সামর্থ্য একেবারেই নেই। এ ক্ষেত্রে পুরুষদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের ঠাই দেওয়া খুব উচিত কাজই হচ্ছে। ইকনমিক্যাল সাইড দিয়ে এ রীতির মূল্য খুব বেশী। তারপর ধরা যা'ক স্ত্রী পুরুষের সংমিশ্রণ-শিক্ষার ফলে কি কি খারাপ জিনিষ সমাজে আসতে পারে। একমাত্র খারাপ জিনিষ যা' কিনা সমাজে ঢুকতে পারে তা হচ্ছে Corruption, যার জন্য তথাকথিত সমাজপতিগণ ভয় আতঙ্ক হৈন। শিক্ষার দ্বারা মানুষ অসচ্চরিত্র হয় না, সচ্চরিত্রই হয়ে থাকে। খুব উচ্চ শিক্ষিত হলে স্ব স্ব চরিত্রের সত্তা নিজে নিজে উপলব্ধি করতে পারে। এসত্ত্বেও যদি কোন ব্যাভিচার এসে যায়, তাদের ভিতর হবে সামাজিক প্রথায় বিয়ে।

Co-educationএ ব্যভিচার যা' আসে তা বিনা co-educationএও আসতে পারে। যাদের ব্যভিচারী হবার ধাত, তারা হবেই। তোমার সঙ্গে আমার এই প্রথম দেখা, এখানে co-educationএর কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। তবু আমি কেন তোমায় ভালোবেসে ফেললুম ?

রাণী বলে—আমায় ভালোবেসে তোমায় কি লাভ হবে বুঝতে পারিনে।

সোমেশ বলে—তোমায় আমি সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় যাবো।

রাণী চমকে ওঠে—সে কি ?

ঝণ্টু বলে—আমারও সঙ্গে করে কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে। আমার বাবার জন্য মন কেমন করে।

সোমেশ বলে—যদি বলি, তোমায় আমি বিয়ে করবো।

রাণী কেঁপে উঠে বলে—এ সব তুমি কি বলছো ?

সোমেশ বলে যায়—ভড়কে তুমি যাবেই, এ আমি জানি। কিন্তু তুমি রাজী যদি হও, তোমায় আমি বিয়ে করবোই করবো।

রাণী বলে—ঝণ্টু, রয়েছে, এ নিয়ে আর কোন কথা বলো না।

—ক্রমশঃ—

"রূপান্তর"

শ্রীগীতা দেবী

—০—

"হিমা, ওঠ, লক্ষ্মী মেয়ে! ভদ্দর লোকরা বসে আছেন, কি ভাবছেন বল্ত ?" চোখের জলটা রুমালে মুছে ফেলে, ধরা গলায় হিমানী জেদের সঙ্গে জবাব দিলে, "ভাবুক গে, কক্ষনো যাব না। যেন একেবারে দোকানের জিনিষ কিন্তে এসেছে। পাঁচশো বার নিক্তির ওজন করে দর কষাকষি করে, যাচাই করে নেবে। ছেলেখেলা পেয়েছে কিনা!" মা হয়রাণ হ'য়ে হাল ছেড়ে দিয়ে পিসিমাকে বল্লেন, "তোমরা বোঝা পড়া করো ভাই, আমার দ্বারা আর হ'ল না। তখনই বলেছিলুম, মেয়েকে অত মাথায় তুলো না। ইংরিজী আর নভেল পড়ে পরকালটী ঝরঝরে হ'ল। এখন ঠেলা সামলাক্ এসে।"

পিঠের ওপর পিসিমার স্নেহস্পর্শ পেয়ে হিমানীর চোখের আবার প্লাবন জাগ্ল। বৌদি বলে উঠ্ল, "ঐ যাঃ, এত কষ্ট করে সাজানো হ'ল, পাউডার টাউডার সব গেল ধুয়ে"। ও বাড়ীর বোস গিন্নী পর্য্যন্ত হাজির ছিলেন—রসিকতা করে বল্লেন, "ওলো আর ন্যাকা সেজে কাজ নেই, এখন বে' করব না বলে কাঁদছিস্, পরে সেই ঘরকন্না ছেড়ে আস্তে ইচ্ছে হ'বেনা তখন দেখা যাবে লো—"। হিমানী উত্তপ্ত হ'য়েই ছিল এবার দপ্ করে জ্বলে উঠ্ল, "অমন লো লো করে পাড়াগেঁয়ে ঠাট্টা করতে হ'বে না থামুন দয়া করে। সবাই যেন রথ দোল দেখতে এসেছে।"

"আজকালকার নাবলি কাণ্ড," মেয়েমানুষ বে' না করে থাকে ভূভারতে কেউ শোনেনি" ইত্যাদি নানাবিধ মন্তব্যের ভেতর দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত হিমানীকে বৈঠকখানায় পৌছুতে হ'লই। অক্ষমের বিদ্রোহ, দাম কিছুই নেই। কোন রকমে পরীক্ষা দিয়ে সে বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। বাবা, যেন কাঠগড়ার আসামী। দাদা বল্লে, "উঃ, হিমি যা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতন গুরু গম্ভীর হ'য়ে বসেছিল, আমি ভাবলুম দেয় বুঝি বরকর্ত্তার টাকের ওপর চাঁটি।" হিমানী রাগতে গিয়েও হেসে ফেল্লে, "সত্যি মা, বুড়োটাকে কি বিটকেল দেখতে।" মা বল্লেন 'যাই হোক্ বাপু, টাকা ওদের

ছেন।' হিমানী ঠোঁট ওল্টালে 'আহা, তবে আর কি, তা'হ'লে ট্যাকশালের সঙ্গে বিয়ে দিলেই পারতে।' 'আর জ্বালাসনে বাপু' বলে মা সরে গেলেন। বোস গিন্নী গালে হাত দিয়ে বল্লেন, 'ওমা, লাজলজ্জা কিছু নেই মা, কোথায় যাব!' হিমানী প্রশান্ত মুখে বল্লে, 'কোথায় আর যাবেন এবার বাড়ী যান্!'

২

আলপনা আঁকা পিঁড়ীতে কনের সাজে হিমানী বসে আছে। অনর্থক ক্রোধ, নিষ্ফল অভিমান, অস্পষ্ট আনন্দ সব মিশিয়ে তার চন্দনরচিত মুখে একটা মধুর বিচিত্রতা।

মাসীমা চিবুক ধরে আদর করে বল্লেন, 'কেমন রাণীর মতন মানিয়েছে বল্ তো?' অবজ্ঞা ভরে হিমানী উত্তর দিলে, 'ছাই, আজকের মতন গয়না কাপড়ের লোভ দেখিয়ে চিরকাল বাঁদী রাখবার ব্যবস্থা।' তারপর মাথার কাপড় খুলে ফেলে অসংকোচ স্বরে বল্লে, 'উঃ, কতক্ষণ এমন কাঠের পুতুল হ'য়ে বসে থাকতে হ'বে—' বৌদি প্রভৃতি সমস্বরে হেসে উঠল, 'বাবা, বাইরে এত রাগ দেখানো হচ্ছে আর ভেতরে যে তর সইছে না রে।' ওদের হাসি থামবার আগেই নীচে থেকে জোড়া শাঁখ বেজে উঠল—সম্মিলিত কণ্ঠের "বর এসেছে—বর এসেছে" শব্দে সবাই হুড়োহুড়ি করে নীচে ছুটল। হিমানীর হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুতগতি চলছিল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও চলচ্চিত্রের মতন চোখের ওপর ভেসে উঠল সিল্কের পাঞ্জাবী, টোপর, ফুলের মালা। হঠাৎ কান্নার শব্দে চেয়ে দেখে সবাই নীচে যাবার সময় ছোট পিসিমার মেয়েটাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে গেছে। বিরক্ত ভাবে গয়নার ভার সামলে হিমানী তার কাছে একটু এগিয়ে গেছে এমন সময় কোন্ আত্মীয়া ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, "পিঁড়ী ছেড়ে উঠ্‌তে নেই—বস্, বস্।' বিরক্তিতে হিমানীর ভুরু কুঞ্চিত হ'ল, 'উঃ প্রতি পদে বাধা আর শাসন আরম্ভ হ'ল এইবার।'

পরদিন সানায়ের করুণ মূর্চ্ছনা, বাসি ফুলের গন্ধে সমস্ত উৎসব বিদায় ব্যথায় ম্লান। গত রজনীর আনন্দ কোলাহল মৃদু পরিহাস গুঞ্জরণে থেমেছে। হিমানী কঠিন মুখে বসেছিল—কিন্তু বাবা যখন সেই একান্ত অপরিচিতের হাতে তার হাত সমর্পণ করে চিরজীবনের জন্য সমর্পণ করে দিলেন—তখন কান্নার বাঁধ ভেঙে পড়ল—'সত্যিই, আমায় বিলিয়ে দিলে বাবা।" মা উভয়ের হাত একত্র করে অশ্রুপ্লুত কণ্ঠে বল্লেন "দেখো বাবা, আমার বড় অভিমানী মেয়ে।"

প্রথম পরিচয় রজনী। অজস্র ফুল, আতর ধূপে ঘরের বাতাস ভারাক্রান্ত। যাবতীয় অনুষ্ঠানের পর বরবধূকে একত্র রেখে অন্তঃপুরিকারা চলে গেল ও কার অসতর্ক চুড়ীর ঠিন্ ঠিন্, চাবার শব্দ, দ্বারের চারিপাশে তাদের অস্তিত্বের আভাস জানাচ্ছে।

স্পন্দিত বক্ষে হিমানী পুষ্প-শোভিত পালঙ্কে পা ঝুলিয়ে বসেছিল। মাথা নীচু করে থাকলেও সৌরেশের মুগ্ধদৃষ্টি বেশ অনুভব করা যাচ্ছে। কি যে দেখছে হাঁ করে চিড়িয়াখানার জন্তু নয় তো!

স্থান কাল উপযুক্ত হ'লেও পাত্রীর রুষ্ট অভিব্যক্তি দেখে সৌরেশ কিছু মামুলি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেনা। নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবে প্রশ্ন করলে 'সারা রাত ফুলের গয়না পরে থাকতে কষ্ট হ'বেনা! তারপর সেগুলো উন্মোচনের জন্যই হাত বাড়ালে বোধ হয়। হিমানী চোখ তুলে চাইলে—দৃষ্টিতে না আছে নববধূর চিরাচরিত সরম না আছে সঙ্কোচ। দিব্যি পরিষ্কার জবাব দিলে, 'থাক্, আপনার আর অত কষ্টের দরকার নেই। আমি নিজেই পারব।' সৌরেশ কৌতুক বোধ করলে। আর একটু ইন্ধন জোগাবার লোভ হ'ল 'বাঃ, বেশ পটাপট্ উত্তর দিতে পার তো? যে রকম রণবেশে র'য়েছ সেই অনুপাতে হিমানীর বদলে রুদ্রাণী নাম রাখলেই ঠিক হ'ত।" মনে মনে হাসি পেলেও গম্ভীর মুখে হিমানী বল্লে, "আমার এতদিন যাঁরা মানুষ করেছেন আপনার চেয়ে আমার সম্বন্ধে তাঁদের অভিজ্ঞতা ঢের বেশী।"

'বেশ, হিমানী নাম না হয় স্বীকার করা গেল। আচ্ছা সৌরেশ মানে বল তো? সৌরজগতের ঈশ্বর অর্থাৎ সূর্য্য। তা'হ'লে বুঝ্‌তেই পারছ বরফ গলাতে পারে সূর্য্য অর্থাৎ স্বয়ং আমি। যাক্ এ দিনটার কথা চিরকাল স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে, কি বল? ফুলশয্যার রাত্রে এমন ঝগড়া করে কেউ কাটায়নি। হিমানী হেসে বল্লে, 'ভালই, সেই একঘেয়ে প্যানপ্যানে কাঁদুনি শুনলে আমার কেমন গা বমি করে।

সেই সনাতন প্রেম স্তুতির উৎপীড়ন সহ্য করতে হ'লনা বলে হিমানী মনে মনে খুসী হ'ল এবং সৌরেশকে মৌন কৃতজ্ঞতা জানালে।

'ওমা দেখলে বিন্তু লুচির তলায় মিষ্টি লুকিয়ে রেখে আবার নিলে, জোচ্চোর কোথাকার।"

"বেশ করেছি ও মা—দাদা আমায় চাটি মারলে।' ধৈর্য্য হারিয়ে হিমানী সাংঘাতিক কলহ রত পুত্রদ্বয়ের পিঠে সজোরে আঘাত করলে 'কি অসভ্য জানোয়ারই হ'ল সব, নে মুখ বুজে খেয়ে উঠে যা। মাথা পাগল করে দিলে বাঁদরগুলো।' সিঁড়িতে পরিচিত পদশব্দ পেয়ে হঠাৎ সবাই নিস্তব্ধ হ'য়ে গেল। সৌরেশ ঘরে প্রবেশ করেই প্রকৃত অবস্থা অনুমান করে নিলেও কোন কথা না বলে আরাম কেদারায় ক্লান্ত দেহ শায়িত করে দিলে। ছেলেরা মাথা নীচু করে নিতান্ত ভদ্র ভাবে আহারে ব্যস্ত দেখে হিমানীর হাসি পাচ্ছিল তবু গম্ভীর মুখেই বল্লে, 'আহা, রকম দেখনা, ভিজে বেরাল।' সৌরেশ সস্নেহ কৌতুকে ওদের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল। 'দেখ, তুমি আর অমন করে ওদের আস্পর্দ্ধা বাড়িও না, বুঝ্‌লে?' 'যে আজ্ঞে।' 'সব তাতে ঠাট্টা, এতে হাসবার কারণ আছে?' 'হাসছি অন্য কারণে, আচ্ছা তোমায় দেখে কি কল্পনাও করা যায় যে তুমি একদিন বিয়ের বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ করেছিলে ?' হিমানী রাগ করে বল্লে, 'তা এখন যত তুর্নামই দাও, নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে অক্ষম বলে তোমাদের লজ্জা পাওয়া উচিৎ।'

এ সব আয়োজন কেবল তাকে রাগাবার উদ্দেশ্যে তা হিমানী বুঝতে পেরেও কোন কথা বল্লেনা, নিঃশব্দে শিশু পুত্রের প্রসাধন চর্চ্চায় নিরত রইল, 'কি দুষ্টু ছেলে বাবা, এক্ষুণি সাফ্ করে দিলুম অমনি কাজল মেখে ভূত সাজ্‌লে পাজী।'

সৌরেশ আবার পূর্ব্ব প্রসঙ্গ অনুসরণ করে কপট গাম্ভীর্য্যে ভ্রূকুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসা করলে 'কৈ, বাক্য বীর যে কোন উত্তর দিলেন না ?'

খোকাকে দোলায় শুইয়ে দিয়ে স্নেহ-স্মিত মুখে হিমানী উত্তর দিলে 'সূর্য্যের আলো ধার করেই তো চাঁদের গৌরব সে কি তারজন্যে লজ্জা বোধ করে ?'

——

জানেন কি ?

—o—

কচ্ছপ আধ ঘণ্টায় ১৫০ ডিম পাড়ে।

—

গ্লাশগোর এক একটি ট্রাম লাইন পচিশ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সেখানে বারো বছরের অনূন বয়স্ক ছেলেমেয়েরা এক পেনি মাত্র ভাড়ায় যত মাইল খুসী ট্রামে চড়িয়া বেড়াইতে পারে।

—

পিপীলিকার পরমায়ু সাধারণতঃ আট হইতে দশ বৎসরের মধ্যে। তবে specimen রূপে যে সব পিপীলিকা বৈজ্ঞানিকের হেপাজতে থাকে, তারা পনেরো বৎসর কাল জীবিত থাকে।

—

পোর্ট এলিজাবেথে উইলিয়াম কোলশেনের বাস—তাঁর বয়স তখন ৭০ বৎসর; তিনি curio বিক্রেতা। গত চল্লিশ বৎসর তাঁর চোখে নিদ্রা নাই; সেজন্য শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য, অসুস্থতা কখনো অনুভব করেন নাই, তেমনি নিদ্রাল্পতায় আক্রান্তও হন নাই। তাঁর চিকিৎসকগণ বলেন, হার্ট দুর্ব্বল বলিয়াই এ ব্যাপার ঘটিয়াছে।

—

লস্ এঞ্জেলসের ওয়েষ্ট পরিবারের সকলেই বৃহদাকার। কর্ত্তা ও কর্ত্রীর ওজন যথাক্রমে ২৮২ ও ২১০ পাউণ্ড। অর্থাৎ প্রায় ৩॥ ও ২॥ মণ। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়'—আঠার বছরের যুবক লিওনার্ড ও ষোল বছরে কিশোর বার্ণার্ড যথাক্রমে ৪৮৫ ও ৩৪৪ পাউণ্ড। ৪ বৎসরের জেসি জিন ও দু'বছরের এনি ৭৫ ও ৩৬ পাউণ্ড।

—

উর্‌সেষ্টারশায়ারে এক নারী একাদিক্রমে একই গৃহে ৮৫ বৎসর কাল বাস করিয়াছেন ৮৫ বৎসরের মধ্যে একরাত্রির জন্য গৃহান্তর করেন নাই। কিন্তু তাঁকে হার মানাইয়াছেন হ্যাটম গ্রাম নিবাসী জন হ্যালান। হ্যালান যে গৃহে জন্মিয়াছিলেন ৯৫ বৎসর বয়সে সেই গৃহেই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই দীর্ঘ কালে একদিনও গৃহান্তরে বাস করেন নাই।

——

স্বাস্থ্যতত্ত্ব

—o—

তোতলামির ঔষধ

অনেক চিকিৎসক জানাইতেছেন যে, বাঁ হাতে লেখা অভ্যাস করিলে তোতলামি কমিয়া যায়। তিনি সাত আট ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিয়া একই ফল পাইয়াছেন। বিষয়টি অদ্ভুত সন্দেহ নাই! ইহার পরীক্ষা হওয়া দরকার।

ম্যালেরিয়ায় কুইনাইন

একজন ইয়োরোপীয়ান চিকিৎসক অনেকগুলি ম্যালেরিয়া রোগীর তুলনামূলক পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্ত উপনীত হইয়াছেন যে ১·২ গ্রাম কুইনাইনের পরিবর্ত্তে যদি রোগীকে ·৬ গ্রাম কুইনাইন হাইড্রোক্লোরাইড খাইতে দেওয়া হয় তাহা হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যে ম্যালেরিয়া বীজাণু ধ্বংস করা সম্ভব হয় এবং রোগলক্ষণ গুলিও শীঘ্রই তিরোহিত হয়।

নিরামিষ আহার ও জলপান

মাঞ্চুরিয়া রেলওয়ের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মিঃ ওটারো হ্যামাম যা বলিয়াছেন "যদি, জাপানীরা প্রচুর মাংস ও রুটী খাইত, প্রচুর পশমী বস্ত্র ব্যবহার করিত এবং [illegible] পণ্যের উপরেই প্রধানতঃ [illegible] তাহা হইলে আজ জাপানে [illegible] জলিত; কিন্তু সৌভাগ্য যে [illegible] জাপানীরা শাক ও মাছ [illegible]

করে, [illegible] বস্ত্র ব্যবহার করে এবং বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করে না বলিলেই হয়।

রক্তের চাপের গবেষণা

মিনেসোটা হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে প্রায় [illegible] জন নরনারীর রক্ত চাপ (Blood-pressure) পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, বয়সের হিসাবে চাপের (pressure) তারতম্য ঘটিয়াছে এবং সাধারণতঃ নারীর blood-pressure এ তারতম্য ঘটে পুরুষের চেয়ে দশ বৎসর পূর্ব্বে। অর্থাৎ ৫০ বৎসর বয়সে পুরুষের blood pressure এ যদি বৈলক্ষণ্য ঘটে তো নারীর সে বৈলক্ষণ্যের সূত্রপাত হয় সাধারণতঃ নারীর বয়স ত্রিশ ও পুরুষের বয়স চল্লিশ উত্তীর্ণ হইলে। এ নিয়মের যে ব্যতিক্রম হয় না, তাহা নয়। তবে উক্ত বয়সের উর্দ্ধ বয়সে চাপের মাত্রা এক ভাবেই থাকিয়া যায়। তবে blood pressure এবং তরুণ পুরুষের মধ্যে মৃত্যু-হার অধিক, ইহার কারণ কি এযাবৎ তাহা নির্দ্ধারিত না হইলেও সে বিষয়ে গবেষণা চলিতেছে।

একা নির্জ্জন ঘরে

শ্রীক্ষেত্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

—•—

নিরবধি তুয়া তরে
কাতর করুণ নয়ন কোণায়
শাঙনের বারি ঝরে।
সারা নিশি জাগি' পোহাই আশায়,
শিয়রের দীপ শুধু নিভে যায়,
উতল পরাণ পথ পানে চায়,
মন মিছে কেঁদে মরে।

কাননে পাখীর শুনি' কল-গান
চমকি চাহিয়া দেখি;
ভাবি বুঝি দুঃখ হ'ল অবসান,
বঁধু, তুমি আসিলে কি?

অলস চপল চরণ বাড়াই,
ভেঙ্গে যায় ভুল, দেখা নাহি পাই,
বাজে হিয়া মাঝে ব্যাকুল সানাই
বেদন-বেহাগ স্বরে।

এমনি আশায় দিন রাত করি
মাস ও বর্ষ ভোর;
শূন্য জীবনে ঘনায় আঁধার
না শুধায় আখি-লোর।
ম্লান হ'য়ে আসে বরণ মালিকা,
ধূলায় ধূসর ছিন্ন কলিকা,
গণি অকারণ পলকে প্রলয়
একা নির্জ্জন ঘরে॥

ভূমিকম্প-প্রবণ ভারতবর্ষ

—•—

বোম্বাইয়ে এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রতিনিধিদের নিকট (বোম্বের) কোলাটা মানমন্দিরের অধ্যক্ষ ডাঃ এন সি রায় বলিয়াছেন উত্তর পূর্ব্ব ভারতে গত বিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যে সকল ভূমিকম্প হইয়াছে ঐ সকল ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল আসাম; সুতরাং [illegible] করিয়াছেন, ১৫ই জানুয়ারী তারিখের ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থলও আসাম। কিন্তু কোলাটা, কোদাইকানাল, আগ্রা এবং লণ্ডনের মানমন্দিরের ভূমিকম্প জ্ঞাপক যন্ত্রে সূচিত হইয়াছে যে, নেপালের পর্ব্বতের পাদদেশে উত্তর বিহারে ভূমিকম্প-প্রবণ অঞ্চলের কোথাও এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ সকল মানমন্দিরের ভূমিকম্পজ্ঞাপক যন্ত্রে দেখা যায়, ভূমিকম্পের উৎপত্তি স্থলের দূরত্ব এইরূপ:—

কোলাটা	৯৫০ মাইল
কোদাইকানাল	১৪০০ „
আগ্রা	৪৫০ „
কিউ (লণ্ডন)	৪৬০০ „

ইহা হইতেই বুঝা যায়, উত্তর বিহারে

হিমালয়ের পাদদেশে কোথাও ভূমিকম্পের উৎপত্তি হইয়াছে। উপরোক্ত দূরত্ব হইতে দেখা যায়, ২৬ একের চার (উঃ) অক্ষরেখা এবং ৮৫ একের পাঁচ (পূ) দ্রাঘিমার মধ্যে কোথাও ভূমিকম্পের উৎপত্তির স্থল। ১৫ই তারিখের প্রধান ভূমিকম্পের পরও যে সকল মৃদু কম্পন হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, উত্তর বিহারের কোথাও এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি হইয়াছে।

উত্তর বিহারে যে ভূমিকম্প হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছু নাই। কারণ পৃথিবীতে যে দুইটী প্রধান ভূকম্প-বলয় আছে উত্তর-বিহার ঐ বলয়ের অন্তর্গত। উক্ত দুইটী বলয়ের মধ্যে একটি প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে; উহাকে "প্রশান্ত মহাসাগরীয় ভূকম্প বলয়" বলা হয়। আর একটি ভূকম্প বলয় পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশে আল্পস্ ও পিরেনিস্ পর্ব্বত ঘেঁষিয়া ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এই দুইটি বলয়ান্তর্গত স্থান সমূহেই ভূমিকম্প তীব্র হয় এবং এই সকল অঞ্চলে প্রায়ই ভূমিকম্প হইতে পারে। ভূতত্ত্ব হিসাবে অপেক্ষাকৃত নবীন দুইটি পর্ব্বতের সমান্তরালভাবে এই দুইটী ভূকম্পবলয় চলিয়া গিয়াছে, কারণ 'নবজাত' পর্ব্বতের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভূস্তরের উপর যে চাপ পড়ে, তাহার ফলে ভূমিকম্প অনিবার্য্য।

ভারতবর্ষে আরও একটি ভূকম্প বলয় আছে, উহা ব্রহ্মদেশ আসাম এবং হিমালয়ের পাদদেশ হইয়া উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পর্ব্বত পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ১৮৯৭ সালের ১২ই জুন এবং ১৯৩০ সালের ৫ই জুলাই তারিখে পেগুতে ভূমিকম্প হইয়াছে এবং ১৯৩১ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে কাংড়ায় ভূমিকম্প হইয়াছে এবং সম্প্রতি বিহারে যে ভূমিকম্প হইয়া গেল, তাহা হইতে বুঝা যায় ভারতীয় ভূকম্প-বলয়ে যে কোন সময়ে ভূকম্প হইতে পারে।

বৈজ্ঞানিক জগৎ

—•—

কাঠের ঘড়ি

আমেরিকায় একজন ঘড়ি নির্ম্মাতা সম্পূর্ণ কাঠের দ্বারা কয়েকটা ঘড়ি তৈয়ার করিয়াছেন। এই ঘড়িগুলি ঠিক সময় রাখিতেছে।

যন্ত্রদ্বারা জাহাজ চালান

একপ্রকারের কল আবিষ্কৃত হইয়াছে যাহা দ্বারা মানুষের সাহায্য ভিন্নও জাহাজ চালান সম্ভব হয়েছে। ইহাতে জাহাজ কখন কোথায় আছে তাহা আপনা আপনিই চিহ্নিত হয়।

বায়ুচালিত গাড়ী

বায়ুচালিত গাড়ী সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা ঘন্টায় ৮০ মাইল যায়। এই যন্ত্রটার বিশেষত্ব এই যে, ইহা উচু, নীচু, কদমাক্ত রাস্তায় এবং পিচ্ছিল খাড়া পাহাড়েও চালান যায়। এতকাল বরফে ঢাকা খাড়া পাহাড় অতিক্রম করা একটী কঠিন ব্যাপার ছিল। এই যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় সে অসুবিধা দূর হইয়াছে। যন্ত্রটী ওজনে ১৫০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ২০ মণ। একঘণ্টা চলিতে ইহার মাত্র একগ্যালন তেল আবশ্যক।

অশ্রুবাষ্প বন্দুক

অশ্রুবাষ্প (tear gas) ভরা বন্দুক দ্বারা অতি সহজে আত্মরক্ষা করা যায় অথচ ইহাতে প্রাণহানি হয় না। ইহা হাতের কব্জীতে বাঁধিয়া রাখাও অতি সহজ-টের পাওয়া যায় না। যাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া এই অশ্রু-বাষ্প ছাড়া হয় সে আর সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে না। মধ্যমা অঙ্গুলীর আংটীর সহিত একটী তার দ্বারা কব্জীর বন্দুক যুক্ত করা থাকে, তালু সমেত অঙ্গুলী নত করিলে তারে টান লাগে, অমনি বন্দুক হইতে অশ্রু-বাষ্প বাহির হইতে থাকে। কব্জী চামড়া দিয়া মোড়া থাকে—তাহার উপরে বন্দুক সুতরাং এই বন্দুক ছুঁড়িবার সময় হাতে কোনরূপ আঘাত লাগে না।

ষ্ট্রেটোস্ফিয়ার এরোপ্লেন

এরোপ্লেন বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী যান। উহার বেগ ঘন্টায় সাধারণতঃ ২৩০ হইতে ৩০০ মাইল পর্য্যন্ত। বিমানের মানুষের সন্তোষ না হওয়ায় এরোপ্লেনকে আরও দ্রুতগামী করিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু বেগ বাড়াইবার পক্ষে একটী গুরুতর বাধা বর্ত্তমান। এরোপ্লেনকে বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া চলিতে হয়। জল অথবা স্থল অপেক্ষা আকাশে বাধা কম হইলেও বায়ুর একটা চাপ (pressure) আছে। খুব শক্তিশালী ইঞ্জিন সম্পন্ন এরোপ্লেনও বায়ুর এই চাপ অতিক্রম করিয়া নির্দ্দিষ্ট বেগের বেশী জোরে চলিতে পারে না। এজন্য যেখানে বায়ুর চাপ অপেক্ষাকৃত কম বায়ুমণ্ডলের সেই স্তরের (ইহাকেই ষ্ট্রেটোস্ফিয়ার বলা হয়) ভিতর দিয়া চলিতে পারে এইরূপ এরোপ্লেন নির্ম্মাণের চেষ্টা ফ্রান্সে সফল হইয়াছে। আকাশে যত উপরে উঠা যায় ততই বায়ুর চাপ কমিতে থাকে। কিন্তু বায়ুর চাপ খুব কমিয়া গেলে মানুষের পক্ষে সেখানে নিঃশ্বাস লওয়া সম্ভব হয় না। এই কারণে এই নূতন ধরণের এরোপ্লেনকে সম্পূর্ণ 'এয়ার টাইট' (air tight) করা হইয়াছে। উহার দ্বারা বার্লিন হইতে নিউইয়র্ক নয় ঘণ্টায় যাওয়া যায়।

মহিলা-জগৎ

—:০:—

অভিভাবকদের চিন্তার বিষয়

[ব্রহ্মচারিণী সাধনা]

আজকাল বি, এ, এম, এ, পাশ করাইয়া মেয়েদের অনেকেই উচ্চ-শিক্ষিতা করিতেছেন। কিন্তু এই শিক্ষায় আকৃষ্ট হইয়া অনাগত যাঁহারা এখনো অগ্রসর হইতেছেন, তাঁহাদের অগ্রগামী অভিভাবকদের ফলভোগ হইতে জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া সাবধান হইবার সময় আসিয়াছে।

বর্ত্তমান শিক্ষার ভিতর আত্মসংযম অর্জ্জনের কোনও সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা নাই না ছেলেদের না মেয়েদের। এই অবস্থায় কন্যারা যখন বিবাহযোগ্য বয়সও বইয়ের বোঝা বহন করিতে থাকে তখন বিবাহের কথাটা তাহাদের অভিভাবকদের চিন্তায় আসিলেও অনেক কন্যা উহা গ্রাহ্যে আনে না। কিন্তু বয়সের ধর্ম্ম যৌবনে হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা ও কামনার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়। অথচ বিবাহ করিলে পুরুষের অধীনতা স্বীকার, বিদ্যার্জ্জনের বিঘ্ন এই সব ভাবিয়া বিদুষিনী ভগিনীরা বিবাহের ভিতর দিয়া অজ্ঞাতশীল কোনও যুবকের অভিভাবকত্বে এত শীঘ্র নিজেকে নিঃশেষ করিয়া দিতে আদৌ সম্মত হন না। অথচ, হৃদয় মানে না। যে সময় হৃদয়ের আবেগ, হৃদয়ের ভালবাসার উচ্ছ্বাস কোমলবৃত্তি একটা অবলম্বন কোথাও পায় না, যেখানে আত্ম সমর্পণ করিলে পূর্ণ তৃপ্তির আস্বাদন লাভ করিবে তখন পুরুষ-বন্ধু বা ঘনিষ্ঠ আত্মীয় যাহারা তাহার সহিত মেলামেশা করে তাহারা তাহার আশা তাহার উদ্দীপনা জাগায় তাহার কামনা সঞ্চার করে। কিন্তু অবাধ মেলামেশা সুফলপ্রদ না হইবার কথা। কেননা, ঐ বয়সের না মেয়ে না পুরুষ সত্যিকারের সংযম কেহ শিখে নাই।

মেয়ের বয়স হইয়াছে। তাতে আবার উচ্চ শিক্ষাও পাইয়াছে। তার শুভাশুভ বা মঙ্গলামঙ্গল সম্পর্কে মা-বাপ কিছু বিশদভাবে বুঝাইতে গিয়া সঙ্কুচিত হন। ইচ্ছা থাকিলেও মেয়ের পক্ষে তাহা অপ্রিয় সত্য হইবে আশঙ্কায় নীরব থাকেন পরন্তু, মেয়ের যে বিবাহের যোগ্য বয়স হইয়া গেল, এখনও তার মন যোগাইয়া সর্ব্বদা চলা তাহারই ভবিষ্যতের পক্ষে নিরাপদ নয়—ইহাও তাঁহারা বুঝেন। কিন্তু করেন কি? মেয়ে যে বুঝে বেশী, শিক্ষাও ত পাইল অনেকগুলা! —নিরুপায়!

পুত্রের পিতা উচ্চশিক্ষিতা বয়স্কা মেয়েকে পুত্রবধূ করিয়া আনেন। তাহার দ্বারা গৃহ কার্য্যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শৃঙ্খলা স্থাপিত হইবে, বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাদের তৃপ্তিপূর্ণ সেবা-শুশ্রূষায় সংসারের শান্তি অব্যাহত থাকিবে এই তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে তাহা সফল হয় না। যে শিক্ষা ও রুচির ভিতর দিয়া বধূর কৈশোর জীবন গঠিত হইয়া আসিয়াছে, গার্হস্থ্য জীবনের কোনও স্পষ্ট আভাস বা ইঙ্গিতই সেইখানে সে পায় নাই। বয়স্কা কন্যাকে কিছু বুঝাইতে গিয়াও তাঁহারা বুঝাইয়া উঠিতে পারেন না। বধূর তরফে যুক্তি, তর্ক, বিতণ্ডার স্পৃহা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিতে সর্ব্বদাই উদ্যত থাকে। অগত্যা নীরব থাকেন তাঁহারা। এর ফলে, বর্ত্তমান সমাজের অভিভাবকদের অনেকের ভিতরে এই উচ্চ শিক্ষিতা কন্যাদিগকে 'গৃহ-বধূ' করিয়া লইবার বিরুদ্ধে একটা রুচি ও মনোভাব গঠিত হইয়া উঠিতেছে। ছেলেরাও যে বি এ, বা এম-এ পাশ করা একটী পরিপূর্ণযৌবনা বা যৌবন-অতিক্রান্তা শিক্ষিতা কন্যাকে নিরীহ,ব্রীড়াবনতা, সুশীলা, আজ্ঞানুবর্ত্তিনী পল্লীবালার পরিবর্ত্তে বেশী কামনা করিবে—এইরূপ ধারণারও সংশয় ঘটিয়াছে। তারপর, পুরুষ সাধারণতঃই একটু কর্ত্তাপ্রিয়। স্বামী হইয়া স্ত্রীর আজ্ঞায় বা যুক্তি বুদ্ধিতে সর্ব্বদা চলিবে এবং তার স্ত্রীর শিক্ষাভিমানের পদতলে শিষ্যের মত গললগ্নীকৃতবাসে উপবিষ্ট ও অনুগত রহিবে—মনোবিজ্ঞান তো সর্ব্বক্ষেত্রে অনুমোদন করে না।

এখন উপায় কি? এ দিকে মেয়েদের ভিতর 'বিবাহ না করিয়া' থাকার একটা জিদ্ ও ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইতেছে। ইহাকে ঠিক কৌমার্য্য বলা চলে না। কেননা, কৌমার্য্যের দায়িত্ব সম্বন্ধে ইঁহাদের অনেকের রুচি বিকৃতি-প্রাপ্ত। শিক্ষা সমাপনান্তে কেবল শিক্ষয়িত্রীর কাজেই যে ইহারা জীবিকার্জ্জন করিবে এত চাকুরীই বা কোথায়?

এই অর্থসমস্যা, বেকার সমস্যা এবং আরও সহস্র সমস্যার ভিতর বর্ত্তমান অভিভাবকদের সম্মুখে কন্যা-সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। এখনো কন্যা-সমস্যার সবটুকু যদি গম্ভীর ভাবে চিন্তা ও আলোচনা করিতে তাঁহারা অবহেলা করেন, তবে তাহা আত্মহত্যারই নামান্তর হইবে।

——

নারী শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু

(প্রয়াগ মহিলা বিদ্যাপীঠের কনভোকেসনে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর নিম্নলিখিত অভিভাষণ পণ্ডিতজীর অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত সঙ্গমলাল আগরওয়ালা পাঠ করিয়াছেন)—

"পুনরুত্থান যদি আমাদের জাতীয় কামনা

হয়, তবে জাতির অর্দ্ধাংশ নারী-সমাজ অজ্ঞ ও নিরক্ষর থাকিতে সেই কামনা কিরূপে পূর্ণ হইতে পারে? জননীরা যদি আত্ম-নির্ভরশীলা ও নিপুনা না হন তবে সন্তানেরা কিরূপে আত্মনির্ভরশীল ও নিপুন হইয়া উঠিবে? আমাদের ইতিহাসে দেখা যায় প্রাচীন কালে বহু বিদুষী রমণী ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে মৃত্যুভয়েও ভীত হইতেন না। তাঁহাদের স্মৃতি আমাদের শ্লাঘার বস্তু কিন্তু তথাপি অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও নারীজাতির অবস্থা শোচনীয়। আমাদের সভ্যতা, রীতি-নীতি আচার ব্যবহার সমস্তই পুরুষের স্বহস্ত-রচিত এবং পুরুষ জাতি সযত্নে আপনার জন্য শ্রেষ্ঠ স্থান সংরক্ষিত করিয়া নারীকে তৈজসপত্র এবং ক্রীড়নক স্থানীয় করিয়াছে। সমাজ ব্যবস্থার দোষে নারী তাহার গুণগ্রাম বিকাশের পূর্ণ সুযোগ লাভ করে নাই অথচ নারী অনগ্রসর বলিয়া পুরুষ তাহার স্কন্ধেই সমস্ত দোষ আরোপ করিয়াছে।

ক্রমে কোনও কোনও পাশ্চাত্য দেশে নারী কিছু কিছু স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে কিন্তু ভারতবর্ষের নারীর নিকট প্রগতির আহ্বান আসিলেও আজও সে পশ্চাৎপদ। বাহ্য সামাজিক দুর্নীতি দূর করিতে হইলে, উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা যে সংস্কারের শৃঙ্খলে জড়িত, তাহা সবলে ভাঙ্গিতে হইবে।

আমাদের প্রত্যেকের সমক্ষেই আজ সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর সমস্যা ভারতের জাগরণের গুরুভার অপসরণ। কিন্তু ভারতীয় নারী সমাজের সম্মুখে আর একটী অতিরিক্ত সমস্যা আছে; তাহা—পুরুষের সৃষ্ট বন্ধনশৃঙ্খল মোচন। আত্মপ্রচেষ্টায় তাহাদিগকে দ্বিতীয় সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে কারণ পুরুষ যে তাহাকে এই বিষয়ে সাহায্য করিবে, তাহা মনে হয় না।

আজিকার অনুষ্ঠানে যে সকল বালিকা ও তরুণী উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের অনেকই পাঠ সমাপনপূর্ব্বক ডিগ্রী ধারণ করিবেন এবং তৎপর বিশাল কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবেন। কোন আদর্শের বাণী তাঁহারা বিশাল কর্মক্ষেত্রে বহন করিয়া লইয়া যাইবেন? কোন্ অর্ন্তনিগূঢ় ইঙ্গিতে তাঁহাদের জীবন ও কর্মশক্তি নিয়ন্ত্রিত হইবে? আমার আশঙ্কা হয়, অনেকেই জীবনের দৈনন্দিন কর্ত্তব্যে বিব্রত হইয়া পড়িবেন—মহত্তর আদর্শ সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইবেন। আবার অনেকে জীবিকার্জ্জন ব্যতীত অন্য কোনও চিন্তা মনে স্থান দিবেন না। কিন্তু মহিলা বিদ্যাপীঠ যদি ছাত্রীদিগকে মাত্র এই শিক্ষাই দেন, তাহা হইলে বিদ্যাপীঠের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইবে। কোনও বিশ্ববিদ্যালয় যদি তাহার অস্তিত্বের সার্থকতা প্রমাণ করিতে চাহে, তবে ছাত্রেরা যাহাতে প্রাচীন কালের নাইটদের ন্যায় সত্য ও মুক্তির জন্য অন্যায় ও পীড়নের বিরুদ্ধে নির্ভীক ভাবে সংগ্রাম করিতে পারে সেইরূপ শিক্ষাই ছাত্রদিগকে দিতে হইবে। আমি আশা করি, আপনাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন অস্বাস্থ্যকর সমতল ভূমিতে অনায়াসসাধ্য জীবন যাপনে প্রলুব্ধ না হইয়া সমস্ত বিপদ আপদ উপেক্ষা করিয়া দুর্গম তুঙ্গ গিরিপথে আরোহন করিবেন।

দুঃখের বিষয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ ছাত্রদিগকে দুর্গম পার্ব্বত্য পথে আরোহণ করিতে উৎসাহ দেয় না। নির্ব্বিঘ্ন সমতল ক্ষেত্রে পড়িয়া থাকিতেই প্ররোচনা দেয়। আমাদের শাসক জাতি তরুণদের মত ছাত্রদিগকে নির্ভীক স্বাধীন চিন্তা শিক্ষা দেয় না এবং উপরওয়ালারা শৃঙ্খলা ও শাসন মানিয়া লইতে শিক্ষা দেয়। সুতরাং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ যে নৈরাশ্যকর জড়পঙ্গু এবং সংগ্রামশীল জগতের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে?

অনেকেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তীব্র সমালোচনা করিতেছেন এবং তাঁহাদের সমালোচনা অযৌক্তিক নহে। কিন্তু সমালোচকবর্গও ধরিয়া লইয়াছেন সমাজের উচ্চ শ্রেণীর যুবকগণের শিক্ষার ক্ষেত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও সংস্রব নাই। যদি শিক্ষা বিস্তার করিতে হয় তবে সমাজের নিম্নতমস্তর পর্য্যন্ত শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে। অবশ্যই বর্ত্তমানে তাহা সম্ভব নহে, কিন্তু বিদ্যাপীঠ হইতে বাহির হইয়া আপনাদের মধ্যে যাঁহারা শিক্ষাদানকার্য্যে ব্রতী হইবেন, তাঁহারা এই কথা স্মরণ রাখিবেন এবং শিক্ষানীতির পরিবর্ত্তন সাধনের প্রয়াস পাইবেন।

অনেকে বলিয়া থাকেন পুরুষের শিক্ষা অপেক্ষা নারী-শিক্ষার ধারা স্বতন্ত্র হওয়া কর্ত্তব্য—আমার মনে হয়, এই বিদ্যাপীঠের নীতিও তাহাই। সাংসারিক কর্ত্তব্য—এবং বিবাহরূপ বৃত্তির উপযোগী শিক্ষা লাভই নারী শিক্ষার উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু শিক্ষাকে এইরূপ সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে আবদ্ধ করিতে আমি অক্ষম। আমার বিশ্বাস, নারী যাহাতে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে যোগ্যতা প্রদর্শন করিতে পারে, এইরূপ ব্যাপক শিক্ষা পুরুষের ন্যায় তাহার পক্ষেও অত্যাবশ্যক। রাজনৈতিক অবস্থা অপেক্ষা অর্থনৈতিক অবস্থার উপরেই স্বাধীনতা অধিকতর নির্ভরশীল। নারী যদি অধিক স্বাধীনতা লাভ করিতে না পারে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই স্বামী অথবা অপর কোনও পুরুষ আত্মীয়ের অধীন হইয়া থাকিবে। নরনারীর সাহচর্য্য সমানাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য—এতদ্ব্যতীত যে সাহচর্য্য তাহা একের উপর অন্যের প্রভুত্বমাত্র।

বিদ্যাপীঠের তরুণীগণ! আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, বিদ্যাপীঠ হইতে বাহির হইয়া আপনারা কি করিবেন? যুগযুগান্তের রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা অপকৃষ্ট হইলেও কি আপনারা কি কল্যাণ কামনা করিয়াই আপনাদের কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিবেন? আত্মপ্রচেষ্টায় কল্যাণ সাধনে অগ্রসর হইবেন না? আপনাদের বন্ধন শৃঙ্খল মোচনের চেষ্টা করিয়া কি আপনারা আপনাদের শিক্ষার সার্থকতা সপ্রমাণ করিবেন না? বর্ব্বর যুগের স্মৃতি স্বরূপে যে পর্দাপ্রথা আমাদের কোটী কোটী ভগিনীর দেহ মন অন্তঃপুরের কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, সেই পর্দা বিদীর্ণ করিয়া কি

আপনারা ধরণীর মুক্ত বক্ষে বাহির হইবেন না? যে অস্পৃশ্যতার সুযোগে সমাজের এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে শোষণ করিতেছে, আপনারা কি সেই গুরুতর বৈষম্যমূলক প্রথা ধ্বংশ করিয়া দেশে সাম্য আনয়ন করিবেন না? আমাদের বিবাহ এবং অন্যান্য যে সকল কালজীর্ণ প্রথা আমাদের প্রগতির পথরোধ করিয়া রাখিয়াছে, এবং নারী জাতিকে নিষ্পেষিত করিতেছে, আপনারা কি ঐসকল প্রথা সমূলে নির্ম্মূল করিয়া আধুনিক কালের উপযোগী রীতি-নীতি প্রণয়ন করিবেন না?

আমি আপনাদিগকে এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, কিন্তু গত চারিবৎসর যে সহস্র সহস্র তরুণী ও মহিলা জাতির মুক্তি আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন তাঁহারা ইতিপূর্ব্বে এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। যে ভারতীয় নারী যতপি অন্তঃপুর ছাড়িয়া বাহিরে আসেন নাই, তাঁহাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে স্বামী ও ভ্রাতার পার্শ্বে দাঁড়াইতে দেখিয়া কাহার হৃদয় আনন্দ নৃত্য করে নাই। বহু তথাকথিত পুরুষকেও তাঁহারা লজ্জা দিয়াছেন। এবং জগত সমক্ষে প্রমাণ দিয়াছেন যে, ভারত নারী সহস্র সহস্র বৎসরের মোহ-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়াছেন। আর তাহাদিগকে তাহাদের ন্যায্য অধিকারে বঞ্চিত রাখা চলিবে না। *

---

* আমরা মহিলা জগতে এক তরফা মতামত প্রকাশ করিবার সুযোগ দিয়া থাকি বলিয়া যাঁহারা মনে করেন পণ্ডিত জহরলালের বক্তৃতা প্রকাশ করায় তাঁহাদের সে সন্দেহ নিরসন হইবে।

রেডিও

লাউডস্পীকার

—•—

বেতারের পাক্ষিক প্রোগ্রাম তালিকা দেখিলে বাস্তবিক হতাশ হইতে হয়। যে কেহ তাহার উপর দিয়া চোখ বুলাইয়া গেলে দেখিতে পাইবেন প্রোগ্রাম প্রস্তুত করিবার সময় কোনো পলিসি মানিয়া চলা হয় না, এমন কি ইহার পশ্চাতে কোনো মস্তিষ্ক কাজ করে কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ উপস্থিত হয়।

—

স্কুল ব্রডকাষ্ট—একজন 'এক্সপার্টের' উপর ভার দিয়া কর্তৃপক্ষ সেই যে পরম নিশ্চিন্ত আছেন এখনো তাঁহাদের নড়িতে চড়িতে দেখি না। যে ব্যবস্থা সুফলপ্রসূ হইতেছে না তাহার পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য জানিয়াও তাহা দূরে সরাইয়া রাখার কারণ বুঝা দুষ্কর।

—

অথচ বেতারকে লোক-শিক্ষার বাহন করিতে পারিলে শুধু যে বেতারের প্রসার হইত তাহা নয় তাহা দ্বারা জনসাধারণ সত্যই উপকৃত হইত, এবং দেশের জ্ঞান ভাণ্ডারও সমৃদ্ধিশালী হইত। এ সব কথা আমরা বেয়ম-বলিয়াছি, অনেকেই তেমনি বলিয়া দেখিয়াছেন। কিন্তু কোন ফল ফলে নাই।

—

বেতারের শিক্ষার 'এক্সপার্টের' অধীনে তো স্কুল ব্রডকাষ্ট অনেকদিন রাখা হইল, আজ ৩বৎসর সেই একই ব্যক্তি নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিতেছেন। আমরা তাঁহাকে দোষ দিব না। কেননা, যে কাঞ্চন মূল্যে তাঁহার দ্বারা একাজ চালানো হইতেছে সমান মূল্যে আর কেহ তদপেক্ষা ভাল করিতে পারিত কিনা সন্দেহের বিষয়।

—

এমন কি যেটুকু কাজ তিনি করিয়াছেন যাহাতে তাহা effective হয় তাহার জন্য কর্তৃপক্ষ কোনো প্রোপাগ্যাণ্ডা করেন নাই। মাইক্রোফনের বাইরেও প্রচার কার্য্যের প্রয়োজন আছে। এবং সেজন্য বেতারে লোক আছে শুনিয়াছি। কিন্তু পেটোয়া কাগজে আফিসের নিয়ম বহির্ভূত ব্যক্তিগত ঢাক পিটানো ছাড়া তাহাদের কোনোদিন কিছু করিতে দেখি নাই, শুনিও নাই।

—

চাকরি বজায় রাখিবার জন্য নিজ নিজ জয়গান কাগজে কাগজে গাহিলে কি কর্ম্মচারীর যোগ্যতা প্রমাণ হইবে, না কার্য্যের দ্বারা তাহার যোগ্যতার প্রমাণ হইবে? যদি তাহা হইত তাহাহইলে সরকারী বেসরকারী সব আফিসের কর্ম্মচারীরা একাধিক সংবাদ-পত্রের তুষ্টিসাধন করিলে সব কাজ চুকিয়া যাইত।

—

কাহারো কাজ সর্ব্বাপেক্ষা তাহার বড় বিজ্ঞাপন। কথায় বলে, 'ফলেন পরিচিয়তে'। তাহা না করিয়া কাগজে কাগজে প্রশংসাবাদ লিখিয়া কোন ফল লাভ যে হইতে পারে না এত দিনে এ শিক্ষা ইহাদের হইল না ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

—

ষ্টেশন ডিরেক্টার বাংলা জানেন না, কিন্তু নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার বাঙ্গালী। বাংলা কাগজগুলি খুলিলে তাঁহার পক্ষে বুঝিতে কষ্ট হয় না, এই ভাবের লেখা ব্যক্তিগত প্রোপাগ্যাণ্ডা কিনা। অতএব তাঁহার জ্ঞাতসারেই তিনি ঐ সব প্রোপাগ্যাণ্ডা হইতে দেশ ধরিয়া লইতে হইবে।

—

নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্বন্ধে কঠোরতর সমালোচনা আর করিতে ইচ্ছা করে না। কেননা, তাহা কি আমরা বাস্তবিক জানি না। আমরা এখনো আশা করি তিনি যোগ্য হইতে চেষ্টা করিবেন।

—

বেতারের প্রসার কি করিয়া সম্ভব, নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবনের দ্বারা প্রোপাগ্যাণ্ডার সাহায্যে তাহা করা বোধ হয় প্রোপাগ্যাণ্ডা-বিভাগের কাজ। একাধিক ব্যক্তি বিশেষের জয় ঘোষণা ছাপানো নিশ্চয় তাহাদের কাজের মধ্যে নয়। তবু তাহা হয় কেন, মিঃ মজুমদার বলিতে পারেন কি?

—

যেখানে নিন্দা করা আবশ্যক আমরা সেখানে নিন্দা করি, আবার প্রশংসা প্রাপ্য হইলে তাহাও করিয়া থাকি। একই ব্যক্তির নিন্দা ও প্রশংসা হইতে আমাদের ন্যায়পরতা সম্বন্ধে কাহারো সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না। কোথাও একই ব্যক্তির ক্রমাগত booming দেখিলে তাহাও কি সমালোচনা বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে? ডিপার্টমেণ্টের কর্ত্তার নিম্নতন কর্ম্মচারীদের এ অভ্যাস ছাড়ানো উচিত।

—

২২শে সোমবার মহিলা মজলিসে ভদ্র মহাশয়ের অনুপস্থিতির জন্য শ্রীরাজেন সেন মহিয়সী নারীদের কথা প্রসঙ্গে হামিদের কথা বলিলেন

—

২৫শে বৃহস্পতিবার প্রথমে দুইখানি রেকর্ড দিয়া শ্রীরাজেন সেন ৺গিরীশচন্দ্র ঘোষের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রবন্ধটী মহিলা মজলিসে পাঠ করিলেন।

—

২৬শে শুক্রবার এক ঘণ্টা সময় রেকর্ড দিয়া বিজন বসু মহিলা মজলিস শেষ করিলেন।

—

২৭শে শনিবার বিজন বসু 'ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল' সম্বন্ধে সেই অতি পুরাতন আলোচনা ১০ মিনিট করিয়া বাকি সময় রেকর্ড দিলেন।

—

২৪শে বুধবার সন্ধ্যা ৮টার পর শ্রীচুনী লাল ব্যানার্জ্জীর 'মা বলেছি যখন তোরে' গানটী সুরে গীত হইলেও গায়কের কণ্ঠস্বর বড় মোটা বলিয়া উপভোগ্য হয় নাই। শ্রীশক্তিপদ ব্যানার্জ্জীর 'বাজরে বাঁশরী' আমাদের ভাল লাগেনি। কণ্ঠস্বর বেসুরো। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দের "গোলাপে তরুণী চাঁদিনী" ও "ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা বঁধু" গানটী চমৎকার!

—

৯টার পর শ্রীযুক্ত জীতেন্দ্রনাথ চৌধুরীর 'হে ধনী কঠিন পরাণে' কীর্ত্তনটী ভক্তদের ভাল লাগিয়া থাকিবে। শ্রীপ্রতাপ ব্রহ্মচারীর বেহালা বাজনা মন্দ নয়। এর পর রেকর্ড দিয়া পাদ পূরণ হইল।

—

হায়রে! যেখানে আর্টিষ্টের মাহিনা বাবদ একটী মোটা টাকা খরচ হয় সেখানে লাইসেন্সের টাকা বছরে গুনিয়া শ্রোতারা কি পাইতেছেন? কয়েকটী বহু বার শোনা পুরাতন রেকর্ডের গান!

—

২৫শে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ডাঃ মনোমোহন দাসের বক্তৃতাটী জ্ঞাতব্য বিষয় ও তথ্যপূর্ণ বলিয়া আমাদের মন্দ লাগিল না। শিশু জননীর নিকট এই ধরণের বক্তৃতার বিশেষ প্রয়োজন।

—

বৃহস্পতিবার ২৫শে জানুয়ারী বেতার শিল্পী সঙ্ঘের কোরাস গান 'জাগো জাগো সুন্দর বনমাঝে' অতি বিশ্রী। কাহারও কণ্ঠ কাহারও সহিত মিলিতেছিল না—যেন নূতন ঘোড়া ব্রেক করা হইতেছে। শ্রীমদন মোহন সিংহের 'য'দ মোর গান থেমে যায়' গানটি শুনিয়া আমাদের মনে হইল থামিলে ভাল হইত। যেমন কর্কশ কণ্ঠ তেমনি যাচ্ছেতাই গাহিবার প্রণালী।

—

শ্রীজীতেন্দ্র নাথ আড্ডা গাহিলেন 'বাদের বুকে পিউলী বরে'। গানটি বিশ্রী হইয়াছিল। শ্রীঅনিল বাক্চী নজরুলের 'পাষাণের ঘুম ভাঙালে' গানটি গাহিয়া আমাদের কথঞ্চিৎ সুস্থ করিলেন। গানটি মন্দ হয় নাই।

—

৭॥০টায় সর্দ্দার হোসেনের অনুপস্থিতির জন্য রেকর্ড বাজান হইল। আশালতার হিন্দি গজল গান সুন্দর হইয়াছিল। হিন্দি ঘোষকটির বাণী আরও স্পষ্ট হওয়া উচিত। আর্টিষ্টের নাম প্রায়ই বুঝা যায় না।

—

রাত্রি স'আটটায় শ্রীপ্রফুল্লকুমার মিত্র একে একে তিন খানি গান গাহিয়া ফেলিলেন। এই গায়কের কণ্ঠস্বর কর্কশ, ভাঙা ভাঙা, ও বেসুরা। "বসিয় বিজনে" ও হিন্দি "কাহে মধুর মুরলী" গান দুটি বেমক্কা চিৎকারের নামান্তর মাত্র। তৃতীয় গান "আমার বাঁশীতে ডেকেছে কে গো" নিতান্ত নিন্দনীয় হয় নাই।

—

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর এস্রাজ বাজান সুন্দর। শেষে বাঁশুরিয়া নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার বাঁশী বাজাইয়া আসর মাৎ করিলেন।

—

শনিবার ২৭শে জানুয়ারী নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোর "Metric System" ওজন সম্বন্ধে বক্তৃতার পর নলিনীকান্ত সরকার দুটি গান গাহিলেন। নলিনীকান্তের নাম সেদিন প্রোগ্রামে ছিল না কিন্তু সরোজাক্ষ মুখার্জ্জী অনুপস্থিত বলিয়া গাহিলেন। তাঁর প্রথম গান ৺রজনীকান্তের "কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব" ভাল হয় নাই দ্বিতীয় গান "তোরা দেখিস নি মোর মাকে" নিতান্ত নিন্দনীয় নয়।

—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী ইমন সুরে "যা সখি আন তারে" বাঙলা গানটি গাহিলেন ও বাগেশ্রী হিন্দি খেয়াল গাহিলেন।

জ্ঞানবাবুর তান গুলি এখন সুবিধাজনক হয় নাই।

—

রবিবার ২৮শে জানুয়ারী প্রাতে শ্রীনিরাপদ মুখার্জ্জী গাহিলেন "ফুটেছে কুসুম তারে দেখ গো প্রিয়া"। মুখুজ্যে মশায়ের কণ্ঠ ঠুংরী গানের উপযুক্ত এখনও হয় নাই বলিয়া মিষ্ট লাগিল না। শ্রীঅজিতকুমার ব্যানার্জ্জীর "অন্তর মম কাঁদে নিরাশায়" ও "আজ গানে গানে ঢাকবো আমার" গান দুটি মন্দ হয় নাই।

—

শ্রীতড়ীচরণ চ্যাটার্জ্জীর 'মুক্ত তুমি নও গো' গানটির কোন মাধুর্য্যই ছিল না। কণ্ঠস্বর কর্কশ। শ্রীমনীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীর 'সেই ভাল সেই ভাল" গানটি মন্দ হয় নাই। মিস্ আঙ্গুরবালার 'যদি চির-সুন্দর নাহি হবে গো' ও 'ঐ ঘর-ভুলানো সুরে' গান দুটি চমৎকার।

—

সান্ধ্য অধিবেশনে কুমারী বেলারাণী বসুর বাংলা গান দুটী ভাল হয় নাই। কুমারী প্রতিভা সেনের দুটি গানের মধ্যে 'যদি তোর হৃদ-যমুনা' গানটি ভাল লাগিল। তাঁর তৃতীয় গান যখন করিতে তোরে" বেসুরো।

কুমারী বীণাপাণি চ্যাটার্জ্জীর 'ও কাল মেঘ বলতে পার' গানটি বিশ্রী। শ্রীমতী উত্তরা দেবী 'মনে জাগে যখন', 'কুপুত্র বলিয়া মাগো' ও 'একান্ত কাঙালে মাগো' তিনখানি গানই সুগীত হইয়াছিল।

—

রাত্রি পৌনে দশটায় মিস্ লীলাবতীর ভূপালী খেয়াল গান চমৎকার। দ্বিতীয় গান ঝিঁঝিট গজল সুন্দর। তৃতীয় গান ঝিঁঝিট দাদ্‌রা মধুর। লীলাবতীর ঝিঁঝিট গানে দখল দেখিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি। বাস্তবিক খেয়ালের তান গুলি অতি সুন্দর।

——

পুস্তক পরিচয়

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

—o—

হিন্দুসমাজের ইতিহাস—লেঃ কর্ণেল উপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এম ডি প্রণীত। ১ম ও ২য় খণ্ড মূল্য প্রতিখণ্ডের ১৸০ প্রকাশক দি বুক কোম্পানী লিঃ।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ একজন সুনিপুণ কৃতবিদ্য চিকিৎসক। তাঁহার ইংরাজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে অসাধারণ বুৎপত্তি। ইহা সত্ত্বেও যে তিনি ইংরাজী ভাষায় এইরূপ একখানি প্রয়োজনীয় তথ্যপূর্ণ পুস্তক না লিখিয়া মাতৃভাষায় লিখিয়াছেন, তাহা তাঁহার মাতৃভাষার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচায়ক। একজন প্রতিষ্ঠাবান্ ভিষক্ হইয়াও যে তিনি স্বজাতির ইতিহাস অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন কেন, তাহার উত্তর তিনি নিজেই দিয়াছেন। আমরা নিজেদের ইতিহাস নিজেরা না লিখিলেও বিদেশীয়েরা সে অভাব পূরণ করিয়াছে, এবং তাহাদের অপ্রকৃত ও অনেক সময় অসত্য পূর্ণকাহিনী আমাদিগকে প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। এরূপ দুর্গতি বোধ হয় কোন দেশে কখন হয় নাই।" এই দুর্গতি দূর করিবার জন্যই শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ স্ববৃত্তিলাভজনক চিকিৎসা ব্যবসা ছাড়িয়া বাঙ্গালা ভাষায় স্বজাতির ইতিহাস লিখিয়া মাতৃভাষার সম্পদ বাড়াইতে চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার এই সাধু চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হউক, ইহাই ভগবানের নিকট আমাদের প্রার্থনা।

গ্রন্থখানি যে আমাদের ঐতিহাসিক সাহিত্যের একটি বিশেষ অভাব পূরণ করিয়াছে তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। মহাভারতের সময় হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত হিন্দু সমাজের অবস্থার বিষয় এই পুস্তকখানিতে আলোচিত হইয়াছে। লেখকের মতে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে নিত্য সংঘর্ষই ইহার দুর্ব্বলতার কারণ এবং এই দুর্ব্বলতাই হিন্দুসমাজকে পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছে। লেখক পুস্তক খানিতে তাঁহার চিন্তাশীলতা গবেষণাযুক্ত অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও স্বজাতি প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন। ভারতীয় ইতিহাস লেখকের পক্ষে ইহা এক অমূল্য গ্রন্থ। তিনি মহাভারতের মত বিশাল বহু তথ্যপূর্ণ পুস্তক হইতে যে সকল ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা ভারতের প্রকৃত ইতিহাস রচনায় সে বিশেষ মূল্যবান্ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহার গবেষণার ফলে ভারতীয় জাতি তত্ত্বের অনেক প্রচলিত মতবাদ ও সংস্কার ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। প্রত্ন স্ববিৎ ও তত্ত্ব পরীক্ষকাদের অক্লান্ত চেষ্টায় যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কৃত ও অভিনব উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতে প্রচলিত ভারতীয় ইতিহাসের আমূল সংস্কার ও পরিবর্ত্তনের বিশেষ প্রয়োজন। বিদেশী লেখকদের 'অপকৃত ও অসত্যপূর্ণ কাহিনী' আর প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করা নিতান্ত অনুচিত।

আমাদের মনে হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে কতকগুলি অমূলক ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথের গবেষণার ফলে সেই সকল ভিত্তিহীন ধারণার মূল অন্ততঃ যে কতকটা শিথিল হইয়া পড়িবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হিন্দু সাধারণের ধারণা যে সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতেই জাতিভেদ প্রচলিত হইয়াছে, এবং যুগাযুগান্তরের মহাপ্রলয়েও বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার ভিত্তি কিছুমাত্র নড়াইতে পারে নাই। বলা বাহুল্য এইরূপ পরিকল্পনার মূলে যে কোনও সত্য নাই তাহা

গ্রন্থের উপেনবাবু শাস্ত্রগ্রন্থ মন্থন করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন (হিন্দুসমাজের ইতিহাস ১ম খণ্ড, ৫২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

গুণ কর্ম্মানুসারে যে বর্ণাশ্রমের সৃষ্টি হইয়াছে নিম্নলিখিত শ্লোক তাহার একটি বিশেষ প্রমাণ :—

ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজা বর্ণান্তরং গতাঃ।
ধর্ম্মো যজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিষিধ্যতে ॥

১৪-১৮৮ অঃ শান্তিপর্ব্ব

গ্রন্থকারের মতে খৃষ্টীয় ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে মহাভারত বর্ত্তমান আকারে সঙ্কলিত হয়। সে সময়ও জাতিভেদের সুদৃঢ় প্রস্তর প্রাচীর শতধা বিচ্ছিন্ন হিন্দু সমাজকে সম্পূর্ণরূপে ছিন্নভিন্ন করিতে পারে নাই। জাত্যন্তর গ্রহণ তখনও নিষিদ্ধ হয় নাই। কর্ম্মদোষে ব্রাহ্মণ পতিত হয়, কর্ম্মগুণে শূদ্র ও ব্রাহ্মণ হইতে পারিত, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের ত কথাই ছিল না।

ক্ষত্রিয়েভ্যশ্চ যে জাতা ব্রাহ্মণাস্তে চ তে শ্রুতাঃ।
শূদ্র যোনৌ হি জাতস্য সদগুণানুপতিষ্ঠতঃ।
বৈশ্যত্বং লভতে ব্রহ্মন্ ক্ষত্রিয়ত্বং তথৈবচ ॥
আর্জবে বর্ত্তমানস্য ব্রাহ্মণ্যমভিজায়তে।
গুণাস্তে কীর্ত্তিতাঃ সর্ব্বে কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

১১'১২— ২১১অঃ বনপর্ব্ব।

উপর্য্যুক্ত শ্লোকগুলি হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইত, শূদ্র বৈশ্যত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব সর্ব্বগুণে লাভ করিত। ইহাও উক্ত হইয়াছে :—

শূদ্রে চৈতদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণো ন চ ॥

৮।৮—১৮৯ অঃ শান্তিপর্ব্ব।

শূদ্রে শূদ্রের লক্ষণ এবং ব্রাহ্মণে যদি ব্রাহ্মণের লক্ষণ না থাকে তাহা হইলে সেই শূদ্র শূদ্র নয়। জাতি ও কুল যে ধর্ম্মসাধক নয়, গুণ যে সে সাধক তাহাও উল্লেখিত হইয়াছে।

সত্যং দমস্তপো দানমহিংসা ধর্ম্মনিত্যতা।
সাধকানি সদা পুংসাং ন জাতির্ন কুলং নৃপ ॥

৪২।৪৩—১৮১অঃ বনপর্ব্ব।

"উপরে দেখিয়াছি অসংখ্য উপায়ে লোক তখন ব্রাহ্মণ হইতেন ; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য স্ত্রীলোক বিবাহ করিতেন। এ প্রথা কত শত বৎসর চলিয়াছিল কেহ বলিতে পারে পারে না। ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা গর্ভজাত সন্তানেরা ব্রাহ্মণ হইত, কেবল শূদ্রাণী গর্ভজাত সন্তান ব্রাহ্মণ হইত না।"

(হিন্দু সমাজের ইতিহাস ১ম খণ্ড পৃঃ ২১৯)

আর একপ্রকার নিয়ম ছিল, যদি কোন ব্রাহ্মণ, যে বর্ণের হউক না কেন, কোনও অনাথ বালক প্রতিপালন করিত ও তাহার ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার করিত সেই বালক ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইত।"

"কেবল সংযমকালে লোকে ব্রাহ্মণ হইত, যজ্ঞ করিলে ব্রাহ্মণ হইত, লোকে বলিত, আমি ব্রাহ্মণ এই বলিয়া লোকে ব্রাহ্মণ হইত, চরিত্রগুণে ব্রাহ্মণ হইত, সদাচারসম্পন্ন হইলে লোকে ব্রাহ্মণ হইত, অধ্যয়ন ও যুক্তিফলে ব্রাহ্মণ হইত, এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধদিগের ব্রাহ্মণ হইবার একটা সহজ উপায় ছিল, তখন বৈশ্য ও শূদ্রের সহিত বৌদ্ধ কিংবা অবৈদিকদিগের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ ছিল না। এই শ্রেণীর লোকেরা অগণিত সংখ্যায় যোগপথ অবলম্বন করিতেছিল। এই সন্ন্যাসীরা, ব্রাহ্মণ নাম গ্রহণ করিত, অনেক স্থলে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী থাকিত, তাহাদের সন্ততি ব্রাহ্মণ হইত।" (ঐ পৃ ২২০)

আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের ও বিদেশী লোকের ধারণা যে শূদ্র চিরকালই নির্য্যাতিত, উচ্চবর্ণের দাসত্ব করাই তাহাদের একমাত্র বৃত্তি ছিল। কিন্তু লেখক মহাভারত হইতে বহু প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন যে ব্রাহ্মণের অনেক অধিকারই যোগ্য শূদ্র উপভোগ করিতে পারিত। আমরা শুনিয়া আসিতেছি যে শূদ্রের বেদ ও যজ্ঞে অধিকার নাই, কিন্তু উপেন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন যে শূদ্রের বেদ ও যজ্ঞে অধিকার ছিল।

যজ্ঞ মনীষিণা তাত সর্ব্ববর্ণেষু ভারত।

৩৪—৬০ অঃ শান্তি

নাস্য যজ্ঞ হতো দেবা ইচ্ছন্তে নেতরে জনাঃ।
তত সর্ব্বেষু শ্রদ্ধা যজ্ঞো বিধীয়তে ॥ ৩৫—ঐ
তস্মাচ্ছূদ্রঃ পাকযজ্ঞৈর্যজেত ব্রতবান্ স্বয়ং।
পূর্ণপাত্রময়ীমাহুঃ পাকযজ্ঞস্য দক্ষিণাম্ ॥

৩৭।৩৮ ৬০ অঃ শান্তিপর্ব্ব

শূদ্রের কথা দূরে থাক, এমন কি অসুরদেরও যজ্ঞানুষ্ঠান করিবার প্রমাণ পাওয়া যায় :—

ঋষিভিঃ ব্রাহ্মণৈশ্চৈব দৈবতৈস্তৈর সুরৈরপি।
ইষ্টাং সুকৃতযজ্ঞেষু সত্যেন বিপুলীকৃতাম্।

৪৭—৩১ অঃ সভাপর্ব্ব।

সকল বর্ণের যে যজ্ঞ অধিকার ছিল নিম্নলিখিত শ্লোকই তাহার প্রমাণ :

শিষ্টৈষ্টযজ্ঞকর্ম্মাণঃ সর্ব্ববর্ণাস্তদাভবন্।

১৭— ৫৭ অঃ দ্রোণপর্ব্ব।

শূদ্ররা সংস্কারবর্জ্জিত ছিল না, দ্বিজদিগের ন্যায় তাহাদেরও সংস্কার হইত। পৌদ রাজপুত্রের. (শান্তিপর্ব্ব, অঃ ৪৯-১৮) শূদ্র যোনিজাত বিদুরের ও সূতপুত্র কর্ণের (আদিপর্ব্ব, অঃ ১০৯, শ্লোক ১৮) ব্রাহ্মণের ন্যায় সংস্কার হইয়াছিল।

শূদ্র ব্রাহ্মণের মত তপস্যা করিত। সঞ্জয় সূতজাতীয় শূদ্র হইলেও তপোনিষ্ঠ ছিলেন।

তপঃ সর্ব্বগতং তাত হীনস্যাপি বিধীয়তে।
জিতেন্দ্রিয়স্য দান্তস্য স্বর্গমার্গপ্রবর্ত্তকম্ ॥

১৪-২৯৫ অঃ শান্তিপর্ব্ব।

সকলেরই এমনকি হীনবংশোদ্ভূত ব্যক্তিরও তপশ্চারণে অধিকারে ছিল। শূদ্রের মধ্যে চণ্ডাল সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, কিন্তু চণ্ডালকেও তপশ্চারণ করিতে দেখিতে পাই :—

ততঃ সম্পরামসে বিবুধাংস্তপসাচ্ছিন্নং
মাতঙ্গ সুতসম্প্রেপ্সুঃ স্থাণং সুচরিতান্বিত ॥

২৩ ২১ অঃ অনুশাসনপর্ব্ব।

এখন আমাদের দেশের লোকের ধারণা শূদ্রকে বেদ মন্ত্র শুনিতে নাই। কিন্তু এক দিন ছিল, যখন শূদ্রকে বেদ শ্রবণ করান কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। [illegible]

সম্মুখীন হয় নাই। মধ্যযুগে বিভিন্ন খৃষ্টীয় সম্প্রদায় গুলির মধ্যে বিরোধ যেরূপ উগ্রভাব ধারণ করে তাহার তুলনা জগতের ইতিহাসে দুর্লভ। এখনও কি ইউরোপে শান্তি স্থাপন হইয়াছে? ভিন্নমতবাদীরা কি এখনও কলহে প্রবৃত্ত নাই? ইহা সত্বেও ইউরোপ পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব করিতেছে। দ্বন্দ্ব সজীবতার লক্ষণ, ইহা মুমূর্ষের নিদান নয়। আর এক বিষয়েও আমাদের তাঁহার সহিত মতদ্বৈধ আছে।

হিন্দুর পতনের জন্য তিনি কেবলমাত্র ব্রাহ্মণকেই দায়ী করিয়াছেন, সত্য বটে ব্রাহ্মণ তাহার অনেক সময় ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়াছেন। যেখানে নিরঙ্কুশ অপ্রতিহত ক্ষমতা, সেইখানেই তাহার অপব্যবহার হইয়া থাকে। সভ্য ইউরোপে বর্তমানযুগে কি ধনীরা এইরূপ ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছেন না? অন্যান্য বর্ণের লোকেরা মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণের প্রাধান্য নষ্ট করেন নাই কেন? ক্ষত্রিয়ের বাহুবল ছিল, বৈশ্যের ধনৈশ্বর্য্য ছিল, শূদ্রের সংখ্যা বাহুল্য ছিল। তাঁহারা সম্মিলিত হইয়া বাধা দিলে ব্রাহ্মণ কখনই তাঁহাদের বশে রাখিতে সমর্থ হইতেন না। অর্থবলের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি সকল যুগেই স্বীকৃত হইয়াছে, তবে অর্থবলে বাহুবলে বলীয়ান্ হইয়াও ক্ষত্রিয় বৈশ্য ব্রাহ্মণশক্তি খর্ব্ব করিতে পারে নাই কেন? পরশুরাম যে পৃথিবী নিক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন তাহা কি কেবল পরশুরামেরই দোষ, ক্ষত্রিয়দের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক নয়? ব্রাহ্মণ জ্ঞানের দ্বার অর্গলাবদ্ধ রাখেন নাই। অন্যান্য জাতিও ব্রাহ্মণের জ্ঞানশক্তি অর্জ্জন করে নাই কেন? কাশীরাম, তুলসীদাসের ন্যায় অসংখ্য শূদ্র পণ্ডিত জন্মাইল না কেন? তাহা হইলে ত ব্রাহ্মণ বিদ্যার্জ্জন একচেটিয়া করিয়া লইতে পারিত না। গ্রন্থকার স্বীকার করিয়াছেন যে ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানী ও চরিত্রবান্ ছিলেন

জ্ঞান ও চরিত্রই তাঁহাদের যুগযুগান্তরব্যাপি প্রাধান্যের কারণ। তাঁহাদের অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী ও চরিত্রবান্ জাতি যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছে তখন তাঁহারা পরাজিত হইয়াছেন। ভারতীয় মুসলমানের পতনের কারণ কি?

আর একটী বিষয়েও তাঁহার সহিত মতানৈক্য আছে। তিনি বৌদ্ধযুগকে কি করিয়া হিন্দু যুগ হইতে পৃথক করেন। হিন্দু ধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম পাশাপাশি স্থান পাইয়াছে। অশোক বৌদ্ধ হইলেও তাঁহার পরিবারস্থ অনেকেই হিন্দু ছিলেন। মৌর্য্যবংশের পতনের পর মিত্র বংশের অভ্যুত্থান হয়। ঐ বংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্র ছিলেন গোঁড়া হিন্দু। কুশান বংশের রাজা দ্বিতীয় বিম কদফিস্ ছিলেন শৈব, তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ কণিষ্ক ও হবিষ্ক বৌদ্ধ; কিন্তু ঐ বংশোদ্ভূত আর একজন রাজা বাসুদেব বৈষ্ণব ছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক গুপ্তবংশের অনেকে বৌদ্ধ ছিলেন।

মহাভারতে "উভয়দলের সমন্বয়ের চিত্র" দেখিতে পাই। ইউরোপে এই ধর্ম্ম সমন্বয়ের অনেক চেষ্টা হইয়াছে কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। কিন্তু ভারতে তাহা আশাতীত সাফল্য লাভ করিয়াছে। অশোক তাঁহার প্রাপজ্ঞিতে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয় সম্প্রদায়কেই ভক্তি করিতে আদেশ দিয়াছেন। হিন্দুরাজ চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার পুত্রের শিক্ষার জন্য বসুবন্ধু নামক একজন বৌদ্ধ অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। বসুবন্ধুই ছিলেন সমুদ্রগুপ্তের প্রধান মন্ত্রদাতা। বৌদ্ধরা সমুদ্রগুপ্তকে এত সম্মান করিতেন যে তাঁহাকে ধর্ম্মাদিত্য উপাধিতে ভূষিত করেন। সাধারণতঃ বৌদ্ধনৃপতিরা এই উপাধি করিতেন। গুপ্ত বংশীয় সম্রাটেরা গোঁড়া হিন্দু হইলেও অনেক বৌদ্ধ মঠের জন্য ভূমি ও বৃত্তিদান করিয়াছেন। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম, মহাযান বৌদ্ধধর্ম্ম, শঙ্করপ্রবর্তিত বেদান্তদর্শন কি এইরূপ মত সমন্বয়ের ফল নয়? হর্ষবর্দ্ধন বৌদ্ধ হইলেও সূর্য্য ও শিবের উপাসনা করিতেন, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয় সম্প্রদায়কেই সম্মান করিতেন।

বাহুল্য ভয়ে পুস্তকখানি আরও বিস্তৃতভাবে সমালোচনা করিতে পারিলাম না।

গ্রন্থকার বর্ত্তমান যুগের হিন্দু মনোভাবের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহা তাঁহার সমীক্ষাদর্শিতার বিশেষ পরিচায়ক। তিনি প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন যে বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ এখন তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম পাশ্চাত্য জ্ঞানে শিক্ষিত, দ্বিতীয় শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণ; তৃতীয় দেশের জনসাধারণ। এই তিন শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পরের প্রতি কোনও সহানুভূতি নাই, এক শ্রেণী অপর শ্রেণীর মনোভাব বুঝেন না, মর্ম্মকথা জানেন না, খবর রাখেন না। পরস্পর পরস্পরকে বিদ্বেষ ও সন্দেহের চক্ষেই দেখিয়া থাকেন।

—

মঞ্চ ও পর্দ্দা

—০—

ভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্স

এঁদের প্রথম বাংলা সবাক চিত্র চাঁদসদাগর মুক্তির প্রতীক্ষায় রয়েছে। এই ফেব্রুয়ারী মাসেই উত্তর কলিকাতার কোনো জনপ্রিয় চিত্রগৃহের পর্দ্দায় চাঁদসদাগর আত্মপ্রকাশ করবে। চিত্রামোদীরা শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায়ের পরিচালনায় যে ছবি তোলা হয়েছে তার ওপর আস্থা রাখে। কারণ প্রফুল্লবাবু ছবি সম্বন্ধে কোনোদিন হতাশ করেন নি। আমরা কোম্পানীর প্রথম বাংলা চিত্রের সর্ব্বাঙ্গসুন্দরণে সাফল্য কামনা করি।

পাইয়োনিয়ার ফিল্ম

এরা শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর 'মা" চিত্রাকারে গ্রথিত করবার জন্য অভিনেতৃ সংগ্রহ ইত্যাদিতে আত্মনিয়োগ করেছেন। 'ষ্টার কাষ্ট' করবার এদের নাকি মনোভাব। এখন শুধু আমরা এইটুকু বলতে পারি ষ্টেজে যাঁরা কৃতিত্ব লাভ করেছেন তাঁদেরই একমাত্র ছবির জন্য গ্রহণ করলেই যে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী একথা মনে করা ভুল। আমরা আশা করি রঙ্গমঞ্চের বাইরেও অভিনেতৃ মনোনয়নে এরা দৃষ্টি দেবেন। শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন পালের চিত্র-নাট্য রচনা কর্ত্তৃপক্ষ কিনে রেখেছেন বলে আমরা শুনেছিলুম। কিন্তু, মিঃ পাল চিত্রনাট্য রচনায় ইতিপূর্ব্বে তেমন খুশী করতে পারেন নি। কর্ত্তৃপক্ষ এই কাজে যোগ্য লোক গ্রহণ করতে চেষ্টা করুন। অনেক গুণী লোক লোকচক্ষুর অন্তরালে আত্মগোপন করে থাকেন। তাঁদের টেনে আজ এই কাজে লাগাবার দিন এসেছে। পরিচালনার কাজেও যোগ্য লোক নির্ব্বাচন কর্ত্তব্য। সমস্ত ছবি নষ্ট করা অপেক্ষা trial ছবি কয়েকশত ফিট তুলে নষ্ট করা বরং ভাল কিন্তু পরিচালনা সন্তোষজনক না হলে কাকেও শেষ পর্য্যন্ত তুলতে দেওয়া সঙ্গত নয়।

চিত্র-ছায়া

বৌবাজার কলেজ ষ্ট্রীটের মোড়ে যে নূতন চিত্রগৃহের সম্প্রতি নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয়েছে বেলেঘাটার ধনী ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত ইউ, এন, রায়চৌধুরী তার সত্ত্বাধিকারী। অচিরে এখানে ছবি প্রদর্শনের কাজ সুরু হবে। এই চিত্রগৃহটি বাঙ্গালী লওয়ায় আমরা বাস্তবিক প্রীত হয়েছি। স্থানটিও খুবই লোভনীয়, বাঙ্গালী পল্লীতে বাঙ্গালী ছবির দর্শক এইখানে অভাব হবে না বলে' আমাদের বিশ্বাস। আমরা পরিচালকদের আমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

রঙ্‌মহল

মেয়রের ভূমিকম্প ফাণ্ডের জন্য রঙ্‌মহলে গত বুধবার ২৪শে জানুয়ারী মহানিশা অভিনয়ের সমস্ত বিক্রয় লব্ধ অর্থ দান করেছেন। এমন কি, খরচ হিসাবে তাঁরা কোন টাকা কেটে রাখেন নি, মায় বিজ্ঞাপন পোষ্টারের খরচ নিজেরা বহন করেছেন। এছাড়া, আর্টিষ্টরা ও রঙ্‌মহল লিমিটেডের পরিচালকরা আলাদা দান করেছেন। সর্ব্বশুদ্ধ টাকার পরিমাণ ১৫০১ টাকা। এঁদের মহানুভবতা প্রশংসনীয়।

ভূমিকম্পে দান

চিত্রা, নিউ সিনেমা এবং রূপবাণী, উত্তর বিহারে ভূমিকম্প বিধ্বস্ত নরনারীর জন্য 'চ্যারিটি শো' প্রদর্শন করেছেন। আমরা প্রত্যেকের মোট দানের পরিমাণ জ্ঞাত নই। আমরা আশা করি, অপর চিত্রগৃহ ও রঙ্গমঞ্চের কর্ত্তৃপক্ষ এদের অনুসরণ করবেন। ছবি-নির্ম্মাতারা যাদের নিজেদের চিত্রগৃহ নাই, তাঁরা তাঁদের ছবির কয়েক দিনের একটা পারসেণ্টেজ যদি দান করেন তাহ'লে ভাল হয়।

ভূমিকম্পের চিত্র

নিউথিয়েটার্স অরোরা ফিল্ম, পাইওনীয়ার, রাধা ফিল্ম ইত্যাদি কয়েকটি চিত্র প্রতিষ্ঠান ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত অঞ্চলের চিত্র তুলেছেন। কোনো কোনো চিত্রগৃহে প্রদর্শনও আরম্ভ হয়েছে। আমরা আশা করি এই সব ছবির বিক্রয় লব্ধ অর্থের একটা পারসেণ্টেজ কর্ত্তৃপক্ষরা ভূমিকম্প ফাণ্ডে দান করবেন।

নিউথিয়েটার্স

চিত্রায় মীরাবাই গত শুক্রবারে শেষ প্রদর্শন হয়ে গেল। তাঁরা শনিবার থেকে একটী নূতন ইংরাজী চিত্র দেখাবেন। ভবিষ্যতে আবার কবে যে এখানে তাঁদের নূতন বাঙ্গালা ছবি প্রথম প্রদর্শিত হবে তার এখনো কোনো

সম্পাদক—শ্রীজ্ঞানদা চরণ দাস।

Printed and Published by J. C. Das, at the Chitra Press 124/1 Maniktala Street Calcutta

AJ-KAL PHONE.B B. 3450 *February 10 1934*

৩য় বর্ষ, ৩৩শ সংখ্যা। | শনিবার, ২৭শে মাঘ ১৩৪০। ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪। | নগদ মূল্য দুই পয়সা

Single Copy 6 pies ***Annual Subscription Rs. 2/—***

নারী সমবায় ভাণ্ডার

মহিলা পরিচালিত একমাত্র যৌথপ্রতিষ্ঠান

[লেডী অবলা বসু পৃষ্ঠপোষিত]

"আমরা অনুরোধ করি—প্রত্যেক কলিকাতা ও মফঃস্বলবাসী এখানে পূজার বাজার করুন এবং ইহার সেয়ার ক্রয় করিয়া—বাঙ্গালী নারী প্রতিষ্ঠিত এই দোকানটি সকলের গৌরবের বস্তু করিতে সাহায্য করুন।"

শ্রীঅবলা বসু

১৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দার্জ্জিলিং-'চা'

একমাত্র পুরাতন ব্যবসায়ী

দার্জ্জিলিং টি কোং

২০৭।১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

অধ্যক্ষ—

শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ,

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী এম এ, এফ সি এস্ (লণ্ডন)

ভাগলপুর কলেজের রসায়নশাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক (প্রফেসার)

ব্রাঞ্চ—শ্যামবাজার ২১৩ বহুবাজার, ২০৭।১ হ্যারিসন রোড (বড় বাজার) কলিকাতা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, বগুড়া, তিনসুকিয়া (আসাম) মানিকগঞ্জ, জমসেদপুর (এল টাউন, বিহার), লাহোর (পাঞ্জাব) পাটুয়াটুলী (ঢাকা) রেঙ্গুন (ব্রহ্মদেশ), ভাগলপুর (বিহার), মেদিনীপুর, সর্ব্ববিধ ঔষধ বিশুদ্ধভাবে ও আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রমতে আমার নিজ তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হইতেছে। পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ক্যাটলগ পাঠান হয়। বিস্তারিত অবস্থা জানাইলে যত্নের সহিত উপযুক্ত ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

মকরধ্বজ (স্বর্ণ সিন্দুর)—

বিশুদ্ধ ও স্বর্ণঘটিত) তোলা ৪৲টাকা

বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশ—সের ৩৲ টাকা

উৎকৃষ্ট কাশীর আমলকী বংশলোচন প্রভৃতি যাবতীয় উপাদানে পূর্ণ মাত্রায় প্রস্তুত। কফ কাসি সর্দ্দি, যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ, হৃদরোগ প্রভৃতি রোগের মহৌষধ। সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতানাশক অতিশয় পুষ্টিকর মহৌষধ বা খাদ্য বিশেষ।

শুক্রসঞ্জীবন—সের ১৬৲ টাকা।

ইহা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য, শুক্রহীনতা, স্বপ্ন দোষ প্রমেহ ও ধ্বজভঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায় ইহা অপরিসীম আনন্দদায়ক রসায়ন।

অবলাবান্ধব যোগ—প্রদর, বাধক প্রভৃতি জরায়ুদোষ ও স্ত্রীরোগের মহৌষধ মূল্য—১৬ মাত্রা [illegible] টাকা।

সূচীপত্র

আজ-কালের নিয়মাবলী

১। আজ কাল প্রতি শুক্রবার প্রাতে কলিকাতায় প্রকাশিত হয়।

২। সহরে ও মফঃস্বলে প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা, বার্ষিক সডাক দুই টাকা মাত্র।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়। কোনো প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে সম্পাদক কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহেন। ডাক টিকিট দেওয়া থাকিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয়। ৩ মাসের বেশী কোনো অমনোনীত প্রবন্ধ পড়িয়া থাকিলে যদি হারাইয়া যায় সম্পাদক দায়ী নহেন।

৪। টাকা কড়ি প্রভৃতি ম্যানেজার আজ কাল, ১২৪।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।

আজ কাল
১২৪।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ফোন বি, বি, ৩৪৫৫

৯৬।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট] — রঙ্‌মহল — [ফোন ২৪৪৫ বড়বাজার।

অনুরূপা দেবীর	মন্মথ রায়ের
মহানিশা	**অশোক**
রবিবার ১১ই ফেব্রুয়ারী বেলা ২ টায়	শনিবার ১০ই ফেব্রুয়ারী রাত্রি ৭ টায়

১২ই ফেব্রুয়ারী সোমবার শিবরাত্রি উপলক্ষে সারারাত্রিব্যাপী অভিনয়

মহানিশা

শিবপূজা

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া

নিমাই—রবী রায় নিতাই ভূমেন রায় অদ্বৈত-যোগেশ চৌধুরী

শচীমাতা-আশমান তারা বিষ্ণু শেফালিকা নারায়ণী সুহাসিনী

এখন হইতে টিকিট বিক্রয় হইতেছে

৮৩নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা, ফোন—বড়বাজার—১১৩৩

শনিবার ১০ই ফেব্রুয়ারী হইতে

আবার সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিস্ময় ও রোমাঞ্চকর চিত্র—

টারজন্ দি এপ্‌ম্যান্

প্রধান ভূমিকায়ঃ-

জনিওয়েস্‌ মুলার

---নবরূপী পশুর হৃদয়ে প্রেমের প্রথম আলোকপাতে কি ভাবের উদ্রেক হয়--

আসুন ! দেখুন !

শনিবার ও রবিবার তিনবার—

বেলা ৩টা, সন্ধ্যা ৬-১৫ ও রাত্রি ৯টায়

অন্যান্য দিবস [illegible] সন্ধ্যা ৬-১৫ [illegible] ৯টায়

উদয়ন

অভিনব সচিত্র

মাসিক পত্র

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের রচনায় সমৃদ্ধ

সকল রুচির পাঠকগণের উপযোগী

বার্ষিক মূল্য সডাক

৪৷৷০ টাকা

এখনই

গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হউন

দি ক্যালকাটা ট্রেডিং কোং

৭৯।৯, লোয়ার সার্কুলার রোড

৩য় বর্ষ] শনিবার, ২৭শে মাঘ ১৩৪০ সাল, ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪ [৩৬শ সংখ্যা

মেয়েদের যথার্থ শিক্ষা

আমরা ইতিপূর্ব্বে মেয়েদের শিক্ষা লইয়া ছিনিমিনি খেলিবার যাহাদের দুঃসাহস তাহাদের কথঞ্চিৎ অবহিত হইবার জন্য সতর্কবাণী করিয়াছিলাম। কিন্তু, এত সহজে আমাদের দুর্ব্বল অস্পষ্ট বাণী কাহারো কর্ণে প্রবেশ করিবে না জানি। ছেলেদের স্কুলে মেয়েদের ক্লাস যাহারা প্রবর্ত্তন করিতেছেন তাঁহারা তো মহোল্লাসে একটা মস্ত লাভের কাজে লাগিয়া গেছেন। না থাকিল উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক, না থাকিল উপযুক্ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী, ছেলেদের জন্য যে বেঞ্চ-গুলি কেবল তাহা থাকিলেই হইল, একটা দুটা বাস নিলেন ভাঙ্গা ট্যাক্সী এবং বুভুক্ষু অসন্তুষ্ট শিক্ষকের পাল লইয়া কোনো কোনো করিতকর্ম্মা কর্ম্মকর্ত্তা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া ছাত্রী জুটাইয়া অতি সহজেই সেই সব বেঞ্চ ভরিয়া তুলিতে সক্ষম হন।

কিন্তু তাহাতে শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠ হয় কি?

আমরা আশ্চর্য্য হই মেয়েদের ঐসব শিক্ষালয়ে পাঠাইয়া তাহাদের পিতামাতা বা কি ধরণের কর্ত্তব্য জ্ঞাপন করেন! শিক্ষা কি [illegible] শিক্ষা যথাযথ জানানো?

শিক্ষা কি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করানো? শিক্ষার উদ্দেশ্য কি আর কিছুই নয়?

এই যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে এ জাতের শিক্ষা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়রূপ বিরাট কারখানাটি ছেলেদের বেলায় ত যথেষ্ট পরিমাণে দিয়াছে। তাহাদের মার্কা দিয়া বাজারে ছাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু আজ সেই ছেলের পাল কোন্ কাজে লাগিয়াছে? তাহারা যে আজ পেটের ভাত করিয়া খাইতে পারেনা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া একটু কিছু বড় করা'ত দুরাশার কথা!

কিন্তু মেয়েদের জীবন পুরুষদের হইতে স্বতন্ত্র, সব দেশে সব যুগেই। এই মেয়েদের আবার ভবিষ্যৎ জাতির মা হইতে হয়। আজ মডার্ণ মেয়েরা সেকথা শুনিয়া নাক সিটকাইতে পারে, পুরুষদের অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করিতেও পারে। কিন্তু, বিধাতার নিয়ম তাহাতে উল্টাইয়া যাইবে না। অতএব সেই কল্যানময়ীর [illegible] শিক্ষা অনুপ্রাণিত নয় সে শিক্ষা [illegible] তাহায় কি লাভ হইবে?

বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগ্য ব্যক্তির অভাব নাই, তাঁহাদের কাছে এই অসঙ্গতি ধরা পড়ে নাই একথা আমরা মনে করিতে পারি না। কিন্তু সাহস সঞ্চয় পূর্ব্বক এবিষয়ে যথা কর্ত্তব্য করিতে কাহাকেও আজ অগ্রসর হইতে দেখিতেছি না। এমন কি, নারী শিক্ষার চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় যে নানাভাবে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাজও বাড়িয়াছে আজ সেই সব কর্ত্তব্য করিতেও তাহার শিথিলতা পদে পদে দেখিতে পাই।

গবর্ণমেণ্টের এসম্বন্ধে মতামত আমরা অবগত নাই। তাঁহারা রিফর্ম্ম পলিটিক্স করিয়া বোধ হয় এব্যাপারে হাত দিতে সময় পান না। বোধ হয় তাঁহাদের এক বাধা আছে, অর্থাভাব। যাহা কিছু গড়িবার কাজ তাহাতে অর্থ ত চাইই, সে অর্থ গবর্ণমেণ্ট এখন দিতে পারিবেন না। সুতরাং এদেশের নারী জাগরণের যে সুযোগ হাতের কাছে আসিয়া গেল তাহার যথোচিত সদ্ব্যবহার হইতে জাতি বঞ্চিত রহিল।

[illegible] আমাদের বলিবে কি?

সেবা ও উদ্দেশ্য

(প্রাপ্ত)

—•—

সুখের পর দুঃখ, দুঃখের সুখ ইহাই স্বভাবের নিয়ম। নিরবচ্ছিন্ন সুখ বা দুঃখভোগ প্রকৃতির রাজ্যে সম্ভব হয় না।

আজ মহাকালের প্রলয় তাণ্ডবে উত্তর-বিহার ধ্বংসপ্রায়—সহস্র সহস্র নরনারী হতাহত হইয়াছে, লক্ষ লক্ষ গৃহহারা হইয়াছে। অনাথ ও অনাথার সংখ্যা নির্ণয় সাধ্যাতীত হইয়াছে।

শোকে দেশ আজ মুহ্যমান। আর্ত্তের চোখে জল মুছাইতে শত শত যুবক মরণভয় ভুলিয়া ছুটিয়াছে। অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে কয়েক লক্ষ। দেশের লোকের প্রাণ কাঁদিয়াছে।

কিন্তু এই কান্না কয়দিনের জন্য? দুদিন পরেই আবার সকলে এই সর্ব্বনাশের কথা ভুলিয়া থাকিতে থাকিবে, আমোদে মাতিবে, যেন কিছুই হয় নাই। দ্বিতল বাড়ীর স্থলে চারতালা বাড়ী উঠিবে; আবার উত্তর বিহার ধনধান্য পুষ্পে ভরিয়া হাসিতে থাকিবে।

ইহাই জগতের নিয়ম। সুখও যেমন ক্ষণস্থায়ী, দুঃখও তেমনিই সর্ব্বক্ষণ থাকে না। সুতরাং যাহা গিয়াছে তাহার জন্য হাহুতাশ করিয়া লাভ কি? বরং ভবিষ্যতে যাহাতে ভূমিকম্পে একেবারে ক্ষতি না হইতে পারে তাহার দিকে দৃষ্টি দিবার সময় আসিয়াছে।

শুধু যে সহর ভাঙ্গিয়াছে তাহা নয় ক্ষুদ্র নগরী এবং পল্লীর অবস্থাও সঙ্গীন হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই লোক ক্ষয় বেশী না হইলেও ক্ষতির পরিমাণ কম নয়। তাহার উপর পৃথিবীর অন্ধকার গর্ভ হইতে জল ও বালু উঠিয়া শস্য ক্ষেত্রের যে সর্ব্বনাশ করিয়াছে তাহার নির্দ্দেশ করিবে কে?

এই অবস্থায় রিলিফ কার্য্য যে দুইদিনেই শেষ হইয়া যাইবে তাহা মনেও কোণেও স্থান দেওয়া উচিত হইবে না।

সহর ও গ্রামে এখন কিছুদিন ধরিয়া সেবাকার্য্য চালাইতে হইবে সেবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এই সুযোগে গ্রাম ও নগরের যে সকল অসুবিধা ছিল তাহা দূর করিতে হইবে। যে ভাবে নগর ও পল্লী গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাতে স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নিয়ম কানুন যে সকলেই মানিয়াছিল তাহা মনে হয় না। সুতরাং নূতন করিয়া নগর নির্ম্মাণের সময় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহার উপর গ্রাম। প্রকৃতির কোলে প্রতিপালিত বলিয়া গর্ব্ব করিলে কি হইবে। গ্রাম অঞ্চলে জল নিকাশ ইত্যাদি স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নিয়ম না থাকাতে দেশে রোগের এত প্রাবল্য। এবার লক্ষ্য করিতে হইবে যাহাতে এই সকল অসুবিধা দূর হইয়া গ্রামগুলি আদর্শ পল্লীতে পরিণত হয়, দেশ স্বাস্থ্য ও প্রাচুর্য্যে যেন ভরিয়া উঠে।

কিন্তু এ কার্য্যের জন্য বিশিষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন লোকের প্রয়োজন এবং রিলিফ কার্য্য মাত্র একটী কমিটির হাতে যাওয়া উচিত। উপরিউক্ত আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহারা কার্য্যে অগ্রসর হইবেন।

তাহা হইলে স্বপ্নও সফলতায় সোনার ফসলে ভরিয়া উঠিবে।

——

টিপ্পনী

—o—

ছেলেরা বোর্ডিং মেসে থাকিয়া চিরদিন পড়াশুনা করিয়া আসিয়াছে।—কিন্তু তাহাদের খবরদারীর বন্দোবস্ত বিশ্ববিদ্যালয় গোড়া হইতে করে নাই। খুব বেশী দিন নয় বিশ্ববিদ্যালয় সে-ব্যবস্থা করিয়া আসিতেছে।

*　　　*

বিশ্ববিদ্যালয় ছেলেদের বেলায় যে ব্যবস্থা করিতে প্রয়োজন বোধ করিল এক যুগ পরে, এখন মেয়েদের বেলায় করিবে কত যুগ করিয়া? এখন মেয়েরাও যে বোর্ডিংএ থাকিয়া পড়াশুনা করিতেছে, তাহাদের বোর্ডিং গুলি কি অবস্থায় আছে বিশ্ববিদ্যালয় তাহার তদারকের কোনো ব্যবস্থা করিয়াছেন কি?

*　　　*

কলেজের বোর্ডিং ছাড়াও বোর্ডিং আছে সেখানে মেয়েরা থাকিয়া পড়াশুনা করে। প্রত্যেকের বাঁধাবাঁধি বিধিনিষেধ আছে কি না, থাকিলেও তাহা মানিয়া চলা হয় কিনা?

*　　　*

কলিকাতায় মেয়েদের বোর্ডিং সম্বন্ধে নানা কথা শুনা যায়। স্পষ্ট করিয়া কেহ বলিতে সাহস পায় না। কিন্তু সেখানে কোনো কথা উঠিবার অবকাশ থাকিবে না—ইহাই যে বাঞ্ছনীয়।

*　　　*

বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি এদিকে পড়িয়াছে কিনা আমরা ত শুনি নাই।

*　　　*

কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম সুতরাং তিনি যাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন। কোন বাধা নাই। সেই মত কার্য্য হইবে তাহাও বলিবার উপায় নাই।

*   *

এখন কর্ত্তার তাঁবেদারগণও যদি সেই সুর ধরেন তবে নাচার। কোনটা হইবে না সেবিষয়ে কোন কিছু শুনিয়া ধারণা হওয়া কঠিন।

*   *

বোম্বাইএর লাট সাহেব সিন্ধুদেশের স্কাউটদের উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন, 'কে ভবিষ্যতের স্বাধীন প্রদেশের অধিবাসীগণ'। আর ইহাতে স্যার স্যামুয়েলকে পার্লামেন্টে চাপিয়া ভুল ধরা হইয়াছিল। তিনি ত slip (ভুল ?) বলিয়া ধামা চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

*   *

বোম্বাই হইতে যে সিন্ধু দেশ বিচ্ছিন্ন হইবে—সে বিষয়ে এখনও কোনরূপ মীমাংসা না হইলেও সরকারের যে ইহাতে সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে তাহা সকলেই জানে। তখন আর 'ঢাক ঢাক গুড় গুড়' করিয়া লাভ কি?

*   *

বোম্বাইএর লাট স্যামুচাচার পার্ষদ ছিলেন। ভারতে না আসিয়াই ভারত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ বলিয়া লাট পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এযে কেবল তাঁহারই কৃপার ফল তাহা সবাই জানে। সুতরাং তিনি শাক দিয়া মাছ ঢাকিয়াছেন।

*   *

বিহারে ভূমিকম্প হইয়া সর্ব্বনাশ হইয়াছে—তাহা নাকি নিজের পাপে। সে যে সে পাপ নয়—হরিজনদের ঘৃণা করায়। ইহাই গান্ধীজীর মত।

*   *

কিন্তু এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা পাপী মদ্র দেশ। সেখানে কিন্তু ভূমিকম্পের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। সর্ব্বনাশ হওয়া ত দূরের কথা। সব বিষয়ই কি হরিজন ব্যাপ্যায় টিকে?

*   *

হরিজন ত সবখোল চাবি নয়—সকল সমস্যার নিরসন ইহা দ্বারা করা যায় না—সেটুকু অবশ্য মহাত্মাজীর মত লোককে বলিয়া দিতে হইবে না। 'হরিজন কার্য্য' করিতেছেন বেশ ভাল কথা। তাহার উপর আবার এসকল গোলমাল কেন?

*   *

যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট ইস্তাহার জারী করিয়া বলিয়াছেন যে ছোট জাত চাকুরী প্রাপ্তির বাধা নয়। তাঁহাদের একথা কষ্ট করিয়া না বলিলেও চলিত। সম্রাজ্ঞীর ঘোষণা পত্রেই আছে যে, চাকুরী পাইতে হইলে উপযুক্ততা চাই—জাতি ও বর্ণের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই।

*   *

কিন্তু এই ঘোষণাবাণী কি বাতিল হইতে চলিল? এখন আবার সাম্প্রদায়িক সংখ্যানুযায়ী চাকুরী দাবী করা হইতেছে। সুতরাং সম্বন্ধ নাই বলিলে চলে না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে জাতি চাকুরী প্রাপ্তির পথে বাধা স্বরূপ না হইয়া বরং উন্নতির মূল হইয়াছে।

——

বিবিধ প্রসঙ্গ

—০—

উত্তর বিহারের জন্য দান

স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রুর সম্মানে একটি ভোজ দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু স্যার তেজবাহাদুর এই দুর্দ্দিনে তাহাতে রাজী না হইয়া উদ্যোক্তাগণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে টাকা বৃথা ভোজে ব্যয় না করিয়া উত্তর বিহারের দুঃখমোচনের জন্য দেওয়া হউক। তদনুসারে ১০০০ টাকা রাজেন্দ্র বাবুর নিকট প্রেরিত হইয়াছে। অথচ এই কলিকাতায় কয়েকদিন পূর্ব্বে একজন স্যার লাটবাহাদুরকে ভোজ দিয়া কয়েক সহস্র টাকা বৃথা ব্যয় করিয়াছেন। আশ্চর্য্যের কথা চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় খাইতে বসিয়া নিরন্ন বিহারবাসীর কথা কাহারও মনে পড়িল না।

Statesman

রাজার নন্দিনী প্যারী যা করেন তাই শোভা পায় Statesman' আইন বহির্ভূত কাজ করিলেও কেহ তাহা লক্ষ্যের মধ্যে আনে না। সম্প্রতি চট্টগ্রাম স্পেশাল ট্রিবিউন্যাল ফাঁসির হুকুম দিবার পর। 'ষ্টেটম্যান' সে বিষয়ে সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখিয়াছেন। অবশ্য তাহাতে সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে কাহারও দৃষ্টি আকর্ষিত হয় নাই। অমৃত বাজার পত্রিকা সে বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে 'Statesman' হাইকোর্টের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন কারণ উক্ত মন্তব্য করাতেই আদালতের অবমাননা করা হইয়াছে। পত্রিকার বিরুদ্ধে Douglas হত্যা মোকদ্দমায় তাহাই স্থির হইয়াছে যে স্পেশাল ট্রিবিউন্যালে ফাঁসীর হুকুম দিলে যে পর্য্যন্ত সে আদেশ হাইকোর্ট কর্ত্তৃক গৃহীত হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে বিষয়ে কিছু লেখা যায় না। 'ষ্টেসম্যানও' তাহা হইলে অন্যায় করে! আবার স্বীকার করিতেও বাধা হয়।

গোরাসৈন্যের ব্যবহার

গোরাসৈন্যগণ ট্রেণে উঠিলে সে কামরায় স্থান থাকিলেও কাহাকেও উঠিতে দেয় না। এমন কি লোক থাকিলেও তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া কামরা দখল করিয়া বসে। এই অপমানের হাত হইতে যাত্রীদিগকে রক্ষা করিবার সাহস কাহারও নাই। পুলিশের নিকট নালিশ করিলে ফল হয় না—ষ্টেশন মাষ্টার ত জুজু বনিয়া থাকেন। এই বিষয় লইয়া ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্ন তোলা হইয়াছিল। তাহার উত্তরে গবর্ণমেণ্ট হইতে বলা হইয়াছে যে জনসাধারণের সহিত ভদ্রব্যবহার করার জন্য গোরাসৈন্যদের উপর সে আদেশ দেওয়া আছে। ভালকথা—তবে সে আদেশ মানে কয়জন তাহা গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীবৃন্দ কি জানেন না? মধ্যে মধ্যে যে তাহাদের গুলির আঘাতে ভারতবাসী হতাহত হইয়া থাকে—অবশ্য প্রায়ই। তাহা অনিচ্ছাকৃত আকস্মিক ঘটনা বলিয়া প্রমাণিত হয়। কিন্তু তাহা হইলেও এ বিষয়ে তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত। যেরূপ সব ঘটনা ঘটে তাহা দেখিয়াত মনে হয় না জনসাধারণের সহিত সৈন্যদের ভাল ব্যবহার করার আদেশ দেওয়া আছে বা তাহা কেহ মানিয়া চলে। কলিকাতাবাসীগণ এই সেই দিনও কার্নক জাহাজ দেখিতে যাইয়া তাহার প্রমাণ পাইয়াছে।

মধুসূদন দাস

উড়িষ্যার বর্ত্তমান উন্নতির মূলে শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাসের আন্তরিক জীবনব্যাপী চেষ্টা। তাঁহার চেষ্টার সফলতা দেখা আর তাঁহার ভাগ্যে হইল না। বিশ্বনিয়ন্তার অদৃশ্য আহ্বানে ৮৬বৎসর বয়সে তিনি ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। উড়িষ্যাবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম গ্রাজুয়েট হইয়াছিলেন। ওকালতী করিবার পূর্ব্বে তিনি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহশিক্ষক ছিলেন কিছুদিনের জন্য। যখন বিহার উড়িষ্যা বাংলার সহিত যুক্ত ছিল তখন তিনি ৪বার বাংলার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছিলেন। বিচ্ছিন্ন হইবার পর বিহার প্রদেশ গঠিত হইলে তাঁহাকে মন্ত্রী করা হয়। তিনি বলিলেন যে তাঁহাকে বিনা বেতনে মন্ত্রীত্ব করিতে দেওয়া হউক, কারণ তিনি মাসে ৪হাজার করিয়া বেতন পাইবেন অথচ তাঁহার ডিপার্টমেণ্ট অর্থাভাবে কোন দেশহিতকর কার্য্য করিতে পারিবে না—ইহা ঘোরতর অন্যায়। বিশেষতঃ স্বায়ত্ত শাসন বিভাগ সকলেই যখন অবৈতনিক তখন তাহাদের প্রধান যিনি অর্থাৎ উক্ত বিভাগের মন্ত্রীর পদও অবৈতনিক করা উচিত। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ না করায় তিনি মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন।

রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গারের মৃত্যু

গত সপ্তাহে আর এক জন কৃতী লোকের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি মাদ্রাজের 'হিন্দু' নামক বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক মিঃ রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার। ১৯০৬ সনে ইনি 'হিন্দুর' সহকারী সম্পাদক হন এবং মিঃ কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গারের মৃত্যুর পর ১৯২৮ সালে সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন। রঙ্গস্বামী স্বরাজ্যদলের একজন নেতা ছিলেন। ১৯২৪ হইতে ১৯২৭ পর্য্যন্ত কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন। রাষ্ট্রতন্ত্র নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে নেহেরু রিপোর্ট প্রস্তুতের সময় তিনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। সাক্ষ্য দিবার জন্য লণ্ডনে আহুত হইয়া সেখানে ভারতবাসী কি চায়—তাহাদের দাবী কি তাহা স্পষ্টভাবে বিলাতবাসীদিগকে জানাইয়া দিয়াছিলেন।

কর্পোরেশন প্রসঙ্গ

— ভবঘুরে —

মুসলমানদের চাকুরীর দাবী সম্বন্ধে যাহোক একটা নিষ্পত্তি হইয়া গেল—২/৩ মাসের গোল এতদিনে চুকিল।

—

আবার এমন সুন্দর ভাবে! সাপও মরিল লাঠিও ভাঙ্গিল না। এমন না হইলে genius আর কাহাকে বলে? কংগ্রেসী কাউন্সিলরগণ সকলেই এক একটী genius.

—

সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে হিন্দুরা চটিবে—জাতীয়তার প্রতিকূল বলিয়া জাতীয়তাবাদীগণ চটিবে এবং অন্যত্র অর্থাৎ রাজনীতিক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টকে গালি দেওয়ারও অসুবিধা হইবে।

—

কি মুস্কিল! সব দিকেই যে বাধা! সুতরাং খুব বুদ্ধি সহকারে এমন একটা সংশোধক প্রস্তাব উপস্থিত করা হইলে যে সব দিক দিয়াই সুবিধা হইল। Difficulty is the mother of invention.

—

কষ্টে না পড়িলে কেষ্ট মিলে না। মুস্কিলে না পড়িলে বুদ্ধি খোলে না। মুসলমানদিগকে বলা হইল বেশী করিয়া মুসলমান কর্ম্মচারী লওয়া হইবে বৈ কি! আবার জনসাধারণকে জানান হইল যে কর্পোরেশন

সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিতে নারাজ, কারণ তাহা জাতীয়তার বিরোধী।

—

যাঁহারা এই প্রস্তাবের খসড়া করিয়াছিলেন তাঁহাদের বুদ্ধির বাহাদুরী আছে বলিতে হইবে। কুশ ও তুলিলেন, অথচ কুশাঙ্কুরও বিঁধিল না। দাড়ীও ছিঁড়িলেন কিন্তু সিংহের থাবার দাগও শরীরে লাগিল না। কিন্তু একেবারেই কি লাগে নাই? একটু লাগিয়াছে বলিয়াই ত বিশ্বাস।

—

মিঃ সাদাতুল্লা বলিয়াছেন যে কংগ্রেস পার্টি কাহারও উপর সুবিচার করেন নাই—এক নিজেদের উপর ছাড়া করদাতাগণের উপরও করেন নাই, কর্পোরেশন কর্ম্মচারীদের উপরও নয়। তাঁহাদের কৃপা পাইয়াছেন তাঁহাদের নিজেদের দলের লোকগণ। এত বড় অভিযোগ আর কখনও কেহ দেয় নাই।

—

কংগ্রেসী কাউন্সিলরগণ কি তাঁহাদের চরিত্রের উপর এত বড় কলঙ্ক দান নির্ব্বিবাদে হজম করিয়া লইলেন? দুএকজন প্রতিবাদও করিয়াছিলেন, মেয়রও এই উক্তি প্রত্যাহার বা তৎপক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করিতেও বলিয়াছিলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কি হইল?

—

মিঃ সাদাতুল্লা প্রত্যাহার ত করিলেনই না বরং পুনরুক্তিই করিলেন। তিনি সার্ভিস কমিটির সভ্য। সুতরাং তাঁহার অভিযোগ প্রধানতঃ উক্ত কমিটির বিরুদ্ধে। কিন্তু দ্বাদশ বুড়ো শিব বাবং কিঙ্কিরভাগদের দলে পড়িলেন কেন বোঝা গেল না।

—

সাদাতুল্লা সাহেব দৃষ্টান্ত দিলেন যে Publicity Officer নিয়োগের বেলায় তাঁহার স্বার্থত্যাগের কথাও স্মরণ করিতে বলা হইয়াছিল। অবশ্য তিনি উপযুক্ত ব্যক্তিই ছিলেন। ইহাতে কি দোষ হইতে পারে? উপযুক্ত লোকদের মধ্যে যদি দেশের জন্য স্বার্থত্যাগী লোকদের চাকুরী দেওয়া হয় তাহা কি দোষের?

—

অভিযোগ সেদিনও হইয়াছিল Motor Vehicle Dept সম্বন্ধে আলোচনার সময়। সেখানে ধামাচাপা পড়িয়াছিল। এবারেও তাহাই হইল। ইহাতেও কি কাউন্সিলরগণের চৈতন্য হইবে না? যে কেহ যাহা ইচ্ছা বলিয়া যাইবে আর তাঁহারা তাহা সহ্য করিবেন? ইহাতে অভিযোগ সত্য বলিয়া লোকে মনে করিবে—তাহাও কি জানেন না?

—

আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি—আবার বলিতেছি—কাউন্সিলরদের চরিত্র must be above suspicion like Caeser's wife তাঁহাদের অকলঙ্কিত চরিত্রই হইবে করদাতাগণের প্রতিনিধি হইবার প্রধান দাবী। সুতরাং তাহাতে যদি কর্দ্দমলিপ্ত করিতে কেহ চায় তাহাকে যথোচিত শাস্তি দিতে হইবে। তাহার অভিযোগ তদন্ত করিয়া সত্য কি মিথ্যা তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। কাউন্সিলরগণ কি এখনও কি এবিষয়ে অবহিত হইবেন না?

—

এক বেলার খেলা

—০—

আহা বাছারে! একেবারে দমাইয়া বসাইয়া দিল! বেচারীর অভ্যাস মূক বেঞ্চগুলির উপরে উপবিষ্ট মূক মূর্ত্তিগুলির সম্মুখে বক্তৃতা।

—

কিন্তু মূকও যে মুখর হইয়া উঠিল—সে খেয়াল ত ছিল না। স্থান কাল পাত্রভেদ বলিয়া যে একটা জিনিষ আছে—তাহা মাথায় আসে নাই। তাইত এই দুর্দ্দশা!

—

ছেলেদের দলের বদলে ছেলের বাপের দল যে বেঞ্চগুলিতে বসিয়া আছে তাহা অধ্যাপকজীর দৃষ্টিতে আসে নাই। দাড়ী কামাইয়া তরুণ হইবার যে দিন কাল পড়িয়াছে তাঁহার দোষ কি?

—

বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বাধা পাওয়ার অভ্যাস ত নাই—পাঞ্জাবমেল ছুটিয়া চলে। কিন্তু সেদিন প্রথমেই বাধা কেন? আচ্ছা 'কেন'র উত্তর কি কেউ কোনদিন দিতে পারিয়াছে? আর পাঞ্জাব মেলে বাধা—কল বিগড়াইয়া গেল যে!

—

সে Speed আর আসিল না—বাধার উপর বাধা। বাধা আর থামা আর হাসির গররা পড়িয়া যায়। "বিগড়িত" মাথা আরও বিগড়াইয়া যায়। বামাম মাত্রা বাড়িয়া চলে মজলিশের ফুর্ত্তিই তাতে বাড়িয়া চলে।

—

গরমও বাড়িয়া চলে—Rhetoric এর মাত্রার গ্রামও বেশী হয়। শেষ পর্য্যন্ত সকলকে ডাকিয়া বলেন কেহই তাহারা হাত তাহাদের কর্ত্তব্য করেন নাই, বুকে হাত দিয়া করিয়াছি একথা কেহই বলিতে পারিবে না।

—

পরে তিনি সরকারী পেনসনার কথা ছাড়িয়া দিয়া অপর সকলের কথা বলেন, তাহাতে মিঃ এন্ কে বসু বলেন—এবং secret service pensioners (অর্থাৎ গুপ্তচরের কাজ করিয়া যাহারা pension পায়।)

—ক্রমশঃ—

বড় গল্প

পুতুল খেলা নয়

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

—৩—

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

দু'দিন রাণী আর আসে না। সোমেশ ব্যস্ত হয়ে ওঠে, লজ্জায় কাউকে কিছু জিজ্ঞেসও করতে পারে না। দু'খানা কামরা পেরিয়েই রাণীর কামরা। সে তিন দিনের দিন সকাল বেলায় পা টিপে টিপে নেমে চোরের মত রাণীর ঘরে ঢু.ক পড়ে।

ঘরে রাণী থাকে না। তার খাটের উপরে এক খানি খাতা প'ড়ে থাকে। সোমেশ সেখানি উঠিয়ে দেখে রাণীর ডায়েরী। কৌতুহলে পাতা খুলতে খুলতে তিন দিন আগেকার লেখায় এসে থামে। আনমনে প'ড়ে চলে—

"জীবনের সব চেয়ে জটিল সমস্যা বোধ হব যৌবনেই দেখা দেয়। আর মনে হয় কতকগুলি সমস্যা দিয়েই যৌবন-চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। যে এই সমস্যার সমাধান সব দিক বাঁচিয়ে রেখে করে চলতে পারে তার যৌবনই সার্থক ও সুন্দর হ'য়ে ওঠে। আজ আমার যৌবনে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে সে সমস্যার সমাধান করবার মত শক্তির বাহ্যিক প্রকাশ আমার পক্ষে অসম্ভব। বভুক্ষু মায়ের সন্তান আকাঙ্খাকে জাগিয়ে দিয়ে, কোন পুরুষ যদি এসে যৌবন পথে জানিয়ে দেয় 'ভালোবাসি' মন ও সমাজের ভিতর সামঞ্জস্য রেখে চলা হ'য়ে পড়ে নিতান্ত কঠিন। আমার মন যা এখন চায়, সমাজ তা চায় না। আমার মন চায় যা হতে তা সমাজ চায় তাকে দাবিয়ে রাখতে। পুরুষ দিয়ে রচিত শাস্ত্র বা সমাজ পুরুষ ঘেষা। তা'র ভিতর নারীকে মাতৃত্ব আসনে সব সময় বসাতে চায় না। অথচ প্রত্যেক নারীর এক একটা বয়স আসে যখন তার অন্তরাত্মা কেঁদে ওঠে একটি সন্তানের জন্য। স্বামীকে আমি কোন দিনও জানিনি, যেহেতু জানবার সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু আমার সন্তানকে আমি জানি, যে আমার রক্ত চাঞ্চল্যের সঙ্গে দেহের সমস্ত শিরা উপশিরায় জড়িয়ে আছে। তাকে বাহিরে সূর্য্যের আলোকে টেনে আনবার সাধ মাঝে মাঝে এত অদম্য হয়ে পড়ে, যে এ ইচ্ছা দাবিয়ে দিতে যে শক্তি প্রয়োগ করবার প্রয়োজন, তা হয় অমানুষিক স্বেচ্ছাচারিতা। আমার সব সময়ই মনে হয় এই যে বুক-ভরা মাতৃক্ষুধা এর কি কোন সার্থকতা নেই? সকলের কাছে নেই বটে, কিন্তু এ ক্ষুধা যার অতৃপ্ত রয়ে গেছে সেই জানে এর তীব্রতা কত পীড়াদায়ক। যখন কোন পুরুষ এসে আমায় জানিয়ে দিলে 'ভালোবাসি', আমার তার কানে কানে সলজ্জ হাসিতে বলতে ইচ্ছা গিয়েছিল 'ভালোবাসি', কিন্তু আমি তা পারিনি। ....

সোমেশ নিশব্দপদসঞ্চারে, রাণীর ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। রাণীর মনের দ্বন্দ্বের যা সন্ধান পেয়েছে তাতে করে সে খুসি হয় না, অস্বস্তি বোধ করতে লাগে। সামাজিক অনুশাসনে সত্যকারের প্রেমকে দাবিয়ে রাখা শুধু যে অন্যায় তা' নয়, নীতি বিগর্হিত। সত্যকার প্রেম কোন বাধাবন্ধ গ্রাহ্য করে না, নিয়ম কানুন, দোষ গুণ, পাপপুণ্য কোনো কিছুর বিচার ক'রে আসেনা। সে মাত্র ভালো লাগার মধ্যে দিয়ে দুটি অন্তরের পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ নিয়েই আসে। ব্যবহারিক জগতের রীতির সঙ্গে যদি প্রেমের কোন সংঘাত আসে, সে জায়গায় জগতকে নির্ব্বিকারে অস্বীকার করে লাঞ্ছনা, অপমান সহ্য করা উচিত। এ নিয়ে সোমেশ রাণীর সঙ্গে বুঝা পড়া করে নেবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে।

সন্ধ্যার দিকে মন্টুকে ডেকে সোমেশ বলে—বাড়ীতে বলিস আমি রাতে কিছু খাবো না।

মন্টু জিজ্ঞাসা করে কেন কাকা?

সোমেশ জবাব দেয়—বলিস বড্ড মাথা ধরেছে।

বাস্তবিক মাথা তার ধরে এবং ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে নীরবে গিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকে।

সুভদ্রা এসে জিজ্ঞেস করে—মাথা ধরলো ঠাকুরপো, জ্বর টর হয়নি ত'?

সোমেশ বলে—না, না, বৌদি আমার মাথা ধরবার জন্য ব্যস্ত হয়োনা। ও যেমন আপনি হয়েছে একটু পরে আপনিই যাবে।

সুভদ্রা একটা ন্যাকড়া ভিজিয়ে কপালের উপর অডিকোলন দিয়ে দেয়। সোমেশ চোখ বুজে একটু স্বস্তির ভাব দেখায়, তারপর সুভদ্রা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই এক টান দিয়ে সিক্ত ন্যাকড়া খানি দূরে ছুড়ে ফেলে দেয়।

অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। রঘুয়া আলো দিয়ে যায় না। সোমেশ অন্ধকারে আকাশ পাতাল চিন্তা করতে করতে আরো উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

ভেজান দরজা খুলে যায়। আলো নিয়ে ঘরে এসে ঢোকে রাণী। সোমেশ ঘুমোবার ভান করে নিশব্দে পড়ে থাকে। রাণী টেবিলের উপর আলো রেখে এসে খাটের পাশে দাঁড়ায়। অপলকে খানিকক্ষণ সোমেশের মুখের পানে চেয়ে থাকে। হাতের কোমল আঙুল গুলির স্পর্শ লাগিয়ে ললাটের তাপ অনুভব করে। তারপর আস্তে আস্তে ডাকে—ঘুমোলে নাকি?

সোমেশ সাড়া দেয় না। রাণী বাইরে চলে যেতে চায়। সোমেশ পাশ ফিরতে গিয়ে মুখে উচ্চারণ করে 'আঃ'। রাণী থেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করে—মাথার খুব যন্ত্রনা হচ্ছে কি ?

নিদ্রা বিজড়িত কণ্ঠে সোমেশ বলে—হ্যাঁ

রাণী দাঁড়ায়। একবার কি ভেবে নেয় তারপর একখানি চেয়ার টেনে নিয়ে সোমেশের মাথার শিয়রের দিকে বসে পড়ে। সলজ্জ ডান হাতখানি বাড়িয়ে সোমেশের কপাল টিপে দিতে আরম্ভ করে।

মৌনতার অবকাশে ঘরের প্রত্যেকটি জিনিষ যেন সোমেশের চোখে রঙিন হয়ে ওঠে। এ হাতের ছোঁয়ার অন্তরালে রয়েছে একটি নারীমূর্ত্তি, যার মাতৃ ক্ষুধাকে অতৃপ্ত রাখতে হয় সমাজের অনুশাসন মেনে, কোন পুরুষের প্রেম নিবেদনে যার 'ভালোবাসি' বলতে ইচ্ছা হয় কিন্তু পারে না একটা স্বেচ্ছাচারি প্রথার ভ্রুকুটি'তে। সোমেশ চোখ বুজে রাণীর হাতের স্পর্শটা সমস্ত রক্ত দিয়ে উপভোগ করে নেয়, তারপর এক সময়ে ডাকে—রাণী !

রাণী চমকে উঠে সাড়া দেয়—কি ?

সোমেশ বাহুতে ভর দিয়ে কাৎ হয়ে উঠে শোয়। বুভুক্ষুর দৃষ্টি নিয়ে রাণীর চোখে চোখ মিশায়। রাণী জড়সড় হয়ে জিজ্ঞেস করে—কি বল্‌ছো ?

সোমেশ রাণীর ডান হাতখানি দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে। রাণী শিউরে ওঠে।

সোমেশ বলে—তোমার কাছে একটা কথা স্পষ্ট শুন্‌তে চাই। তিন দিন আগে তোমার ডায়েরীতে যা' লিখেছ তা' তোমার অন্তরের কথা কি না।

রাণী বলে—আমার ডায়েরী লুকিয়ে দেখা তোমার উচিত হয় নি।

সোমেশ তার হাতে আর একটু চাপ দিয়ে বলে—উচিত হয়েছে কিনা সে বিচার হবে পরে। আমি যা' জিজ্ঞেস কচ্ছি তার জবাব আগে দাও। ওসব তোমার অন্তরের কথা কিনা ?

ধীরে ধীরে রাণী বলে—আমি জানিনা। তুমি আমায় ক্ষমা করো।

সোমেশ জিজ্ঞেস করে—ক্ষমা ? কিসের ক্ষমা ? সমাজের গণ্ডীকে পায়ে দলে' আমরা এক হবো।

সোমেশের হাতের ভিতর রাণীর হাতখানি ঘামতে আরম্ভ করে।

কাঁপতে কাঁপতে রাণী বলে—এক হ'য়ে তারপর ?

সোমেশ বলে—তারপর মহাশূন্য। জীবনকে সব দিক থেকে সার্থক করে তুলে তারপর মৃত্যু। তারপর ঘোর অন্ধকার !

রাণী বলে—ওগো, তোমার কাব্য রাখো, আমাদের জীবনের মাঝখানে এমন যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার সমাধান করবার শক্তি কি আমাদের আছে ?

সোমেশ বলে—সমস্যা ? ওটার অর্থ জানতে হ'লে আবার অভিধান খুলে দেখতে হবে। এখনকার মনের অবস্থা যা' তা'তে করে অভিধান খুল্‌বার সময় টুকুর অপব্যবহার করতে রাজী নই।

রাণী বলে—এটা সময়ের অপব্যবহার হবে বলে আমার মনে হয় না, যেহেতু জীবনে যখন কোন সমস্যা দেখা দেয়, কিছু দিন পরে সে সমস্যার সমাধানে এসে পড়ে' তার পরের প্রশ্ন। মানুষের ভালোবাসাটা ঠিক ছেলে মানুষের খেলনার মত। খেলনার নতুনত্বে একটা ছেলে বেশ দিন কতক মত্ত হয়ে ওঠে নাওয়া খাওয়া ভুলে সেই খেলনার পিছনে আপনার অন্তরের সবটুকু প্রীতি নিঃশেষ করে দিতে চায়, তারপর একদিন এসে পড়ে বিরাগ, খেলনাটা নিজেই ভেঙ্গে ফেলে ছুঁড়ে দেয় আস্তাকুঁড়ে। মানুষ ভালোবাসার সামগ্রীকে প্রথম দিন কতক নাড়াচাড়া করে সৌন্দর্য্যের অরূপ স্পন্দন দিয়ে, প্রথম দিন কতক হাস্যে, লাস্যে বেশ কেটে যায়, কিছু পরে সে হাঁফিয়ে ওঠে। এসে পড়ে নিস্পৃহতা। চট করে নেশা যায় কেটে। তারপরের ধাক্কায় অস্থির হয়ে ভাবে 'তারপর ?' এই তারপরের সমস্যা নিয়েই জীবনের রীতি নীতি প্রবর্ত্তিত হয়েছে।

সোমেশ বলে—এসব খুব বড় বড় কথা। মানুষ যখন ভালোবাসে তখন সে bright side dark side যে কিছু থাকতে পারে তা সে বিশ্বাস করতে চায় না।

রাণী ব'লে বলে—dark side বিশ্বাস করতে না চাইলেই কি তা থাকতে নেই। মানুষের ভালোবাসা অন্ধ, তাই ভালোবাসার সময় মানুষ নিজেও হয় অন্ধ, dark side সে দেখতেই পায় না, আর দেখতে সে চায়ও না।

সোমেশ জিজ্ঞেস করে—তুমি কি চাও ?

রাণী জবাব দেয়—বস্তুতঃ কিছুই চাইনে, আবার সবই চাই। তুমি ডায়েরীতে যা' দেখেছো, ওর সবই চাই, কিন্তু তা' নেবার ক্ষমতা আমার নেই।

সোমেশ একটান দিয়ে রাণীকে নিজের বুকের দিকে নিয়ে এসে বলে—তোমার নেবার ক্ষমতা নেই, কিন্তু আমার দেবার ক্ষমতা বিলক্ষণ আছে। আমি কালই কলকাতায় রওনা হয়ে যাবো, এবং একলা যাবো না, তোমায়ও সঙ্গে করে নিয়ে যাবো।

রাণী বলে সে কি করে সম্ভব হবে ?

সোমেশ তা'র মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে যেমন করে জগতে সমস্ত জিনিষ সম্ভব হয়ে আসছে, ঠিক তেমনি ভাবে সম্ভব হবে। কাউকে আমরা কিছু বল্‌বো না। পালিয়ে যাবো—তারপর গিয়ে কলকাতায় উঠ্‌বো। তুমি হবে আমার star of the soul.

রাণী নীরব থাকে। সোমেশ আবেগ ভরে প্রশ্ন করে—রাজী ত ?

রাণী বলে—এতে বাপ মা'র মনে কি কষ্ট হবে না ! না ব'লে কয়ে চ'লে গেলে কলঙ্ক রটবে। সবাই বল্‌বে বেরিয়ে গেছে।

সোমেশ বলে—লোকলজ্জাকে ভয় করতে গেলে তোমার নারীত্বকে ক্ষুণ্ণ করা হবে। দু'দিন লোকে অনেক কথাই বল্‌বে, তারপর ওটা সবাই ভুলে যাবে।

রাণী কি চিন্তা করে, তারপর বলে—তোমার মাথার যন্ত্রণা যখন আর নেই, তখন রাতে বোধ হয় খাবার আপত্তি হবে না ?

সোমেশ বলে—আমাকে আগে কথা দাও।

রাণী বলে—ভেবে দেখি।

সোমেশ রাণীকে একেবারে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে জিজ্ঞেস করে—এর মধ্যে ভাববার কি আছে রাণু ?

বাইরে সুভদ্রার গলা শোনা যায়—কি রকম আছো ঠাকুরপো।

চোখ মুখ রাঙা করে রাণী নিজেকে মুক্ত করে নেয়। সোমেশ জবাব দেয়—একটু ভালো আছি।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় রাণী আর সোমেশকে না দেখতে পেয়ে, সুভদ্রা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। রাত বাড়তে থাকে তবু তা'রা আসে না। ঝণ্টুও তাদের কথা কিছু জানে না। রাণীর ঘরে ঢুকতেই, বিছানার 'পরে তা'র নামে একখানি চিঠি দেখতে পেয়ে, সুভদ্রা খাম খুলেই প'ড়েই একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উচ্চারণ করে 'কলঙ্কিনী'। চিঠিতে লেখা—

দিদি,

আমার জন্য ভেবো না। তোমার ঠাকুরপোর সঙ্গে নতুনত্বের মোহে আমি যাচ্ছি, যাকে বলে বেরিয়ে যাচ্ছি ঠিক তাই। মা বাবাকে সান্ত্বনা দিয়ো। আমার স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা ক'রো। নিজের মনের সঙ্গে এক'দিন অবিরত যুদ্ধ করেছি, কিন্তু কিছুই করে উঠতে পারিনি। সংসারের আবর্ত্তনে পড়ে মনের গতি যে কোন দিকে যায় তা' কেউ বলতে পারে না। আমার প্রতি অবিচার করো না।

—ইতি

তোমার কুলত্যাগিনী বোন

রাণী।

এদিকে বেনারস এক্সপ্রেস ঘণ্টায় পঁয়ত্রিশ মাইল বেগে কলকাতার দিকে ছুটে চলতে থাকে। সেকেণ্ড ক্লাশের একখানি কামরায় রাণী চুপ করে বেঞ্চের একটি কোনে বসে থাকে। সে একা নয়—পাশে বসে থাকে সোমেশ।

সোমেশ জিজ্ঞেস করে—কি মনে হচ্ছে রাণী ?

রাণীর চোখ দু'টি ছল ছল করে ওঠে। বলে—বড্ড ভয় করছে।

সোমেশ প্রশ্ন করে—কেন ?

রাণী জবাব দেয়—তা' জানিনে।

সোমেশ আদর ক'রে রাণীর একখানি হাত ধরে টানে। বলে—আমার দিকে আরও এগিয়ে বোসো।

রাণী তাই বসে। তারপর হঠাৎ সোমেশের বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ফুপিয়ে কেঁদে ওঠে।

সোমেশ আস্থর আবেগে জিজ্ঞেস করে—কাঁদছো কেন ?

রাণী আরো কাঁদে। সোমেশ সান্ত্বনা দেয়—তোমার কোন ভয় নেই। পায়ে চলার পথে তোমাতে আমাতে যে দেখা হয়েছে, সৃষ্টির রহস্যে নিশ্চয়ই এর কোন অর্থ আছে। আমাদের ভয় খেলে চলবে না। বিরাট পৃথিবী আমাদের আহ্বান জানাচ্ছে।

রাণী রুদ্ধ কণ্ঠে বলে—আমায় ছেড়ে কোথা'ও চলে যাবে না ত' ?

সোমেশ তার চুলের ভিতর আঙুল চালিয়ে আশ্বাস দেয়, সে কি রে পাগলী। তোমায় ছেড়ে আমার যাবো কোথায় ?

তারপর তার রাঙা গালে সোহাগের প্রথম পরশ এঁকে দেয়। রাণী লজ্জায় মুষড়ে গিয়ে সোমেশের বুকের মধ্যে আরও নিবিড় ভাবে এগিয়ে যায়। গাড়ী মাঠের বুকে বিরাট দৈত্যের মত ছুটে চলতে থাকে।

* *

বিরাট কলকাতা নগরীর বুকে দাঁড়িয়ে সোমেশ রাণীকে বলে—আমার নিজের বাড়ীতে গিয়ে ওঠা হবে না। কি জানি যদি কোন গোলমাল হয়। তা'র চেয়ে ছোট খাট একটি বাসা ভাড়া করে তোমাতে আমাতে সেখানে গিয়ে থাকবো।

রাণীর [illegible] এ প্রস্তাবে কোন উৎসাহ আসেনা। না এলেও ট্যাক্সি তাদের নিয়ে পার্ক সার্কাসের দিকে ছুটে দেয়।

নতুন জীবন আরম্ভ হয় রাণীর। সোমেশ ঝি, বামুন রাখতে চায়। রাণী তা' রাখতে দেয় না। সাংসারিক কাজ নিজের হাতে সে সবই করে নেয়। শাদা থান ধুতি তার গা' থেকে খসে গিয়ে সেখানে ওঠে ভালো ভালো পেড়ে শাড়ী। সোমেশের সময় মন্দ কাটে না।

ছোট দোতলা বাড়ী। উপরে দু'খানি ঘর, নীচে তিন খানি। উপরের ঘর দু'খানিতে দু'জন শোয়, আর নীচে রান্নাবান্না ভাঁড়ারের কাজকর্ম হয়।

দিনের পর দিন চলে যায়, সপ্তাহের পর সপ্তাহ। বিয়ের কথা সোমেশ কিছু পাড়তে চায় না, রাণী উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়ে।

বিকেলে একদিন চা' খেতে সোমেশ বলে—Kant এর Scepticism নিয়ে আর বেঁচে থাকা চলে না।

রাণী বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করে—অর্থ ?

সোমেশ হেসে বলে—অর্থাৎ পিষে পিষে ধর্ম্ম-কর্ম্ম হয় না। দেহকে জোর করে পিষতে গেলে শুধু যে ধর্ম্ম লোপ পায় তা' নয় মানবত্বও লোপ পায়।

রাণী বলে—তোমার হেঁয়ালী রাখো।

সোমেশ বলে যায়—এর ভিতর হেঁয়ালী কিছু নেই। অনেক কথা জগতে আছে, যা' একটু ঘুরিয়ে না বললে বড় নগ্ন হয়ে পড়ে। তবে ব্যাপারটা শোনো। বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্ম ছিল অতি সুন্দর, এবং তা আজ পর্য্যন্ত ভালো ভাবে বেঁচে থাকতো যদি কিনা তিনি একটা মস্ত ভুল না করতেন, মানে, রক্ত মাংসের আকাঙ্খাকে অস্বীকার না করতেন। তার সঙ্গে প্রথমে তিনি মেয়েদের ঠাঁই দিতে চান নি এমন কি নিজের আত্মীয়া মহাপ্রজাপতিকেও নয়। মেয়েদের বাদ দিয়ে তিনি চাইলেন একমাত্র পুরুষ নিয়ে ধর্ম্ম-সঙ্ঘ গড়ে

ফুলতে, ফল হ'ল এই যে পিষে পিষে আত্মা হয়ে গেল শুষ্ক। উত্তরকালে বৌদ্ধ ধর্মে এল পঙ্কিলতা। পক্ষান্তরে দেখ বৈষ্ণব ধর্ম। আজ জগতে প্রায় সমস্ত লোকই বাইরে না হলেও ভিতরে ভিতরে খাঁটি বৈষ্ণব। কেন এমন হ'ল। না, বৈষ্ণব ধর্ম তা'র শাস্ত্রীয় বিধানে রক্ত মাংসের বুভুক্ষাকে একটা ঠাঁই দিয়েছে। মাধুর্য্য ভাবের সাধনায় প্রেমকে অনেক বড় করা হয়েছে।

—ক্রমশঃ—

ভাবিবার কথা

—•—

১৯২১ সালে বাংলায় শতকরা ৩৫ জন কাজ করিত—বাকী ৬৫ জন বেকার ছিল। ১৯৩১ সালে দেখা গিয়াছে যে শতকরা ২৯ জন মাত্র কাজ করে এবং বাকী ৭১ জন বেকার বসিয়া থাকে। সমগ্র ভারতে বেকারের সংখ্যা ৩,৫৬,৯৯,০০০—শতকরা ৫৪ জন বেকার। বেকারের সংখ্যা বাংলাদেশে ৮০ লক্ষ ৫০ হাজার। কি ভীষণ অবস্থা।

—

শিক্ষিত বেকারের অবস্থা আরও ভয়ানক। প্রতি বৎসর গড়ে ৪ হাজার ম্যাট্রিকিউলেশান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র, ১ হাজার গ্র্যাজুয়েট, ১২৫০ এম, এ, এম, এসসি ও বি, এল এবং ১৫০ ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার পরীক্ষা পাসের পর চাকুরীর উমেদারী করিয়া বেড়াইতেছে। চাকুরীর সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট—কিন্তু শিক্ষিত বেকার অসংখ্য। ইহারা যায় কোথায়?

—

অর্থ নাই—ব্যবসায়ে লিপ্ত হইবার উপায় নাই। থাকিলেই বা কি সে শিক্ষাও ত নাই; তাহাদের ব্যবসায়ে নামা আর অর্থ নষ্ট করা একই কথা। শ্রমসাধ্য কৃষিকার্য্যে নামিতে সাহস নাই- উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়া শেষে কি না চাষা বনিতে হইবে! নিজে হাতে লাঙ্গল ধরিবার চেয়ে অনেকেই মৃত্যু বাঞ্ছনীয় মনে করিবে। তাহার উপর শরীরের সামর্থ্যেও কুলাইবে না—কৃষকের শ্রমসাধ্য কাজ করিলে দুদ্দিনেই রোগে পড়িতে হইবে। সুতরাং গৃহস্থের ভার স্বরূপ হইয়াই থাকিতে হইতেছে।

—

এ ঘৃণ্য জীবন কয়জনে সহ্য করিতে পারে? ফলে জীবনে হতাশ হইয়া অনেকেই আত্মহত্যা করিতেছে। কি শোচনীয় অবস্থা!

—

বোম্বায়ের করোণার ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত সহরে মৃত্যুর তদন্ত সম্বন্ধে যে বার্ষিক বিবরণ উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ঐ বৎসর [illegible] আরও অধিক লোক বেকার থাকার জন্য ও অর্থকষ্টে পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছে।

করোণার ১৪৫টা আত্মহত্যাঘটিত মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত করেন। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ঐরূপ ১০৫টা মৃত্যু সম্বন্ধে তদন্ত করা হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে সকলেই যে, ঐ কারণে আত্মহত্যা করিয়াছিল তাহা নহে, তবে সংখ্যাটা খুব মোটা রকমের। কলিকাতার অবস্থা ইহা অপেক্ষা একটুকুও ভাল নয়।

—

বৈজ্ঞানিক জগৎ

—•—

বাসন ধুইবার কল

ইলেকট্রীকের সাহায্যে বিনা কষ্টে থালা-গেলাস ধুইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এই কলটী ছোট একটী বাক্সের মত। প্লেটগুলি ইহার মধ্যে রাখিয়া একটু সাবান ও জল দিয়া সুইচ টিপিলেই বাসন ধোয়া আরম্ভ হয়। ইহাতে বাসন গুলি মাজা, ধুইবার পরিষ্কার জলে ধোয়া ও শুকান আপনিই হয়। কাজ শেষ হইয়া গেলে কলটীও আপনিই বন্ধ হইয়া যায়।

Truth Serum

শিকাগো সহরে একটি সঙ্ঘ আছে—তার নাম Secret Six, সদস্যগণ মিথ্যা কথা বলেন না। মিথ্যা কথা [illegible] করিবার জন্য সদস্যগণ এক রকম serum শিরায় সঞ্চারিত inject করেন—সে 'সিরামের' এমন গুণ যে 'মিথ্যা কথা কহিবার শক্তি বিলুপ্ত হয়। এই সিরামের নাম Truth Serum বা সত্যের বীজাণু।

অনুভূতি লোপ

মানুষকে অচেতন করিয়া তার অনুভূতি

লোপ করাইবার জন্য একরূপ (anaesthetic) আবিষ্কৃত হইয়াছে—তাহার নাম আভার্টিন। ইহার সাহায্যে রোগীকে অস্ত্রোপচারের বহু পূর্ব্বে নিদ্রিত করা চলে। অপারেশন-টেবিল ও অস্ত্রোপচারের তোড়জোড়ের আতঙ্ক হইতে রোগীকে নিরাময় রাখা চলে। এই বাষ্পঘ্রাণে নিদ্রা হয় গাঢ়—এবং সে নিদ্রা নিরাপদ। ক্লোরোফর্মে দেহ মনে অবসাদ আসে—তারপর জ্ঞান হইলে বমি হয়। আভার্টিনে সে উৎপাত আদৌ নাই—তার উপর ইহা মানসিক টনিকের কাজ করে।

আলট্রা ভায়োলেট রশ্মির নূতন ব্যবহার

আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির নাম অনেকেই শুনিয়াছেন কারণ ইহা রোগ চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু জাল দলিল পত্র ধরিবার জন্য এই রশ্মির ব্যবহার অল্পদিন হইল আরম্ভ হইয়াছে। এই উপায় আবিষ্কৃত হওয়াতে কোন দলিলের অংশবিশেষ উঠাইয়া নূতন বিষয় লেখা বসান হইয়াছে—কিনা তাহা নিশ্চয় করা অতি সহজ হইয়া পড়িয়াছে। আলট্রাভায়োলেট রশ্মি নিজে অদৃশ্য। কিন্তু উহা কতকগুলি বিশেষ বস্তুর উপর পড়িলে সগুলি আগুনের মত জ্বল জ্বল করিতে থাকে। এই ব্যাপারটীকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় 'ফ্লুয়োরেসেন্স' বলে। ইহার দ্বারা দুইটী বিষয় নিরূপণ করা যায় প্রথমতঃ দুইটী বা অধিকসংখ্যক বস্তু দেখিতে একরকম হইলেও একই উপাদানে গঠিত কিনা: দ্বিতীয়তঃ অণুবীক্ষণ দ্বারাও ধরা যায় না এরূপ কোন লেখা বা চিহ্ন কোথাও বর্ত্তমান আছে কিনা। এই রশ্মি ফেলিলে সকল জিনিষের 'ফ্লুয়োরেসেন্স' একই রংএর বা সমান উজ্জ্বল হয় না। দুইটী কাগজের টুকরা দেখিতে ঠিক একরকম হইলেও একই উপাদানে নির্ম্মিত কিনা তাহা এই রশ্মির সাহায্যে বোঝা যায়। আলট্রাভায়োলেট রশ্মিতে ন্যাকড়ার তৈয়ারী কাগজকে সাদা দেখায় কিন্তু কেমিক্যাল উডপাল্‌প মিশান কাগজকে ধূসর রং মিশ্রিত কটা রং এর ন্যায় দেখায়। আবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল এমন কোন লেখা দলিল হইতে অতিযত্নে কোন অ্যাসিড বা ঔষধ দিয়া তুলিয়া ফেলিলেও উক্ত রশ্মির নীচে উহা নূতন করিয়া দেখা দেয়। সুতরাং আলট্রাভায়োলেট রশ্মি ফেলিয়া কোন দলিলের ফটোগ্রাফ লইলে উহাতে যে কোন সময়ে যে যে লেখা ছিল সে সকলই সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠে। আমেরিকায় কয়েকটী মোকদ্দমায় এই রশ্মি সাহায্যে জালিয়াতি ধরা হইয়াছে।

--

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য

—•—

বরোদার মহারাজার সুব্যবস্থা

বরোদা রাজ্যে ইক্ষুচাষের উন্নতির জন্য বরোদার মহারাজা প্রত্যেক ইক্ষুচাষীকে ৫ হাজার টাকা করিয়া ঋণদানের অনুমতি দিয়াছেন। এই টাকার জন্য শতকরা ৫ টাকা সুদ দিতে হইবে এবং প্রতি বৎসর এক হাজার টাকা করিয়া পরিশোধ করিতে হইবে। কিন্তু ঋণগ্রহণের পর প্রথম দুই বৎসর সুদ বা বার্ষিক কিস্তি কিছুই দিতে হইবে না। যাহাতে ইক্ষুচাষ ভাল হয় তজ্জন্য বরোদার সরকার এক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিয়াছেন। ইনি জিলাগুলিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চাষীদিগকে পরামর্শ দিবেন।

বেশী ফল খাও

ইংলণ্ড আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়া প্রচারক নিযুক্ত করিয়া জনসাধারণকে বেশী ফল খাইতে প্রচার করিতেছে। ইংলণ্ডে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে জন প্রতি ৩৭। সের ফল খাইত। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে জন প্রতি ৪০সের ফল খাইয়াছে। ইংলণ্ডে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ২,৬৬, ১৪৪০০০ হন্দর ও ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ৪,৩১,-৩৪০০০ হন্দর ফল বিদেশ হইতে আমদানি হইয়াছিল। ভারতের যুক্ত প্রদেশের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টার মিঃ এলেন যুক্ত প্রদেশে ফলের চাষ বৃদ্ধি ও ফল বিক্রয়ের জন্য এক সমিতি স্থাপন করিয়াছেন এবং সর্ব্বসাধারণকে সেই সভায় যোগ দিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

ধান ছাঁটাইএর কারবার

মূলধনের প্রয়োজন ... ৩ শত টাকা।

শিখিতে সময় লাগে ... ১ মাসেরও কম।

আনুমানিক লাভ মাসিক প্রায় ১০০৲ টাকা

বাংলার লোক ভাত খায়, কাজেই প্রতিদিন প্রত্যেক পরিবারে অনেক চাউল খরচ হয়। পূর্ব্বে গ্রামে দরিদ্র স্ত্রীলোকরা ঢেকিতে ধান ভানিয়া গৃহস্থকে চাউল দিত। এখন তাহা অনেক স্থানেই আর হয় না। স্থানে স্থানে এখন ধান ছাঁটাই করিবার কল বসিয়াছে শিল্পবিভাগ ধান ছাঁটাই করিবার যে কল বাহির করিয়াছে তাহাতে অতি সহজে ছাঁটাই কাজ হয় এবং ইহার মধ্যে কোন কোন যুবক এই কল চালাইতে শিখিয়া কল করিয়া লাভবান হইতেছেন। ইহাতে উন্নত প্রণালীতে কাজ হয়।

মাটির বাসন প্রস্তুত

মূলধনের প্রয়োজন ... ৫ শত টাকা।

শিখিতে সময় লাগে ... প্রায় ৪ মাস।

আনুমানিক ... মাসিক ১২৫৲ টাকা।

মাটির বাসন সকল বাড়ীতে সর্ব্বদাই

ব্যবহার করা হয়। আজকাল আবার সাধারণ মাটীর বাসন মত 'চীনা মাটীর' বাসনও ব্যবহৃত হইতেছে। দিল্লী, প্রভৃতি স্থানে এইরূপ বাসনে নানারূপ চিত্র থাকে এবং তাহাতে এক প্রকার লেপ দেওয়ায় সেগুলিতে জল বা তেল রাখিলেও জল বা তেল তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না। বাঙ্গালার প্রায় প্রতি গ্রামেই এখনও কুম্ভকারেরা বাস করে এবং গ্রামের লোকের বাসন যোগাইয়া সংগেও তাহা রপ্তানি করে। সরকারের শিল্পবিভাগ উন্নত চাক আবিষ্কার করিয়াছেন। যদি কেবল কুম্ভকার যুবকরাই এই চাক ব্যবহার করিয়া উন্নত উপায়ে বাসন, প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে, তবে তাহাদেরও অল্প লাভ হয় না।

মাজরা পোকার প্রতিকার

১। যে জমিতে মাজরা (মাইজপাটা) পোকা লাগিয়াছে সম্ভব হইলে তাহার জল কিছু সময়ের জন্য ছাড়িয়া দিতে হইবে, কারণ দেখা গিয়াছে, যে জমিতে জল থাকে তাহাতেই আক্রমণ বেশী হয়, জল ছাড়িয়া দিলে ফসল ভাল হইয়া উঠে।

২। ভাদ্রমাসের মধ্যভাগে অর্থাৎ যখন পোকার উপদ্রব আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা তখন বিঘাপ্রতি ১০ সের পরিমাণ নিম-খৈলের গুড়া জমিতে দিলে তদ্দ্বারা জমির জল বিস্বাদ হওয়ায় উক্ত পোকার উপদ্রব কম হইবার সম্ভাবনা। বরিন্দ অঞ্চলে সস্তা দামে (প্রতি মণ ১৲ টাকা) নিম-খৈল পাওয়া যায়। যদিও সমস্ত জমির উপযোগী প্রচুর নিম-খৈল না পাওয়া যাইতে পারে তথাপি ইহাও একটি উপায়রূপে ধরা যাইতে পারে। নিম খৈল দ্বারা জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহা পোকা নিবারণের একটি উপায়।

৩। যে সব ধানগাছে পোকা লাগিয়াছে তাহাদিগকে উঠাইয়া মাটির নীচে দিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিবে।

৪। বড় বড় মশাল জ্বালিলে বা জঙ্গল ইত্যাদি পোড়াইয়া বড় রকমের আগুন করিলে প্রজাপতি সকল উক্ত আগুন দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া পুড়িয়া মরিবে।

৫। ধান উঠিয়া গেলেই ক্ষেত চাষ করিয়া দিতে চেষ্টা করিবে, আর যদি তাহা সম্ভব না হয় ফসল উঠিবার পর প্রথম বৃষ্টির পর মাটি নরম হইলেই জমি চাষ করিয়া দিবে। ইহাতে পোকার উপদ্রব খুব কম হইবার সম্ভাবনা।

মহিলা জগৎ

—০—

ভুলের মূল্য

[ব্রহ্মচারিণী সাধনা]

ভুল করিলেই তার দাম দিতে হয়, কম ঠেক আর বেশী ঠেক। মার্শাল নে (Ney) একটা ভুল খবর দিয়াছিলেন, দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ান তার ফলে বন্দী হইলেন। হিন্দু রাজা জয়চাঁদ এক দিন ভুল করিয়াছিলেন, আজও ভারতের হিন্দুজাতি সেই ভুলের মূল্য দিতেছে। ভুল করিলেই সেই ভুলের প্রাপ্য দাম কড়ায় গণ্ডায় বুঝাইয়া দিতে হয়।

ভুলের সংশোধন নাই বা সংশোধন সম্ভব নয়, এমন নয়। অনেক ভুল আছে, যার সংশোধন সম্ভব হয়; অবশ্য, তার জন্য ত্যাগ স্বীকারে অগ্রসর হইতে হয়—ইহা নিঃসন্দেহ। কিন্তু জগতে এমন ভুলও অনেক আছে যার সংশোধনের সম্ভাবনা বা অবকাশ রহিলেও তার কোনও সমাদর নাই। খাঁটি এক কলসী দুগ্ধে এক ফোঁটা গোমূত্র ভুলে পতিত হইলে—তার ফলে সবটা দুগ্ধই নষ্ট হইয়া যায়। সেই নষ্ট দুগ্ধে ছানা তৈরী সম্ভব সত্য, কিন্তু মেধ্য হয় না, সুপথ্য হয় না।

নিষ্কলঙ্ক-কিশোরীর শুভ্র জীবনে এইরূপ ভুলের আশঙ্কা আছে। নিরপরাধা নারীর জীবনে অতর্কিতে এমন ভুল আপতিত হয়, যাহা সংশোধন সাধ্য হইলেও প্রত্যাশিত পবিত্রতার দীপ্তি আর প্রতিভাত হয় না, চিত্ত গ্লানি বিদূরিত হইয়া নির্ম্মল সুখের জ্যোৎস্না-হিল্লোলে শিহরিত তনু হইয়া আত্মা তার আর চিরসুন্দরের পরশ-লাভে সহজে উন্মুখ হয় না। প্রায়শ্চিত্তে বা আত্মশুদ্ধিমূলক তিতিক্ষায় হতভাগিনী নারী যদিও জীবনের কলঙ্ক চিহ্নকে অপসৃত করিয়া দিতে গভীর-প্রযত্ন হয়, তথাপি, প্রার্থিত জীবনকে অনেক সময়েই আর ফিরিয়া পায় না।

নিখিল ভারত নারী-সম্মেলনের গত অধিবেশনে 'সহ-শিক্ষা'র ও 'জন্ম শাসনের' প্রস্তাব গৃহীত হইয়া গেল। জন্ম-শাসন সম্পর্কে জনৈকা মহিলা সমর্থনসূচক অভিমত ব্যক্ত করিতে যাইয়া বলিয়াছেন,—'ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা জন্ম নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব, আরও নানাজনে নানা যুক্তি প্রদর্শিত করিয়া আত্ম সংযম দ্বারা জন্ম নিয়ন্ত্রণকে অসাধ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কুমারী রাণা ঘোষ, শ্রীযুক্তা ক্ষেম চাঁদ, কুমারী খারশিদা বেগম বেজোজদ্দিন প্রভৃতি সদস্যারা যেরূপ যুক্তিপূর্ণ এবং তারস্বীয়

মহিলা সমাজের রুচিপূর্ণ সঙ্গত মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। অধিক সংখ্যক ভোটে তাহা নগণ্য ও অগ্রাহ্য হইয়া গেল। বেগম কোহিনূরজঙ্গিনের শেষ কয়টিকথা আমাদের নিকট মনোরম যুক্তিপূর্ণ বলিয়া মুগ্ধকর বোধ হইল। তিনি বলিয়াছেন,—'নিম্ন শ্রেণীর নিরক্ষর ভারতবাসীকে বহুজনের পাপ হইতে মুক্ত করিতে হইলে 'জন্ম শাসন' প্রবর্ত্তন না করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহাদিগকে শিক্ষায় শীলতায় মানুষ করিয়া গড়িয়া তোলা চাই; ভারতবর্ষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের এবং শিক্ষা ও সভ্যতার লুক্কায়িত চাবি কাঠিটীর নাম ছিল আত্ম-সংযম। এই আত্মসংযমের গূঢ়তত্ত্ব শিক্ষাই ভারতীয় দরিদ্র জনসাধারণকে দিতে হইবে; তবেই নূতন সূর্য্যের আলোকে তোমরা তোমাদের জন্মভূমিকে উজ্জ্বল প্রকাশমান করিয়া তুলিতে সমর্থ হইবে।' তাঁহার শেষ কথা—'নৈতিক আত্মহত্যা দ্বারা একটা জাতিকে কখনও তোমরা উন্নতির শীর্ষস্থানে অভ্যুদয়দানে সক্ষম হইবে না।' আমরাও তাঁহার এই কথায় সম্পূর্ণ একমত।

এই যুগে ইন্দ্রিয় লালসার দাবীটাই একদল নরনারীর ভিতর প্রবল হইয়া উঠিতেছে। 'জন্মশাসন' বা 'সহশিক্ষা'র প্রবর্ত্তনের অত্যাগ্রহ সেই দাবীরই ইঙ্গিত সূচনা করিতেছে। বন্য ক্ষুধার তাড়নায় যখন দেশে মানব-সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা সমূল উৎখাত হইতে চলিয়াছে, ভারতীয় সমাজকে তাহার প্রবল গ্রাস হইতে নিরাপদ রাখিবার চিন্তা না করিয়া একদল তথাকথিত শিক্ষিত ও শিক্ষিতা আধুনিকরা নিজদেশের ও জাতির আন্তর্ভৌমিক প্রাণধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নর-নারীর ইন্দ্রিয়-লালসাকেই সাহিত্যে, সঙ্গীতে, শিক্ষায়, সভ্যতায়, শিল্পে, ছায়াচিত্র প্রাধান্য দিতে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিয়াছে।

এরই ফলে, এই যুগের পরিণত বা অপরিণত বয়স্ক অধিকাংশ শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের দুই ওষ্ঠ কাম-লালসার কাহিনীতে পূর্ণ হইয়া আছে, দুই চক্ষু পাপ-চিত্র-সন্দর্শনে, নিষ্পাপের ভিতর ও পাপ রূপ-কল্পনে নিমিলিত হইয়া আছে। এমন কু-কথা নাই, যাহা বলিতে রসনাকে সংযত করার আবশ্যকতা ইহারা উপলব্ধি করিবে। এমন কুচিন্তা নাই, যাহার ধ্যানে তাহারা মনকে বিরত রাখিবে। পারিপার্শ্বিক জগতের সাহিত্য (গল্প, উপন্যাসের নায়ক-চরিত্র ও কথা বিদেশী সভ্যতার বিষপূর্ণ ছায়াচিত্রের পৈশাচিক লালসা-নৃত্য ও অভিনয়) তাহাদের এই নৈতিক আত্মহত্যার কর্ম্মে তাহাদিগকে এমন প্রণোদনা দিতেছে। ধ্বংসের অগ্নিকুণ্ড রচনায়, সেই অগ্নিকুণ্ডের ইন্ধন সংগ্রহে যদি কেউ সহায়তা করিয়া থাকে, তবে তাহারা এই "বর্ত্তমান ছাপ সাহিত্যের" শিল্পী ও ছায়া-চিত্রের মধ্যে sex appeal-এর প্রবর্ত্তকগণ—ইহা একটী নিঃসংশয়িত সত্য।

কাম চিন্তায় অতি আধুনিকদের এত রুচি বাড়িয়াছে বলিয়াই, কাম-কথায় তাহাদের রসনা এমন অসংযত হইয়াছে বলিয়াই অসংখ্য নর-নারী মানব সমাজের কল্যাণ-ঘাতক দুর্দ্দান্ত দস্যুরূপে পরিণত হইতে চলিয়াছে। এদের সকলের ভিতরই কামনার আগুন ধিকিধিকি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। হিংস্রপশু বুকের নিভৃত কোণে তার নখর শানাইতেছে। স্নেহ, সৌজন্য বা শিষ্টতার সভ্য বেশে কিংবা সুযোগ ও সুবিধা অনুসারে দস্যু ও লুণ্ঠনকারীর বেশে নারীর মর্য্যাদা হরণ করিতে ইতস্ততঃ ইহারা করিবে না।

নারীকে আজ এই মুহূর্ত্তের 'ভুলের' উপর অতন্দ্রিত প্রহরা রাখিতে হইবে। অবাধ মেলামেশা বা সহশিক্ষার প্রচলনে পুরুষের সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে যাওয়ার প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার পূর্ব্বক্ষণে তাহাকে স্বীয় মর্য্যাদার মহিমায় সজাগ রহিতে হইবে। নিমেষের ভুল নিরয়গামী দুর্গতিকে ডাকিয়া আনিতে পারে, পুরুষের সঙ্গে মিশিতে যাইয়া অপ্রয়োজনীয় ঘনিষ্ঠতাকে প্রশ্রয় দিলে পুরুষের বাসনার উদ্দামতা যদি কদাচার করিয়া বসে, তবে তার প্রায়শ্চিত্ত নারীর জীবনের রক্ত বিসর্জ্জনেও সম্ভব হইবে না। অথচ, পুরুষকে এই পাপ ও পীড়ন-প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত রাখিতে হইলে নারীর অন্তরে পবিত্রতার প্রতি অনন্যনীয় অনুরাগ প্রতিষ্ঠিত করিবার যে একান্ত আবশ্যকতা রহিয়াছে—আধুনিকা যুবতী বা পরিণীতা নারীকে সেই কথাই হৃদয় দিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

অসংযমের প্রতি, লালসা-ব্যঞ্জক সাহিত্য বা ছায়া চিত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা ও বিতৃষ্ণা জন্মাইতে পারে, সঙ্গীতের অনুশীলনে এবং সংযমের অভ্যাস ও চিন্তনে রুচি ও আগ্রহ জন্মাইতে পারে—বালিকাদের চরিত্রকে 'ভুলের' গ্রাস হইতে বাঁচাইতে হইলে তেমন শিক্ষারই আজ প্রয়োজন ঘটিয়াছে। ইন্দ্রিয়ের নীচ কামনাকে দমন করার প্রণালী তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে। আধুনিকী শিক্ষিতা মহিলা যে ব্রহ্মচর্য্যকে 'অসম্ভব' বলিতে দ্বিধা বোধ করেন না, বাংলার কন্যাদের চরিত্রে বিপদ্‌দমনের কৌশলকে আয়ত্ত্ব করিয়া দিয়া তাহাদের বক্ষে সুপ্ত বিবেককে জ্ঞান-দণ্ডের যাদুস্পর্শে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে। পুরুষের আচরণের বা নিজ ব্যবহার ও আলাপ আলোচনার সীমা সৌন্দর্য্য নির্ণয়ের বিচার বুদ্ধিতে তাহাকে নিপুণা করিয়া গড়িতে হইবে। নতুবা, তার জীবনের অতর্কিতে একটী ভুল প্রশ্রয় পাইলে, সেই ভুল সহস্র ভুলের প্রসব দিবে—একের ভুল লক্ষজনকে ভুলের পথে চালাইবে, বিনাশের স্রোতে ভাসাইবে। ফলে, এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত, এই ভুলের মূল্য জাতিগত ভাবে আমরা পুরুষ-পরম্পরায় শোধ করিতে বাধ্য রহিব।

দাম্পত্য জীবনে সুখী হইবার উপায়

শিকাগোর বিচারপতি জোসেফ সাবাথ আদালতের বেঞ্চে বসিয়া বিবাহ ঘটিত প্রায় ৪০০০০ মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিয়াছেন। এই মোকদ্দমাগুলির মধ্যে ২০০০ মোকদ্দমা তিনি সন্তোষজনকভাবে মিটাইয়া দিতে সক্ষম হন।

বিবাহ-জীবনে বিরোধ কিসে ওঠে এবং সে বিরোধ কি করিয়া মিটানো সম্ভব—এ সম্বন্ধে তাঁহার মত অভিজ্ঞতা আর কাহারো নাই। এখনো তিনি বিচারক হিসাবে বিচার আসন সমুপবিষ্ট আছেন। তিনি বলেন, স্বামী যখন অফিসে বাহির হন, তখন যদি স্ত্রী শুধু হাসিমুখে বাড়ীর দ্বারে দাঁড়াইয়া মৃদু হাস্যে তাঁহাকে বিদায়-সম্ভাষণ করেন তাহা হইলে বহু ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় অবশ্য স্বামী প্রত্যভিবাদনে মৃদু হাস্যদানে কার্পণ্য করিবেন না। ইহার উপর যদি একটি চুম্বন সংযুক্ত হয়, তবে বিবাহে বিরোধ জন্মিতে পারে না!

জগতে বিরোধ-বিবাদ কেহ চাহে না। সামান্য মন কষাকষি হাসির হাল্‌কা হাওয়ায় নিমিষে টুটিয়া যায়; সেটুকুকে পুষিয়া রাখিলে তাহা পুঞ্জিত হইয়া বহু অনর্থের সৃষ্টি করে। এজন্য তিনি কয়েকটা বিধি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—সে বিধিগুলি মানিয়া চলিলে দাম্পত্য জীবন শান্তিময় হইবে—কোনো অশান্তি-উৎপাতে তাহা ক্লিন্ন বা ম্লান ও জীর্ণ হইবে না।

১। পরস্পরকে 'ক্ষমা ঘেন্না' করিয়া ধৈর্য্য রাখিবে।

২। সংসারের কর্ত্তব্যই শুধু পরস্পরের কাছে দাবী করিয়ো না। হাসি খেলা গল্পে একত্র দুজনে খানিকটা অতিবাহিত করিয়ো। তাহাতে সদ্ভাব ও প্রীতি বর্দ্ধিত হয়—তাহা ক্ষীণ হইতে পারে না।

৩। মতান্তর হইলে জোর গলায় দুজনে কখনো তর্ক করিবে না।

৪। সকল বিষয়ের আলোচনা করিবে বন্ধুভাবে, মৃদু ভাষায় শান্তমনে। উত্তেজিত হইয়ো না বা 'ঠেস' দিয়া কথা কহিয়ো না।

৫। পরস্পরের প্রতি কার্পণ্য করিয়ো না—গোপনতা রাখিয়ো না—সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ—ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।

৬। পরস্পরকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়া সকল কাজে, সকল আচরণে দরদ বিসর্জ্জন দিয়ো না।

৭। সংসারের সকল কাজের দায়িত্ব—দুজনের সমতুল্য! তাহা বুঝিয়া স দায়িত্বের তুল্য অংশ গ্রহণ করিবে।

৮। গোমড়ামুখ পরস্পরকে যেন দেখিতে না হয়। প্রত্যহ হাসিয়া কথা কহিবে।

৯। গৃহটিকে দুজনে জানিবে নিরাপদ নীড়। কোনো অভিসন্ধি বা বেদরদ অপ্রীতির বাষ্প সে নীড়ের কোনে কোনে জমিবার প্রশ্রয় না পায়—সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়ো।

১০। শয়ন কালে মনকে রাখিবে নির্ম্মল স্বচ্ছন্দ। এই বিধিগুলি মানিয়া চলিলে দাম্পত্য জীবনে কোনো অশান্তি ঘটিবে না।

জজ জোসেফ বলিতেছেন,—Marriage is a habit that needs constantly to be kept in good repair.

——

পাঁচমেশালী

মিসর-মহিলার কৃতীত্ব

মিসরের তরুণী বৈমানিকা মোসাঃলুৎফিয়া মিসরের বিমান প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়াছেন। কাইরো হইতে আলেকজান্ড্রা পর্য্যন্ত ২৩০ মাইল পথ দ্রুততম বেগে গমন করিয়া লুৎফিয়া সকলের শীর্ষস্থান দখল করিয়াছেন। তিন দিনের বিমান প্রতিযোগিতার মধ্যে ইহা দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান।

অদ্ভুত বাতিক

লণ্ডনস্থ জনৈক দৈনিক কোরম্যানের পত্নী হঠাৎ তাঁহার স্বামীর উপার্জ্জিত অর্থ অপব্যয়িত হইতেছে ভাবিয়া তাহার প্রতিকারের এক অদ্ভুত উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি দেখেন যে, তাঁহার স্বামীর হিসাব রক্ষককে বেতন দিতে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হয়।

এক্ষণে যাহাতে আর হিসাব-নিকাশ করার জন্য কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে না হয় তজ্জন্য উক্ত রমণী ৬৩ বৎসর বয়সে এক প্রাথমিক স্কুলে ভর্ত্তি হইয়া অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষায় মনোনিবেশ করিয়াছেন।

স্ত্রীর চেয়ে রাঁধুনী ভাল

মে জোন্স নাম্নী এক নারী তাঁহার স্বামীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবার কালে তাহার স্বামী আইভান বলিল—"মে তুমি বড় রাঁধুনী এবং ঘরণী বটে; তুমি চলে গেলে আমার ঘরের অবস্থা যে কি হবে তাই ভেবে আমি আকুল হচ্ছি।" মে সাথে সঙ্গে এই জবাব দিল যে, তাহারও একটা চাকরীর দরকার। ব্যস্! মের চাকরী হইয়া গেল—তাহার পূর্ব্ব পরিচিত গৃহে অর্থাৎ আইভানের গৃহে। আজ আর সে আইভানের মরমী পত্নী নয় ঘরণী রাঁধুনী মাত্র। এবং সে বোধ হয় পূর্ব্বাপেক্ষা সুখেই আছে, কারণ—আইভানের সঙ্গে এই চুক্তি সে করিয়া লইয়াছে যে, প্রতি সপ্তাহে তাহার বেতন চুকাইয়া দিতে হইবে।

বাঙ্গলার নারীশিক্ষা

বাঙ্গলা দেশে গত ৫ বৎসরে কলেজ ও উচ্চ বিদ্যালয় সমূহে ছাত্রী সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বঙ্গের নারীদের সংখ্যার অনুপাতে শতকরা মোট ৩০ হইতে ৩২ জন নারী বাঙ্গলা লিখিতে ও পড়িতে পারে। ১৯৩২ সালে ৮১ জন নারী বি, এ, এবং ১০ জন এম এ এবং ২০ জন বি টি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছিল। চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নরতা নারীর সংখ্যা ৪১ জন। গত ৫ বৎসরের ছাত্রী সংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

	১৯২৬-২৭	১৯৩২ ৩৩
কলেজ	৩৬৪	৭১২
উচ্চ বিদ্যালয়	৪৮০১	১০৩৫৫
মধ্য বিদ্যালয়	৮২৬৯	[illegible]
নিম্ন বিদ্যালয়	৩৯৬০৫৬	[illegible]

রিক্ত

শ্রীসুনীল কৃষ্ণ দাশ

—•—

সুখের মাঝে যখন প্রভু ডুবেছিলাম আমি,
তখন তো কই ভুলেও তোমায় হয়নি মনে স্বামী।
যখন ছিল হাসি, মোটে ছিলই নাকো ব্যথা,
তোমার পাদপীঠের তলায় নোয়াইনিকো মাথা!
ভেবেছিলাম দেবতা কোথা? আমার সমান কে?
তুমি তখন লুকিয়ে হেসে দুঃখ দিলে যে।
আজকে দেখি নাইকো সেদিন কোথায় গেছে সরে।
মুখর প্রাণের বীণ্‌টি দেখি নীরব একেবারে।
সুরের ধারা, গানের মালা শুকিয়ে গেছে আজ,
হচ্ছে মনে আমার যেন ফুরিয়ে গেছে কাজ।
আগের মতই গাইছে পাখী, তেমনি তরই সুরে,
তেমনি আজও আলোর সাথে আঁধার পালায় দূরে।
সবাই আছে আগের মতই সবাই সবার ঠাঁই,
কবিই কেবল নিঃস্ব আজি কিছুই তাহার নাই।

—

রেডিও

লাউডস্পীকার

—•—

স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষদের দ্বারা বেতারকে নূতন ছাঁচে ঢালা সম্ভব নয় আমরা ভাল করিয়াই জানি। সেজন্য আমরা এ সম্বন্ধে যেমন public opinion সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইয়াছি তেমনি উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেও কম চেষ্টা করি নাই। কোনোদিন আমাদের শ্রম ও চেষ্টা ফলপ্রসূ হইবে কিনা ভবিষ্যতের গর্ভে।

—

আমরা মাত্র এখন লাইসেন্সধারীদের নিকট নিবেদন জানাইতেছি যে তাঁহারা প্রোগ্রাম সম্বন্ধে বা বেতার পরিচালনার সন্তোষ লাভ করিতে না পারিলে যেন নিশ্চেষ্ট না থাকেন, যথাস্থানে যথাসময়ে যেন প্রতিবাদ করিতে না ভোলেন। পাবলিক সজাগ হইলে পাবলিক প্রতিষ্ঠানও ভাল হইবে। এবং যে পরিমাণে তাহারা নিশ্চেষ্ট ও অসতর্ক হইবে সেপরিমাণে প্রতিষ্ঠান দোষপূর্ণ ও ব্যর্থ হইবে।

—

একদিনে কোনো ভাল কাজ করা সম্ভব নয়। একজনের চেষ্টায়ও বিশেষ কিছু না হইতে পারে। তাই বলিয়া একজনও তার কর্ত্তব্য করিতে ভুলিবেন কেন?

—

সম্প্রতি ভারতীয় মিউজিয়াম গৃহে স্বাস্থ্য প্রদর্শনী বসিয়াছে। এই স্বাস্থ্য প্রদর্শনী বসিবার পূর্ব্বে সাধারণকে educate করিবার জন্য যোগ্য ব্যক্তির সংবাদপত্রে লিখিত প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে,—এবং তাঁহাদের কাহারো কাহারো বক্তৃতার বেতারে ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা এইরূপ ব্রডকাষ্টের সমর্থক।

—

বেতারের দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে ছাত্রদের জন্য যে বক্তৃতার ব্যবস্থা আছে তাহার কার্য্যকরী মূল্য কিভাবে বাড়ানো যায় সে সম্বন্ধে আমরা অনেক বলিয়াছি। আমরা এখনো আশা করি, কিছু পরিবর্ত্তন এখানে হইবে।

—

সোমবার ২৯শে দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে, বিদ্যার্থি মণ্ডলের বক্তা নৃপেন্দ্র কৃষ্ণের 'শিকার কাহিনীর' পর মহিলা মজলিস আরম্ভ হইল। বিষ্ণুশর্ম্মা অনুপস্থিত। বিজন বিহারী বসু 'নিবেদিতা' সম্বন্ধে কিছু পাঠ করিয়া ও রেকর্ড বাজাইয়া যথাকর্ত্তব্য সমাপ্ত করিলেন।

—

৩০শে মঙ্গলবার দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে বিদ্যার্থি মণ্ডলে, নৃপেন্দ্র কৃষ্ণের 'আধুনিক সাহিত্য হইতে পাঠ' এর পর রঘুনাথ ভট্টাচার্য্য কথকতা আরম্ভ করিলেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই মহিলা মজলিশ সমাপ্ত হইল।

—

৩১শে বুধবার মহিলা মজলিসে রেকর্ড বাজিল একঘণ্টা। তৎপরে রাজেন্দ্র বাবু শ্রীযুক্ত খগেন মিত্রের একটী গল্প সম্পূর্ণ পাঠ করিলেন এবং আর একটি সময় অভাবের জন্য অর্দ্ধপঠিত অবস্থায় রহিয়া গিয়া মজলিশ শেষ হইল। বিষ্ণুশর্ম্মা অনুপস্থিত।

—

১লা বৃহস্পতিবার বিদ্যার্থি মণ্ডলে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' পাঠ করিলেন এবং তৎপরে মজলিশে একঘণ্টা রেকর্ড বাজাইয়া সময় সমাপ্ত হইল। বিষ্ণুশর্ম্মা এদিনও অনুপস্থিত।

—

২রা ফেব্রুয়ারী আধঘণ্টা হিন্দী রেকর্ড বাজিল। অদ্য বিষ্ণুশর্ম্মা উপস্থিত। বলিলেন, অসুস্থতা নিবন্ধন আসিতে পারেন নাই। সেই পুরাতন 'বৌদ্ধযুগের নারী চরিত্র' সম্বন্ধে 'বক্তৃতা' দিলেন। শেষের দিকে একটু পিয়ানো, ও দুখানি রেকর্ড বাজাইয়া মজলিশ শেষ হইল।

—

৩রা ফেব্রুয়ারী শনিবার বিদ্যার্থি মণ্ডলে নৃপেন্দ্র কৃষ্ণের 'প্রাচীন কালের পাঠশালা' সম্বন্ধে বক্তৃতার পর 'বিখ্যাত কবিদের কয়েকটি কবিতা' পাঠ করিলেন শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মা, এবং তৎপর একটু পিয়ানো ঠুকিয়া ও দুখানা রেকর্ড বাজাইয়া পালা সাঙ্গ করিলেন।

—

সোমবার ২৯শে জানুয়ারী শ্রীশিবকালী চট্টোপাধ্যায় নাটকের আসর হইতে গানের আসরে উপস্থিত হইয়া গাহিয়া ফেলিলেন, "কেগো তুমি কাঙাল বেশে।" ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর ভাঙা ভাঙা ও বিশ্রী। গানটি নিজ বাটীর বৈঠকখানায় গাহিলে আমরা অত্যন্ত খুসী হইতাম। শ্রীবিভূতি ভূষণ মুখার্জ্জীর "আয়রে তোরা আয়' গানটি মন্দ হয় নাই।

—

শ্রীবীরেন্দ্র নাথ দাসের "সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে" গানটি মোটের উপর ভাল হইয়াছিল। বেতারের এই নবীন গায়কটির কণ্ঠস্বর মিষ্ট ও বাণী স্পষ্ট। মিস আশালতা গাহিলেন "গলেতে দোলে বকুল মালা" গানটি। গানের সুর যোজনা ভাল হয় নাই সেইজন্য আশালতা সুন্দর করিয়া গাওয়া সত্ত্বেও গানটি জমিল না।

—

রাত্রি ৭৷৷টায় মিস আশালতার হাম্বীর সুরে হিন্দি গজল গানটি চমৎকার হইয়াছিল। হিন্দুস্থানী ঘোষকের বাণী আরও স্পষ্ট না হইলে শ্রোতাদের আর্টিষ্টের নামও গানের কথা বুঝিতে অত্যন্ত বেগ পাইতে হয়।

—

রাত্রি স আটটায় শ্রীবীরেন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্যের ভাটিয়ালী গানটি সুগীত হইয়াছিল। শ্রীসুশীল কুমার বসুর 'কেমনে ভুলিতে বল' গানটি সুন্দর। মাষ্টার জলী বেহালা, অর্গান প্রভৃতির সহিত গাহিলেন 'মধুর রাতে তব চরণ তলে।' মোটের উপর গানটি মন্দ হয় নাই।

—

শ্রীরামচন্দ্র পালের 'কতদিন ঢাকবি' গানটি মন্দ হয় নাই। শ্রী অনিল কুমার বসুর 'অচেনা সুরে মদির মোহে' গানটি মন্দ লাগিল না।

—

রাত্রি ৯৷৷টায় বেতার নাটুকে দল শ্রীকুঞ্জলাল ব্যানার্জ্জীর 'বেসুর ও বাধা' নাটিকার অভিনয় করিলেন। উক্ত নাটিক 'সুর' নামে ইতিপূর্ব্বে বেতারে অভিনীত হইয়াছে।

—

সর্দ্দার (বিশ্বনাথ ঘোষ) ও সোনালী (ঊষাবতী) ভাল হইয়াছিল। ঝুমুক (শিবকালী চট্টো) রজিয়া (পদ্মাবতী) নিতান্ত নিন্দনীয় হয় নাই।

—

প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে সখিদের গান 'গাগরী ছলকে যাবে' সুন্দর হইয়াছিল। দূরে নেপেন মজুমদারের বাঁশীর সুর বড়ই মধুর লাগিতেছিল। নাটকে বাঁশী বাজাইয়া আসর জমাইতে নেপেন বাবু অদ্বিতীয়।

—

দ্বিতীয় দৃশ্য 'পাহাড়ের চূড়া। সোণালী ও ঝুমক। এদৃশ্যটি প্রোগ্রামে উল্লেখ নাই। যাহা হউক এদৃশ্যে সোনালীর 'বাঁশরী বাজে বন মাঝে' গানটি বেসুরো বিশ্রী হইয়াছিল।

—

মোটের উপর অভিনয় নিন্দনীয় হয় নাই। এদিন নৃপেন্দ্র নাথ মজুমদার, সমস্ত অনুষ্ঠানের ঘোষক ছিলেন।

—

মঙ্গলবার ৩০শে জানুয়ারী ৭টার সময় কৃষ্ণ চন্দ্র দে ও কমলাবালা অনুপস্থিত ঘোষক মহাশয় অনুপস্থিতির কোন কারণ বলিলেন না। বিনা কারণে এরূপ অনুপস্থিত হওয়া অত্যন্ত নিন্দনীয়। রেকর্ড বাজাইয়া অর্দ্ধঘণ্টা কাটান হইল।

—

৭৷৷০ টার হিন্দি প্রোগ্রামেও আর্টিষ্ট অনুপস্থিত কাজেই রেকর্ড শুনিলাম।

—

স' আটটায় প্রসিদ্ধ শিকারী শ্রীবিপিন বিহারী চৌধুরী 'শিকারের গল্প' বলিলেন। এদিন ইহার গল্প বলিবার ধরণ তত মনোমুগ্ধকর হয় নাই।

—

শ্রীশৈলেশকুমার দত্ত গুপ্ত দু'খানি গান গাহিলেন। ইহার গান শুনিয়া আমরা খুসী হইতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত। শ্রীঅজিত কুমার বসুর 'ও কেন গেল চলে' ও 'আমি কান পেতে রই' গান দুটি সুন্দর। শ্যাম বিনোদ ঘোষ অনুপস্থিত বলিয়া অজিতবাবু গাহিলেন কিন্তু তাহাতে আমাদের লাভ বই লোকসান হয় নাই।

—

মঙ্গলবার আর্টিষ্ট অনুপস্থিতির Epidemic হইয়াছিল বলিয়া স্মরণীয়। এদিন ঘোষক ছিলেন রাজেন বাবু।

—

বুধবার ৩১শে জানুয়ারী প্রথমে কীর্ত্তন গান হইল। মিস ফুল্লনলিনীর ভাঙা, ধরা গলায় 'রাধে গিরিধর মন-মন্দিরে' ভজন গানটি শ্রুতিমধুর হয় নাই।

—

রাত্রি স'আটটায় শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'তোমার হাতের বীণার তারে' ও 'আমি বাউল সেজে বাহির হলাম' গান দুটি মোটের উপর ভাল হইয়াছিল। শ্রীসুধেন্দু

কুমার গোস্বামীর 'রুমু ঝুমু' গানটি বিশ্রী। দ্বিতীয় গানও তথৈবচ। rendering যেমন বিশ্রী কণ্ঠস্বরও তেমনি।

—

শ্রীপ্রবুদ্ধ কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'নিভৃত অন্তরে...ফিরে আয়' গানটি বিরক্তিকর হইয়াছিল। শ্রীশচীন্দ্র নাথ দাসের 'মরুপথে ফিরি পিয়াসী পরাণে' গানটি সুগীত হইয়াছিল কিন্তু গানের সুর সুৎসই হয় নাই।

—

রাত্রি ৯টায় শ্রীমতী উত্তরা দেবীর 'আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছ' গানটি সুগীত হইয়াছিল। মিস্ প্রফুল্লবালার 'ওকে এমন ধারা করুণ সুরে' গানটি বেসুরো, বিশ্রী। অধিকক্ষণ গাওয়ার জন্য অত্যন্ত বিরক্তিকর হইয়াছিল। মিস প্রভাবতী সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর গাহিলেন 'এস হে বিজন প্রাণের দেবতা"।

—

এদিন প্রথমার্দ্ধে ঘোষক ছিলেন নৃপেন মজুমদার এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে বিজন বসু।

—

বৃহস্পতিবার ৬৷৹ টায় স্বাস্থ্যবিষয়ক বক্তৃতা হইল। বক্তৃতার শেষে বক্তার নাম ঘোষণা না করায় আমরা নামটি জানিতে পারি নাই। শ্রীশচীন্দ্র নাথ দাস নিধুটপ্পা গাহিলেন 'যে মনেতে মন নিলে'। গানটি মন্দ লাগিল না।

—

শ্রীজীবন চন্দ্র উপাধ্যায় গাহিলেন 'পথ চলিতে যদি চকিতে'। গায়কের কণ্ঠস্বর মধুর নহে এবং rendering ও সুর ভাল নয় বলিয়া গানটি বিরক্তিকর হইয়াছিল। শ্রীজ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামীর 'শূন্য এ বুকে পাখী মোর' গানটি শুনিয়া আমরা সুখী হইতে পারি নাই। এই প্রকার গান জ্ঞান বাবুর কণ্ঠে খাপ খায় নাই।

—

রাত্রি ৭৷৹টায় শ্রীজ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামীর বাদকোম খেয়াল গান চমৎকার হইয়াছিল। মিস্ উষারাণীর হিন্দিগান সুন্দর। হিন্দুস্থানী ঘোষক জ্ঞান বাবুর নাম উচ্চারণ করিতে পারিতেছিলেন না।

—

রাত্রি সাড়ে আটটায় আব্দুল লতিফ সাহেবের বাংলা গান মন্দ হয় নাই। মিস্ আভাবতী অনুপস্থিত বলিয়া রেকর্ড বাজান হইল। সর্ব্বশেষে শ্রী রাজেন্দ্র নারায়ন সেন গুপ্ত সরোদ বাজাইয়া মধুরেণ সমাপয়েৎ করিলেন। এদিন ঘোষক ছিলেন শ্রীবিজন বসু।

—

শুক্রবার ২রা ফেব্রুয়ারী বেতার নাটুকে দল শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত 'মীরাবাই' নাটকের অভিনয় করিলেন।

—

শেখর (ধীরেন দাস) ও মীরাবাঈ (উষাবতী গানগুলি বাদ দিয়া) ভাল হইয়াছিল।

—

কুম্ভসিংহ (বিশ্বনাথ ভাদুড়ী), লালবাঈ (নিভাননী) মন্দ হয় নাই। ভানুসিংহ (মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়) গৃহস্থ পত্নী (পদ্মরাণী) ও গৃহস্থ সুবিধার হয় নাই। রূপ গোস্বামীর সংস্কৃত উচ্চারণ কর্ণপীড়া দায়ক হইয়াছিল। এদিন ঘোষক ছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

—

শনিবার ৬৷৹টায় কলিকাতার আব্দুল আজীজ খাঁ অনুপস্থিত। সেই জন্য রেকর্ড বাজান হইল। ৩৫ মিনিট রেকর্ড বাজাইয়া আমাদের বিরক্ত করিবার পর রাত্রি সাড়ে সাতটার 'ব্রজমাধুরী সঙ্ঘের' কীর্ত্তন গান ২নং বেলতলা রোড হইতে relay করা হইল।

—

উক্ত সঙ্ঘ এদিনের কীর্ত্তন গান বেহারে ভূমিকম্পে মৃত ব্যক্তিদের আত্মার শান্তির জন্য করিয়াছিলেন। সভানেত্রী নাটোরের মহারাণী ব্রজমোহিনী দেবীর অনুমতিক্রমে ও শিক্ষক কীর্ত্তনসুধাকর ভূপেন্দ্র কৃষ্ণ বসুর পরিচালনায় সঙ্ঘের সভ্যাগণ কীর্ত্তন গাহিলেন।

—

গৌরচন্দ্রিকা গাহিলেন শ্রীমতী অপর্ণা রায়। 'হরি গেল মধুপুর' 'প্রেমকি অঙ্কুর' ও 'নন্দকুল চন্দ্রমা' গাহিলেন শ্রীমতী সুষমা মিত্র।

—

'অতি শীতল মলয়ানিল' ও 'ধনি ভেল মুরছিত' গাহিলেন শ্রীমতী কুমারী সুমনা সেন বি, এস-সি। শ্রীমতী শোভনা দত্ত গাহিলেন 'গেরুয়া বসন অঙ্গেতে ধরিব।' 'মরিব মরিব সখি' গাইলেন কুমারী শোভনা সেন। নদীয়ার মহারাজ কুমারী পূর্ণিমা দেবী গাহিলেন 'রাই ধৈর্য্যং রহু ধৈর্য্যং' ও 'মধুপুর নগরী'। কুমারী ভ্রমর ঘোষ, এম এ গাহিলেন 'তুঁহু সে রহলি মধুপুর'। "ঘরে বিয়োগে' গাহিলেন শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী দত্ত। কুমারী লীলা গুহ গাহিলেন—'দাঁড়াও শিরে চূড়াটি প'র'। কুমারী সরলা জ্যাকেরিয়ার 'কালাচাঁদ কালাচাঁদ' গাহিবার কথা ছিল কিন্তু এ গানটি হইয়াছিল কিনা বুঝিতে পারি নাই। 'নাম কীর্ত্তন' গাহিলেন শ্রীমতী অর্পণা রায়।

—

এরূপ চমৎকার কীর্ত্তন গান সাধারণ্যে পরিবেশন করিবার অনুমতি দিয়া মহারাণী ব্রজমোহিনী দেবী অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছিলেন। এ দিন প্রথম দিকে ঘোষক ছিলেন রাজেন বাবু।

—

রবিবার ৪ঠা ফেব্রুয়ারী প্রাতে শ্রীরঞ্জিত রায় ও উষাবতীর ডুয়েট গান 'বুড়ো বুড়ীর খেদ' চমৎকার। গানটির রচয়িতা মণি মজুমদার প্রশংসার পাত্র। মিস আঙুর বালা কাজী সাহেবের ২খানি গান গাহিলেন। তাঁর 'তোমার বুকের ফুলদানীতে' 'নিশি ভোর হলো জাগিয়া' সুন্দর হইয়াছিল।

—

সান্ধ্য আসরে ডাঃ সুন্দরী মোহন দাস তাঁর নিজস্ব বলিবার ভঙ্গিতে সুন্দর একটি

স্বাস্থ্যবিষয়ক বক্তৃতা দিলেন। রাত্রি ৮টার কুমারী নিরুপমা মুখার্জ্জীর বাংলা গান' 'তোর কন্থু যদি এল' ভাল হয় নাই।

—

কুমারী আভারাণী সরকার গাহিলেন 'ডাকে পথহারা ভিখারিণী' ও 'হার মানালে গো ভাঙলে অভিমান'। গান দুটির সুর ভাল না হইলেও গাহিবার গুণে ভাল লাগিল। শ্রীমতী উত্তরা দেবীর 'খোল খোল দ্বার' গানটি ভাল লাগিল। তাঁর জ্ঞানদাসের পদাবলী কীর্ত্তন 'মাধব কৈছন তুহার' মন্দ নয়। ইহার সব কীর্ত্তন গানের সুং একরূপ।

—

কুমারী নিরুপমা মুখার্জ্জীর সেতার বাজনা প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী। এ দিন ঘোষণা করিলেন রাজেন বাবু।

——

আর্য্য অনার্য্য সংমিশ্রণে মনুসংহিতার অভিমত

—স্বামী ভূমানন্দ—

—:০:—

মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের ৬৬ শ্লোক হইতে ৭৩ শ্লোক পাঠ করিলেই মনে হইবে, একদা ভারতবর্ষে ব্যাপক ভাবে আর্য্য অনার্য্য মিলনের জন্য যেমন উৎসাহ জাগিয়াছিল, তেমন ইহার বিরুদ্ধে তীব্র কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল।:—

পক্ষে

প্রশ্ন উঠিয়াছিল,—

অনার্য্যায়াং সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণাত্তু যদৃচ্ছয়া।
ব্রাহ্মণ্যামপ্যনার্য্যাত্তু শ্রেয়স্ত্বং ক্বেতি চেদ্ভবেৎ

॥১০।৬৬॥

অর্থাৎ— অনার্য্য স্ত্রীতে ব্রাহ্মণ হইতে জাত সন্তান মধ্যে কে উত্তম হইবে?

মিমাংসা হইয়াছিল

জাতো নার্য্যামনার্য্যায়ামার্য্যাদার্য্যো ভবেদ্ গুণৈঃ।
জাতোহপ্যনার্য্যাদার্য্যায়ামনার্য্য ইতি নিশ্চয়ঃ

॥১০।৭৭॥

অর্থাৎ—আর্য্য হইতে অনার্য্য স্ত্রীজাত সন্তান গুণযুক্ত হইলে আর্য্য হয়। [কিন্তু] অনার্য্য হইতে আর্য্যানারী জাত সন্তান নিশ্চিত অনার্য্য হয়।

এতৎ পক্ষে মহাভারতে বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ব্যাস, শুক, নারদের নাম দৃষ্ট হইলেও মনুসংহিতায় যে নীতি ও উদাহরণ দিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল:—

বীজ মেকে প্রশংসন্তি ক্ষেত্রমন্যে মনীষিণঃ।
বীজ ক্ষেত্রে তথেবান্যে তত্রেয়ন্তু ব্যবস্থিতঃ

॥১০।৭০॥

অর্থাৎ—কেহ মাত্র বীজের প্রশংসা করেন, কেহ মাত্র ক্ষেত্রেরই প্রশংসা করেন, আবার কেহ কেহ বীজ ও ক্ষেত্র এতদুভয়েরই প্রশংসা করেন। উদাহরণ,—

যস্মাদ্বীজ প্রভাবেন তির্য্যগ্জা ঋষয়োহভবন্।
পূজিতাশ্চ প্রশস্তাশ্চ তস্মাদ্বীজং প্রশস্যতে

॥১০।৭২॥

অর্থাৎ— যে বীজ প্রভাবে তির্য্যগ্ গর্ভজাত সন্তানগণ ঋষি হইয়াছিলেন, সকলে পূজিত ও প্রশংসিত হইয়াছিলেন, সেই হেতু বীজ শ্রেষ্ঠ।

এই বিধানের দ্বারা অনার্য্যা নারীর গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিতে আর্য্যগণকে বিশেষ উৎসাহিত করা হইয়াছে।

বিপক্ষে

মিমাংসা হইয়াছিল

(১) তাবুভাবপ্যসংস্কার্য্যাবিতি ধর্ম্মো ব্যবস্থিতঃ।
বৈগুণ্যাজ্জন্মনঃ পূর্ব্ব উত্তরঃ প্রতিলোমতঃ

॥১০।৬৮॥

অন্বয়ঃ- তৌ উভৌ অপি অসংস্কার্য্যৌ ইতি ধর্ম্মঃ ব্যবস্থিতঃ। বৈগুণ্যাৎ জন্মনঃ পূর্ব্ব উত্তরঃ প্রতিলোমতঃ

অর্থাৎ—ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা মত সেই উভয় সন্তানই সংস্কারের অযোগ্য। প্রথমের হেতু,—জন্ম বৈগুণ্য [আর্য্যের ঔরসে অনার্য্যের গর্ভে জন্ম হেতু জন্মবৈগুণ্য বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী সন্তান প্রতিলোম হেতুতে সংস্কারের অযোগ্য। [অনার্য্যের ঔরসে ব্রাহ্মণী গর্ভে সন্তান প্রতিলোমজ]।

(২) অনার্য্যমার্য্য কর্ম্মাণং আর্য্যং চানার্য্য কর্ম্মিণং।
সম্প্রধার্য্যাব্রবীদ্ধাতো ন সমৌ নাসমাবিতি

॥১০।৭৩॥

অর্থাৎ—অনার্য্য যদি আর্য্যের কর্ম্ম গ্রহণ করে এবং আর্য্য যদি অনার্য্যের কর্ম্ম আশ্রয় করে তবে ঐ উভয়ে সমানও নয়, অসমানও নয় ইহা ব্রহ্মা কহিয়াছেন।

ভাষ্য হইল,—শ্বেতকায় আর্য্য যদি কৃষ্ণকায় অনার্য্যের ধর্ম্ম গ্রহণ করে, তবে সে আর্য্য সমাজে নিন্দিত হইবে বটে কিন্তু তাহাতে তার বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব নষ্ট হইবে না। আর অনার্য্য কাক যদি আর্য্য ধর্ম্মরূপ ময়ূর পুচ্ছ যুক্ত হয় তবুও সে স্বধর্ম্ম ত্যাগী আর্য্যের সমান হইতে পারে না।

উপরোক্ত বিধানদ্বয়ে আর্য, অনার্য্য সংস্পর্শ যে শুভ নহে, তাহাই বলা হইয়াছে। মজা এই,—যে মন্ত্রে আর্য্য অনার্য্য মিলনে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে ঠিক পরে মন্ত্রে তাহা দোষাবহ বলিয়া নিষেধ করা হইয়াছে।

উপরোক্ত কয়েক শ্লোককে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিলে সকলেই

বুঝিতে পারিবেন কোন শ্লোকটি কখন রচিত হইয়াছিল :

১। 'অনার্য্যায়াং সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণাত্তু যদৃচ্ছয়া' শ্লোকটি তখনই রচিত হইয়াছিল, যখন স্মার্ত্তকর্ম্মের প্রচলনের সঙ্গে স্মার্ত্তকর্ম্মিগণ 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। এই সময় জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ' মন্ত্রটিও রচিত হইয়াছিল।

২। 'জাতো নার্য্যামনার্য্যায়াং' শ্লোকটি তখনই রচিত হইয়াছিল, যখন বৌদ্ধ প্লাবনে ব্রাহ্মণ বর্ণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার হেতু উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্ব প্রবন্ধে যে ভার্গবের দ্বারা ম্লেচ্ছ দেশীয় কৈবর্ত্তগণকে উপবীত প্রদান ও ব্রাহ্মণ পদে উন্নীত করিবার কথা বলা হইয়াছে, তাহা এই সময় ঘটিয়াছিল।

৩। 'তাবুভাবপ্য সংস্কার্য্যো' শ্লোকটি তখনই রচিত হইয়াছিল, যখন পরাজিত কিন্তু অতি অধিকসংখ্যক বৌদ্ধগণের সহিত স্বল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণগণের চুক্তি নামায় ধার্য্য হইয়াছিল,—অসবর্ণা কন্যা আর্য্যগণ বিবাহ করিতে পারিবে না। এই বিধানটি যে কতদূর অযৌক্তিক তাহা জানিতে হইলে, দেখা কর্ত্তব্য মূল শ্লোক কি বলিতেছে :

তৌ উভৌ অপি অসংস্কার্য্যৌ ইতি ধর্ম্মঃ ব্যবস্থিতঃ যাহার অর্থ হইল,—ধর্ম্ম শাস্ত্রের ব্যবস্থায় সেই উভয় নিশ্চয় সংস্কারের অযোগ্য।

প্রশ্ন হইবে : মনুই যখন সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্ম শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, তখন কোন্ ধর্ম্ম শাস্ত্রের ব্যবস্থার কথা তিনি বলিতে চান, যাহা 'সেই উভয় সন্তানকে সংস্কারের অযোগ্য ধার্য্য করিয়াছে ? সুতরাং এই মন্ত্র মনুসংহিতায় স্থান লাভ করিলেও ইহার রচনা তখনই সম্ভব হইয়াছিল, যখন এদেশে মনুর স্মৃতি ভিন্ন অনেক ধর্ম্ম শাস্ত্রেরই (স্মৃতির) উদ্ভব হইয়াছিল, যাহা দল বাঁধিয়া বেদের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল। উদাহরণ স্বরূপ ঋগ্বেদ হইতে নিম্নে দুইটি মন্ত্র উদ্ধৃত করা হইল :

(ক) বামদেব ঋষি বলেন,—শতক্রতু ইন্দ্র সেই অগ্রুর পুত্র পরাবৃক্তকে [অনার্য্য] স্তোত্রভাগী [বেদপাঠের অধিকারী] করিয়াছিলেন ॥৪।৩০।১৬॥

(খ) বামদেব ঋষি বলেন,—যজ্ঞপতি বিদ্বান ইন্দ্র অনভিষিক্ত [অনার্য্য] সেই তুর্ব্বশ ও যদুকে অভিষেকের যোগ্য [যজ্ঞ করিবার অধিকার] করিয়াছিলেন।

ধর্ম্ম বিষয়ে যে বেদকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র সকল একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, সেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ ঋগ্বেদের মধ্যে উপরোক্ত দুইটি মন্ত্র থাকা সত্ত্বেও 'তাবুভাবপি' শ্লোকটি বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ চুক্তি নামার গরজে লিখিত হইয়াছিল, আশা করি তাহা পাঠকগণ বুঝিতে পারিয়াছেন। বৌদ্ধ রাজগণও আর্য্য, ব্রাহ্মণগণও আর্য্য। যতদিন আর্য্যে আর্য্যে বিরোধ ছিল, ততদিন দল বাড়াইবার জন্য অনার্য্যের আদর ছিল। যখন আর্য্যে আর্য্যে মিলন হইয়া গেল, তখন দুধ ও আম মিলিত হইলে আটিটির অবস্থা যাহা হয়, অনার্য্যের ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছিল।

৩। 'যন্মাতৃীপ্র প্রভাবেন তির্য্যগ্জা ঋষয়োঽভবন্' — শ্লোকটি উপমা স্বরূপ যিনি লিখিয়াছেন তিনি মনু বা শিষ্য ভৃগু যিনিই হউন লিখিয়াছেন ইহাই রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বলিবেন আমরা কিন্তু এই কথা সমর্থন করিতে পারি না। কারণ, বংশাবলী দৃষ্টে দেখা যায়, মনু ও মনুশিষ্য ভৃগু হইতে রাজা দশরথ প্রায় ত্রিশ পুরুষ নিম্নে অবস্থিত। রক্ষণশীলগণ হয়ত বলিবেন মনু ও ভৃগু ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইতেন। আমরাও না হয় বিরোধ বাঁচাইবার জন্য তর্ক স্থলে মানিয়া লইতেছি,—মনু ভৃগুর ভবিষ্যৎ দৃষ্টি অতীব প্রখর ছিল। কিন্তু এই শ্লোকের ব্যাকরণ সম্মত অর্থ যিনিই করিতে যাইবেন, তিনি 'ঋষয়ঃ অভবন্' কথাটি ধরিয়া নিশ্চয়ই অর্থ করিবেন। আর এইরূপ অর্থ করিতে গেলে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে তির্য্যগ্জ ঋষয়ঃ তির্য্যগ যোনি সম্ভূত ঋষিগণের উৎপত্তির পরেই এই মন্ত্র উপমা স্বরূপে রচিত হইয়াছিল অন্যথায় অতীত কাল বাচক 'অভবন্' শব্দটি কদাচ যুক্ত হইত না।

এক্ষণ 'তির্য্যগ্' শব্দটির কি অর্থ হইবে তাহা দেখা কর্ত্তব্য। এই তির্য্যগ্ শব্দের অর্থ মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন, স্বর্গীয় ভরতচন্দ্র শিরোমণি প্রভৃতি রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ, 'হরিণ' বলিয়াছেন। প্রথমতঃ হরিণীর গর্ভে কখন মানুষ হয় না এই জন্য 'হরিণ' অর্থ সঙ্গত নহে। দ্বিতীয়তঃ হরিণ অর্থ করিলে এক ঋষ্যশৃঙ্গ হওয়াই বিধেয়। কিন্তু মূলে আছে ঋষয় :—বহু বচন। সুতরাং বহু ঋষি হরিণীর গর্ভে জন্মিয়াছিলেন, এমন কথা কোন ইতিহাস বা পুরাণে দৃষ্ট হয় না। তবে তির্য্যগ্ শব্দের অর্থ কি হওয়া বিধেয়—ইহাই হইবে প্রধান প্রশ্ন ?

এবিষয়ে 'বিশ্বকোষ' অভিধান শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া অর্থ করিয়াছেন,—'কুটিল লোক'। ভাগবতে আছে,—

তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রী শূদ্র হূন শবরা অপি পাপ জীবাঃ।
যদ্যদ্ভুত ক্রম পরায়ণ শীল শিক্ষা :
তির্য্যগ্ জনা অপি কিমু শ্রুত ধারণা যে
॥২।৭।৪৫॥

অর্থাৎ—যদি ভগবদ্ভক্তের সঙ্গী দ্বারা তাঁহাদের চরিত্র শিক্ষা করে, তাহা হইলে স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবর পাপজীবিরা এবং কুটিল লোকেরা [অনার্য্যেরা] তাঁহার মায়া জানিতে পারে এবং তাহা হইতে সক্ষম হয়।

সুতরাং তির্য্যগ্ অর্থ যদি কুটিল বা অনার্য্য হয়, তবেই ঋষয়ঃ শব্দের সহিত মহাভারত ও পুরাণের সঙ্গতি রক্ষা পায়। অন্যথায় উহার কোন সঙ্গত অর্থই হয় না। অতএব বীজ প্রাধান্যের যে উদাহরণ মনুসংহিতায় উক্ত আছে উহা যেমন মনুর রচনা হইতে পারে না, তেমন তির্য্যগ্ অর্থও হরিণ হইতে পারে না। কথা উঠিয়াছে আর্য্য অনার্য্যের সংমিশ্রণ প্রসঙ্গে সুতরাং তির্য্যগ্ অর্থ অনার্য্য হইতে বাধ্য, হরিণ হইবে কেন ?

৪। 'অনার্য্যমার্য্য কর্ম্মণম্' (১০।৭৩) শ্লোকটিতে যে 'ধাতার' কথা আছে তিনি খুব

সম্ভব শ্বেতকায় আর্য্যগণেরই ধাতা হইবেন। কৃষ্ণকায় অনার্য্যগণের ধাতা কিন্তু বলিয়াছিলেন,—শ্বেতকায় আর্য্যগণ যতই গৌরব করুক না কেন তারা পরস্বাপহারক দস্যু ছাড়া আর কিছুই নহে। আর যে ধাতা সাদা, কালা, পীত, কটা প্রভৃতি সকল রকম মানুষ, সকল রকম পশু, সকল রকম পক্ষী—এক কথায় জীব জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনি জন্মের দ্বারা জাতি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সেই ধাতার অপরিবর্ত্তনীয় বিধানে লিখিত আছে,—'সমানা প্রসবাত্মিকা জাতি'। অর্থাৎ যাহারা এক রকম সন্তান প্রসব করে তাহারাই এক জাতি। এই হিসাবে আর্য্য ও অনার্য্য এক জাতীয়। সুতরাং ইহাদের মধ্যে আহার ও বিহার চলিলে যে ভগবানের সৃষ্টি অশুদ্ধ হইবেনা, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু অনার্য্যগণের ধাতা, মনুর কানে কানে তাহা না বলায় মনুসংহিতায় এই মন্ত্রই লিখিত হইয়াছে জানিতে হইবে। ইহা যেমন আদি, ঠিক তেমনিই অকৃত্রিম! আর এমন মনু সংহিতার গৌরবই বা কত!!

মালসী মজলিস

— উড়ো পাখী —

—•—

মাষ্টার মহাশয়ের নিকট এতদিন চোখ রাঙানিই মিলিয়াছে—সুতরাং ভয়ের কারণ ছিল না। কিন্তু এখন যে বেত্রও আসিল। পোড়োদের ত হৃদকম্প উপস্থিত!

—

না গো না, ওটা বেত নয়—ওটা মেস (mace)। ভয় নাই—গুঁতোবার মেস নয়। এই দণ্ডটী দণ্ড দিবার জন্য নয়—কর্ত্তৃত্বের লক্ষণ হিসাবে।

—

বাংলায় ত ক্ষুদে পার্লামেণ্ট। তাই লণ্ডনের মত সবই ত হওয়া চাই। মাথায় পরচুলো (wig) আছে—হাতে একটা কিছু চাই ত! তাই পার্লামেণ্টের 'কথক' (Speaker) এর অনুকরণে এই দণ্ড। ভয় নাই কাহারও পিঠে পড়িবে না।

—

তবে ভাবনাই বা কি? লণ্ডনের বড় পার্লামেণ্টে মাঝে মাঝে হাতাহাতি, চেয়ার-চেয়ারি হয়, বাংলায় ক্ষুদে-পার্লামেণ্টে এখন পর্য্যন্ত মুখোমুখিই চলিতেছে। তবে পার্লামেণ্টিয় বেত বলিয়া যদি সকলে পূর্ণ পার্লামেণ্টিয় আচার পদ্ধতি অবলম্বন করেন তখন কি হইবে?

—

যাক তখনকার কথা এখন আর ভাবিয়া কি হইবে? কেন্দ্রে কর্ম্ম বিধিয়তে—যখন কার যা, তখন তাহাই করিতে হইবে। এখন ত মালসা ভোগ সারিয়াই বাড়ী ফিরুক সকলে—তখন না হয় হাত পা ভাঙ্গিয়া বাড়ী ঢুকিবে।

—

অধিকারীর হাতে বেত আনিবার সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় আরম্ভ। নূতন হোম মেম্বার উঠিয়া বড় একটা বক্তৃতা দিলেন—গবর্ণমেণ্টের হাতে আরও ক্ষমতা চাই তাহা না হইলে বাংলায় বিপ্লববাদ দমন করা হইতেছেনা।

—

বেসরকারী সদস্য মিঃ এন, কে, বোস অমনি উঠিয়া বলিলেন—না, তাহা হইতে পারে না। অনেক ক্ষমতা তোমাদের হাতে দিয়াছি, সে ক্ষমতার দ্বারা কি কি করিয়াছ তাহা দেখাইতে পার নাই। সুতরাং আর ক্ষমতা তোমাদের হাতে দিব না।

—

কিন্তু তিনি দিতে না চাহিলে কি হয়—দেওয়ার জন্য যে সকলেই উন্মুখ। ক্যাংলা ভাত খাবি না পাতা ধোব কোথায়? এই কথা মজলিসে সবই উল্টা। ভাত লইয়া খাড়া—এখন পাতা ধোওয়ার যা দেরী। সুতরাং বিল কাউন্সিলে উঠিল।

—

তারপরে দ্বিতীয় প্রস্তাব—বিল সিলেক্ট কমিটিতে যাক। বেসরকারী পক্ষ হইতে তাহার বিরুদ্ধে অনেকেই হাত পা নাড়িয়া বক্তৃতা দিলেন। তাহারা বলিলেন—আচ্ছা, বেশী ক্ষমতা তোমরা চাও বেশ'ত, তবে দেখনা একবার লোকে কি বলে—circulate কর।

—

বিপ্লববাদ দমনে উৎসাহ কাহারও কম নয়—তবে গবর্ণমেণ্ট যেভাবে করিতে চান তাহা অনেকে পছন্দ করেন না। উদ্দেশ্য এক—তবে পথ বিভিন্ন। সরকারে ও জন সাধারণে বিরোধ এইখানে। একজনের এলোপ্যাথিক মতে ও অন্য জনের হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা।

—

যাক দিনটী গেল শুধু বাদ বিতণ্ডায়। গবর্ণমেণ্টের প্রতিকূলেই বক্তৃতা হইল বেশীও জোরালো। স্বপক্ষে যাহারা বলিলেন তাঁহারাও সম্পূর্ণভাবে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে মত দিতে পারিলেন না। সেদিনকার মত সভা শেষ—যবনিকা পড়িয়া গেল।

—

মঞ্চ ও পর্দ্দা

—০—

ভারত লক্ষ্মী

এঁদের বহু প্রত্যাশিত চাঁদসদাগরের মুক্তির দিন এবার আসন্ন প্রায়। নানা গুজব উঠেছে কোথায় এর মুক্তি ঘটবে। এখন আমরা শুনছি চাঁদ সদাগর রূপবাণীর পর্দ্দায় আত্মরূপ প্রকাশ করবেন। সেদিন অতিদূর না হোক্!

চিত্র ছায়া

কবে এই নূতন চিত্র গৃহটির দ্বারোদ্ঘাটন হবে এখনো সাধারণ্যে জানে না। যে দিন হোক্, সুপরিচালনার গুণে এই নূতন প্রতিষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হোক্ আমরা প্রার্থনা করি।

নিউ থিয়েটার্স

রূপ লেখা এখনো সম্পূর্ণ হ'তে নাকি বাকী। সুতরাং আপাততঃ ধীরেনবাবুর পাঁচ রীলের কমিক ছবি "একস্কিউজ মি স্যার' ছাড়া এদের কোন নূতন সম্পূর্ণ ছবি মুক্তির প্রতীক্ষায় নেই। আমরা পূর্ব্বেই বলেছি, এই ছবিখানা পাঁচ রীলার হওয়ায় এর প্রদর্শন নিয়ে গোলমাল ঘটেছে। কিন্তু, এই মুস্কিলেরও একটা আসান শীঘ্রই হবে বলে আমরা আশা করছি।

ভূমিকম্পের সাহায্যে

নিউ থিয়েটার্সের কর্ম্মীদের ভূমিকম্পের সাহায্যে সেদিন যে অভিনয় নাট্যনিকেতন বোর্ডে হ'য়ে গেল তার বিক্রয়লব্ধ যাবতীয় অর্থ তাঁরা মেয়রের সাহায্য ভাণ্ডারে দিয়েছেন। তার পরিমাণ দু হাজারের ওপর বলে' শুনছি। এদের দৃষ্টান্ত অন্য চিত্র নির্ম্মাতাদের নিয়মিত টাকেরা অনুসরণ করতে পারেন।

পাইওনীয়ার

এদের প্রথম বাংলা ছবি ধ্রুব যে-তাড়া-তাড়িতে আত্মপ্রকাশ করেছিল তাতে তার দোষ ত্রুটি রয়ে গিয়েছিল অনেক সকলেই জানে। আশা করা যায় এরা আবার যে নূতন ছবিতে হাত দিচ্ছেন তার বেলায় পূর্ব্ব ছবির দরুণ ঠেকে শেখার অভিজ্ঞতায় লাভবান হতে পারবেন. আমরা কোনো খবর পাই নি—মা'র ভূমিকালিপি বন্টন কি ভাবে হয়েছে বা আদপে এতদিনে হয়েছে কিনা।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম

পরিচালক দেবকীবাবুর হিন্দি সীতা এতদিনে শেষ হবার কথা। না হলেও শেষ হতে আর বেশী দেরী নেই এটা নিশ্চয়। তারপর এই ছবি কোথায় বা প্রথম প্রদর্শিত হবে বাংলায় অথবা বাংলার বাইরে তাও এখন অনিশ্চিত। এদের ষ্টুডিও overhauling হ'লে দেবকীবাবু আর কোনো বাংলা বইয়ে হাত দেবেন কিনা তা-ও জানা নেই।

—

"কৈফিয়ৎ"

শ্রীমানারাণী দেবী।

—:০:—

স্নেহের কমল!

ঠিক সময়ে পেয়েছি তোর চিঠি,
হঠাৎ এত রাগ্‌লি কেন বাঁকিয়ে আখির দিঠি?
তাদের তুষ্ট করতে যাওয়া বিষম বিপদ বাপু;
শাঁখের করাত আস্‌তে যেতে দুই এই করে কাবু।
বাণীর পূজার ঘাড়েই যত চাপালি তুই দোষ;
ভেবেও যে ছাই দেখিস নাক, এই বড় আপশোষ!
অপবাদের একটি ঝুড়ি দিলি মাথায় তুলে;
কৈফিয়তের ডালাটা তাই বসে গেলাম খুলে।
বেড়াই আমি যেথা সেথা হাঁকিয়ে মোটরকার?
কল্পনা যে বেগায় ছোটে? লাগাম নাহি তার?
মোটর ড্রাইভ করি কখন, সময় যে নেই মোটে;
রান্না থেকে বিছনা করা আর কি শরীর ছোটে?
গাই বটে গান রাধতে বসে ফোড়ন দিয়ে ডালে,
খুন্তি-কড়া, তব্‌লা ডুগী, সুর দিয়ে ঝাপতালে।
ঠুংরী, খেয়াল গজল, বেহাগ, দাদরা, পূরবী;
সবই থাকে মিশেল তাতে গন্ধ সুরভী।
হারমোনিয়ম তোলা থাকে আল্‌মারীটার মাথে;
এস্রাজ ত ঘরের বাহার, ভাব নেই তার সাথে।
কাজের জ্বালায় ব্যস্ত সদাই, কারণ কখন খুজি?
সুর ভরা মোর চিত্তবীণার অল্প বড়ই পুঁজি।
কাজের ফাকেই থম্‌কে দেখি নীল গগনের কোলে
হীরার থালা উঠ্‌ছে ভাসি, দুলে দোদুল দোলে।
চোখের ব্যথায় রাত্রে লেখা একেবারেই বাদ;
ইচ্ছে করে নইলে তোরে রাগাতে কি সাধ?
বুঝে ক্ষমা করিস কিন্তু, একটুও না চোটে;
ছোটবোনের অভিমানে অন্তরে হুল ফোটে।
পূজ্য পদে প্রণাম দিলাম, স্নেহ প্রীতি আদি,—
তুই তুলে নিস্। কেমন? আসি---

ইতি রাঙাদিদি

চিঠি-পত্র

—০—

সহৃদয় শ্রীযুক্ত 'আজ-কাল' সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন—

আপনার পরিচালিত প্রসিদ্ধ পত্রিকায় নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রকাশ করিলে চিরানুগৃহীতা হইব। গত রবিবার ৪ঠা ফেব্রুয়ারী 'বেলঘোরিয়া ব্যায়াম সমিতি বিহার ভূমিকম্প-দুর্গতদের দুঃখত্রাণ কল্পে একটী অভিনব অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করেন।

প্রথমে তরুণ সুরশিল্পী শ্রীসুনীল কৃষ্ণ দাস, তাহার উদাত্ত কণ্ঠের উদ্বোধন সঙ্গীতে অভ্যাগতগণকে পরিতৃপ্ত করেন। উদ্বোধন সঙ্গীতখানি বড় সময়োপযোগী হইয়াছিল; তাঁহার আবেগপূর্ণ কণ্ঠের 'এস এস' সকলের মনে যেন একটা ব্যথাপূর্ণ করুণ রেখাপাত করিয়াছিল। নিরুপমার (বয়স ৭ বৎসর) খেয়াল চমৎকার। গোরাচাঁদ গাঙ্গুলীর ঠুংরী ও তদীয় ভ্রাতার সঙ্গত (বয়স ৮ বৎসর) সুন্দর। এই বিচিত্র অনুষ্ঠানে সকলেই আনন্দ পাইয়াছেন। জলসার পর বহুবিধ ব্যায়াম ক্রীড়া প্রদর্শিত হয়। ইতি—

বিনীতা

জ্যোৎস্নারেখা রায়—

সম্পাদক—শ্রীজ্ঞানদা চরণ দাস।

Printed and Published by J. C. Das, at the Chitra Press 124/1 Maniktala Street, Calcutta.

AJ-KAL — PHONE B B 8450 — February 17, 1934

আজ-কাল

৩য় বর্ষ, ৩৪শ সংখ্যা। | শনিবার, ৫ই ফাল্গুন ১৩৪০। ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪। | নগদ মূল্য ৬ পাই।

সূচীপত্র

আজ-কালের
নিয়মাবলী

১। আজ কাল প্রতি শুক্রবার প্রাতে কলিকাতায় প্রকাশিত হয়।

২। সহরে ও মফঃস্বলে প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা। বার্ষিক মূল্য দুই টাকা মাত্র।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়। কোনো প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে সম্পাদক কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহেন। ডাক টিকিট দেওয়া থাকিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয়। ৩ মাসের বেশী কোনো অমনোনীত প্রবন্ধ পড়িয়া থাকিলে যদি হারাইয়া যায় সম্পাদক দায়ী নহেন।

৪। টাকা কড়ি পত্রাদি ম্যানেজার আজ কাল, ১২৪।১ নারিকেলতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।

আজ-কাল

১২৪।১ নারিকেলতলা ষ্ট্রীট

কলিকাতা

ফোন বি, বি, ৩৪৫০

৩য় বর্ষ] শনিবার, ৫ই ফাল্গুন ১৩৪০ সাল, ১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪ [৩৪শ সংখ্যা

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তার কথা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক কনভোকেশনে ভাইসচ্যান্সেলার স্যার হাসান সুরাবর্দ্দীর প্রদত্ত বক্তৃতা আমাদের খুসী করা তো দূরের কথা, একেবারে হতাশ করিয়াছে। বাংলার ছাত্র-ছাত্রীদের আশা আকাঙ্ক্ষা, অভাব অভিযোগ ও সর্ব্বোপরি তাহাদের জাতীয় আদর্শের সহিত তাঁহার মনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের তেমন পরিচয় তাঁহার বক্তৃতার কোনো অংশে দেখিলাম না। তাহাদের শিক্ষার একটা বড় রকমের আদর্শের পরিকল্পনার ছাপ তাহাতে ধরা পড়ে নাই মনে হইল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধারের এই শোচনীয় মানসিক দৈন্য আমাদের পীড়া দিয়াছে আজ একথা না বলিয়া পারিলাম না।

প্রচলিত শিক্ষা প্রণালীর সহিত আমাদের বেকার সমস্যার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়া পত্তনে যে শিক্ষা প্রণালীর প্রবর্ত্তন করা হইয়াছিল আজিও তাহা প্রায় তেমনি রহিয়া গেছে যদিও উনিশ বিশ রদবদল এখানে ওখানে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

সেই উকিল, মুন্সেফ, ডেপুটি, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার গড়িবার কলটি ঠিকই আছে — দু'একটা কলকব্জা মাত্র তাহার বদলান হইয়াছে। ভাইসচ্যান্সেলার তাহা ক্ষীণভাবে স্বীকার করিলেও কলটির খোল নলচে বদলাইবার মত মনের দৃঢ়তা তাঁহার প্রকাশ পায় নাই।

ব্যবহারিক শিক্ষার বিচিত্র পথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের সম্মুখে এতদিনেও বিস্তৃত করিয়া ধরিতে পারে নাই। যে ছাত্র জ্ঞান বিজ্ঞানের উচ্চতম শিখরে অধিরোহন করিয়া নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার পরিচয় দিতে পারিবে না, অথবা গবর্ণমেণ্টের চাকরি পাইবে না তাহাকে ম্যাট্রিক পাশ করিবার পর সময় ও পিতার অর্থ নষ্ট করিবার সুযোগ দেওয়া সঙ্গত নয় আমরাও মানি কিন্তু তাহাদের জীবন যাত্রায় পথ সুগম করিবার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের যেমন আছে, গবর্ণমেণ্টের ও তদপেক্ষা কম নহে। কিন্তু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ও গবর্ণমেণ্টের নিদারুণ জড়তা এবিষয়ে তাহাদের কোনো সাহায্য করে নাই। কর্ত্তৃপক্ষদের মামুলি গতানুগতিক ক্ষীণ স্বীকারোক্তি ছাড়া নূতন কল্পনা লইয়া নামিবার মত সাহস নাই, হয়ত তাঁহাদের মনের মধ্যে এসম্বন্ধে একটা দৃঢ় সুস্পষ্ট পরিকল্পনার ছাপও অঙ্কিত হয় নাই।

ভাইসচ্যান্সেলার মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহারও আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। ছেলেদের ও মেয়েদের শিক্ষা একই রকমের হইবে এমন একটা অসম্ভব ও অন্যায় চলিতে দেওয়া হইতেছে, অথচ তাহার আশু পরিবর্ত্তনের কোনো ইঙ্গিত তিনি দেন নাই।

যদিও ভাইসচ্যান্সেলার স্বীকার করিয়াছেন এদেশের মেয়েদের শিক্ষাপ্রণালীর এমন হওয়া উচিত যাহাতে তাহারা ভারতীয় গৃহের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহাদের কর্ত্তব্য

সমাপন করিয়া সুখ ও শান্তির নীড় রচনা করিতে পারে। কিন্তু, কেবল বাৎসরিক মন্তব্য প্রকাশে কি বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব ঘুচিয়া যাইবে, কাজেও কি আমরা কিছুই দেখিব না? এই জোড়া তাড়া দিয়া কাজ চালাইবার মানসিক জাড্য শিক্ষা কর্তাদের না কাটিলে দেশের নৈরাশ্যপূর্ণ ভবিষ্যৎ আরো গভীরতর অন্ধকারে ছাইয়া ফেলিবে সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

টিপ্পনী

ফরিদপুরের খালিয়াকান্দির রজনী মণ্ডল আত্মহত্যা করিয়াছে। কারণ অভাব —পরিবার প্রতিপালন করিতে না পারা।

* *

ছয় জন লইয়া তাহার পরিবার। খাইতে দিতে পারে না। এত ধার করিয়াছে যে আর ধার মিলে না। আবার গোদের উপর বিষ ফোড়া জমিদারের খাজনা চাই।

* *

ঘটী বাটী মাটি - যা কিছু আছে তাও দেনার দায়ে যাইবে। তখন সকলই অন্ধকার। সে দিনের জন্য আর রজনী অপেক্ষা করিল না—নিজের হাতে জীবন শেষ করিয়া দিয়া অন্ধকারের মাঝে চলিয়া গেল।

* *

বাংলায় রজনী একা নয়। প্রতিগ্রামেই দু দশজন রজনীর মত লোক আছে—খাইতে না পাইয়া, পরিবারকে খাইতে দিতে না পারিয়া বাঁচিয়াই মরিয়া আছে। অসহ্য হইলে তাহারাও রজনীর মত সকল দুঃখের হাত হইতে মুক্তি লয়।

* *

ইহাদের জন্য "আহা" বলিবার লোক নাই। পাড়া পড়শী তাহার ভাগ্যের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া নিশ্চিন্ত হইবে। সমাজ সংস্কারের নেতাগণ রজনীর শ্রাদ্ধ করিতে বসিবেন - ক্ষমতা না থাকিতে বিবাহ ও পুত্র লাভের দায়িত্ব লইয়াছিল বলিয়া। গবর্ণমেণ্ট হয়ত তদন্ত করিয়া ব্যাপারটা সত্য নয় বলিয়া প্রমাণ করিবেন।

* *

সকলেরই কর্তব্যের শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু এই যে রজনীর পরিবারের পাঁচটী লোক তাহাদের অবস্থা কি হইবে? রজনী থাকিতেই তাহারা খাইতে পায় নাই এখন তাহার অভাবে তাহাদের কে খাইতে দিবে? ইহারাও যে দুদিন বাদে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় রজনীর পথ অবলম্বন করিবে। ইহাদের দেখিবার কেহ নাই--সমাজ দেখিবে না সরকার দেখিবে না।

* *

অথচ এই দুই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হইয়াছে এইরূপ ক্ষেত্রে কাজ করিবার জন্য। সমাজও সরকার হইয়াছে অসহায়কে সাহায্য করিবার জন্য—লোকদের পরস্পরকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য। এখন তাঁহারা যদি তাহা না করে তবে তাহাদের কর্তব্য করা হইবে না। যদি তাহা করিতে অক্ষম হয় তাহাদের অস্তিত্বের ও অন্য কোন প্রয়োজনীয়তা দেখিতে পাওয়া যায় না।

* *

অনেকে ভারতীয় I. C S কে একেবারে, "কালো" করিতে চান। ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্নের উত্তরে হোম সেক্রেটারী বলিয়াছেন যে আমার ব. গবর্ণমেণ্টের মনে এমন ইচ্ছা নাই যে ভারতীয় নিয়োগে বাধা দি, কিন্তু খুব তাড়াতাড়িও তাহা করিতে পারিনা সবুরে মেওয়া ফলে—কিন্তু তাহার আশায় আর কত দিন থাকিতে হইবে?

* *

নীলা নাগিনীর ভারতবর্ষে লীলা কি শেষ হইল? তাঁহাকে আমেরিকায় পাঠানই শেষ পর্যন্ত স্থির হয়। কিন্তু যাইবার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি যে যাইতে অনিচ্ছুক তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। একটা পুলিশ দুই ঘণ্টা তাঁহার দরজায় ধর্ণা দিয়া বসিয়াছিল। অনেক চেষ্টায় ঘর হইতে বাহির করিয়া জাহাজে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। অনেক রমণীই "হাঁপ" ছাড়িয়া বাঁচিল।

* *

ব্যবস্থা পরিষদের ১৭ জন সভ্য একসঙ্গে সামনের বেঞ্চে মাথা দিয়া কলেজের পশ্চাতের বেঞ্চের ছাত্রের মত ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। শুধু পশ্চাতের নয় সম্মুখের বেঞ্চের সদস্যদের এই ১৭ জনের মধ্যে সকল দলের লোকই ছিলেন। আহা বাছারা খাটিতে খাটিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল—দিবা নিদ্রার কেহ ব্যাঘাত ত করে নাই?

* *

কর্পোরেশন প্রসঙ্গ

— ভবঘুরে —

—০—

কর্পূরসেনী বজেট—বজেটে টাকা কর্পূরের মত উপিয়া যায়—টাকা দেখা যায় না। পড়িয়া থাকে শুধু "ঘাটতি"।

—

সে দুচার দশ টাকা নয়—৭ লাখ ১২ লাখ টাকা। আগে জমা করা টাকা ছিল খরচ করিয়া বাঁচা যাইতেছে। ভিক্ষা দাওগো—বলিয়া রাস্তায় দাঁড়াতে হইতেছে না।

—

এখন ঘাটতির টাকা বাড়িয়া না চলে তাহাই দেখিতে হইবে। বর্ত্তমান বৎসরে আয় হইবার কথা ছিল ২ কোটী ৫৬ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা—পরে স্থির হইয়াছে আয় হইবে ২ কোটী ৪ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা।

বেশী নয় ১৫ লক্ষ ৫হাজার টাকা কম। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এত বেশী যে আয় হইবে বলিয়া মনে ত হয় না—হয়ত আরও দুচার লক্ষ টাকা কম পড়িবে। সুতরাং আগামী বৎসরেও যে ব্যাপারটা এই রকম হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

স্থির হইয়াছে যে আয় হইবে ২ কোটী ৫০ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা। আর ব্যয় হইবে ২কোটী ৬২লক্ষ ১ হাজার টাকা। গার্ডেন রীচ কর্পোরেশন হইতে বাহির হইয়া গেল—আয় ২,৫২, ৪৯,০০০ টাকা এবং ব্যয় ২,৫৯, ৮৬,০০০ টাকা হইবে। ঘাটতির মাত্রা একটু কমিবে।

—

কিন্তু এই আয় হইবে ত? গত বৎসর টেক্স অনাদায়ী ছিল ২১ লক্ষ টাকা, এ বৎসর আরও বাড়িয়াছে। তবে সুখের বিষয় যে ডিসেম্বরে যে তিন মাস শেষ হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্ব তিন মাসের অপেক্ষা ৭লক্ষ টাকা বেশী আদায় হইয়াছে।

—

আদায়ের হাল যে এভাবে রাখা হইবে তাহাতেও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সুতরাং আয়ের অঙ্ক আরও কমিবে তাহাতে অবিশ্বাস করিবার কি আছে। চিফ একসিকিউটিভ অফিসার বলিয়াছেন আয় বাড়িবার কোন সম্ভাবনা নাই—দুচার বৎসরের মধ্যে।

—

পূর্ণ ভাণ্ডের জল (অর্থাৎ opening balance) বিন্দু বিন্দু ক্ষয় হইতে হইতে ফুরাইয়া গেল—তখন কি করা হইবে? তখন ত দেনা করিবার উপায়ও থাকিবে না। শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর—তাহার খোঁজ কেহই রাখিতেছেন কি?

—

তাহা রাখিবার ত কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। যাহারা রাখিবার কর্ত্তা তাঁহারা মনে করিতেছেন—বর্ত্তমান লইয়া আমাদের কারবার ভবিষ্যতের কথায় কি দরকার—After us the deluge কর্পোরেশন ভাসিয়া গেল ত আর কি?

—

চিফ আয় বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা দেখিতেছেন না—আয় বৃদ্ধির কোন উপায়ও উদ্ভাবন করিতে পারেন নাই। এক মোটর টেক্স গবর্ণমেণ্ট আদায় করিতেছেন তাহার ভাগ যদি বেশী কিছু মেলে—এখন মাত্র সাড়ে ৪লক্ষ টাকা পাওয়া হইতেছে।

—

গবর্ণমেণ্টের হাতে যাইয়া মোটর টেক্স আদায় বেশী হইতেছে সুতরাং আরও কিছু টাকা কর্পোরেশনের পাওয়া উচিত। রাস্তা ঘাটের জন্যও রোডফণ্ড হইতে কর্পোরেশনকে টাকা দেওয়া গবর্ণমেণ্টের উচিত। কিন্তু ইহাতেও ত ২১৪ লক্ষ টাকার বেশী হইবে না।

সুতরাং এইভাবে চলিলে দেউলে হইতে বেশী দেরী হইবে না। এখন হইতেই সাবধান হওয়া উচিত। নূতন আয়ের পথ দেখিতে হইবে। তবে করদাতাগণের উপর কোন ভরসা করিয়া লাভ নাই। সে দিন কাল পড়িয়াছে, লোকের পেটের ভাত যোগাইতে প্রাণান্ত। টেক্স বাড়াইলে আদায় হইবে বলিয়া মনে হয় না।

আয় বৃদ্ধি দেখিবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় হ্রাসের ব্যবস্থা করা চাই। কিন্তু তাহাতে করদাতাগণ যে সামান্য সুখ সুবিধা পাইতেছে তাহা যেন বন্ধ না করা হয়। এক কর্ম্মচারীদের বেতন হ্রাস—তাহা করাও কতদূর সঙ্গত তাহাও বিবেচ্য। এক মোটা মাহিনার লোকদের সম্বন্ধে তাহা সম্ভব। ছোটদের উপর চাপ দিয়া লাভ নাই।

—

এখন ২২জন কাউন্সিলর লইয়া এ কমিটি হইল—কর্পোরেশনের বজেট দেখিবার জন্য এবং আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করিবার জন্য। কিন্তু কমিটির সভ্যদের আর্থিক ব্যাপার সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার সামর্থ্যের উপর আস্থা অনেকেরই নাই। ইহার মধ্যে অনেকেরই এ বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা আছে বলিয়া মনে হয় না। দেখা যাক—ইহারা আবার কি করেন।

—

বিবিধ প্রসঙ্গ

—o—

প্রভাস চন্দ্র

১৯ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বেলা ২টার সময় হঠাৎ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া স্যার প্রভাস চন্দ্র মিত্র পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রভাস চন্দ্র সুবিখ্যাত জজ স্যার রমেশ মিত্রের পুত্র। ১৯২০ সালে মণ্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার প্রবর্ত্তিত হইলে স্বর্গীয় স্যার সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবাব নবাবালি চৌধুরীর সহিত প্রভাস চন্দ্র বাংলার প্রথম শিক্ষামন্ত্রী হইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে ভারতে বিপ্লববাদ সংবাদ তদন্তে রৌলাট সাহেবের সঙ্গী ছিলেন। ইহার পর আরও কয়েকবার তিনি মন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং শেষ পর্য্যন্ত বঙ্গীয় গবর্ণরের শাসন পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হইয়া মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সেই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গোলটেবিলে যোগদান করিয়া প্রভাস চন্দ্র বাংলার ও বঙ্গীয় হিন্দুদের জন্য যথেষ্ট কার্য্য করিয়াছেন। হাইকোর্টের জজ স্যার চারুচন্দ্র ঘোষ প্রভাস চন্দ্রের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

পণ্ডিত নেহেরু গ্রেপ্তার

পণ্ডিত জহরলাল সম্প্রতি বিহারের বিধ্বস্ত প্রদেশগুলি ভ্রমণ করিতেছিলেন এবং আর্ত্তের সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বেশীদিন তাহা করিতে দিলেন না। কলিকাতায় রাম মোহন রায় শতবার্ষিকী উৎসবে তিনি এক বক্তৃতা দেন তাহা নাকি রাজদ্রোহাত্মক। সেই অপরাধে তাঁহাকে বিহার হইতে এলাহাবাদে ফিরবামাত্র গ্রেপ্তার করিয়া কলিকাতায় লইয়া আসা হইয়াছে। এখানে চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করা হইলে তাঁহাকে ২০০০৲ টাকার জামিনে মুক্তি দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি জামিন দিতে রাজী না হওয়ায় তাঁহাকে জেলে রাখা হইয়াছে। তিনি রাজেন্দ্র বাবুর নিকট তার করিয়াছেন যে বিহারের জন্য আর কিছু করিতে পারিলেন না তাহার জন্য দুঃখিত। কয়েক দিন যখন দেরী হইয়াছে তখন গবর্ণমেণ্ট আরও কিছু দিন দেরী করিতে পারিতেন—দুর্ভাগা বিহারবাসীদের তাহাতে উপকার হইত।

মুসলমান যুবকের কাণ্ড

সেদিন কলিকাতার সংবাদপত্র গুলিতে প্রকাশিত হইয়াছিল যে কলিকাতাগামী একখানি ট্রেনে মেয়ে কামরায় একটী বালিকা একা আসিতেছিল। কোন একটী ষ্টেশনে একজন মুসলমান যুবক—শিক্ষিত ও পদস্থ—উক্ত কামরায় উঠিয়া বলে যে, তোমার পাশে একটু বসিতে পারি? বলিয়াই নাকি সে বালিকাটীর পাশে বসিয়া পড়ে। বালিকাটী কলিকাতার কোন কলেজে কলেজে বি, এ, পড়ে। বালিকা ভীত হইয়া বিপদ সূচক শিকল টানিলে গাড়ী থামিয়া যায় এবং লোকটী গার্ডের জিম্মায় থাকে। কলিকাতায় আসিলে যুবকটীর বহু সম্ভ্রান্ত আত্মীয় ষ্টেশনে উপস্থিত হয়। পরে যুবকটীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহার পর একখানি সংবাদ পত্রে প্রকাশ পায় যে যুবকটী কোন মন্দ উদ্দেশ্যে মেয়ে কামরায় উঠে নাই—ভুল ক্রমে উঠিয়া পড়িয়াছিল।

পথ ভুলে?

একটা গল্প মনে পড়িল। রাম ঠাকুরের নারিকেল গাছে নারিকেল হইয়াছে অনেক। বহু লোকের লুব্ধ দৃষ্টি এই ফলের উপর আছে জানিয়া রামঠাকুর সর্ব্বদাই সতর্ক। এক রাত্রে ধপাস করিয়া শব্দ হওয়া মাত্র রামঠাকুর গাছের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল যে গাছের উপরে একজন লোক—নারিকেলও পড়িয়াছে কয়েকটা। রামঠাকুর—গাছের উপরে কেরে? উত্তর—আজ্ঞে আমি। রামঠাকুর—গাছে উঠেছিস কেন? উত্তর—আজ্ঞে পথ ভুলে। রামঠাকুর—নারিকেল পেড়েছিস কেন? উত্তর—আজ্ঞে ঐটুকু যা দোষ করে ফেলেছি। উক্ত মুসলমান যুবকও নারিকেল চোরের মত পথভুলে মেয়ে কামরায় উঠিয়াছিল? তবে মেয়েটীর পাশে বসিয়া দোষ করে নাই ত? মেয়েটী বলিয়াছেন যে পাশে বসিয়াছিল। কে সত্য কথা বলিতেছে? মেয়েটী না মুসলমান যুবকটী?

"হিন্দুস্থান"

বাঙ্গালী ব্যবসা বুঝে না—ব্যবসায় সফল হইতে পারে না। এই কথা শুনিতে শুনিতে প্রত্যেক বাঙ্গালীই মনে করে—সত্যই হবে আমরা ব্যবসা করিতে জানি না। এ অবস্থায় হিন্দুস্থান কোঅপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটীর silver Jubilee তাহাদের মনের হতাশা দূর করিতে সাহায্য করিবে—মনে মনেই জানি যে—তাহারা বাঙ্গালীও ত ব্যবসা করিতে, ব্যবসায়ে উন্নতি করিতে জানে। হতাশ হইবার ত কোন কারণ নাই। আর কিছু না হউক বাঙ্গালীর মনের ধারনা আপনার উপর অবিশ্বাস দূর করিতে সক্ষম হইয়া থাকিলেই হিন্দুস্থানের চরম সফলতা লাভ হইয়াছে। ইহার জন্যই বাঙ্গালী তাহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে। আর এই silcver Interlee তে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন কবিরবীন্দ্রনাথ। বানী ও লক্ষ্মীর অপূর্ব্ব যোগ। আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি "হিন্দুস্থান" দিন দিন উন্নতির পথে চলিয়া বাংলার ও বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করুক।

(২৬ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

তাঁহারা দান গ্রহণে সম্মত হইবেন না। তাঁহারা চান ধার অল্প সুদে বা বিনাসুদে এবং শোধ দিবার সময় চান বেশী। বিহার গবর্ণমেণ্ট হইতে এবিষয়ে চেষ্টা করা হইতেছে। তাঁহারা কাউন্সিলে টাকা ধার দিবার একটা বিল আনয়ন করিতেছেন। এ ছাড়াও ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে বজেট উপস্থিত করিবার সময় ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে রাজস্বসচিবও এ বিষয়ে কিছু আশা দিতে পারেন বলিয়া সকলে মনে করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট টাকা পাইবেন কোথায় ? এ,ত দুচার লক্ষ টাকা নয়। সুতরাং তাঁহাদের উচিত ৫০ কোটী টাকার ঋণগ্রহণ—সেই টাকা হইতে বাড়ী ঘর নির্ম্মাণের এবং ব্যবসায়ীর ব্যবসা চালাইবার টাকা ধার দিতে হইবে। কৃষকদের মধ্যে যাহারা ঋণ চায় তাহাদের ঋণ দিতে হইবে এবং যাহাদের পরিশোধ করিবার ক্ষমতা নাই তাহাদের দান করিতে হইবে। এ বিষয়ে রিলিফ কমিটির সহিত এক যোগে কাজ না করিলে সুবিধা হইবে না। বেশী টাকা হয়ত গবর্ণমেণ্ট দান করিতে পারিবেন না—তাই টাকার ভার রিলিফ কমিটির হাতে দিয়া ধার দিবার টাকা নিজের হাতে রাখিলে ভাল হইবে। ধার দেওয়া বা দান করা এ সম্বন্ধ গবর্ণমেণ্ট যেন রিলিফ কমিটির লোকদের মত গ্রহণ করেন।

বিধ্বস্ত অঞ্চল পুনর্গঠনের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য পাটনার লাটভবনে ইঞ্জিনিয়ারদের এক পরামর্শ সভা বসে। অবশ্য অন্যান্য লোকও ছিলেন। তাহাতে মন্ত্রণার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি হইয়াছে :—

(১) পূর্ণিয়া, মুঙ্গের এবং ভাগলপুর জেলাকে লইয়া পুনর্গঠনের জন্য পূর্ব্ব বিহার সার্কেল নামে একটি নূতন সার্কেল গঠন করিয়া পূর্ত্ত বিভাগের কার্য্যকরী শক্তি বৃদ্ধি করা হইবে।

(২) ভগ্ন ঘর বাড়ী মেরামতের জন্য বাড়ী ঘরের সাজ সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য মুঙ্গের, মজঃফরপুর, দ্বারভাঙ্গা এবং মতিহারীতে সহর ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ নামে একটি করিয়া নূতন বিভাগ খোলা হইবে। এই নূতন বিভাগে একজন করিয়া কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হইয়াছে।

(২) ভগ্ন বাড়ী ঘর সম্বন্ধে বিপন্ন ব্যক্তিগণকে বিনা পয়সায় উপদেশ দেওয়ার জন্য এই বিভাগের সকল কর্ম্মচারীকে উপদেশ দেওয়া হইবে।

(৩) ভগ্ন বাড়ী ঘর সম্বন্ধে বিপন্ন ব্যক্তি গণকে বিনা পয়সায় উপদেশ দেওয়ার জন্য এই বিভাগের সকল কর্ম্মচারীকে উপদেশ দেওয়া হইবে।

(৪) মেরামত বা পুনর্গঠন কার্য্যের জন্য সস্তায় কাঠ, বাঁশ এবং খড় সরবরাহ করিতে সে বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইবে।

তারপর জল সরবরাহ। দ্বারভাঙ্গা, মোতিহারী, মধুবানী, মুজঃফরপুর অঞ্চলের ইঁদারাগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কোথাও বালি উঠিয়া জল অদৃশ্য হইয়াছে, কোথাও বা কাদা উঠিয়া জল নষ্ট করিয়া দিয়াছে। মোটের উপর পান করিবার উপযুক্ত বিশুদ্ধ জলের অভাব হইয়াছে। সহর ও গ্রামের এ বিষয়ে এক অবস্থা। শীঘ্র এবিষয়ে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন। রিলিফ কমিটি গুলি টিউব ওয়েল স্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছেন বটে, কিন্তু আরও চাই। গবর্ণমেণ্ট বা ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের এ সময় ঘুমাইয়া থাকিলে চলিবে না।

বৈদেশিকী

— ০ —

বলকান

বলকান শক্তিসমূহ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। গ্রীস, রুমেনিয়া, তুর্কী ও যুগোশ্লোভিয়া এই সন্ধি পত্র সই করিয়াছে। যুগোশ্লোভিয়াকে কয়েকটা বিশেষ সুবিধা দেওয়ায় বুলগেরিয়া সই করে নাই। সন্ধি অনুযায়ী রাজ্য গুলির সীমা নির্দ্ধারিত হইয়াছে এবং কোন শক্তি কোন রাজ্য আক্রমন করিলে সকলে এক যোগে তাহা প্রতিরোধ করিবে।

সিঙ্গাপুর

আবার সিঙ্গাপুরে দুর্গ নির্ম্মান করিয়া সেনা স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে কেন? এপর্য্যন্ত যে সকল কাজের ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার জন্য ব্যয় হইবে দশ লক্ষ ডলার। সমস্ত ব্যবস্থা করিতে কোটী ডলার আবশ্যক হইবে বলিয়া মনে হয়। যে ভাবে দুর্গ নির্ম্মান চলিতেছে তাহাতে চীন সাগর হইতে কেহ সিঙ্গাপুর আক্রমণ করিতে না পারে তাহার সোপান হইতেছে। জাপানের উপর কি ইংরাজের সন্দেহ জন্মিয়াছে?

ফ্রান্স

ফ্রান্সে দাঙ্গা চলিয়াছে। পুলিশে কমিউনিষ্ট ও ফ্যাসিষ্ট বিরোধী দলে সংঘর্ষের ফলে বহু পুলিশ নিহত হইয়াছে। একজন পুলিশ নিহত হইয়াছে—জনসাধারণের মধ্যে কয়জন হত হইয়াছে তাহা জানা যায় নাই। জনসাধারণ বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া রাস্তাঘাট খুড়িয়া রীতিমত যুদ্ধ করিতেছে—যেন বিপ্লবের পূর্ব্বাভাস।

পুতুল খেলা নয়

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

—০—

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

রাণী এইবার বুঝ্তে পারে। লজ্জায় ঘাড় নুইয়ে সে কি চিন্তা করতে লাগে।

সোমেশ বলে—লজ্জা পেলে নাকি? এতে লজ্জা পাবার কিছু নেই। তুমি সমাজ শাসনের গণ্ডী ভেঙে দেহের ক্ষুধায়, আত্মার প্রেরণায় আমার সঙ্গে এয়েছো, যেহেতু বাস্তব জগতে তোমার অন্য কোন উপায় ছিল না। যে স্বামী তোমার কোন ক্ষুধাই পরিতৃপ্ত করতে পারে নি তাঁর স্মৃতির নেশার ঘোর কাটিয়ে এয়েছো মাত্র। এটা যে খুব একটা বড় ত্যাগ করেছো ব'লে আমার মনে হয় না। মহাত্মা Tolstoy এর Anna-Krennin পড়েছো নিশ্চয়। সে জায়গায় কি দেখ্তে পাও। আত্মা ও দেহের আহ্বানে Anna-Krennin তাঁর প্রিয়তম স্বামীকে ত্যাগ করে, একটা সামান্য মিলিটারি ম্যানের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছে। তোমার ত্যাগের চেয়ে তা'র ত্যাগ অতি বড় এবং নির্ম্মম সত্য। সামান্য একটা সমস্যাকে খুব বেশী বড় করে দেখো না, তা'তে করে দৈহিক ও আত্মিক শান্তি দুই ব্যাহত হবে।

রাণী ধীরে ধীরে বলে—আমি এখন কিছুই আর বড় করে দেখিনি। নিজের যা কিছু সমস্যা সব তোমার হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি।

ব্রততী হাসে। সে হাসি সুদেবকে পাগল করে তোলে। মানে, সে হাসিতে সুদেব বন্ধুত্বের গণ্ডী ছাড়িয়ে আর কিছু সম্বন্ধ পাতাতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ব্রততী ধরা ছোঁয়া দেয় না, খালি হেসেই চলে। ওই যে এক ফালি হাসি, ও যেন খোলা চাকুর ফলার মত সুদেবের বুকে এসে বেঁধে।

লিলির মোহ কাটিয়ে সুদেব এসে ব্রততীর কাছে আত্ম সমর্পণ করে। ব্রততী বলে—চা' খান।

সুদেব চা খায়, তা'র সঙ্গে আরো কিছু খায়। ব্রততী হেসে আর একখানি টোষ্ট এনে দেয়। সুদেব তা' খায় না, আঙুল দিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগে।

এক দিন সে ব্রততীকে ব্যারাকপুর লাট বাগান দেখতে আহ্বান করে। ব্রততী প্রশ্ন করে—লিলি যাবে না?

সুদেব বিমনা হয়ে পড়ে। জবাব দেয় না।

ব্রততী হেসে বলে—একা আমি আর আপনি, সঙ্গে থাকবেনা আর কেউ। লিলি কি ভাববে বলুন ত'?

সুদেব বলে—চিন্তা শক্তি যখন মানুষকে ভগবান দিয়েছেন, তখন লিলি যে অনেক কিছু ভাবতে পারে একথা সত্য যেহেতু সেও মানুষ। তা'র চিন্তার খোরাক যোগাব আমরা। সেদিক থেকে আমরা হবো দু'জনে art.

ব্রততী বলে—এই art-এর ধাক্কা শেষে গিয়ে কোথায় পৌছুবে তা জানেন?

সুদেব হেসে জবাব দেয়—যদি কোথাও গিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে, তা' হবে আরো সুন্দর যাকে ইংরাজীতে বলে more beautiful. সুন্দরের রাজ্যে কোন অবিচার হতে পারে না। আমাদের এ artistic বন্ধুত্ব যেখানে গিয়েই পৌছাক, তাতে বাধা দেবার ক্ষমতা লিলির নেই। মানে, বাধা দিলেও আমি শুনবো না।

ব্রততী সেজে গুজে বেরিয়ে পড়ে সুদেবের সঙ্গে। ট্যাক্সিতে ওঠে তা'রা দু'জন ব্যারাকপুরে আসবে ব'লে। পাশাপাশি বসে তা'রা। ব্রততীর মনে পড়ে ঠিক এমনি ভাবে তাঁকে আর একজন মানুষও নানা জায়গা ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াত। ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে গাড়ী হু হু শব্দে ছুটে চলে। প্রবল হাওয়ায় ব্রততীর কালো চুল উড়ে উড়ে সুদেবের মুখে এসে লাগতে থাকে। বুকের আঁচলও মাঝে মাঝে উড়ে যেতে চায়। নেহাৎ ব্রোচ দিয়ে আটা তাই তা' একেবারে উড়ে যেতে পারে না।

সুদেব ব্রততীর আরো পাশে স'রে বসে—ধীরে, সংকোচে। ব্রততী হেসে জিজ্ঞেস করে—এর পর হাতখানি বোধ হয় খপ ক'রে ধ'রে নিজের হাতের মধ্যে টেনে নেবেন?

সুদেব লজ্জা পেয়ে আবার সরে যায়। ব্রততী বলে—কি ভয় পেলেন বুঝি?

সুদেব কি জবাব দেবে বুঝতে না পেরে পিছনে-ছুটে যাওয়া রাস্তায় গাছ গাছড়ার দিকে চেয়ে থাকে।

লাটবাগানে তখন গাছের ফাঁকে সূর্য্যের অস্তমিত সোনালী রং-এর ফাগ সুরু হয়ে যায়। চিক চিকে রোদের ম্লান হাসি কুড়োতে কুড়োতে তারা একটু খোলা যায়গায় এসে বসে। স্থানটা একেবারে নির্জ্জন। দূরান্তরালে জন কয়েক সাহেব মেম আসর জমিয়ে খোস গল্প করতে সুরু করে দেয়। সুদেব একবার ব্রততীর মুখের পানে চায়, এবং পরক্ষণে কোন কথা না বলে তার কোলে মাথা দিয়ে শ্যামল ঘাসের পরে নির্ব্বিকারে দেহ এলিয়ে শুয়ে পড়ে।

ব্রততী কি বলতে যায়। তাকে বাধা দিয়ে সুদেবই বলে ওঠে আমার এ আকস্মিক অধিকার স্থাপনে তুমি খুব অসন্তুষ্ট হয়েছো নিশ্চয়?

ব্রততী বলে—একটু একটু।

সুদেব বলে—কিন্তু আমার এ আকস্মিকতাকে ক্ষমার চোখে দেখবার মনত্ব নিশ্চয়ই তোমার আছে।

ব্রততী আশ্বাস দেয়—আছে।

সুদেব বলে—এ আকস্মিকতার অন্তরালে দাঁড়িয়ে কিন্তু আমার অন্তরের আত্মবলি।

ব্রততী বলে—তা'তে লাভ নেই।

সুদেব প্রশ্ন করে—কেন?

ব্রততী কথা বলে না, কিন্তু সুদেবের চুলগুলিতে আঙুল চালিয়ে এলোমেলো করে দেয়।

সুদেব ব্রততীর একখানি হাত টেনে নিয়ে নিজের বুকের উপর রাখে। ব্রততী তা'তে বাধা দেয় না।

সুদেব বলে এ—মনের বন্ধুত্বের কথা একদিন তুমিই আমায় বলে ছিলে। এখন সে theory সত্য কিনা অস্বীকার করে থাকি, আজ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করছি তোমার theory marvelous. আজ এই মুহূর্তে আমার মনের কোণে লিপির স্থান একটুও নেই। এমন কি পৃথিবীতেও নেই! পৃথিবীতে মাত্র এখন দু'টি জীব বেঁচে আছে, এক তুমি আর আমি।

ব্রততী ঠাট্টাচ্ছলে জিজ্ঞেস করে—আপনিও কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছেন নাকি?

সুদেব দুঃখমিশ্রিত কণ্ঠে বলে—ঠাট্টা তুমি করতে পারো বটে, কিন্তু তোমার মনের সঙ্গে সংগ্রাম করো না। মনের লাগাম ছুটিয়ে দাও, যেখানে গিয়ে গিয়ে থামতে চায় থামুক।

ব্রততী বলে—অর্থাৎ আপনি বলতে চান যে আমার মন, আজ আপনার মনের কাছে এসে dead stop করুক।

সুদেব বলে ওঠে—ঠিক তাই। এযদি না হয়, তবে তুমি করছো আত্মপ্রবঞ্চনা। করছো, দেহ ও মনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা, এর যে কোন মূল্য নেই, এ তুমি বোধহয় নিজেই স্বীকার করবে।

ব্রততী বলে—আমি যে দেহ ও মনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি, একথা আপনার মনে নেওয়া ঠিক হয়নি। আর যদিই বা তাই ধরে নিয়ে থাকেন, তবে যে সে বিদ্রোহ ঘোষণা আপনার ললাটে বিজয় টীকা পরিয়ে দেবার জন্য, তা' ধরে নিচ্ছেন কেন?

সুদেব বলে—তা' যদি না হয়, তবে তুমি অসাধারণ মেয়ে। ব্রততী দৃঢ়কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে—আপনার ধারণা তা' হলে মেয়েরা যদি কোন পুরুষের সঙ্গে নির্জ্জনে বসে থাকে তবে তাদের ভিতর দৈহিক ক্ষুধা এসে পড়ে, এবং সাথে সাথে আসে মন-সমর্পণ!

সুদেব জবাব দেয়—বোধ হয় তাই।

ব্রততী বলে—বোধ হয় তা' নয়।

সুদেব উঠে বসে। ব্রততী প্রশ্ন করে—রাগ করলেন নাকি?

সুদেব গম্ভীর স্বরে উত্তর দেয়—না।

ব্রততী বলে—এই জায়গায় পুরুষদের একটা ভীষণ দুর্ব্বলতা। কোন কিছুতে তাদের মতের বিরুদ্ধে সামান্য একটু দৃঢ় হলেই তাদের হয়ে পড়ে দুর্জ্জয় ক্রোধ। কিন্তু বোঝে না যে অনেক সময় তারা দাবী করতে জানে-না, আবার দাবী করতে জানলেও পাত্রাপাত্র বুঝতে পারে না। আর একটা দুর্ব্বলতা পুরুষদের দেখি তা হচ্ছে এই যে বন্ধুত্বের গণ্ডীতে আবদ্ধ তারা বেশী দিন থাকতে পারে না। মানে, Opposite Sex-এর সঙ্গে। বন্ধুত্বের আসনে দিন কতক তারা বসেই, অবশেষে স্বামীত্বের আসন দাবী করে বসে। একটা পুরুষও দেখলুম না যে এ নিয়মের ব্যতিক্রম করে। বাস্তবিক দেখতে গেলে পুরুষ ও নারীর ভিতর যে বন্ধুত্ব তার সম্মান নারী রক্ষা করে চলতে জানে কিন্তু পুরুষ জানে না। দিন কতক হাতের ছোঁয়া পেয়ে পেয়ে শেষে ঠোঁটের ছোঁয়া চেয়ে বসে। ঠোঁটের ছোঁয়ায়ও যদি তারা খুশী হত, তা হলেও নয় কথা ছিল না, কিন্তু দিন কতকের মধ্যেই মত্ত হয়ে গিয়ে শয্যায় টেনে নিতে চায়।

ব্রততীর গালি সুদেব নীরবে হজম করে নেয়। তারপর ধীরে ধীরে বলে—একটা কথা বলি, মনে কিছু করোনা। পুরুষদের ত Moralityর জাহান্নামে দিলে। যে অপরাধ পুরুষরা করে, মেয়েরা কি সে অপরাধ করে না? সেই অপরাধ ক'রে চলবার জন্য যদি মেয়েদের নাই থাকুবে তবে তারা পুরুষদের এত এড়িয়ে চলতে চায় কেন? এদিকে ত তোমরা Female emancipation খুব চাইছো, কিন্তু পুরুষদের একটু ছোঁয়া যদি কোথাও লাগ্‌লো (বাসে হোক ট্রামে হোক) তবে অপমানে ফেটে পড়ো। এদিকে তোমরা দেখাবে নাচ, করবে থিয়েটার কিন্তু কোন পুরুষ যদি তা' দেখতে চায় তা' তোমরা Allow করবে না। সেদিন কাগজে পড়ছিলুম কোন তরুণ সাহিত্যিক (তিনি কবিও বটে) নাকি মেয়েদের কি থিয়েটার দেখতে বেরিয়ে ছিলেন, তা' মেয়েরা তাকে ভিতরে ঢুকতে দেয় নি। তাই নিয়ে ত প্রবন্ধের উপর প্রবন্ধ বেরুলো। Essential She আর Primitive He এর গোলমাল যে দেশে এখনো জাঁটুগেড়ে বসে আছে, সে দেশের মেয়ের মুখে পুরুষদের গালি দেওয়া শোভা পায় না।

ব্রততী হেসে বলে—দেখছি ভয়ানক চটে গেছেন। আপনার এ রাগ যদি আমায় শান্ত করতে হয় তবে অনেক কিছু ত্যাগ করে বসতে হবে। সবটা যদিই বা ত্যাগ করতে না পারি, কিছু কিছু করতে রাজী আছি। যথা এই ডান হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি, ইচ্ছা হলে এখনো তুলে মুখে বুলিয়ে নিতে পারেন।

ব্রততী হেসে উঠে। সুদেব কটমট করে তার দিকে চায়।

ব্রততী বলে—তা' হলে এতে ও রাগ যাবে না। বেশ, ট্যাক্সিতে উঠে ইচ্ছা হলে, পাশে বসে আমার গলার পরে আপনার একখানি হাত রাখতে পারেন। যদি তাতেও আপনার রাগ না পড়ে তা হলে অন্য ব্যবস্থা আমায় করতে হবে। অবশ্য তা ট্যাক্সিতে হবে না বাড়ী গিয়ে করতে হবে।

সুদেব গুম হয়ে বসে থাকে। তার এক খানি হাত ধরে টেনে ব্রততী বলে—এইবার উঠুন, সন্ধ্যা হয়ে এল যে।

সুদেব বলে—তুমি শয়তান।

ব্রততী হেসে বলে—ব্যাকরণ ভুল হয়ে গেল। বলুন; শয়তানী।

সুদেব উঠে দাঁড়িয়ে ব্রততীর পাশে পাশে চলতে থাকে। ব্রততী বলে—ট্রিপটা মন্দ হয়নি, কি বলেন?

আস্তে আস্তে সুদেবের উত্তেজনা কেটে গিয়ে, স্বাভাবিকতা ফিরে আসে। সে বলে—আশা করি, এই একটু আগে যে অভিনয় করেছি তা' ভুলে যাবে।

ব্রততী বলে—নিশ্চয়ই ভুলে যাবো। মনে রাখবার মত বিশেষ কিছু করেনও নি।

ট্যাক্সি তাদের নিয়ে কলকাতার পানে ছোটে। সন্ধ্যা বধূ তখন কালো মাথার ম্লান লালের চেলি টেনে ধরায় একটু একটু নেমে আসে। ব্রততীর পাশে বসে সুদেব তা'র গলার উপর সত্য সত্য একখানি হাত তুলে দেয়।

ব্রততী জিজ্ঞেস করে—তা' হ'লে রাগ পড়লো?

সুদেব হেসে বলে - না পড়ে আর যায় কোথায়।

এক সময় ব্রততী প্রশ্ন করে - লিলির সঙ্গে দেখা হলে, আজকার ব্যাপার বলবেন নিশ্চয়।

সুদেব জবাব দেয়—না।

ব্রততী প্রশ্ন করে—তা'র কাছে লুকোবেন?

সুদেব হেসে বলে— তা'র কাছে লুকোলুকির কোন প্রশ্ন আসে না। লিলির সঙ্গে আমার যে পরিচয় তার যবনিকা পতন হয়ে গেছে।

ব্রততী বলে—মানে?

সুদেব বলে—মানে, তার সঙ্গে মনের মিল নেই, যেহেতু তা'র চেয়ে charming আরো তুমি।

ব্রততী আনমনা হয়ে পরামর্শ দেয় - এ আপনার অন্যায়। আমার যা' charm আছে, তার চেয়ে ঢের charm আছে লিলির ভিতর। মরিচিকার পিছনে ঘুরে নিজের জীবন নষ্ট করবেন না সুদেব বাবু। লিলির কাছে গিয়ে কাল সারাক্ষণ বসে থাকবেন। বিকেলের দিকে তা'কে মোটরে তুলে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে যাবেন! দরকার বোঝেন ত' তাকে বুকের মধ্যে টেনে নেবেন সে আমার চেয়ে কোন অংশে charming কম নয়। আপনার হাতের যে পরশ জড়িয়ে রইলো ঘাড়ে, তা আমি ভুলে যাবো, কিন্তু লিলি আপনার সোহাগ পরশ ভুলবে না। Young man, be practical.

নতুন বাজারে সেদিন দেখা হয়ে যায় সোমেশের মোহিতের সঙ্গে। ছাতা আড়াল দিয়ে সোমেশ পালিয়ে আসতে চায়, কিন্তু মোহিত এসে পথ আগলে দাঁড়ায়। হেসে বলে —How do you do my friend, the rising social reformer of Bengal?

বন্ধুর শ্লেষোক্তিতে সোমেশ ভড়কায় না। হাসি মুখেই জবাব দেয় quite so so.

মোহিত জিজ্ঞেস করে তার পর একে ছেড়ে দিচ্ছ কবে?

সোমেশ ভ্রুকুটি করে —তা'র মানে?

মোহিত বলে—মানে আর কি? মন না মতি। বিশেষত তোমার মত লোকের। প্রথমে থাকলে প্যাট্রিয়ট, কিছুদিন পরে হলে পোয়েট তারপর হলে লভার, এখন হয়েছো সোস্যাল রিফরমার। এর পর যা' হোক একটা কিছু না হলে জীবনের পরিপূর্ণতা হবে না। অতএব জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ করতে এর পর যা হোক একটা কিছু যে হবেই এ কথা স্বতঃসিদ্ধ, এবং একে যে ছেড়ে দিয়ে আর একজন ব্রততী সৃষ্টি করবে তাও ঠিক। অতএব জিজ্ঞেস করি হে ধীমান, তোমার বর্ত্তমান প্রেয়সীকে কবে বিসর্জ্জন করছো?

সোমেশ এবার নির্ব্বিকারে জবাব দেয়—যবে ইচ্ছা।

মোহিত পাঞ্জাবীর একটা বোতাম খুলে দিতে দিতে বলে—তা' হ'লে একেও ছাড়ছো?

সোমেশ বলে—না ছাড়বার ত' কোন কারণ দেখিনে। উন্নতির পরিপন্থি হয়ে দাঁড়ালেই ছেড়ে নিজের পথ নিজে বেছে নিতে হবে।

মোহিত শ্লেষ কণ্ঠে প্রশ্ন করে authority?

সোমেশ উত্তর দেয় এর কোন authority নেই। এটা নেহাত freedom of will তারপর যদি নিতান্তই authority জানতে চাও তারও অভাব হবে না, যথা রামচন্দ্র, বুদ্ধদেব, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু।

মোহিত ব'লে ওঠে—shut up. ওদের নাম তোমার মুখে শোভা পায় না।

ধীর কণ্ঠে সোমেশ বলে - উত্তেজিত হয়ো না মোহিত, as my argument follows, রামচন্দ্র যে সীতাকে খুব ভালোবাসতেন, এ কথা খুব সত্য, কিন্তু প্রয়োজন বোধে সীতাকে তিনি বিসর্জ্জন দিয়েছিলেন। গোপার সঙ্গে বুদ্ধদেবের যে বেশ একটু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তার প্রমাণ বহুল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই গোপার মায়া কাটিয়ে তাঁর বড় একটা কাজে বেরিয়ে পড়তে হ'ল। গৌরাঙ্গদেব যে বিষ্ণুপ্রিয়াকে ঘৃণা করতেন তার প্রমাণ বৈষ্ণব গ্রন্থে কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হবে না, কিন্তু বিশ্বের প্রেমের আহ্বানে নিমাই তার বিবাহিতা স্ত্রীকে ত্যাগ করেছিলেন।

মোহিত বলে প্রথমতঃ তুমি তাদের মত বড় একটা কাজ দেখাও।

সোমেশ তর্ক চালায় ভুল করছো তুমি। তাঁরা আগে কাজ দেখান নি। আগে প্রিয়তমাদেরই ত্যাগ করেছিলেন। তারপর অবশ্য কাজ দেখিয়েছেন। হয়ত তাদের বড় কাজ সিদ্ধ নাও হতে পারতো। আমি কোন বড় কাজ করতে পারবো কিনা তার বিচার এখন হতে পারে না।

মোহিত বলে দ্বিতীয়তঃ আমি তাঁদের এ ব্যাপারটা অতি হীন চোখে দেখি। রামচন্দ্র সীতাকে ত্যাগ করে রাজ্যই দেখিয়ে-

ছেন, মানবত্ব তার সেখানে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। আমার মনে হয় রাজত্বের চেয়ে মানবত্ব অনেক বড় কথা। সীতাকে শুচি জেনেও তিনি ত্যাগ করে ভালো কাজ করেন নি। এ বিষয়ে আধুনিক কালে একটা ideal উদাহরণ আছে, আমি তাঁকে রামচন্দ্রের চেয়েও শ্রদ্ধা করি। তিনি আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব রাজা আমীর আমানুল্লাহ। তাঁর দেশের লোক তাকে স্ত্রী ত্যাগ করে রাজত্ব চালাতে বলেছিল তখন তিনি মানবত্বের পায়ে মাথা লুটিয়ে বলেছিলেন: I kick the throne for the sake of my queen এই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। কারণ মানুষ আগে মানুষ, শেষে রাজা। আগে রাজা শেষে মানুষ নয়। তারপর বুদ্ধদেব আর গৌরাঙ্গদেব যা' করে গেছেন, তাও খুব বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখা যায় না। তাদের আরো ভক্তি করতুম যদি তারা স্ব স্ব স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ধর্ম্ম চর্চ্চা করতে বেরুতেন। তারা বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা হ'য়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন, কিন্তু তাদের নিজের ঘরেই উপবাসী আত্মা ক্ষুধার অন্তর্দাহে জ্বলে পুড়ে জীবন কাটাতে লাগ্‌লো।

সোমেশ ঠাট্টা করে—চমৎকার তর্ক করতে শিখেছো মোহিত।

মোহিত বলে—অতএব তর্কে যখন হেরে গেছ, তখন আর এ অনাথা মেয়েটার সর্ব্বনাশ করো না।

সোমেশ গম্ভীর স্বরে বলে—সে আমি বুঝ্‌বো।

ঘৃণায় ভ্রূকুটি করে মোহিত বলে—আমি যদি শাসনকর্ত্তা হতুম তাহ'লে তোমাদের মত সাহিত্যিকদের ধরে আচ্ছা করে চাব্‌কে দিতুম।

সোমেশ হেসে বলে—thank God that you are not.

বন্ধুত্বের অবসান ঘটিয়ে হন হন করে মোহিত পথ চলে যায়। সোমেশ মোটেই দুঃখিত হয় না।

— ক্রমশঃ —

জানেন কি ?

—•—

সমগ্র পৃথিবীর বৃষ্টিপাতের হিসাবের মধ্যে আসাম শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। সেখানে ১৫ মিনিটে ৯ ইঞ্চ বৃষ্টি হইয়াছিল।

—

লণ্ডন চিড়িয়াখানার প্রাণী জন্তুদের মধ্যে কচ্ছপ কাকাতুয়া ও কয়েক জাতীয় সরিসৃপকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকদিন বাঁচিতে দেখা গিয়াছে।

—

ভাগলপুরের সংবাদে প্রকাশ বাঁকারাজ্যের একলিঙ্গা গ্রামে একটি স্ত্রী মহিষ দুইমাথা ও ছয়পেজ্ঞবিশিষ্ট একটি বাচ্চা প্রসব করিয়াছিল। বাচ্চাটি জন্মের দুইঘণ্টা পরে মারা গিয়াছিল।

—

গত বৎসরে গ্রেট বৃটেনের ধূমপায়ীর দল ৪৫৮৯৮৯০২৪০০ সিগারেট ধ্বংশ করিয়াছেন, ইহার মধ্যে ধূমপায়িনীর সংখ্যাও ৪০০,০০,০০,০০০।

—

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে কালিফোর্ণিয়ার অদূরে এক দ্বীপে যে জলাশয় আছে তাহাতে অক্সিজেন আছে শতকরা পাঁচ ভাগ। এজন্য সে জলাশয়ে মাছ নাই—মাছ সে জলে বাঁচে না।

—

"হোয়াইট' সাগর এবং "বাল্‌টিক" সাগরের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি খাল খনন করা হইয়াছে। ইহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব বৃহৎ খাল এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়ক মিঃ ষ্টালিনের নামানুসারে ইহার নাম "ষ্টালিন খাল" রাখা হইয়াছে।

—

হাজার করা লোকের মধ্যে একজনের মাত্র পরমায়ু একশো বছর অতিক্রম করে, শতকরা একশো জনের মধ্যে মাত্র ছয়জন ৬৫ বৎসর বাঁচে, ১০০ লোকের মধ্যে একজন মাত্র ৮০ বৎসর বাঁচে। এ হিসাব সারা পৃথিবী লইয়া।

—

আইনজীবীদের পরমায়ু হয় সবার চেয়ে দীর্ঘ। ইংলণ্ডে নয়জন বৃদ্ধ এটর্ণি আছেন—তাঁদের বয়স যোগ করিয়া দেখা যাইতেছে,—একুনে ৮০০ বৎসরের প্রাকটীশ তাঁহাদের একচেটিয়া রহিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তাহার নাম মিষ্টার আণ্ডারহিল তাঁহার বয়স ৯৬ বৎসর। এখনো সতেজে তিনি প্রাকটিশ চালাইতেছেন।

—

হাফিজের একটী গজল

অনুবাদক—শ্রীকালীপদ হাজরা

—:o:—

ধর্ম্ম সভায় অনেক প্রভুর বক্তৃতা তো শুনেই থাকো,
ঘরের ভেতোর ক'জন তারা কি করে তা'র খবর রাখো ?
জ্ঞানীজনের মজলিসে ভাই এই কথাটি সুধাই কাকে—
'পরকে খোদায় ডাক্‌তে বলে নিজে তারা ক'বার ডাকে।
শেষ বিচারের দিনটা বোধ হয় মনেই ওরা মানে না রে,
নইলে কভু ভণ্ডামি আর প্রতারণা করতে পারে !
আমি তো ভাই সাকীর সেবক, মদ্যদেবীর ভক্ত যা'রা,
তাদের সবার দিল্ দরিয়া অর্থে করে তুচ্ছ তারা।
ধর্ম্মশালার ও ভিখারী আয় না ছুটে মদ্যশালায়,
শক্তি পেতে প্রাণের মাঝে পরম রসের স্বাদ নিবি আয়।

আমার প্রিয়ার রূপের আলোয় কত নূতন প্রেমিক জোটে,
মানুষ হ'লেও প্রেমেই তারা অমরতার স্বর্গে ওঠে।
ওরে হৃদয়, দে রে আসন প্রিয়া আমার বস্‌বে ব'লে,
তোরি তরে হয়তো প্রিয়া অভিমানে যাবে চ'লে।
হায় জহুরি, কোন্‌টা খাঁটি, কোন্‌টা মেকি তাও চেনে না,
দাবা খেলায় দাবাটা আর বোড়েটাকে এক জেনোনা।
মালা জপো ও দেবদূত মদ্যশালার অঙ্গনেতে,
এইখানেতেই মানব হৃদয় আসল প্রেমে উঠ্‌ছে মেতে।
আজকে প্রাতে আকাশ থেকে মধুর গীতি আস্‌ছে ভেসে,
হাফিজ কবির এই গীতিটা দূতেরা গায় নিজের দেশে।

স্বাস্থ্যতত্ত্ব

—o—

চায়ে চিনি

চায়ের সহিত অত্যধিক চিনি সেবনে শরীরে অম্লের উৎপত্তি হয়। সুতরাং চায়ে অতি অল্প চিনি ব্যবহার করা উচিত। চীনারা চায়ের সহিত অন্য কোনও দ্রব্য মিশায় না।

আলুর গুণ

আলু সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ ও শ্রেষ্ঠ খাদ্য। আলুতে ফসফেটের ভাগ কম এবং অম্ল দূর করিবার জন্য তাহাতে প্রচুর পরিমাণে লবণ আছে। যে ব্যক্তি শ্রম দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করে সে কেবল আলু ও মাখন খাইয়া সবল থাকিতে পারে— দুই সের আলু ও এক ছটাক মাখন প্রাত্যহিক আহারের পক্ষে প্রচুর। ইহা খাদ্যবিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ডেন্মার্কের প্রোফেসার হাইণ্ডহেডের মত।

জল পান

আমাদের একটা বড় দোষ খুব কম জল খাই। বহু লোকেরই এই দোষ আছে। অনেকে মনে করেন অধিক জল পানে শরীর মোটা হইয়া যায় কিন্তু যতই জলপান করা যাক না কেন তথাপি জল শরীরকে মোটা করে না। অনেকে ঠাণ্ডা লাগিবে বা হজমের গোলমাল হইবে বলিয়া ভয় পাইয়া থাকে। তাহাও তাঁহাদের ভুল। প্রতিদিন অন্ততঃ আড়াই সের জল পান করা উচিত। ইহাতে মূত্রাশয় ধৌত হয় এবং শরীরের ক্লেদ নির্গত হইয়া যায়।

যক্ষ্মারোগে বিশ্রামের আবশ্যকতা

ঔষধের সাহায্যে যক্ষ্মারোগের যত রকম চিকিৎসাপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য রোগের যন্ত্রণা লাঘব করা। যে সকল লক্ষণ রোগীর বিশ্রাম লাভে ব্যাঘাত ঘটায়, সেই সকল নিবারণ করিবার জন্যই ঔষধ প্রয়োগ করা হয়। আবার, যক্ষ্মারোগে দেহের যে সকল অঙ্গ আক্রমণ করে, বিশেষ ভাবে সেই সেই অঙ্গকে বিশ্রাম দেওয়াও যক্ষ্মা-চিকিৎসার অন্যতম উদ্দেশ্য। ঔষধাদি প্রয়োগ দ্বারা তাহাদিগকে এমন আরামে রাখিবার চেষ্টা করা হয় যে তাহাদের নিত্য নিয়মিত কর্ম্মের পরিমাণ যথেষ্ট কমিয়া যায়—নেহাৎ যেটুকু না করিলেই নয়, মাত্র সেইটুকু পরিশ্রম

তাহাদিগকে করিতে হয়। এইরূপে তাহারা যথেষ্ট বিশ্রাম করিবার অবসর পায়। কৃত্রিম নিউমোথোরাক্স নামক অস্ত্রচিকিৎসা যক্ষ্মা-রোগ দুষ্ট ফুসফুসের কার্য্য স্থগিত করিয়া তাহার বিশ্রাম লাভে সহায়তা করে। আর ঔষধ প্রয়োগ করিয়া উদরাময় নিবারণ করিয়া অতিশ্রান্ত পরিপাক যন্ত্রকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। ঔষধাদি প্রয়োগমূলক চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্দেশ্য রোগ নিরাময় করা নহে। আধুনিক যক্ষ্মাতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, ঔষধের দ্বারা যদি বিশ্রাম লাভের সুবিধা না হয়, তাহা হইলে ঔষধ প্রয়োগ করা কেবল যে ব্যর্থ হয় তাহা নহে, উহা অনিষ্টজনকও বটে। তাহারা কোন উপকার ত করিতেই পারে না, অধিকন্তু বৃথা অর্থের শ্রাদ্ধ রীতিমত হইয়া থাকে।

যক্ষ্মারোগের চিকিৎসার মূল উপাদান কি কি, তাহার পরিচয় নিম্নলিখিত কবিতার দুইটি চরণ হইতে পরিষ্কার বুঝা যাইবে।

মুক্ত বায়ু, স্বচ্ছ জল, হিত পথ্য, রবি কিরণ,
সংযম, বিশ্রাম, শান্তি, শ্রেষ্ঠ বৈদ্য এরাই কজন

যক্ষ্মাচিকিৎসার এই সবগুলিরই প্রয়োজন আছে বটে, তবে বিশ্রামই ইহাদের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। কেবল শরীর নহে, শরীর ও মন উভয়েরই পূর্ণ বিশ্রাম চাই। পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ যক্ষ্মা-চিকিৎসক বিশ্রামকেই যক্ষ্মাচিকিৎসার মূল পদ্ধতি বলিয়া গণ্য করিয়া থাকেন।

উপযুক্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা না করিলে যক্ষ্মা চিকিৎসা নিষ্ফল হয়। ক্লান্তি, জ্বর, ক্ষুধামান্দ্য, ক্ষয়ের দরুণ ওজন হ্রাস, অজীর্ণতা, নৈশঘর্ম্ম ইত্যাদি উপসর্গের জন্য শরীরের মধ্যে যে বিষ উৎপন্ন হয়—রোগী সর্ব্বদা শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিলে তজ্জনিত ক্লেশকর লক্ষণগুলি অন্তর্হিত হয়। ক্ষুধার উদ্রেক করিতে বিশ্রাম অদ্বিতীয়, ক্লান্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে পুনরায় কর্ম্মক্ষম করিতে বিশ্রামের সমতুল্য আর কিছুই নাই। বিশ্রাম দ্বারা শরীরের তাপও অনেক পরিমাণে কমিয়া থাকে। এই সকল লক্ষণই শরীরের মধ্যে বিষসঞ্চয় ও তজ্জনিত বিষক্রিয়ার ফল। রক্ত-সঞ্চালন যন্ত্র ও শ্বাস যন্ত্রের ক্রিয়া যতই বাড়িবে দেহের মধ্যে ততই বিষ প্রস্তুত ও সঞ্চিত হইবে।

বিশ্রামের সময় সর্ব্বাপেক্ষা কম পরিমাণে বিষ উৎপন্ন হয়। বিষের উৎপত্তি কমিলেই ক্ষুধা এবং শরীরের অন্যান্য কার্য্য স্বাভাবিক হইয়া আসে।

শরীরের বিশ্রাম যতখানি দরকার, মনের বিশ্রামও ততখানি, এমন কি, তদপেক্ষা বেশী দরকার। মন যখন অত্যন্ত বেশী পরিশ্রম করে, তখন দেহের সকল অংশের কাজই বাড়িয়া যায়। সুতরাং শরীরের পরিশ্রমের দ্বারা যতখানি ক্ষতি হয়, মানসিক শ্রমের ফলে ক্ষতির পরিমাণ তাহার অপেক্ষা একটুও কম হয় না। যে ক্ষেত্রে ক্রোধ ও বিরক্তি, অবসাদ ও ভয়, নৈরাশ্য ও দুঃখ প্রবল, সে ক্ষেত্রে যতই যত্ন করা হউক এবং ঔষধ সেবন করা হউক, যতই বায়ু পরিবর্ত্তন করা হউক বা বিশ্রাম করা হউক, কিছুতেই কোন উপকার করিতে পারিবে না।

সুনিয়মিতভাবে জীবন যাপন, সুনির্ব্বাচিত পথ্য গ্রহণ বিশ্রামেরই আনুসঙ্গিক ব্যাপার। নিয়মানুবর্ত্তিতা সফলতা লাভের মূল। এই সকলের সমবায়েই যক্ষ্মারোগী নিজগৃহে থাকিয়া বিশ্রাম চিকিৎসার আশ্রয় লইলে, বিরক্তি এবং চিত্ত বিক্ষেপ, উপেক্ষা বা অতি সতর্কতা সুচিকিৎসার ব্যাঘাত উৎপাদন করে। স্যানাটোরিয়ামে গিয়া বিশ্রাম চিকিৎসা করাইবার যাহার সামর্থ্য আছে, যথাসম্ভব শীঘ্র তাহার তথায় চলিয়া যাওয়া উচিত।

যক্ষ্মারোগ আরাম করিতে হইলে দুইটা বিষয় প্রধানতঃ অবলম্বনীয়—রোগের সূচনাতেই রোগনির্ণয় এবং সময় থাকিতে বিশ্রাম লওয়ার ব্যবস্থা।

মহিলা জগৎ

—০—

পণ প্রথার প্রতিকার কি?

[ব্রহ্মচারিণী সাধনা]

দুই ঘন্টা পরে যে-কন্যা শ্বশুর গৃহ লক্ষ্মীর শ্রীতে অলোকিত করিবে, সেই কন্যার পিতার সঙ্গেই তার শ্বশুর পণের টাকার জন্য কি বিশ্রী কলহ করিয়া থাকেন ইহা আমরা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। কন্যার বিবাহে এই যে পণ-প্রথা, ইহা আজ ও অনেক অভিভাবকেরই মনে মজ্জাগত সংস্কারে পরিণত হইয়া বসিয়াছে। এর বিরুদ্ধে শিক্ষিতা অশিক্ষিতা সকল ভগিনীদের বিবেক-বুদ্ধিকে আজ জাগ্রত করিতে হইবে।

পুত্রের বিবাহে পণ আদায় ব্যাপারে বরের পিতার একটা সমর্থনমূলক যুক্তি আছে। আমার নিজ কন্যার বিবাহে যখন পণ দিতে যাইয়া আমাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে, তখন আমিই বা পুত্রের বিবাহ-ব্যাপারে কন্যার পিতার কাণ মলিয়া পণ আদায় করিতে কসুর করিব কেন? কিন্তু, তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, দৃষ্টান্তের

অভাবেই সমাজে নূতন বিবিধ অন্যায় যুক্ত হইয়া মুক্তি পাইতে পারে না।

আমাদের ধারণা, কন্যাদের জীবনকে সুশিক্ষা ধর্ম্ম-দীক্ষা ও যোগ্যতায় দেহে-মনে যতই বলিষ্ঠ করিয়া তোলা সম্ভব হইবে, ততই কন্যার বিবাহের প্রধান প্রশ্ন ও বিপদ স্বরূপ এই পণ-প্রথার উচ্ছেদ সাধণ অনায়াসসাধ্য হইবে।

অনেকস্থলে, ছেলের অনুরূপ শিক্ষার্থে কন্যার জন্য মাতা-পিতা অর্থ ব্যয় করিতে পারে না। এমন অবস্থায় দরিদ্র মাতাপিতার কন্যাদের জন্য স্কুল কলেজে শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা রাখার আবশ্যকতা আছে। "স্ত্রী ষ্টুডেণ্টশিপ্"-এর প্রবর্ত্তন দরিদ্র কন্যাদের শিক্ষাপ্রাপ্তি ব্যাপারে অমোঘ শুভ ফল প্রসব করিবে। এতদ্ব্যতীত, স্থানীয় মহিলারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের কন্যাদের শিক্ষার ও চরিত্র সুগঠনের ব্যবস্থা কি করিয়া সহজ ও সম্ভব হয় এতদুদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া আলোচনা ও অর্থ সংগ্রহাদি করিতে পারেন। কন্যাকে বিবাহে সম্প্রদান করিতে পারিলে পিতা 'গৌরীদান'রূপ পুণ্য অর্জ্জন করেন হিন্দুর শাস্ত্রে এইরূপ উক্তি আছে। কাজেই মাতা ও পিতা উভয়কেই একবার চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে যে, অনেকগুলি কাচ্চা-বাচ্চা প্রসব করিতে পারিলেই সংসারকে সুখের ও শান্তির আলয় করা যায় না। পরন্তু, প্রেমময় ভগবানের চরণ তলে আপন হৃদয়-মন উৎসর্গীকৃত রাখিয়া, স্বীয় দেহকে তাঁরই পবিত্র অনন্ত দেহের খণ্ড অংশ জ্ঞান করিয়া জনক জননীকে জগন্মাতার মত মহাবীর্য্যশালিনী কন্যা ও কার্ত্তিকেয়র মত শৌর্য্যশালী পুত্র প্রার্থনা করিতে হইবে।

পিতামহগণ উপনিষদের প্রার্থনায় একদা বীর পুত্রের কামনা করিতেন।—অশ্মা ভব—তুমি পাষাণ-সম অনমনীয় দেহ নিয়ে এস। পরশুর্ভব—তুমি কুঠার-তুল্য-অরি-বিনাশী হও। হিরণ্ময়স্তুতং ভব, স্বর্ণসম সর্ব্বলোক-প্রিয় হও। তেজোহসি পুত্র নামাসি—হে পুত্র, তুমি সাক্ষাৎ তেজঃস্বরূপ; স জীব শরদঃ শতম্—তুমি শত বার্ষিক পরমায়ু লাভ কর।

সেই উপনিষদীয় কামনায় অধুনা আবার আমাদের সমাজের জনক-জননীদের চিত্ত ব্যাকুল করিয়া তুলিতে হইবে। কন্যার জন্যও তাঁহাদের এমন বীর আকাঙ্ক্ষার কিছু কম থাকিলে চলিবে না। বীর্য্যবতী কন্যারা আপন ভাগ্য আপন বীর্য্যে ও প্রতিভায় রচিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবেন।

প্রেমের একটা বিকৃত রূপে "কাতর আঁখির জলে" বুক ভাসাইলে চলিবে না। প্রেমের পূর্ণ আস্বাদন সমগ্রের আরাধনায়। সেই আরাধনার পুণ্যময় সার্থকতাকে জীবনে বাস্তব করিয়া ফুটাইয়া তুলিতেই কন্যাদের শিক্ষায় ও সংযমে আজ জগতের আদর্শস্থানীয়া হওয়া চাই।

পত্রান্তরে প্রকাশ, বরিশালের গৈলা গ্রামস্থ ভগিনীবৃন্দ এক সভায় প্রস্তাব করিয়াছেন, "পণ নেওয়া ছেলেদের সঙ্গে বিয়ে বসিবেন না।" ভগিনীদের এই ন্যায়-পূর্ণ আকাঙ্ক্ষায় আমরা আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই প্রসঙ্গে তাঁহাদের প্রতিজ্ঞায় তাঁহাদিগকে আরও [illegible] রহিতে হইবে, তাহারও উল্লেখ করিতেছি। শুধু বিনা পণ হইলেই সব গোল চুকিয়া গেল না ;— যাঁহারা ভগবৎ সাধন-পরায়ণ, ভাবে প্রেম প্রবণ ও স্বদেশ বৎসল, ইন্দ্রিয় সংযমে যাঁহাদের যত্ন ও বিশ্বাস আছে বরের জীবনে এর চিহ্নিত বা আভাস না পাইলে শিক্ষিত হইলেও তাঁহাদিগকে কন্যারা বিবাহে আবদ্ধ করিবেন না বা তাঁহাদিগকে স্বামীত্বে বরণ করিয়া জীবনের চরম লাঞ্ছনার পথকে নিষ্কণ্টক করিবেন না —এই সঙ্কল্প ও আজ কন্যাদের চিত্তে বদ্ধমূল হোক্।

কন্যারা যখন পণ প্রথার উচ্ছেদ কামনায় দিকে দিকে এই রূপে প্রতিজ্ঞারূঢ়া হইবেন, যথার্থই তখন দেশে দেশে কন্যা-জাগরণের জয় ডঙ্কা গগণ বিদারী সাফল্যের জয় ধ্বনিতে নিনাদিত হইয়া উঠিবে। কন্যার পিতাকে তখন আর তার বিবাহের জন্য দুশ্চিন্তা করিয়া চুল পাকাইতে হইবে না। শুধু পণ-প্রথা কেন—অনেক কু-প্রথাই তখন সমূলে নির্ম্মূল হইবে।

——

পাঁচমেশালী

— ० —

মহিলার উদরে ৪৫টি পদার্থ –

নিউইয়র্ক সেনট্রাল ইসলিপ হাসপাতালে (পাগলা গারদ) একটি মহিলার পাকস্থলীতে অস্ত্রোপচার করিয়া ৩৮টি চায়ের চামচ ও ৬টি অন্যান্য পদার্থ বাহির করিয়া ফেলা হইয়াছে। রোগিণী পেটের ব্যথার কথা বলিতে পারে নাই। রঞ্জনরশ্মি দ্বারা ফটো তুলিয়া দেখা হয় যে, পেটের মধ্যে ৪৬টি চামচ, দুইটি বল্টু ও নাট, একটি বড় আল-পিন, একটি পেনসিল ও খানিকটা কাচ রহিয়াছে ডাঃ রেমণ্ড ফিলডেক অস্ত্রোপচার করেন। মহিলাটির নাম প্রকাশ করা হয় হয় নাই, তবে তিনি ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছেন। প্রকাশ যে সকল চামচেই হাসপাতালের ভোজনাগারের।

ডাক্তারের কারসাজী

ছিল নারী, কিন্তু ধীরে ধীরে হইয়া গেল পুরুষ—এমন ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। অস্ত্রোপচারে ইহারও যে প্রতিকার হইতে পারে, তাহা সম্প্রতি লণ্ডনের এক ডাক্তার দেখাইয়াছেন।

একটা বড় হাসপাতালে এই ডাক্তারটী অনেক দিনের গবেষণার ফলে মনুষ্যদেহের ঐ অদ্ভুত পরিবর্ত্তন রোধ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

একটী নারী কিছুকাল হইতে পুরুষ ভাবাপন্ন হইয়া উঠিতেছিল। তাহার দেহ পুরুষের ন্যায় কঠিন পেশীবহুল হইতেছিল এবং মুখে গজাইয়া উঠিতেছিল দাড়ি; হাসপাতালে তাহাকে ভর্ত্তি করিয়া উক্ত ডাক্তারটী তাহার উপর তিনবার অস্ত্রোপচার করেন এবং তাহার ফলে উক্ত নারীর ভয়াবহ ভবিষ্যৎ দূর হইয়া গিয়াছে। সে হাসপাতালে

কিছুকাল কাটাইয়া পুনরায় নবনীতকোমল দেহ লইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়াছে।

তিনবার অস্ত্রোপচারে প্রত্যেকবার প্রায় ১ ঘণ্ট করিয়া সময় লাগে। মারাত্মক না হইলেও অস্ত্রোপচারে অসীম দক্ষতা থাকা চাই।

অল্পশিক্ষিতা তরুণীর আচরণ

পেরিয়াকুলম শ্রীঅমলাম্বল নাম্নী একজন পনর বৎসর বয়স্ক তরুণী তাহার পিতা ও উত্থমাপলায়মের মিঃ পদ্মনাভ নামক একজন ২য় শ্রেণীর উকিলের যোগে তাহার স্বামী মিঃ এস শঙ্করম্ আয়ারের বিরুদ্ধে খোরাক-পোষাকের দাবী করিয়া, জেলা জজের নিকট এক মামলা দায়ের করে।

জেলা জজ এই সম্পর্কে রায় দান প্রসঙ্গে বলেন যে, তরুণীটির উপর তাহার স্বামী কোন প্রকার অন্যায় ব্যবহার বা অত্যাচার করিয়াছে বলিয়া তিনি মনে করেন না। তিনি মনে করেন তরুণী খামখেয়ালী, এক রোখা মেয়ে, সদ্য বিদ্যালয় হইতে বাহির আসিয়াছে এবং ইংরাজী শব্দ আওড়াইতে শিখিয়াছে চাল চলন বেশ ভূষার দিকে তাহার লক্ষ্য গিয়াছে। মাথার মধ্যে ঐ সম্বন্ধে ধারণা ঢুকিয়াছে। স্বামীর গৃহে আসিয়া তাহার অবস্থানুযায়ী চলিতে পারিতেছে না বলিয়া সে ধৈর্য্যহারা হইয়া উঠিয়াছে। সে এই অবস্থাকে অতিরিক্ত বাড়াইয়া চলিতেছে। এই দম্পতির মধ্যে হয়ত সামান্য ঝগড়া হইয়াছে। ইহা লইয়া আদালতে আসিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না। আদালতে আনিবার জন্য তাহাকে কুপরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। এই বলিয়া জজ মামলা নাকচ করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকারিণীগণ এবং তাহার উৎসাহদাতাগণ এখনও সাবধান!

গৃহস্থালীর কথা

—o—

চলিয়া বা যে কোনো কারণে হোক, চরণ শ্রান্ত বা বেদনার্ত্ত বোধ করিলে ঈষদুষ্ণ জলে ৬ চামচ [বড় চামচ] আয়োডিন মিশাইয়া সেই জলে পা দুখানি ডুবাইয়া রাখিলে আরাম পাইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জলের বর্ণ আয়োডিনের বর্ণ লেশশূন্য হইয়া সাদা না হয় ততক্ষণ পা উঠাইবে না। জল সাদা হবার কারণ আয়োডিনটুকু পায়ের লোমকূপের মধ্য দিয়া দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে ক্লান্তি অবসাদ ও বেদনা বিদূরিত করিবে।

* * *

রেশমী কাপড়ে তেলের দাগ লাগিলে ঐ দাগের উপর ফ্রেঞ্চ খড়ি (French chalk) ঘষিয়া ঐ ঘষা-জায়গাটুকু গরম উনানের উপর ধরিয়া আঁচ লাগাইবে তাহাতে তৈলাংশ খড়িটুকু গ্রাস করিবে (absorb)। তাহার পর ব্রুশ দিয়ে ঘষিলেই কাপড়ের তৈলাক্ত দাগ মুছিয়া যাইবে। একেবারে দাগ না যায়, দু'বার তিনবারও ব্যবস্থার পুনরানুবৃত্তি করিবে।

* * *

টয়লেটের জন্য বা জুতা সাফ করিবার জন্য বা অন্য নানা কারণে আজকাল আমাদের গৃহে স্পঞ্জের প্রচলন বাড়িয়াছে। স্পঞ্জ যদি জড়াইয়া যায় তো শীতল জলে কিঞ্চিৎ পরিমাণ এ্যামোনিয়া ঢালিয়া সেই এ্যামোনিয়াযুক্ত জলে স্পঞ্জ কয়েক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিলে তাহা টাটকা, তাজা স্পঞ্জের তুল্য হইবে। এ জল হইতে নিংড়াইয়া ভালো জলে স্পঞ্জ ভিজাইয়া তারপর ব্যবহার করিও।

বৈজ্ঞানিক জগৎ

—o—

হাতীর খাদ্য

হাতীর কত খাদ্য প্রয়োজন তাহা লইয়া আমেরিকার অন্তর্গত মিসৌরি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার ব্রোডি আলোচনা করিতেছেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বিশ্রামকালে আটহাজার পাউণ্ড অর্থাৎ একশ মণ ওজনের হাতীর কুড়িটা ঘোড়ার উপযোগী অন্নপান ও খাদ্য প্রয়োজন। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, যে জন্তু আকারে যত বড় তাহার আহার্য্যও সেই অনুপাতে তত কম।

'রবার' কাচ

জার্ম্মাণীতে এক কারখানায় সম্প্রতি এক প্রকার কাচ তৈয়ারী হইতেছে যাহা চাপ দিলে রবারের মত বাঁকিয়া যায়। এই 'রবার' কাচ মোটর গাড়ীতে ও অন্যান্য যে সব জায়গায় কাচ ভাঙ্গিয়া গেলে লোকের গায়ে লাগিবার সম্ভাবনা সেখানে ব্যবহৃত হইবে। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে চারফুট লম্বা ও একফুট চওড়া একখণ্ড কাচ তিন জন লোকের ভার বহন করিতে পারে। এই চাপেও উহা ভাঙ্গে না—কিন্তু লোহা বা অন্য কোন ধাতু নির্ম্মিত পাতের মত নুইয়া পড়ে।

বেতারে রোগারোগ্য

গান শোনা ছাড়াও বেতারকে নানা কাজে লাগান হইতেছে। দুঃসাধ্য রোগ আরোগ্য করিতে বেতারের অদ্ভুত ক্ষমতা—এত আবিষ্কার করিয়াছেন একজন জার্ম্মান বৈজ্ঞানিক। তাঁহার নাম Dr Edwin Schliephake—এই ডাক্তার বলিতেছেন যে, শরীরের ভিতরের ফোঁড়া, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, সাধারণ মাথাধরা—এই

সকল স্নায়বিক রোগ তিনি বেতারের সাহায্যে ভাল করিয়াছেন। ব্রডকাষ্টিং করিবার মত যন্ত্র দ্বারা বেতারশক্তি পরিচালিত করা হয়। এই ভাবে ৮ দিন চিকিৎসা করিবার বড় বড় কার্ব্বাঙ্কল ১০দিন হইতে ২০ দিনের মধ্যে আরোগ্য করিয়াছেন। প্রথম দিনের চিকিৎসার পরই প্রায় সকল স্থানেই দেখা গিয়াছে যে ব্যথা ও যন্ত্রণা কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। Migraine নামক মাথা ব্যথার এই চিকিৎসায় সত্বর আরোগ্যলাভ করিয়াছে। এই চিকিৎসার খরচও খুব কম।

বাঙ্গলা 'লাইনো' মেসিন

'আনন্দবাজার পত্রিকার' ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র মজুমদার এবং বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসের ভূতপূর্ব্ব ম্যানেজার শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু সম্মিলিত চেষ্টা করিয়া এক প্রকার বাঙ্গালা লাইনোটাইপ মেসিন আবিষ্কার করিয়াছেন। বাঙ্গালা লাইনো করিবার জন্য শ্রীযুক্ত মজুমদার গত বিশ বৎসর যাবৎ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছিলেন। নূতন মেসিন সম্বন্ধে তিনি যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন ইংলণ্ডে লাইনো টাইপ মেসিনারী লিমিটেড তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। বাঙ্গলা লেখা লাইনোতে কম্পোজ করিবার সুবিধার জন্য শ্রীযুক্ত মজুমদার ও শ্রীযুক্ত বসু বাঙ্গালার ছয়শত হরপকে কমাইয়া ১২৪টি করিয়াছেন এবং চিহ্নগুলি সহ ছাপাখানার "সাইড কেসের' জন্য পঞ্চাশটি হরপ করিয়াছেন।

কলিকাতা লাইনো টাইপ কোম্পানীর ম্যানেজার মিঃ এ, জে, মে এবং নিউইয়র্কের মারজেনথালার লাইনো টাইপ কোম্পানীর মিঃ এইচ. গোভিলের সহযোগিতায় শ্রীযুক্ত মজুমদার তাঁহার পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। লাইনো টাইপ কোম্পানীর নিউইয়র্কস্থ শাখায় মেসিনে ব্যবহারের জন্য 'ম্যাট্রিস' তৈয়ারী করা হইতেছে। আশা করা যায় বর্ত্তমান বৎসরের শেষাশেষি মেসিন তৈয়ারী শেষ হইবে।

এই মেসিন বাঙ্গালা ছাপাখানায় যুগান্তর আনয়ন করিবে। বাঙ্গালা দৈনিক সংবাদপত্রের পক্ষে ইহা খুবই কার্য্যকরী ও সহায়ক হইবে।

——

গল্প

"মায়ের বুকে"

শ্রীরেণুকা রায় চৌধুরী

—•—

গম্ভীর রাত্রি মাঝে মাঝে অদূরে দু'একটা কুকুরের চিৎকার ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। পাশের বাড়ীর বড় ঘড়াটা ঢং ঢং করে জানাইয়া দিল রাত দু'টা। অনিল 'মাগো' বলিয়া পাশ ফিরিল। অনিল ঘুমাইয়াছে ভাবিয়া এইমাত্র তিনিও একটু চোখ বুজিয়া ছিলেন। অনিলের শব্দ পাইয়া তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন।

অনিলের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, কি বাবা বড় কি কষ্ট হচ্ছে?

অনিল বলিল, মাথায় বড্ড যন্ত্রনা হচ্ছে মা।

তিনি অনিলের মাথাটা নিজের কোলের উপর লইয়া হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন। অনিল সমস্ত রাত্রি ছট্ ফট্ করিয়া কাটাইয়া রাত্রি শেষের সঙ্গে সঙ্গে একটু শান্ত হইয়া ঘুমাইল। অনিলের মা ঠিক তেমনি ভাবেই [illegible]

ঘণ্টা খানেক পরে অনিল চোখ মেলিল, মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, তুমি সেই থেকে বসে আছ মা, আমার একটু ঘুম এসেছিল, তুমি শুয়ে নিলে না কেন? তারপর নিজের তপ্ত ললাটে হাত রাখিয়া বলিল, আজও ত মা জ্বরটা গেল না।

বিধবার এক মাত্র সন্তান এই অনিল। অনিল যখন দুই বৎসরের শিশু তখন তাহার পিতা মারা যান সেই থেকে কত কষ্টে কত ঝঞ্চাট বাঁচাইয়া যে এই দুই বৎসরের শিশুকে আজ ১৭ বৎসরের করিয়া তুলিয়াছেন তাহা বলা যায় না।

মাস দুয়েক পূর্ব্বে অনিলের এক পিতৃবন্ধু শরৎবাবুর সঙ্গে অনিলের পরিচয় ঘটে। অনিল ও তাঁহাকে চেনে না তিনি ও অনিলকে চেনেন না কিন্তু কথায় কথায় অনিলের পরিচয় পাইয়া জানিতে পারিলেন যে অনিল তাহার বন্ধু পুত্র। শরৎবাবু কোনও এক সওদাগরী অফিসে বড় চাকরী করেন অনিলের সাংসারিক অভাব অনাটনের কথা শুনিয়া তিনি আশ্বাস দিয়াছেন যে অনিল ম্যাট্রিকটা দিলেই তাঁর নিজের আপিসে এক কাজ করাইয়া দিবেন।

তাই অনিল যখন পরীক্ষার ফিসের জন্য মায়ের কাছে দাঁড়াইল তখন তিনি তাঁর টীনের বাক্সটা খুলিয়া একেবারে তলায় রক্ষিত একটা ছোট কৌটা বাহির করিয়া তাহা হইতে চারিটী সোনার বোতাম বাহির করিয়া অনিলের হাতে দিয়া বলিলেন, 'এই চারটে জীবন স্যাকরার কাছে রেখে যে টাকাটার দরকার নিয়ে আয়', বলিয়া একটু থামিয়া আবার বলিলেন, 'তোর বাবার এই একটা জিনিষই আছে, জীবনকে ভাল করে বলিস বাবা যে, ছাড়িয়ে আনতে যদি দেরী হয় তো না বলে যেন জিনিষটা বিক্রী না করে,' বলিতে বলিতে তাঁহার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

এমনি করিয়া একে একে তাঁর সমস্ত জিনিষ গুলি গেছে, এই বোতাম জোড়াটা'ই শেষ ছিল। এটাকে তিনি কিছুতেই দিবেন না কিন্তু ভগবানের আশীর্ব্বাদে যদি অনিল পরীক্ষাটা ভাল দেয় তাহা হইলে তাঁর কষ্টের দিনের অবসান হ'বে। সেই আশায় তাঁর স্বামীর শেষ স্মৃতি টুকুও আজ বাহির করিয়া দিলেন। কিন্তু মানুষ যাহা ভাবে অলক্ষ্যে বসিয়া ভগবান যে তাহা কখন ভাঙ্গিয়া দেন্ তা জানাই যায় না।

পরীক্ষার দিন সাতেক আগে একদিন সন্ধ্যে বেলা বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া অনিল মাকে বলিল, 'মা আমার শরীরটা বড় খারাপ লাগছে, আজকে আর রাত্রে কিছু খাবনা' বলিয়া বিছানায় গিয়া শুইল। অল্পক্ষণ পরে অনিলের মা আসিয়া অনিলের কপালে হাত রাখিয়া দেখিলেন, জ্বরে দেহ পুড়িয়া যাইতেছে। তিনি ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'বড্ড যে জ্বর এসেছে বাবা'

অনিল মুখ তুলিল; মুখখানি তার রক্তের মত লাল হইয়া উঠিয়াছে, মায়ের হৃদয় এক অজানা আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল। এমনি করিয়া দুইদিন কাটিয়া গেল। অনিলের মুখে এক কথা, মা পরীক্ষার আগে কি আমি ভাল হ'বনা?

মা চক্ষের জল মুছিয়া বলেন, ভগবানকে ডাক বাবা নিশ্চয়ই তিনি ভাল করবেন্।

ভগবান বোধ হয় আরো নিষ্ঠুর হইবার জন্যই একবার দয়া করিলেন্। ছয় দিনের দিন অনিলের জ্বরটা ছাড়িয়া গেল। পরীক্ষার দিন অতিকষ্টে এক খানা রিক্স ভাড়া করিয়া পরীক্ষা দিতে গেল। অনিল পরীক্ষা দিল ভালই কিন্তু দুর্ব্বল শরীরে এতো খানি খাটুনী সহ্য হইল না, অনিল আবার জ্বরে পড়িল। কিন্তু এ'বার আগের মত জ্বর প্রবল নয়। তবে রোজই বিকেলের দিকে একটু একটু করিয়া জ্বর আসিতে লাগিল। অল্প জ্বর বিশেষ কেহই লক্ষ্য করিল না। অনিল নিজেই ডাক্তারখানা হইতে ঔষধ লইয়া আসে। কিন্তু ঔষধে কোনই উপকার হইল না। ক্রমশই যেন অনিল দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল। মায়ের মুখে চিন্তার রেখা ভরিয়া তুলিল। অবশেষে অনিলের মা একজন ডাক্তার ডাকাইলেন।

ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন, 'ইহার আগেই আমাকে খবর দেওয়া উচিত ছিল, কারণ জ্বরটা পুরাণ গোছের হইয়া গিয়াছে। কিছুদিন ভোগাবে নিশ্চয়ই।'

যাহা হউক ঔষধ দিয়া গেলেন। এবং বলিয়া গেলেন রীতিমত চিকিৎসা দরকার।

অনিলের মা জীবনকে বলিয়া কহিয়া আরো কিছু ধার আনিলেন। অনিল ঔষধ খাইতে লাগিল। দিন আটেকের মধ্যে আর ডাক্তার আনা হইল না। অনিলের ক্রমশঃই উত্থান শক্তি রহিত হইয়া পড়িল। এদিকে অর্থও একেবারে নিঃশেষ হইয়া আসিল।

একদিন অনিল বলিল, 'এক কাজ করবে মা, শরৎবাবুকেই না হয় কোন রকমে খবর দাও।'

মা অনিলের রোগক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিলেন। এতদিন যত কষ্টই হো'ক্ কাহারও কাছে হাত পাতেন নাই কিন্তু আজ আর সে অভিমান রহিল না। অনিলের নাম করিয়া তিনি তাঁহার কাছে একখানি পত্র দিলেন।

তার পরের দিনই শরৎবাবু একজন ডাক্তার সহ উপস্থিত হইলেন। সব দেখিয়া তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন যে এতদিন কেন তাঁহাকে খবর দেওয়া হয় নাই। তাহার পর হইতে অনিলের যথারীতি চিকিৎসা হইতে লাগিল। কিন্তু ঘুষঘুষে জ্বরটা কিছুতেই গেল না। ডাক্তারেরা অনিলের মাকে যথেষ্ট আশ্বাস দিলেও তিনি আড়ালে আসিয়া নিঃশ্বাস ফেলেন।

সেদিন অনিল মাকে ডাকিয়া বলিল, 'মা আমার পাশের খবরটা একবার কারুকে দিয়ে নিলে হয় না?'

মা বলিলেন, কা'কে দিয়ে নেব বল? অনিল বলিল, আমাদের হেডমাষ্টারের এক ভাইপোর সঙ্গে আমার খুব জানা শোনা আছে, তা'কে যদি একখানা চিঠি লেখা যায় তা হলে ঠিক খবর পাওয়া যাবে। তুমি আমার নাম করে একখানা চিঠি লিখে দাও মা।

দিন কতক পরে অনিলের নামে একখানা চিঠি আসিল। চিঠিখানি লিখিয়াছেন হেডমাষ্টার নিজে, প্রথমে অনিলের অসুখের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পর লিখিয়াছেন যে অনিল ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাশ করিয়াছে। সে'দিন অনিলের মা তাড়াতাড়ি ঘরের কাজ সারিয়া অনিলকে ঔষধ পথ্যাদি খাওয়াইয়া কালী মন্দিরে গিয়া পূজা দিলেন ও পুত্রের আরোগ্য লাভের জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইলেন।

কিন্তু পাষাণীর পাষাণ হৃদয় বুঝি গলাইতে পারে নাই এ' কাতর প্রার্থনা।

১৫ দিন পরে রাত্রি ১২টার সময় মায়ের সকল আশা নিরাশ করিয়া অনিল চলিয়া গেল।

নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া পুত্র হারা মায়ের আর্ত্ত ক্রন্দন আকাশে মিলাইয়া গেল।

——

হিন্দুশাস্ত্রে গোমাংসের কথা

—স্বামী ভূমানন্দ—

বাল্যকালে গুরু, পুরোহিত ও কথক ঠাকুরের মুখে গোজাতির সহিত হিন্দুর যে সকল সম্পর্কের কথা শুনিয়াছি যৌবনে সেই শুনা কথার সংস্কারে গোহত্যাকারীকে যে চক্ষে দেখিয়াছি ও মুসলমান মাংস বিক্রেতার ঘরে গোমাংস দেখিয়া যে ...

প্রবাদ শুনিয়াছি, যাহা নিষ্ঠাবান্ হিন্দু মাত্রেই করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্যে যাহারা আমাদের ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছেন, তাহারা আমাদের ন্যায় নিশ্চিতই দেখিতে পাইতেছেন,—শুনা কথা ও শাস্ত্র বাক্যে কি প্রকার আকাশ পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

যেমন হিন্দু মাত্রেই গো মাংসের কথা শুনিলে খাপ্পা হইয়া থাকেন, যেমন অনেকের ধারণা, হিন্দুগণের পূর্ব্বপুরুষেরা যজ্ঞে গোবধ করিলেও যজ্ঞান্তে সেই গাভীকে তাঁহারা আবার বাঁচাইয়া দিত, যেমন অনেকের ধারণা,—গাভী ও বৃষের প্রতি রোমে এক একটি দেব দেবী অবস্থান করেন, যেমন অনেকের ধারণা গাভীকে মা ও বৃষকে পিতা জ্ঞান করিতে পারিলে হিন্দুর পরম কল্যাণ সাধিত হইবে, তেমন আমাদেরও মন গো-মাংসের কথায় খাপ্পা হইয়া উঠিত, আমরাও বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছিলাম,—যজ্ঞে যে গোবধ হইত তাহাকে আবার বাঁচাইয়া দেওয়া হইত এবং গাভীকে মাতা জ্ঞান করিতে আমরাও আনন্দ অনুভব করিতাম সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সকল বিষয় আমাদের যে জ্ঞান তাহা শাস্ত্র পাঠ করিয়া লাভ হয় নাই, তাহা লাভ হইয়াছে, গুরু পুরোহিত বা কথক ঠাকুর—এক কথায় ব্রাহ্মণগণের কথা শুনিয়া। শুনিয়া শুনিয়া মানুষের যে কুসংস্কার লাভ হয়—তাহাকে জ্ঞান বলা চলে না। কারণ জ্ঞান এমনই নির্ম্মল—যাহা চিরদিন সৎ বস্তুই প্রকাশ করিয়া থাকে। কুসংস্কার কিন্তু মিথ্যাকেই সত্য ভাবিতে উৎসাহী করে।

সূর্য্য ও চন্দ্র গ্রহণ সম্বন্ধে শুনা কথায় বলে,—চণ্ডাল রাহু সূর্য্য ও চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া থাকে। শুনা কথায় বলে,—বাসুকী নাড়া দিলে ভূমিকম্প হয়। শুনা কথায় বলে,—সূর্য্য পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া থাকে বলিয়াই সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হইয়া থাকে। এই প্রকার ভ্রান্ত শুনা কথায় বিশ্বাস করার নাম হইল,—কুসংস্কার। ইহার সহিত শাস্ত্রের কোন সম্পর্কই নাই।

তেমনই গো মাংসের ব্যবহার সম্বন্ধে হিন্দুগণের মধ্যে অতি অধিকসংখ্যক হিন্দু যাহা বিশ্বাস করেন, তাহার সহিত শাস্ত্র বাক্যের পার্থক্য যে কিরূপ তাহা হিন্দুগণকে জানাইবার জন্য আমরা বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া ইতিহাস রামায়ণ ও মহাভারত, পুরাণ, স্মৃতি, তন্ত্র এবং সর্ব্বশেষে চিকিৎসা বিজ্ঞানে যে সকল কথা লিখিত আছে, তাহা যথাসাধ্য সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব, কুসংস্কার দৃঢ়তম হইলেও তাহা কদাচ সত্য হয় না।

ঋগ্বেদে অশ্ব, গাভী ও বৃষ মাংসের ব্যবহার যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, মহিষ ও বরাহ মাংসের ব্যবহারও তেমনি দেখিতে পাওয়া যায়:—

১। যাহারা চারিদিক হইতে অশ্বের পাক দর্শন করে, যাহারা বলে উহার গন্ধ মনোহর হইয়াছে, এখন নামাও, এবং যাহারা মাংস ভিক্ষার জন্য অপেক্ষা করে, তাহাদিগের সঙ্কল্প আমাদিগেরও সঙ্কল্প হউক। ॥১।১৬২।১২॥

২। হে ভারত অগ্নি! তুমি আমাদিগের। তুমি বন্ধ্যা গাভী ও বৃষ গর্ভিনী গাভী সকলের দ্বারা আহুত হইয়াছ ॥২।৭।৫॥ এই মন্ত্রের মূল আছে, 'ত্বং নো অসি ভারতাগ্নে বশাভিরুক্ষভিঃ। অষ্টাপদীভিরাহুতঃ।

৩। হে ইন্দ্র! যখন তুমি তিনশত মহিষের মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলে ॥৫।২৯।৮॥

৪। হে অগ্নি! বলশালী বৃষও ও ধেনুগণ তোমার নিকট পূর্ব্বোক্তরূপ হব্য হউক ॥৬।১৬।৪৭॥

৫।...যে সকল ধেনু দেবোদ্দেশে প্রদত্ত হয়, যাগ সাধন সেই গোবৃন্দের সহিত গোস্বামী যেন কখনও বিযুক্ত না হয়েন ॥৬।২৮।৩॥

৬। ইন্দ্র শত মহিষ ও ক্ষীরপক্ব অন্ন ও বরাহ দান করিয়াছেন ॥৮।৭৭।১০॥

৭। ...হে ইন্দ্র! তোমার নিমিত্ত পুরোহিতদিগের সহিত একত্র স্থূলকায় বৃষকে পাক করি ॥১০।২৭।২॥

৮। হে ইন্দ্র।...তাহারা বৃষ সমূহ পাক করে, তুমি তাহা ভোজন কর ॥১০।২৮।৩॥

৯। হে বৃষাকপি বনিতে!...তোমার বৃষদিগকে ইন্দ্র ভক্ষণ করুন ॥১০।৮৬।১৩॥

১০। আমার জন্য (ইন্দ্রের জন্য) পঞ্চ দশ এমন কি বিংশ বৃষ পাক করিয়া দেয়, আমি খাইয়া শরীরের স্থূলতা সম্পাদন করি ॥ ১০।৮৬।১৪।

১১। হে ইন্দ্র * * যেরূপ গোহত্যা স্থানে গাভীগণ হত হয়, তদ্রূপ তোমার ঐ অস্ত্রদ্বারা নিহত হইয়া বন্ধুদ্বেষী রাক্ষসগণ পৃথিবীতে পতিত হইয়া শয়ন করে ॥ ১০।৮৯।১৪।॥ এই মন্ত্র হইতে বুঝা যাইতেছে, আর্য্যগণ মধ্যে দৈনিক গোমাংস ভক্ষণের ব্যবস্থা ছিল বলিয়া বর্ত্তমান যুগের ন্যায় তাহাদেরও slaughter house বা গোহত্যা স্থান ছিল।

১২। যে অগ্নির উপরেও বিস্তর ঘোটক, বলবান বৃষ, পুরুষত্ব বিহীন মেষ আহুতিরূপে অর্পণ করা হইয়াছে ॥১০।৯১।১৪॥

১৩। গাভীগণ আপনার শরীর দেবতাদিগের যজ্ঞের জন্য দিয়া থাকে ॥১০।১৯।৩॥

উপরোক্ত ঋগ্বেদের মন্ত্র দেখিয়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন, আর্য্যগণ যজ্ঞে ও নিত্য ভক্ষ্যরূপে বন্ধ্যা ও গর্ভিনী গাভী, বৃষ, অশ্ব, মহিষ এবং বরাহ মাংস ব্যবহার করিত।

ঋগ্বেদীয় আশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্রে এই গো-মাংসের ব্যবহার সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

১। 'শরদি বসন্তে বার্দ্রা'।

অর্থাৎ শরৎ কিম্বা বসন্ত কালে 'শূলগব" যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইবে। শূলগব অর্থ শিক্ কাবাব বা যজ্ঞে শূল বিদ্ধ [পক্ক] গো মাংস প্রদান।

২। মধুপর্কে গাভী বা বৃষ বধের ব্যবস্থা। মধুপর্ক উৎসব বিশিষ্ট অতিথির আগমনে নিষ্পন্ন হইত। বিশিষ্ট অতিথির শুভাগমন হইলে গৃহস্বামী অতিথিকে পাদ্য অর্ঘ প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট মধুপর্ক—বা দুইটি পাত্রে দধি ও মধু স্থাপিত করিত এবং অতিথির তুষ্টি মধ্যে একটি গাভী বা বৃষ আনিয়া

প্রদার ও প্রতিপত্তি কর্তাদিগকে আপত্তি জানাইলাম, জবাব আসিল, নৃপেনবাবুর সঙ্গে দেখা কর। নৃপেন বাবু সোজা কথায় বলিলেন: 'আমরা গান বাজনাই জানি, আপনি শিক্ষার ভার লউন।'

—

'ফলে, দুই তিনমাস, তোক সোমবার সন্ধ্যায় আধঘণ্টা। আমার কথামত তিনি আমাকে ছাড়িয়া দিলেন—এটা ১৯৩০ সালের কথা। আমি একে একে অধ্যাপকের পর অধ্যাপক পাড়া করিতে লাগিলাম। এই করিয়া আমার সঙ্গে রেডিও আফিসের ঘনিষ্ঠতা জন্মে।'

—

ডাক্তার রমেশ রায়ের সরল স্পষ্ট উক্তি একেবারে typical শতকরা ৮০জন বেতার শ্রোতা তাঁহাদের সেট লইবার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এই একই কথা বলিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা কেবল মাত্র গানের প্রোগ্রাম লইয়া সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া কর্তাদের খাস দরবারে জানাইতে গিয়াছেন তাঁহারাও ঐ একই জবাব কর্তাদের নিকট পাইয়াছেন।

—

আবার যাঁহারা সেখানে নিঃস্বার্থভাবে public duty বলিয়া সাহায্য করিতে গিয়াছেন তাঁহাদের প্রথম সুযোগ কর্তারা দিয়াছেন আমরা মানি, কিন্তু দিন কতক পরে ছুতো নাতা করিয়া হয় তাঁহাদের সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে অথবা তাঁহারা কর্তাদের coldness দেখিয়া সরিয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছেন।

—

শেষ পর্যন্ত নৃপেন বাবুর কথা 'গান বাজনাই জানি' টিঁকিয়া যায় এবং আর সব কিছুই বরবাদ হইয়া যায়।

—

এরূপ হইবার কারণ আর কিছুই নয়। বাইরের লোক সাহায্যকারী মাত্র, Prime mover বেতার কর্তৃপক্ষ মিঃ নৃপেন মজুমদার বা Mr. Stapleton এই Primer mover যদি নূতন আইডিয়া গ্রহণ করিতে অসমর্থ হয় তাহা হইলে তাহারা নিজেরা যেটুকু যা পারেন সেইটুকুই সম্ভব হইবে তাহার বেশী হইতে পারে না।

—

দোষ কাহাকে দিব জানি না। তবে একটা নূতন Orientation দিবার ক্ষমতা বর্তমান কর্তৃপক্ষদের নাই এইটুকু আমরা বলিতে পারি। শ্রোতারা যদি যাহা আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন তাহা হইলে কাহারো কিছু বলিবার নাই। আর যদি তাহা না পারেন তাহা হইলে সেজন্য আন্দোলন করিতে হইবে।

বেতার নাটকে দল যে ভাবে সপ্তাহের পর সপ্তাহ অভিনয় করিয়া চলিয়াছেন তাহাতে শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দ পাওয়া ত দূরের কথা দিন দিন বেতারের প্রতি তাঁহাদের আকর্ষণ কমিতেছে। নিরুপায় হইয়া তাঁহারা সেই অপেরাটির মাথায় তুলিয়া বিরক্তির হাত এড়াইতেছেন।

--

দৈনন্দিন গীত বাদ্যের অনুষ্ঠানের নূতন, আনাড়ী, ও পুরাতন নিত্য একই শিল্পী দ্বারা পূর্ণ করিয়া কর্তৃপক্ষ কর্তব্য শেষ করিতেছেন। মাসিক আঠার শত টাকা এই ভাবে ব্যয় করা হইতেছে।

-

কেহ কেহ বলেন নাটকের জন্য কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত অল্প টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন বলিয়া যথাযথ ভাবে নাটকাভিনয় করা বেতার নাটকে দলের পক্ষে অসম্ভব। কারণ অতি অল্প টাকায় নাকি ভাল ভাল অভিনেত্রী সংগ্রহ করিয়া নূতন ও জনপ্রিয় নাটকের দস্তুর মত মহলা দিয়া অভিনয় করা পোষায় না।

—

যখন কোন অনুষ্ঠানই শ্রোতাদের মনোমত হইতেছে না তখন একটা একটা বিষয়ের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দিয়া ভাল করিবার চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। সঙ্গীতানুষ্ঠান সৌখীন ও বাজে মার্কা শিল্পী দিয়া যেমন চলিতেছে তেমনই চলিবে দেখিতেছি। উপস্থিত নাটকের পিছনে অধিক অর্থ ব্যয় করিলে বর্তমান সঙ্গীতানুষ্ঠান গুলির কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে বলিয়া বোধ হয় না। অতএব কিছু অর্থ নাটকের পিছনে ব্যয় করিয়া অভিনয়ের উন্নতি হয় কি না পরীক্ষা করিতে দোষ কি।

সোমবার ৫ই ফেব্রুয়ারী পৌনে সাতটায় শ্রীধীরেন দাস দু'খানি গান গাহিলেন। "আসে রজনী সন্ধ্যামণি প্রদীপ জ্বলে" গানটি অর্গান ও পিয়ানো সংযোগে মধুর করিয়া গাহিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু ব্যর্থ মনোরথ হইলেন। দ্বিতীয় গান "সকরুণ নয়নে চাহ আজি মোর বিদায় বেলায়" গানটি নিতান্ত নিন্দনীয় হয় নাই।

--

শ্রীনৃপেন বসুর "শ্রীরাধা নামের মুরলী আজ" গানটি মন্দ লাগিল না। শ্রী ঊষারাণী নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার রায়বেড়েট বাজাইয়া আমাদের যথেষ্ট আনন্দ দিলেন।

—

রাত্রি ৭॥০টায় মিস মনোরমার 'হিন্দি গান মন্দ লাগিল না। মধুর হেমেনের হিন্দি গান শুনিয়া আমরা বিরক্ত হইয়াছি—জানি না হিন্দি শ্রোতারা খুসী হইয়াছেন কি না।

—

রাত্রি সাড়ে আটটায় শ্রীসুধীর কুমার ব্যানার্জী 'চোখের বাঁশি আজকে ও সই' ও 'তোমায় শুধু বলতে এলাম' গান দুটি গাহিলেন। ভদ্রলোক নিতান্ত সাধারণ শ্রেণীর গায়ক সেই জন্য গান দুটি আমাদের খুসী করিতে পারে নাই।

—

মিস চন্দ্রবালা অসুস্থতা নিবন্ধন অনুপস্থিত সেই জন্য মিস্ মনোরমা বাংলা গান গাহিলেন। গানটি মন্দ হয় নাই।

—

রাত্রি ৯টায় মিস আশালতা দু'খানি বাঙলা গান গাহিলেন। তাঁর প্রথম গান 'ঘুম-ঘোরে ফেলি সখা গেছে চলিয়া' সুন্দর লাগিল। দ্বিতীয় গান 'কেন মন হেন জানি না' গানটি সুগীত হইলেও সুর খাপ ছাড়া বলিয়া জমিল না।

—

শ্রীনলিনী কান্ত সরকার দুখানি কমিক গান গাহিলেন। প্রথম গান 'ছোট এবং বড়' রচনার চাতুর্য্য নাই। দ্বিতীয় গান 'কবিরাজ' রবীন্দ্র নাথের 'নটরাজ' গানের সুরে গীত হইল। গান গাওয়ার দিক দিয়া এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হবে হারমোনিয়মের সুরের সহিত কণ্ঠের সুরের কয়েক শ্রুতির তফাৎ বরাবর হইতেছিল।

—

মঙ্গলবার আমাদের সেট একটু বিগড়াইয়া গিয়াছিল। লাউডস্পীকারের তার শর্ট হওয়ার দরুণ সে রাত্রে আর মেরামত হইল না বলিয়া আমরা ছোটদের বৈঠক ছাড়া আর কিছু শুনিতে পারি নাই।

—

বুধবার শ্রীবীরেন্দ্র মোহন বাগচী প্রণীত "[illegible]" নাটিকার অভিনয় করিলেন বেতার নাটুক দল। নাটকের রচনা বেতারের উপযোগী বলিয়া বোধ হইল না।

—

আত্মারাম (শিবকালী চট্টো) আত্মরতি (মধুচট্টো) কবিরাজ (বিশ্বনাথ চক্র), শিবু (কুঞ্জ মুখার্জ্জী), মমতা (স্মরাণী), খেমার মা (প্রফুল্লবালা) প্রভৃতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইয়াছিল। মেনকা (উষাবতী) প্রকাশ (বীরেন দাস) পরাণ (বিশ্বনাথ ঘোষ) ভালই বলা চলে।

—

বৃহস্পতিবার ডাঃ অশ্বিনী কুমার চৌধুরীর পরিচালনায় 'সঙ্গীত সঙ্ঘের' বিচিত্র অনুষ্ঠান হইল। শ্রী সতীশ চন্দ্র ব্যানার্জ্জীর ইমন সুরে বেহালা বাদ্য মন্দ লাগিল না। কুমারী স্মৃতিকণা বসুর বাংলা গান মন্দ নয়। শ্রী বিজয় লাল মুখার্জ্জীর টপ্পা গান সুগীত হইয়াছিল কিন্তু গাহিবার প্রণালী মনোমুগ্ধকর হয় নাই। শ্রী জীতেন্দ্র নাথ ঘোষালের কীর্ত্তন পদ গান 'তবে কেন বল কাল' মন্দ নয়। গায়কের কণ্ঠস্বর ভাল। অন্যান্য item উল্লেখযোগ্য নয়।

—

শুক্রবার বেতার নাটুক দল শ্রী মন্মথ রায়ের 'চাঁদ সদাগর' অভিনয় করিলেন। বলা বাহুল্য অভিনয় শুনিয়া আমরা খুসী হইতে পারি নাই।

—

রবিবার প্রাতে কুমারী ভারতী মজুমদারের "তোমার পূজার প্রদীপ কর মোরে" গানটি সুন্দর লাগিল। কুমারী নীলিমা মজুমদারের আশাবরী, খেয়াল গানটি সুগীত হইয়াছিল। কুমারী অনুপমা মুখার্জ্জী 'স্বপন সম এল কি' গানটি মন্দ হয় নাই। কুমারী রেণুকা রায়ের ঠুংরী গান প্রশংসনীয়।

—

সন্ধ্যা আসরে কুমারী রেণু চক্রবর্ত্তী "যেতে যেতে একলা পথে নিভেছে মোর বাতি" ও হিন্দি গান নিতান্ত প্রথম শিক্ষার্থীর উপযোগী হইয়াছিল। কুমারী বীণা চ্যাটার্জ্জীর "নিঝুম রাতে কে বাঁশী বাজায়" গানটি সুবিধার হয় নাই। দ্বিতীয় গান "শুনহো সখি" গাওয়া ধৃষ্টতা হইয়াছিল।

—

কুমারী মায়া ভট্টাচার্য্য 'ছায়া ঘনাইছে বনে' ও 'ধ্রুব পদ দিয়া গান দুটি গাহিলেন। কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক ও উচ্চারণ বিশ্রী। গান দুটি বিরক্তিকর হইয়াছিল। কুমারী আভারাণী সরকারের 'আসরে যখন ফুলের ফাগুন' গানটি মন্দ লাগিল না। দ্বিতীয় বাংলা গানটিও মন্দ হয় নাই।

—

এদিন অনুষ্ঠান ও খবর যে ঘোষণা করিলেন শ্রীরাজেন সেন। খবর ঘোষক বিজন বিহারী কোথায়?

—

মঞ্চ ও পর্দ্দা

নিউথিয়েটার্স

পরিচালক ধীরেন গাঙ্গুলির ভক্ত কবিরের রিহার্সেল সুরু হয়েছে। ক্যামেরাম্যান নীতিন বসুর হিন্দি চণ্ডীদাসের কাজ শেষ হয়ে এসেছে। রূপ-লেখা এতদিনে শেষ হ'বার কথা। মহুয়ার কাজ অতি আস্তে চলেছে। গুজব মহুয়া শেষ হ'লে মহুয়ার সঙ্গে একৃসকিউজ মি স্যার দেখানো হবে। এবারে শিব রাত্রির জন্য সারারাত্রি ব্যাপী ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা প্রায় সব চিত্রগৃহই করেছিলেন। কিন্তু, চিত্রায় নিউথিয়েটার্সের এদিনের প্রোগ্রাম সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর আকর্ষণের বস্তু হয়েছিল। শিবরাত্রের পূর্ব্বের দিনই • আনার টিকিট বাদে সব টিকিট বিক্রয় হয়ে গিয়েছিল। চণ্ডীদাস, সীতা মীরাবাই—একই দিনে দেখাবার ব্যবস্থা হওয়ায় প্রোগ্রাম এত মনোগ্রাহী হয়েছিল।

ইণ্ডিয়া ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্রিজ

সত্বাধিকারী মিঃ প্রিয় গাঙ্গুলীর আকস্মিক পুত্র বিয়োগে আমরা সত্যই মর্ম্মাহত হয়েছি। শ্রীমান কালিধন গাঙ্গুলী এম, এ ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। শুনেছি পিতার কাজে সাহায্য করতেন। হঠাৎ হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় সেদিন তাঁর অপ্রত্যাশিত মৃত্যু ঘটে। আমরা গাঙ্গুলী মহাশয়ের এই নিদারুণ শোকে সমবেদনার ভাষা খুঁজে পাই নে। ইতিমধ্যে এদের উর্দ্দু ছবি আমিনার কাজ শেষ হয়ে গেছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম

পরিচালক দেবকী বসুর হিন্দি সীতা শেষ হয়েছে। দেবকী বাবু কেখানা বাংলা ছবিও এখানে তুলবেন সকলে মনে করেছিলেন। কিন্তু, এখন শোনা যাচ্ছে দেবকী বাবু আর এখানে কাজ করবেন না। কোথায় তিনি যাবেন তা-ও এখন অনিশ্চিত। প্রত্যেক কোম্পানী তাঁকে চাইবেন আশ্চর্য্য নয়। আমরা সুখী হব তাঁর পরিচালনার কাজ যেখানে বাধা প্রাপ্ত না হয়ে স্বাধীন ভাবে তিনি তাঁর প্রতিভা ফুটিয়ে তুলতে পারবেন—এমন কোনো প্রতিষ্ঠানে তিনি যদি যান্।

ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স

এদের চাঁদ সদাগর এই আসি এই আসি করেও আর আস্‌ছেন না। সদাগরের বাণিজ্য যাত্রার শুভদিন আসন্ন হোক্—আমরা আশা করছি। পত্রান্তরে এদের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে চাঁদ সদাগর নিয়ে এদের চারখানা ছবি আসন্ন প্রদর্শনের প্রতীক্ষায় আছে:—রামায়ণ (হিন্দি), ভক্ত কি ভগবান (হিন্দি) ইনসাফ কি তোপ (উর্দ্দু)। এই নবপ্রতিষ্ঠিত কোম্পানীর একটী ছবিও এখনো সাধারণ্যে প্রকাশিত না হওয়ায় এদের কাজ সম্বন্ধে কিছু বলার নেই হয়নি।

পাইওনীয়ার ফিল্ম

বড়ুয়া ষ্টুডিয়োতে এদের একটী তেলেগু ছবি প্রস্তুত হচ্ছে। বাংলা 'মার' চিত্ররূপ দেবার কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছা থাকলেও নানা কারনে কাজে হাত দিতে এরা শীঘ্র পারবেন বলে মনে হয় না।

শোনা যাচ্ছে কাজী নজরুল ইস্‌লাম এই ছবির পরিচালনা করবেন। কবির নূতন প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হোক্ আমরা কামনা করি।

সৈরেন্দ্রীর ট্রেড শো

গত রবিবার যোড়াসাকোর গণেশ টকী হাউসে প্রভাত সাইন টোন্ কোংর ট্রেডশো হয়ে গেছে। সুবিখ্যাত অরোরা ফিল্ম কোং এই ট্রেডশো'র ব্যবস্থা করেছিলেন। আমার অনিবার্য্য কারণবশতঃ এই ট্রেড শোয়ে উপস্থিত হতে পারেনি।

রঙ্ মহল

এরা ইতিমধ্যে সিউড়ি ধানবাদ অভিনয় ক'রে ফিরে এসেছেন। মহানিশার জনপ্রিয়তা আরো কিছু দিন অব্যাহত থাকবে আমরা নিশ্চয় করে বলিতে পারি।

নাট্যনিকেতনে 'মা'

এই অভিনয় দেখবার জন্য দর্শক নাকি মন্দ হচ্ছে না। রসগ্রাহী দর্শকরা বইখানির নাট্যরূপে খুসী হতে পারেন নি বলে তাঁদের প্রত্যেককে অভিযোগ করতে শুনতে পাচ্ছি। ঠিক রসঘন মুহূর্ত্তে যেন তাল কেটে ছন্দপতন ঘটছে অনেক ক্ষেত্রে নাকি এইরূপ হয়েছে।

মণি বর্দ্ধনের নৃত্য

আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার বিহার ভূমিকম্পে দুর্দ্দশাগ্রস্ত নরনারীর সাহায্য কল্পে, কলিকাতার খ্যাতনামা, শিল্পীগণ কর্ত্তৃক রঙ্ মহলে রঙ্গমঞ্চে নৃত্য গীত বহুল একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন ইনসিওরেন্স এডুকেশন সোসাইটী করেছেন। সুরশিল্পী শ্রী রাখাল দাস মজুমদারের পরিচালনায় ভবানীপুরের সুপ্রসিদ্ধ নিউ ইণ্ডিয়ান অর্কেষ্ট্রার নৃত্যানুষঙ্গিক যন্ত্র সঙ্গীতের সাহচর্য্যে বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী শ্রীযুক্ত মণি বর্দ্ধন তাঁর অজন্তা, রুদ্রদেব, সোমদেব, রূপকুমার ও শিবনৃত্য দেখাবেন। মিস্, বি, হিল নাম্নী একজন অষ্ট্রেলিয়া বাসিনী মহিলা উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের বিচিত্র নৃত্য ও দেখাবেন। কলিকাতার অন্যান্য শিল্পীদের সহযোগে এই অনুষ্ঠানটি সাফল্য মণ্ডিত করবার নানা প্রচেষ্টা চলেছে। তাহাদের সকল শক্তি দুর্দ্দশাগ্রস্ত নরনারীর সাহায্যকল্পে নিয়োজিত ও জয়যুক্ত হোক।

—০—

বিধ্বস্ত বিহারের পুনর্গঠন

—:০:—

উত্তর বিহারের দুর্ভাগ্যের শেষ এখনও হয় নাই। কবে যে হইবে তাহা কে বলিতে পারে? অনবরত ভূমিকম্প হইতেছে — তবে ধাক্কা তেমন জোরের নয় বলিয়াই যা রক্ষা; নতুবা ভগ্নপ্রায় বাড়ীগুলি ভাঙ্গিয়া আরও ক্ষতি হইত।

তবে গত রবিবার বেলা নয়টার সময় যে ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহার বেগ একটু বেশী। মজঃফরপুরে ২৪টী বাড়ী ভাঙ্গিয়াছে। ৫জন স্বেচ্ছাসেবক ভগ্নস্তূপ পরিষ্কার করিবার সময় চাপা পড়িয়াছিলেন। তাহার মধ্যে তিন জনকে জীবন্ত বাহির করা হইয়াছে - তাঁহারা বিশেষ আহত হইয়াছেন। বাকী দুইজনের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইয়াছে।

সীতামাঢ়িতেও বেগ বেশী হইয়াছিল। লোকেরা বাড়ী ঘর ছাড়িয়া বাহির হয়। এই অঞ্চলে মাটির ভিতর হইতে কেমন একটা গন্ধক ইত্যাদির গন্ধ বাহির হইতেছিল। হাজী-[illegible] শাকের ক্ষেত অনেক নষ্ট হইয়াছে।

ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কার

ভূমিকম্প লাগিয়াই আছে — এই জন্য ভগ্নস্তূপ পরিষ্কারের ব্যবস্থা করাও মুস্কিল। অথচ প্রায় সর্ব্বত্রই রাশীকৃত ইট কাঠ স্তূপাকারে পড়িয়া আছে। যদিও পরিষ্কার করা হইতেছে তথাপি কিন্তু সে চেষ্টা পর্য্যাপ্ত নহে। লোকের যেন ইহাতে সেরূপ চেষ্টা করিবার ইচ্ছার অভাব। সবই শ্রমিক দ্বারা করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

অবশ্য গবর্ণমেণ্টের miners ও sappers দ্বারাও কাজ করান হইতেছে — স্বেচ্ছাসেবকগণও করিতেছে। কিন্তু কাজ তেমন জোরে চলিতেছে না। তাই পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু মুঙ্গেরে এই দুরবস্থা দেখিয়া নিজে এই ভগ্নস্তূপ পরিষ্কারের জন্য কোদাল ধরিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় সাহায্য কমিটীর আফিস হইতে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে একশত স্বেচ্ছাসেবকের ৩০জন সাহায্য সমিতির প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় সাহায্য সমিতির কতিপয় সদস্যেরাও ঝুড়ি মাথায় করিয়া এবং কুঠার ও শাবল হাতে লইয়া এক সহস্র নাগরিকের এক শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। মুঙ্গেরের সাহায্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান কাপ্তেন সর্দ্দার জমিরাং সিং এই শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ধ্বংসস্তূপ সমূহ পরিষ্কার করিতে সকলকে প্রণোদিত করাই এই শোভাযাত্রার উদ্দেশ্য ছিল। নেহেরুজী কুঠার স্কন্ধে লইয়া এই শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন। বহুসংখ্যক সহরবাসী এই শোভাযাত্রায় যোগদান করিয়াছিলেন। প্রায় দুইঘণ্টা ধরিয়া ধ্বংসস্তূপ অপসরণ কার্য্য চলিয়াছিল।

বেলা দুইটার সময় নেহেরুজী একটি বক্তৃতা করেন। ধ্বংসস্তূপ সমূহ পরিষ্কৃত করিবার জন্য তিনি সহরবাসিগণকে নিজ স্কন্ধে আবর্জ্জনা বহন করিতে প্রণোদিত করেন।

৩টার সময় পুনরায় কার্য্য আরম্ভ হয়। বড়বাজারে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটা অট্টালিকা মধ্যে ৪ বৎসর বয়স্ক একটি শিশুর মৃতদেহ প্রোথিত ছিল উহা বাহির হয়

ধ্বংসস্তূপ সরাইবার এইরূপ ব্যবস্থা সর্ব্বত্র করিতে হইবে। জহরলালজী উত্তর বিহারের নানাস্থানে যাইয়া এই বিষয়ে সকলকে উৎসাহিত করিতেছিলেন। এখন তিনি পুলিশের হাতে—গ্রেপ্তার হইয়াছেন; জেলও হইতে পারে। সুতরাং তাঁহার পরিবর্ত্তে অন্য নেতার এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করা কর্ত্তব্য। মধ্যে মধ্যে ঘটনা স্থলে যাইয়া কর্ম্মিদের উৎসাহদান করা উচিত। নতুবা দারুণ অবস্থায় উৎসাহ ক্রমে কমিয়া আসিতে পারে—কার্য্যে অনিচ্ছা প্রকাশ পায়। এইরূপ করিলে আর সে সম্ভাবনা থাকিবেনা।

বাড়ী নির্ম্মাণ

ধ্বংসস্তূপ পরিষ্কারের অপেক্ষাও প্রয়োজনীয় কার্য্য—লোককে আশ্রয় দান এবং জলের ব্যবস্থা করা। লোকের বাড়ীঘর পড়িয়া গিয়াছে—তাহারা প্রায়ই কাপড়ের তাঁবুর মধ্যে আছে। তাহাদের থাকিবার স্থান করিয়া দিতে হইবে—২।৪ দিনের জন্য নয় প্রায় এক বৎসরের মত। কারণ লোকে নূতন করিয়া বাড়ী করিতে এখন সাহস পাইবে না; দিল্লি হইতে Geological Survey এর Dr. Dunn বলিয়াছেন যে আগামী বর্ষা পর্য্যন্ত ভূমিকম্প চলিতে পারে এবং দেখিয়া তাহার পর বাড়ী নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুতরাং যাহারা বাড়ী পুনরায় নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম তাঁহারাও এখন চুপ করিয়া থাকিবেন এখন কি ব্যবস্থা করা হয় তাহাই বিবেচ্য।

তাহার পর অনেকেরই বাড়ী তৈয়ারী বা সারাইবার ক্ষমতা নাই—অর্থের অভাব অর্থ আসিবে কোথা হইতে? অর্থের পরিমাণও কম নয়। ভাগলপুরে ক্ষতি হইয়াছে অল্পই—অথচ সেখানেই চাই প্রায় লক্ষ টাকা। মুজঃফরপুরে শুধু বাঙ্গালীদেরই ক্ষতির পরিমাণ ২০ লক্ষ টাকা। ইহা ছাড়া বিহারী ইত্যাদি অপর জাতীয় লোকেদের ক্ষতির পরিমান ধরিতে গেলে এক মুজঃফরপুরের জন্য চাই এককোটী টাকা। সুতরাং সমগ্র বিহারে বাড়ীঘর নির্ম্মাণের জন্য দরকার কোটী কোটী টাকার। বিহারের রাজস্বসচিব ও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন।

ঋণদান

এখন এই টাকা আসিবে কোথা হইতে? যাহাদের বাড়ী ঘর পড়িয়াছে তাহাদের মধ্যে ধনী ও মধ্যবিত্ত লোকেই বেশী।

(ইহার পর নবম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সম্পাদক—শ্রী[illegible]কিরণ দাস।

Printed and Published by J. C. Das, at the Chitra Press 19/1 Manicktala Street Calcutta

টিপ্পনী

-o-

এদেশে ভূমিশূন্য রাজার ত অভাব নাই। সৈন্যহীন দুর্গও কয়েকটা আছে। তবে ক্ষমতাহীন মন্ত্রীর উপর এত রাগ কেন?

*   *

ব্রহ্মের ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রীর প্রতি অনাস্থাজ্ঞাপক ভোট গৃহীত হইয়াছে। মালসীগণ ত 'কেউটে' ধরিতে পারেন না—তাই যা কিছু বীরত্ব তাহা 'হেলের' উপরই প্রকাশ করেন।

*   *

কিন্তু একবারও কি ভাবিয়া দেখেন কি মন্ত্রীর দায়িত্ব কাহার নিকট? মন্ত্রী দায়ী তাঁহার কার্য্যের জন্য—কিন্তু কাহার নিকট? সরকারের না কাউন্সিলের? মন্ত্রী তাঁহাদিগকে করিয়াছে কে?

*   *

সুতরাং মালসীদের অনাস্থাজ্ঞাপন একটা ছেলে খেলা নয় কি? সরকারের উপর অনাস্থা জ্ঞাপন চলে না অথচ রাগ দেখাইবার লোক চাই। তাই নিরীহ মন্ত্রীদিগকে বাঘের মুখে পাঠান হইয়াছে।

*   *

অবশ্য জানা আছে যে এরা সব নখদন্তহীন ব্যাঘ্র—বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা নাই। তর্জ্জন গর্জ্জনেই শেষ—দংশনের ভয় নাই। মন্ত্রী মহাশয়গণও ইহাতে কিছু মনে করেন না। সুতরাং এটা একটা ছেলেখেলা বই ত কিছুই নয়।

*   *

রেলবজেট ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করা হইয়াছে। গত বৎসরে ক্ষতি হইয়াছিল ১০ কোটী. বর্ত্তমান বৎসরে ৭ কোটী ৭৮ লক্ষ এবং আগামী বৎসরে হইবে ৫ কোটী ৩০ লক্ষ। এত ভাড়া বৃদ্ধি করা হইতেছে, লোক ছাড়াইয়া দেওয়া হইতেছে—তাহাতেও ত ক্ষতি ছাড়া লাভের কথা শোনা যায় না।

*   *

মনে হয় সরকারের হাতে অ'সায় রেল কোম্পানীগুলি ব্যবসায়ী বুদ্ধিতে চলে না। ব্যাঙ্কলাভে বিক্রয় ব্যবসায়ের মূলমন্ত্র। লাভ লাভ অল্প হইলে বিক্রয় বেশী হইবে—তাহা হইলেই লাভ বেশী হইবে। রেল কর্ত্তৃপক্ষ ত সে কথা মনেও করেন না। রেল ও পোষ্টাফিস একপথে চলিতেছেন। তাই লাভও হয় না।

*   *

উত্তর বিহারের ভূমিকম্প বিধ্বস্ত স্থানের প্রজাদিগকে বেতিয়া-রাজ বিনাসুদে টাকা ধার দিতেছেন—টাকা ১০ বৎসরে পরিশোধ করিতে হইবে। এজন্য পাঁচলক্ষ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। আশা করি গবর্ণমেণ্টও ও অন্যান্য জমিদারগণ বেতিয়া রাজের মহৎ দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিবেন।

*   *

এতদিনে মহাত্মাজীর বিহারের কথা মনে পড়িয়াছে। তিনি জানাইয়াছেন যে বিহারের পূর্ব্বে বাংলায় আসিতে পারিবেন না। বিহারে যাওয়া দরকার তাহা বাংলা জানে—বরং তিনি এতদিন যান নাই বলিয়া বাঙ্গালী তাঁহাকে দোষ দিয়াছে। সুতরাং ইহাতে বাঙ্গালী দুঃখিত হইবে না।

*   *

মহাত্মাজীকে কি মেদিনীপুরে যাইতে দেওয়া হইবেনা? সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, এন, দাসমহলকে জানাইয়াছেন যে এসময়ে মেদিনীপুরের কোন অংশে মহাত্মাজীর আগমন একান্ত অবাঞ্ছনীয়। কেন অবাঞ্ছনীয় তাহা তিনি জানাইবেন কি?

*   *

গবর্ণমেণ্টের মতে মেদিনীপুরে বিপ্লববাদীদের একটা গড় আড্ডা। সুতরাং মেদিনীপুরে মহাত্মাজীকে লইয়া যাওয়া তাঁহাদেরই স্বার্থের অনুকূল। অহিংসার অবতার মহাত্মাজীর কথায় হিংসাবাদীর মনের পরিবর্ত্তন হইতে পারে। সুতরাং মহাত্মার মেদিনীপুর গমনে গবর্ণমেণ্টের বাধা দেওয়া উচিত নয়।

*   *

শোনা যাইতেছে বেথুন কলেজে শীঘ্রই ইংরাজী অধ্যাপকের পদ খালি হইবে। আমাদের মনে হয় মেয়েদের পড়াইবার ভার মেয়েদের হাতে থাকাই ভাল। আজকাল উপযুক্ত মহিলা অধ্যাপকেরও অভাব হইবে বলিয়া মনে হয় না। আশাকরি কর্ত্তৃপক্ষ উপযুক্ত মহিলা পাইলে পুরুষ অধ্যাপক নিযুক্ত করিবেন না।

*   *

বোম্বাইএর ভাগ্য ভাল। ঘাটতি বজেটের পরিবর্ত্তে এবার জমার দিকে ৭০ হাজার টাকা থাকিতেছে। অবশ্য তুলার দর বাড়ায় কৃষকের অবস্থা অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা ভাল। তাহা ছাড়াও ব্যয় সঙ্কোচ করা হইতেছে যথেষ্ট—খানিকটা উপর দিক হইতেই হইয়াছে। অন্যান্য প্রদেশের উচিত বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অনুকরণ করা।

*   *

Long Live Regulation III of 1818—ভারত গবর্ণমেণ্টের হোম মেম্বার বলিয়াছেন যে এইরূপ ক্ষমতা না থাকিলে গবর্ণমেণ্টের ধ্বংস অনিবার্য্য সুতরাং ইহার প্রত্যাহার চলে না। ব্যবস্থাপরিষদও অবশ্য তাঁহাদেরই 'গওয়ার' 'আওয়া' দিয়াছেন। পণ্ডিত সত্যেন সেনও ইহার প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে—তিনি বলেন গত দশবৎসর ধরিয়া যে সকল আইন হইয়াছে তাহার নিকট ত Reg iii সোনার চাঁদ।

বিবিধ প্রসঙ্গ

—০—

শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসু

শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র বসু মহাশয় কার্শিয়ঙ্গে অন্তরীণে আবদ্ধ আছেন। সম্প্রতি তাঁহাকে ১০ দিনের ছুটি দেওয়া হইয়াছে—কটকে যাইয়া তাঁহার পিতামাতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য। তাঁহার পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন কিছু দিন পূর্ব্বে অত্যন্ত অসুস্থ হইয়াছিলেন। সম্প্রতি আবার তাঁহার একটী কন্যা মারা গিয়াছে। এক পুত্র বিদেশে—এক পুত্র অন্তরীণে তাঁহার উপর এই শোক। গবর্ণমেণ্ট কি শরৎ বাবুকে এখনও মুক্তি দিতে পারেন না ?

স্বামী শিবানন্দের দেহত্যাগ

রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ত্তা স্বামী শিবানন্দ মহারাজ দেহরক্ষা করিয়াছেন। তিনি প্রায় [illegible] বৎসর হইতে শয্যাগত ছিলেন, পক্ষাঘাতের মত হইয়াছিল। সম্প্রতি তাঁহার ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া হইয়াছিল। তাহাই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। ইনি রাণী রাসমণির জমিদারীর উকীল রামকানাই ঘোষালের পুত্র—বাড়ী বারাসতে ছিল। রাম কানাই পরমহংসদেবের শিষ্য ছিলেন। তাঁহারই পুত্র তারক [illegible] পরে শিবানন্দ স্বামী নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

সান্ধ্য আইন

সান্ধ্য আইনে (curfew order) কাহারও অসুবিধা হয় না এবং উপার্জ্জন ও কমে না—ইহা বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের হোম মেম্বারের মত। শুধু মত নয়—গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে একেবারে নিঃসন্দেহ। সুতরাং শীঘ্র তাঁহারা তমলুক বা ঘাটাল হইতে উক্ত আইন তুলিয়া লইবেন না। ব্যবস্থাপক সভায় মিঃ আর, মাইতির প্রশ্নের উত্তরে হোম মেম্বার উহা জানাইয়া দিয়াছেন। আমরা একবার হোম মেম্বারকে উক্ত স্থানে যাইয়া কিছু দিনের জন্য সাধারণ ব্যক্তির মত বাস করিতে অনুরোধ করি। তাহার পরও যদি তাঁহার মত না ফেরে তাহা হইলে আমাদের বলিবার কিছু থাকিবে না।

বিহারে ভূমিকম্প

উত্তর বিহারে থাকিয়া থাকিয়া প্রায়ই ভূমিকম্প হইতেছে। সম্প্রতি যে ভূমিকম্প হইয়াছে তাহা সামান্য নয়। তাহার উপর আবার অকালে কাল বৈশাখীর ঘনঘটা। ঝড় বৃষ্টির মধ্যে রাত্রে পৃথিবী আবার কাঁপিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সকলে ঘর ছাড়িয়া মাঠে বাহির হইয়া পড়িল। অনেকেই সারা রাত সেই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে বাহিরে কাটাইলেন, ঘরে ফিরিতে সাহস হইল না। আশ্রয়ের অভাবে অনেকে ভাঙ্গা বাড়ীতেই স্থান লইয়াছেন তাহাদের দুরবস্থার শেষ নাই। খড় বা টিনের বাড়ী এখনও অনেকে তৈয়ারী করিয়া লইতে পারেন নাই। হয়ত অর্থের অভাব নয়ত মজুর ও বাড়ী নির্ম্মাণের জিনিষ মিলে না এবং তাহার মূল্য অত্যন্ত বেশী। এখন সাময়িক ভাবে আশ্রয়ের প্রয়োজনই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

দারভাঙ্গায় ১৪৪ ধারা

আবার অনেক স্থলে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীগণ অসুবিধার সৃষ্টি করিতেছেন। দারভাঙ্গার ম্যাজিষ্ট্রেট ১৪৪ ধারার সাহায্য লইয়াছেন, হুকুম দিয়াছেন খাস বা খড় ছাড়া অন্য প্রকারের বাড়ী কেহ করিতে পারিবে না বা ভাঙ্গা বাড়ী মেরামত করিতে পারিবে না। উদ্দেশ্য ভাল হইতে পারে কিন্তু ইহাতে লোকের কতটা অসুবিধা হইতেছে তাহা জানেন কি ? খড়ের ঘরে আগুনের ভয়—গ্রীষ্ম আসিতেছে, প্রায়ই অগ্নিকাণ্ড ঘটিবে। অথচ টিনের ঘর করিলে আগুনের ভয়, চোরের ভয় থাকিবে না—ভূমিকম্পেও ভাঙ্গিয়া পড়িবে না। ভাঙ্গাবাড়ী [illegible] মেরামত না করিলে বৃষ্টিতে ভাঙ্গিয়া পড়িবে—ক্ষতিও হইবে বেশী। এই সকল বিষয় বিবেচনা করা তাঁহার উচিত ছিল।

নভেল লেখায় বিপত্তি

নভেল লিখিয়া একজন আমেরিকান গ্রন্থকার বিপদে পড়িয়াছেন। বইখানির নাম 'Hindu Heaven', ইহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে লাট হত্যার চেষ্টার বিবরণ আছে। তাহার সহিত পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে লাটসাহেবকে হত্যা করার চেষ্টার সহিত সাদৃশ্য আছে। গোল শুরু বাধিয়া উঠিয়াছে এডিকংকে লইয়া। গল্পে আছে যে লাট সাহেবকে যখন তাহার গুলি করা হয়, তখন এডিকং উপুড় হইয়া শুইয়া পড়েন ও বুকে হাঁটিয়া বেঞ্চের তলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এজন্য পাঞ্জাবি লাটের এডিকং গ্রন্থকার ও প্রকাশকের বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা আনিয়াছিলেন। তাহার পক্ষের উকীল বলেন যে তিনি সেই সময় বীরের মত ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং ভারতগবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের একজন কর্ম্মচারী সম্বন্ধে এইরূপ লেখায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। প্রকাশকরা বই বিক্রয় বন্ধ রাখিতে রাজী হইয়া বাদীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। সুতরাং গোল মিটিয়া গিয়াছে। মিস মেয়োর দেশের লোক কেঁচো খুঁড়িতে গিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে সাপ বাহির হইয়াছে—তাই ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন। কিন্তু সমগ্র জাতিকে অপমান করিয়া মিস মেয়ো প্রশংসা পাইতেছেন।

——

কর্পোরেশন প্রসঙ্গ

— ভবঘুরে —

—o—

Sensation না হলে লোক বাঁচিতে পারে না। যা হোক একটা বিষয় লইয়া হৈচৈ করা চাই নতুবা দিন কাটে না।

—

নানা বিষয় লইয়া ত কর্পোরেশনে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়—তা ছাড়াও আইন করিয়া রাখা হইয়াছে, যদি কোন সময় ইহার অভাব ঘটে।

—

তিন বৎসরে ত কর্পোরেশন নির্ব্বাচন। লোকে তিন বৎসর চুপ করিয়া কাটাইতে পারে না বলিয়া আবার বৎসর বৎসর মেয়র ইত্যাদি নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা।

—

এই ব্যাপার লইয়াই দুচার মাস লোকে কাটাইয়া দিতে পারে। বৈচিত্র্যহীন বাঙ্গালী জীবনে এটা কি একটা কম লাভ? ইহার জন্য আইন কর্ত্তাদের নিকট সকলে কৃতজ্ঞ।

—

এবারও সেই সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে। শীঘ্রই মেয়র ইত্যাদি নির্ব্বাচনের জন্য শ্বেত হস্তী বাহির হইবে। অনেকই আশায় থাকিবেন—কাহার ভাগ্যে শিকা ছিঁড়িবে। কে সে ভাগ্যবান যিনি লর্ড কার্জ্জন বাঞ্ছিত চেয়ারে বসিবে?

—

দিন আগত ঐ ক্যাণ্ডিডেট্ তবু কই? কিছুই ত শোনা যাইতেছে না—কাহারও নাম 'দৌড়াইতেছে' (in the running) বলিয়া জানা যায় নাই। সব কি তবে ভূমিকম্পে চাপা পড়িয়াছে? তাহা ত হইবার নয়—সকলেই যে বড় হইতে চায়,—ইহাই বাংলার বিশেষত্ব।

—

সুতরাং যাহারা এই সৌভাগ্যের আকাঙ্খা করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই চুপ করিয়া নাই। অতি গোপনে চলিতেছেন, বল সঞ্চয় করিতেছেন। গভীর জলের মাছ—তাঁহাদের গতি কি উপর হইতে ধরা যায়? ডুবুরী জলে নামিলে তবে টের পায়। তাই মনে হইতেছে মেয়র নির্ব্বাচনে কোন sensation হইবেই না।

—

তবে লড়াই হইবে কয়জনের মধ্যে এই বিষয় গবেষণার যোগ্য—Three corner-এ fight হইবে কি দুই জনের মধ্যে হইবে? কংগ্রেসের দুইপক্ষে এক হইয়া লড়িবেন, না দুই দলে ভাগ হইয়া নির্ব্বাচন দ্বন্দ্ব নামিবেন? কিন্তু এক না হইলে তাঁহাদের মুখে চুন কালি পড়িবে তাহা—জানেন ত?

—

আবার কি আজাদ কমিটির শরণাপন্ন হইতে হইবে? আমরা জানি সে কমিটি ত বহুদিন মরিয়া গিয়াছে—তবে কি তাহার প্রেতাত্মাকে আহ্বান করা হইবে? আমরা চীৎকার করিয়া গলা ফাটাইয়া মরিয়াছি—আজাদ কমিটির সাড়া মিলে নাই।

—

নূতন বিলে কর্পোরেশনের ক্ষমতা লোপ হইলে কংগ্রেস কাউন্সিলরদের কর্ত্তব্য কি তাহা নির্দ্ধারণের জন্য আমরা আজাদ কমিটিকে বারবার অনুরোধ করিয়াছিলাম। কুম্ভকর্ণের নিদ্রা ভাঙ্গে নাই। আজ কি তাহার নিদ্রাভঙ্গের দিন আসিয়াছে?

—

তাহা যদি হয়—যদি আজাদ কমিটির হাতে কংগ্রেসী মেয়র নির্ব্বাচনের ভার পড়ে—তাহা হইলে লোকে কি বলিবে? লোকের কি উক্ত কমিটির প্রতি শ্রদ্ধা আছে? না তাহার নির্ব্বাচনের উপর থাকিবে? সুতরাং আবার দুইপক্ষ মিলিয়া স্থির করুন কাহাকে মেয়র নির্ব্বাচন করিলে সুবিধা হইবে—পার্টির কথা ভুলিয়া কর্পোরেশনের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে।

—

আমাদের মনে হয় এবার মেয়র মৌলানা আবুল কালাম আজাদকে করিলে ভাল হয়। গতবারও তাঁহার নাম প্রস্তাবিত হইয়াছিল কিন্তু মৌলানা সাহেব আপত্তি করায় তাহা হয় নাই। এবার দলাদলি এখনও কম আছে। এখন দুইপক্ষ হইতে অনুরোধ করিলে তিনি রাজী হইতে পারেন।

—

মৌলনা আজাদ যদি মেয়র হইতে না চান তবে বিধান বাবুকে ডাকিয়া আনিয়া উক্ত পদ দেওয়া উচিত বলিয়া মনে হয়। গত বৎসর বিরোধ বাধিয়াছিল বিশেষ করিয়া তাঁহাকে লইয়া। তাঁহার ব্যক্তিত্বের নিকট দাঁড়াইতে পারা যাইবেনা বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অনেকে দাঁড়াইয়া ছিলেন যাহাতে তিনি কর্পোরেশনে প্রবেশ করিতে না পারেন।

—

কারণ কর্পোরেশন কাউন্সিলর হইলেই যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে অতি সহজেই মেয়র হইতে পারিতেন। নিজের দলের লোক ছাড়াও সকলেই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন—তাঁহার ন্যায় বিচারে সন্তুষ্ট ছিলেন। কখনও অন্য দলের লোক বলিয়া কোন কাউন্সিলরের উপরই অবিচার করেন নাই। এই সব কারণে মনোনীত ও ইয়ুরোপীয় সভ্যগণও তাঁহার পক্ষপাতী ছিলেন।

—

কিন্তু বিধান বাবু কংগ্রেসের শান্তি [illegible]

জত মেয়রের কর্পোরেশন হইতে সরিয়া দাড়াইলেন—নিজে নির্ব্বাচনে দাঁড়াইলেন না। এখনও তিনি দূরেই রহিয়াছেন। আমাদের মনে হয় এখন তাঁহাকে পুনরায় ডাকিয়া আনিবার সময় আসিয়াছে। নূতন আইনের ব্যবহার এই বৎসরে ভাল করিয়া সুরু হইবে। সুতরাং হালে পাকা মাঝি চাই। আশা করি সকলে এই বিষয় বিবেচনা করিবেন।

—

হঠাৎ কর্পোরেশনের কাউন্সিলরদের বুকে সাহস আসিল কোথা হইতে? রাজদ্রোহ অপরাধে পণ্ডিত জহরলালের ২ বৎসরের জন্য জেল হওয়ায় তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে এবং কর্পোরেশনের সভা স্থগিত করা হইয়াছে। এত দিন সভা স্থগিন রাখা হইত কোন কারণ না দর্শাইয়া। তাই লোকে অবাক হইয়া গিয়াছে।

বাংলার বজেট

—০—

বনেদী বড়লোকদের অবস্থা মন্দ হইতে আরম্ভ হইলে যদি বড়লোকী চাল না ছাড়া যায় তবে বিপদ অনিবার্য্য। যে ধ্বংসোন্মুখ, তাহার মতিগতিও হয় সেইরূপই। তখন যদি লক্ষ্মী স্বয়ং আসিয়া তাহাকে বলেন—হয় আমাকে ছাড় না হয় চাল ছাড় তাহা হইলে সে নির্ব্বিবাদে বলিতে পারে, চাল ছাড়িতে পারিব না।

আজ বাংলাদেশের হইয়াছে সেই অবস্থা। পশ্চাতে অ ধার—সম্মুখে দেখা যায় না। বাংলা গবর্ণমেণ্টের রাজস্বসচিব যে বজেট উপস্থিত করিয়াছেন তাহা দেখিয়া মনে এতটুকু আশার সঞ্চার হয় না— শুধু ঘাটতি। মাত্র এই বৎসরে নয়—বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া ঋণের মাত্রা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ব্যয় সঙ্কোচও নাকি হইতেছে, তাহা সত্ত্বেও এই অবস্থা। সুতরাং শেষ পর্য্যন্ত কি হইবে তাহা চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

১৯৩২—৩৩এ ঘাটতি হইয়াছে ১কোটী ২৯লক্ষ ৭৯হাজার; বর্ত্তমান বৎসরে ১কোটী ৯৭ লক্ষ ৯৩হাজার এবং আগামী বৎসরে হইবে ২কোটী ২১লক্ষ ৭০হাজার। ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। আবার মজার কথা—আয় কমিতেছে, কিন্তু ব্যয় বাড়িয়াই চলিয়াছে; ব্যয় সঙ্কোচ করা সত্ত্বেও।

	আয়	ব্যয়
[illegible]	৯,০৭,৫৭,০০০	১১,২৯,১৭,০০০
১৯৩৩-৩৪	৮,৯৬,৫৬,০০০	১০,৯৪,৪৯,০০০
১৯৩২-৩৩	৯,৩৮,০৩,০০০	১০,৬৭,৮২,০০০

ঋণের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, অথচ আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই, নূতন আয় করিবার কোন উপায় নাই—কর বৃদ্ধি করিয়া যে কোন ফল হইবে তাহাও মনে হয় না। প্রজার অবস্থা এত মন্দ—কৃষিজাত দ্রব্যের দর এত কমিয়া গিয়াছে যে কোন উপায়ে বেশী আয়ের সম্ভাবনা নাই। প্রকাশ্য (direct) টেক্স বসাইলেই যে ফল, অন্য কোন দ্রব্যের উপর শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া indirect টেক্স আদায়ের চেষ্টা করিলেই সেই একরূপ ফলই হইবে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইবার সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্য বিক্রয় হ্রাস হইবে। সুতরাং আয় বেশী না হইয়া কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা বেশী।

বাংলা গবর্ণমেণ্ট দেশের লোকের জন্যও যে ব্যয় বেশী করেন তাহা নয়। সে ব্যয় হইতে কিছু কমাইবার উপায়ও নাই। আর এ বিষয়ে বাংলা গবর্ণমেণ্ট অন্য প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা ব্যয় কম করিয়া থাকেন তাহা নিম্নলিখিত বিবরণী হইতে বোঝা যাইবে—

শিক্ষার জন্য ব্যয়

	ব্যয়ের কত অংশ পিছু গবর্ণমেণ্ট দেন (শতকরা)	গড় পড়তা লোক পিছু গবর্ণমেণ্ট কত ব্যয় করেন
বাংলা	৩৪.৯	৫৵/৫ পাই
মাদ্রাজ	৪৯৫	৯॥/৯ ,,
বোম্বাই	৫১.৯৫	১-৭-১০ ,,
যুক্তপ্রদেশ	৫৭.৩	১৪৯৮ ,,
পাঞ্জাব	৫৬.৭	১৫-১ ,,
ব্রহ্মদেশ	৪৫.৫	১.৵০ ,,
মধ্যপ্রদেশ	৪৯ ৯	১৩ ১১ ,,
আসাম	৫৮.৩	৯৵১১ ,,
সীমন্ত	৭০.০	২৩॥১ ,,
বিহার	৩৪.৯	৬, ৮ ,,
ভারতবর্ষ	৪৮ ৩	১১৵৩ ,,

তুলনায় বাংলার সরকার জাতি গঠনমূলক ব্যাপারে কত কম ব্যয় করেন তাহা হইতে বোঝা যাইতেছে—শুধু শিক্ষায় নয় প্রায় সকল বিষয়েই এইরূপ। অথচ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ব্যয় বাড়িয়াই চলিয়াছে।

ব্যয় সঙ্কোচের কথা প্রতি বৎসরই হইতেছে। ইহার মধ্যে ২টী কমিটিও বসিল। ব্যয়ও নাকি প্রায় ৪০ লক্ষ কমান হইল। কিন্তু ফলে হইল ঘাটতির বৃদ্ধি। এ ভাবে আর কতদিন চলিবে। পাটের কর ভারত গবর্ণমেণ্ট লইয়া থাকেন বাংলা তাহার ভাগ চাহিতেছে। কবে সে বিষয়ে মীমাংসা হইবে কে জানে—ইতিমধ্যে বাংলা গবর্ণমেণ্টের ঋণভার কমাইবার উপায় কি তাহা ভাবিবার সময় আসিয়াছে।

——

মজঃফরপুরের একটি বৃহৎ অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ

পুতুল খেলা নয়

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

—০—

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

নিজের ঘরে রাণী কাপড় চোপড় শিথিল করে দিয়ে ঘুমিয়ে থাকে। বুকের পরে কিসের একটা স্পর্শ পেয়ে জেগে প'ড়ে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে ওঠে।

সোমেশ সাড়া দেয়—ওগো আমি।

হুড়মুড় করে রাণী একেবারে উঠে বসে। নিজের শিথিল বসন সংযত করে নেয়। তারপর দৃপ্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেসে করে—এত রাতে আমার ঘরে কি করতে এয়েছো?

সোমেশ অপ্রস্তুত হয়ে বলে—নিজের ঘর ভারী গরম বোধ হ'তে লাগ্‌লো তাই একবার এলুম।

রাণী রাগতস্বরে ব'ল—তাই বলে এত রাতে অন্ধকারে গুটি গুটি এসে আমার বুকের পরে হুমড়ি খেয়ে পড়বার অধিকার তোমায় কে দিল! ভুলে যাচ্ছো যে আমাদের এখনও বিয়ে হয়নি।

সোমেশ বলে—এতে কি দোষের হ'তে পারে?

রাণী চেঁচিয়ে ওঠে—দোষ,—একশোবার বলি এতে খুব দোষের হতে পারে। তুমি এঘর থেকে এখুনি যাও। যাও, যাও বল্‌ছি।

সোমেশ তবু অপেক্ষা করে।

রাণী উত্তেজিত হয়ে পড়ে—কি গেলে না? ছিঃ ছিঃ তুমি এত ইতর তা' জানতুম না।

সোমেশ অপমানিত বোধ ক'রে বলে—আর একটু ভদ্র ভাবে কথা বল্‌লে ভালো হয় না কি।

রাণী বলে—তুমি এঘর থেকে আগে যাও, তারপর—কাল সকালে আবার ভদ্র-ভাবে কথা কইতে সুরু করবে।

সোমেশ থিয়েটারী ভঙ্গীতে বলে ওঠে—চমৎকার অভিনয় নারী।

রাণী চোখ মুখ রাঙিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে বলে—এটা থিয়েটারের ষ্টেজ নয়। তার পর মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলে—তোমার পায়ে পড়ি তুমি এখান থেকে যাও। এই নিঝুম রাতের নীরবতার মাঝখানে আর যদি বেশী ক্ষণ এখানে থাকো, তবে আমার প্রতি ভয়ানক রকম অবিচার করা হবে ত' জানো। তোমায় বিশ্বাস করেই না ঘর ছেড়েছি।

সোমেশের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসতে থাকে। জিজ্ঞেস করে—তোমার মতলব কি?

রাণী প্রশ্ন করে কিসের মতলব!

সোমেশ বলে—বুড়ো ধাড়ি হয়েছো, এখনো কথা'টা বুঝ্‌তে পারছো না।

রাণী জিব কামড়ে বলে—ছিঃ ছিঃ লজ্জা সরম কি তোমার একেবারেই নেই। বল্‌ছি আমাদের এখনো বিয়ে হয়নি।

সোমেশ কি বল্‌তে যায়। রাণী কেঁদে ফেলে। সোমেশ ধীর কণ্ঠে বলে—আচ্ছা, তুমি ঘুমোও আমি চ'লে যাচ্ছি। আমি যে রক্ত মাংস জড়িত মানুষ, এইটে ভেবে আমার এ ক্ষণিক দুর্ব্বলতা ক্ষমা করো।

তুমি মানুষ নও, আমার কাছে দেবতা এই ব'লে রাণী টিপ করে সোমেশের পায়ের উপর একটা প্রণাম করে নেয়।

সোমেশ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। রাণী উঠে গিয়ে আচ্ছা ক'রে ঘরের খিল ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে আবার বিছানায় এসে শোয়। ঘুমোবার চেষ্টা করে' কিন্তু ঘুম আসে না। একবার ভাবে সোমেশের ঘরে গিয়ে তার প্রশস্ত বুকের উপর মাথা রেখে ক্ষমা চেয়ে নেয়, কিন্তু তা' পারে না যেহেতু তাদের এখনো বিয়ে হয়নি। বিনিদ্র চোখেই তা'র রাত কেটে যায়। পুব আকাশ ফর্সা হয়ে আসে। ট্রামের ঠং ঠং, মেথরের ঝটাপট ঝাট, ভিস্তির ঝর ঝর্ জল ছিটানি সব তা'র জাগ্রত দু'কানে আসতে লাগে। সে বিছানায় উঠে বসে মনে করতে যায় বুঝি রাতে কোন দুঃস্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু অনাবৃত বুকের একটি স্থানের রক্ত এখনো যেন তার টগবগ করে ফুটতে থাকে।

সকালে যথা নিয়মে নিজের হাতে রাণী চা তৈরী করে কিন্তু সোমেশ তা' না খেয়েই বেরিয়ে চলে যায়। বেলা ন'টা হয় তবু সে ফেরে না। রাণী ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ভয় হয় কালকের ব্যাপারে রাগ করে বুঝি সোমেশ তাকে এই রকম অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। গরম হালুয়া ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কাশ্মিরী খাস্তা সিংগাড়া ছ'চার খানা ভাজে, তাও মিইয়ে আসে। সমস্ত আগলে নিয়ে বসে থাকে রাণী।

গোটা দশেকের সময় সোমেশ আসে। মুখ তার ভারী ম্লান। রাণী জিজ্ঞেস করে—তোমার শরীর কি খারাপ?

সোমেশ ছোট্ট করে বলে—না।

রাণী ব্যথিত সুরে বলে—আমার উপরে রাগ করেছো?

সোমেশ জবাব দেয়—না।

রাণী চা' ছাঁকতে ছাঁকতে বলে—তাড়াতাড়ি চা' খেয়ে নাও।

সোমেশ জানালার বাইরে দৃষ্টি দিয়ে বলে—না।

রাণী বলে—আজ থেকে বুঝি কথার মাত্রা খুব কমিয়ে দিলে?

সোমেশের ঠাট্টা সহ্য হয় না। সে নীরবে তা'র নিজের ঘরে চলে যেতে চায়। রাণী ছুটে গিয়ে তা'র হাত ধরে বসে। সোমেশ এক ঝাড়া দিয়ে হাতখানি ছাড়িয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে। রাণী ফিরে এসে নিজের যায়গায় বসে অভিমানে ফুলতে থাকে। খানিক পরে জিজ্ঞেস করে—চা তা হ'লে খাবে না?

ঘর থেকে সোমেশের কোন সাড়া পাওয়া যায় না।

রুদ্ধ অভিমানে রাণী মত্ত হয়ে ওঠে। কেটলী শুদ্ধ চা নিয়ে গিয়ে উনুনে ঢেলে ফেলে আগুন নিবিয়ে দেয়। কাচের কাপ আছড়ে ভাঙে। গ্লাস, ঘটি, বাটি, টেনে এনে এনে সিমেন্ট করা মেঝের উপর ঝন ঝন করে ফেলে দেয়। দু একটা ভেঙেও যায় তা'দের। নিজের পরণের কাপড় পড় পড় করে খানিকটা ছিঁড়ে ফেলে। দিশেহারার মত খানিকটা ছুটোছুটি করে পায়চারি করে। তার পর সোজা গিয়ে ঢোকে সোমেশের ঘরে। এক কিল মে'রে দেয়াল আলমারীর কাঁচ ভেঙে ফেলে, তার ভিতর থেকে টেনে বের করে কাঁচি। তারপর সেটা চালিয়ে দেয় নিজের চুলের ভিতর।

সোমেশের হুঁস হয়। সে ছুটে এসে একটান দিয়ে রাণীর হাত থেকে কাঁচি কেড়ে নেয়।

রাণী আর্ত্তনাদ করে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে। সে কাঁদে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

সোমেশ তা'র মাথাটি নিজের কোলের উপর তুলে নিয়ে বলে—তোমায় মনে আর আমি কোন দিন কষ্ট দেবো না।

রাণী সজল চোখ দু'টি তুলে ধরে' বলে—বলো, আমায় ছেড়ে কোথাও যাবে না।

সোমেশ আশ্বাস দেয়—একথা তুমি কি করে মনে ঠাঁই দাও। চলো আমায় চা করে দেবে। সব আঁচ ফাঁচ ত' দিলে নিবিয়ে, এখন কি দিয়ে এত বেলায় কি হবে বলো ত'?

রাণী ফিক্ করে হেসে ফেলে বলে—আমায় আর কোনদিন রাগিও না, বুঝলে।

দু' চার দিন পরের কথা। সন্ধ্যা হতে না হ'তেই চাঁদ বড় একখানি রূপোর থালার মত আকাশের গায় পড়ে থাকে। পুব দিককার জানলার ধা'রে বসে রাণী বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চাঁদের পানে চেয়ে ভাবে তা'র অফুরন্ত সুধার কথা। ঘরে ঢোকে সোমেশ। তার হাতে এক থান সিন্দুর আর একটা নোয়া। রাণী জিজ্ঞেস করে—ওদিয়ে কি হবে?

সিন্দুরের থান খুলতে খুলতে সোমেশ বলে—তোমার সিঁথিতে আজ সিন্দুর পরে নাও, আর হাতে দাও এই নোয়া।

রাণী বলে—পাগল নাকি তুমি। বিয়ের আগে ওসব পরে কেউ।

সোমেশ বলে—আজ যে তোমার বিয়ে।

রাণী বলে—কি যে তামাসা করো ছাই।

সোমেশ নোয়াটি এগিয়ে ধরে বলে—এ তামাসা নয়। ঠিক কথা বলছি। কেন, পুরুত আর মন্ত্র না হ'লে কি বিয়ে হয় না?

রাণী অবাক হয়ে যায়, সোমেশ বলে কি।

সোমেশ বলে চলে—প্রাণের যেখানে মিল, সেখানে বিয়ে একটা অবান্তর জিনিষ। এ যখন তুমি কিছুতেই বুঝবে না, তখন আর কি করা যায়। আমাদের হিন্দু ধর্ম্মে সিন্দুর আর নোয়া হচ্ছে বিয়ে-হয়ে-যাওয়া মেয়ের প্রতীক। বিয়েটা খুব বড় কথা নয়, যতটা বড় কথা ভালোবাসা। ভালোবাসা যখন আমাদের ভিতর আছে তখন মন্ত্র দিয়ে বিয়ে না হলেও চলবে। এই প্রতীক সম্বল করেও তুমি দিব্যি বিবাহিতা ব'লে পরিচয় দিয়ে বলতে পারবে। অতএব সিন্দুর দাও সিঁথিতে আর হাতে দাও নোয়া।

রাণী বলে—ওসব তুমি নিয়ে যাও। আমি পরবো না।

সোমেশ জিজ্ঞেস করে—সে কি?

রাণী বলে—পুরুত থাকবে না, মন্ত্র থাকবে না। অথচ আমার মাথায় থাকবে সিন্দুর, আর হাতে নোয়া। এযে অনাসৃষ্টি কাণ্ড।

সোমেশ রেগে যায়—তা' হলে খালি মাথায়ই থাকো।

রাণী বলে—কেন বিয়ে?

সোমেশ জবাব দেয় বিয়ে আমাদের হয়ে গেছে।

রাণী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে—এ কি ভাবের কথা হোলো?

সোমেশ হাসে।

রাণী সিন্দুর দূরে ছুঁড়ে দিয়ে বলে—এ আমি পরবো না।

সোমেশ ভয়ানক রেগে যায়। বলে—তবে রইলে তুমি, আমি চললুম।

দরজার দিকে এগিয়ে যায় সোমেশ। রাণী গিয়ে তার এক হাতে কোঁচা টেনে ধরে আর এক হাতে সিন্দুর থানটি কুড়িয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে দেয় নিজের মাথায় ঘসে।

অপরূপ চেহারার দিকে লক্ষ্য করে সোমেশ হেসে ওঠে। রাণী দুঃখে, অভিমানে কাঁপতে থাকে।

সোমেশ এগিয়ে এসে রাণীকে বুকে চেপে ধরে ডাকে—ওগো। রাণী সাড়া দেয় না।

সোমেশ আবার ডাকে—ওগো শুনছো?

রাণী কোন জবাব দিতে পারে না।

সোমেশ বলে—কাল হ'ল কালরাত্রি। দু'জনের মুখ দেখাদেখি করা শাস্ত্রে নিষেধ। পরশু আমাদের ফুলশয্যা, কেমন?

রাণী নীরব।

সোমেশ গান ধরে—

লজ্জাবতী লতিত লতায়
শিহর লাগে পুলক ব্যথায়।

রাণী সোমেশের বুকের মাঝে একবার নড়ে মাত্র।

সোমেশ তার চুলের সিন্দুর গু'

হয়ে থাক চিরন্তনী। সিঁদুর নিয়ে লোকে ঝাড়তে ঝাড়তে বলে—আমাদের এ বিয়ের সিঁথিতে হয়ত বা দু'টি ভুরুর মাঝখানে ছোট একটা টিপ কেটে, আর তুমি খেললে একেবারে সিঁদুরের ফাগ, অতএব হ'ল আমাদের সত্যিকারের বিয়ে। উনু দেবার ক্ষমতা আমার নেই, তার বদলে দিচ্ছি একটা চুমু।

তার পর রাণীর গালখানি লোকেশ নিজের ঠোঁটের কাছে এগিয়ে আনে।

* * *

—ক্রমশঃ—

গল্প

প্রায়শ্চিত্ত

শ্রীনকুড়চন্দ্র মিত্র,

—০—

কলের কুলি, মাতাল স্বামী—স্ত্রীর মর্য্যাদা আর কি বুঝিবে।

এমন দিন যাইত না সেদিন কাশী স্ত্রীকে প্রহার গালাগাল না করিত।

বস্তির মধ্যে কামিনীর মত সুন্দরী আর কেহ ছিল না।—সবাই কামিনীকে চোখ ঠারিত—গায়ে পড়িয়া ঠাট্টা-ইয়ারকি করিত—কামিনী আমুদে মেয়ে—সবাইকেই খুসী রাখিত, কাহাকেও মনোদুঃখ দিত না।

কাশী মনে মনে কামিনীকে সন্দেহ করিত। তাই সে তাহার উপর অনর্থক খড়্গ হস্ত।

কামিনী বলে, "যদি তোমার সন্দেহ হয়, তবে চল। কলের কাজ ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও যাই—তুমি 'জন' খাটবে আর আমি দাসী বৃত্তি করবো—তাতেই দিন চলে যাবে। এদের মধ্যে বাস করতে গেলে এদের মত হয়ে একটু চলতে হয়, নইলে চলে না।'

কাশী প্রত্যুত্তরে কামিনীকে আরও ঘা-কতক বসাইয়া দেয়। বলে, "আবার উপদেশ দেওয়া—আমার চোখে তুই ধুলো দিবি, শালী.. ..."

তারপর হঠাৎ এক দিন কলের এক বাবুর সঙ্গে কামিনী উধাও!

ছয়-সাত বৎসর পরের কথা।

কামিনী কলিকাতা সহরের একজন নামজাদা বাইজী। বড় রাস্তার উপর দ্বিতল বাড়ী। দাস, দাসী—দরোয়ান। কত রাজা-জমিদার এখন তাহার কৃপা প্রার্থী!

কলিকাতার প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চেও কামিনী মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে। কামিনী-বাইজীর গান শুনিতে ও তাহাকে দেখিতে দলে দলে লোক সমাগম হয়।

জমিদারের ছেলে কিরণ। কিরণ কামিনীর প্রণয় পাত্র।

সেরাত্রেও কামিনী থিয়েটারে নামিল—একখানা নাটকের প্রধান স্ত্রী-ভূমিকা লইয়া।

কেবল গানে নয়—অভিনয়েও যে কামিনী এমন সিদ্ধহস্তা, তাহা পূর্ব্বাহ্নে কেহ ঠাহর করিতে পারে নাই। প্রথম হইতে শেষ অবধি—কি সে অপূর্ব্ব দর্শন!

থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ সেই রাত্রেই, কামিনীকে তাঁহাদের থিয়েটারে নিয়মিত ভাবে যোগদান করিবার জন্য মাসিক একটা মোটা মাহিনা দিবার প্রস্তাব করিলেন। কিরণ বাধা দিয়া উত্তর দিল, "আচ্ছা, ভেবে চিন্তে পরে বলবো।"

গভীর রাত্রে কিরণ ও কামিনী থিয়েটার হইতে মোটরে বাহির হইল।

কিরণ ষ্টিয়ারিং ধরিল—কামিনী পাশে বসিল।

হু হু করিয়া মোটর ছুটিয়াছে। কোথায় ছুটিয়াছে—কোন্ দিকে ছুটিয়াছে—কত "স্পিডে" ছুটিয়াছে, কিরণ বা কামিনী কাহারও খেয়াল নাই!

নির্জ্জন রাস্তা—কেহ কোথাও নাই। গ্যাসের আলো—মাঝে মাঝে পাহারাওয়ালা—দৈবাৎ এক আধখানা মোটর।

কিছু পরে কিরণ বুঝিল, তাহারা যেন কলিকাতার বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে।

কামিনী কিরণের গায়ে ঢলিয়া পড়িয়া বলিল, "কিরণ, কোথায় চলেছ?'

কিরণ জড়িত কণ্ঠে বলিল, "পথের শেষে—তোমার আমার পথের শেষ যেখান, সেই খানে!'

কামিনী মৃদু হাসিয়া বলিল, "সে ত জাহান্নমে।'

কিরণ বলিল, "হাঁ সেইখানে।—"

"এই রো—" বিকট চিৎকার করিয়া একখানা বিপরীত মুখ হইতে আগত ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান হাঁকিয়া উঠিল এবং প্রাণপণ বলে রাশ টানিয়া ঘোড়া দুটার মুখ সরাইয়া লইল। এক চুলের জন্য ঘোড়ার গাড়ীর সঙ্গে কিরণের মোটরের একটা ভীষণ সংঘর্ষ বাঁচিয়া গেল। "শালা—মাতোয়ালা—' বলিতে বলিতে ঘোড়ার গাড়ীর গাড়োয়ান চলিয়া গেল।

কামিনী বলিল, 'কিরণ, ফিরে চল।"

কিরণ বলিল, "না কামু, আজ আর ফিরবো না। আজ আমার কি আনন্দের দিন তা কি জান! তোমার আজকের সাফল্য আমাকে একেবারে উন্মাদ করেছে। যদি একদিন জাহান্নমে যেতেই হয়—যদি মরতেই হয়, তবে আজই—সে আজিই!" বলিয়া কিরণ মোটরের বেগ আরও বাড়াইয়া দিল।

কামিনী কিরণের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "কিরণ আমায় কি তুমি সত্যই এত ভালবাস ?"

সম্মুখে রাস্তার উপর অস্পষ্ট আলোকে কাহাকে যেন দেখা গেল। কিরণ হর্ণ দিল। তারপর কামিনীর দিকে মুখ ফিরাইয়া তাহার ওষ্ঠে·· ··কিরণ আবার হর্ণ দিল......ওষ্ঠ সম্বদ্ধ করিয়া · ঘচাং... "ওঃ, মাগো"......কিরণ অকস্মাৎ ব্রেক কষিল! —ভয়ার্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কামু, সর্ব্বনাশ হ'য়েচে—একটা লোক চাপা পড়েচে।"

কামিনী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—"য়্যা!"

কিরণ গাড়ী থামিয়া ফেলিল। পিছনে তাকাইয়া বলিল, "এঃ, লোকটা যে রক্তে ভাস্‌চে। নিশ্চয় মারা গেছে! ভিখারী টিখারী হবে। চল, কামু, পালাই চল।"

কামিনীও সেই লোকটার দিকে একবার চাহিয়া হঠাৎ যেন শিহরিয়া উঠিল। বলিল, "কিরণ, ও যেন আমার চেনা চেনা মনে হচ্চে—কাছে চল ত—একবার দেখি।"

কিরণ ষ্টার্ট দিল, বলিল, পাগল নাকি! ঐ বোধ হয় একজন পাহারাওয়ালা এইদিকে ছুটে আস্‌চে—এখনি আমাদের ধরে ফেল্‌বে!"

কামিনী গাড়ীর দরজা খুলিয়া নামিয়া পড়িতেছিল। কিরণ হাত ধরিয়া ফেলিল। বলিল, 'লোকটা যদি মারা যায় তবে আমাদের কি হবে জান,—জেল!"

কামিনী আর একবার লোকটার দিকে চাহিয়া যেন কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, তোমার পায়ে পড়ি, কিরণ, একবার ওকে আমায় দেখাও।"

কিরণ গাড়ী 'ব্যাক' করিল।

লোকটার কাছে আসিতে কামিনী লাফাইয়া নীচে পড়িল। তাহার রক্তাপ্লুত মুখখানা একটু তুলিয়া ধরিয়া কামিনী অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, 'এ যে আমার স্বামী! কিরণ, কি করলে—আমার কি সর্ব্বনাশ করলে!"

ইতিমধ্যে পাহারওয়ালা হৈ হৈ রবে চীৎকার করিয়া ফুটপাথের ও দোকানের লোকজনদের জাগাইয়া নিকটে আসিয়া পড়িল।

কিরণ মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া গাড়ীর মুখ ফিরাইয়া কামিনীকে ফেলিয়া চকিতের মধ্যে এক গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

মোটর-চাপায় কাশীর প্রাণ বিনাশ হয় নাই—কিন্তু অবস্থাটা তাহার যেরূপ দাঁড়াইল তাহা মৃত্যু অপেক্ষাও শোচনীয়। একটা চোখের তারকা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল—সে চোখটা গেল কিছুদিনের পর অন্য চোখও গেল! তাহার উপর একটা পাও 'এম্‌পুটেট' করিতে হইল!

কাশী স্ত্রীকে পাইয়া দুই চক্ষু ও একটা পা হারাইয়াও নিজেকে ভাগ্যবান মনে করিল! কিন্তু কাশী স্ত্রীর অসদুপায়ে অর্জ্জিত একটি কাণা কড়িও গ্রহণ করিতে রাজী হইল না। কামিনী যেদিন গৃহত্যাগ করে সেই দিন কাশী কলের কাজ ছাড়িয়া দিয় স্ত্রীর অনুসন্ধানে পথে বাহির হয়—তদবধি এই ছয় সাত বৎসর কাল সে তাহাকে নানা স্থানে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে, পায় নাই, ভিক্ষা করিয়া তাহার দিন কাটিয়াছে—সে আজ ভিখারী। কাশী কামিনীকে জানাইল, সে ভিখারীই থাকিবে কামিনীর ঐ পাপ সম্পদের এতটুকু সে গ্রহণ করিবে না—তাহাতে কামিনী ঘরেই থাকুক, আর বাহিরে যাক্।

'তথাস্তু' বলিয়া কামিনী স্বামীর কথাতেই স্বীকৃত হইল। যে-স্বামী তাহাকে ইহার পরেও চরণে ঠাঁই দিতে পারে, সে স্বামী মানুষ নয়—দেবতা!

চারি চাকার কাঠের গাড়ী একখানা। তাহাতে অন্ধ কাশী কাটা পা বাহির করিয়া বসিয়া থাকে—আর কামিনী তাহা স্থান হইতে স্থানান্তরে টানিয়া লইয়া যায়। পথের লোক করুণা করিয়া তাহাদের দু' একটি পয়সা দেয়—পাড়ার মেয়েরা কখন ডাকিয়া দু মুঠা চাল দেয়—তাহাতেই ভিখারী ভিখারিণীর দিন চলিয়া যায়।

গড়্—গড়্—গড়্! কাঠের গাড়ী রাস্তায়-রাস্তায় গলিতে-গলিতে ঘুরিয়া বেড়ায়।

কামিনীর স্বামী-ভক্তি দেখিয়া পথের লোক, ঘরের লোক আশ্চর্য্য হইয়া যায়। কামিনী গাড়ী টানিতে টানিতে যখন হাঁফাইয়া পড়ে তখন পথের ধারে একটু বসিয়া জিরাইয়া লয়, তারপর আবার টানিতে সুরু করে।

দৈবাৎ পথে-ঘাটে কামিনীর চেনা-শোনা কলিকাতার পুরাতন বন্ধু দুএকজনের সহিত দেখা হইয়া যায়! তাহারা হাসিয়া মুখ ঘুরাইয়া লয়—কামিনী লজ্জায় মুখ নীচু না করিয়া পারে না—পরক্ষণেই আবার ঘাড় তুলিয়া মনে মনে বলে, লজ্জা কি—এ যে তাহার প্রায়শ্চিত্ত!

—

দিন শেষে

শ্রী কমলা মিশ্র

আমার যা কিছু আছে—
তোমাতেই সমর্পিয়া আজ
রিক্ত, অবসন্ন, প্রাণে
বসে রই, নাহি কোন কাজ॥
আমার সকল আশা,—
কামনা, বাসনা যত ল'য়ে
দিয়াছি সাজায়ে ডালি'
আছি হেথা ভাষাহীন হ'য়ে।
কণ্ঠ মোর থেমে গেছে,
নাই কিছু বলিবার নাই
কর্ম্মহারা দেহ লয়ে
নীরবে যে বসে আছি তাই।
সকলি দিয়াছি তোমা'
নাহি আজি কিছু করিবার,
লহ মোরে তব পাশে—
বৃথা হেথা রাখিওনা আর।

—

বৈজ্ঞানিক জগৎ

—০—

পিপীলিকার নিদ্রা

এক ফরাসী বৈজ্ঞানিক বলিতেছেন, পিপীলিকারা ঘুমায় এবং নিদ্রাভঙ্গে মানুষের মতই তাহারা হাই তোলে ও পা ছড়াইয়া আলস্য ভাঙে।

হাল্কাধাতু

এপশম লবণ (Epsom Salts) বা ম্যাগনেসিয়াম সালফেট লইয়া নানা আলোচনা গবেষণা চলিয়াছে—তাহা হইতে এলুমিনিয়ামের চেয়েও হালকা কোন ধাতু আবিষ্কার করা সম্ভব হয় কিনা। তেমন ধাতু পাওয়া গেলে তদ্বারা গাড়ি ও এরোপ্লেনের "গাড়ি" তৈয়ার করা হইবে।

মাছির দৌরাত্ম্য নাই

ইংলণ্ডে এক প্রকাণ্ড জ্যামের ফ্যাক্টরীতে প্রায় ১৫০০০ টন জ্যাম গুদাম জাত করা হইয়া থাকে—যে বোতলে জ্যাম রাখা হয় তাহার ডালা শীল করা থাকেনা—অথচ মাছির কোন দৌরাত্ম্য নাই। মাছির সেখানে প্রবেশ নিষেধ, মাছি না থাকার কারণ গুদামের জানালায় নীল রঙের কাচ দেওয়া আছে—এই কাচে আলট্রাভায়োলেট রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়। সে রশ্মি মাছির যম।

কৃত্রিম হাওয়া

হাওয়া না হইলে আমরা বাঁচিতে পারি না সকলেই জানেন। কিন্তু এমন যদি কখনও হয় যে হাওয়া বন্ধ হইয়া যাইবে বা শ্বাসপ্রশ্বাস লইবার উপযোগী পর্য্যাপ্ত পরিমাণ হাওয়ার অভাব হইবে, তখন কি উপায়? অন্য দশ বিশটা বিষয়ের মত এবিষয় লইয়াও মাথা ঘামাইতেছেন। একটী যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে—তাহাতে কৃত্রিম হাওয়া তৈরী করা হয়। এই কৃত্রিম হাওয়া শ্বাস প্রশ্বাসের উপযোগী কিনা তাহা বিড়াল ছানার সাহায্যে দেখা হইতেছে।

কৃত্রিম ঝড়

লণ্ডনে বিজ্ঞানের সাহায্যে বেগবান কৃত্রিম ঝড় উৎপন্ন হয়। এ কৃত্রিম ঝড়ের প্রয়োজন যে জাহাজ ও এরোপ্লেন তৈয়ার করিয়া এই ঝড়ে তাদের শক্তি পরখ চলে, সমুদ্রে বা আকাশপথে খুব ঝড় উঠিলে তাহার বেগ সহিয়া টিকিয়া থাকিবার শক্তি এ জাহাজ বা এরোপ্লেনের আছে কিনা। এ জন্য জলে যন্ত্র সাহায্যে (ভীষণ তরঙ্গও রচা হয়) অর্থাৎ ভীষণ ঝড়ে নৈসর্গিক যা কিছু ব্যাপার ঘটে, এ পরীক্ষায় তার কোনো অঙ্গে কোনো ত্রুটী থাকে না।

এই পরীক্ষা ব্যাপারে জাহাজ যে শক্তিতে চলে, ঝড়ের বেগও কাঁপন তাহাদের যে বেগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এ সবের পূর্ণ পরীক্ষা চলে খুব হুঁশিয়ারীর সহিত।

সাধারণতঃ ঝড়ের প্রবলতম বেগের যে পরিচয় পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে ঘণ্টায় সে গতি ১২০ মাইল। এ গতির উর্দ্ধে পরিবেগ কখনো লক্ষ্য হয় নাই। ল্যাবরেটরির পরীক্ষায় ঝড়ের গতি ধরা হয় ঘণ্টায় ১৪০ মাইল হিসাবে। সম্প্রতি এরোপ্লেন পরীক্ষা-স্থলে ঝড়ের গতি ঘণ্টায় এক হাজার মাইল অবধি করা হইয়াছে। এত ধাক্কা সহিয়া যে জাহাজ বা যে এরোপ্লেন অটুট দেহে বর্ত্তমান থাকে সে জাহাজ ও সে এরোপ্লেনে জলে ঝড় যায় নাই হয় সুনিশ্চিত।

—

ভাবিবার কথা

—•—

গত দশ বৎসরের আদম সুমারিতে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা শতকরা কত বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে:—

	শতকরা বৃদ্ধি		শতকরা বৃদ্ধি
শিখ	৩২৯		৮
খৃষ্টান	৩২.৫	জৈন	৬.২
মুসলমান	১৩.০	পার্ব্বত্যজাতি—	১৫.৯হ্রাস
ইহুদী	১০.৯	ধর্ম্ম অনির্দিষ্ট	৩০১২.৬ বৃদ্ধি
বৌদ্ধ	১০.৫		
হিন্দু	১০.৪		

ইহাদের মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে হিন্দুদের মধ্যে নারীর সংখ্যা পুরুষের অনুপাতে অত্যন্ত কম; এমন কি কোন কোনও স্থলে পুরুষের অর্দ্ধেক। যে সকল জাতি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তাহাদের মধ্যে নারীর সংখ্যা পুরুষের অনুপাতে এরূপই হয়। একে হিন্দুদের মধ্যে নারীর সংখ্যা অল্প, তদুপরি আবার অন্তঃপুরে নারীর প্রতি অত্যাচার আছে। ইহা ব্যতীত নারীর বিবাহে তাহার পিতাকে পণ দিতে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নারী সংখ্যা অল্প হওয়ায়, কোথায় পুরুষগণ পণ দিয়া বিবাহ করিবে, তাহা না হইয়া নারীকেই

পণ দিতে হয়। জীবজগতে দেখা যায় যে, যে জীবের মধ্যে নারীর সংখ্যা পুরুষের অপেক্ষা অধিক সেই জীবেরই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে; জীবন সংগ্রামে সেই জীবই জয়ী হয়।

সমগ্র ভারতে হিন্দুর সংখ্যা নিম্নরূপ:—

হিন্দু	২৩,৮৫,৯৮৬,৫৩
হিন্দু পুরুষ	১২,২১৭২,৫৩৪
" নারী	১১,৬৪২৬,১১৯

তন্মধ্যে কোন স্থানে নারীর হার পুরুষের অপেক্ষা কত কম তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল। প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা:—

জয়পুর রাজ্যের কাছবাহ রাজপুত জাতির মধ্যে	৫৩০
গোয়ালিয়র রাজ্যের ভদৌরিয়া রাজপুতের মধ্যে	৬৪৪
গোয়ালিয়রের তন্দোয়ার রাজপুতদের মধ্যে	৬২২
ব্রহ্মবাসীর মধ্যে	১০৪৬
খৃষ্টানদের মধ্যে	৯৮২
জৈনদের মধ্যে	৯৪১
পার্শীদের মধ্যে	৯৪০
হিন্দুদের মধ্যে	৯৫১
মুসলমানদের মধ্যে	৯৫২
সমগ্র ভারতে	৭৮২

ইহা ব্যতীত হিন্দু সমাজের কি অবস্থা তাহা নিম্ন তালিকায় বুঝা যাইবে:—

হিন্দু	২৩৮৫৯৮৬৫৩
" পুরুষ	১২২১৭২৫৩৪
" নারী	১১৬৫২৬১১১
" অবিবাহিত পুরুষ	৫৬৫০৪০০৫
" " নারী	৩৮৩৯১৯৫৬
বিবাহিত পুরুষ	৫৮৬৬৩৫৭৪
নারী	৫৬৩৫৩০৮২
মৃতদার পুরুষ	৭০০৩৯৫৬
বিধবা নারী	১৯৬৮১০৬৮
সমগ্র ভারতে বিধবার সংখ্যা	২৫৫৯৬৬৭০

(১) হিন্দু নারীদের সংখ্যা সমগ্র ভারতে পুরুষ অপেক্ষা প্রায় সিকি কম। (২) অন্তঃপুরে নারীনিগ্রহ হওয়ায় হিন্দু নারীদের মধ্যে বিধবার সংখ্যা প্রতি দশজনে একজন। (৪) কথায় কথায় স্ত্রী ত্যাগ করায়ও হিন্দুর সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। নারীর প্রতি অবিচার অত্যাচার দূর না করিলে হিন্দু পুনরায় শক্তিশালী হইতে পারিবে না।

মহিলাজগৎ

—o—

নারী বর্জ্জিত জার্ম্মাণ রাষ্ট্র

১৯২৩ সালের ১২ই ডিসেম্বর জার্ম্মান পার্লামেণ্ট রিস্টাগের যে বৈঠক বসিয়াছিল তাহার ৬৬০ জন ডেপুটীর মধ্যে একজনও নারী সভ্যা দেখা গেল না। জার্ম্মান রাষ্ট্রে এডলফ হিটলারের নেতৃত্বে নাজি ডিক্টেটরশিপ স্থাপিত হইয়াছে। নাজিরা নিজেদের 'National Socialist' বলিয়া থাকেন, এই নাজি প্রাধান্যে জার্ম্মান রাষ্ট্রে নারীর স্থান নাই। নাজি অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে জার্ম্মান রিস্টাগে প্রায় ৪৬ জনের মত নারী সভ্যা ছিল। এখন একজনও নাই। নাই কেন তার উত্তর জার্ম্মান অন্তর্রাজ্যের মন্ত্রী মিঃ উইলহেম্ ফ্রিক্ (Wilhelm Frick'—Nazi Minister of Interior) মিউনিকের 'Voelkisher Beobucts' নামক সংবাদ পত্রের প্রতিনিধির নিকট বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "unfortunately in the last few years women have sucumbed to disintegrating in-influences and unnatural heretical influence. All they talked about was their rights.—The right to have a good time and be equal with men. They drifted farther and farther away from the moral duties imposed on them by God being a mother and producing new life" অর্থাৎ দুর্ভাগ্যবশতঃ গত কয়েক বৎসরের ভিতর মেয়েরা অস্বাভাবিক, নীতিবিরুদ্ধ ও সংহতি বিনষ্টকারী প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। তাহারা কেবলই তাহাদের রাইট্—বা অধিকারে (পুরুষের সমান হইবার অধিকার এবং ভাল জীবন যাপন করিবার) অধিকারের কথা বলিতেছে। মা হইবার ও নব সৃষ্টি করিবার ভগবদ প্রদত্ত নৈতিক কর্ত্তব্য হইতে তাহারা কেবলই দূরে সরিয়া যাইতেছে।

ইহাতে মনে হয় জার্ম্মাণী আজ মানুষ চায়। সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, যোদ্ধা সন্তান আজ জার্ম্মান রাষ্ট্রের আকাঙ্খা। কিছুদিন আগে নাজি গবর্ণমেণ্ট "Sterilisation decree' দিয়া সমস্ত সভ্য জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। ষ্টারেলিজেশনের সোজা মানে এই যে জার্ম্মানী তাহাদের ভবিষ্যত বংশধরদের রুগ্ন, পীড়িত ও দুর্ব্বল দেখিতে চাহে না। সেজন্য যে এই যুগে সমস্ত স্বাস্থ্য বর্জ্জিত পিতা আছে তাহাদের উপর সন্তান সৃষ্টি না করিবার কঠোর আদেশ দিয়া এই ডিক্রী জারী হইয়াছে। ইহাতে জার্ম্মাণীর ৪০,০০০০ চার লক্ষ দুর্ব্বল পীড়িত পিতা সন্তান সৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইবে। জার্ম্মাণীর নবযুগের আজ ইহাই বড় কথা। একটা জাতির ভবিষ্যত সন্তানের স্বাস্থ্যের জন্য এত বড় পরিকল্পনা

পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম। শুধু তাই নয়, বর্ত্তমানের নাজি জার্ম্মাণী যুদ্ধ চায়। কিম্বা বর্ত্তমান ইউরোপীয় রাজনীতিতে যুদ্ধ অনিবার্য্য একথা নাজি গবর্ণমেণ্ট বোঝে। তাই ভবিষ্যত যোদ্ধা সন্তানের জন্য আজকার নাজি গবর্ণমেণ্টের এই দূরদৃষ্টি।—

নাজি মন্ত্রীর উপরোক্ত বক্তব্য হইতে আর একটি কথা আজ বিশেষ ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। আমরা বিংশ শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে নারী প্রগতির যে ধারা পরিলক্ষিত করিয়া আসিতেছি জার্ম্মাণ রাষ্ট্র বা নাজি দল হঠাৎ সেই স্রোতকে রুদ্ধ করিয়া নারীকে আবার সন্তান সৃষ্টির, সন্তান পালনের কঠোর কর্ত্তব্য স্মরণ করাইয়া দিয়া আবার গৃহমুখে ফিরাইয়া দিবে ইহা কল্পনা করিতে পারি নাই। নারী কি বাস্তবিকই তাহার কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়াছিল? সন্তান সৃষ্টির বা সন্তান পালনের স্বাভাবিক কর্ত্তব্য নারী ভুলিবে একথা বিশ্বাস করিতে পারি না। নারী বাইরের আকর্ষণে বা নিজের প্রসারের বেদনায় যতই পুরুষোচিত বা পুরুষের একচেটিয়া কর্ত্তব্যে নিজেকে নিয়োজিত করুক সে কি কখনো তার 'অন্তর্বাসিনী জননীর' স্বাভাবিক প্রেরণাকে বিস্মৃত হইতে পারে?—তবে আজ নাজি-তন্ত্রের কৈফিয়ত আছে। মহাযুদ্ধের নির্ব্বাণের পর হইতে জার্ম্মাণ জাতি ক্লৈব্যের যে শেষ সীমায় পৌঁছিয়াছিল সেই ক্লৈব্যের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য নাজি জার্ম্মাণী আজ নব সন্তানের প্রয়োজন অনুভব করিতেছে। সেই প্রয়োজনের প্রেরণায় আজিকার জার্ম্মাণ রিসটাগ নারী বর্জ্জিত।—

নাজি পত্রিকায় মন্ত্রী ফ্রিক্ লিখিয়াছেন In the eyes of the National socialists, a mother with many children stands higher than the most learned bluestocking who does not reproduce her valuable inherited qualities. The German mother has got to see her greatest happiness in being a house keeper, mother and giving life to swarm of the health blooming children" অর্থাৎ নাজি বা ন্যাশানেল সোসিলিষ্টের চোখে বহু সন্তানের জননী নীল মোজা-পরা অতি শিক্ষিতা সৃষ্টি বিমুখী নারীর চাইতে শ্রেষ্ঠ। অনেকগুলি সুন্দর, স্বাস্থ্যবান সন্তানের জীবন দান করিয়া, মা হইয়া, ও গৃহকর্ত্রীর কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া জার্ম্মাণ জননীকে তাহার আনন্দ পাইতে হইবে।

গত মে মাসে Muenster মিউষ্টারের এক সভায় জার্ম্মাণ রাষ্ট্র নায়ক 'Von Papon' ভন্ পাপেন বলিয়াছেন—New Germany "holds the philosophy of the racing stable with regard to woman and considers their principal function the rearing of soldiers for the next war.' অর্থাৎ নব-জার্ম্মাণী নারী সম্বন্ধে 'ঘোড় দৌড়ী অশ্ব-আস্তাবলের' দর্শনেই বিশ্বাসী এবং আগামী যুদ্ধের জন্য সৈন্য তৈরী করাই তাহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য বিবেচনা করে।

ইহাতে পরিষ্কার বুঝা যায় জার্ম্মাণীতে হাওয়া আজ কোন্ দিকে বহিতেছে। নাজি ঝটিকা বাহিনী ইতিমধ্যেই অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। ইংরেজ, ফরাসী, ইটালী, আমেরিকার মত জার্ম্মাণী আজ সৈন্যবল চায়, অস্ত্রবল চায়। এই জন্যই জার্ম্মাণী সরল সহজ গলায় অস্ত্র হ্রাস বৈঠক (Disarmament Conference) ও লিগ অব নেশনসকে বলিয়াছিল 'I want the same as other' অর্থাৎ ওদের মত আছে আমিও তাই চাই। কম নয়, বেশী নয়। এই জন্যই জার্ম্মাণী লিগ অব নেশন হইতে নিজকে সরাইয়া দিয়াছে।

যদিও মাঝে মাঝে স্বপ্নের ন্যায় হিটলার এখন ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ধির এবং শান্তির কথা বলিতেছেন তথাপি জার্ম্মাণ অন্তর্রাজ্যে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন হইতেছে তাহা ভন্ পেপেন ও উইলহেম্ ফ্রিক্ এর বক্তব্য হইতে পরিষ্কার বোঝা যাইতেছে।

বর্ত্তমান জার্ম্মাণীতে নব বিবাহিত দম্পতিকে বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। সন্তান সন্ততির জন্য ইনকম টেক্স রেহাই দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। একটি লোকের কম পক্ষে 'চার সন্তানের' জনক হওয়া কোন কোন নাজি পত্রিকা স্বাভাবিক আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন।

আমরা নব জাগ্রত জার্ম্মান জাতির এই অগ্রগতির পরিণতি দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম।

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য

—o—

ছাতা প্রস্তুত

মূলধনের প্রয়োজন ... ৫ শত টাকা।
শিখিতে সময় লাগে ... ৩ হইতে ৪ মাস।
আনুমানিক লাভ ... মাসিক ১১০৲ টাকা হইতে ১৩০৲ টাকা।

বৎসরে এই প্রদেশে কত ছাতা বিক্রয় হয়, তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। পূর্ব্বে সব ছাতাই বিদেশ হইতে আমদানী হইত। এখন দেশে কতক ছাতা প্রস্তুত হয় বটে কিন্তু সে সব সহর হইতে গ্রামে গ্রামে লইয়া যাওয়া হয়। মফঃস্বলে ছাতা প্রস্তুত করিলে লাভের সম্ভাবনা।

এই সঙ্গে আর একটি শিল্পের কথা বলা যায়। সস্তা দামের ছাতার বাঁটে যে দাগ বা চিত্র থাকে সে সব পূর্ব্বে দীপশিখা,

ফুঁ দিয়া করা হইত। বাঙলার বাহিরের বলিষ্ঠ লোকেরাই এ কাজ একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল। সরকারের শিল্পবিভাগ যে যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে আর ফুঁ দিবার প্রয়োজন হয় না। কাজেই সেই যন্ত্র লইয়া এখন বাঙ্গালী যুবকরা এই কাজ করিতেছে।

মোজা ও গেঞ্জীর কারখানা।

মূলধনের প্রয়োজন ... ৫০০৲ টাকা হইতে ৬০০৲ টাকা।

শিখিতে সময় লাগে ... প্রায় ৪ মাস।

আনুমানিক লাভ ... মাসিক ১১৫৲ টাকা হইতে ১২৫ টাকা।

আজকাল দেশে মোজার ও গেঞ্জীর বিশেষ গেঞ্জীর চলন খুবই হইয়াছে। কৃষকরাও গেঞ্জী ব্যবহার করে এবং জাপান হইতে বহু পরিমাণে সস্তা গেঞ্জী এদেশে আমদানী হয়। এদেশে কয়টি সহরে মোজা ও গেঞ্জীর কল স্থাপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু গ্রামের লোকের ব্যবহারের জন্য গেঞ্জী সহর হইতে লইয়া যাইতে হয়। অথচ এই কাজ গ্রামে ঘরে বসিয়া করা যায় এবং গ্রামের নিকট সহরের পাইকাররা সন্ধান পাইলে তাহার জন্য দাদন বা সুতাও দের এবং মাল লইয়া যায়। কুটীর-শিল্প হিসাবে এই শিল্প গ্রামে গ্রামে ভালরূপই চলিতে পারে।

শাখা প্রস্তুত

মূলধনের প্রয়োজন ... ৫০০৲ টাকা।

শিখিতে সময় লাগে...২ হইতে ৩ মাস।

আনুমানিক লাভ মাসিক ১৫০৲ টাকা।

শাখা এ দেশে স্ত্রীলোকরা বিশেষ আদরের সহিত ব্যবহার করেন। সেই জন্য ঢাকা হইতে প্রভূত পরিমাণে শাঁকের আমদানী হয়, এবং শাঁখারীরা তাহা তাহাদের করাতে কাটিয়া শাঁখা তৈয়ার করে। পূর্ব্বে শাখা কাটার কাজ কেবল ঢাকায় হইত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখন সরকারের শিল্প-বিভাগ যে কল আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে অতি সহজে সকল রকম শাখা কাটা যায়।

এতদিন এই সব ব্যবসা শিখিতে হইলে, লোককে কলিকাতায় সরকারী শিল্প-বিভাগের পরীক্ষাগারে আসিয়া শিখিয়া যাইতে হইত। অনেকের পক্ষে ইহার সুবিধা হইত না। এখন ব্যবস্থা হইয়াছে সরকারের শিল্পবিভাগ হইতে শিক্ষকরা কেন্দ্রে কেন্দ্রে যাইয়া এই সব যন্ত্রাদির ব্যবহার শিখাইয়া আসিবেন।

কীট শত্রু

জীববিদ্যা বিশেষজ্ঞদের গবেষণার ফলে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে প্রতিবৎসর পৃথিবীর সমগ্র শস্যের শতকরা দশভাগ কীটের উপদ্রবে নষ্ট হইয়া যায়। কীট-পতঙ্গ কর্ত্তৃক কৃষি ও ঔদ্যানিক-কৃষিজাত দ্রব্যের ধ্বংশ সাধনই বর্ত্তমান সময়ে সর্ব্বোপেক্ষা গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কীটাদির উপদ্রব দমনার্থ ধূম ও বিষাক্তবাষ্প প্রয়োগ অথবা বিষমিশ্রিত-তরলপদার্থ সেচন রূপ রাসায়নিক প্রণালী অপেক্ষা অন্যান্য বৈরী কীট পতঙ্গের সাহায্যে উহাদের দমন করাই অধিকতর সমীচীন। রাসায়নিক উপায়ে কীটাদির উপদ্রব দমন বহুব্যয়-সাপেক্ষ ও ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু বৈরী কীট-পতঙ্গের সাহায্যে অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গের বিনাশসাধন করা সহজ সাধ্য; এবং উহার ফল ও ক্ষণস্থায়ী নহে। এ কারণ আমেরিকার 'ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স-এ এখন শেষোক্ত উপায়েই কীটাদি দমনের ব্যবস্থা করা হয়।

চিঠিপত্র

—o—

মাননীয় শ্রীযুক্ত 'আজকাল সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু,

মহাশয়,

বিগত ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১০নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে একটী সঙ্গীতের জলসা হয়। উক্ত জলসায় বহু গণ্যমাণ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বহু গুণী গায়ক, যন্ত্রী ও বাদক উক্ত জলসায় গুণপণা দেখান। কিন্তু, পণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশ্র নামক একটি কাশীর বিখ্যাত গায়কের গানই ঐ দিনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণের বস্তু হইয়াছিল। এ-রূপ উচ্চশ্রেণীর খেয়াল বা ঠুংরী গান খুব কমই শোনা যায়। সকলেই পণ্ডিত রামকৃষ্ণের উচ্চ প্রশংসা করিতে থাকে। এমন কি, লক্ষ্ণৌ এর বিখ্যাত তবলাবাদক খলিফা আবেদ হুসেন খাঁও, পণ্ডিত রামকৃষ্ণর সহিত সঙ্গত করিতে বহুবার বেগ পাইতেছিলেন। খলিফা নিজেও পণ্ডিত রামকৃষ্ণের বহু সুখ্যাতি করিলেন। পণ্ডিত রামকৃষ্ণ যুবকমাত্র। আশা করি, তাঁহার ন্যায় পণ্ডিতের অভ্যুদয়ে সঙ্গীত জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন হইবে। ইতি ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪।

২১, বাদুর বাগান রো

বিনীত

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ চৌধুরী।

মাননীয় শ্রীযুক্ত 'আজকাল' সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু,

সাবনয় নিবেদন,

আমি আপনার সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকার এক জন নিয়মিত পাঠক। এই ক্ষুদ্র লিপি

আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত করিতে অনুরোধ করি। আশা করি, অনুরোধ রক্ষা করিয়া বাধিত করিবেন।

গত শিব-রাত্রির দিন আমাদের পল্লীবাসীরা 'জয়মালা' বা 'পার্থ পরাজয়' নামক একটী নাটক অভিনয় করেন। উক্ত অভিনয় অতি সুন্দর হয়। শ্রীমান লালমোহন ভট্টাচার্য্যের 'বৃষকেতু' ও শ্রীমান বলাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সুধা' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই দুই ব্যক্তি সত্যই উচ্চ শ্রেণীর অভিনয় করেন, এবং ইতিপূর্ব্বে বহু ক্লাবে বহু ভূমিকার অভিনয় করিয়া যশ ও পদক অর্জ্জন করিয়াছেন। আশা করি, ইহাদের সাহায্যে আমাদের পল্লীর যাত্রা ক্লাবটি আরও সমুন্নত হইয়া উঠিবে এবং সাধারণের সহানুভূতি লাভ করিবে। ইতি

বিনীত

শ্রীশ্যাম কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

৪নং বনমালী চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট টালা

১৯।২।৩৪

কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলন।

['তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী' কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত]

—()—

দ্বিতীয় অধিবেশন।

গত বৎসর গুডফ্রাইডের অবকাশে তালতলা পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে বিখ্যাত 'কুমার সিং হল' (৪৬ নং ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট) কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। চারিদিন ব্যাপী অধিবেশনে ৮টী শাখার অনুষ্ঠান হয়। সুবিখ্যাত লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক মহোদয়গণ নানান শাখার পরিচালনা করিয়া এবং বহু সুসাহিত্যিক এই অধিবেশনে যোগদান করিয়া আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন করেন।

আগামী গুডফ্রাইডের অবকাশে, তালতলা পাবলিক কর্ত্তৃপক্ষ কলিকাতা সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতেছেন। বাঙ্গালী জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া, বাঙ্গালী জাতির সামাজিক ও নৈতিক বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য ও পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় দ্বারা উন্নতি সাধনের জন্যই এই সাহিত্য সম্মিলনের অনুষ্ঠান। এই বৎসর সম্মিলনে নিম্নলিখিত শাখা কয়টির কার্য্য অনুষ্ঠিত হইবে।

(ক) সাহিত্য-শাখা।

(খ) বিজ্ঞান-শাখা

(গ) দর্শন [illegible] শাখা

(ঘ) ইতিহাস শাখা

(ঙ) বাংলা ভাষা ও মুসলিম সাহিত্য শাখা

(চ) ধনবিজ্ঞান শাখা

(ছ) চারুকলা ও লোকসাহিত্য শাখা

(জ) শিশু সাহিত্য ও মহিলা শাখা

(ঝ) গ্রন্থাগার আন্দোলন শাখা

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের অধ্যাপক, পণ্ডিত ও সুসাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় (মূল সভাপতি) এই সম্মিলনের কর্ণধার হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। শাখা সভাপতি মহাশয়গণের নাম পরে বিজ্ঞাপিত হইবে।

সকল সাহিত্যিক মহোদয়গণের উৎসাহ ও সাহায্য ব্যতিরেকে সম্মিলনের কার্য্য সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নয়। আমরা সকল সাহিত্যিককেই এই সম্মিলনে যোগদান করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করিতেছি। আশা করি, সুধীবৃন্দ বিভিন্ন শাখার প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া সম্মিলনের পূর্ণতা সাধনে আমাদের সাহায্য করিবেন।

প্রবন্ধাদি তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী সম্পাদকের নামে ১৫ই মার্চ্চ তারিখের মধ্যে পাঠাইতে হইবে।

তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী মন্দিরে সন্ধ্যা ৭ ঘটিকা হইতে ৮॥০ ঘটিকার মধ্যে শুভাগমন করিলে, সাহিত্য সম্মিলনের সকল তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণের ন্যূনপক্ষে দুই টাকা চাঁদা ধার্য্য হইয়াছে। যাঁহারা অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হইতে ইচ্ছুক তাঁহারা দুইটাকা চাঁদা তালতলা পাবলিক লাইব্রেরীর সম্পাদকের নিকট ১০ই মার্চ্চ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করিলে বাধিত হইব।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র নিয়োগী

সম্পাদক

তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী

১২ নং নিয়োগীপুকুর লেন,

তালতলা, কলিকাতা

১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৪।

গান

কাজী নজরুল ইস্‌লাম্‌

হোরী খেলে নন্দলালা প্রেমে রংএ মাতোয়ালা।

বিশ্ব রাধা সে সাথে

রং এর খেলায় মাতে

রংএ ত্রিভুবন ছায়

রাঙ্গা আলোক আবীর ছড়ায় ভরি রবিশশী থালা॥

আজি বনে বনে মনে মনে হোরী

মনের মরুতে লতায় তরুতে

রাঙ্গা ফুল ফোটে মরি মরি ;

আজি প্রাণে প্রাণে ফুল দোল দোল-পূর্ণিমা রাতি,

রাঙ্গা ফুল তারা বাতি ধরণীতে আকাশে জ্বালা॥

মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের আবেদন।

"গত সোমবার অপরাহ্নে (১৫ই জানুয়ারী তারিখে) যে ভীষণ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে তাহার ফলে আমাদের এই দেশের, বিশেষতঃ বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের, লোক অতিশয় বিপন্ন হইয়াছে। যদিও সঠিক বিস্তৃত বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নাই তথাপি এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে অতি ভয়াবহ প্রাণহানি ঘটিয়াছে, অসংখ্য গৃহ ধ্বংস হইয়াছে, বহুবিস্তৃত-স্থানব্যাপী প্রচুর ধনসম্পত্তি নষ্ট এবং বিলুপ্ত হইয়াছে।

আমার খুব বিশ্বাস, যাহারা এই ভীষণ বিপদে পতিত হইয়াছে তাহাদের প্রতি এদেশের সকল শ্রেণীর লোকই এই সময় সহানুভূতি দেখাইতে ত্রুটী করিবেন না এবং তৎপরতার সহিত তাহাদিগকে সাহায্য করিবেন। এই উদ্দেশ্যে, আমি ভাইস্‌রয়ের ভূমিকম্প তহ্‌বিল নাম দিয়া একটি তহবিল খুলিতে মনস্থ করিয়াছি। চাঁদা বরাবর নয়া দিল্লীতে ভাইস্‌রয়েস্‌ হাউসে ভাইস্‌-রয়ের প্রাইভেট্‌ সেক্রেটারীর নিকট পাঠাইতে হইবে! প্রত্যেক ক্ষেত্রে পৃথক্‌ভাবে প্রাপ্তি স্বীকার করা হইবে।"

(স্বাঃ) উইলিংডন।

প্রমোদ

শ্রী

'টয়্‌লেট'

বাড়ীর চাকর। নাম তার রাম।

অনেক দিন ধ'রে লক্ষ্য ক'রে আসে বাড়ীর গিন্নী-মা, দিদিমণিরা ছোট ছোট গোল গোল শিশি থেকে আঙুল দিয়ে কি যেন তুলে নিয়ে মুখে-গালে মাখে!—

বামুনদি'কে জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পারে, ওর নাম নাকি 'ওটিন্‌ ক্রিম', শীতকালে গাল মুখ সব ফাটে ব'লে সকলে মাখে।—

সেদিন সন্ধ্যাবেলা, গিন্নীমা, দিদিমণিরা কোথায় বেড়াতে যাবেন ব'লে সান্ধ্য বেশ-ভূষায় সুসজ্জিতা হ'চ্ছেন, মুখে মাখছেন সাদা সাদা 'ক্রিম'।

এমন সময় রাম খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেখানে এসে হাত পেতে বলে,—

—দিদিমণি আমায় একটু দিন।

—কি রে- কি দেবো।

—ওঃ যে 'ওঠেন্‌ ক্রিং'।

—সে কীরে—

—ওই যে আপনারা মাখ্‌ছেন ?

—ও! 'ওটিন ক্রিম্‌' ? কি হবে রে ?—

—এজন্য আমার পা যে বড় ফেটেছে, বড় যন্ত্রণা হ'চ্ছে, —পায়ে লাগাবো।—একটু বেশী ক'রেই দিন দু'পায়েই লাগাতে হবে কিনা, অনেকখানি ফেটেছে।

রেডিও

লাউড স্পীকার

গবর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয়ের বৎসর মার্চ্চে শেষ হইবে। তিনমাস পূর্ব্ব হইতে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ ব্যয় সংক্ষেপের কুঠার দ্বারা খরচ কমাইবার কাজে লাগিয়া গেছেন। যে আর্টিষ্টকে বরাবর মাসে ৪ বার দেওয়া হইত এখন তিন বার তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে। সঙ্কুচিত অনুপাত ৩:১।

লাইসেন্সের টাকার কম বেশী নাই, পুরো টাকাই দিতে হয়। কিন্তু, পুরো টাকা দিয়া লাইসেন্সধারীরা রদ্দি গান শুনিবে কেন ? খরচ যদি কমাইতে হয় অথবা খরচ থাকিলে তাহা না কমাইয়া জনপ্রিয় আর্টিষ্টদের কম দিন গাওয়াইয়া শ্রোতাদের ভাল ভাল গান শোনা হইতে বঞ্চিত করা সঙ্গত আমরা কেহ কেহ বলিবে না।

—

এদিকে বেতার কর্ত্তারা গান বাজনা ছাড়া নাকি আর কিছু বোঝেন না। একঃ সেই গান বাজনার জন্যও মোটা টাকা ব্যয় হয়। এখন এই [illegible]

নের বিশিষ্ট গায়ক গায়িকাদের যদি অর্থাভাবে কমাইয়া দেওয়া হয় তাহাহইলে টাকা যায় কোথায় ?

—

আমরা এই ব্যয় হ্রাসের কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না। আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুবার দেখাইয়াছি আর্টিষ্টের বরাদ্দ টাকার কিভাবে অসদ্ব্যবহার হইয়াছে। তাহা যদি আবার পুরোন কাসুন্দি ঘাটিতে হয় পুঁথি বড় হইয়া যায়।

—

পেটোয়া অখ্যাত আর্টিষ্টদের পুষিতে গেলে অর্থাভাব হইবেই। কারণ গৌরী সেনের অর্থভাণ্ডার অফুরন্ত নয়। একদা কোনো রেকর্ড কোম্পানীর সহিত সম্পর্ক কেন টানিয়া আমরা বাহির করিয়াছিলাম আজ আশা করি আমাদের পাঠক পাঠিকারা বুঝিতে পারিয়াছেন।

—

অর্থাভাবের অজুহাতে বেতারের আসর কণ্ঠসাধনার ও রেকর্ড বাজাইবার আড্ডায় পরিণত হইয়াছে। ফলে সাধারণের বেতারের প্রতি আকর্ষণও দিনদিন কমিতেছে।

—

রেকর্ড বাজাইবারও কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নাই। যাহারা একটু লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারাই দেখিয়া থাকিবেন যে "হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস" ও 'কলাম্বিয়া' রেকর্ডই প্রায় সমস্ত সময় বাজান হইয়া থাকে। তাহাও ভাল ভাল রেকর্ড না বাজাইয়া সম্মুখে যাহা পাওয়া যায় তাহাই গ্রামোফোন মেসিনে চড়াইয়া দিয়া কর্ত্তব্য সমাপন করা হয়।

—

কলিকাতায় "মেগাফোন" ও "হিন্দুস্থান" কোম্পানীর বহু রেকর্ড আছে। উক্ত কোম্পানী ২ টি বাঙালীর মূলধন ও পরিশ্রমে পরিচালিত। ভারত সরকার "Support Indian Industry" চিঠির ষ্টাম্পে ছাপ দিলে কি হইবে বেতার কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের ত্রিসীমানায় মেগাফোন [illegible] নির্ব্বিবাদ করিয়াছেন।

৭।০টা হইতে স' আটটা পর্য্যন্ত হিন্দি গানের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উক্ত ৪৫ মিনিটের মধ্যে অর্দ্ধ ঘণ্টা গান ও ১৫ মিনিট হিন্দিতে খবর ঘোষণা করা হয়। ইহার জন্য একজন হিন্দুস্থানী ঘোষকও নিযুক্ত হইয়াছেন। অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটী নাই।

—

এই প্রোগ্রামটি সবচেয়ে খারাপ। প্রায় আর্টিষ্ট এ প্রোগ্রামে অনুপস্থিত হন এবং যে সকল অবাঙালী শিল্পী গান করেন তাঁদের গান জঘন্য হয়। ২।৪ জন বাঙালী শিল্পী এ অনুষ্ঠানের মান রক্ষা করিয়া থাকেন।

—

তারপর হিন্দুস্থানী ঘোষক মহাশয়ের কথা। ভদ্রলোককে কি বিহারের দেহাত হইতে আনা হইতে আনা হইয়াছে ? বাঙালী শিল্পীদের নাম হাঁন একদিনও সঠিকভাবে উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। ইহার হিন্দি কথা বুঝা আমাদের অসাধ্য—জানি না ইহার দেশওয়ালী ভাইরা বুঝেন কি না।

—

নূতন নূতন শিল্পী দিয়া প্রোগ্রামটি দিব্য সাজান হইয়াছে। চাকচিক্য বুঝা অসাধ্য আসল কি ঝুটা। আগ্রহান্বিত শ্রোতার দল সেট খুলিয়া উৎকর্ণ হইয়া আছেন এমন সময় শুনিলেন, অমুক আসতে পারেন নি তাই রেকর্ড বাজান হচ্ছে। আবার যদি কেহ কেহ আসেন তাঁহাদের গান শুনিয়া শ্রোতাদের মনে হয়—'ছেড়ে দেমা কেঁদে বাঁচি"।

—

শ্রোতৃমণ্ডলীর অবস্থা হইয়াছে—'জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ'। নূতন শিল্পী আসিলে কিম্বা না আসিলেও গ্রামোফোন রেকর্ড শোনার বিপদ। তাও যদি বাছাই করা রেকর্ড দেওয়া হইত। দুট বিলাতী কোম্পানীর যে রেকর্ড সম্মুখে পাওয়া যায় তাহাই দেওয়া।

—

৫ই সোমবার দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের গো-পালন সম্বন্ধে বক্তৃতার পর মজলিশ বসিল। বিষ্ণুশর্ম্মা 'বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ' সুরু করিলেন। ৩টা ১০ পর্য্যন্ত বক্তৃতার পর পিওনো এবং রেকর্ড বাজাইয়া মজলিস সমাপ্ত হইল।

—

৬ই মঙ্গলবার, দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ 'বরবুদর' সম্বন্ধে ডাঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিলেন, পরে নেপালকৃষ্ণ কথকতা করিয়া মজলিশ সমাপ্ত করিলেন।

—

৭ই বুধবার দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে প্রথমে আধঘণ্টা রেকর্ড বাজান হইল। ২॥০ হইতে ৩টা অবধি গৌর মোহন পাচালী গান করিলেন। তৎপরে পুনরায় আধঘণ্টা রেকর্ড বাজাইয়া পালা সাঙ্গ হইল।

—

৮ই বৃহস্পতিবার দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে বিখ্যাত মণ্ডলে নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ 'সমুদ্রের তলার প্রাণী' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। ২॥ হইতে বিষ্ণুশর্ম্মা 'আধুনিক কালে রান্নার প্রতি নারীর বিমুখতা হইতে পণপ্রথা' অবধি একটানা নানা গল্প এবং টিকা টিপ্পনী সহযোগে প্রাঞ্জল ভাষায় বলিয়া গেলেন। ৩টা ১০ হইতে বেসুরো পিওনো বাজাইয়া ও রেকর্ড দিয়া সেদিনকার মত তিনি বিদায় লইলেন।

—

৯ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার, দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে প্রথমে হিন্দী রেকর্ড বাজিল। ২॥ হইতে মহিলা মজলিশে বিষ্ণুশর্ম্মা 'হক্ক পন্টুদাস' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। পরে সহসা পিওনো বাজাইবার আগে বলিলেন 'মজলিশে বিখ্যাত কবিদের কবিতা প্রায় একটা করে পড়া হবে। মোহিতলাল মজুমদারের 'মরাম' কবিতাটী পাঠ করিকরিলেন। তৎপরে পিওনো ঠুকিয়া ও রেকর্ড জমাইয়া মজলিশ সমাপ্ত হইল।

—

১০ই শনিবার বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ 'পল্লী মঙ্গল' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। ৩টা হইতে বিষ্ণুশর্ম্মা মজলিস আরম্ভ করিলেন। আধঘন্টা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ করিয়া পরে একটু পিয়ানো বাজাইলেন এবং তৎপরে খান দুই রেকর্ড দিয়া মজলিশ শেষ করিলেন। শেষের রেকর্ডখানি জগন্নাথ দের বাঁশী। শর্ম্মা বলিলেন "এবার জগন্নাথ দের একটা বাঁশী ও ম্যাণ্ডোলীন দেওয়া হচ্ছে।" জগন্নাথ দে এক সময়ে দুইটা বাজনা কিরূপে বাজাইলেন তাহা আমরা বুঝিলাম না।

—

মঙ্গলবার ১৩ই শ্রী শৈলেন কুমার দত্ত গুপ্ত দুই খানি বাংলা গান গাহিলেন। প্রথম গান। "বাঁশরী আমার হারায়ে গিয়াছে বালুর চরে" জসীমুদ্দীনের লেখা। গানের সুর যুৎসই নয় এবং গায়ক তাঁহার স্বভাব-সিদ্ধ কণ্ঠে গাহিয়া আমাদের আনন্দ দিতে পারিলেন না।

—

দ্বিতীয় গান "দিন যদি .গা যায়"। এই গানের রচয়িতা শ্রীনরেশ্বর ভট্টাচার্য্য। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বহু গান ইদানীং বেতারে বহু নূতন শিল্পি গাহিতেছেন কিন্তু দুঃখের বিষয় একটি গানেরও সুর ভাল হয় নাই। আলোচ্য গানেও সে ব্যতিক্রম দেখা গেল না।

—

বুধবার মিস প্রফুল্লবালার "জীবনের শূন্য ঝুলি পূর্ণ আজি কে করিল" গানটির সম্বন্ধে এই টুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে শ্রোতাদের "আনন্দের পূর্ণ ঝুলি শূন্য আজি কে করিল?" শ্রী জীবনকৃষ্ণ দাসের বেহালা বাদ্য মন্দ হয় নাই।

—

শ্রী বলাইচন্দ্র ভট্টাচার্য্য "শ্যামের মুরলী বাজে" ও "কালা তোমার বাঁশী শুনি পাগল ব্রজবাসী" গান দুটি গাহিলেন। বলাই বাবুর [illegible] শ্রুতিকটু, সেই জন্য গান দুটি সুগীত হইলেও সুখশ্রাব্য হয় নাই। শ্রী তারকনাথ দে অনুপস্থিত কাজেই উত্তরা দেবার কলম্বিয়া রেকর্ড বাজান হইল।

—

এ দিন ৭॥০টায় হিন্দি প্রোগ্রাম শুনিয়া আমরা আশাতীত আনন্দ লাভ করিয়াছি। বিখ্যাত যন্ত্রী করুব খাঁর পুত্র হবিবুল্লা খাঁ (হিন্দি ঘোষক মহাশয়ের কথা যতটা বুঝিতে পারিয়াছিলাম) সেতার বাজাইলেন। বাজনা এত সুন্দর হইয়াছিল যে তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই।

—

বৃহস্পতিবার শ্রী রত্নেশ্বর মুখার্জ্জী সেতারে প্রথম বিচিত্র অনুষ্ঠান করিলেন। কুমারী অনীতা বসুর ঠুংরী গান মন্দ লাগিল না। রত্নেশ্বর বাবুর খেয়াল সুগীত হইয়াছিল কিন্তু তান গুলি বিশ্রী। শ্রীসিদ্ধেশ্বর মুখার্জ্জীর "আর যাব না যমুনায়" ভাল লাগিল। গায়কের কণ্ঠস্বর সুন্দর। শ্রী অনীতা বসুর "সখি রজনী পোহাল আজি" গানটি মন্দ হয় নাই। অন্যান্য গান উল্লেখ যোগ্য নয়।

—

শুক্রবার বেতার নাটুকে দল "চণ্ডীদাস" অভিনয় করিলেন। অভিনয় শুনিয়া আমরা খুশী হইতে পারি নাই।

—

শনিবার মুস্তাক হোসেনের গজল ও মালকোষ খেয়াল গান সুন্দর। মিস্ আভাবতী অনুপস্থিত।

—

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ব্রহ্মমাধুরী সঙ্ঘের কীর্ত্তন গান মহারাণী ব্রজমোহিনী দেবীর অনুমতিক্রমে ও কীর্ত্তন সুধাকর ভূপেন্দ্র বসুর পরিচালনায় ২নং বেলতলা রোড হইতে ব্রডকাষ্ট করা হইল।

—

এখানে আমাদের একটু বক্তব্য আছে: ঘোষণা যিনি করিলেন তিনি এত তাড়াতাড়ি তাহা করিয়াছেন যে আমরা অনুসরণ করিতে পারি নাই। ফলে আমাদের প্রত্যেক গায়িকার গানের নামোল্লেখ করিয়া সমালোচনা করিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহা করিতে সক্ষম হইলাম না। আশা করি, ভবিষ্যতে ঘোষণা করিবার সময় ইঁহারা সতর্ক হইবেন।

— —

শ্রীমতী অপর্ণা রায়, শোভা দেবী, সুষমা মিত্র, সুমনা সেন, মহারাজ-কুমারী পূর্ণিমা দেবী প্রভৃতি কীর্ত্তন গাহিলেন। বলা বাহুল্য আমরা ইঁহাদের কীর্ত্তন গানে খুসী হইয়াছি।

—

রবিবার প্রাতে শ্রী ধীরেন দাসের "জাগ জাগ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধারী" গানটি সুন্দর। বহুদিন ধীরেন বাবুর নিকট হইতে এত সুন্দর গান শুনি নাই। তাঁর দ্বিতীয় গান "তুই কে ছিলি তাই বল" সুগীত হইয়াছিল।

—

শ্রী সুনীল কুমার বসু দুইখানি রবীন্দ্র সঙ্গীত গাহিলেন। "তোমারে যে সুর শুনায়ে" গানটি মন্দ লাগিল না। 'আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে' গানটি সুগীত হইয়াছিল। মিস্ ইন্দুবালা, ঊষাবতী ও রঞ্জিৎ রায় অনুপস্থিত। ছোটে খাঁ সাহেব সারেঙ্গী বাজাইলেন। কি জানি কেন খাঁ সাহেবের সারেঙ্গীর এ দিন প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

—

চিত্রগুপ্ত "ছবির খবর" বলিয়া সময় নষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেই সেট বন্ধ করিলাম।

—

সান্ধ্য আসরের দ্বিতীয়ার্দ্ধ ফাঁকী দিয়া সারা হইল। সমস্ত সময়টা হিন্দুস্থানী গ্রামোফোন রেকর্ড বাজাইয়া আমাদের সেট বন্ধ করাইতে বাধ্য করিলেন।

অনুবাদ সাহিত্য ও তাহার প্রাঞ্জলতা

শ্রীকালীপদ হাজরা

শুধু দেশের সাহিত্য লইয়া মত্ত থাকিলে বিশ্বসাহিত্যের যেমন রসস্বাদ পাওয়া যায় া, দেশের সাহিত্য তথা মাতৃভাষাও তেমনি ীন থাকিয়া যায়। দেশ-সাহিত্য ও ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইলে বিশ্বসাহিত্যের ান বিনিময় চাই। বিশ্বসাহিত্যে যাহা ুন্দর, যাহা নূতন তাহা বাংলা সাহিত্যে ানা চাই। ইহার জন্য চাই অনুবাদ, াঞ্জল প্রাণবান অনুবাদ।

আজকাল বাংলা সাহিত্যে কিছু কিছু ুবাদ দেখা যাইতেছে। কিন্তু তাহা য়োজন অনুসারে অতি সামান্য। অনুবাদ িত্যের প্রয়োজন কত বেশী, তাহা াগকেও বুঝাইতে হইবে না। বিশ্ব-িত্যের দরবারে যে সকল দেশের সাহিত্য চ আসন পায়, সেই সকল দেশে অনুবাদ িত্যের কিরূপ যত্ন লওয়া হয়, তাহা ভাবি-র সময় আমাদের আসিয়াছে।

বাংলা দেশে অসংখ্য সাময়িক পত্রিকা ছে। তাহাদের অধিকাংশগুলিতেই নেমা, থিয়েটার, সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি বিধ নিয়মিত বিষয় আছে। কিন্তু অনু-দ সাহিত্যের উপর কোন দৃষ্টি নাই, অথবা ুবাদ সাহিত্য লইয়া কোন পত্রিকাও চলিত নাই। মৌলিক গল্প বা প্রবন্ধের অনেক সময় অনেক পত্রিকা পুরস্কার ষণা করেন, কিন্তু অনুবাদ সাহিত্যের ৃদ্ধির জন্য এরূপ কোন প্রচেষ্টা দেখা যায় ইহা বড় দুঃখের বিষয়।

বর্ত্তমানে সকল পত্রিকাতেই অন্ততঃ টা করিয়া উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে কাশিত হইতেছে। তাহাদের সবগুলির ্য একটিও অনুবাদ সাহিত্য নহে। আমা-র ক্ষুদ্রবৃহৎ সকল ঔপন্যাসিক অনুবাদ েক্ষা মৌলিক উপন্যাস ভাল লিখিবেন, রূপ আশা করিবার সৌভাগ্য আমাদের নও হয় নাই। আমার বিশ্বাস, বর্ত্তমানে [illegible] তাহারা মৌলিক উপন্যাস লেখার মোহ ছাড়িয়া বিদেশী উপন্যাসের অনুবাদ করিলে বাংলা সাহিত্যের উপকার করিবেন এবং নিজেও উপকৃত হইতে পারিবেন। কারণ এই সকল পুস্তক বিক্রয় হইবে, আশা করা যায়।

শুধু নামের জন্যই যদি অগনিত লেখক উপন্যাস লিখিতে চাহেন, তবে তাঁহাদের ভাবা উচিত যে স্বর্গীয় সত্যেন্দ্র নাথ দত্ত অনুবাদ করিয়া যেরূপ নাম করিয়াছিলেন, অনুবাদে কৃতকার্য্য হইলে তাঁহারাও সেইরূপ নাম করিতে পারেন।

ইহা লইয়া ইতিপূর্ব্বে "নবশক্তি"তে একবার আলোচনা করিয়াছিলাম, সে আলোচনায় অনেকে যোগ দিয়াছিলেন। একটী মাসিক পত্রিকার সম্পাদক জানাইয়াছিলেন, যে তাঁহার পত্রিকার প্রধান বিষয় হইবে অনুবাদ। কিন্তু বাংলা সাহিত্যকে অনুবাদে সমৃদ্ধ করিতে হইলে এরূপ সামান্য চেষ্টায় সাফল্য পাওয়া যাইবে, এরূপ আশা করা যায় না। এ আশা সফল করিতে হইলে বাংলার উদীয়মান সাহিত্যিকদের সম্মিলিত চেষ্টা চাই।

অনুবাদ সাহিত্যকে প্রাণবান করিতে হইলে প্রাঞ্জল অনুবাদ চাই এবং শব্দ ব্যবহার ও এরূপ চাই, যাহা পড়িবার সময় পাঠকের ভাবস্রোতে বাধা দিবে না। আজকালকার একটী নাম করা তরুণ লেখকের অনুদিত একটী পুস্তকে পড়িয়াছিলাম —'ও ভাল বালিকা'; ইংরাজীতে বোধহয় ছিল Oh good girl. ইহা পড়িয়া কিছুক্ষণ হাসিয়াছিলাম। অনুদিত গ্রন্থ এরূপ প্রতিশব্দ হইতে পাঠককে অব্যাহতি দিতে হইবে। এরূপ আড়ষ্ট অনুবাদে পাঠকের চিন্তাধারা পদে পদে বাধা পায়। অনুবাদক যদি নিজের উচ্ছ্বাস দমন করিয়া ঈষৎ স্বাধীনভাবে সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করেন, তাহা হইলে তাহা সুখপাঠ্য হয়।

বর্ত্তমান ভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্য বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের এ বিষয়ে আলোচনা করা উচিত।

স্বপ্ন-পরী

শ্রীশিখরেশ চন্দ্র সিংহ।

ও

শ্রীসুধাময় মিত্র।

—০—

১

স্বপ্নের পরী আয়
হিয়া ঢাকি গোপনে,
সুপ্তির শয্যায়
অতি চুপি চরণে!
আয় পরি হিন্দোলে
দোল দিয়ে বাতাসে,
ঘুমঘোর শতদলে
নিশিথের নিশাসে!
অচেতন হৃদয়েতে
আয় আয় শোভনা!
মোর দুটি অধরেতে
জাগে শত বাসনা।

২

স্বপ্নের পরী আয়
সুপ্তির প্রভাতে,
পরাণের মোহনায়
অপরূপ শোভাতে;
গরবীর রূপে আয়,
দরদীর নয়নে,
গরবীর প্রাণে আয়
বিনয়ীর চরণে!
মুছে দেবে আঁখিজল
দুটি কর কমলে,
ঢেকে দেরে হৃদিতল
তোর হেম আচলে!

৩

স্বপ্নের পরী আয়
শতদল ফুটায়ে
ভালবাসা জোছনায়
মোহজাল গুটায়ে!
হেসে উঠে অন্তর
তোর রূপ পরশে,
প্রেম-নদী তরতর
ছুটে ধায় হরষে
এস পরী প্রতিদিন
হৃদয়ের বিজনে!
বাজে যেন মনোবীন্
সুনিবিড় মিলনে।

— —

ইতিহাস, পুরাণ, স্মৃতি ও তন্ত্রে গোমাংস ব্যবহারের কথা

—স্বামী ভূমানন্দ—

—০—

রামায়ণে আছে,—(১) রাজা দশরথ পুত্র কামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন॥ বাল কাণ্ড, চতুর্দ্দশ সর্গ। অশ্বমেধ যজ্ঞে যে ১৮০টি গৃহপালিত পশু বলি দিতে হয় এবং তন্মধ্যে যে বৃষ, গাভী, নীল গাইও রহিয়াছে, আশা করি তাহা পাঠক বিস্মৃত হন নাই।

(২) রাম ও লক্ষ্মণ দুইজনে পৃষত, বরাহ ও রুরু হনন করিয়া ভোজনান্তে বৃক্ষ-তলে আশ্রয় লইলেন ॥ অযোধ্যা কাণ্ড, দ্বি পঞ্চাশৎ সর্গ॥

(৩) [illegible] গমন পথে রামচন্দ্র ভরদ্বাজ মুনির [illegible] উপস্থিত হইলে মহর্ষি ভরদ্বাজ রামচন্দ্রকে গোসাধন মধুপর্কের দ্বারা পূজা করিয়াছিলেন ॥ অযোধ্যাকাণ্ড, চতুঃপঞ্চাশৎসর্গ ॥

রামায়ণের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছে, —শ্রীরামচন্দ্র গো মাংস ভক্ষণ করিয়াছেন।

মহাভারতে গো মাংস ব্যবহারের কথা বহুস্থানে লিখিত আছে।—

১। ব্যাসদেবকে গো সাধন মধুপর্কের দ্বারা আপ্যায়িত করা॥ আদিপর্ব্ব, ৬০ অধ্যায়॥

২। রাজা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক মহর্ষি বৃহদশ্বকে গোসাধন মধুপর্ক দ্বারা পূজা করা ॥ বনপর্ব্ব, ৫২ অধ্যায়॥

৩। ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে গো সাধন মধুপর্ক দ্বারা পূজা করা ॥ উদ্যোগ পর্ব্ব, ৮৮ অধ্যায় ॥

যুধিষ্ঠির যে গোমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহা দ্রৌপদীর কথায় প্রকাশ আছে ॥ বন পর্ব্ব, ৩০ অধ্যায় ॥

৪। রাজা রন্তিদেবের মহানসে নিত্য ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য দুই সহস্র গাভী বধ হইত ॥ বনপর্ব্ব, ২০৬ অধ্যায় ॥

৫। রাজা রন্তিদেবের মহানসে [illegible]

যে ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্ত শুধু সহস্র গো হত্যা হইত, একথা শান্তিপর্ব্ব, ২৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে।

৬। ইন্দ্রের আজ্ঞায় ব্রাহ্মণগণ অগ্নির প্রীতির জন্ত ছাগ এবং দেবগণের প্রীতির জন্ত পবিত্র বৃষ ছেদন করিলেন॥ আশ্বমেধিক পর্ব্ব, ২০ অধ্যায়॥

৭। রাজসূয় (অশ্বমেধ) যজ্ঞ॥ সভাপর্ব্ব, ৪৪ অধ্যায়॥

৮। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে অশ্বমেধ যজ্ঞ। আশ্বমেধিক যজ্ঞ, ৮৯ অধ্যায়॥

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে যে লিখিত আছে,—১৮০টি গৃহ পালিত পশু অশ্বমেধ যজ্ঞে দিতে হইবে এবং সেই ১৮০টি মধ্যে বৃষ, গাভী এবং নীল গাইর নাম যে উক্ত আছে, তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধেই উল্লেখ করা হইয়াছে। সুতরাং রাজসূয় ও আশ্বমেধিক যজ্ঞেও গোবধ হইয়াছিল জানিতে হইবে।

৯। শ্রাদ্ধে মহিষ, বরাহ ও গো মাংস প্রদানের কথায় মহাভারতে লিখিত আছে,—......বরাহ মাংস দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ ছয় মাস তৃপ্ত থাকেন।... মহিষ মাংস দ্বারা পিতৃ শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ একাদশ মাস এবং শ্রাদ্ধে গোমাংস প্রদান করিলে পিতৃ লোক এক বৎসর তৃপ্ত থাকেন॥ অনুশাসন পর্ব্ব পাঠ ৮৮ অধ্যায়॥

১০। এই অনুশাসন পর্ব্বের ১০৭ অধ্যায়ে গোমেধ যজ্ঞের কথা লিখিত আছে।

গোমাংস ভক্ষণ প্রসঙ্গে মহাভারতের কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে,—শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাসদেব ও ঋষি বৃন্দগণ গোমাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন।

পুরাণে গোমাংসের ব্যবহার কথা

বিষ্ণু পুরাণে আছে,—বর্ত্তমান বৈষ্ণব সমাজ যে বিষ্ণু পুরাণকে অতিশয় ভক্তি করিয়া থাকেন এবং আচার্য্য শ্রীরামানুজ যে বিষ্ণু পুরাণকে প্রামাণ্য হিসাবে পুরাণ মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিয়াছেন, সেই বিষ্ণু পুরাণে লিখিত আছে,—...... [illegible] প্রদান করিলে পিতৃলোক পাঁচ মাস তৃপ্ত থাকেন। ......গোমাংস শ্রাদ্ধে প্রদান করিলে পিতৃগণ একাদশ মাস তৃপ্ত থাকেন॥ তৃতীয় অংশ, ষোড়শ অধ্যায়॥

ব্রহ্ম পুরাণে শ্রাদ্ধে শূকর মাংস (২২০ অধ্যায়), অগ্নি পুরাণে শ্রাদ্ধে বরাহ মাংসের কথা (১৬৩ অধ্যায়), স্কন্দ পুরাণে শ্রাদ্ধে গোমাংস ভক্ষণের কথা অবন্তীখণ্ডে—অবন্তী ক্ষেত্র মাহাত্ম্যে অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়ে লিখিত আছে। অন্যান্য পুরাণ মধ্যে বরাহ, মহিষ ও গোমাংস শ্রাদ্ধে প্রদানের বিধি লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত হইল না।

স্মৃতি শাস্ত্রে গোমাংস ব্যবহারের কথা।

মনুসংহিতায় গোসাধন মধুপর্কের কথা যে যে স্থলে উক্ত আছে, তাহার ভাষ্য রচনায় আচার্য্য মেধাতিথি যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল:—

১। গবা মধুপর্কেন [গোমাংস সহায়ে মধুপর্ক]॥ ৩। ৩॥

২। গো বধো মধুপর্ক বিধাবুক্তো গো-স্নেহঃ ইতি পুরুষ রাজ বিষয়ং দর্শয়তি। ...মধুপর্কঞ্চ সাঙ্কেব তস্মৈ ভগবতে ভগবতে স্বয়ং। ভগবতে [illegible] বিদুর ধর্ম্ম তৎ সাধন প্রধান ভক্ষ্য মধুপর্ক শব্দ প্রযুক্ত। ৩। ১১৯॥

৩। গোমধুপর্কদান বিহিতম্॥ ৩। ১৩০॥

৪। যস্য নিয়মোক্ত ধর্ম্মর্থবেন দাতৃত্বঞ্চ হি গোকৎসর্গ পক্ষে বিহিতো নামাংসো মধুপর্ক স্যাদিতি॥ ৫। ২৭॥

৫। মধুপর্কা ব্যাখ্যাতঃ তত্র গোবধো বিহিতঃ। ৫। ৪১॥

মনুসংহিতায় ভক্ষ্য পশু মাংসের তালিকায় একটি শ্লোকে উক্ত আছে,—* * উষ্ট্র ব্যতীত একপাটি দন্ত বিশিষ্ট পশু ভক্ষণ করা যায়॥ ৫। ১৮॥ এই শ্লোকের ভাষ্যে লিখিত আছে,—উষ্ট্র বর্জ্জিত। একতোদতো গোহবাজমৃগা ভক্ষ্যাঃ। অর্থাৎ উষ্ট্র বাদে একপাটি দাঁত বিশিষ্ট গো, শৃঙ্গহীন ও মৃগ ভক্ষণ করা যায়॥

শ্রাদ্ধ বিধিতে লিখিত আছে,—...... বরাহ ও মহিষ মাংসের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ একাদশ মাস তৃপ্ত থাকেন।

সংবৎসরন্তু গব্যেন পয়সা পায়সেন চ ৩। ২৭১॥

* * *

অর্থাৎ গোমাংস ও গোদুগ্ধের পায়সের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ বারমাস তৃপ্ত হন। এখানে 'গব্যেন' অর্থ মাংসের গব্যেন বলা হইয়াছে।

অত্রিসংহিতায় অশ্বমেধ যজ্ঞের (৫৫) কামনা করিতে বলা হইয়াছে। বিষ্ণুসংহিতায় মধুপর্ক (৫১, ৬৪, ৬৫) ও শ্রাদ্ধে (৮০। ৮০) মহিষ ও গো মাংস প্রদান বিধি উক্ত আছে। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় মধুপর্কে বৃষ বধের বিধান (১। ১১০) রহিয়াছে। উশন সংহিতায় শ্রাদ্ধে বরাহ, মহিষ ও গোমাংসের (৩। ১৩৮-২৪১) বিধান রহিয়াছে। কাত্যায়ন সংহিতায় অশ্বমেধ ও গোমেধ যজ্ঞের বিধান রহিয়াছে। বৃহস্পতি সংহিতা অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রার্থনীয় বলিয়াছেন।

মন্বাদি বিংশ সংহিতার মধ্যে অধিকাংশ সংহিতা অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রশংসা, মধুপর্ক ও শ্রাদ্ধে গাভী ও বৃষ বধ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। নিত্য ভক্ষ্য মাংস মধ্যে মনু গোমাংসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন,—

তন্ত্রসার গ্রন্থে লিখিত আছে,—

গো, মেষ, অশ্ব, মহিষ, গোধা, ছাগ, উষ্ট্র ও মৃগ দেবতার প্রিয় বলিয়া এই অষ্ট মাংসকে মহামাংস কহে।

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে আছে,—বিখ্যাত, সাংসী মধুরভাষী [চতুর্বেদজ্ঞ] পুত্র কামীর পক্ষে সতীক তরুণ বা বৃদ্ধ ষাঁড়ের মাংসের সহিত তণ্ডুল রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করা বিধেয়॥ ৬। ৪॥

এই পর্য্যন্ত যে সকল শাস্ত্র বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশ সত্যানুবাদ স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কৃত। বাকী ধর্ম্ম গ্রন্থগুলি দৃঢ় [illegible] শাস্ত্র ধর্ম্ম রক্ষণশীলগণ কর্ত্তৃক অনূদিত। যথা,—

১। বৃহদারণ্যক শ্রুতির বঙ্গানুবাদ [illegible]

রাজেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপূর্ণ চরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ।

২। মনু সংহিতার বঙ্গানুবাদ—স্বর্গীয় ভরত শিরোমণি, কাশীনাথ বিদ্যারত্ন ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত প্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন কর্ত্তৃক অনূদিত।

৩। ঊনবিংশ সংহিতার বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন,—মহামহোপাধ্যায় শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয়।

৪। মহাভারত—স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহের অর্থে - রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পাণ্ডিতগণের দ্বারা অনুদিত।

৫। রামায়ণ ও অষ্টাদশ পুরাণের বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, —মহামহোপাধ্যায় শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

কর্ত্তা বলে, 'ভাতে বিঙে বলে পটল!' আমাদের দেশের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের অবস্থা অনেকটা ঐরূপ। তাঁহারা অর্থের আশায় যখন শাস্ত্রের অনুবাদ করিয়াছেন, তখন মূল দেখিয়াই স্বীকার করিয়াছেন, —শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাস দেব প্রভৃতি গোমাংস ভক্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু সেই কথা বলিলে এই অনুবাদকের দলই এখন 'পটল' বলিয়া চিৎকার করিয়া থাকেন। যেন বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধ যুগের শেষ পর্য্যন্ত বেদপন্থী সমাজ গোমাংস ভক্ষণ করিয়া গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছেন! এবং পরাজিত বৌদ্ধগণের সহিত ব্রাহ্মণগণের চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হওয়ার পর হইতে গাভীকে মাতা ও বৃষকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া এবং গোজাতির মূত্র, পুরিষ সেবন করিয়া হিন্দুগণ যেন পরম ধার্ম্মিক বনিয়াছে! ভারতের প্রাচীন ভারত যে গোমাংস ভক্ষণ করিত তাহা স্বীকার করিলেই হিন্দুধর্ম্ম নিশ্চয়ই রসাতলে যাইবে এমন ভাবই রক্ষণশীলগণ পোষণ করিতেছেন দেখিয়া নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেরই মনে হইবে—ভাজিবার সময় যাঁহারা দ্বিধাশূন্য হইয়া ঝিঙ্গা ভাজিয়া গেলেন, পরিবেশনের সময় সেই সকল মহামহোপাধ্যায় 'পটল' বলিয়া হুঙ্কার ছাড়েন কেন?

কেন যে রক্ষণশীলগণ এমন 'দুমুখো' হইয়াছেন, আগামী বারে তাহারই আলোচনা করা যাইবে।

মঞ্চ ও পর্দ্দা

ভারতলক্ষ্মী পিকচার্স

এদের প্রথম বাংলা সবাক চিত্র চাঁদ সদাগর কবে এবং কোথায় আত্মপ্রকাশ করবে এখনো অনুমান ছাড়া নিশ্চয় করে বলা যায় না। কারণ, কর্ত্তৃপক্ষরা নিজেরা একটা ঠিক করলেও সংবাদ কে এখনো প্রকাশিত হ'তে দিচ্ছেন না। হিন্দি রামায়ণের সুটিং-এর জন্য এরা সম্প্রতি পুরী গিয়েছিলেন। সেখানে পুরীর রাজার আনুকূল্য লাভ করে সে কাজ শেষ করে ফিরেছেন।

নিউ থিয়েটার্স

পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়ার রূপলেখা সম্ভব এতদিনে শেষ হয়েছে। এবং খুব সম্ভবতঃ এ ছবি খানি প্রথম প্রদর্শিত হবে। ইহুদি কা লেড়কী অসামান্য সাফল্য লাভ করেছে। এই ছবি খানি এখন নিউ সিনেমায় প্রদর্শিত হচ্ছে, এবং এই শনিবারে সপ্তম সপ্তাহে পদার্পন করল। পরিচালক প্রেমাঙ্কুর বাবু এবার সত্যই যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে যশোমাল্য লাভ করেছেন। ছবি সাহিত্যিক, আমরা সে হিসাবেও আমরা আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।

চিত্র ছায়া

কবে যে এই নবনির্ম্মিত প্রেক্ষাগৃহটির দর্শক সাধারণের জন্য উদ্বোধন হবে এখনো আমরা জানি না। সম্ভবতঃ কর্ত্তৃপক্ষ কোনো শুভ দিনের প্রতিক্ষায় আছেন। তা যদি হয়, দোল পূর্ণিমা আসন্ন। সে দিনে প্রথম উদ্বোধন হওয়া অসম্ভব নয়। আমরা কর্ত্তৃপক্ষের সাফল্য কামনা করি।

ইষ্টইণ্ডিয়া ফিল্ম

কোটি কোটি অর্থের অধিকারী এই মালিকের নিকট বাংলা ছবি অনেক কিছু আশা রাখে। কিন্তু, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এরা মাত্র দুখানি বাংলা ছবি তুলেছেন। তার অনুপাতে হিন্দি ও উর্দ্দু ছবি এরা অনেক গুলিই তুলেছেন। দেবকী বসুর হিন্দি সীতা শেষ হলে এরা তাঁকেই এখানে অন্য বাংলা ছবির কাজে নিয়োগ করিতে পারেন। আমরা বাস্তবিক সুখী হব যদি দেবকী বাবুর দ্বারা কর্ত্তৃপক্ষ বাংলা ছবি তোলার ব্যবস্থা করেন। আমরা আশা করি, কর্ত্তৃপক্ষ আমাদের কথা বিবেচনা করে দেখবেন।

মণি বর্দ্ধনের নৃত্য

বিধ্বস্ত উত্তর বিহারের সাহায্য কল্পে গত মঙ্গলবার রঙমহল রঙ্গমঞ্চে ইণ্ডিয়া রিলিফ এডুকেশন সোসাইটি শ্রীযুক্ত মণি বর্দ্ধনের নৃত্যের আয়োজন করেছিলেন। এর সঙ্গে মিস্ গাবী হিলও নৃত্য প্রদর্শন করেছিলেন। মধ্যে মধ্যে গান ও যন্ত্র সঙ্গীতের ব্যবস্থা ছিল। লোক সমাগম ভালই হয়েছিল। আমরা এখনো জানতে পারিনি কত অর্থ এই দিনে সংগৃহীত হয়েছে।

রঙমহল

এখনো মহানিশার দিন দর্শকদের সমান ভিড় চলেছে। বহু দিন এইরূপ, আর কোন নাটক জমে নি। কর্ত্তৃপক্ষ বাস্তবিক সেজন্য গর্ব্ব অনুভব করতে পারেন।

বাধা ফিল্ম

শোনা যাচ্ছে এদের বাংলা সবাক শচী দুলাল আগামী মাসে আত্মপ্রকাশ করবে। পরিচালক জ্যোতিষ ব্যানার্জ্জীর নাগানা শীঘ্রই মুক্তি লাভ করবে। মিঃ ব্যানার্জ্জী এইবার দক্ষ যক্ষে হাত দেবেন। হিন্দি ও বাংলা দুই ভাষায় এই ছবি গৃহীত হব।

পাইওনীয়ার ফিল্ম

এদের পরবর্ত্তী প্রচেষ্টা শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর 'মা' নাটকের চিত্ররূপ দেওয়া সম্বন্ধে নানা গুজব শোনা যাচ্ছে। এখন শুনছি, রঙমহলের শ্রীযুক্ত সতু সেন নাকি পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছেন, এর পূর্ব্বে শোনা গিয়েছিল কবি কাজী নজরুল ইসলাম কোনো বন্ধুর সহযোগীতায় পরিচালনা করবেন। পরিচালনা যিনিই করুন ছবি ভাল হলে সাধারণে সাদরে গ্রহণ করবে, এবং ব্যবসায়ের দিক দিয়েও সাফল্য লাভ ঘটে।

Reg No. C 4050

সম্পাদক – শ্রীজ্ঞানদা চরণ দাস।

Printed and Published by J. C. Das, at the Chitra Press 124|1 Maniktala Street Calcutta.

PHONE B.B. 8450 — March 2, 1934

আজ-কাল

৩য় বর্ষ ৩৬শ সংখ্যা। | শনিবার ১৮ই ফাল্গুন ১৩৪০। ৩রা মার্চ ১৯৩৪ | নগদ মূল্য দুই পয়সা।

Single Copy 6 pies — Annual Subscription Rs. 2/—

জামালপুরের ফৌজদারী কোর্টের দুরবস্থা ; খোলা মাঠে এখন কোর্ট বসিতেছে

মজঃফরপুরের ধ্বংসাবশেষের একটি দৃশ্য

আজ-কালের নিয়মাবলী

১। আজ-কাল প্রতি শুক্রবার প্রাতে কলিকাতায় প্রকাশিত হয়।

২। সহরে ও মফঃস্বলে প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা, বার্ষিক সডক দুই টাকা মাত্র।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়। কোনো প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে সম্পাদক কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহেন। ডাক টিকিট দেওয়া থাকিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয়। ৩ মাসের বেশী কোনো অমনোনীত প্রবন্ধ পড়িয়া থাকিলে যদি হারাইয়া যায় সম্পাদক দায়ী নহেন।

৪। টাকা কড়ি প্রভৃতি ম্যানেজার আজ-কাল, ১২৪।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।

আজ কাল
১২৪।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ফোন বি, বি, ৩৪৫০

সূচীপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা

৩য় বর্ষ] শনিবার, ১৯শে ফাল্গুন ১৩৭০ সাল ৩রা মার্চ্চ ১৯৬৪ [৩৬শ সংখ্যা।

কে মেয়র হইবে ?

—০—

মার্চ্চ পড়িল, এপ্রিল আসিতেছে। মেয়র ইলেকশনের সময় আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমাদের মত যাহারা ঘরের খবর রাখে না তাহাদের জানিবার কোন উপায় নাই—সেখানে কি ঘটিতেছে, কাহার ভাগ্যে এক দণ্ডে বৃহস্পতি নাচিতে সুরু করিয়াছে, কাহাদের-বা সুনিদ্রার ব্যাঘাত এখন হইতে জন্মাইয়াছে।

করদাতাদের পছন্দ অপছন্দ করিবার এখন নাই, তাঁহারা যাহাদের মনোনীত করিয়া পাঠাইয়াছেন তাঁহাদেরই উপর এখন এই মেয়র মনোনয়ন নির্ভর করিতেছে। আবার কাউন্সিলরদেরও ব্যক্তিগত বা তাহাদের পার্টীর মনোভাব কার্য্যকরী হইবে না, কর্ত্তাদের ভিতর হইতে যেমন দড়ি টানাটানি চলিবে তেমনি তাঁহারা করিবেন।

আমাদেরও সাধারণের তরফ হইতে বলিবার ভরসা হইবার কথা নয়। গবর্ণমেণ্টের যদি প্রেস-অর্ডিন্যান্স থাকিতে পারে, কাগজ-কর্ত্তাদের তেমনি বিজ্ঞাপন-অর্ডিন্যান্স থাকিবে না কেন? তবুও কেহ নিশ্বাস করে, কারণ এ ব্যাপারে কি, ভুক্তভোগী ছাড়া কে বুঝিবে।

গত বৎসর গুপ্ত পার্টি অন্দরে দাঁড়াইয়াছিলেন যে, কর্পোরেশনে ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের ছায়াও তাঁহারা [illegible] দিবে, অতএব তিনি সরিয়া গেলে দুই পক্ষ মিলিতে পারে।

ডাক্তার রায় আর যাই হোন্ নির্ভীক, বেপরোয়া লোক, এবং ইহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ক্ষুদ্রতা এবং হীন চক্রান্ত তুচ্ছ করিবার মতো শক্তি ধরে। ইহারা যদি তাঁহাকে অ-কুলীন করিয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি সেই অকুলীন চিরজীবন থাকিতে বাধ্য। এইখানে কথা উঠে, পোলিটিক্যাল কুলীনের সংজ্ঞা কি? কি গুণ থাকিলে বা এই 'কুলীন' হওয়া যায় [illegible] একটা পরিভাষা আমরা দিতে পারিতাম, কিন্তু বন্ধুরা লাঠি তাড়া করিয়া আসিবেন।

আচ্ছা, ডাক্তার রায় গত বৎসর সরিয়া দাঁড়াইয়া কি উভয়পক্ষের সাক্ষাৎকারের মিলন ঘটাইয়াছিলেন, না, তাহাতে তাঁহার দলের পক্ষে দুর্বলতা প্রকাশ পাইয়াছিল? এবং তাহাতে চটিয়া গিয়া অপর পক্ষের প্রস্তাব বা সমর্থন তাহারা মানিয়া লইয়াছিলেন?

সত্যাগ্রহের মানে এখানে তাহাদের হয় নাই, কোনোদিন হইবে না। কিন্তু defeatism-এর সুনিপুণ ব্যবহার তখন তাহারা করিয়াছিলেন হয়ত উপায় ছিল না বলিয়া। ইহাতে তাঁহাদের দলের গৌরব প্রকাশ পায় নাই। কিন্তু, ডাক্তার রায়ের গৌরব বাড়িয়াছিল।

আমরা জানি না, শ্রীযুক্ত সন্তোষ বসু এবং তাঁহাদের দল ডাক্তার রায়ের সাহসের কোনো মূল্য এতদিন দিয়াছেন কিনা এবং এখনো তাহা পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা করেন কিনা। অন্য পক্ষকে কিছু বলিবার নাই। পোলিটিক্যাল জাত রাখার বিধি নিষেধ গুলির সঙ্কলন করিয়া সাধারণের উপকার তাঁহারা করুন।

——

টিপ্পনী

—০—

ভূমিকম্পে বিহার বিধ্বস্ত হইয়াছে। তাহার জন্য কলিকাতার অনেক আলোক প্রাপ্ত ও প্রাপ্তা তরুণ তরুণী নাচিয়া গাহিয়া আনন্দ করিতেছেন।

*　　*　　*

থুড়ি, আনন্দ নয়—টাকা তুলিতেছেন আর্ত্তের সাহায্যের জন্য। দেশের কি শোচনীয় অবস্থা! লোকে অপরের দুঃখে দুঃখিত হইয়া কিছুই দিতে চায় না!

*　　*　　*

চতুর লোকেরা তাহাদিগকে "ভোগা" দিয়া টাকা আদায় করিয়া লইয়া দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করেন। কী পরহিতৈষণা বৃত্তি এই সকল নাচিয়ে গাহিয়ে লোকেদের!

*　　*　　*

যে সকল লোকের বাড়ীঘর পড়িয়াছে তাহাদের সাহায্য করা হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনিচ্ছুকদাতাগণের পরকালের কল্যাণ হইতেছে। একে বারে ডবল পুণ্য! এই সকল পুণ্যাত্মাবান আছে বলিয়াই দেশ এখনও একেবারে ডুবে নাই!

*　　*　　*

কিন্তু—কিন্তু লোকে যে আবার উল্টো কথাও বলে। ইহাদের জন্যই নাকি দেশ ডুবিতেছে। কি প্রয়োজন ছিল নৃত্যগীতের? বিহারের আর্ত্তত্রাণের জন্য কি অর্থ উঠিতেছে না? প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা দেড় মাসে উঠিয়াছে। ভারতের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে তাহা কি কম?

*　　*　　*

ইহারা "নাচিয়া কুঁদিয়া" একটু ফূর্ত্তি করিতে চান তাহার জন্য এক একটা মধ্যে মধ্যে সুযোগের দরকার নতুবা বিহার কেন ভারতবর্ষ ডুবিয়া গেলেও তাহাদের কোন দুঃখ নাই, যদি তাঁহাদের নিজেদের কোন অনিষ্ট না হয়। এই সকল লোকের অর্জ্জিত অর্থে দেশের এইটুকু উপকার যেন কেহ না করেন!

*　　*　　*

আবার সব বিজ্ঞাপনের বহর কি রকম ভদ্রঘরের মেয়েদের নাচ—গান নাট অভিনয়! এই বিজ্ঞাপন দিতে তাহাদের মুখ পুড়িল না? না পোড়ামুখ আর কতবার করিয়া পোড়ে? নিজের ঘরের মেয়েদের লাস্যলীলা দেখাইয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লজ্জা বোধ হয় না! জানেন না, কি শ্রেণীর লোক তাঁহাদের বিজ্ঞাপন দেখিয়া প্রমুগ্ধ হয় এবং কিসের তাড়নায় এই সকল অনুষ্ঠান দেখিতে তাহারা যায়?

*　　*　　*

ইহা অপেক্ষা লোকেদের সাহায্য না করাই বরং ভাল। নিজেদের, শুধু নিজেদের নয় যাহারা অভিনয় করে বা যাহারা অভিনয় দেখে উভয় শ্রেণীরই নৈতিক অবনতি করাইয়া দুইশত কি পাঁচ শত টাকা তোলা উচিত নয়। অনেকে অবশ্য মানসিক অবনতি বিশ্বাস করেন না—কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে নৈতিক অবনতির পশ্চাতে মানসিক অবনতি আছে—তাহার অস্তিত্ব বাতিরেকে কিছুই করিতে পারে না।

*　　*　　*

রাজনীতির সব ব্যাপারেই নাটকীয় ভাব থাকে। যুক্ত কমিটির রিপোর্ট বাহির হইবে। সুতরাং পূর্ব্ব হইতেই সব সাজাইয়া গোছাইয়া রাখিতে হইবে। তাই এখনই ভারতে ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষাকারীগণ চীৎকার সুরু করিয়াছেন। স্যার হেনরী পেজক্রফট একচোট চীৎকার করিলেন। তাঁহার পর লর্ড লয়েড উঠিয়াছেন - চীৎকার যে রাবণের চিতার মত সর্ব্বদাই শোনা যায়

*　　*　　*

ভারতের এই নিমকের চাকর তাহার স্বার্থের বিরুদ্ধে যাইয়া নিমকের মান রক্ষা করিতেছেন। স্বায়ত্ত শাসন হারাম—ভারতের তাহা সহ্য হইবে না। স্বায়ত্ত শাসন দিলেই সব গেল— আই. সি. এস গণ চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া সাগরে পাড়ি জমাইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে এত সাধের ভারত সাম্রাজ্য মুহূর্ত্তে নষ্ট হইয়া যাইবে।

*　　*　　*

ড্যাম মোর লর্ড ঠাউর—এ না হইলে আর কি ভারতে লাটগিরি করিয়া বাস করিতে পারিতেন? কিন্তু আই সি এস গণ যে ভারত ত্যাগ করিয়া যাইবে তাহা তিনি জানিলেন কি প্রকারে? তাহারা ভয় দেখাইতে পারেন কিন্তু ভারতে এরূপ সুখের চাকুরী ছাড়িয়া বিলাতের বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার মত বুদ্ধি তাহাদের কাহারও আছে কিনা সন্দেহ।

*　　*

আর যদিও চলিয়াই যায়—তবে কি ভারতবাসীগণ জলে পড়িবে বলিয়া লয়েড সাহেব মনে করেন? যদি তাই হয় তবে তাহা অপেক্ষা বড় কলঙ্ক আর ইংলণ্ডের হইতে পারে না। তাহারা যাহোক করিয়া চালাইতেও পারিবে এবং সুখেও থাকিবে। বরং খরচ কমিবে—তখন ত আর শ্বেতহস্তী পুষিতে হইবে না।

*　　*

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের অধিক দুর্গতির কারণ নির্ণয়ের জন্য তদন্ত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রতি প্রদেশে কমিটী করা হইতেছে। বাংলার কমিটির লোক নির্ব্বাচিত হইয়াছে। শীঘ্রই কমিটি কাজে নামিবে। কিন্তু ফল যাহা হইবে তাহা সকলেই জানে। তদন্ত কমিটি গুলির অবস্থা দেখিয়া তাহাদের উপর আর লোকের শ্রদ্ধা নাই।

———

ভারতীয় বজেট

—০—

'শেষ ভাল ত সব ভাল'—এই কথাটি ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজস্বসচিব স্যার জর্জ্জ ষ্টার যেমন বুঝিয়াছেন তেমন আর কেহই বুঝিতে পারেন নাই। শুধু হৃদয়ঙ্গম করা ও তদনুসারে তিনি কাজও করিতেছেন।

তাঁহার বজেটে চিরদিনই ঘটিত থাকিত বর্তমান বৎসরে তিনি ৪কোটী ২৯লক্ষ এবং আগামী বৎসরে তিনি ১কোটি ২৯লক্ষ বাড়তি দেখাইয়াছেন। সুতরাং কে বলিবে যে ভারতের আর্থিক অবস্থা মন্দ? ভারতবাসী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ—আশার আলো তিনি দেখাইয়াছেন—

হে স্যার সুষ্টার! জয় তব জয়!
কে আজি ফেলিবে অশ্রু, কে করিবে ভয়?
কোন অমানুষ তোমার বজেট হতে
না পাইবে বল?

কিন্তু ভারতে অমানুষের সংখ্যাই বোধ হয় বেশী; অনেকেই স্যার সুষ্টারের বর্ণিত ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে মায়া বা আশার ছলনা বলিতেছেন। ভারতবাসী যাহাতে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে তাহার জন্য তিনি যাহা নাই তাহাও দেখাইতেছেন—ইহাও সম্ভব, কারণ হিসাব অঙ্কের যাদুকর যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।

তাই বর্ত্তমান বৎসরে যেখানে ২কোটী ৫৯লক্ষ টাকা ঘাটতি হইত সেখানে তিনি ৪ কোটী ২৯ লক্ষ টাকা বাড়তি দেখাইলেন। এই বৎসরে বজেটে দেখাইয়াছিলেন যে ১২৪ কোটী ৩৫ লক্ষ টাকা আয় হইবে; ব্যয় হইবে ১১৭ কোটী ২২লক্ষ টাকা; ঋণ শোধ করা হইবে ৬কোটী ৮৮লক্ষ টাকার; বাড়তি থাকিবে ২৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু আর সেরূপ হইল না—কমিয়া ১১৯কোটী ৩১ লক্ষ টাকা হইল; ব্যয়ও কমান হইল—১১৫ কোটি ২ লক্ষ; বাকী রহিল ৪কোটী ২৯ লক্ষ টাকা। স্যার জর্জ্জ দেখিলেন ৬কোটী ৮৮ লক্ষ টাকা ঋণ শোধ বাবদ দিলে ত ঘাটতি দেখাইতে হয়। তাই বলিলেন এই বৎসর হইতে ৩কোটী টাকা করিয়া দেওয়া হইবে। সুতরাং তাহা দিয়া হাতে হাতে রহিল ১কোটী ২৯ লক্ষ।

এই টাকা তিনি বিহারের ভূমিকম্প পীড়িতদের সাহায্য বাবদ দান করিলেন। ইহার মধ্যে ৫লক্ষ টাকা আমদানী বাবদ, ১ কোটি মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড ইত্যাদিকে দেওয়া হইবে এবং বিহার গবর্ণমেণ্টের অফিস নির্ম্মাণের অর্দ্ধেক ব্যয় ভারত গবর্ণমেণ্ট দিবেন। ভূমিকম্প পীড়িত বিহারবাসীগণ ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট কোন সাহায্যই লাভ করিল না।

আগামী বৎসরের অবস্থা আরও মন্দ। বর্ত্তমান বৎসরে যাহা আয় হইয়াছে তাহা অপেক্ষা ২ কোটী টাকা আয় কম হইবে—ব্যয় হইবে বর্ত্তমান বৎসর অপেক্ষা ২ লক্ষ বেশী—বাড়তি থাকিবে ১ কোটী ২৯ লক্ষ। ঋণ পরিশোধের জন্য টাকা দিলে ঘাটতি পড়িবে—তাই তিনি নূতন ট্যাক্স স্থাপন করিলেন দেশী চিনি ও দেশী দিয়াশলাইএর উপর। এই নূতন করের উপর নির্ভর করিয়াই সত্যকার বাড়তি হইবে ১৬লক্ষ টাকা—তাহাও ঋণ পরিশোধের পরিমাণ কমাইয়া।

এই নূতন করে বাংলার একটু সুবিধা হইবে। দেশালাইএর উপর প্রতি গ্রোসে ২।০ আনা করিয়া কর ধার্য্য করা হইয়াছে। ইহাতে ভারত গবর্ণমেণ্টের নূতন আয়ের পন্থা হইল। এইবার তাঁহারা পাটের উপর যে কর লইয়া থাকেন তাহার অর্দ্ধেক অংশ পাট উৎপাদক প্রদেশকে ফেরৎ দিবেন। ইহাতে বাংলা পাইবে ১ কোটী ৩১ লক্ষ টাকা, বিহার ১২॥ লক্ষ টাকা এবং আসাম ৯॥ লক্ষ টাকা। বাংলার সুবিধা হইল বটে—কিন্তু তাহাও সমগ্রভারতের ক্ষতি করিয়া—অবশ্য বাংলার ক্ষতিও কম নয় কারণ দেশালাই এদেশেই বোধ হয় সকল স্থান অপেক্ষা বেশী ব্যবহৃত হয়।

দেশী চিনির উপরে ধার্য্য হইল প্রতি হন্দরে ১৷৹ করিয়া—তাহার মধ্যে এক আনা করিয়া প্রদেশদের ভিতরে সমবায় সমিতি স্থাপনের জন্য ব্যয় করা হইবে। সিগারেটের উপর কর হ্রাস করিয়া প্রতি হাজারে ৫৷৶৹ আনা করা হইয়াছে। রপ্তানীর চামড়ার উপর শুল্ক তুলিয়া দেওয়া হইল। তামাকের উপর কর কিছু বৃদ্ধি করা হইয়াছে। রৌপ্য আমদানীর উপর শুল্ক ছিল প্রতি আউন্সে ।৶১০; তাহা কমাইয়া ।৴৹ আনা করা হইয়াছে। চিনি ও দেশালাই এর উপর যে নূতন কর বসান হইল তাহা ১লা এপ্রিল হইতে দিতে হইবে।

পোষ্টাফিসের রেট কিছু অদল বদল হইল। আধ তোলার খাম এক আনার টিকিট যাইবে—২॥ তোলা পর্য্যন্ত পাঁচ পয়সা। পোষ্টাফিসে খামের দাম এক পাই কমিয়াছে। কিন্তু ৫ তোলা পর্য্যন্ত বুক পোষ্ট করিতে এখন লাগে দুই পয়সা—এখন হইতে লাগিবে তিন পয়সা করিয়া। সাধারণ টেলিগ্রামে ৷৶৹ আনার স্থলে ॥৴৹—কথার সংখ্যা ৮। আর্জ্জেন্ট টেলিগ্রাম ১॥৶ আনার স্থলে ১৷৶। অতিরিক্ত কথার জন্য বর্ত্তমান রেটই বাহাল থাকিবে।

মোটামুটি এই হইল আগামী বৎসরের বজেট। ইহাকে এক রাজস্ব সচিব ভিন্ন আর কেহই বিশেষ প্রশংসা করিতে পারিবে না। ভারতবাসীর কর প্রদানের ক্ষমতা শেষ সীমায় উঠিয়াছে—ইহার উপর নূতন কর স্থাপন কতটা সমীচীন হইল তাহা বিবেচ্য। তবে বোঝার উপর শাকের আঁটি—সুতরাং দুঃখ করিবার কিছু নাই।

কর্পোরেশন প্রসঙ্গ

— ভবঘুরে —

—০—

বঙ্কিমচন্দ্রের আমলে নিজের স্ত্রীই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী বলিয়া আদর পাইত।

—

কিন্তু কালস্য কুটিলা গতিঃ—ধারণা বদলাইয়াছে। এখন আর নিজের স্ত্রী সৌন্দর্য্যের আধার নয়। সুন্দরী হইতেছে পরের স্ত্রী।

—

তা ত হইবারই কথা—গেঁয়ো যোগীর ভিক্ষা মিলে না। সুতরাং দুঃখ করিবার কিছু নাই। সে যে পুরাতন—নূতনের মোহ যে তাহাতে নাই।

—

কর্পোরেশনও ত জগতের মধ্যে। তাহার কর্ত্তা কাউন্সিলরগণও ত এ ধরনেরই লোক। তাঁহারা যদি নিজেদের কর্ম্মচারী অপেক্ষা নূতন লোককে আদর করেন তবে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে?

—

কিছু নাই। তবে তাহাদের ভাগ্য স্ত্রীলোকদের অপেক্ষা মন্দ—এইটুকু যা দুঃখের। একজনের স্ত্রী অপরের নিকট পরস্ত্রী! সুতরাং সকলেই নিজের স্বামীর নিকট না হোক অপরের স্বামীর নিকট হইতে প্রশংসা পাইতে পারেন।

—

কিন্তু মন্দভাগ্য কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীগণের! তাহাদের না আছে অপরের নিকট সমাদর—তাহারা কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীদের গালাগালি না দিয়া চা স্পর্শ করে না।

—

আদর-অনাদরের কথা উঠিয়াছে বজেট বিচার কমিটির কার্য্যে। বজেট সম্বন্ধে ত সকলেই এক একজন মহাপণ্ডিত। সকলেই লাগিয়াছেন ব্যয় হ্রাস করিতে! কিন্তু যেদিকে অগ্রসর হইলে সত্যই টাকা বাঁচে সেদিকে না চলিয়া অন্য পথে চলিয়াছেন। কেন? সে পথে চলিতে কি রাশ আজ্ঞা পান নাই? বড় বড় প্রতিবন্ধক বুঝি?

—

তাই ক্ষুদ্র কর্ম্মচারীদের মাথা খাইতে বসিয়াছেন। তাহারা স্থির করিয়াছেন যে ডিপার্টমেণ্ট হইতে প্রমোশান পাইলে কোন কর্ম্মচারীই তাহার পূর্ব্ব বেতনের একচতুর্থাংশের বেশী পাইবেন না অল্প পদের সর্ব্ব নিম্ন গ্রেডের মাহিনা পাইবেন—ইহার মধ্যে আবার বেশী কম তাহাই পাইবেন। অর্থাৎ খোদ কর্পোরেশনের কোলেই টানা হইয়াছে।

—

কিন্তু এই পদে যদি বাহিরের কোন লোক নিযুক্ত হন তিনি মাহিনার শতকরা ১৫ অংশ কম পাইবেন। দৃষ্টান্ত দিয়া না দেখাইলে এ বিষয়টী ঠিক বোঝা যাইবে না। ধরা যাক একজন ১০০৲ টাকায় কর্পোরেশনে চাকুরী করিতেছেন। তিনি ২০০৲ টাকা হইতে হইতে ৪০০৲ টাকার গ্রেডে উন্নীত হইলেন। এখন তিনি কত টাকা মাহিনা পাইবেন?

—

উক্ত গ্রেডের সর্ব্ব নিম্ন বেতন ২০০৲ টাকা। কিন্তু উক্ত কর্ম্মচারী পাইবেন মাত্র ১২৫৲ টাকা করিয়া। কারন ১০০৲র সহিত তাঁহার এক-চতুর্থাংশ যোগ দিলে ১২৫৲ টাকা হয় এবং তাহা ২০০৲ টাকা হইতে কম। সুতরাং যেটী বেশী কম—সেই বেতনই কর্পোরেশনের কর্ম্মচারী পাইবে।

কিন্তু এক্ষেত্রে যদি একজন বাহিরের লোক উক্ত পদে নিযুক্ত হন, তিনি মাসিক বেতন পাইবেন প্রথমেই ১৭০৲ টাকা অর্থাৎ ২০০৲ টাকা হইতে শতকরা ১৫৲ টাকা বাদ যাইবে। এখন এই দুইজনের বেতনের পার্থক্য ৪৫৲ টাকা। মাসে আজ কালের বাজারে ৪৫৲ টাকা কম নয়।

—

এখন এ পার্থক্যের কারন কি? যাঁহারা বহুদিন ধরিয়া প্রাণপণ খাটিয়া উপযুক্ততা দেখাইয়া পদোন্নতি পাইলেন তাঁহাদের বেতন হইল তাহাদের অপেক্ষা অনেক কম—যাঁহারা একেবারে আনকোরা নূতন। ইহা কি বাবুদের রসিকতা না ন্যায়-বিচার?

—

ব্যয় সংকোচ করিতে যদি হয় তাহা হইলে তাহার বহু পথ আছে। এই যে কলেজষ্ট্রীট মার্কেট রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতি বৎসর কর্পোরেশনের ৬৭,০০০৲ টাকা ক্ষতি হইতেছে তাহার কে কি করিয়াছেন? নূতন ব্লকটা উহার নির্ম্মিত হইলে এই ক্ষতি বাড়িবে কি কমিবে কেহ খবর রাখেন কি?

—

স্বয়ং চিফ একসিকিউটিভ অফিসার স্বীকার করিয়াছেন যে বাড়ীর ট্যাক্স বেশী অনাদায়ী থাকিবার কারণ আদায়কারীগণের শৈথিল্য। তাহাদের বেতন ব্যতীত যে ভাতা পাইত তাহার পায় নাই বলিয়া এই রূপ করিয়াছে। সুতরাং ভাতা দেওয়া হউক। কার্য্যে শৈথিল্য প্রদর্শনের জন্য পুরস্কার দান করা হইল! Inscratable are the ways of Corporation authorities কে কি বলিবে?

—

বিবিধ প্রসঙ্গ

—o—

বিহারে বাড়ী নির্ম্মাণ

ভূমিকম্পের পর এখন গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থাই বিহারের প্রধান বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোনও কোনও স্থানে জলকষ্ট হইয়াছে—তাহার প্রতিবিধানও আবশ্যক। রিলিফ কমিটি গুলি যথাসাধ্য কার্য্য করিতেছে কিন্তু এশুধু শারীরিক পরিশ্রম হইবে না—চাই বহু টাকা। এখন পাকা করিয়া ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করিতে সকলে নিষেধ করিতেছে—তাই সাময়িকভাবে কম খরচে বাড়ী নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। এইজন্য মেয়র ফণ্ড হইতে ১১০০ বাড়ী তৈয়ারী করিয়া দেওয়া হইতেছে—প্রতি বাড়ী করিতে ১০০৲ টাকা ব্যয় হইবে। ইহা ছাড়া ত্রিহুত বিভাগে এক হাজার টিউব ওয়েল নির্ম্মাণের জন্য ফণ্ড হইতে টাকা দেওয়া হইয়াছে।

কৃষকের দুর্গতি নিবারণ

আজকাল ডিক্টেটারের যুগ; বাংলা গবর্ণমেণ্টও সে প্রভাবের হাত হইতে মুক্তি পান নাই। একজনের হাতে ক্ষমতা গেলেই যেন যাদু মন্ত্রের ন্যায় সকল দুঃখ দূর হইয়া যাইবে। তাই বাংলা গবর্ণমেণ্ট কৃষকদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহাদের এক ভাগ্য নিয়ন্তা নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন—তাঁহার নাম Rural Development Commissioner—তিনি গ্রামের উন্নতির জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহাই করিবেন। নিযুক্ত ত হইয়াছেন—মোটা বেতনও পাইবেন কিন্তু কৃষকের দুঃখ দূর করিবার জন্য যে সকল উপায় আছে তাহা করিতে অর্থের প্রয়োজন—সে অর্থ তিনি কোথা হইতে পাইবেন? অর্থ না সংগ্রহ করিতে পারিলে কাহারও এতটুকু উপকার করিতে পারিবেন না। শুধু তাঁহাকে মোটা মাহিনা দিতে হইবে এবং তাহা বৃথা ব্যয় হইবে।

গ্রামে সৈন্যবাহিনী

গ্রামে গ্রামে সৈন্য লইয়া যাওয়া হইতেছে—ইহার উদ্দেশ্য হোম মেম্বারের মতে দুইটী—সৈন্যদের নিয়মানুবর্ত্তিতা ইত্যাদি দেখিয়া তাহাদের সম্বন্ধে ভাল ধারণা হইবে এবং গ্রামবাসীগণ বুঝিতে পারিবে যে রাজভক্ত প্রজার রক্ষণাবেক্ষণে গবর্ণমেণ্টের শক্তি কত। ইহার জন্য যে ব্যয় হয় তাহা গবর্ণমেণ্টই বহন করিয়া থাকেন। তাহা সত্ত্বেও গ্রামবাসীগণ সৈন্যদিগকে ভেট ইত্যাদি দেয়। এখন মেদিনীপুর গ্রামে গ্রামে সৈন্য চালনার সময় অনেক অভিযোগ শোনা গিয়াছিল যে এই সকল ব্যাপারে প্রজাদিগের নিকট হইতে জোর করিয়া চাঁদা আদায় করা হয়। কিন্তু হোম মেম্বার কাউন্সিলে বলিয়াছেন যে এরূপ কোন অভিযোগ গবর্ণমেণ্ট পান নাই। কিন্তু কাউন্সিলের সভ্যগণ পাইয়াছেন। সুতরাং এরূপ কোন গবর্ণমেণ্ট হইতে আদেশ দেওয়া উচিত যে সৈন্যগণকে ভেট বা পার্টি কেহ দিতে পারিবেন না। তাহা করিলে আর এরূপ অভিযোগের সম্ভাবনা থাকিবে না।

আলিপুর জেলে অনশন

আলীপুর জেলে ১৯জন শিক্ষিত ভদ্র যুবক তৃতীয় ক্লাসের কয়েদী—অনশনব্রত করিয়াছেন। তাঁহাদের দাবী খুব যে অন্যায় ঠিক তাহাও নূতন গবর্ণমেণ্টমেম্বার স্যার চারুচন্দ্র ঘোষ বলেন নাই। তবে তাঁহারা জেল কোড অনুসারে যাহা পাইতে পারেন না তাহাই অনেকগুলি চাহিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টও সে বিষয়ে বিবেচনা করিতে ততটা গররাজী নয় যদি তাঁহারা অনশন ত্যাগ করেন। কাউন্সিলে প্রশ্নের উত্তর স্যার চারু চন্দ্র ঘোষ যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে ইহাই মনে হয়। তাহা হইলে বাধিতেছে এক এক জায়গায়। কিন্তু সত্যই যদি গবর্ণমেণ্ট কিছু করিতে চান, তত্র কয়েদীদের জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা করিতে পারেন তবে বড় ভাল হয়।

বাংলা ও যুক্ত প্রদেশ

দেশের এরূপ দুরবস্থা সত্ত্বেও অন্যান্য প্রদেশ গুলিতে গবর্ণমেণ্টের আর্থিক অবস্থা বাংলা অপেক্ষা অনেক ভাল। বোম্বাই বজেটে প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা বাড়তি, যুক্তপ্রদেশের বাজেটে দেখা যাইতেছে যে বৎসরের শেষে প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকিবে। বাংলা শুধুই ডুবিয়া যায়—ঋণের অতলতলে। তিন বৎসরে প্রায় ৫ কোটী টাকা ঘাটতি—কেন এমন হয়? বোম্বাইয়ে না হয় তুলার বাজার চড়িয়াছে কিন্তু যুক্তপ্রদেশে ত কৃষকের অবস্থা বাংলার কৃষক অপেক্ষা ভাল নয়ই বরং মন্দ। যুক্তপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট খাজনাও মাপ দিয়াছেন অনেক। এ অবস্থায় বাংলার ঘাটতি হয় আর যুক্তপ্রদেশে হয় বাড়তি। লোকে যে বাংলা সরকারের রাজস্ব সচিবের নিন্দা করিবে তাঁহার বুদ্ধি বিবেচনা বা কর্ম্মক্ষমতার উপর লোকের আস্থা থাকিবে না। বাংলার আর্থিক দুরবস্থা দূর করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন। এ বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ হওয়া উচিত। এই ভাবে চলিলে বাংলা আর দুই বৎসরেই দেউলিয়া হইয়া পড়িবে।

পুতুল খেলা নয়

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

—০—

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

ব্রততী আমল দেয় না, তবু সুদেব আসে, ঠিক যেমন ভাবে এক মাস ধরে চলে আসছে তেমনি ভাবেই আসে। ব্রততীর ঔদাসীন্য নির্ব্বিকার অবহেলা, ও তার আপাতমধুর শ্লেষ বাণী সুদেবকে আরো মত্ত করে তোলে।

হাসনাহেনা ঝোপের পাশটিতে যেখানে লতানে গোলাপ গাছ কতক বা মাচায় কতক মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে, সেখানে একখানি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে ব্রততী। অদূর স্থিত টবে পোতা কি একটা বিলেতি ফুলের গন্ধে বিকেল বেলাকার সমস্ত সৌন্দর্য্যটা আবেশ আকুল হয়ে ওঠে। হাতের বই চোখের সামনে খুলে রাখে বটে, কিন্তু সে তা পড়তে পারে না।

ছড়ি ঘুরোতে ঘুরোতে সিগ্রেট মুখে কাছে এসে দাঁড়ায় সুদেব। চেয়ারের পিঠে ছড়িটা বাধিয়ে রেখে পকেট থেকে রেশমী রুমাল খানি বের করে প্রথমে মুখটা মুছে নেয়, তারপর একটু হেসে পাশের চেয়ার খানিতে বসে পড়ে।

সিগ্রেটের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে ব্রততীর নাকের কাছে উড়ে বেড়ায়; সে বলে—আপনি খেয়ে যে কি আমোদ পান তা' জানিনে, তবে সিগ্রেট খেতে গেলে যে গন্ধটা বেরোয় সেটা যে খুব উপাদেয় এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সুদেব বলে—আপনার artistic taste আছে বলতে হবে।

হেসে ব্রততী বলে—তা' না হলে আপনাকে আর এমন ভাবে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছি।

বই খানির দিকে দৃষ্টি দিয়ে সুদেব জিজ্ঞেস করে—ওটা কি? বুঝি ব্রাউনিং! বাস্তবিক আপনার মত সুন্দরীর হাতে ব্রাউনিং মানায় ভারী চমৎকার। ব্রাউনিং পড়েও যে কেন আপনি আমাকে বলছেন না—

Be a god and hold me
With a charm!
Be a man and fold me
With thine arm!

তাই ভেবে অবাক হয়ে যাই।

ব্রততী হেসে বলে—এটুকু যদি বলতে পারতুম, তবে ব্রাউনিং-এর ও-কবিতা'র আরো খানিকটা বলতুম—

Teach me only teach Love
As I ought
I will speak thy speech Love,
Think thy thought-
Meet, if thou require it,
Both demands,
Laying flesh and spirit
In thy hands

কিন্তু তা' হবার নয়, একেবারেই হ'বার নয়। কোন আশ্বাসও যদি আপনাকে দিতে পারতুম তা' হলেও না হয় ব্রাউনিং-এর কথায় বলতুম—that shall be to morrow not to-night.

আমি আপনাকে কোনও আশ্বাসই দিতে পারছিনে সুদেব বাবু। এখনো দিদির কাছে ফিরে যান। জীবনে শান্তি পাবেন সুখ পাবেন।

সুদেব ব্রততীর একখানি হাত চেপে ধরে'। বলে—আমি তোমাকেই চাই।

ম্লান-কণ্ঠে ব্রততী বলে—তা' পাবেন না।

সুদেব ব্যথিত স্বরে জিজ্ঞেস করে—কারণ?

ব্রততী সুদেবের হাত থেকে নিজের হাত মুক্ত ক'রে বলে—শরত বাবুর কিরণময়ী চরিত্রের পাশাপাশি উপেনের স্ত্রীর চরিত্রও রয়েছে।

সুদেব বলে ওঠে—কিন্তু তোমার ত' বিয়ে হয়নি সোমেশের সঙ্গে।

ব্রততী হেসে বলে—হোক ত' বটে।

সুদেব প্রশ্ন করে—এ কি রকম sentiment?

ব্রততী ব'লে যায়—এ sentiment আপনি পুরুষ হ'য়ে বুঝতে পারবেন না সুদেব বাবু। শাস্ত্রে বলেছে ত' জানেন স্ত্রী চরিত্র দুর্জ্জ্ঞেয়। বাস্তবিক তাই। স্ত্রী চরিত্র মেয়ে লোক ছাড়া কজনে বোঝে! আর আপনি ত' পুরুষ। লভ বা প্রেম বলতে আপনা'র যা বোঝেন, আমরা তা' বুঝিনে।

সুদেব জিজ্ঞেস করে তুমি এত পুরুষ বিদ্বেষী কেন?

ব্রততী ব'লে চলে—মোটেই নয়। বরং যদি কাউকে ভালোবাসি তা' পুরুষকেই বাসি। কোন মেয়েকে নয়। Love আপনাদের কাছে একটা খেলা। মাত্র slight degree pleasurble কিন্তু আমাদের কাছে love causes the whole world to shrivel into nothingness জিজ্ঞেস করতে পারেন, কেন এমন হয়? তার অনেক কারণ আছে। যদিও পুরুষ ও নারীর উভয়ের দেহই পঞ্চভূতে গড়া, যদিও তাদের আত্মা [illegible]

রহস্যের অবগুণ্ঠনে তাদের ভিতর এত বিভিন্নতা আছে যে তা' সব বলে বুঝিয়ে ওঠা যায় না। আপনাদের একটা স্পর্শ মাত্র হাতের ব্যাপার, একটা চুমু কেবল ঠোঁটের কসরৎ কিন্তু আমাদের তা' আত্মার আহুতি। দৈহিক ব্যাভিচারকে আপনারা অনায়াসে ভুলে যেতে পারেন কিন্তু আত্মার অনুভূতি জড়িয়ে থাকে আমাদের শিরা উপশিরায়, অস্থি মজ্জায়। আপনারা এক জনকে ছেড়ে অপর এক জনকে দিব্যি ভালো বাসতে পারেন, কিন্তু আমরা পড়ে থাকতে চাই চিরজীবন একজনকে নিয়ে। এই আমাদের natural instinct এর থেকেই উদ্ভূত সতীত্বের আইডিয়া। যে নারী এ ধাঁচের নয় তা'রা abnormal.

সুদেব তুড়িয়ে দেখে এ যুক্তি নেহাৎ উড়িয়ে দেবার নয়। বলে—কি করে জীবন কাটাতে চাও তুমি?

ব্রততী করুণ হাসি হেসে জবাব দেয়—ঠিক দশজন যে ভাবে জীবন কাটাচ্ছে। আমার sentiment এত superfine নয় যে ব্যর্থ প্রেমে দশ ছাড়া হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করবো। খাবোদাবো স্ফূর্তি করবো। হাসবো, নাচবো, গান গেয়ে বেড়াবো। খুব বেশ দুঃখ যদি কোন সময়ে বুকের নীচে পাশ বালিশ ঢুকিয়ে জানালা খুলে শুয়ে শুয়ে মেঘদূত পড়বো, আর রুমালে চোখ মুছবো। আমি হবো ঠিক যাকে বলে practo-romantic তাই। প্রেম আমার ব্যর্থ হয়ে গেছে ব'লে, জীবন মোটেই ব্যর্থ হয়ে যায়নি। তবে জীবন শূন্য হয়ে গেছে বলতে পারেন।

সুদেব বলে—কিন্তু তুমি এক'দিন মনের বহুত্বের কথা—

বাধা দিয়ে ব্রততী বলে—তা' এখনো বলছি। বিভিন্ন খেয়াল মানেই বহুত্ব। এ-ও আমার একটা খেয়াল যে জীবনে আর কাউকে ভালোবাসবো না।

সুদেব প্রশ্ন করে—কিছু দিন পরে তোমার খেয়াল বদলে গিয়ে ত, আবার কাউকে ভালোবাসতে পারো?

ব্রততী বলে—কিছু দিন পরে কি যে খেয়াল হবে তা' এখন মোটেই বলা যায় না। বর্ত্তমান মনের অবস্থা নিয়ে খুব বেশী ভাবেই বিচার করে দেখছি ভবিষ্যতে আমার পক্ষে আর কাউকে ভালোবাসা অসম্ভব। কাজেই আমার আশায় থেকে মিছি মিছি যৌবন করবেন মাটি। ভগবানের দেওয়া যৌবনের নিশ্চয়ই কোন অর্থ আছে, এবং তার সদ্ব্যবহার করা মানবত্বের ধর্ম। মমতাজের প্রেম না পেয়ে তার স্মৃতির সম্মান রাখতে শুকনো যমুনার পাড়ে তাজমহল গড়তে গেলে তা অষ্টম আশ্চর্য্য হবে না। আগ্রার লোক তাজমহল দেখতে ছুটে যাবে।

সুদেব বলে—তুমি প্রহেলিকা।

মুচকি হেসে ব্রততী বলে বলুন মরীচিকা।

সুদেব ছড়ি গাছ হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

ব্রততী বলে—আর বোধ হয় কোন দিন আমার কাছে আসছেন না!

সুদেব এক পা এগিয়ে জবাব দেয়—তা বলতে পারিনে।

ব্রততী কুণ্ঠিত হয়ে বলে—মাপ করবেন আমায় যে আপনার মনে কষ্ট দিলুম। পারেন যদি ত' মাঝে মাঝে বন্ধুত্বের দাবী নিয়ে আসবেন। আমার তরফ থেকে আদর অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি পাবেন না। লিলিকেও সঙ্গে করে আনবেন।

সুদেব বাগান থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে—তোমার কথা রাখতে চেষ্টা করবো।

* *

—ক্রমশঃ

গো জাতির সহিত ব্যবহারিক সম্পর্কের ক্রমঃ পরিবর্ত্তন সাধন

—স্বামী ভূমানন্দ—

০—

ঋগ্বেদের আর্য্যবর্ণ মহাভারতে ও পুরাণ বর্ণিত ক্ষত্রিয় বর্ণ এবং স্মৃতিশাস্ত্র বর্ণিত ব্রাহ্মণ বর্ণের সহিত গোজাতির যে 'খাদ্য খাদক' সম্বন্ধ ছিল, হিন্দু জাতির সহিত সে সম্পর্কের পরিবর্ত্তে কেমন করিয়া 'সেব্য সেবক' সম্পর্কে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

আর্য্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বর্ণের সহিত গোজাতির একমাত্র 'খাদ্য খাদক' সম্পর্ক হইয়াছিল, এমত' নহে। আর্য্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বর্ণ গাভীর সহিত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন সম্পর্ক স্থাপন করিয়া যে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত তাহা বেদ, মহাভারত, পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রে লিখিত রহিয়াছে :—

১। আর্য্যগণ গাভীর দুগ্ধ পান করিত। দুগ্ধ ও দধি হইতে ঘৃত বাহির করিয়া যজ্ঞে ও নিত্য আহারে ব্যবহার করিত।

২। আর্য্যগণ বলদের দ্বারা চাষ আবাদ করিত। বলদ সহায়ে শকট চালনা করিত। বলদের পৃষ্ঠে মাল চালান দিত।

৩। গোমেধ যজ্ঞে গোমাংস দ্বারা পুরোডাশ নির্ম্মিত হইয়া যজ্ঞে প্রদত্ত হইত। দৈনন্দিন আহারে, 'রোগীর পথ্য' হিসাবেও গোমাংস ব্যবহৃত হইত।

৪। বিশিষ্ট অতিথির আগমনে, বিবাহ উপলক্ষে মধুপর্কে গোবধ করতঃ বিশিষ্ট অতিথি ও জামাতার সৎকার করা হইত।

৫। গোচর্ম্ম দ্বারা রথ আচ্ছাদিত হইত। বিবাহ কালে রক্তবর্ণ গোচর্ম্মে কন্যাকে বসিতে হইত। গোচর্ম্মের থলিতে সোমরস, মধু, দধি প্রভৃতি রাখা হইত, কূপ হইতে গো চর্ম্মের ঢোলে জল তোলা হইত, গো চর্ম্ম দ্বারা পাদুকা নির্ম্মিত হইত।

৬। শ্রাদ্ধে গো মাংস প্রদত্ত হইলে পিতৃগণ বারোমাস তৃপ্ত থাকিতেন।

এই বৃষ ও গাভী মাংস ব্যবহারের কথা ঋগ্বেদে আছে, কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে আছে, ব্রাহ্মণ শাখাতে আছে, গৃহ্যসূত্রে আছে, বৃহদারণ্যক প্রভৃতিতে আছে, মহাভারতে আছে, রামায়ণে আছে, বিষ্ণুপুরাণে আছে, স্কন্দ পুরাণে ও অন্যান্য পুরাণে আছে, মন্বাদি স্মৃতি শাস্ত্রে আছে, তন্ত্রসার গ্রন্থে আছে, চিকিৎসা বিজ্ঞানে আছে, এমন কি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত নাটকে পর্য্যন্ত আছে।

এতেন মাংস যাহা দেব ও পিতৃ কার্য্যে আদৃত ছিল, নিত্য ভক্ষ্য রূপে ব্যবহৃত হইত, বিশিষ্ট অতিথির আগমনে যাহা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল, সেই পরম পবিত্র মাংসের প্রচলন কেমন করিয়া সমাজ হইতে একেবারে লোপ পাইয়া গেল এবং নানা উপপুরাণেও কেমন করিয়া লিখিত হইল, অশ্বমেধ যজ্ঞ, গোমেধ যজ্ঞ, সন্ন্যাস, শ্রাদ্ধে মাংস প্রদান দেবরের দ্বারা বিধবা ভ্রাতৃবধূতে পুত্রোৎপাদন—কলিতে এই পাঁচ প্রথা বর্জ্জন করিবে, ইহার হেতু হইয়াছিল,—বুদ্ধদেব প্রচারিত 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' বা জীব নাশ করিও না প্রমুখ-দশ-শিক্ষাবাদ।

বুদ্ধদেব স্বয়ং বৈদিক যজ্ঞে পশু হত্যা দেখিয়া ক্লেশ অনুভব করিয়াছেন, একথা বৌদ্ধ গ্রন্থে যেমন লিখিত আছে, গোস্বামী পাদ জয়দেব কৃত দশাবতারের স্তোত্রে বুদ্ধ সম্বন্ধে লিখিত শ্লোকেও সেই কথাই প্রকাশ আছে।

বৈদিক পশু যাগে প্রধানতঃ দুইটি পশুর উল্লেখই দৃষ্ট হইয়া থাকে।:—(১) অশ্ব, (২) গাভী ও বৃষ। অশ্বমেধ যজ্ঞ রাজা ভিন্ন অপরে করিতে পারে না। গোমেধ যজ্ঞ সহজসাধ্য ও সর্ব্বজন পক্ষে বিহিত। সুতরাং বুদ্ধদেব যখন বৈদিক পশু যাগ দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, সেই সকল যাগে যে গোমাংসই ব্যবহৃত হইয়াছিল ইহা বলাই বাহুল্য। বুদ্ধদেবের "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" মতবাদ প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে আর্য্যগণের এমন কোন দুরবস্থার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, যাহার জন্য বেদপন্থী সমাজ গাভী বা বৃষ ছাড়িয়া মেধ বা অজমেধ যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছিল। সুতরাং এ বিষয়ে যখন এমন কোন প্রমাণ দৃষ্ট হয় না, তখন কোন দুঃখে যে আর্য্যগণ গোমাংস ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা কেহ বলিতে পারেন কি?

ইতিহাস বলেন,—যেদিন হইতে আর্য্য রাজগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া একে একে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ বৌদ্ধধর্ম্মকে রাষ্ট্র ধর্ম্ম বলিয়া দাঁড় করাইয়াছিলেন, সে দিন হইতে বৌদ্ধ রাজ্য মধ্যে ধীরে ধীরে পশু যাগ বন্ধ হইতে লাগিল।

ইহার পরে বৌদ্ধ রাজগণ যতই প্রবল হইতে লাগিলেন, ততই বৈদিক ধর্ম্ম ও রীতি নীতি দেশ হইতে এক প্রকার লোপ পাইতে বসিল। এই ভাবে প্রায় ছয় শতাব্দী গত হইবার পরে কি বৌদ্ধ কি বেদপন্থী প্রায় সকলেরই সংস্কারে জীব হিংসা অবাধ যৌন সম্বন্ধ, মদ্য পান প্রভৃতি দোষাবহ—বিবেচিত হইতে থাকিল।

ইহার পরে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অবনতি আরম্ভ হইল। এই সময় ধীরে ধীরে আবার মাংসাহার বেদপন্থী সমাজে প্রচলিত হইতে আরম্ভ করিল এবং স্মার্ত্ত কর্ম্মের প্রচলনের অনেক পরে যখন শ্রাদ্ধ বলিয়া এক বিধি প্রবর্ত্তন করা হইল, তখন মহাভারত, বিষ্ণু পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ প্রমুখ অনেক পুরাণে মহিষ, বরাহ ও গোমাংস প্রদানের ব্যবস্থা নূতন করিয়া লিখিত হইল। সর্ব্বশেষ যখন বৌদ্ধগণের পতন ঘটিল, রাজশক্তি ব্রাহ্মণের পক্ষে দাঁড়াইয়া পরাজিত বৌদ্ধগণকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে এক প্রকার বাধ্য করিয়া তুলিল, তখন বৌদ্ধগণ গুটি কয়েক চুক্তি দিয়া জানাইয়াছিল, যদি ব্রাহ্মণগণ স্বীকৃত হন যে ভবিষ্যতে গোমেধ যজ্ঞ মধুপর্কে গাভীবধ, শ্রাদ্ধে মাংস প্রদান, অশ্বমেধ যজ্ঞ, নরমেধ যজ্ঞ, দেবরের দ্বারা সুতোৎপাদন প্রভৃতি ব্যবস্থাগুলির পুনঃ প্রচলন না করেন তাহা হইলে তাহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে আসিতে পারে। পক্ষান্তরে ব্রাহ্মণগণও জানাইল, সমুদ্রযাত্রা, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন, সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে যদি বৌদ্ধগণ বিরত থাকে তবেই তাঁহাদিগকে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মে স্থান দেওয়া সম্ভব হইবে।

অতঃপর উভয় পক্ষের সম্মতিতে যে চুক্তিনামা স্বাক্ষরিত হইল, তাহার স্থান বেদে হইল না, ব্রাহ্মণশাখায় হইল না, গৃহ্যসূত্রে হইল না, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি ইতিহাস হইল না, মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রে হইল না, পুরাণেও হইল না, হইল, স্থান কতক উপপুরাণ মধ্যে। সেই চুক্তিনামায় এইরূপ লিখিত আছে।—

সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলু বিধারণম্।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা ॥১৩॥
দেবরেণ সুতোৎপত্তি মধুপর্কে পশোর্বধঃ।
মাংস দানং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা ॥১৪॥
দত্তাক্ষতায়াঃ কন্যায়াঃ পুনর্দানং পরস্য চ।
দীর্ঘকালং ব্রহ্মচর্য্যং নরমেধাশ্বমেধকৌ ॥১৫॥
মহাপ্রস্থান গমনং গোমেধঞ্চ তথামখম্।
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুর্মনীষিণঃ ॥১৬
[বৃহন্নারদীয় [উপ] পুরাণ, ২২ অধ্যায়] ॥

যাঁহারা পরিবর্ত্তনের ইতিহাস জ্ঞাত নহেন, তাঁহারা উপরোক্ত উপপুরাণের বচন হইতে জানিতে পারিবেন, সমুদ্রযাত্রা, সন্ন্যাস, অসবর্ণ বিবাহ, দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপাদন, মধুপর্কে পশু (গাভী বা বৃষ) বধ, শ্রাদ্ধে মাংস দান, বানপ্রস্থাশ্রমে গমন, বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন, নরমেধ যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, মহাপ্রস্থান গমন, গোমেধ যজ্ঞ— এই সকল ধর্ম্ম, যাহা পূর্ব্বে সমাজে প্রচলিত ছিল, তাহাই মনীষিগণ কলিযুগে নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। অর্থাৎ বৌদ্ধ

ব্রাহ্মণ চুক্তির পরে উপরোক্ত কর্ম্ম সকল নিন্দনীয় হইয়াছে।

এই চুক্তিনামার পরে যাহাতে বৈদিক পশু যাগ ভারতে পুনঃ প্রবর্ত্তিত না হইতে পারে তাহার জন্য যে কয়েকটি মন্ত্র গরু সম্বন্ধে নূতন করিয়া বেদ, গৃহ্য সূত্র ও মহাভারত মধ্যে রক্ষিত হইল। নিম্নে তাহার নমুনা দেওয়া গেল।—

ঋগ্বেদে যে সকল প্রক্ষিপ্ত মন্ত্র রক্ষিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটি মন্ত্র বলিতেছি,—"যিনি রুদ্রগণের মাতা, বসুগণের দুহিতা, আদিত্যের ভগিনী, অমৃতের আবাস স্থান, হে জনগণ! সেই নির্দ্দোষ অদিতি গো দেবীকে হিংসা করিও না। এই কথা চেতন বিশিষ্ট জনগণকে বলিয়াছিলাম। ৮।১০১।১৫॥

যজ্ঞে গোমাংস প্রদানের কথা কেহ উত্থাপন করিলেই রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ 'মাতা রুদ্রাণাং' মন্ত্রটি আবৃত্তি করিয়া প্রমাণ করিতে ব্যস্ত হন যে গোমেধ যজ্ঞ কদাচ অনুষ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু এই ঋগ্বেদের মধ্যে যে শবর ঋষি বলিয়াছেন,—"গাভীগণ আপনার শরীর দেবতাদিগের যজ্ঞের জন্য দিয়া থাকেন" কিম্বা 'ত্বং না অসি নারবাণং নশা ভিরুক্ষভিঃ অষ্টপদীভিরাহুতং" প্রভৃতি যজ্ঞে গোমাংস প্রদান পক্ষে যতগুলি মন্ত্র ঋগ্বেদে আছে, তাহা এই শ্রেণীর শাস্ত্র বক্তাগণ বেমালুম গোপন করিয়া থাকেন।

মধুপর্কে গাভী, বৃষ বধের কথা হইলে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ আশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্রের একটি মন্ত্রকে বেমালুম চাপিয়া রাখিয়া অপর মন্ত্রটি বলিয়া সমাজকে প্রবোধ দিয়া থাকেন, মধুপর্কে গাভীবধ হইত না, গাভীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। যথা,—মা গা মনাগা মদিতিং বধিষ্ট, উৎসৃজ গামত্ত তৃণানি পিবতুদকম্ [নিরপরাধ অবধ্যা গাভীকে বধ করিও না; গাভীকে বন্ধন মুক্ত কর, সে ঘাস জল খাউক]। কিন্তু আশ্বলায়ন গৃহ্য সূত্রে যে রহিয়াছে,—নামাংসো মধুপর্কো ভবতি ভবতি বা মাংস ভিন্ন মধুপর্ক হইতে পারে না,— এই মন্ত্রটি রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ সাহস করিয়া উল্লেখ করেন না।

মহাভারতে দ্রৌপদীর মুখে যুধিষ্ঠিরের গোমেধ যজ্ঞের কথা (বনপর্ব্ব, ৩০ অধ্যায়) যেমন উক্ত হইয়াছে, তেমন ব্যাসদেবের (আদিপর্ব্ব, ৬৩ অধ্যায়) ও শ্রীকৃষ্ণকে মধুপর্কে গোমাংস দ্বারা আপ্যায়িত করা হইয়াছে, (উদ্যোগপর্ব্ব, ৮৮ অধ্যায়) তাহাও ব্যক্ত আছে। সর্ব্বোপরি রাজা রন্তিদেবের মহানসে ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য নিত্য দুই সহস্রাধিক গোহত্যার (বনপর্ব্ব, ২০৬ অধ্যায়) কথা যেমন লিখিত আছে, তেমন শ্রাদ্ধে গো মাংস প্রদান করিলে (অনুশাসন পর্ব্ব, ৮৮ অধ্যায়) পিতৃগণ বারম স তৃপ্ত থাকেন বলা হইয়াছে এই সকল কথা রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ চাপিয়া রাখিয়া মাত্র শুনাইয়া থাকেন,—মহাভারতে গাভীকে মাতা ও বৃষকে পিতা জ্ঞান করিতে বলা হইয়াছে।

রামায়ণে দেখা যায়,—শ্রীরামচন্দ্রকে মহর্ষি ভরদ্বাজ গো সাধন মধুপর্ক দ্বারা আপ্যায়িত করিয়াছিলেন ॥ অযোধ্যা কাণ্ড, চতুঃপঞ্চাশৎ সর্গ, ১৭ শ্লোক ॥

এই ভাবে যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থে বেদপন্থী সমাজের পক্ষে 'গোবধ বিহিত' বলিয়া লিখিত আছে, রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ সে সকল উক্তি বেমালুম অস্বীকার করিয়া সমগ্র বেদপন্থী সমাজকে গোমাতা ও বৃষ পিতা শুনাইয়া গাভী ও বৃষের উপর এমন এক অস্বাভাবিক 'ভক্তি' জাগাইয়া রাখিয়াছে যেখানে গোমাংসের কথা বলিলে, তাহার প্রাণ বাঁচান একপ্রকার দুঃসাধ্য হইয়া উঠে।

শুধু কি মাতা পিতা বলিয়াই রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণ চুপচাপ আছেন, এমত নহে। তাঁহারা গাভীর শরীরের প্রতি লোমকূপে এক একটি দেবতার স্থান আবিষ্কার করিয়া হিন্দু জাতিকে গাভী ও বৃষ পূজা করিতে উৎসাহী করিয়াছেন।

ধর্ম্ম, কর্ম্ম—বলিতে যাহা কিছু আনুষ্ঠানিক ব্যাপার বুঝাইয়া থাকে, তাহার মূলে রহিয়াছে শাস্ত্রের বচন বা পুরোহিতের শিক্ষা। এই শাস্ত্র বাক্য সহায়ে যে আর্য্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ বর্ণ একদা গো মাংসকে পরম পবিত্র মাংস জ্ঞান করিয়া সানন্দে ভোজন করিতেন, সহস্র বৎসর যাবৎ পুরোহিতের শিক্ষার প্রভাবে সেই আর্য্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ গণের বংশধর হিন্দুগণ ইদানীং গাভীকে মাতা ও বৃষকে পিতা জ্ঞান করিতে শিখিয়া ধন্য হইয়াছেন।

জগতে সকল রীতি নীতির পরিবর্ত্তনই এই ভাবে সাধিত হইতেছে। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

আজিও অকারণে

শ্রীক্ষেত্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ধ্যাবেলা আপন মনে গাইব ব'লে গান,
অনেক কেঁদে অনেক সেধে বেঁধেছি বীণাখান।
সহসা কে সে আধেক হেসে পশিল খুলে দোর
সকলি ভুলি তুলিয়া দিনু বীণাটি হাতে ও-র।
নাইরে মনে সে কোন্ সুরে গাইল যে কী গান।
অনেক সুখে অনেক দুখে উঠিলকাঁদি প্রাণ।
কখনো কাছে কখনো দূরে বাতাসে ভাসে সুর,—
ভরিয়া ওঠে ভুবন খানি, ভরে অন্তঃপুর।
আকাশে তারা ফুটিল শত সুরের আলো জ্বালি'
স্তব্ধ আমি চুপটি ক'রে রইনু চেয়ে খালি।
ক্ষণ যে কত হ'লরে গত পড়েনা মোটে মনে,
সে সুর শুধু বাজিছে বুকে আজিও অকারণে॥

বেসুরো আজ বাজল বীণা মনের কিনারায়

(সম্পূর্ণ একাঙ্ক নাটক)

শ্রী পাপিয়া বসু

—o—

সঞ্জয়
অজিত } পাত্র পাত্রী
অর্চ্চনা

স্থান- [বড় একটি জংসন ষ্টেশন। যমন বড়, দেখতেও ঠিক তেমনি সুন্দর। সুন্দর এই হিসাবে যে অন্যান্য ষ্টেশনে যে সব জিনিষ বড় একটা থাকেনা, তারই প্রাচুর্য্য এখানে একটু বেশী। যে কেউ এখানে আসুক না কেন, একটু সময় অন্ততঃ দাঁড়িয়ে থেকে ষ্টেশনটি ভাল করে দেখে যায়। এখানেই এর বিশেষত্ব। এখানে ওখানে ইতস্তত অবস্থিত ক'য়কটি বাগানের ভেতর সুন্দর সুন্দর ফুল ফু'টে রয়েছে। তারই মধুর গন্ধে চারিদিক আমোদিত। এদিকে সানটিং এঞ্জিন গুলোর ফোস ফোস শব্দ এবং মাঝে মাঝে এক একটা বিকট আর্ত্তনাদে সারা ষ্টেশনটি চমকিত হয়ে উঠছে ......বেলা প্রায় সাড়ে বারটার কাছাকাছি হবে। এমন সময় এক খানা ট্রেন ফোস ফোস শব্দে ষ্টেশনটি কাঁপিয়ে ঠিক তার মাঝ খানে এসে দাঁড়াল। লোকজন নামল অনেক, উঠলনা বড় কেউ। একটা কোলাহলে ভরে গেল সারা স্থানটা !

কিন্তু এসবে আমাদের প্রয়োজন নেই। আমাদের ঘটনার আরম্ভ হবে একটি ফার্ষ্ট ক্লাশ কামরার ভেতর। সেখানে বসে আছে একটি যুবক ও একটি যুবতী তাদের দেখলে মনে হবে, উভয়েই অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে বসে আছে। যুবকটি একটু বিমর্ষ, তাই মুখের চেহারাও তেমনি ফু'টে উঠেছে। যুবতী চিন্তিতা, সর্ব্বাঙ্গে তার একটা ক্লান্তি এবং অবসন্নতার ছাপ। চোখে মুখেও একটা বেদনার রেখা সুস্পষ্ট !]

সঞ্জয়—চল অর্চ্চনা নেমে ষ্টেশনটা একটু ঘুরে দেখে আসি। এখানে গাড়ী প্রায় দেড় ঘণ্টার মত ডিটেন করবে।

[অর্চনা কোন উত্তর দিলনা। নীরবে জানালার বাইরের পানে তাকিয়ে রইল।]

সঞ্জয়—[একটু চুপ থেকে] যাবে, চলনা ! অমনি দু'টো ফুল নিয়ে আসব, তোমার চুলের উপর মানাবে বেশ।

অর্চ্চনা— [জানালায় মুখ রেখেই নির্লিপ্ত ভাবে] না, এখন থাক !

সঞ্জয়—কেন, চলনা যাই ! ঘুরে একটু দেখে আসব। ভারী সুন্দর দেখতে, তুমি আর এখানে এসেছ কখন ?

অর্চ্চনা -না।

সঞ্জয়—কোন দিন না ?

অর্চ্চনা না, সুযোগ হয়নি।

সঞ্জয়—চল তাহ'লে দেখে আসিগে। দেখবে কি সুন্দর সুন্দর সব বাগান। কত রকম ফুল যে ফু'টে থাকে তার আর অন্ত নেই। তার ভেতরের ফোয়ারা গুলোই আসল দেখবার জিনিষ। চল, ওঠ' [হাত ধরে টেনে উঠে দাঁড়াল]

অর্চ্চনা— [বিরক্ত হয়ে] থাকনা এখন, ভাল লাগছে না।

সঞ্জয়—[একটু দুঃখিত হয়ে], কেন, কি হোল তোমার ?

অর্চ্চনা—কি হবে আবার ?

সঞ্জয়—নইলে—... .....

অর্চ্চনা—না, কিছুই হয়নি।

সঞ্জয়—তাহলে এভাবে বসে আছ কেন, এতটা বিমর্ষ ?

অর্চ্চনা—[নিজের রুক্ষ মেজাজে এতক্ষণে সে লজ্জিত হয়ে গেছে। তাই একটু ম্লান হেসে বললে] কোথায় দেখলে তুমি বিমর্ষ ? সত্যি আমার কিছু হয়নি। না হয় তুমিই যাও না একটু ঘুরে এসগে, ততক্ষণ আমি বসে থাকি। আমার সময় ফুল নিয়ে এস, চুলে আমার লাগিয়ে দেবে।

সঞ্জয়—[হতাশ ভাবে বসে পড়ল] নাঃ, তাহলে এখন থাক !

অর্চ্চনা—[অতিরিক্ত গরজ দেখিয়ে] কেন, যাও না তুমি। আমার জন্যে তোমার যাওয়া হবে না, এটা ভারী বিশ্রী দেখায়। তুমি যাও, আমার জন্যে ভেবনা, আমি ঠিক বসে থাকতে পারব।

সঞ্জয় না থাক এখন, একটু পরে দু'জনেই একত্র বেরুব।

অর্চ্চনা—[কপাল কুঁচকিয়ে] দু'জনে মানে আমাকে নিয়ে ?

সঞ্জয়—নইলে তৃতীয় ব্যক্তি এখানে আর কে আছে ? [মৃদু হাসল]

অর্চ্চনা—তা ঠিক, কিন্তু ....

সঞ্জয়—[চটকরে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে] কিন্তু ?

অর্চ্চনা—অর্থাৎ বলছি যে এ ষ্টেশনে নামা হয়ত আমার সম্ভব হবে না। অসুখ যদিও কিছু নেই, কিন্তু শরীরটা আমার ভয়ানক দুর্বল লাগছে। তার চেয়ে তুমি যাও, একটু বেড়িয়ে আস গে। আমার জন্যে অপেক্ষা করলে হয়ত শেষটা দেখা তোমার নাও হতে পারে।

সঞ্জয়—কেন নামতে কি তুমি পার না ?

অর্চনা—[মৃদু হেসে] পারি, কিন্তু নামব না, শরীরটা ভাল নেই !

সঞ্জয়—হুঃ ! [গম্ভীর ভাবে মুখ নত করলে]

অর্চনা [একটু চুপ থেকে খানিকটা কুটিল হাসি টেনে এনে] কি চুপ করে বসে রইলে কেন, যাবে না ?

সঞ্জয়—না, তার দরকার নেই, আমি অনেকবারই দেখেছি ! আমার জন্যে নয়, শুধু তোমাকেই দেখাতে চেয়েছিলাম।

অর্চনা—ওঃ ! [একটু থেমে] একথা আগে বললেই পারতে, অনর্থক এতক্ষণ আমায় বকালে !

সঞ্জয়—[হঠাৎ ফিরে তাকাল] বকালেম ?

অর্চনা—তা নয় কি ?

সঞ্জয়—মানে ?

[অর্চনা শুধু একটু হাসল, কোন উত্তর দিল না, কিছুক্ষণ নীরবে কাটল]

অর্চনা—তুমি কিন্তু নেমেই পারতে সঞ্জয়। ষ্টেশনটা যখন ভাল লেগেছে, তখন আরেকবার তোমার দেখা উচিত ছিল। আমি নেমুম না বলে রাগ করে যদি না নেম, তাহলে শেষটা হয়ত তোমার অনুতাপ করতে হবে, কি বল, ঠিক নয় ?

সঞ্জয়—তোমার উপর রাগ করেছি, কে বললে ?

অর্চনা—না, বলে নি কেউ, এশুধু অনুমান ! তোমার মুখ দেখে বুঝেছি ! আর রাগ যদি নাও করে থাক, ভয় করছ কিন্তু মনে মনে !

সঞ্জয়—[আশ্চর্য্য হয়ে] ভয় কি ? কিসের ? কার ?

অর্চনা—অজিতের। কিন্তু এ ভয় তোমার একেবারেই নিরর্থক ! সে এখন এখান থেকে নিরানব্বই মাইল দূরে রয়েছে।

সঞ্জয়—[অর্চনার আন্দাজ করবার অপূর্ব্ব শক্তি দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। কিন্তু কথা বললে স্বাভাবিক স্বরে] তার ভয় করছি আমি, কে বললে তোমার কাছে ? তাকে আমি ভয় করতে যাব কেন ?

অর্চনা—কেন যাবে তা জানিনে, কিন্তু করছ !

সঞ্জয়—না করিনি, তাকে ভয় করবার কোন কারণই আমার নেই ! তার চেয়ে কোন অংশে আমি ছোট নই ! কিন্তু আশ্চর্য্য হচ্ছি আমি তোমার কথা ভেবে ! তুমি আমাকে একটা অপদার্থ মনে কর ?

অর্চনা—না, তা করিনে ! [মুখে চোখে অত্যাধিক গাম্ভীর্য্য] কোনদিন করিও নি ! করলে হয়ত আজ তোমার সাথে আমার আসা হোত না। সেও নিরানব্বই মাইল পেছনে পড়ে থাকত এখন।

সঞ্জয়—[অর্চনার কথায় একটু উৎফুল্ল হয়ে] তবে এ কথা তুমি ভাবলে কেমন করে আমি ভয় করি ?

অর্চনা—সে তোমার মুখ দেখে বুঝেছিলাম।

সঞ্জয়—[হেসে] পাগল তুমি ! এমন কোন ভাবই আমার মুখে ফোটে নি।

অর্চনা [দৃঢ় স্বরে] পাগল হয়ত হতে পারি, কিন্তু যা বলেছি তা মিথ্যে নয় এতটুকু ! আমার চোখের দৃষ্টিকে এখনো আমি সম্পূর্ণ সুস্থ বলেই মনে করি। আর তোমার মুখের চেহারাও এখানে আমার চোখেই সুস্পষ্ট।

[একটা ভঙ্গি করে অর্চনা মুখ ফিরিয়ে নিল জানালার দিকে। কিন্তু সামান্য একটা কথার উত্তরে তার এ ভঙ্গিটা নেহাৎই বিসদৃশ ঠেকল সঞ্জয়ের কাছে। কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত সে কোন কথাই বললে না, বিমর্ষ ভাবে চুপ করে রইল।]

সঞ্জয় [তারপর নিজেকে ঠিক করে] অর্চনা একটা কথা হয়ত তুমি জান না ?

অর্চনা কি ?

সঞ্জয়—[চমকে উঠে] একি কাঁদছ তুমি ?

অর্চনা—(চোখ মুছে ফিরে তাকাল) না কাঁদি নি ! (এক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে) জান সঞ্জয়, আসার সময় অজিত কি বলল আমায় ? আমার হাত ধরে সে কেঁদে ফেলেছিল ! বললে, আজ আমি সত্যি সত্যি রিক্ত হলাম। এতদিন মনের কোণে শুধু যে আশাটুকু ছিল, আজ তাও গেল নিঃশেষে মুছে !

সঞ্জয়—(মনে মনে রিক্ত হয়ে) সে কথা ভেবে আর কি হবে অর্চনা ?

অর্চনা—কি হবে ? তুমি বলছ কি সঞ্জয় ? সেই যে আমার জীবনের সর্ব্ব শেষ পাথেয় !...তার সে কথাগুলো এখনো আমার কানে বাজছে, অর্চনা, শুধু একটি কথার জন্যে আজ আমি একান্ত নিরুপায়। জীবন নিয়ে যেখানে ছিনিমিনি খেলা, সেখানেও আমি মূক, স্থবির পঙ্গু। বাধা দেবার এতটুকু সামর্থ্য নেই ! নইলে শুধু একটি কথা পেলে তোমার, এ যাত্রাকে আমি অসম্ভব করে ফেলতাম, কিন্তু সময় নেই, আর যথেষ্ট সামর্থ্য থাকা সত্বেও তা থেকে আমি বঞ্চিত।

[সঞ্জয় মনে মনে ফুলে উঠতে লাগল]

অর্চনা—তারপর আমার আঙ্গুলগুলি আমার টেনে নিয়ে বললে, প্রাণের স্পন্দন তুমি একটুকুও অনুভব করতে পারলে না। কিন্তু যদি পারতে, বুঝতে তাহলে প্রতিটি স্পন্দনে আমার শুধু তোমার নামই ধ্বনিত হচ্ছে ! সেখানে আর কারুর স্থান নেই, শুধু তুমিই সব ! বুঝলে সঞ্জয়, ট্রেন ছেড়ে দিলেও সে থেকে যায় নি ! আসতে আসতে বললে, তোমার স্মৃতি নিয়েই আমি চিরদিন কাটিয়ে দেব ; তুমি শুধু আমাকে এতটুকু মনে রেখ ! এতদিন যা তোমায় মুখ ফুটে বলি নি, তাই আজ যাবার বেলায় প্রথম এবং শেষ জানিয়ে দিলুম !...তখন আর সময় ছিল না, বুঝলে সঞ্জয়, নইলে ট্রেন থেকে আমি ঝাঁপিয়ে পড়তুম। তার গলা জড়িয়ে শুধু এটুকুই জানিয়ে দিতুম, সেই আমার পক্ষে যথেষ্ট হোত, যে তাকেও আমি ভালবাসি। তার প্রাণের স্পন্দন প্রত্যেকটি আমি গুণে গুণে অনুভব করেছি, (আঁচলে মুখ ঢেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠল)

সঞ্জয়—(ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ দাউ দাউ করে জ্বলে গেল।) আমার সাথে আসা তোমার একেবারেই নিরর্থক তাহলে ?

অর্চ্চনা—(সামলিয়ে নিয়ে) রাগ কর না সঞ্জয়, আমি সে কথা বলিনি !

সঞ্জয়—এর চেয়েও স্পষ্ট করে আর কি ভাবে বলা যায় ?

অর্চ্চনা—সঞ্জয় ভুল বুঝ না তুমি ! সত্যি আমি তোমায় ভালবাসি ! কিন্তু সেই সঙ্গে একথাটিও আমি ভুলতে পারি নে, যে তাকেও আমি ভাল বাসতাম, তোমরা উভয়েই ছিলে আমার কাছে সমান কিন্তু তার সামর্থ কম, তাই আজ তোমার সাথে আমি এখানে ! (একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেল)

(সঞ্জয় নীরব। তার মন সে ঠিক পরিপাক করে নিতে পারছে না যে, এ কথাটায় অর্চ্চনা তাকে ব্যঙ্গ করল, না প্রশংসা করল, এইভাবে একটু সময় কেটে গেল)

অর্চ্চনা। তোমায় কথা দিয়ে ছিলাম কিন্তু তাকে তা দেই নি আমি। তাই জয়ী হলে তুমি, সে হোল পরাজিত, কিন্তু…

(হঠাৎ থেমে গেল। এ সময় সঞ্জয়ও কথাটাকে ঘুরিয়ে দিতে চাইল।)

সঞ্জয়। অর্চ্চনা চলনা এখন দেখে আসি বাগানগুলো।

অর্চ্চনা। (এতক্ষণে জানালার দিকে মুখ করে বসেছে) না।

সঞ্জয়। কেন ?

অর্চ্চনা। এমনি।

সঞ্জয়। তাহলে এসব কথা নিয়েই আলোচনা করতে ভাল লাগে বুঝি, যাতে আমি ব্যথা পাই ?

অর্চ্চনা—না, আর বলবনা ! [একটু সময় চুপ থেকে তার পর স্বগত] বাবা মার ইচ্ছাই শেষটা বড় হয়ে দাঁড়াল। যাকে চাইনি কোন দিন, কামনা করিনি, তারই সাথে চলতে হোল শেষ পর্য্যন্ত ! চেয়ে ছিলুম যাকে, সে পড়ে রইল দূরে, বহুদূরে, শুধু বুক-ভরা দীর্ঘশ্বাস পুঞ্জিভূত করে। [হঠাৎ মুখ তার বিকৃত হয়ে এল।]

[তারপর উভয়েই অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরব। এই প্রচণ্ড নিস্তব্ধতাকে ভেঙ্গে কিন্তু সাহস পেলেনা একটি কথা বলতে। এমন সময় পেছনের লাইনে আর একখানা গাড়ী এসে দাঁড়াল। এখানা থেকেও লোক জন নামল অনেক, উঠলনা বড় কেউ। ভীড়ের ভেতর কাউকেই ঠিকমত চেনা যায় না। উভয়েই জানালায় সেই দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ সামনের গাড়ীর দরজা থেকে (তাদের এখন পেছনে) ডাক শোনা গেল, অর্চ্চনা ! চমকে উভয়েই এক সঙ্গে পেছন ফিরে তাকাল। অজিত ততক্ষণে দরজা খুলে ভেতরে এসে ঢুকছে]

অর্চ্চনা—[চমকে একেবারে উঠে দাঁড়াল] অজিত !

সঞ্জয়—একি অজিত? [কপালটা কুঞ্চিত হয়ে এল]

অজিত—সঞ্জয়ের দিকে ফিরেও তাকাল না, অর্চ্চনার একেবারে পাশ ঘেষে বসল) খুব কি আশ্চর্য্য হয়েছ অর্চ্চনা ?

অর্চ্চনা—না আমি ঠিক এমনি একটা কিছুই আশা করছিলুম।

(ভেতর থেকে সে কেঁপে কেঁপে উঠছে। সে কি ভয়ে না আনন্দে ঠিক বোঝা যায় না)

অজিত। আশা করছিলে ? এ এক মন্দ কথা নয় ! কিন্তু আমার যে এ আশার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। শুধু পরের একটা ট্রেণ ছিল সেটাতেই উঠে পড়েছি। ভাবলাম আধ ঘণ্টার মধ্যেও যদি তোমার সঙ্গে দেখা হবে।

অর্চ্চনা। (একটা জোর নিশ্বাস সজোরে চেপে নিল) যদি না হোত ?

অজিত। হবেই আমি জানি, টাইম টেবল দেখে এসেছি। এ ট্রেণ আসবার পরও এটা এখানে আধ ঘণ্টার মত ডিটেন করে, (সঞ্জয়ের দিকে চেয়ে) কি সঞ্জয় তুমি যে চুপ করে তাকিয়ে আছ ? কিছু বলবে নাকি আমায় ? বলবে বল, আমি তার জন্যেও প্রস্তুত হয়ে এসেছি।

[সঞ্জয় অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে]

অজিত—তাহলে বলবে না বোঝা গেল। যাক……বুঝলে অর্চ্চনা ভেবেছিলাম একবার আসব কিনা ! অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বসে বসে চিন্তা করলুম। কিন্তু শেষটায় আর পারলুম না মনকে বেঁধে রাখতে ; আসতে বাধ্য হলুম। ধীরে ধীরে ট্রেন চলতে চলতে যখন অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন মুহুর্তের একটা ঘূর্ণিতে আমায় ফেলে দিতে চাইল যেন। কিন্তু সে বেগ সামলিয়ে নিলুম প্লাটফর্মের পোষ্টকে অবলম্বন করে। তারপর ওয়েটিং রুমে বসে অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করলুম, মনকে বোঝালুম, যা আমার নাগালের বাইরে, তার জন্যে কেন আমার এ আকুলতা ? কিন্তু মন বুঝলো না ট্রেন আনলে এখানে।

[অর্চ্চনার চোখ সিক্ত হয়ে গেছে]

অজিত একি, কাঁদছ অর্চ্চনা ? হ্যাঁ এটা স্বাভাবিক ! মানুষের দুঃখে মানুষের কান্না একটু আসে বই কি ; যদি সে নেহাৎ মনুষ্যাকার পশু না হয় ! [বলে কটাক্ষে একবার সঞ্জয়ের দিকে তাকিয়ে নিলে। কিন্তু তার মুখ তখনও অন্যদিকে] আর যদিও আসে, কিন্তু কোথায় তার বেদনা পুঞ্জিভূত তার খোঁজ সে করে দেখে না।

[অর্চ্চনা উদ্গত কান্না নত হয়ে চেপে নিলে]

অজিত— যাকে সারা অন্তর দিয়ে ভাল বেসেছিলাম। শুধু ছিলাম না আজও বাসি, সেই চলল আজ কোন দূর দেশে, যার নাম জানবার অধিকারও আমার নেই ! এমনিই বুঝি হয়, জগতের এই নিয়ম। ভাল বাসার প্রতিদান [illegible] (হঠাৎ থেমে গিয়ে তারপর) আজ আমার একটি একটি করে তোমার সাথে পরিচয়ের প্রতিটি দিনের কথা মনে পড়ছে ! কত সুখ দুঃখে না জড়িত সেই অতীতের ইতিহাস। ইতিহাস বই কি ! কে এতগুলো ঘটনার সম্মুখিন হয়েছে এবং এতটুকু বয়সে ? কিন্তু… না থাক, বৃথাই এ আক্ষেপ।

(এখন সে কি নিয়ে কথা আরম্ভ করবে ভেবে পেলে না। তাই হঠাৎ একটা সাধারণ মামুলী প্রশ্ন করে বসল)

অজিত—হ্যাঁ অর্চ্চনা, পথে কি কি দেখলে বলত ?

অর্চ্চনা—(অত্যন্ত মৃদুস্বরে) বিশেষ কিছু নয়, ভাল করে লক্ষ্য করিনি !

অজিত—করলেও যে বিশেষ কিছু দেখতে পেতে তা নয় ! হবে হ্যাঁ...হ্যাঁ...হ্যাঁ......

(কি বলবে সে ভেবেই পেল না। কিছুক্ষণ নীরবে কেটে গেল। কিন্তু এই নিস্তব্ধতা যেন সকাতে লাগল অজিতকে, অর্চ্চনার মনটা নত হতে হতে একেবারে অনেকটা নুয়ে গেছে। সঞ্জয় সত্যি যে জানালায় তাকিয়ে আছে ও আছেই, কিন্তু মুখের ভাব ক্রমেই গাঢ় থেকে গাঢ় হয়ে উঠছে। যেন ফেটে একেবারে চৌচির হয়ে পড়বে। হঠাৎ অজিতই আবার প্রথম কথা বললে)

অজিত—আচ্ছা অর্চ্চনা মনে রাখতে পারবে ত ? সেই সব দিন গুলোর কথা মনে পড়বে তোমায় ! সেই অনাবিল ভালবাসা, মধু মিলন ... (হঠাৎ কথা থেমে গেল সঞ্জয়ের চীৎকারে)

সঞ্জয়—(মুখ ফিরিয়ে রুক্ষ স্বরে) অজিত !

অজিত—(ওদিকে মাথা ফেরাল। ভ্রূ কুঁচকিয়ে) কেন ?

সঞ্জয়—ভদ্রতা রেখে কথা বলতে দোষ নেই আমার মনে হয়।

অজিত—(স্বাভাবিকস্বরে) না তা জানি ! (মাথা ফিরিয়ে নিল) অর্চ্চনা, পারবে আমায় মনে রাখতে ?

(অর্চ্চনা মাথা নত করে নিরুত্তর)

অজিত—(একটু থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) না পার, ভুলে যেও, আমি এতটুকু দুঃখিত হব না, কিম্বা দোষও দেবনা তোমায় ! কিন্তু আমার মনে চিরদিন তুমি অক্ষয় হয়ে থাকবে ! (চোখ দু'টি ঝাপসা হয়ে এল) কত সাধ, কত আশাই না ছিল বুকে ! ভবিষ্যতের শত সহস্র রঙিন জাল বুনে চলেছিলাম তোমাকে ঠিক পাশটিতে বসিয়ে ! কিন্তু কল্পনায়ই রয়ে গেল সব, এ জীবনে আর পূর্ণ হোল না !

সঞ্জয়—(চোখ রক্ত বর্ণ করে) অজিত, ভদ্রলোকের মত কথা তুমি বলবে কিনা আমি জানতে চাই ?

অজিত—(তাকে খেয়াল না করে) যেও একখানা পত্র দিও আমায়, তাতে লিখো তোমার যা ইচ্ছে ! সেই হয়ে থাকবে আমার বাকি জীবনের সান্ত্বনা ! তা নিয়েই সারা জীবন আমি কাটিয়ে দেব ! যদি পারো তাতে এঁকে দিও একটি চুম্বন, আর যদি ইচ্ছে হয় ফেলো এক ফোঁটা চোখের জল !

সঞ্জয়—(চীৎকার করে উঠল) অজিত !

অজিত—(অধৈর্য্য অথচ বিকৃত কণ্ঠে) আঃ, এতটা অধৈর্য্য হয়ো না সঞ্জয় ! সারা বুকটাকে ছিঁড়ে ফেলেও যদি তোমার সান্ত্বনা না হয়ে থাকে ; নাও তবে জোর করে বের করে দাও প্রাণটা ! তাতে হয়ত তোমার তৃপ্ত হবে !

সঞ্জয়—ননসেন্স্ ! (মুখ ফিরিয়ে নিলে)

অর্চ্চনা—আঃ রাখ না সঞ্জয়, ওকে বলতে দাও !

অজিত—না বলবার আর কিছুই নেই, সব বলাই ফুরিয়ে গেছে। আচ্ছা তাহলে যাই এখন, তোমাদের সময় হোল ! যার জন্য এসেছিলাম, তাত হোলই কিন্তু না থামাই হয়ত আমার পক্ষে উচিত ছিল !

অর্চ্চনা—(হঠাৎ মুখ তুললে। চোখ দু'টো লাল টুকটুকে) কেন ?

অজিত—কেন ? (কুটিল হাসি ফুটে উঠল মুখে) কেন, এটুকু অন্ততঃ তোমার বোঝা উচিত ছিল ! এই না এলে একই দুঃখকে আর দু'বার করে অনুভব করতে হোত না। কিন্তু তাও থাক ! না, তোমাদের সময় হয়ে গেছে। তাহলে এখন আমি যাই ; কিন্তু অর্চ্চনা...

অর্চ্চনা—(সাগ্রহে) কি, কি, অজিত ?

অজিত—(ইতস্তত করে) যদিও জানি তোমার উপর আর আমার কোন অধিকার নেই, সবই হারিয়ে বসেছি, তবু পূর্ব্বের সেই দাবীটুকু ছাড়তে পারছি না। কোন দিন যা থেকে আমায় বঞ্চিত কর নি, আজ কি একবার শেষ বারের জন্যে আমি তা পেতে পারি নে ?

সঞ্জয়—(আবার গর্জ্জন করে উঠল) অজিত তোমাকে আবার আমি ওয়ার্নিং দিচ্ছি ! ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করে যেও না।

অজিত—(তাকে খেয়ালই করলে না) অর্চ্চনা দেবে তোমার হাত দু'টি একবার শেষ বারের জন্যে আমার হাতে ?

অর্চ্চনা দু'হাটুতে মুখ গুঁজে উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠল)

অজিত—আচ্ছা, নাই দিলে, কেঁদ না ! সুখ দুঃখে ভরা এজীবন, শুধু সুখ কেউ পায় না ! যাবার সময় হাসি মুখে আমায় বিদায় দিয়ে যাও ! তোমার কাছে এই আমার শেষ চাওয়া !...সঞ্জয় বিদায়ের এ সন্ধি ক্ষণে মনে কিছু রেখনা ভাই। রাগের মাথায় খারাপই হয়ত কিছু বলেছি, দুঃখ কর না সেজন্যে ! এ আমার একান্ত অনুরোধ ! অর্চ্চনা বিদায়...বিদায়!...

(হাত দুটাকে উপরে উঠিয়ে একটা অদ্ভুৎ ভঙ্গি করে অজিত বেরিয়ে গেল। তার কণ্ঠ স্বরে এমন একটা সুর ধ্বনিত হয়ে উঠল যাতে করে মুহূর্ত্তের মধ্যে অর্চ্চনাকে একেবারে পাগল করে দিল। চকিতে সে পেছনের জানালা থেকে সামনের জানালায় এসে আছড়িয়ে পড়লে। মুখ গলিয়ে দিয়ে বিকৃত কণ্ঠে ডেকে উঠলে, অজিত ! অজিত ! কিন্তু অজিত তখন হু হু করে ছুটে চলেছে ফিরেও তাকাল না। শুধু দেখা গেল, পকেট থেকে রুমালটা বের করে সে মুখের উপর চেপে ধরলে। গাড়ী তখন ধীরে ধীরে চলতে সুরু করেছে !

যবনিকা

মহিলা জগৎ

—o—

নারীর মাতৃত্ব

বিজ্ঞানাচার্য্য এডিশনের পত্নীকে একজন কিশোরী মহিলা প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—আপনি তো একজন মস্ত প্রতিভাধরের পত্নী! আপনি বলিতে পারেন খুব যাঁরা চিন্তাশীল, অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ তাঁরা স্ত্রীর কোন্ গুণে মুগ্ধ থাকেন। অনেকে বোধ হয় জানেন, প্রেসিডেন্টের পত্নী, এডিশনের পত্নীও স্বামীর প্রাণতম প্রিয়তমা—হৃদয়ের অর্দ্ধাংশ স্বরূপিণী।

এ কথার উত্তরে এডিশনপত্নী বলেন আমার স্বামী বলেন, মানুষকে বড় বা ছোট করে তার স্ত্রী। উদার চেতা কোনো পুরুষকে দেখিলে বুঝিবে তাঁর স্ত্রী মহিমাময়ী—ক্ষুদ্রচেতা স্বামীর স্ত্রী উদারচেতা হয় না। এটা সাধারণ নিয়ম এ নিয়মের ব্যতিক্রমও ভূরি ভূরি দেখিতে পাই।

এডিশন পত্নী বলেন, পুরুষ প্রায় যৌবনেই বিবাহ করে—যখনও শক্তি বা চিন্তা শক্তি পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে। কাজেই তারে বড় বা ছোট করিবার মূলে স্ত্রীর প্রভাব সামান্য নয়। A woman can make or break man. কোনো স্ত্রী স্বামীকে ভাঙ্গিয়া গড়ে; কোনো স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে একযোগে বড় বা ছোট হয়।

তবু প্রশ্ন যখন উঠিয়াছে, তখন এ ব্যাপারের সম্পূর্ণ আলোচনা প্রয়োজন আছে। এই প্রসঙ্গে এডিশন পত্নী বলিয়াছেন: নারী জীবনের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত—স্ত্রী ও মাতা এ দুই ভাবে আপনাকে ফুটাইয়া তোলা। গৃহ হইবে নারীর প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র—এই গৃহ সৃষ্টি ও স্থিতি—এই দুই বিষয়ে তার কৃতিত্ব হইবে অসাধারণ। A woman should be both creative and executive in her home. গৃহের মধ্যে নারীই হইবে পালনকর্ত্রী শাসনকর্ত্রী গৃহের সৌন্দর্য্য ও শৃঙ্খলা-সম্পাদনে তাঁর মতই সকলে শিরোধার্য্য করিবে—এ জন্য এ-সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ও রুচি যথোপযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

পারিবারিক জীবনের কেন্দ্র হইবে গৃহ সংসার, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক—বিবিধ উৎকর্ষ লাভের সাধন ক্ষেত্র। এইখানে বিরাজ করিবে আরাম, শান্তি, শক্তির উৎস। এই গৃহ, সংসার ভুক্ত প্রত্যেক প্রাণী যেন স্বার্থ লইয়া বাদাবিসম্বাদ না তোলে—(এখানে শৃঙ্খলা ও সুর (harmony) বিরাজ করা চাই এ সবের নিয়ন্ত্রী হইবেন নারী, গৃহিণী।

গৃহ সংসারে যদি বিরোধ বা বিশৃঙ্খলা ঘটে তো সেজন্য দায়ী গৃহের গৃহিণী। এই শৃঙ্খলা সুসম্পন্ন করিতে হইলে ছোট খাট স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া নারী চেষ্টা করিবে স্ত্রী হিসাবে ও সন্তানের জননী হিসাবে সেবা ও মাতৃভাব সাধন-মগ্ন হইতে।

বহু গৃহে স্বামী স্ত্রীর জীবনে ব্যবধান গড়িয়া উঠে, তার কারণ স্বামীর বিষয়কর্ম্ম সম্বন্ধে স্ত্রীর ঔদাসীন্য,—পরস্পরের মনের যোগ থাকে না তাই।

এডিশন পত্নী গৃহ সংসারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য শৃঙ্খলা বিধানের পর সমগ্র মন নিয়োগ করেন স্বামীর বিজ্ঞান চর্চ্চায়—বৈজ্ঞানিক হিসাবে নয়—কিসের সন্ধানে কোন সত্য আবিষ্কারে স্বামী ধ্যানময়, সাগ্রহে তাহা জানিতে কুতূহলী থাকেন। I follow the scientific work of my husband not as a scientist, but to know all the time what my husband is doing and what the results are even if I do not understand thoroughly the tecnicalities এমনি করিয়া আজীবন আমাদের মনের যোগ সুদৃঢ় রহিয়াছে।

তাছাড়া আমি রাঁধিতে জানি, সেবা শুশ্রূষায় কখনও কাতর হই না। দাসী চাকরের হাতে ভার না দিয়া চিরদিনই ছেলে মেয়েদের দেখা শুনা করি। স্বামী তাহাতে খুশী থাকেন, ছেলে মেয়েদের তিনিও প্রাণাধিক ভালবাসেন।

মহিলাটী তাঁকে প্রশ্ন করেন—কোনও নারী যদি চাকুরী বা অন্য কোন কাজ করেন বিবাহের পর তিনি ত্যাগ করিবেন কি? এডিশন পত্নী উত্তর করেন, ত্যাগ করিবে। কারণ সংসারের সেবা ও অন্য কাজ বা চাকুরী দুটা করিতে গেলে একটায় অমনোযোগ ঘটিবে, সংসারে মনোযোগ প্রাণের জন্য স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজন। স্বামী পুত্রকে অবহেলা করিয়া নারীর চাকুরী বা অন্য কাজ সাজে না, তাহা অনুচিত। তাহা অনধিকার চর্চ্চা। নারী ও পুরুষ সৃষ্টি হইয়াছে, স্বতন্ত্র ভাবে, আকারে প্রকারেও স্বতন্ত্র রহিয়াছে। একজন অপরের কাজ করিবে না। তবে গৃহে যদি ছেলেমেয়ে না থাকে, তাহা হইলেও যে নারীর চাকুরীর সমর্থন করিতে পারি কিন্তু ছেলেমেয়ে থাকিলে নারীর পক্ষে চাকুরি করা অন্যায়। নারীর প্রধান কাজ হইবে তখন ছেলে মেয়ে দেখা দাসী চাকরের হাতে ছেলেমেয়েদের ভার-অর্পণ—আর অনাথাশ্রমে তাদের পাঠানো এ দুয়ে কোন তফাৎ নাই।

নারীর মন স্বভাবতঃই কোমল দরদী, তাই নারী হইয়াছে সন্তানের মা। নারীর মন ভালোবাসায় ভরা। থাকিবে সময় পরিপূর্ণ থাকিবে, প্রেম স্নেহ নারীর প্রধান অঙ্গ, তাহাতেই নারীত্ব পূর্ণ হয়। [illegible] নারীর অন্তর পরিপূর্ণ [illegible] হয় না।

রান্নাবান্না ছোটলোকের কাজ নয় দাসী চাকরের কাজ নয়—সে কাজ নারীর। যে নারী রাঁধিতে জানে না—খাওয়াইতে

জানে না—সে পাঁউরুটি বানাইয়া নাচিয়া গাহিয়া বই, লিখিয়া যত দর্পে দর্পিতা হোক—আমি তাকে চিরদিন ঘৃণা করিব। নারী তার গৃহকে এমনি প্রীতি আনন্দে আরামে ভরিয়া রাখিবে যে, গৃহকে যেন চারিটা দেওয়ালের গণ্ডী বলিয়া মনে না হয়—হাস্যে লাস্যে তিনি থাকিবেন সদা আনন্দময়ী, তবেই সে গৃহ স্বর্গ হইবে, স্বামী ছেলে-মেয়ে সে গৃহে আনন্দ পূর্ণ থাকিবে—বাহিরের কর্ম্মাবসানে তারা ঘরমুখী, ঘরবাসী থাকিবেই—তা যদি থাকিল তো নারীর দুঃখ কি—দুঃখ কোথায়? গানবাজনাতেও পারদর্শিতা চাই অর্থাৎ স্বামী ও পুত্রকন্যার মনোরঞ্জনের ব্রত যদি নারী নিজের হাতে লইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁর আনন্দ হইবে অসীম, অফুরন্ত।

গৃহস্থালীর কথা

ঘরের মেঝে পালিশ করা থাকিলে প্রত্যহ একবার করিয়া যদি ভিজা ন্যাতার সাহায্যে সে ঘরের মেঝে মুছা হয়, তাহা হইলে পালিশে ঔজ্জ্বল্য বাড়ে।

—

দরজায় জানালায় যদি কাল, ঝুল বা ময়লা থাকে, তাহা হইলে ভিজা ন্যাকড়া দিয়া প্রথমে মুছিয়া পরে মেথিলেটেড স্পিরিটে অন্য ন্যাকড়া ভিজাইয়া দ্বিতীয়বার মোছ, তাহা হইতে দ্বার-জানালার মালিন্য বিদূরিত হইবে।

—

যাহাদের মাথার চুল রুক্ষবৎ দেখায়, তাঁহারা যদি মাথায় অলিভ তৈল ঘসিয়া মাখেন, তবে মাথার চুল শুষ্ক খশখশে থাকিবে না।

—

যাহারা কফি পান করেন, তাঁহারা যদি কফির পেয়ালায় অতি অল্প মাত্রায় লবণ ছিটাইয়া কফি পান করেন, তাহা হইলে কফির স্বাদ আরো সুতার হইবে।

—

সাবানের ছোট ছোট কুচি ফেলিয়া না দিয়া জমাইবে। এক পেয়ালা-ভোর কুচি সাবান জমিলে তাহা চটকাইয়া লও—একটা পিণ্ড হইলে তাহা ছোট করিয়া কাটো—কাটিয়া বড় মুখ বোতলে ভরিয়া রাখো। তারপর সেই বোতলে চায়ের চামচের আধ চামচ মাত্রা এ্যামোনিয়া মিশাও। এই মিশ্র সাবান এক পাঁইট পরিমাণ ফুটন্ত জলে মিশাইয়া কাঠি দিয়া জল নাড়ো—তাহাতে যে ফেনা হইবে ঐ ফেনা এক গ্যালন পরিমাণ জলে মিশাইলে তাহা দিয়া অসংখ্য কাচিতে পারিবে। কুচি সাবান এইভাবে জমাইতে পারিলে বহু অপব্যয় বাঁচিবে।

—

বাতির অতি ক্ষুদ্র অংশগুলাও ফেলিয়া দিয়ো না এগুলার সঙ্গে সঙ্গে ষ্টার্চ মিশাইয়া তদ্বারা জামা কাপড়ের পালিশ উজ্জ্বল করা চলে।

—

পাঁউরুটী বাসি হইলে শক্ত হয়! অখাদ্য বোধে তেমনি পাঁউরুটি অনেকে ফেলিয়া দেন তাহাতে গৃহস্থের অপব্যয় বড় কম হয় না। বাসি পাঁউরুটী ফেলিয়া না দিয়া পরিষ্কার ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া তাহা ফুটন্ত জলে আধ মিনিটকাল ডুবাইয়া রাখো তারপর জল হইতে তুলিয়া ন্যাকড়াটা খুলিয়া উক্ত পাঁউরুটী অল্প আঁচে উনানের উপর ধরিয়া তাতাইয়া লও তখন তাহা তাজা পাঁউরুটীর মতই সুখাদ্য হইয়া উঠে।

—

জানেন কি?

—০—

বেলজিয়ামের প্রধান বাণিজ্য বেসাতি কি জানেন? আর্কেণ্ডের শশক আর ক্রফলের মাছ।

—

কলিকাতা পুলিশে শতকরা ৭৫ জন নিজ নিজ ভাষায় লেখাপড়া জানে এবং শতকরা ২৫ জন ইংরেজী লেখাপড়া জানে।

—

রোমের সরকারী "বাথে" বা জলাশয়ে যে সব লাল মাছ আছে ক্ষুধা পাইলে তারা তাদের ডিনারের ঘণ্টা বাজাইতে সক্ষম—এমনি তাদের শিক্ষা।

বিলাতের উইণ্ডসর ক্যাসলের পক্ষে, আস্তাবল উদ্যানে মূষিকের উৎপাত না ঘটে একারণে মূষিক দেখিয়া ধরিবার জন্য একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী ও তাঁর বহু শ্রমিক নিযুক্ত আছে উক্ত কর্ম্মচারীটির সরকারী পদবী Rat catcher to the King রাজার মূষিক পাকড়া।"

—

বিলাতেও তিথিক্ষণ সম্বন্ধে সংস্কার

বিবাহাদি ব্যাপারে বরকে কনের মুখেরাখা সুপারি কুচাইয়া খাইতে দেওয়া তৈমণ স্বামীর স্ত্রীর হাতে শ্রী, বরণডালা সাজাইলে নাকি কন্যা স্বামী সোহাগিনী হয়—আমাদের দেশে এমনি বিশ্বাস আজিও প্রবল আছে।

য়ুরোপেও প্রণয় ব্যাপার লইয়া তুক তাক্ প্রভৃতি কুসংস্কার আজও বিদ্যমান আছে।

"সেণ্ট ভ্যালেন্টাইনস ডে"—প্রণয়ীর পক্ষে বড় শুভদিন। এ দিনে যে মিলন সংঘটিত হয় তাহা টোটে না, ছোটে না।

১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখটিও প্রণয় ব্যাপারে শুভদিন। মিডসামার ঈভ বা সেণ্ট জন ব্যাপটিষ্ট ডে—প্রেমানুরক্তদের পক্ষে সৌভাগ্যদ্যোতক।

সব চেয়ে শুভদিন কিন্তু ১৫ই জুলাই তারিখটী। এই দিনে যে মেয়ের বিবাহ হয়, সে চিরদিন স্বামী সোহাগে সোহাগিনী হয়; স্বামীর ভাগ্যও হয় সুপ্রসন্ন। ১১ই জুন তারিখটাও শুভদিন।

শুক্রবার—য়ুরোপের সর্ব্বত্র অশুভবার—শুধু জার্ম্মাণীতে নয়। জার্ম্মাণ প্রণয়ীরা কিন্তু শুক্রবারটিকেই প্রেমের দিক দিয়া সব চেয়ে 'ভালো' বার বিবেচনা করে। প্রাচীনকালে এই দিনটি ছিল দেবী ফ্রিগার পূজার দিন—তাই এ দিনের এত কদর জার্ম্মাণদের কাছে।

ওয়েলেশ ছাড়া অপর সকল য়ুরোপীয় প্রদেশে শনিবার প্রণয় ব্যাপারে শুভদিন। আমাদের দেশে ভাদ্র মাসে ও চৈত্র মাসে, যেমন বিবাহ নিষিদ্ধ—হিন্দুর সমাজে, ওয়েলসে তেমনি শনিবারে বিবাহ ক্রিয়া আদৌ সম্পাদিত হয় না—অতিজড়বাদ মণ্ডিত বৈজ্ঞানিক যুগেও ব্যবহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। নর্দাম্পটনশায়ারে বিবাহের পক্ষে সব চেয়ে প্রশস্ত দিন এই শনিবার।

স্বাস্থ্য তত্ত্ব

—০—

টীকা দেওয়া

প্রথমবার টীকা দিবার সময় ৪টী দাগ না কাটিয়া তাহার স্থানে 7 to 10 mm পরিসরে একটী করিয়া দাগ কাটিয়া দেওয়া উচিত। ৪ বৎসর ও ৯ বৎসর বয়সে পুনরায় একটী বা দুইটী দাগ কাটিয়া টিকা প্রদান করা কর্ত্তব্য। পুনরায় ১২ বৎসর বয়সে চারিটী দাগ কাটিয়া একবার টীকা দেওয়া উচিত। উপরোক্ত ভাবে টীকা প্রদান করিলে কোন প্রকার ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না।

মাংস সেবন

অনেক লোকে মাংস উপযুক্ত আহার বলিয়া মনে করে। কিন্তু মাংস সত্যই উত্তম খাদ্য নহে। ইহা দ্বিতীয় বারে প্রাপ্ত খাদ্য বলা যাইতে পারে। শাক সব্জীর জীবন প্রদায়ী শক্তি দ্বারা গবাদি গৃহ পালিতপশুর শরীর গঠিত হয়। যে সকল সব্জী পশুর আহারে একবার ব্যবহৃত হইয়াছে এবং আমরা ঐ পশুর মাংস সেবনে ব্যবহৃত দ্রব্য পুনরায় ব্যবহার করিয়া থাকি। নানারূপ সুখাদ্য ও সুদৃশ্য রন্ধন করা ভেড়া বা অন্য কোনরূপ মাংস সেবনে আমরা পাকস্থলীকে বড়ই গোরস্থান করিয়া তুলি।

এই প্রকার খাদ্য সেবনে শরীর কখনও স্বাস্থ্যপূর্ণ থাকিতে পারে না। মাংস যদি কয়েকদিন ফেলিয়া রাখা যায় তবে তাহা পচিতে থাকিবে, তখন গন্ধে দূরে পালাইতে হয়। হোটেল ও রেস্তোরাতে পচা মাংস ফেলিয়া দেওয়া হয় না, উহার দ্বারা পুনরায় খাদ্য প্রস্তুত করা হয়। তাহারা পচা গন্ধ দূর করার জন্য বিশেষ প্রথা অবগত আছে, তাহা ছাড়া পচা মাংস তাজা মাংস অপেক্ষা নরম হয় বলিয়া উহা আহারের সময়ে উত্তম ভাবে রন্ধন করা মাংস খাইতেছি মনে হয়।

মাংসে নানাপ্রকার অনিষ্টকর পদার্থ বর্ত্তমান। মাংসাহারী নিরামিষাশীর সহিত প্রতিযোগিতায় সমর্থ হয় না। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা চটপটে দ্রুতগামী এবং শক্তিশালী জন্তু নিরামিষাশী ও ফলসেবী। মাংস সেবন করিলে যে বিষ হয় উহা শরীর মূত্রাশয়ের সাহায্যে বাহির করিয়া দেয়। এই কার্য্য করিতে করিতে মূত্রাশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং তাহার ফলে ব্রাইটস্ ডিজিজ ও অন্যান্য নানা প্রকার মূত্রাশয়ের রোগ হয়। কিছুকাল পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল যে কাঁচা যকৃৎ সেবনে কঠিন রক্তহীনতা দূর হয়। এইজন্য উহার অসাধারণ শক্তি সম্বন্ধে নানা গুণ বর্ণনা করা হইত কিন্তু এই চিকিৎসা মাত্র অল্পদিন স্থায়ী হইয়াছিল।

মুখ ও দন্ত পরিষ্কার

অঙ্গ সকল স্বাস্থ্যপূর্ণ রাখা যেমন প্রয়োজন তেমনি মুখও পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। মুখ পরিষ্কার রাখিতে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম যে উপায় জানা গিয়াছে নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল। এই উপায়ে কেবল যে পাইওরিয়া রোগ আক্রমণে বাধা দিবে তাহা নহে কিন্তু ইহা দ্বারা ১০জনের মধ্যে নয় জনের এই রোগ আরাম হইবে, অবশ্য যদি ক্ষত অধিকতর ব্যাপ্ত ও কঠিন না হইয়া থাকে। ইহা এত সহজ যে অধিকাংশ লোকই ইহা পাঠ করিয়া উপহাস করিবে। কিন্তু যে সকল রোগী এইরূপ চিকিৎসার আরাম হইয়াছে এবং যাহারা আরাম হইতে দেখিয়াছে তাহারা এরূপ করিবে না। কুড়ি বৎসর ধরিয়া এই উপায়ে অনেকের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে সকলেই ইহা দ্বারা সুফল পাইয়াছে।

প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের পরে তাজা লেবু লইয়া তাহাকে দ্বিখণ্ড করিয়া অর্দ্ধেক খণ্ড লইয়া একটা গ্লাসে উহার রস নিংড়াইয়া বাহির করিতে হইবে। উহাতে জল মিশাইয়া এই জল দিয়া মুখ ও গলা পরিষ্কারের জন্য gargle [কুল্লি] করিতে হইবে যাহাতে মুখের ও গলার সর্ব্বত্র উহা যাইয়া পৌছায়। লেবুর অপর অর্দ্ধেক চিপিয়া একগ্লাস জলে উহার রস মিশাইয়া ঐ জল পান করিতে হইবে।

লেবুর অর্দ্ধেক লইয়া দন্তে ঘর্ষণ করিয়া

দন্তধাবন করিতে হইবে। দন্তের উপর হইতে নীচের দিকে ও দক্ষিণে ও বামে ঘষিয়া দন্তের ভিতরদিকও পরিষ্কার করিতে হইবে। ভাল করিয়া যেন দাঁত মাজা হয় এবং দাঁতে লেবুর রস লাগাইবার জন্য ভয় করিবার কারণ নাই।

উত্তমরূপে দাঁত মাজা ও পরিষ্কার হইলে জিহ্বার উপর লেবুর অর্দ্ধেকটা ঘসিয়া জিহ্বার যতটা অংশ পরিষ্কার করা যায় তাহা করিতে হইবে। যতটা জোরে সম্ভব ততটা জোরে জিহ্বা ঘর্ষণ করিতে হইবে। ইহার ফলে মুখের আস্বাদ সুন্দর হয়। দেখা যাইবে যে মুখের আস্বাদ ইতিপূর্ব্বে কখন এমন হয় নাই।

যে সকল বিবরণ দেওয়া হইল তাহার প্রত্যেকটীর কারণ আছে। সর্ব্ব প্রথমে লেবুর রস সহ জল নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া পান করিলে পাকস্থলীর ও অন্ত্রের অত্যন্ত উপকার হয়। কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করিতে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সাহায্য করে।

লেবুর রস সহ জলে দন্তধাবন করিলে পাইওরিয়া রোগ আরাম হয় ও এই রোগ নিবারণ করে। পাইওরিয়া রোগের ইহা শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা পুস্তকের কথা নহে। বহু রোগীর উপর ইহার পরীক্ষা করিয়াই ইহা প্রকাশ করা হইতেছে। অতি কঠিন পাইওরিয়া রোগ ইহা দ্বারা আরাম হইয়াছে। লেবুর রস প্রয়োগে নড়া দাঁত অনেক সময়ে শক্ত হইয়াছে এবং দাঁত সাদা হইয়াছে। ইহাতে নরম মাড়ি নিশ্চয়ই দৃঢ় হয়।

উপরোক্তরূপে দুই তিন সপ্তাহ দন্তে লেবু ঘর্ষণের পরে দেখা যাইবে যে মুখ, পাকস্থলী ও অন্ত্রের অনেক উপকার হইয়াছে।

প্রত্যেকবার আহারের পরে যে কোন ভাল দন্ত মাজনে কার্য্য চলে। আহারের পরে দন্ত ধাবন করিলে দন্তে ভুক্ত দ্রব্যের অংশ লাগিয়া থাকিলে তাহা পরিষ্কার হয়। অনেকে বলিয়াছেন দন্তে লেবু ঘর্ষণ করিবার ফলেও দিনে কয়েকবার করিয়া লেবু ঘষণে মুখের আস্বাদ সুন্দর হয়।

— —

নারী-সৌন্দর্য্য—মলয়ালম্

শ্রীকালীপদ হাজরা

[পরমেশ্বর আয়ারের অমাকেরলম্ হইতে]

নিবিড় ঘন*   কুঞ্চিত কেশ কোমলতায় পশম সম,
শ্রাবণ ঘন   পুঞ্জ যেন শোভিতেছে তার শিরোপরি,
কেশের রাশি   পৃষ্ঠ বাহি' সোহাগ ভরে চরণ চুমে,
ভালবাসি   অলকে তা'র সমীরণের স্নেহের চুমা।

আকুল করে   নয়ন দু'টি প্রস্ফুটিত কমল সম,
ললাট' পরে   টিপ্‌টি কালো মধুপায়ী ভ্রমর বঁধু,
ভাবছে যেন   কোন কমলে বস্‌বে প্রথম মধুর লোভে,
দু'টিই হেন   মধুর তা'রা মধুপায়ীর ভাবনা ধরায়।

পয়োধরে   উন্নত বুক, নিতম্বও তেমনি গুরু,
দিনের পরে   দিন যত যায়, ওদের গরব ততই বাড়ে,
মাঝে থেকে   ক্ষীণ কটিদেশ ঈর্ষাতে হয় ক্ষীণতর,
পরের দেখে   হিংসা হ'লে ওমনি হওয়াই বিধির বিধান।

* মলয়ালম্ ভাষায় সব কবিতাতে শেষের পদে মিল থাকে না, প্রথম দ্বিতীয় অথবা অপর যে কোন পদে থাকে। এটী একটী দ্বিতীয়াক্ষর প্রাস কবিতার নমুনা—অনুবাদক।

প্রমোদ

শ্রী

হতাশের আশা।

অফিসের পথে —।

নগেন বাবু দ্রুতপদে চলছেন, আজকের দিনে দেরী হ'লে মোট তিন দিন দেরী হবে,—একদিনের মাইনে কাটা যাবে,—সাহেবের কড়া হুকুম!

হঠাৎ মাথাটা যেন ঘুরে উঠ্‌লো, পায়ের তলায় মাটিটা যেন দুলতে লাগলো!

নিজের পতনোন্মুখ অবস্থাটাকে বাঁচাতে তিনি রাস্তার পাশের রেলিংটা ধ'রে দাঁড়ালেন,—দোলা আর থামেনা, বাড়ী ঘর দোর সব যেন দু'লে উঠ্‌ছে।

মাথাটা টিপে ধ'রে রাস্তায় ব'সে পড়ে ব'লে উঠ্‌লেন,—

—উঃ কী অম্বলটাই না আজ করেছে, আবার সেই অম্বলের ব্যারামটা জেগে উঠ্‌লো দেখছি।

কিন্তু পৃথিবীটার দোল যেন আর থামেনা, সব যেন এখনই ভেঙ্গে চুরে, হুম্‌ড়িয়ে উল্‌টিয়ে পড়বে!

—আরে সর্ব্বনাশ! বড্ড মাথাটা ঘুরছে তো' এত অম্বল! কি এমন খেয়েছি যে অম্বল হ'য়ে উঠলো, আর ত' একপাও চলতে পারছিনা; নাঃ এবার বেঘোরে পথের মাঝে প্রাণটা হারাতে হ'ল —।

নগেন বাবু আর চলতে পারলেন না, পথের মাঝেই শুয়ে পড়বার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় পাশের বাড়ীর মাথাটা হুড়মুড় ক'রে ভেঙ্গে পড়লো নগেন বাবুর ঠিক সামনেই।

চারিদিকে কোলাহল, চীৎকার,—ভূমিকম্প! ভূমিকম্প! পালাও! পালাও!—

তড়াক্ ক'রে লাফিয়ে উঠে নগেন বাবু একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ব'লে উঠ্‌লেন, —আঃ, তবে আমার অম্বল নয়, ভূমিকম্প! বাঁচলুম! উঃ! ভগবান এ যাত্রায় আমায় খুব রক্ষা ক'রেছেন!

সংযম প্রচারে স্বরূপানন্দ

—০—

'আজকালের' পাঠক পাঠিকারা মাঝে মাঝে ছোটনাগপুরের অন্তর্গত পুপুন্কী অযাচক আশ্রমের ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবীর লিখিত প্রবন্ধ সমূহ পাঠ করিয়া থাকেন। এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বাবলম্বী সন্ন্যাসী শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দজী মহারাজ সম্প্রতি সংযম প্রচারের উদ্দেশ্যে নিজ ব্যয়ে দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতেছেন এবং ওজস্বিনী ভাষায় সংযম সাধনার প্রয়োজনীয়তা ও পন্থা সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করিতেছেন। সম্প্রতি সিরাজগঞ্জ সহরে তিনি নয়টী বক্তৃতা প্রদান করেন, তন্মধ্যে দুইটি সভা বিশেষ ভাবে মহিলাদের জন্যই আহুত হইয়াছিল। বিগত ৭ই, ৮ই ও ৯ই ফাল্গুন তারিখে তিনি বগুড়া জিলার অন্তর্গত চন্দন বা সাহ স্কুলে ধারা ভাবে তিনটী বক্তৃতা প্রদান করেন এবং ১০ই তারিখে মহিলাদের এক সভায় 'নারী জীবনের মহিমা' সম্বন্ধে উপদেশ দেন। বর্তমান উচ্ছৃঙ্খল নারীনৃত্য এবং লক্ষ্যহীন উদ্দাম কামপ্রাবণ মতবাদকে এমন পাণ্ডিত্য যুক্তিমত্তা ও ওজস্বিনী ভাষা সহকারে সম্ভবতঃ আর কেহ আক্রমণ করে নাই। স্ত্রী স্বাধীনতার তিনি পক্ষপাতী এবং স্ত্রীশিক্ষার তিনি সমর্থক,—কিন্তু ভারতের নারীর সতীত্ব সাধনার উজ্জ্বল গৌরব বিনষ্ট হইতে দিতে তিনি ইচ্ছুক নাহেন। আমরা তাঁহার এই সুমহতী প্রচেষ্টার পরিপূর্ণ সাফল্য কামনা করি।

— —

চির চলা

সুধীর গুপ্ত

শীতে কি শরতে, বসন্ত বাদলে,
আমি চলি পথে, পথ ছুটে চলে।
জ্বলে নেভে আলো- রবি শশী তারা,
ফোটে ঝরে ফুল, চলে থামে ধারা,
আমি কি গো হারা খুঁজিতে তোমারে ;
কোথা থাকো বলো, ছলিও না মোরে।

কুহেলী কুহকে পুলকে আলোকে,
চপলার মত চমকিছো বুকে ;
পলে পলে আলো, পলে পলে ছায়া,
জানি না বুঝিনা একি তব মায়া !
জীবন ভরিয়া সফলে বিফলে,—
আমি চলি পথে, পথ ছুটে চলে।

চলিতে চলিতে থমকিয়া আমি,
তুমি বুঝি নাই - ভাবে মোর আমি।
চলিতে চলিতে আকাশে ভুবনে,
জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে,
দেখি তব ছবি ধ্রুবতারা জ্বলে ;
যত ছুটি পথে, পথ ছুটে চলে।

ধরা দিও না গো -এই মোর ভালো
আশাতে চলাটি রাখিও রসালো।
সুখে দুঃখে সখা, তব হিয়া টানে
ছুটি যেন শুধু তব পথ-পানে।
জনমে জনমে পলে—পলে—পলে
আমি চলি যেন, পথ ছুটে চলে।

লাউড স্পীকার

—০—

গবর্ণমেণ্টের আয়-ব্যয়ের নূতন বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে প্রতিবৎসর স্থানীয় বেতার ষ্টেশনে নব-পরিকল্পনার সাড়া পড়িয়া যায়। তখন গান বাজনার সহিত শিক্ষার আয়োজনের উপর বেশী করিয়া জোর দেওয়া হয়। কিন্তু, অ্যাসেম্ব্লিতে বাৎসরিক বাজেট পাস হইয়া গেলে বেতারে শিক্ষার সে আয়োজন অকস্মাৎ থামিয়া যায় বা কমিয়া আসে।

—

সম্প্রতি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে পল্লী ব্রডকাষ্টিং এর আয়োজন হইয়াছে। সেখানকার গবর্ণমেণ্ট উক্ত প্রদেশের পল্লীবাসীদের জন্য বাছা বাছা গ্রামে প্রোগ্রাম দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এখন মাত্র দশটি গ্রাম লইয়া এই কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। যদি এই প্রচেষ্টা সফলতা লাভ করে তাহা হইলে সমগ্র প্রদেশের গ্রামে গ্রামে যাহাতে বেতারের প্রসার ঘটে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। ১৯৩৪-৩৫ সালের জন্য এই উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্ট ১৪০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

—

কলিকাতা ষ্টেশনেও দেখাদেখি তথাকথিত 'পল্লী মঙ্গল বক্তৃতা আরম্ভ হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বর্ত্তমান সংখ্যা বেতার জগতে আছে, "বিদ্যালয় গুলির মতো প্রতি পল্লীতেও যাতে বেতার-গ্রাহক-যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সে সম্বন্ধে যথা বিহিত কার্য্য করতে আমরা শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হব। আমাদের বিশ্বাস পল্লীবাসীরা এজন্য সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করতে পরাঙ্মুখ হবেন না।"

—

কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ অনুসারে হউক অথবা আসন্ন বজেটের সময় ভারত গবর্ণমেণ্টের সংশ্লিষ্ট মেম্বারকে খুসী রাখিবার জন্য হউক স্থানীয় বেতার কর্ত্তৃপক্ষ পল্লীমঙ্গল বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু "যথাবিহিত কার্য্য করতে আমরা শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হব'—কর্ত্তৃপক্ষের এই উচ্চাশায় একটা প্ল্যান এই সঙ্গে সাধারণের গোচরে আনিলে সম্ভবতঃ ভালই করিতেন!

—

নতুবা পল্লীবাসীরা কিসের জন্য তাঁহাদের সাহায্য করিবেন এবং তাহারা বা কর্ত্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য বুঝিবে কিসে? তাছাড়া পল্লীবাসীরা কি বেতার জগৎ পড়িয়া থাকে—যে বেতার জগতের এই উক্তিটি আদৌ কার্য্যকরী হইবার সম্ভাবনা আছে?

—

ইহাকেই চোখে ধুলা দেওয়া বলে, এবং সাধারণে এসব করার কোনো মূল্য দেয় না। পল্লীবাসীদের সহানুভূতি ও সহযোগীতা লাভ করিতে হইলে তাহাদের চোখের সামনে জিনিষটা ধরিতে হইবে, ইউনিয়ন বোর্ড, লোকেল বোর্ড ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ও পল্লীবাসী জমিদারের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। মফঃস্বলের পত্রিকার মারফৎও প্রচার কার্য্য চালাইতে হইবে। বেতার জগতের এক কোণায় কি বাণী প্রচার হইয়াছে—তাহা দেখিয়া তাহারা সহযোগীতা করিবেন না—ইহা অতি সুনিশ্চিত।

—

যাহারা পরিষ্কার বলে, 'গান বাজনা ছাড়া কিছু বুঝি না মশায়' তাদের দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়, 'শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর' হওয়াও দূরের কথা।

—

বর্ত্তমান সংখ্যা (২৩শে ফেব্রুয়ারী) "বেতার জগৎ', আমাদের হস্তগত হইয়াছে। ১৪ দিনের প্রোগ্রামে ৩ দিন নাটকাভিনয় ও ৩ দিন বিচিত্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বাকি কয়দিন গীত বাদ্য হইবে।

—

এই কয়দিনের সরকারী অনুষ্ঠানে ৩০ জন নবীন শিল্পীর নাম দেখিলাম। ১৫ জন যন্ত্র সঙ্গীত করিবেন ও ৫ জন কণ্ঠ সঙ্গীত করিবেন ও ৫ জন যন্ত্র সঙ্গীত বাজাইবেন। অবশ্য এই ৩০ জনের মধ্যে কয়েকজন আছেন যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে বেতারে এক আধবার মহড়ার সম্মুখীন হইয়াছেন। তবে অধিকাংশ আগন্তুকই নূতন।

—

এবারের পাক্ষিক অনুষ্ঠানে ১০ জন কুমারী ও ভদ্রমহিলা গান গাহিবেন। দুটি রবিবারের প্রথমার্দ্ধে যথাক্রমে ৪ ও ৫ জন কুমারী ও ভদ্রমহিলার গানের ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত সোমবার ২রা ও মঙ্গলবার ৩রা তারিখে কয়েকজন কুমারীকে পুরুষ ও পেশাদারী গায়িকাদের সহিত দেওয়া হইয়াছে। আমরা এই প্রথার তীব্র প্রতিবাদ করি।

—

পুরাতন শিল্পীদের মধ্যে কয়েকজন বহুবার তালিকাভুক্ত মামুলী শিল্পীকে ২ বার করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ আশালতা, পঙ্কজ মল্লিক, নলিনী কান্ত সরকার, প্রভাবতী প্রভৃতির নাম ২ বার করিয়া দেখিলাম। অতএব অনুষ্ঠান তালিকা এখনও নির্দ্দোষ হয় নাই।

—

বেতার শিল্পী সঙ্ঘ বহুবার কোরাস গান গাহিয়াছেন। ইহাদের শতাধিক গানের মধ্যে মাত্র ২টি গান শ্রোতাদের ভাল লাগিয়াছে। গানগুলি নূতন ঘোড়া জুড়ীতে ব্রেক করার ন্যায়। অতএব ২ বার

দেওয়ার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাইলাম না।

—

মিস্ উষারাণীকে হিন্দি প্রোগ্রামে ২বার দেওয়া হইয়াছে। বাঙলা কীর্ত্তন গানের জন্য ইঁহাকে দেওয়া হয় নাই। ভবতোষ ভট্টাচার্য্য ও হর্ষদেব রায় ২ বার করিয়া গাহিবেন; ইঁহাদের গান এখনও একঘেয়ে হয় নাই সেই জন্য ২বার দেওয়াতে আমাদের আপত্তি নাই।

—

আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা, কৃষ্ণচন্দ্র দে প্রভৃতি শিল্পী যেখানে মাত্র ১বার করিয়া গাহিবেন সেখানে উল্লিখিত শিল্পীদের ২বার করিয়া দেওয়ায় সমগ্র প্রোগ্রামের সৌন্দর্য্যহানী করা হইয়াছে। জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, সুভাষ্য নাথ ঘোষাল, সুধামাধব সেন গুপ্ত প্রভৃতি বিশিষ্ট শিল্পীদের প্রোগ বাদ দেওয়া হইয়াছে।

—

যন্ত্র সঙ্গীতের মধ্যে ছোটে খাঁ (সারেং) ও শ্যামবিনোদ ঘোষ (সুরকানন ও সেতার) ২ বার বাজাইবেন। যন্ত্র শিল্পীদের মধ্যে এস, এন, দাস গুপ্ত (ক্ল্যারিওনেট), বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী (স্বরোদ) ভোলানাথ দত্ত (বেহালা), অশোক সেন (ফ্লুট), সুরেশ চক্রবর্ত্তী বি এল (এস্রাজ), বিধুভূষণ চ্যাটার্জ্জী (ক্ল্যারিওনেট), প্রভৃতির নাম দেখিলাম; ইঁহারা সকলেই নূতন। সুরেশ চক্রবর্ত্তী ও অশোক সেন মাত্র এক আধবার ইতিপূর্ব্বে বাজাইয়াছেন।

—

ঐকতান যন্ত্র সঙ্গীতের মধ্যে ষ্টেশন অর্কেষ্ট্রাকে বাদ দেওয়ায় আমরা সুখী হইয়াছি। পুরবী সম্মিলনী অর্কেষ্ট্রা ও নিউ ইণ্ডিয়া অর্কেষ্ট্রা এক এক দিন করিয়া ঐকতান বাদন করিবেন।

—

জনপ্রিয় যন্ত্র শিল্পীদের মধ্যে শ্রী রাজেন্দ্র নারায়ণ সেন গুপ্ত ও অশোক কৃষ্ণ ঘোষকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্ল্যারিওনেট বাদক গোপাল চন্দ্র লাহিড়ীকে একেবারে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

—

বাঙলার হাসির গানের রাজা হরিদাস ব্যানার্জ্জীর নাম আর প্রোগ্রামে দেখা যাইতেছে না কেন? হরিদাস বাবুর হাসির গান সুরে, তালে ও লয়ে বিমল হাস্যরস পরিবেশন করে। আশা করি ভবিষ্যতে আরও সাবধানতার সহিত প্রোগ্রাম প্রস্তুত করা হইবে।

—

বুধবার ৭ই মার্চ্চ হিন্দুস্থানী গায়ক ছিল না কাজেই হিন্দি রেকর্ড বাজাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রাইচাঁদ বড়ালের ষ্টেশন ত্যাগের পর ভাল ভাল হিন্দি আর্টিষ্ট আর বেতারে দেখা যাইতেছে না। একজন হিন্দুস্থানী ঘোষককে রাখা হইয়াছে। তিনি কি রকম বরণ করিয়া ঘোষনা করেন অনেকে বুঝিতে পারে না। হিন্দুস্থানী প্রোগ্রামের ভার কাহার উপর?

—

সোমবার ১৯শে দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে ২টা হইতে ২।টা পর্য্যন্ত রেকর্ড বাজিল। তৎপরে মজলিশে বিষ্ণুশর্ম্মা 'বিষ্ণুর দশাবতার' সম্বন্ধে বলিলেন। ৩টা হইতে শ্রীমতী হরিপ্রিয়া মিত্রের লিখিত গল্প 'কথার মূল্য' কতকাংশ পাঠ করিলেন। এবং তৎপরে পিওনো বাজাইয়া মজলিশ শেষ হইল।

—

২০শে ফেব্রুয়ারী দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে ২টা হইতে ২।টা পর্য্যন্ত রেকর্ড বাজান হইল। তৎপরে অমূল্যকৃষ্ণ কথকথা করিয়া মজলিশ শেষ করিলেন।

—

২১শে বুধবার দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে প্রথমে আধঘণ্টা রেকর্ড বাজিল, পরে গৌর মোহন আধঘণ্টা পাঁচালী গান করিলেন। ৩টা হইতে ৩।। পর্য্যন্ত শাহাদাৎ হোসেন কবি গিরীন্দ্র মোহিনীর কাব্য 'অশ্রুকণা' সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন।

—

বৃহস্পতিবার ২২শে দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে বিদ্যার্থীমণ্ডলে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ 'ভূমিকম্প কেন হয়' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। ২।। হইতে বিষ্ণুশর্ম্মা 'অবরোধ প্রথা' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন ৩টা পর্য্যন্ত। তৎপরে হরিপ্রিয়া মিত্রের গল্পের আরও কতকাংশ পাঠ করিলেন। পিওনো বাজাইলেন 'পাগল ধারা ঘোল সারা'— একখানি রেকর্ড দিয়া মজলিশ শেষ হইল।

—

২৩শে শুক্রবার ২টা হইতে হিন্দী রামায়ন পালা রেকর্ড বাজিল। পরে বিষ্ণুশর্ম্মা 'বৈজ্ঞানিক ভন্টা' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। হরিপ্রিয়া মিত্রের গল্পটী অদ্য শেষ হইল।

—

বীরেন বাবু কথা প্রসঙ্গে বলিলেন: 'দুঃখের সঙ্গে জানাতে হচ্ছে যে মজলিশে চিঠিপত্র পাঠ করা আর হবেনা। মহিলাদের রচনা, গল্প কবিতা ও রান্না সমস্তই পড়া হবে।'

—

শনিবার ২৪শে দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে বিদ্যার্থী মণ্ডলে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ 'বিজ্ঞান কংগ্রেস সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার পর বিষ্ণুশর্ম্মা 'সামোয়া দ্বীপের অধিবাসী' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। ৩টা হইতে পিওনো বাজাইবার পর রেকর্ড দিয়া মজলিশ সমাপ্ত হইল।

—

সোমবার ১৯শে পৌষে সাতটায় রায় বাহাদুর নির্ম্মলশিব ব্যানার্জ্জীর পচা পুরাতন নাটিক "রাতকানা" বেতার নাটুকে দল কর্ত্তৃক অভিনীত হইল।

—

গোবর্দ্ধন (শিবকালী চট্টো), অম্বিকা (বিনয় কৃষ্ণ মুখার্জ্জী), কাল বৌ, প্রভৃতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর হইয়াছিল। বিন্দীর ভূমিকায় আঙ্গুরবালা অভিনয় করিলেন। ইঁহার অভিনয় শুনিয়া বোধ হইল ইনি যেন ষ্টুডিওতে কোন কাজে আসিয়াছেন অমনি কাগজ হাতে দিয়া মাইকের সম্মুখে রিডিং দিতে বলা হইল— অদ্ভুত অভিনয়।

—

"প্রবীর আর দ্বিতীয় ফুল বাগানের গান কেনু জানি তাই দেহ চলে না।" বেসুরো বেতালা চিৎকারে আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই।

—

ইহার পর রাত্রি সা'আটটায় শ্রীনিতাধন চক্রবর্ত্তী গাহিলেন 'বাহিরের ভুল ভানবে যখন'। যেমন বিশ্রী উচ্চারণ তেমনি বেসুরো কণ্ঠ। শ্রীদিলীপ কুমার রায় যদি গানটি পাণ্ডুচাবী হইতে শুনিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহার শিষ্য ছাত্রী সাহানা দেবীর রেকর্ডের গানটির দুর্দ্দশা দেখিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে নিশ্চয়ই পারেন নাই।

—

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী দু'খানি বাংলা গান গাহিলেন। "নিঝুম রাতে কে বাঁশী বাজায়" গানটি সুন্দর। দ্বিতীয় গান "তোমারই অসীম মনপ্রাণ লয়ে" রবীন্দ্র সঙ্গীত। গানটি জ্ঞান বাবু নিজস্ব ঢংয়ে গাহিয়া রস সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐদিন ঘোষক ছিলেন শ্রীবীরেন ভদ্র ও নৃপেন মজুমদার।

—

মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় প্রথমেই পল্লীমঙ্গল বক্তৃতা সুরু হইল। নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চাটুর্য্যে তাঁর স্কুল ব্রডকাষ্টের পুরাতন প্রসঙ্গ "কেমন করে চন্দ্র সূর্য্য, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হল" আওড়াইলেন।

—

সাতটা কুড়ি মিনিটে বেতার শিল্পী সঙ্ঘ বাণীকুমার রচিত একখানি 'শ্রীগান সমবেত কণ্ঠে গাহিয়া উঠিলেন। কাহারও কণ্ঠ কাহারও সহিত মিলে নাই, সবারই কণ্ঠ অবাধ স্বাধীনতা চায়।

—

মিস উষারাণীর হিন্দি ঠুংরী ও গজল গান সুন্দর। মিস মনোরমার হিন্দি গান মন্দ হয় নাই।

—

রাত্রি সাড়ে আটটায় শ্রীপঙ্কজ মল্লিক একজন বিশিষ্ট শ্রোতার অনুরোধে গাহিলেন 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে'। তাঁর দ্বিতীয় গান 'সেই যে বাঁশী বাজিয়েছিলে'। সত্যই গান দুটি সুখশ্রাব্য হইয়াছিল। মিস মনোরমার 'নিঠুর নাগর ছাড়' ঠুংরী গানটি মন্দ হয় নাই। শ্রীভূপেন্দ্র বিনোদ ঘোষের 'জলতরং' বাজনা মধুর। ঐদিন ঘোষণা করিলেন শ্রীবীরেন ভদ্র।

—

বুধবার শ্রীরাজেন সেনের 'কৃষিকথা' পাঠের পর শ্রীমদন মোহন সিংহ 'আঁধার মাঝে দেখেছি প্রিয়া' গানটি গাহিলেন। বেতারের এই নবীন গায়কটির বাণী স্পষ্ট কিন্তু কণ্ঠ সুরেলা নয়। মিস্ ফুল্লনলিনী'র 'চল গোরী চল যমুনায়' গানটি মাধুর্য্য-বর্জ্জিত হইয়াছিল।

—

মুর্শীদাবাদের সেতার বাদক শ্রীলাল মোহন ভট্টাচার্য্য সেতার বাজাইলেন এবং তবলা সঙ্গত করিলেন খোকা। এই খোকাটি কে? ইনি স্বনামধন্য বাদক নিশ্চয়ই নন। পুরো নাম ঘোষণা করা উচিত ছিল যাহা হোক সেতার বাজনা শুনিয়া আমরা খুসী হইয়াছি। হিন্দি প্রোগ্রামে মিয়াউদ্দিনের গান মন্দ হয় নাই।

[স্থানাভাবে প্রোগ্রামের বাকী অংশ গেল না, পরের সংখ্যায় যাইবে।]

—

মঞ্চ ও পর্দ্দা

—o—

নিউ থিয়েটার্স

ধীরেন বাবুর একুশে কেউ কম ই—স্যার' 'আসি আসি' করছে। গুজব একে বাংলা সবাক পূর্ণাঙ্গের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে। মিঃ বড়ুয়ার রূপ-লেখাও শেষ হতে চলেছে। হিন্দি চণ্ডীদাসও শীঘ্রই শেষ হবে। এবং খুব সম্ভব রূপলেখা ও হিন্দী চণ্ডিদাস যথাক্রমে চিত্রা ও নিউ সিনেমায় একসময়ে প্রদর্শিত হবে। ধীরেন বাবুর ভক্ত কবীরের সুটিং প্রাকি আরম্ভ হয়েছে। ধীরেন বাবুর মহুয়ার সুটিংও চলেছে।

ভারত লক্ষ্মী পিকচার্স

চাঁদসদাগর খুব সম্ভব আগামী ১৭ই মার্চ্চ ক্রাউন সিনেমায় আত্মপ্রকাশ করবে। করেন পরিচিয়তে 'ছাড়া আমরা আর কি বলতে পারি। সপ্তাহের পর সপ্তাহ আমরা এতদিন প্রস্তুতের খবর দিয়েছি। এইবার কেমন হোল সে কথা বলবার দিন আসন্ন হয়ে আসছে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম

আমরা এখনো জানতে পারি নি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোনো নূতন বাংলা সবাকে এবার হাত দেবেন কিনা। এদের যে দুখানি বাংলা ছবি পর্দ্দায় আত্মপ্রকাশ করেছে তার কোন খানিই সাফল্য লাভ করে নি। সেই থেকে যদি অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষের ধারণা হয়—যে বাংলা ছবি লাভের দিক দিয়ে পোষায় না, তাহলে বাস্তবিক দুঃখের বিষয় হবে।

রাধা ফিল্ম

এদের শ্রীগৌরাঙ্গের পরে আর কোন বাংলা ছবি এখনো বাজারে বেরোয় নি। শচীদুলাল পরবর্ত্তী বাংলা ছবি হবে একটি বিষয়। জানিনা, শ্রীগৌরাঙ্গের মত গীত ও চিত্র নাট্য রচনা কি না। এরা ঠেকে শিখেছেন আশা করতে পারি।

ষ্টার রঙ্গমঞ্চে নাট্য-মন্দির

শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ি স্বদল বলে স্থায়ী ভাবে নাকি এখানে অভিনয় সুরু করেছেন। প্রাচীর পত্রে সেই পুরাতন নাটকের অভিনয় ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। এই ক্ষণজন্মা শক্তিশালী অভিনেতার কাছে বাঙ্গালী রস-পিপাসু নরনারী অনেককিছু আশা রাখেন। আশা করি, শিশির বাবু নূতন রসের সন্ধান এনে দেবেন।

——

সম্পাদক—শ্রীজ্ঞানদাচরণ দাস।

Printed and Published by J. C. Das, at the Chitra Press 124/1 Maniktala Street Calcutta

AJ-KAL. PHONE B. B 3450 March 17, 1934

৩য় বর্ষ ৩৮শ সংখ্যা। | শনিবার ৩রা চৈত্র ১৩৪০। ১৭ই মার্চ ১৯৩৪। | নগদ মূল্য দুই পয়সা

Single Copy 6 pies Annual Subscription Rs. 2/—

মণিহারীর একটি ব্রীজ

মজঃফরপুরে হস্পিটাল ক্যাম্প

সূচীপত্র

আজ-কালের নিয়মাবলী

১। আজ-কাল প্রতি শুক্রবার প্রাতে কলিকাতায় প্রকাশিত হয়।

২। সহরে ও মফঃস্বলে প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা, বার্ষিক সডাক দুই টাকা মাত্র।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়। কোনো প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে সম্পাদক কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহেন। ডাক টিকিট দেওয়া থাকিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয়। ৩ মাসের বেশী কোনো অমনোনীত প্রবন্ধ পড়িয়া থাকিলে যদি হারাইয়া যায় সম্পাদক দায়ী রহেন।

৪। টাকা কড়ি প্রভৃতি ম্যানেজার আজ-কাল, ১২৪।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।

আজ-কাল
১২৪।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ফোন বি, বি, ৩৪৫০

আজ-কাল

৩য় বর্ষ] শনিবার, ৩রা চৈত্র ১৩৪০ সাল ১৭ই মার্চ্চ ১৯৩৪ [৩৮শ সংখ্যা

কিছু করা ভাল

—০—

আমাদের কংগ্রেসী কর্ত্তারা বড়কর্ত্তা গান্ধীজীর সহিত অচ্ছুৎ উদ্ধার ব্রত গ্রহণ করিয়া দেশময় ছড়াইয়া পড়েন নাই। এখন ঘরের দরজা আঁটিয়া পলিটিক্সের বুলি যদি তাঁহারা ভাজিতে থাকেন তাহা অসম্ভব না হইতেও পারে। কিন্তু পর্দ্দার অন্তরালে রাজনৈতিক মতবাদ বা স্কীম যাহাই তাঁহারা আটুন দিনের আলোকে জনসাধারণের নিকট তাহা প্রকাশ হয় নাই। বড়কর্ত্তার সহিত তাঁহাদের মতের পার্থক্য ঘটিয়াছে একথা টুকুও বলিতে তাঁহারা সাহস পান না। কিন্তু যদি তাহা না ঘটিত আজ তাঁহাদের গান্ধীজীর পার্শ্বে অচ্ছুৎ উদ্ধার কার্য্যে লাগিয়া যাইতে দেখিতাম। অপর পক্ষে, গান্ধীজী আজ যদি রাজনৈতিক কোনো কনফারেন্স ডাকেন বা কোনো স্কীম লইয়া কার্য্য করিতে অগ্রসর হন তাহা হইলে কর্ত্তাদের তাঁহার পার্শ্বে দেখিতে পাইব।

ইহা হইতে বোঝা যাইতেছে, কর্ত্তারা অচ্ছুৎ উদ্ধার অপেক্ষা দেশোদ্ধার কার্য্য ভাল বোঝেন। কিন্তু, গান্ধীজীকে বাদ দিয়া আলাদা একটা নূতন পন্থা দেশবাসীর সম্মুখে ধরিয়া তাঁহাদের অগ্রসর হইবার মত কাহারো ব্যক্তিত্ব নাই। চিত্তরঞ্জন দাশ গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে এমন আর কেহ রহিল না যিনি ভিন্ন মত পোষণ করিলেও মুখে পর্য্যন্ত তাহা বলিবার সাহস রাখেন। গান্ধীজীর ননকো-অপারেশন আন্দোলন যখন নিভিয়া আসিয়াছিল তখন চিত্তরঞ্জনই দেশকে নানা বরকটের হাত হইতে মুক্ত করিয়া কাউন্সিল প্রবেশের বাণী শুনাইয়া কংগ্রেসের মাইনরিটি মতকে মেজরিটি মতে পরিবর্ত্তিত করিয়া কাউন্সিলের ভিতর দিয়া আন্দোলন কার্য্য চালাইয়া ছিলেন। চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্য-দলের কার্য্যাবলী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, কোনো দিন সে-ইতিহাস লিখিত হইলে পরবর্ত্তী যুগে তাহা গল্প উপন্যাসের ন্যায় রোমাঞ্চকর কাহিনী রূপে পঠিত হইবে।

সকলেই একই কাজ করিবে এমন কোনো কথা নাই। যিনি অচ্ছুৎ উদ্ধার, টেম্পারেন্স বা সেবা-কার্য্য করিবেন তিনিই যে পলিটিক্স করিবেন এমন কোনো মানে নাই। আবার কাউন্সিলে গিয়া পলিটিক্স করিলে কাউন্সিলের বাহরে যে কাহারো কিছু করিবার থাকিবে না আমরা তাহা মনে করি না। ইহা সত্য, কাউন্সিল, অ্যাসেম্ব্লি এখন যেভাবে গঠিত সেখানে কংগ্রেসের প্রতিনিধি থাকিলে এখন যাহা সম্ভব হইতেছে তাহা হইত না। কংগ্রেসের মূল-নীতির পরিপন্থী যে-সব আইন পাস হইতেছে তাহাও পাস হইত না। অথচ কংগ্রেসীদের মধ্যে কাউন্সিল-কার্য্য করিবার যোগ্য লোক যথেষ্ট আছে। আজ তাঁহারা কোনো কিছু করিতেছেন না। এই তাঁহাদের কিছু না-করায় একটা বিরাট জাতীয় অপচয় ঘটিতেছে ইহা কেহ অস্বীকার করিবেন না। অপর পক্ষে আইনের বেড়া জালে কংগ্রেসের অন্য কিছু করিবার কোনো উপায় নাই। সে হিসাবে কংগ্রেস মরিয়াছে।

কিন্তু, আজ কংগ্রেস যদি কাউন্সিল প্রবেশের জন্য পার্টি গঠন করেন, এবং সেই ভাবে ভোটদাতাদের মধ্যে কার্য্য করেন, আর কাউন্সিল অ্যাসেম্ব্লির আয়ু অযথা গবর্ণমেণ্ট যাহাতে আর না বাড়াইয়া দেন তাহার জন্য আন্দোলন করেন তাহা হইলেও কিছু না করা অপেক্ষা কিছু করার লাভ নিশ্চয় আসিবে।

বাংলার কংগ্রেস কর্ত্তারা কি এখনো ঘুমাইয়া থাকিবেন? কর্ম্মী ও ছেলের দল ক্ষেপাইয়া নিজেদের স্বার্থ খোঁজায় যে নৈতিক অবনতি তাহা তাহারা নিশ্চয় ক্ষমা করিবে না। এবং আবার যখন তাহাদেরই দরজায় কর্ত্তাদের যাইতে হইবে তখন হয় তাহারা সে দরজা বন্ধ করিয়া দিবে, না হয় তাহারাও নিজেদের নৈতিক অবনতি ঘটাইয়া কর্ত্তাদের সহিত সহযোগিতা করিবে।

———

টিপ্পনী

—o—

স্যার চার্লস ইনস ব্রহ্মদেশের লাটপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এখন তিনি বিলাতে। হঠাৎ ব্রহ্মদেশের জন্য তাঁহার দরদে দিয়া উথলিয়া উঠিয়াছে।

*　　　*

ভারতের সহিত যুক্ত থাকিয়া ব্রহ্মদেশের কত না ক্ষতি হইতেছে—এই চিন্তায় তাঁহার 'গোস্ত-রুটী' হজম হইতেছে না। আর ইহাতে নাকি ভারত ও ব্রহ্মদেশ—দুইএরই ক্ষতি হইতেছে।

*　　　*

কেন তাহা বলেন নাই। ব্রহ্মদেশের ক্ষতি হইতেছে—কারণ ভারতবাসী আসিয়া নিম্ন বর্ম্মার জমি কিনিয়া লইতেছে এবং ভারতীয় বাণিজ্য রক্ষণ নীতিতে ব্রহ্মের ধ্বংস অনিবার্য্য। ব্রহ্মের ক্ষতি না হয় বোঝা গেল কিন্তু ভারতের কি ক্ষতি হইবে?

*　　　*

সে বিষয়ে ইনস সাহেব চুপ। আবার তিনি লাট হইলে কি করিবেন তাহাও বলিয়াছেন। ব্রহ্মদেশকে স্বাধীন করিয়া (অবশ্য একেবারে নয়—ব্রিটিশ রাজের অধীনে) তিনি তাহার সেনাপতি হইবেন। হঠাৎ তিনি আকাশে উদ্যান সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছেন কেন?

*　　　*

আর চিরদিন ত তিনি টাকা আনা-পাই করিয়া জীবন কাটাইলেন—তরোয়াল ভাঁজিবার কথা ত কেহ জানে না। তবে হঠাৎ সেনাপতি হইতে চাহিতেছেন কেন? ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদে হিসাব দিতে দিতে রাজস্বসচিব ক্লান্ত হইয়া পড়েন কিন্তু C in-Cর নিকট কেহ হিসাব চায় না। তাই বোধ হয় সেনাপতির পদের উপর ইনস্ সাহেবের লোভ।

*　　　*

সেনাপতি হইবার কথা মনে হইতেই তাঁহার মেজাজ 'শরিফ' হইয়া গিয়াছিল। তাই তিনি চালাইবার যোগ্যতা না থাকিলেও ভারত ও ব্রহ্মদেশবাসীকে স্বায়ত্তশাসন দিতে রাজী হইয়াছেন। কারণ উপযুক্ত হইয়াও যদি তাহারা শাসন ক্ষমতা না পায়—তবে উহা পাইলেই ইংলণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চাহিবে।

*　　　*

মুঙ্গেরের ইনকম ট্যাক্স অফিসারটী কে? গবর্ণমেণ্টের উচিত নিজের খরচায় তাঁহাকে চশমা কিনিয়া দেওয়া—বোধহয় তাঁহার short sight হইয়াছে, কাছের জিনিষ দেখিতে পাইতেছেন না। তাহা না হইলে কি করিয়া তিনি মুঙ্গেরের ব্যবসায়ীদের উপর নোটিশ দিলেন যে আয় কর শীঘ্র দিতে হইবে?

*　　　*

সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। এই মনে করিয়া জাপানের বিরুদ্ধে বোম্বাই ও ল্যাঙ্কেশায়ারের কল ওয়ালাগণ মিলিত হইয়া এক চুক্তি পত্র করিয়াছিলেন। সেই চুক্তিপত্র ব্যবস্থা পরিষদে উপস্থিত করা হইয়াছে। কিন্তু কেহই তাহা গ্রহণ করিতে রাজী হইতেছে না। তবে গবর্ণমেণ্টের সহায়তায় জয় তাঁহাদেরই হইবে।

*　　　*

দেশে ৩৬১টী কাপড়ের কল আছে। বোম্বাইতে আছে মাত্র ৫০টী—সেগুলি খুব বড়। তাহা হইলেও ভারতবাসীর নামে কোনও চুক্তি করিবার ক্ষমতা বোম্বাই মিল ওয়ালাদের নাই। যে সকল মিলওয়ালা এই চুক্তি করিয়াছেন তাঁহাদের কাপড়ের কলছাড়া বিলাতী মালের কারবার আছে কি না তাহা একবার কেহ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন কি?

*　　　*

পাটের টাকা হইতে কিছু দিয়া বাংলা, বিহার ও আসামকে একটু খুসী করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট চিনির দেশলাইএর উপর টেক্স ধরিলেন। সুষ্টার সাহেব যেন সূর্য্যের মত ভারতের অর্থনৈতিক ভাগ্যাকাশে উদিত হইয়াছেন। তিনি একদিকে যেমন ঢালিতেছেন—অন্যদিকে ঠিক তেমনই ভাবে শোষণ করিতেছেন। সুতরাং বাহবা দেবার মত কিছুই করেন নাই।

*　　　*

প্রেসিডেন্সি জেলে যে ৩৯ জন রাজনৈতিক বন্দী অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহারা তাহা ভঙ্গ করিয়াছেন। আশা করি গবর্ণমেণ্ট এইবার তাঁহাদের দাবী সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন। শিক্ষিত ও ভদ্র বংশোদ্ভব কয়েদীদের জন্য তাহারা সাধারণ বা রাজনৈতিক যে শ্রেণীর কয়েদীই হোক না কেন—নূতন নিয়ম প্রণয়ন করা কর্ত্তব্য।

*　　　*

সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ভারতবাসীকে বেশী কিছু দিতে হয় না—বৎসরে গড়পড়তা প্রত্যেককে মাত্র ২ শিলিং ৭ পেনী করিয়া দিতে হয় অর্থাৎ প্রায় ২।৵০। বেশী নয় অবশ্য কিন্তু ভারতবাসীর মাথা পিছু আয় কত? তাহার সহিত তুলনা করিলে জানা যাইবে যে এই বোঝা সহিতে ভারতবাসীর কষ্ট হয় কত।

— — —

বিবিধ প্রসঙ্গ

—০—

পোষ্টাফিসে ক্ষতি

১৯৩২-৩৩ সালে পোষ্টাফিস ও টেলিগ্রাফ বিভাগে ঘাটতি হইয়াছে ৪১ লক্ষ ৮৯ হাজার ২৫৬৲, ইহার পূর্ব্ব বৎসর ঘাটতির পরিমাণ ৯৩ লক্ষ ৮৫ হাজার ১৪৬৲। সকলেই মনে করিবেন ক্ষতির পরিমাণ কমিয়াছে কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নয়। পূর্ব্ব বৎসরের ক্ষতির পরিমাণ দেখিয়া ব্যয় হ্রাসের চেষ্টা হইয়াছিল। তাহার ফলে ১ কোটী ১৪ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ব্যয় সঙ্কোচ করা হইয়াছে, ইহার মধ্যে কর্ম্মচারীদের বেতন কাটিয়া পাওয়া গিয়াছে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা। সুতরাং প্রকৃত ঘাটতির পরিমাণ অনেক বেশী। ইহার জন্য টেলিগ্রাফ বিভাগই বেশী দায়ী। দুইটাকে একসঙ্গে না চালাইয়া ভিন্ন করিয়া দিলে অনেক সুবিধা হয়। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহা করিবেন না। কেন?

বিহারে গান্ধীজী

মহাত্মা গান্ধী কয়েকদিন হইল বিহারে আসিয়াছেন। এখন কিছু দিনের জন্য হরিজন আন্দোলন বন্ধ রাখিয়া তিনি ভূমিকম্পবিধ্বস্ত আর্ত্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন। এখন না আসিয়া ভূমিকম্পের পরই আসিলে বিহারবাসী আশ্বস্ত হইত—যাক Better late than never তাঁহার দর্শনে লোকের প্রাণে আশা জাগিতেছে। পাটনায় তিনি সমগ্র সহরটী ঘুরিয়া দেখিয়াছেন। পথে পথে তাঁহাকে দেখিবার জন্য পূর্ব্বের ন্যায়ই ভিড় জমিয়াছিল, গান্ধীজীকী জয় আর বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে আবার মরা গাঙ্গে বান ডাকিয়াছে—প্রাণের সাড়া পাওয়া যাইতেছে। লোকে তাঁহার আশাতেই এতদিন বসিয়া ছিল। আশা করি এবার সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটি প্রকৃত রিলিফ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের কায

উদ্যোগী পুরুষকেই লক্ষ্মী অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। তাই বাংলায় যেখানে বৎসরের পর বৎসর বজেটে ঘাটতি হই চলিয়া আসিতেছে—ঋণ করিয়া কোন মতে দিন গুজরাণ হইতেছে সেখানে বোম্বাইয়ে গবর্ণমেণ্টের বজেটে বাড়তি হইয়াছে। কেন? কারণ গবর্ণমেণ্ট যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে অর্থনৈতিক অবস্থা ফেরে—ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হয়। প্রজার অবস্থা ফিরিলেই সরকারের অবস্থা ফিরিবে তাহা কি তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে? বাণিজ্যের উন্নতি হইবে বলিয়া তুলার উপর বোম্বাই সহরে যে কর লওয়া হইত তাহা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বন্দরের চার্জ কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে G I P. রেলে মাল যাতায়াতের ভাড়া কমান হইয়াছে, এবং এমন ব্যবস্থা করা হইয়াছে যে তুলা বোম্বাইতে পৌঁছাইলে তাহা জাহাজে তুলিয়া দেওয়া হইবে—ইহাতে গুদামে মাল রাখা ইত্যাদি ব্যয় বাঁচিবে। বাংলা গবর্ণমেণ্ট ব্যবসা বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য কি করিতেছেন?

কৃষকের দুরবস্থা

কৃষকের অবস্থা ক্রমে মন্দ হইতেছে তাহা সর্ববাদীসম্মত। অথচ তাহারাই বাসুকির মত সমাজের ভার বহন করিতেছে। যেদিন একেবারে অক্ষম হইবে সেদিন সমাজ বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। এই যে নূতন রিফর্ম আসিতেছে তাহার ভারও শেষ পর্য্যন্ত যাইয়া ইহাদের ঘাড়েই পড়িবে—মিঃ এইচ ক্যালভার্টের এই মত। সেইজন্য বিলাতে এক বক্তৃতায় তিনি রক্ষণশীল দলকে ভারতের কৃষকের দিকে দৃষ্টি দিতে বলিয়াছেন। কৃষকের অবস্থা অতিশয় মন্দ—জমির উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস পাইয়াছে। ঋণ গ্রহণের শক্তি লোপ পাইয়াছে—সহরের স্বার্থ রক্ষা করিতে যাইয়া গ্রাম ধ্বংস পাইতে বসিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন ১৯৪০ হইতে ১৯৪৬এর মধ্যে দুর্ভিক্ষ হইবে। এসব কথা নূতন বা অজানা নয় সকলেই জানে কিন্তু গ্রামকে রক্ষা করিবার উপায় কি? রক্ষার ভার যাহাদের হাতে তাহারা যদি কিছু না করে—এদিকে দৃষ্টি না দেয় তবে দরিদ্র দেশের লোক কি করিবে?

সিপাহীর জেল

আহার না করিলেই Hunger Strike করা হয়—ভাগলপুরের সৈন্যদলের এক ডাক্তারের ইহাই মত। পাটনা হাইকোর্টও এই মত গ্রহণ করিয়া একজন হিন্দু সিপাহীর ২মাস কারাদণ্ড বাহাল রাখিয়াছেন। সেপাহী ইষ্টদেবতার পূজা করিত—মন্ত্রপাঠ করিত—এবং শঙ্খ বাজাইত। ইহাতে ফৌজের অন্যান্য লোকের অসুবিধা হয়—সেই জন্য জোরে মন্ত্র পাঠ এবং শঙ্খনাদ করিতে নিষেধ করিয়া দেওয়া হয়। ইচ্ছামত ইষ্টদেবতার পূজা করিতে না পারিয়া সেপাহী অন্নগ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহাতে তাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনা হয় যে সে না খাইয়া শরীর নষ্ট করিতেছে। দেবতার পূজা করিতে না পারিলে যে অন্নগ্রহণ করা যায় না—তাহা নিম্ন বা উচ্চ কোর্ট কেহই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। সুতরাং সিপাহীর জেল ভোগ করিতে হইবে। এবিষয়ে হিন্দু সমাজ হইতে প্রতিবাদ হওয়া উচিত।

——

কর্পোরেশন প্রসঙ্গ

ভবঘুরে

—০—

দিন যায়—মার্চ্চ মাসও শেষ হইতে চলিল—মেয়র নির্ব্বাচনের দিন ঘনাইয়া আসিল; কিন্তু কই কোনও সোরগোল ত এখনও উঠিল না।

—

সকলেই দেখিতেছি চালাক হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা এই চেয়ারে বসিতে চান তাঁহারা কেহই চুপ করিয়া বসিয়া নাই। কাজ চলিতেছে কিন্তু সবই গোপনে।

—

কিন্তু 'গোপনে প্রেম রয় না ঘরে, আলোর মত ছড়িয়ে পড়ে'— এত' গোপন থাকিবার জিনিষ নয়। আর মেয়রী চেয়ারের charm এত বেশী যে কেহই স্থির থাকিতে পারে না।

—

এমন কি লর্ড কার্জ্জনের মত জবরদস্ত বড়লাটের লোভ পড়িয়াছিল। তিনি নাকি বলিয়াছিলেন এই চেয়ারে বসিতে পারিলে তিনি বড়লাটগিরিও ছাড়িয়া দিতে পারেন। তিনি বলিয়া থাকুন বা নাই থাকুন এই সম্মানিত পদবী যে লোভের বস্তু তাহা সকলেই জানে।

—

এখন সিকা কাহার ভাগ্যে ছিঁড়িবে? অনেকেই ত' হাঁ করিয়া উর্দ্ধদিকে চাহিয়া আছেন যদি তাঁহার ভাগ্যে সিকা ছেঁড়ে। কে সে ভাগ্যবান? ভাবিতে হইবে না শীঘ্রই ভাগ্য পরীক্ষা হইবে। এখন দেখা যাক্ 'প্রাংশু লভ্যে ফলে উদ্বাহুরিব বামনঃ' হইয়া কয়জন অবস্থান করিতেছেন।

—

প্রথম 'গদীয়ান' বর্ত্তমান মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু। কর্পোরেশনে সকলেরই term extend করা হইতেছে—মেয়রেরই বা হইবে কেন? তাহার উপর তিনি ভূমিকম্প বিধ্বস্ত বিহারের সাহায্য কল্পে যাহা করিয়াছেন তাহাতে সাহেবদেরও মনস্তুষ্ট হইয়াছে। নিজের দলের লোক ত' আছেই। দু একজন মুসলমানও যে দলে ভিড়িবে না তাহাও নয়।

—

কিন্তু তাঁহার দলের শ্রীযুক্ত নলিনী সরকারেরও নাকি মেয়র হইতে আপত্তি নাই। তিনি কর্পোরেশনের বজেট লইয়া যেরূপ খাটিতেছেন তাহাতে তাঁহাকে পুরস্কৃত না করিলে কর্পোরেশনের অন্যায় হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই মহাযজ্ঞে তিনি গরীব কর্ম্মচারীদেরও বাদ দেন নাই—তাহাদিগকে স্বার্থ-ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছেন।

—

তাহার পর অপর পক্ষের ডাঃ যতীন্দ্রনাথ মৈত্র—তিনি বহুদিন ধরিয়া এই চেয়ারে বসিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেদিকে অগ্রসর হইবার পথ পাইতেছেন না। এতদিনও যখন পারেন নাই তখন এবারেও যে পারিবেন তাহা মনে হয় না। তবে তিনি চেষ্টা করিতে কসুর করিবেন না। ইহা নিশ্চিত।

—

তাঁহারা দলে ভারী—তবে না হইবার কারণ কি? কারণ মিঃ জে, সি, গুপ্ত। কর্পোরেশনে দলাদলি হইবার পর হইতে ডাঃ মৈত্রই সেখানে নেতাগিরি করিয়া আসিতেছিলেন। তখন ছিলেন তিনি Minorityর নেতা। কিন্তু তাঁহার দল Majority হইতেই নামে না হইলেও কাজে নেতাগিরি তাঁহার হাত হইতে গিয়াছে।

—

ঘরের বাহিরে বসিতে গেলে এখন মিঃ জে সি গুপ্তই এখন দলের নেতা। তিনি ব্যারিষ্টার, অর্থবান সুতরাং নেতা হইবার সকল গুণই তাঁহাতে বর্ত্তমান। তাহার উপর গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে একবার ২।৩ দিনের জন্য ধরিয়া রাখিয়া তাঁহাকে পংক্তিতে তুলিয়া দিয়াছিলেন। দলের লোক আছে ভোটের জন্য ভাবিতে হইবে না।

—

আবার ২।৪ জন সাহেবী ভোটও যে তিনি না পাইবেন এমন মনে হয় না। সম্প্রতি হিজ হাইনেস আগা খাঁকে অভ্যর্থনা দিবার প্রস্তাবে তিনি শুধু যে প্রস্তাবের স্বপক্ষে ভোট দিয়াছিলেন এবং দলের অনেকে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহা নয়, বক্তৃতা দিয়া বিপক্ষ দলকে বদাইয়া দিয়াছিলেন।

—

রাজনীতি ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা বলিয়া কোন জিনিষ না থাকিলেও মুসলমানগণ এত শীঘ্র একথা ভুলিতে পারিবেন কি? সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই মিঃ গুপ্তকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবে একথা ঠিক। কিন্তু নিজের দলের মধ্যে কোন গোল উপস্থিত হইবে না ত? "ভূতপূর্ব্ব নেতা" শ্রীযুত শাসমল কি এই সম্মান দাবী করিবেন না?

—

ইহার উপর আবার মুসলমানদের দাবী। এত দিন হিন্দু মেয়র হইয়া আসিয়াছে—এখন মুসলমান কেন হইবে না—এ আবদার তাঁহারা করিতে পারেন। খাঁ বাহাদুর মমিন সাহেব যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিবেন না—এমন ত বোধ হয় না। আবার মিঃ ফজলুল হক আছেন তিনি পূর্ব্বে একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এবারও নিশ্চয়ই নিশ্চেষ্ট থাকিবেন না।

—

যদি মুসলমানই হয় তবে ডেপুটি মেয়র কি অপরাধ করিলেন? একথা বলিলে অন্যায় বলা হইবে না। তিনি প্রথম হইতেই কংগ্রেস পার্টির সহিত মিলিয়া আছেন। সুতরাং তাঁহার দাবী আছে। কিন্তু তাঁহার দাবী যে বেশ দূর যাইবে তাহা বোধ হয় না। তবে তাঁহার ডেপুটী পদ বোধ হয় পাকা হইয়াই থাকিবে।

—

এই সকল গোলমালের মধ্যে অলক্ষ্যে বসিয়া মিঃ বি, কে, বসু হাসিতেছেন। একবার দলাদলির খেলায় তিনি, অস্তাচলমান হইয়াছেন, আবার যদি কাহারও কৃপায় তিনি উচ্চতর সম্মান পান তাহাতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই। সাহেব ও nominated ভোট গুলি ত' তাঁহার হাতে—সুতরাং তাঁহার ভরসা আছে। তাহার পর দলাদলি চলিলে ত তাঁহার পোয়া বারো।

—

এখন কংগ্রেস পক্ষের কি করা কর্ত্তব্য তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? উভয় পক্ষ যদি মিলিতে না পারেন তবে মেয়রগিরি যে তৃতীয় পক্ষের ভাগে নাচিতেছে তাহা সকলেই জানে। এখন আপোষ-কমিটিকে কোন রকমে পুনর্জ্জীবিত করিয়া যাহা হোক একটা রফা করিয়া ফেলা অবশ্য কর্ত্তব্য। এবার ত আর মন্ত্রীর কর্পোরেশন আইনের আলোচনা করিতে হইবে না সুতরাং কমিটি বসিতে কোন আপত্তির কারণ দেখা যায় না।

—

পুতুল খেলা নয়

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

—০—

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

বায়োস্কোপের ইণ্টারভ্যালে সব গুলি আলো এক সঙ্গে জ্বলে উঠতে, সামনের দিকের চেয়ার খানির পানে চেয়ে দেখেই সোমেশ চমকে ওঠে। একবার ভাবে নিঃশব্দে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায় কিন্তু কিসের একটা মদির আকর্ষণ তাকে স্থাণুর মত নিশ্চল করে রাখে।

ব্রততী ; হ্যাঁ, ব্রততীই বটে। সেই চুল, সেই জাফরাণী রঙের শাড়ী পরনে, সেই ঘাড়ে পাউডারের পাফ ঝাড়া সেই অনাবৃত বাহুর পিছন দিকে একটি ছোট কালো তিল, সেই গায়ের মৃদু মধুর গন্ধ, সেই সব। সোমেশ উতল হয়ে ওঠে।

নিজের মনে না জেনেই সোমেশ বলে—ব্রততী!

ব্রততী চমকে উঠে পিছন পানে তাকায়, এবং মুহূর্ত্তে মুখ ঘুরিয়ে ফেলে।

সোমেশ কি করবে বুঝতে না পেরে ডাকে—ব্রততী! জবাব না পেয়ে আবার ডাকে—ব্রততী!

স্ক্রীনের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ব্রততী জিজ্ঞেস করে—কি বলছেন!

ব্রততীর সুরে কান্নার আমেজ থাকে। সোমেশ বলে—তুমি থেকে আপনিতে কবে উঠলে?

ব্রততী উঠে দাঁড়ায়। সোমেশ হাত বাড়িয়ে তার বাঁ হাত ধ'রে বসে। ব্রততী দৃপ্তকণ্ঠে বলে—এটা অভদ্রতা।

সোমেশ থতমত খেয়ে যায়, কিন্তু অদম্য আকাঙ্খার নিপীড়নে কণ্ঠে ভাষা জুগিয়ে জিজ্ঞেস করে—আমার উপরে কি রাগ করেছ?

ব্রততী ম্লান হেসে বলে—আপনার শীল-তাকে ধন্যবাদ যে এমন প্রশ্ন আপনি জিজ্ঞেস করতে পারেন। দয়া করে আমার হাত ছাড়ুন, আমি এখন বাইরে যাবো।

সোমেশ হাত ছেড়ে দিতে ব্রততী বাইরে চলে যায়। সোমেশের মন উন্মাদ হয়ে ওঠে। যাকে একদিন ভালো বেসে ভুলে ছিল, তাকেই আবার নূতন ক'রে পেতে বুকে তা'র ঝড় বয়ে চলে। তাড়াতাড়ি সিট ছেড়ে উঠে সে বাইরে এসে দেখে, একখানি বেঞ্চের একটি পাশে ব্রততী চোখ বুজে বসে আছে।

নিজের দুর্ব্বলতাকে সোমেশ ঘৃণা করে না। বৈচিত্র্যেই তার আনন্দ যেন অনেক বেশী। সে আস্তে আস্তে এসে ব্রততীর পাশে বসে। সাড়া পেয়ে ব্রততী চোখ মেলে তাকে দেখে বলে ওঠে—ও: এখানেও এলেন!

সোমেশ হেসে বলে—কেন অপরাধ হ'ল নাকি?

ব্রততী গ্রীবা বাঁকিয়ে জবাব দেয়—নাঃ, আপনাদের মত লোকের কিছুতেই অপরাধ হয় না। মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আপনাদের স্বভাব। আপনি একজন যুবক এবং বিবাহিত, আমি একজন যুবতী এবং কুমারী। এস্থলে এক বেঞ্চে এমন আলো ছায়ার মধ্যে দু'জনে এক সঙ্গে বসাটা কি ভালো হবে? বায়োস্কোপের বেল পড়ছে, এখুনি সুরু হবে। যান, ভিতরে যা'ন।

সোমেশ ব'লে—তুমি চ'লো।

ব্রততী কপালে লুটিয়ে-পড়া চূর্ণ কুন্তল ডান হাতে সরিয়ে দিতে দিতে বলে—আমি আর আজ বায়োস্কোপ দেখবো না, এ বই আমি আরও একবার দেখেছি।

সোমেশ বুঝতে পারে ব্রততী তার সান্নিধ্য এড়াতে চায়। মানুষ যার কাছ থেকে অবহেলা পায় শ্রদ্ধাও তার কাছ থেকে সব চেয়ে বেশী পাবার আগ্রহও হয় তার অনেক বেশী। অবহেলা দিয়ে যে ব্রততী তা'র উপর জয়ী হয়ে যাবে, তা সে সহ্য করতে পারে না।

সোমেশ বলে—তোমার মনে আমি আঘাত দিয়েছি হ'তে পারে, কিন্তু এই আঘাতটা ভুলিয়ে দেবার মত এমন একটা কিছু কি করতে পারি না, যা'তে করে আমার উপর তোমার ধারণা যায় উল্টে?

ব্রততী দৃপ্ত তেজে তা'র পানে চেয়ে জিজ্ঞেস করে—ভাষা!

সোমেশ ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে এর আর ভাষা কি? তোমাকে যার মোহতে ত্যাগ করেছিলুম, আজ যদি তার বিনিময়ে তোমায় ফিরিয়ে নিতে চাই?

ব্রততী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে—আপনি চাইলেও আমি তা চা'ইনে।

সোমেশ ব্রততীর দিকে আরো একটু সরে গিয়ে বসে। বলে—কেন? আমার এ ব্যাপারটা আকস্মিক একটা কিছু বলে কি গ্রহণ করতে পারো না?

ব্রততী হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে—না। আকস্মিকতারও একটা সীমা আছে। আকস্মিকতায় আর যাই করা যাক জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা যায় না। মাটির পুতুলে জবা ফুলের বদলে পলাশ ফুল দিয়ে পূজা দিলে বিশেষ কিছু এসে যায় না। আবার দু'দিন পরে পলাশ ফুল পাল্টে কুন্দ ফুলেও পূজা চলতে পারে, কিন্তু রক্তের মানুষের বেলা তা' হয় না। মানুষের সব

চেয়ে বড় drawback যে সে মানুষ, দেবতা নয়। আপনি কি আপনার বিবাহিতা পত্নীকে ত্যাগ করতে চান ?

সোমেশ কুটিল হাসি হাসে। বলে—বিবাহিতা পত্নী ? হাসালে। মাথায় খানিক সিঁদুর লেপ্‌টে আর হাতে এক পয়সা দামের একটা লোহা চাপিয়ে দিলেই বুঝি সে বিবাহিতা পত্নী হয়ে যায় !

ব্রততী ঘৃনায় নাসিকা কুঞ্চিত করে নেয়। বলে—আপনার মত লোকের স্থান কোথায় তা' জানি না।

সোমেশ হিংস্র কণ্ঠে বলে—স্বর্গে গো স্বর্গে। আমার মত লোকের স্থান স্বর্গে, একেবারে ঠিক ইন্দ্রের সিংহাসনের পাশে।

ব্রততী উঠে দাঁড়িয়ে বলে—তা' হলে ইন্দ্র আপনাকে সাপোর্ট করতে পার'তো বটে কিন্তু স্বর্গেও আপনা'র মত লোক যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে। সেখানে আপনার মত লোক গেলে শচী দেবীর সতীত্ব বিপন্ন হবার সম্ভাবনা থাকতো।

সে চলে যেতে চায়। খপ্‌ করে তার আঁচল টেনে ধরে সোমেশ বলে—তোমার সমাজে ঠাঁই হবে কোথায় ?

ঝাড়া দিয়ে কাপড় ছাড়িয়ে নিয়ে ব্রততী বলে—যেখানেই হোক, কবি সোমেশের পাশে নয়। Scoundrel.

ছুটে ব্রততী রাস্তায় নেমে চলতে আরম্ভ করে এবং কিছু পরেই অদৃশ্য হয়ে যায়।

অপমানে সোমেশের সমস্ত শরীর রি রি করে জ্বলতে থাকে। চোখের সামনে বায়োস্কোপ রাণী, জগৎ,—সব একাকার হয়ে অন্ধকারে জোট পাকিয়ে ঘুরতে আরম্ভ করে।

ব্রততী বাড়ী ফিরে এসে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে' কাঁদে—খুব কাঁদে।

* * *

—ক্রমশঃ

—

একি হোল ?

শ্রী পাপিয়া বসু।

আজকে আমার একি হোল, ঘুম কেন নাই আঁখির কোণে;
শয্যা কেন আগুন হেন, একি দাহন মনের বনে ?
বুকের ভেতর জ্বালা একি, কান্না কেন দু'চোখ ভ'রে
সীমার বাঁধন ছাড়িয়ে গেল, হায় কেনরে এমনি করে ?
হৃদয় খানি ভরল আমার অন্ধকারের আবছায়াতে;
আলোর মালা নিঃশেষিত, কেনই আজি চারদিকেতে ?
স্নিগ্ধ শীতল বাতাস কেন তপ্ত আজি এমনি ধারা;
কেনই আজি গুমরে কাঁদে হাস্যময়ী পাগল পারা ?

বিশ্ব নিখিল ভরেই আজি একি শুধু করুণ বাণী ?
দিগ্বিদিকে উচ্ছ্বসিত আজকে তাহার হৃদয় খানি !
পাখীর কুজন থামল কেন আজকে হঠাৎ অকারণে;
গাইত যাহা আবেগ ভরে মধুর স্বরে আমার কাণে ?
বেসুরা আজ বাজল কেন; হঠাৎ এমন মনের বীনা ?
হাহাকারের কঠোর কালী কালিয়ে দিল হৃদয় খানা !
তবে কিরে জাগল হৃদে তাহারি সেই করুণ স্মৃতি;
মুহূর্তে যারে চাই শতবার হৃদয় হতে দিবস রাতি ?

—

গল্প

প্রতিশ্রুতি

শ্রীনকুড় চন্দ্র মিত্র

—o—

রমণী মোহনের দুর্জ্জয় পণ—'চাকরী না করিয়া বিবাহ করিব না !'

কিন্তু, এই বেকার-সমস্যার দিনে কোথায় চাকরী ? কলেজ ছাড়িয়া এই পাঁচ বৎসর কাল রমণী ঘরে বসিয়া। দাদা যামিনী মোহন অনেক স্থানে অনেক চেষ্টা করিয়াছেন। নিজেদের আফিসে এখন 'ডিডাক্‌শনে'র পালা। অথচ এদিকে রমণীর বয়স দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে—করে তাহার সমবয়স্কদের বিবাহাদি হইয়া গিয়াছে। রমণীর এবার একটা বিবাহ না দিলে যামিনী যেন আর বাহিরে মুখ দেখাইতে পারেন না।

রমণীর ধনুক-ভাঙ্গা পণ !

আবার এক মুস্কিল, রমণী হইল অণ্ডার-গ্রাজুয়েট, অর্থাৎ বার দুই বি, এ, পরীক্ষা দিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছে। নেহাত ছোট চাকরীও সে আবার করিতে পারে না।

অল্প বয়সে রমণী মাতৃহীন—যামিনীর স্ত্রীই একরূপ তাহাকে মানুষ করিয়াছে। যামিনী ও যামিনীর স্ত্রী যেন সর্ব্বদাই সঙ্কুচিত, পাছে বাহিরের লোকে মনে করে,

রমণী রোজগার করিতে শিখে নাই বলিয়া তাই তাহার বিবাহ দিতেছেন না।

নানা পাত্রীর পিতা বা অভিভাবকেরা যামিনীর নিকট আসা যাওয়া করে—উপস্থিত অর্থসঙ্কটের দিনে তাহাদেরও বিপদ বড় কম নয়। কিন্তু রমণী...রমণী দৃঢ়চিত্ত! তাহার জিদের ভয়ে যামিনী কাহাকেও পাকা কথা দিতে পারেন না।

বন্ধু মহলে রমণীর দুর্দ্দশার অন্ত নাই। বেচারী! তাহাদের বাক্যবাণে ও ঠাট্টা বিদ্রূপে সে যেন ভীষ্মের মত শরাঘাতে জর্জর! কিন্তু আদর্শের নামে সে সমস্তই সহ্য করে। এ সব ছাড়া আরও অনেক কিছু—তাহার অন্তরের খোঁজও বা কে রাখে!

অবশেষে এক পাত্রী মিলিল,- পাত্রীর পিতা কোন্ এক আফিসে একটু উচুদরের চাকরী করেন, তিনি বলিলেন, বিবাহ হইলে জামাতাকে তিনি আপনার আফিসে অথবা যে কোন আফিসে হ'ক একটা চাকরী করিয়া দিবেন—বিবাহে বিশেষ কিছু দিতে পারিবেন না—কারণ বড় গরীব তিনি।

রমণী ভাবিতে লাগিল। ভাবিয়া দেখিল ইহাতে ঠিক তাহার আদর্শটি ক্ষুণ্ণ হইবে না। একটু সময়ের যা তারতম্য - এই নয় কি? যাক্, দাদা বৌদির মনেও আর কষ্ট দিয়া কাজ নাই। সে রাজী...

বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহ হইয়াছে। রমণীর চাকরী এখনও হয় নাই। ভদ্রলোক জামাতার জন্য আন্তরিক ভাবে বহু চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোথাও কিছু সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। যাহার উপর তিনি ভরসা করিয়াছিলেন, তিনি কার্য্যতঃ কিছুই করিতে পারিলেন না—অধিকাংশ সাহেবরা জবরদস্ত।

কেবল রমণী নয়, যামিনী পর্য্যন্ত ভদ্রলোকের এই আচরণে চটিয়া আগুন হইয়া গেলেন।

রমণী স্ত্রীকে বাপের বাড়ী দূর করিয়া দিবে—সে আর ঐ মেয়ের মুখ দেখিবে না!

যামিনীর স্ত্রী শুধু বলিল, "ওর আর দোষ কি—ওকে কেন তোমরা..."

রমণী বলিল, "বৌদি, যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতিশ্রুতি রাখে না, সে হল বিশ্বাসঘাতক—বিশ্বাসঘাতকের মেয়েকেও বিশ্বাস নেই—কোন দিন কি গলায় ছুরি দেবে!" রমণী সুনন্দাকে একদিন বাপের বাড়ী রাখিয়া আসিল।

দেশ ত্যাগ করিয়া সুদূর পূর্ব্ববঙ্গের একটা ক্ষুদ্র পল্লীতে আসিয়া রমণী মোহন একটা লোয়ার প্রাইমারী স্কুল খুলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। রমণী পণ্ডিত! এটা তাহার স্বেচ্ছাকৃত নির্ব্বাসন। এই স্কুল হইতে যাহা কিছু সে রোজগার করে তাহাতেই তাহার দিন চলিয়া যায়। কোনও ঝঞ্ঝাট নাই। একা মানুষ। বেশ থাকে। গ্রামের বাহিরে একটা নমঃশূদ্রদের পল্লীর ছোট্ট একখানা মাটির ঘর তুলিয়া তাহাতে বাস করে।

একটা মস্ত কুমারপাড়া লইয়া গ্রাম। কুমারদের মধ্যে তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি। তাহাদেরই ছেলেগুলাকে লইয়া সে স্কুল করিয়াছে।

দৈবাৎ কোনও ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইয়া গেলে, তাহারা তাহার এই নির্ব্বাসনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রমণী বলে—দেশের হীন অস্পৃশ্যদের মানুষ করিয়া তুলিবার জন্যই সে তাহাদের মধ্যে আসিয়া বাস করিতেছে। নহিলে এত সব হতভাগাদের উপায় কি হইবে?

কুমার কর্ত্তাদের সহিত বেশ একটা ঘনিষ্ঠতা জমিয়া উঠিয়াছে। তাহাদের রমণী বলে সে দৈবক্রমে এমন বন্ধুদের সাক্ষাৎ ও সঙ্গ লাভ করিয়াছে। তাহাদের সুব্যবহারে সে এমনি মুগ্ধ যে তাহাদের পাইয়া সে যেন নিজের গৃহ সংসার পর্য্যন্ত ভুলিয়াছে।

কেবল গোকুল—আর কেহ নয়, কেবল গোকুলই ভিতরের আসল খবর কতকটা জানে। এই সুদূর বিদেশে রমণীর একমাত্র বন্ধু হইল গোকুল। নদী যখন সচল ছিল, গোকুল তখন মাঝির কাজ করিয়া দিন কাটাইত—এখন নদী মজিয়াছে, তাই সে অপরের জমিতে জন খাটিয়া দিন গুজরান্ করে।

স্কুলের কাজ শেষ হইলেও জমির কাজ দিনের মত ফুরাইলে, গোকুল সন্ধ্যার সময় আসিয়া রমণীর দাওয়ার পৈঠার উপর বসে — রমণী দাওয়ার উপর একটা মোড়ায় বসিয়া তামাক টানে। গোকুলের বয়স রমণীর প্রায় দ্বিগুণ। গোকুল মুসলমান। সংসারে তাহার আর কেহ নাই। একটি মেয়ে ছিল, তাহার বিবাহ দিয়া চুকিয়াছে।

দুই বন্ধুতে ফুস্ ফুস্ গুজ গুজ করে—তা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত। রাত্রে রমণীর রান্নার বালাই নাই মুড়িতে দুধ বা জল ঢালিয়া খাইয়া আহার কার্য্য চুকায়।

সেদিন গোকুল আসিয়া দেখিল, রমণী দাওয়ায় বসিয়া নাই। ঘরের মধ্যে উঁকি দিয়া দেখিল, তক্তার উপর লেপ মুড়ি দিয়া রমণী কাঁপিতেছে।

গোকুল তাগাড় ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "বাবু আজ আবার জ্বর এল নাকি?"

রমণী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "গোকুল বড্ড কাঁপুনি- একটু আমায় চেপে ধর।"

গোকুল রমণীকে প্রাণপণ বলে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "বাবু, এই জঙ্গলে এসে আপনি শেষে প্রাণ খোয়াবেন? চলে যান, ঘরে চলে যান। ভায়ে ভায়ে ঝগড়া অমন......'

রমণী জ্বরের ঝোঁকে একবার বলিল, "আঃ"।—গোকুল রমণীকে চাপিয়া ধরিয়া রহিল।

এই ভাবে কিছুক্ষণ কাটিল। তারপর রমণীর জ্বর ছাড়িয়া গেল।

শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া, এক গ্লাস জল নিঃশ্বাসে পান করিয়া রমণী সবলকণ্ঠে

গোকুলকে বলিল, "গোকুল, কি বল্‌ছিলে? ঘরে চলে যেতে? তার যে আর কোন উপায় নেই। ভায়ের সঙ্গে কেবল ঝগড়া ত নয়, বিষয় পর্য্যন্ত ভাগ করে সব বেচে কেটে তোমাদের এই দেশে এসে উঠেছি প্রাণটাকে যেমন করেই হ'ক এখানে রেখে যাওয়াই আমার উদ্দেশ্য।"

গোকুল রমণীর গায়ের উপর স্খলিত লেপটা উঠাইয়া দিয়া বলিল, "ভায়ের সঙ্গে না হয় ঝগড়া--কিন্তু স্ত্রী ত আছেন। বিয়ের ব্যাপারে একটা কি গণ্ডগোল হল তাই বলে কি তাকে আপনি চিরদিনের মত ত্যাগ করতে চান, বাবু?"

গোকুল ইতিমধ্যে আর কোন দিন রমণীর নিকট তাহার স্ত্রীর কথা উত্থাপন করে নাই। কারণ রমণীর তাহা বারণ ছিল। মধ্যে হঠাৎ একদিন তাহার কথা তুলিয়া ফেলিয়া সে তাহার নিকট হইতে বেজায় ধমক খাইয়াছিল। আজ শত ধমকের সম্ভাবনা সত্ত্বেও গোকুল রমণীর নিকট তাহার স্ত্রীর কথা না তুলিয়া যেন পারিল না!

রমণীকে নীরব দেখিয়া গোকুল সাহস পাইল, পুনরায় বলিল -"আমার মেয়েটার বিয়ের পর বাবু, এ বিপদ' বলে কিনা ডাগর মেয়ে—ও মেয়ে নিয়ে ঘর করবো না! আরে বাপু, বিয়ের আগে চোখ দুটো তোদের গেছল কোথা? কিছু নয় বাবু,—আর কিছু টাকা নেবার মতলব! গোকুল মাঝি ছোটলোক হলে কি হয়, ভারী চতুর! কিছু দিন কেটে গেল—মেয়ে আরো খানিক ডাগর হয়ে উঠল—শেষে জামাই বাবাজি একদিন নিজেই এসে মেয়েকে..."

গ্লাসের দিকে হাত বাড়াইয়া রমণী শুষ্ক কণ্ঠে বলিল, "বড্ড তেষ্টা, গোকুল,—আর একটু জল দাও।... কি সব বাজে বকছ? বারণ করলেও কি তুমি কথা শোন না, গোকুল?"

গোকুল উঠিয়া গিয়া জল আনিয়া দিল।

ম্যালেরিয়ার বিষ রমণীর সর্ব্বাঙ্গ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। দুদিন থাকে ভাল—আবার জ্বর হয়। ওবেলার জ্বর এবেলায় ছাড়িয়া গেলে ভাত খায়। পেটটা দিন দিন ফুট-বলের মত ফুলিয়া উঠিতেছে—হাত পা সরু হইয়া যাইতেছে।

গোকুল ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিল না, কি করিবে। একবার ভাবিল, তাহার দাদাকে গোপনে সংবাদ দিবে। কিন্তু যদি রমণী চটিয়া যায়। তাছাড়া দাদাই বা তাহাকে এখন কি চক্ষে দেখে, কে জানে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া গোকুল গোপনে রমণীর শ্বশুর বাড়ীতে সংবাদ পাঠাইল। নহিলে ও যে সত্যই মারা পড়িবে!

সেদিন জ্বর আসিবার তারিখ। রমণী তাড়াতাড়ি ছেলেদের ছুটি দিয়া গৃহে ফিরিয়া বিছানায় লেপ, পাখা ও সম্মুখে এক গ্লাস জল রাখিয়া জ্বরের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে। হঠাৎ দরজা ঠেলিয়া কে ঘরে প্রবেশ করিল, করিতেই সে দুর্ব্বল দেহে এমনি চমকাইয়া উঠিল যে, সারা দেহটা তাহার নড়িয়া উঠিল! স্থির হইয়া রমণী চাহিয়া দেখিল সুনন্দা!

বাহিরে উঠানের গায়ে রাস্তার উপর গোকুল ও গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

দুঃসহ বিস্ময়ে রমণী সুনন্দার মুখের দিকে মুহূর্ত্ত দুই চাহিয়া থাকিয়া শেষে চক্ষু নত করিল।

কণ্ঠস্বর পরিষ্কার করিয়া সুনন্দা বলিল, "ওঠ—সময় বেশী নেই। এখনই একখানা ট্রেণ আছে, গিয়ে আমায় ধরতে হবে।"

রমণী জবাব দিল না। কিন্তু ঠোঁট দুটা যেন নড়িল।

সুনন্দা বলিল, "শুনতে পেলে নাকি?"

রমণী কহিল, "তা, আমায় উঠতে হবে কেন?'

সুনন্দা বলিল, "আর আমায় জ্বালিও না আমার ডাক ছেড়ে যেন কাঁদতে ইচ্ছে কাচ্ছে। ওঃ, শরীরের হাড়গুলো পর্য্যন্ত যে গোণা যাচ্ছে! এত রাগ— এত জেদ!'

রমণী বলিল, "কিন্তু আমায় নিয়ে তুমি কোথায় যাবে শুনি? দাদার সঙ্গে ত...'

—"দাদার সঙ্গে যা, তা আমার জানতে বাকী নেই।"

—"তবে যাবো কোথায়?"

—"যাবে কোথায় ভেবেই দেখ না।"

—"না, সুনন্দা, তা হয় না। তোমাদের বাড়ী গিয়ে ...না, না তার চেয়ে আমার মৃত্যুই ভাল।"

রমণীর কথায় সুনন্দা হাসিল। সে হাসিতে স্নেহ ছিল, বিদ্রূপ ছিল, মোহ ছিল। সুনন্দা বলিল—"কেন? আমরা কি তোমার পর? গেলে লজ্জা করবে?...কেন লজ্জা· তোমার কাছে আমরা ত এখনো ঋণী হয়েই আছি। নেই কি? বাবা তাঁর প্রতিশ্রুতি ত রাখতে পারেন নি। তার পরিবর্ত্তে না হয় দু'দিন তোমাকে তাঁর ওখানে ..."

—"চুপ কর, চুপ কর, মাপ কর সুনন্দা। আমি তোমাদের ওখানে যেতে চাই না।" বলিয়া রমণী যেন হাঁফাইতে লাগিল।

সস্নেহে সুনন্দা রমণীর একটা হাত আপনার হাতের উপর উঠাইয়া লইয়া বলিল, "বিয়ের মধ্যে ব্যবসা-দারীটাই শিখেছিল বেশ। তার বেশী অনুভব করবার শক্তি তোমার ছিল না। এখন সে শক্তি হয়েছে—ওঠ। আর দেরী করো না। বাবা নিজে তোমায় নিতে এসেছেন—গরুর গাড়ীতে অপেক্ষা কচ্চেন।...একটা কথার জবাব তুমি দেবে? আচ্ছা, তোমার মা-বাবা যদি আমার মা-বাবা হন, তবে আমার মা বাবা কি তোমারও মা বাবা নন? আর বাবার অপমান করো না। আমাকেও আর দুঃখ দিও না, অনেক স'য়েচি—আর পাচ্চি না। ওঠ।"

রমণী সুনন্দার হাত ধরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

—

শ্রেয় কোন পথে

[প্রকৃতির অনুসরণে কিম্বা বিরুদ্ধাচরণে ?]

—স্বামী ভূমানন্দ—

—০—

এ দেশের কোন কোন নীতিশাস্ত্রকার পক্ষী ও পশু বিশেষের গুণ মানুষকে গ্রহণ করিতে উৎসাহ দিয়াছেন। কিন্তু কোন শাস্ত্রকারই মানুষকে প্রকৃতির অনুসরণ করিতে উপদেশ দেন নাই।

প্রকৃতি বলিতে আমরা বুঝি—

(ক) যাহা হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে।

(খ) জীবের স্বভাব।

প্রকৃতির সৃষ্ট পক্ষী, পশু, মানব প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণী নিজ নিজ স্বভাব দ্বারা প্রকাশ করিয়াছে,—বৈচিত্র্যময় প্রকৃতির তাহারা প্রত্যেকেই এক একটি বিশিষ্ট ভাব ধারার রক্ষক হইলেও আহার, নিদ্রা প্রাণ রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি ও সম্ভোগ আকাঙ্ক্ষা প্রাণী মাত্রেই সমভাবে বিদ্যমান।

এই প্রাণীগণের মধ্যে আবার জাতিভেদ আছে। এই জাতি নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে সেই প্রকৃতির নিয়মের উপরে। অর্থাৎ যাহারা এক রকম সন্তান প্রসব করে তাহারাই এক জাতি।

পক্ষী বলিলে বুঝায়—দুই পাখা এক ল্যাজ বিশিষ্ট প্রাণী যে ইচ্ছা মত উড়িতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া কাক ও কোকিল, হাঁস ও মুর্গী এক জাতীয় নহে।

পশু বলিলে বুঝায় চতুষ্পদ বিশিষ্ট প্রাণী। কিন্তু তাই বলিয়া সিংহ ও ব্যাঘ্র, হাতী ও হরিণ ঘোড়া ও গাধা এক জাতীয় নহে। কারণ সিংহ শিশুর ন্যায় ব্যাঘ্র শিশু হয় না, হস্তী শিশুর ন্যায় হরিণ শিশু হয় না, অশ্ব শাবকের ন্যায় গর্দ্দভ শিশুও হয় না।

কিন্তু মনুষ্যের বেলা দেখা যায়, শ্বেত, কৃষ্ণ, পীত, ধূসর সকল বর্ণের মানবই এক জাতীয়। যেহেতু তাহাদের সন্তান সম-আকার বিশিষ্ট।

পক্ষীর মধ্যে নিরামিষ ও আমিষ আহারী দুই শ্রেণীর পক্ষী আছে। পশুর মধ্যেও এরূপ দুই শ্রেণীর পশু আছে। মানুষ প্রকৃতির বিধানে ফল মূল ও মৎস্য মাংস আহার করিতে বাধ্য। যেহেতু মানুষের মধ্যে গরুর ন্যায় শাক সবজী খাইবার যেমন নিরামিষ দাঁত রহিয়াছে তেমন মৎস্য, মাংস খাইবার জন্যও কুকুরাদির ন্যায় আমিষ দাঁতও রহিয়াছে।

পারাবত প্রভৃতি পাখীরা না খাইয়া মরিয়া যাইবে তবুও আমিষ আহার করিবে না, গরু, হাতী, হরিণ, মহিষ, প্রভৃতি পশুগণও তদ্রূপ। কিন্তু অনেক পক্ষী ও অনেক পশু আছে যাহারা মানুষের ন্যায় আমিষ ও নিরামিষ উভয় আহার করে। কিন্তু মাছ-রাঙ্গা, বক প্রভৃতি পক্ষী, সিংহ, ব্যাঘ্র ইত্যাদি পশু না খাইয়া মরিয়া যাইবে তবুও নিরামিষ আহার করিবে না। ইহাই হইল,—প্রত্যেক পক্ষী ও পশু জাতির প্রকৃতি। এই প্রকৃতি স্বেচ্ছায় কোন প্রাণীই ত্যাগ করিতে পারেনা। যেখানে ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রাণীকে আহার করিতে বাধ্য করা হয়, সেখানেই দেখা যাইবে, সেই পক্ষী, পশু বা মানুষ হয় মরিয়া যাইবে নতুবা জাতীয় আহার ত্যাগ করিয়া ক্লাবের ন্যায় উদ্যমহীন হইয়া রহিবে।

যৌন সম্বন্ধেও প্রাণী মাত্রে বিভিন্ন ভাব বিদ্যমান। পক্ষীগণ মধ্যে হাঁস ও মুর্গী ভিন্ন প্রায় সকল পক্ষীর মধ্যেই সাময়িক নিষ্ঠাযুক্ত যৌন সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। হাঁস ও মুর্গীর মধ্যে নিষ্ঠা নাই, আছে অবাধ যৌন সম্বন্ধ ও বলাৎকার। পক্ষীগণ মধ্যে অধিক সংখ্যক পক্ষীই একবৎসর এক সঙ্গে নিষ্ঠাযুক্ত ভাবে থাকে, যেন কোন স্ত্রী পক্ষী আর পূর্ব্ব স্বামীকে চিনিতে পারে না। তখন পুরুষ পক্ষী নৃত্য করিয়া ও শিশ দিয়া নূতন করিয়া প্রণয়িণী সংগ্রহে ব্যগ্র হইয়া নৃত্য করিতে ও শিষ দিতে থাকে, যে পর্য্যন্ত পত্নী লাভ না হয়। কিন্তু স্তন্যপায়ী প্রাণীগণ মধ্যে যৌন সম্বন্ধে স্বাধীনতার কর্তৃত্ব প্রকাশ আছে।

পশু জাতির মধ্যে কতকগুলি পশু যথা সিংহ, ব্যাঘ্র, প্রভৃতি কতকগুলি পশু স্ত্রীপশুর ইচ্ছায় সাময়িক নিষ্ঠাযুক্ত যৌন সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকে। বিড়াল, কুকুর, ছাগ ইত্যাদি পশুগণ মধ্যে অবাধ যৌন সম্বন্ধ প্রচলিত আছে। আবার পাশ্চাত্যে একপ্রকার শেয়াল শৃগালের কথা শুনা যায়, যাহারা কোন অবস্থায় এক স্ত্রী ভিন্ন অন্য স্ত্রী গ্রহণ করে না। স্ত্রী জীবিত থাকিলেও সেই স্ত্রীতেই সে সন্তান উৎপাদন করিবে, মরিয়া গেলে চির জীবন একা থাকিবে।

স্তন্যপায়ী জীবগণ মধ্যে সন্তান পালনের সকল দায়িত্ব প্রকৃতি জননীর উপরে অর্পণ করিয়াছেন। এই কারণে দেখা যায়, পুষ্প-বতী স্ত্রী পশু ঠিক সময়ে পুরুষ পশুর নিকটে আসিয়া থাকে।

মনুষ্য জাতির মধ্যে প্রকৃতির নিয়মে যে রীতিতে যৌন সম্বন্ধ প্রচলিত থাকা বিধেয় তাহা মানব-কৃত বিবাহ পদ্ধতির দ্বারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ঋগ্বেদ, মহাভারত ও নানা পুরাণে অনেক প্রাচীন প্রথার উল্লেখ রহিয়াছে, যাহার সহিত বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের যৌন সম্বন্ধের কোন সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। জাতীয় নাম, জাতীয় মাংস

সম্বন্ধে যেমন হিন্দুদের ক্রম পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, যৌন বিষয়েও সেই প্রকার মূলোচ্ছেদকারী পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। এই সকল হেতুতে হিন্দুগণ যে বীর্য্যহীন হইয়া পড়িতেছে তাহা বলাই বাহুল্য। কারণ সৃষ্ট প্রাণী মধ্যে যে জাতি প্রকৃতির অনুসরণে যত বেশী জীবন যাপন করিতেছে, সে জাতি (প্রাণী) তত নিরোগ ও বীর্য্যবান। আর যে জাতি (প্রাণী) স্বেচ্ছায় কিম্বা অনিচ্ছায় যতখানি প্রকৃতির নিয়ম হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে, সে জাতি (প্রাণী) তত রোগগ্রস্ত ও দুর্ব্বল। যেমন, গৃহপালিত পশুপক্ষী আর বন জঙ্গলে অবস্থিত পশু পক্ষীর পার্থক্য, দেখিলেই বুঝা যাইবে,—এক দুর্ব্বল, উৎসাহহীন, অপর সবল, উদ্যমশীল। প্রকৃতির প্রিয় সন্তান আর্য্য বর্ণের যৌন ইতিহাস বারান্তরে আলোচিত হইবে।

বৈজ্ঞানিক জগৎ

—০—

মৎস্যের বয়স নির্দ্ধারণ

হেরিং মাছের গায় প্রত্যেক বৎসর একটি বলয়াকৃতি নূতন দাগ হয়, বৈজ্ঞানিকরা নাকি ইহা দেখিয়া উহাদের বয়স নির্দ্ধারণ করিতে পারেন।

মুদ্রাধারে [Purse] বিদ্যুতালোক

মুদ্রাধার হইতে হাতড়াইয়া আন্দাজে ঈপ্সিত দ্রব্য বাহির করিতে বিশেষ অসুবিধা হইয়া থাকে। বিজ্ঞানের সাহায্যে সে অসুবিধা দূর করিবার জন্য বাজারে এক প্রকারের মুদ্রাধার বাহির হইয়াছে। এই মুদ্রাধারে বিদ্যুতালোক জ্বালাইবার ব্যবস্থা আছে। মুদ্রাধার উন্মুক্ত করিবা মাত্র আপনা হইতে আলোক জ্বলিয়া উঠে। তাহার সাহায্যে ঈপ্সিত দ্রব্য অনায়াসে বাছিয়া লওয়া যায়।

নূতন বৃটিশ উড়ো জাহাজ

গত ৭ই ফেব্রুয়ারী কমন্স মহাসভার প্রশ্নোত্তর সময়ে ক্যাপ্টেন কানিংহাম রীড্ প্রকাশ করিয়াছেন যে, একখানি নবনির্ম্মিত উড়োজাহাজ ৯ মিনিটে ২ লক্ষ ফিট উপরে উঠিতে সক্ষম হইয়াছে। এই উড়োজাহাজখানি শূন্যে আক্রমণ সমস্যার অনেকখানি সমাধান করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এইরূপ উড়ো জাহাজ আক্রমণ কার্য্যে ব্যবহার করা চলিত না। এই উড়োজাহাজখানি লিফ্‌টের মত সোজাসুজি উপরে উঠিয়া যাইতে পারে।

লঘুভার নৌকা

আমেরিকায় এক প্রকারের কল দ্বারা চালিত নৌকা নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা দৃঢ়, কিন্তু লঘুভার—ওজন ১৫ সের মাত্র। অথচ উহা জলের উপর ৫ মণ ওজনের দ্রব্য অনায়াসে বহন করিতে পারে। নৌকাটীর মধ্যে দুইটী খোল আছে। নৌকানির্ম্মাতা বলেন যে অনুরূপ আকারের যে কোন ইস্পাত নির্ম্মিত নৌকা অপেক্ষা উহা বহুগুণ মজবুত।

নূতন হাইড্রোজেন

সম্প্রতি নূতন এক প্রকার হাইড্রোজেন আবিষ্কৃত হইয়াছে। রয়েল সোসাইটির গত বার্ষিক অধিবেশনে উক্ত সোসাইটির সভাপতি নবাবিষ্কৃত হাইড্রোজেন সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, বর্ত্তমান যুগে ইহা একটি শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। শুধু পদার্থ এবং রসায়ন বিজ্ঞানেই নহে—উদ্ভিদ বিজ্ঞান, শরীর এবং ভেষজ বিজ্ঞানেও এই আবিষ্কারের প্রভাব পরিলক্ষিত হইবে। আপাততঃ ইহাকে ভারী হাইড্রোজেন নামে অভিহিত করা হইতেছে। লর্ড রাদারফোর্ড ভারী হাইড্রোজেনের পরিবর্ত্তে ডিপ্লোজেন এবং এই নবাবিষ্কৃত হাইড্রোজেন অণুকে 'ডিপ্লোন' নামে অভিহিত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

দস্যু ধরিবার নূতন কৌশল

আমেরিকায় নূতন ধরণের এক প্রকার পিস্তল নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা পুলিশ বিভাগে ব্যবহৃত হইতেছে। সাধারণ গুলির পরিবর্ত্তে এই পিস্তল হইতে সেলুলয়েডের গুলি নির্গত হয়। এই গুলির মধ্যে তরল লাল রং থাকে। পুলিশ কোনও দস্যু চালিত দ্রুতগামী পলায়মান মোটর গাড়ীর অনুসরণ কালে গাড়ীর পশ্চাদ্দেশ লক্ষ্য করিয়া ঐগুলি নিক্ষেপ করে। গুলি গাড়ীর পার্শ্ব বা পশ্চাৎদেশে আঘাত করিয়া উহা লাল রংয়ে রঞ্জিত করিয়া ফেলে। তার পর পুলিশ সেই রক্তরাগ-রঞ্জিত গাড়ীখানি ধরিয়া ফেলে। জন-যান পূর্ণ সহরের বা নগরোপকণ্ঠের রাস্তায় কোনও দস্যু গাড়ীকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িলে পাছে কোন দুর্ঘটনা ঘটে সেইজন্য মার্কিন পুলিশ এইরূপ নিরীহ গুলি চালাইয়া দস্যু তস্কর ধরিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। ৯০০ ফুট দূর হইতেও এই পিস্তলের গুলি পলায়নপর দ্রুতগামী মোটরের প্রতি নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

জানেন কি ?

—০—

পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ফুল জন্মায় সুমাত্রা দ্বীপে। ফুলের নাম—"এসোরথোপালাস"। এই ফুলের পাপড়ি ৬ হাতেরও বেশী লম্বা হয়।

--

চন্দ্রগ্রহে যেতে হলে যদি এক্সপ্রেস (Express) গাড়ী করে রওনা হওয়া যায় তাহা হইলে ৬ মাস সময় লাগিবে।

—

নীল নদীর উপত্যকাকে সাপের দেশ বলা যাইতে পারে। এখানে সচরাচর ৪০ ফিট লম্বা সাপ দেখা যায়। সেখানকার অধিবাসীরা এই সাপগুলিকে ভক্তি করে।

—

কয়লা পোড়াইলে খুব কালো হয় সবাই জানেন। কিন্তু একমণ চুল পাইতে হইলে অন্ততঃ ১০০ মন কয়লা পোড়াইতে হইবে।

—

সম্প্রতি এক রাত্রিতে আমাদের ফল্গুর ন্যায় নরফক নদী সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। উহার ফলে মাছগুলি মাটীর উপর লাফাইতে থাকে এবং ঐ অঞ্চলের শ্রমজীবিরা উহা কুড়াইয়া লইয়া যায়। নদীগর্ভ ফাট হওয়ার কারণ এখন রহস্যাবৃত।

—

মাদারবাড়ীর দোপা পাড়ায় একটি স্ত্রীলোক এক অদ্ভুত সন্তান প্রসব করিয়াছে। সন্তানটি স্ত্রী কি পুরুষ বুঝা যায় নাই। উহার মাথায় তিনটি বড় বড় মাংস পিণ্ড ছিল। একটি চোখ ভ্রূয়ের সঙ্কেত আর একটি ছোট মাথা। উহাকে দুটি দাঁত ছিল। উভয় মস্তকেই অল্প অল্প চুল। সন্তানটি নির্ব্বিঘ্নেই প্রসূত হয়। প্রসবের পর ২৪ ঘণ্টা কাল উহা জীবিত ছিল।

--

নরওয়ের এক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক তাঁর রোগীর পেটের মধ্যে অস্ত্র করিয়া পুঁথির আকারে সাদা কয়েকটী গুলি পান। সেগুলা পরীক্ষা করিয়া দেখেন মুক্তার মত। নিপুণ জহুরী ও রসায়নিক সাহায্যে আবার পরীক্ষা চলে। পরীক্ষায় বুঝা গেল, সেগুলি মুক্তার মত। নিপুণ জহুরী ও রাসায়নিক সাহায্যে আবার পরীক্ষা চলে। পরীক্ষায় বুঝা গেল, সেগুলি মুক্তা। এখন সন্দেহ হইতেছে—মানুষের দেহেও মুক্তা জন্মায়। এ রোগ মুক্তা রোগই, হয়তো।

—

স্বাস্থ্যতত্ত্ব

—০—

ভাতের পুষ্টিকারিতা

জার্ম্মাণীতে চিকিৎসকগণ পরীক্ষান্তে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, মানুষের পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে ভাতের স্থান সকলের উপরে। জার্ম্মাণীতে চাল খুব বেশী উৎপন্ন হয় না—বিদেশ হইতে চালান আসে। চাউলের দাম স্বভাবতঃই আক্রা হয়। জার্ম্মাণদের গৃহস্থ সমাজ চাউল কিনিতে অসুবিধা ভোগ করে—গরীবের কাছে চাউল অগ্নিমূল্য। অথচ চাউলের পরিবর্ত্তে অপর পুষ্টিকর খাদ্য কি জোগানো যায়, তাহা লইয়া পরীক্ষায় চিকিৎসকগণ দেখিয়াছেন, বার্লির মত বেশ পুষ্টিকর। এক হইতে দুই বৎসর বয়সের প্রায় শত শিশুকে শুধু বার্লিপান করাইয়া, তাহাদের শরীরের আশ্চর্য্য পুষ্টি দেখা গিয়াছে শুধু শিশু নহে বয়স্ক নর নারীর পক্ষেও বার্লি বিশেষ পুষ্টিকর বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

কতটা জলপান করা উচিত

চিকিৎসকগণ বলেন যে প্রত্যহ অন্ততঃ দুই সের জল পান করা উচিত। কারণ প্রত্যেক মানুষ যাহারা সাধারণ ভাবে পরিশ্রম করে তাহারা শীতকালে প্রায় দুই সের জল প্রধানতঃ মূত্রাধার, শরীরের লোমকূপ দিয়া অল্প পরিমাণ ও বাকী ফুসফুস্ দিয়া বাষ্পরূপে বহির্গত করে। এই জল পূরণ করা প্রয়োজন। অনেকে ইহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণ জলপান করিতে বলেন। কাহার কত পরিমাণ জল পান করা সহ্য হয় তাহা নিজেই বুঝিয়া লইতে হয়। কারণ সকলেরই এক প্রকার ব্যবস্থা করা যায় না। কোন কোনও লোকের অধিক জল পান করিলে হজমের গোলযোগ হয়। অধিক জল পানের গুণ এই যে তাহাতে শরীরস্থবিষ বা দূষিত দ্রব্য ধৌত হইয়া শরীর হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারে, তজ্জন্য স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

দেখা গিয়াছে অনেকে প্রয়োজন অপেক্ষা কম জল পান করিয়া স্বাস্থ্য রক্ষা করিতেছে।

তাহার কারণ এই যে, আমরা যাহা আহার করি তাহার মধ্যে অনেক পরিমাণ জল থাকে এবং তাহার জন্যই শরীরে জলের অভাব পরিলক্ষিত হয় না। ভাত, ডাল, ঝোল প্রভৃতি যাহা বাঙ্গালীর খাদ্য তাহাতে জলের ভাগই অধিক। দুগ্ধের শতকরা ৮৯ ভাগই জল এবং আমাদের খাদ্যের ৫ ভাগের ৪ ভাগই জল। ফল, শাক সব্জীতে অনেক পরিমাণ জল থাকে। ইহা ব্যতীত প্যানক্রিয়েটিক ও পাকরস যাহা মাংস গঠনকারী পদার্থ, আহারের ফলে হাইড্রোজেনের সংযোগেও আমাদের ফুসফুসের অক্সিজেন সংযোগে আমাদের শরীর জলীয়রূপে উৎপন্ন হয়। উহার সহিত লালা মিশ্রিত হইয়া হজমের সাহায্য করে।

আমাদের শরীরে খাদ্যের উপর জলের প্রধান কার্য্য পুষ্টিকর পদার্থকে জলীয় করিয়া লওয়া, যাহাতে উহা রক্ত কর্ত্তৃক শোষিত হয় এবং এই উপায়ে শরীর তাজা থাকে ও শক্তিপূর্ণ করে। রক্তের দূষিত পদার্থ ফুসফুসে আনীত হয় ও তথা হইতে বাষ্পরূপে বহির্গত হইয়া যায়। আবার আমরা যতই শারীরিক পরিশ্রম করি ততই শরীরস্থ লোমকূপ দিয়া জলীয় পদার্থ বাহির হইয়া যায়। কিন্তু জলের অভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বুঝিতে পারা যায় তৃষ্ণার দ্বারা। গ্রীষ্মকালে ইহা অধিক বুঝা যায়।

দেখা গিয়াছে যে লবণাক্ত পদার্থ, মিষ্ট দ্রব্য ও মসলাযুক্ত খাদ্য আহারে তৃষ্ণা বাড়ে। ইহার কারণ অতি স্বাভাবিক। লবণ লালার গ্রন্থি সকলের কার্য্য বর্দ্ধিত করে এবং আভ্যন্তরিক রস সমূহে নিঃসরণ বাড়াইয়া দেয় এবং এইরূপে আরো অধিক জলের প্রয়োজন হয়।

যেমন পূর্ণভাবে শ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা রক্তের অবিশুদ্ধ পদার্থ দূর করা যায় এবং অতিরিক্ত আর্দ্রতা বাষ্পের আকারে বাহির করিয়া দেওয়া যায় তেমনি সমগ্র শরীর জল দ্বারা বিধৌত করিতে উপযুক্ত ব্যায়ামের প্রয়োজন। জল পান করিতে ভয় করিলে চলিবে না। জল গুরুপাক খাদ্য সেবনের ন্যায় অপকারী নহে এবং জীবন রক্ষার জন্য নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদের শরীরের শতকরা ৭১ ভাগ জল বা জলীয় পদার্থে পূর্ণ। সে জন্য আমাদের উপযুক্ত পরিমাণ জল পান করা প্রয়োজন।

যাঁহারা কোষ্ঠবদ্ধতায় ভুগিয়া থাকেন তাঁহারা বেশী করিয়া জলপান করিলে তাঁহাদের কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়। রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে জল পান এবং উষাপান করিলে কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়। শরীরে বিষ প্রবিষ্ট হইলে চিকিৎসকগণ অতিরিক্ত জল পান করিতে বলেন। সুতরাং জল আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় পদার্থ। আহার না করিয়া তিন মাস পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু জলপান না করিলে ১২ দিনের অধিক বাঁচিতে দেখা যায় নাই। একটু অতিরিক্ত জল পান করিলে শরীর স্বাস্থ্যপূর্ণ থাকে।

মহিলা জগৎ

—o—

উড়োজাহাজ চালিকা

বিলাতে কারবারি উড়োজাহাজ চালকদের মধ্যে পুরুষদের ৬ মাস এবং মেয়েদের ৪ মাস অন্তর পরীক্ষা দিয়া পুনরায় নূতন সনদ গ্রহণ করিতে হয়।

কুমীর পালিকা

প্যারিসের জারাডিন্স ডি' একলিমেণ্টশনে ম্যাদাম উক্রবিশের একশতচারটী কুমীর আছে। তাহাদের বয়স একবৎসর হইতে পঁচাত্তর বৎসর হইবে। তিনি নিজের হাতে তাদের খাওয়ান—আদর করেন। তাহারা তাঁহাকে দংশন করে না।

সরকারী কার্য্যে বিবাহিতা মহিলা

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্রের প্রশ্নের উত্তরে সার হ্যারি হেগ বলেন, ডাক ও তার বিভাগে ১১৯ জন এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয়ে ৩৪ জন বিবাহিতা মহিলা নিযুক্ত আছেন। ভারত গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয়ে নিযুক্ত মহিলাদের মধ্যে তিনজন অস্থায়ী এবং একজন একটিন হিসাবে কাজ করিতেছেন।

মুসলমান মহিলার সৎসাহস

শীঘ্রই যশোহর মিউনিসিপ্যালিটির সদস্য নির্বাচন হইবে। এই উপলক্ষে শ্রীযুক্তা আয়েসা খাতুন নাম্নী একটী মুসলমান মহিলা সদস্য নির্ব্বাচন প্রার্থী হইয়াছেন। ইনি মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান মৌলবী আবদুল সমাদের পত্নী। তিনি দুই নম্বর ওয়ার্ড হইতে দণ্ডায়মান হইয়াছেন জনৈক উকীল তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী। বঙ্গদেশে এই মুসলমান মহিলাই সর্ব্ব প্রথম ভোটপ্রার্থীরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। আশা করি, তিনি সফলকাম হইবেন।

মেয়েদের ট্রেনিং কলেজ

কলিকাতার ডাওসেসন কলেজে মেয়েদের ট্রেনিং (বি টি) পড়িবার বন্দোবস্ত ছিল। সম্প্রতি ব্যয় সঙ্কোচের নিমিত্ত উক্ত ডাওসেসান কলেজ উঠাইয়া দেওয়া হইবে। ইহাতে মেয়েদের ট্রেনিং পড়ার পথও বন্ধ হইতেছিল। স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের কর্ত্তৃপক্ষ স্থির করিয়াছেন অতঃপর উক্ত কলেজে মেয়েদের ট্রেনিং পড়ার

ব্যবস্থা করা হইবে। বিশ্ব- বিদ্যালয় এবিষয়ে অনুমতি দিয়াছেন। ইহাতে অবশ্য কতকটা অভাব দূর হইবে, কিন্তু মেয়েদের ট্রেনিং পড়ার ব্যবস্থা আরো বেশী করা প্রয়োজন হইয়াছে।

দিবসে প্রেয়সী, নিশায় চোর

দিনে আদর্শ গৃহিণী এবং রাত্রে দস্যুতা অবলম্বন পূর্ব্বক এক রমণী দীর্ঘকাল অতি-বাহিত করিয়া অবশেষে ধরা পড়েন।

যুগোস্লাভের বেলিভার সহরে এক শিক্ষকপত্নীর উক্তরূপ আচরণের কথা জানিতে পারিয়া জনসাধারণ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে।

রাত্রে উক্ত রমণীর স্বামী নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলে রমণী নিঃশব্দে ঘরের বাহির হইয়া স্বীয় দলের সহিত মিলিয়া ডাকাতি করিত এবং ভোর হইবার পূর্ব্বেই গৃহে ফিরিত। উক্ত রমণীর এই দোটানা জীবন স্রোতে হঠাৎ ভাটা পড়ে। একদিন পুলিশ উক্ত রমণীসহ তাহার দলটীকে পাকড়াও করিয়া ফেলে। এই দলে রমণীটিকে দেখিয়া পুলিশও বিস্মিত হয়। বহু চেষ্টাও কেহ রমণীটিকে সনাক্ত করিতে পারে নাই।

এমন সময় উক্ত শিক্ষক পুলিশে সংবাদ দেন যে তাঁহার স্ত্রীকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। পুলিশের নির্দ্দেশানুসারে শিক্ষক দস্যুদলের মধ্যে উক্ত রমণীকে দেখিতে পান এবং স্বীয় পত্নীকে দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক হন।

গৃহস্থালীর কথা

পাকা তেঁতুল জলে গুলিয়া, তাহা গায় মাখিবে, পরে উহাতে সাবান ঘষিবে। এই ভাবে একমাস কাজ করিলে নাকি কালো গা গৌরবর্ণ হয়।

—

কাঁচা খাঁটী গো দুগ্ধ এক ছটাক এবং তাহাতে এক ছটাক বিলাতী বেগুনের রস মিশ্রিত করিয়া অল্প আঁচে জ্বাল দিয়া লইয়া ঠাণ্ডা মুখে লাগাইলে মুখ বেশ পরিষ্কার হয় এবং উজ্জ্বল দেখায়।

সাবান বড় শীঘ্র গলিয়া যায়। তাহাতে লোকসান আছে। অনেকে সাবান না গলে এজন্য সাবানের এক পিঠে একটুকরা 'শিরিষ পেপার' [বাজারে পাওয়া যায়] লাগাইয়া সেই দিকটা সাবানদানিতে ঠেকাইয়া সাবান রাখিলে সাবান গলিয়া নষ্ট হইবে না।

—

কোন খাদ্য যদি অতিরিক্ত মিষ্ট হওয়ার জন্য খাইতে অরুচিকর বোধ হয়, তাহা হইলে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস তাহাতে দিলে মিষ্টের উগ্রতা কমিয়া খাদ্য পরম রুচি-কর হইবে।

—

ভালো কাপড় চোপড় রৌদ্রে বা বাতাসে দিবার কারণ সময় তাদের আলিশার উপর বা নারিকেল দড়ির উপর দেওয়া উচিত নয় দাগ ধরে। ছাতা দেওয়ালে সাদা ফিতা বাঁধিয়া খাটাইয়া বা শুধু উঁচা খাটের পায় খাটাইয়া তাহার উপর কাপড় চোপড় মেলিয়া দিলে ধুলা লাগিবে না দাগ পড়িবে না।

আমার আনন্দ-ক্ষণ

শ্রীম নারাণী দেবী

বউীন ওড় না খুলি স্বপ্ন গুঞ্জবনে,
চকিত ফাল্গুন তুমি এলে মোর মনে।
চেয়ে থাকি আমি চির তৃপ্ত আঁখি মেলে ;
স্বপন বাগান তুমি যেই পথে এলে।
গেয়ে গেলে কত গান হে স্বপ্নচারিণী !
আমি শুধু ছন্দে তারে ধরিতে পারিনি।
অস্ফুটো আবেশে কেন মর্ম্মরিল প্রাণ ;
বিকম্পিল মর্ম্মোচ্ছাসে মোর ভীরু গান—
শুধু বিকশিত হোল, ফাল্গুন বাতাস ;
দিকে দিকে ফেলে গেল তৃপ্তি ভরা শ্বাস।
তীক্ষ্ম দ্যুতি তারা দিল নীরব ইঙ্গিতে—
আমার প্রাণের মাঝে তারে তুলে নিতে।
আমার বসন্ত পেলো দিকে দিকে প্রাণ
পুঞ্জীভূত আনন্দের,—পূর্ণ অনির্ব্বাণ।
আজ আমি আছি যদি কাল হই লীন,
আমার আনন্দ-ক্ষণ রবে চিরদিন।

প্রাপ্তি স্বীকার

১। Midnapore and Terrorsim : A Speech of the Commissioner of the Burdwan ivision
২। রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি কলমা, ঢাকা
৩। কর্ম্মের পথে—স্বামী স্বরূপানন্দ,
৪। আপনার জন—স্বামী স্বরূপানন্দ
৫। বিধবার জীবন যজ্ঞ—স্বামী স্বরূপানন্দ
৬। আদর্শ ছাত্র জীবন বা ব্রহ্মচারীর সদাচার—স্বামী স্বরূপানন্দ
৭। সংযম সাধনা বা বীর্য্য ক্ষয়ের প্রতিকার—স্বামী স্বরূপানন্দ
৮। Nari Siksha Pratisthan—3rd Annual Report 1933
৯। National Trades Union Federation Presidential Speech by Mr. Mrinal Kanti Bose
১০। নারীর প্রাদেশিক শ্রমিক সম্মেলন (বঙ্গ বঙ্গ)

রেডিও

লাউড স্পীকার

—।—

যেহেতু 'ষ্টেট' ব্রডকাষ্টিং, ইহার কর্ম্মচারী-দের বেলায় Government Servants Conduct Rules প্রযোজ্য বলিয়া সাধারণের মনে করা অন্যায় নহে।

—

অতীতের কথা ছাড়িয়া দিলে বর্ত্তমানে আমাদের সন্দেহ করিবার অবকাশ ঘটিয়াছে যে কলিকাতার একাধিক সাপ্তাহিকে ব্রডকাষ্টিং-এর কর্ম্মচারীরা নিজ নিজ প্রোপাগ্যাণ্ডা করিয়া থাকেন। ঐ সব সাপ্তাহিকের লেখা পাঠ করিলে এই ধারণা আমাদের কেন, যে কোনো ব্যক্তির হইবে।

—

কিন্তু, তাঁহাদের বেলায় Government Servants Conduct Rules প্রযোজ্য হইলে তাঁহারা ব্যক্তিগত প্রোপাগ্যাণ্ডা কাগজের মারফৎ করিতে পারেন না বলিয়া আমরা মনে করি।

—

গত সপ্তাহের একখানি সাপ্তাহিক চিত্র-গুপ্ত ছদ্মনামধারী ব্রডকাষ্টিং এর অনেক কর্ম্মচারী এক প্রতিবাদ ছাপিয়াছেন। আমরা জানি না উক্ত প্রতিবাদ ষ্টেশন ডিরেক্টারের অনুমতি লইয়া তিনি প্রকাশ করিয়াছেন কিনা। আমাদের মতে, ষ্টেশন ডিরেক্টারের বিনা অনুমতিতে ব্যক্তিগত কোনো প্রতিবাদ প্রকাশ্য সংবাদপত্রে দিবার অধিকার তাঁহার নাই।

—

প্রতিবাদটি শুধু প্রতিবাদ নয় অনেক কিছু। আমরা মিঃ ষ্টেপলটন, মিঃ নৃপেন মজুমদার এবং মিঃ রাজেন্দ্রনাথ সেন গুপ্তের দৃষ্টি ইহাতে আকর্ষন করি। তেমনি ঐ প্রতিবাদ যে ব্যক্তির লেখার উপর তাঁহার লিখন ভঙ্গী ও প্রভৃতি সপ্তাহের বক্তব্য বিষ-য়ের প্রতিও তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষন করিতে ইচ্ছা করি। এ সম্বন্ধে আমাদের আরো অনেক কিছু বলিবার আছে। বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

—

আর যেসব কাগজে বেতার সম্বন্ধে লিখিত হয় তাহা আমরা মিঃ সুধীন রায়, মিঃ নৃপেন মজুমদার এবং মিঃ রাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তকে পড়িতে অনুরোধ করি। মিঃ ষ্টেপলটন বাংলা জানেন না বলিয়া আমরা উপরোক্ত তিন জন ভদ্রলোককে এই অনুরোধ জানাইতেছি।

—

একটা নিয়মানুবর্ত্তিতা ও purity কি গবর্ণমেণ্ট কি public bodies সর্ব্বত্র সাধারণে আশা করে। ডিপার্টমেণ্টের লোককে সংবাদপত্রে প্রোপাগ্যাণ্ডা করিতে দিলে তাহা ব্যাহত হয় ইহা কেহ অস্বীকার করিবেন না।

—

আমরা পূর্ব্বে নাম পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছি ব্রডকাষ্টিং এর কোন্ লোক কোন্ কোন্ সংবাদপত্রে লিখিতেন। মিঃ নৃপেন মজুমদারের সঙ্গে আজ-কাল সম্পাদকের এ সম্বন্ধে যথেষ্ট কথাও এক সময় হইয়া-ছিল। ষ্টাফের লোককে সংবাদ পত্রে লিখিতে দিলে কাহারো position নিরাপদ নয়। কেননা, যে ব্যক্তি যত বেশী সংবাদ-পত্র contol করিবে সেই ব্যক্তির তত ক্ষমতা ভালো বা মন্দ করিবার হাতে আসিবে।

—

এক ষ্টেট ব্রডকাষ্টিং ছাড়া গবর্ণমেণ্টের অন্য কোথাও এরূপ ঘটে না—আমরা একা-ধিকবার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ছিলাম। তখন কতকটা যে কারণে হোক না কেন এইরূপ ষ্টাফের লোকের লেখা বন্ধ হইয়া-ছিল।

—

এখন কোনো কোনো সংবাদপত্রের লেখা ষ্টাফের লোকের বলিয়া আমাদের ধারণা মিথ্যা হইলে আমরা সুখী হইব। আমরা আপাততঃ ব্রডকাষ্টিংএর উপরোক্ত ৩জন ভদ্রলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া অপেক্ষা করিব।

—

সোমবার ৪ঠা দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে প্রথম রেকর্ড দেওয়া হইল (৪খানই হিজ মাষ্টারস ভয়েস) তৎপরে মহিলা মজলিসে বিষ্ণুশর্ম্মা গুহগুপ্ত লিখিত 'জীবন মরুভূমি' গল্পটি পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

—

মঙ্গলবার ৬ই মার্চ্চ 'বস্ত্রার্থী মণ্ডলে' এন চ্যাটার্জ্জি অশ্বজাতির পূর্ব্ব ইতিহাস লইয়া খানিক আলোচনা করিলেন। সার বস্তু একটু পাইলাম না। তৎপরে যতীন্দ্র সেন গুপ্তের 'শিবস্তোত্র' ও 'গঙ্গাস্তোত্র' কবিতা দুটী আবৃত্তি করিলেন। মহিলা মজলিসে পণ্ডিত নেপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কথকতা করিলেন।

—

বুধবার ৭ই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বক্তৃতার কথা ছিল কিন্তু বক্তার আসার বিলম্ব দেখিয়া একটা রেকর্ড বাজিল। পরে ডাঃ টি এন-মজুমদার 'বসন্ত ও তার প্রতিকার" সম্বন্ধে বলিলেন। সময়োপযোগী বলিয়া বক্তৃতাটী আমাদের মন্দ লাগিল না। অতঃপর কেষ্ট বাবু মহিলা মজলিসে আধঘণ্টা পাঁচালী গাহিলেন, ও বাকি আধঘণ্টা সাজাদা হোসেন 'চরিত্রহীন' উপন্যাসের সাবিত্রী চরিত্র লইয়া কিছু আলোচনা করিলেন।

এই ভদ্রলোকটীকে কি কম্যুনাল সমস্যা মিটাইবার জন্য কর্ত্তৃপক্ষ এত ঘন ঘন দিয়া থাকেন ?

—

বৃহস্পতিবার ৮ই দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে হিন্দি রেকর্ড বাজিল। ইহার মধ্যেও খারাপ রেকর্ড দেওয়া হইয়াছিল। কেন এমন হয় ? কর্ত্তৃপক্ষ কি রেকর্ডগুলি পূর্ব্বাহ্নে বাজাইয়া দেখারও প্রয়োজন বোধ করেন না ?

—

মহিলা মজলিসে বিষ্ণুশর্ম্মা 'অতীতের ঐশ্বর্য্য' লইয়া আলোচনা করিলেন। তৎপরে আমাদের কবি বিদুষী শ্রীমতী কনকলতা ঘোষের নব প্রকাশিত পুস্তক 'নূতন পথে' হইতে একটা তৃতীয় শ্রেণীর গল্প পাঠ করিলেন।

—

শুক্রবার ৯ই মার্চ্চ বিদ্যার্থী মণ্ডলে জন চাটার্জ্জির বক্তৃতার পর মহিলা মজলিসে ২৷৷০ টা হইতে বিষ্ণুশর্ম্মা "হিন্দু উত্তরাধিকা" হইতে হিন্দু আইন সম্বন্ধে কিছু পাঠ করিয়া শুনাইলেন।

—

তৎপরে শ্রীমতী কনকলতা ঘোষের গল্পের কিয়দংশ পাঠ করিলেন। তৎপর হইতে অমূল্যকৃষ্ণ ভাবগৎ ভূষণ কথকতা করিলেন। এই লোকটীর ডেপোমী কত-দিনে বন্ধ হইবে ?

—

শনিবার ১০ই মার্চ্চ দ্বিপ্রহরে ৬ খানি রেকর্ড বাজিল, তন্মধ্যে ৩টা হিজ মাষ্টারস্, দুটা কলম্বীয়ার। অন্য কোন রেকর্ড কোম্পানীর রেকর্ড দেওয়া হয় না কেন ? মহিলা মজলিসে বিষ্ণুশর্ম্মা উদ্ভিদ বিজ্ঞান লইয়া আলোচনা করিলেন। তৎপরে শ্রীমতী কনকলতা ঘোষের গল্প পাঠ ও যথারীতি রেকর্ড দেওয়া হইল।

—

বর্ত্তমান সংখ্যা বেতার জগৎ দেখিলাম। ১৪ দিনের প্রোগ্রামের মধ্যে ১দিন ব্রজ-মাধুরীসঙ্ঘের গীতে, ২দিন ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর পালাকীর্ত্তন, ২দিন নাটকাভিনয় ও ৪ দিন বিচিত্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

—

বিচিত্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করিবেন শ্রীবিনোদ বিহারী গাঙ্গুলী, স্কটীস চার্চ্চ কলেজের ছাত্রগণ, রত্নেশ্বর মুখার্জ্জী ও পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়। বিনোদ বাবুর বিচিত্র অনুষ্ঠান প্রায় দেখা হয় এবং তাহাও নৃপেন বাবুর কন্যা ও আত্মীয় কন্যাদের লইয়া। স্কটীস চার্চ্চ কলেজের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থায় আমরা সুখী হইয়াছি। রত্নেশ্বর বাবু ইতঃপূর্ব্বে একদিন অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন —মন্দ হয় নাই। শেষোক্ত ব্যক্তিটি বেতারে নূতন; সঙ্গীত জগতেও নাম শুনি নাই।

--

১২ই ও ১৪ই মার্চ্চ সান্ধ্য অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্য্যায়ে গ্রামোফোন রেকর্ড বাজাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। হিন্দি প্রোগ্রামের রেকর্ড বাজান হইবে। তা হোক, কারণ হিন্দি প্রোগ্রামে ব্যবস্থা না থাকিলেও মাঝে মাঝে প্রায়ই রেকর্ড বাজান হয়। কিন্তু বাংলা প্রোগ্রামে এ ব্যবস্থা কেন ? ভাল ভাল শিল্পীর নাম বাদ দিয়া এই সকল অহেতুক বিধানের কারণ কি ?

—

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, উমাপদ ভট্টাচার্য্য, সুধানাথব সেনগুপ্ত, গোপাল চন্দ্র সেন গুপ্ত, হৃষদেব রায়, শচীন্দ্রনাথ দেব বর্ম্মন প্রভৃতি শিল্পীদের বহুদিন বাদ দেওয়া হইয়াছে। অনবরত গ্রামোফোন রেকর্ড না বাজাইয়া ইহাদের দিলে কি ভাল হইত না ? রেকর্ড ত হিজ মাষ্টার্স ভয়েস।

—

এক সপ্তাহের উপর এইরূপ করিবার পর বাকী কয় দিনের প্রোগ্রামে ৯ জন আনকোরা নূতন গায়ককে দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়া শ্রী গোপাল মুখার্জ্জী, বীরেন দাস, পঙ্কজ মল্লিক, বীণাপাণি, প্রভৃতি নিতান্ত মামুলী শিল্পীদের ২ বার করিয়া দিয়া প্রোগ্রাম ভারাক্রান্ত করা হইয়াছে।

—

কৃষ্ণচন্দ্র দে ও আঙ্গুরবালাকে মাত্র ১ দিন করিয়া দিয়া শ্রোতাদের কৃতার্থ করা হইয়াছে। আনন্দের বিষয় যে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী ও ইন্দুবালা ২ বার করিয়া গাহিবেন। মিস্ উষারাণীও ২ বার গাহিবেন কিন্তু বাংলা গান একদিনও নয়। উষারাণীর কীর্ত্তন দেওয়া হয় না কেন ?

--

আচ্ছা বেতার শিল্পীগণের অশ্রাব্য বেতালা চিৎকার ২ বার করিয়া শুনাইবার কোন গুহ্য কারণ আছে কি ? উষাবতী ও রঞ্জিৎ রায় ২ দিন ডুয়েট গাহিবেন।

—

যন্ত্র সঙ্গীতের অব্যবস্থায় আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। নৃপেন মজুমদারের বাঁশী (২দিন) ছোটে খাঁর সারেং (১ দিন), রাজেন সেনগুপ্তের স্বরোদ (১ দিন), ও গঙ্গাচরণ নন্দীর বেহালা (১), মাত্র এই ৪ টি যন্ত্র সঙ্গীত ১৪ দিনের অনুষ্ঠানে ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

—

১৪ জন নিতান্ত অখ্যাত শিল্পীও বর্ত্তমান প্রোগ্রামে চালান হইয়াছে। এরূপ উপর্যুপরি করিলে প্রোগ্রামের আকর্ষণী শক্তি থাকে না।

—

মঙ্গলবার ৬ই মার্চ্চ সন্ধ্যা ৭টায় শ্রীসুনীল দাসগুপ্ত 'আজ এ সন্ধ্যামনের কোণে' ও 'আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে' গান দুটি গাহিয়া শোনালেন। অতি কর্কশ রসহীন কণ্ঠ ও সঙ্গীতসাধনার অভাবে সমস্ত সুরগুলি যথাযথ বাহির না হওয়ার দরুণ বীভৎস রসের সৃষ্টি করিয়াছিল।

—

নূতন যন্ত্রশিল্পী শ্রীপ্রীতিভূষণ চ্যাটার্জ্জী ক্লারিওনেট ২টি গৎ বাজাইয়া আমাদের যথেষ্ট আনন্দ দিলেন। ইঁহাকে বরাবর

প্রোগ্রামভুক্ত করা হইতেছে না কেন? সন্ধ্যা ৭॥০টায় মাস্তান গায়ার হিন্দি খেয়াল ও গজল গান হিন্দুস্থানী শ্রোতাদের যদি ভাল লাগিয়া থাকে আমরা খুসী—আমরা আমরা হজম করিতে পারি নাই।

—

রাত্রি স'আটটায় নূতন গায়ক শ্রীশান্তিময় মুখার্জ্জী 'ঝড় তুফানে বিশ্বভুবন মাতিয়ে দাও' ও 'সেদিন দু'জনে দুলেছিনু বনে' গান দুটি গাহিলেন। ভদ্রলোক নিতান্ত সাধারণ শ্রেণীর গায়ক—গান দুটি মন্দ হয় নাই।

—

নবীন শিল্পী শ্রী নারায়ণদাস মুখার্জ্জী ২ খানি বাংলা গান গাহিলেন। ইহার বাণী অত্যন্ত অস্পষ্ট ও উচ্চারণ বিশ্রী। গান দুটি প্রীতিদায়ক হয় নাই। মিস আশালতার বাংলা গান বাণীর অস্পষ্টতার জন্য ভাল লাগিল না।

—

বুধবার সন্ধ্যা ৬॥০ টায় প্রোগ্রাম পরিচালক নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার বাংলা সরকারের প্রেরিত কৃষিকথা' পাঠ করিলেন। কয়েক মুহূর্ত পাঠ করিয়াই শ্রী দিলীপ কুমার রায়ের রেকর্ড বাজাইলেন।

—

শ্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী "আলো ছায়া দোলা" গানটি গাহিলেন ইনি বেতারের নূতন শিল্পী। ইহার কণ্ঠস্বর সুন্দর, গাহিবার প্রণালী অভিনব এবং গানে প্রাণ সঞ্চার করিবার কৌশল জানা আছে। এতদিনে একজন প্রকৃত শিল্পীর সন্ধান পাওয়া গেল। সুন্দর গান।

—

বেতারের নবীন গায়ক শ্রী নারায়ণচন্দ্র দেব গাহিলেন "যেদিন আমি তোমার লাগি হবো পথ-হারা"। ইহার গলার কোন মাধুর্য্য নাই। চিৎকার যে গান নয় এ কথাটা একে কেহ বুঝাইয়া দেয় নাই। চড়া পর্দ্দায় কণ্ঠ বেসুরো। ইহার পর নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় পল্লীমঙ্গল বক্তৃতা সুরু করিলেন—বিষয়—"কচুরি পানা ব্যবহার করতে পারা যায় কিনা"।

—

শ্রী ফকিরচন্দ্র আঢ্য গাহিলেন, "গান গেয়ে যায় ঐ পাপিয়া" গানটি। এই নূতন শিল্পীর কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট কিন্তু গান গাহিবার প্রণালী মনোমুগ্ধকর নয়। গানটি মন্দ হয় নাই। রাত্রি ৭॥০টায় হিন্দি প্রোগ্রামে হিন্দুস্থানী রেকর্ড বাজান হইল।

—

রাত্রি স আটটায় নবীন শিল্পী শ্রী সুশীল কুমার ব্যানার্জ্জী গাহিলেন—"দেখা হবে এই অবেলায়"। ভদ্রলোকের যেরূপ কণ্ঠসাধনা ও স্বর তাহাতে উক্ত গানটি গাওয়া ধৃষ্টতা হইয়াছে। মিস প্রভাবতীর বাংলা গান মন্দ লাগিল না। শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র দের "সখি কেন পাপিয়া গাহে' গানটি মধুর হইয়াছিল।

—

রাত্রি ৯॥০টার পর শ্রী অজয়কুমার মুখার্জ্জীর বাংলা গান "আর কারো কাছে যাব না আমি' শ্রুতিমধুর হইয়াছিল। নবীন গায়ক শ্রী দীননাথ ধর গাহিলেন "দামিনী দমকে যামিনী আঁধারে"। জ্ঞান বাবুর রেকর্ডের মত প্রচারিত গান না গাহিলে পারিতেন। আমাদের কানে রেকর্ডের গানটি লাগিয়া আছে তাই দীননাথ বাবুর গাওয়া ভাল লাগিল না।

—

শ্রী নলিনীকান্ত সরকার শ্রী শরৎ পণ্ডিতের রচনা "টাকার স্তব" নামক দীর্ঘ কবিতাটি হারমোনিয়মের সাহায্যে পাঠ করিলেন। কবিতা পাঠ হাস্যোদ্দেক করিয়াছিল।

—

বৃহস্পতিবার ডাঃ অশ্বিনী চৌধুরীর পরিচালনায় "সঙ্গীত সঞ্চয়" বিচিত্র 'অনুষ্ঠানের আসর বসিল। সঙ্গীত নায়ক গোপেশ্বর ব্যানার্জ্জীর বাংলা গান সুগীত হইয়াছিল। তাঁর হিন্দোল খেয়াল গানটি সুন্দর। কুমারী লীলা দাশগুপ্তার "আমার পরাণ সাথের নাইয়া" গানটি আমাদের ভাল লাগিয়াছে। শ্রী অজিতকুমার দাশগুপ্তের 'নট মল্লার, খেয়াল গান সুগীত হইয়াছিল।

—

কুমারী রমারাণী দত্তের "আকুল করা মোহন বাঁশী" গানটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলা যাইত যদি তান গুলি অত মোটা না হইত। শ্রী সতীশচন্দ্র ব্যানার্জ্জীর বেহালা বাজনা ভাল।

—

কুমারী সুচন্দা সেনের রবীন্দ্র সঙ্গীত "সকল গর্ব্ব দূর করে দিব" সুগীত হইয়াছিল। শ্রী জীতেন্দ্রনাথ ঘোষের কীর্ত্তন গানটি বিশ্রী লাগিল। ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর অতি কর্কশ—কীর্ত্তন গানের উপযোগী মোটেই নয়। কুমারী মায়ারাণী দত্তের 'ভাস্বর' সুরের ধ্রুপদ গান মন্দ হয় নাই। কুমারী রমারাণী দত্তের 'নট কামোদ' খেয়াল গানটি সুন্দর।

—

কুমারী বাসু ইবাণার হিন্দি গান নিতান্ত নিন্দনীয় নয়। যাহা হউক এবারে 'সঙ্গীত সঞ্চয়' প্রোগ্রাম নেহাত খারাপ করেন নাই।

—

রাত্রি ৮টা ২০ মিনিটে নৃপেন্দ্র চাটুজ্জো পল্লিমঙ্গল বক্তৃতা সুরু করিলেন—বিষয় 'আদর্শ ডেয়ারী"। ইহার পর গ্রামোফোন রেকর্ড বাজাইয়া সময় পূরণ করা হইল।

—

শুক্রবার বেতার নাটুকে দল স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ মিত্রের "শিরী ফরহাদ' গীতি নাট্যের অভিনয় করিলেন।

—

খসরুশাহ (শিবু চট্টো), হামজাদ (তুলসী লাহিড়ী), মহবুব (রঞ্জিৎ রায়), রুকনী (মনোরমা), কুমারী (পদ্মাবতী) প্রভৃতি মন্দ হয় নাই। ফরহাদ (বিশ্বনাথ ভাদুড়ী) ও শিরী (সুশীলাবালা) চলনসই গোছের হইয়াছিল। পরিস্থান (উষাবতী)

ভাল লাগিল। গুলবাহার (আঙ্গুর বালা) গানে মাৎ করিয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া "এমন গাড়ল স্বামীর হাতে কেন পড়ছু হায়" গানটিতে সুর, তাল, লয় ও হাস্যরস একসঙ্গে পরিবেশন করিয়াছিলেন।

কোরাস গান গুলি মোটের উপর মন্দ হয় নাই।

—

শনিবার ৬॥০টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত 'বীণাপাণি সুর সম্মিলনী ঐকতান বাদন করিলেন। ইহাদের ২টি গৎ সুন্দর লাগিল। ঢিল্লি ঘোষক বলিলেন — পূরবী সম্মিলন কি অর্কেষ্ট্রা বাজনা হো গিয়া'। এমন সময় শ্রীযুক্ত বীরেন ভদ্র তাড়াতাড়ি শুধরাইয়া দিলেন—'বীণাপাণি সুর সম্মিলন' বলিয়া।

—

ইহার পর ভূপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু মহাশয় 'পালা কীর্ত্তন' করিয়া প্রোগ্রাম সমাপ্ত করিলেন।

—

রবিবার ১১ই মার্চ্চ প্রাতে শ্রীঅনুপম ঘটক ২খানি গান গাহিলেন। "আমারে তুমি ভোলনি" প্রভৃ ও 'আমার যৌবন যে যায় প্রিয়।" সুমিষ্ট ও দরদী কণ্ঠে গান দুটি সুখশ্রাব্য হইয়াছিল। শ্রীঅমূল্য চরণ দেবের 'বাসনা বোসনা ভৃঙ্গ' গানটি মন্দ হয় নাই।

—

মিস উষাবতী ও রঞ্জিৎ রায়ের 'এস নন্দের নন্দন নবঘন-শ্যাম" ডুয়েট গানটি সুন্দর। শ্রীগোপাল মুখাজ্জীর বাংলা গান মন্দ হয় নাই। শ্রীকালীপদ পাঠক বহুদিন পরে নিধু টপ্পা 'আর প্রেম করবো না' গাহিয়া আসর মাৎ করিলেন।

—

রাত্রি ৯॥০টায় শ্রীকাশীনাথ চট্টোঃ 'পরজ' খেয়াল গান সুন্দর লাগিল। শ্রী জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামীর দুর্গা খেয়াল গান অতি সুন্দর। জ্ঞানবাবুর মধুর সঙ্গীতের সঙ্গে অনুষ্ঠান মধুরেণ সমাপয়েৎ হইল।

——

মঞ্চ ও পর্দ্দা

—০—

দানী বাবুর স্মৃতিসভা

গত ১১ই মার্চ্চ নাট্যনিকেতনে নাট্য জগতের গৌরব নাট্যাচার্য্য দানীবাবুর স্মৃতি রক্ষা কল্পে এক বিশেষ সাধারণ সভার অধিবেশন হয়েছিল। মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। সভায় উপস্থিত হবার পূর্ব্বে আমাদের ধারণা ছিল, দুচারটি দর্শক হবে কি আর যাবে। কিন্তু, সভায় উপস্থিত হয়ে দেখা গেল অন্য রূপ। ৬॥০টার পূর্ব্বে নাট্যনিকেতনের বিরাট প্রেক্ষাগৃহ লোকে লোকারণ্য। আনন্দ অনুভব করলুম যে, এখনো নাট্য-জগতের প্রতি সাধারণের যত্নও দৃষ্টির অভাব ঘটেনি, সবাক চলচ্চিত্রের যুগেও রঙ্গমঞ্চ এখনো সাধারণের শ্রদ্ধা হারায় নি।

স্মৃতি-সভায় একমাত্র পরলোকগত যে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে সভা আহুত হয়েছে—তাঁরই কার্য্যাবলী আলোচিত হবে, তাঁরই গুণাবলীর কল গুঞ্জন শুনবো যাঁরা মনে করেন আমরা তাঁদের সহিত একমত নয়। সেদিনের সভায় প্রথমোক্ত মতাবলম্বী দর্শক ছিলেন আমরা দেখেছি। কিন্তু, আমরা খুসী হয়েছি যে, বক্তারা মাত্র দানীবাবুর সম্বন্ধে আলোচনার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে একাধিক কথা প্রসঙ্গে অতীত ও বর্ত্তমান নাট্যজগতের কথা যেমন আলোচনা করেছিলেন তেমনি ভবিষ্যতের ইঙ্গিতও দিতে চেষ্টা করেছিলেন। তাতে করে' আমাদের মনে হয়—সভার আলোচনায় একটা জীবন্ত ভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল।

বক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ভাদুড়ী ও শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের বক্তৃতা। শ্রীযুক্ত যোগেশ চৌধুরী যে বিস্তৃত লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেছিলেন তাঁর কণ্ঠস্বরের দৌর্ব্বল্য ও ভেরিওভারির অভাবে দর্শকদের মনে রেখাপাত করতে পারেন নি।

মনোরঞ্জন বাবু স্বর্গীয় নাট্যাচার্য্য দানীবাবুর সঙ্গে একত্রে তাঁর রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেছিলেন—সেই সূত্রে পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ নিবিড় হয়ে উঠেছিল। দানী বাবুর শেষ অভিনয় পোষ্যপুত্র। অভিনয় কালে দানীবাবু বিস্মৃত হতেন যে তিনি দানীবাবু; শুধু তাই নয় মনোরঞ্জন বাবু যে রজনী নাথের ভূমিকায় অভিনয় করতেন দানী বাবু মনোরঞ্জন বাবুকেও বিস্মৃত হয়ে তখন রজনী নাথই মনে করতেন। আজিও মনোরঞ্জন বাবুর কর্ণে দানীবাবুর সেই উদাত্ত গম্ভীর স্বরে 'ভাই রজনীনাথ' ধ্বনিত হচ্ছে। দানী বাবু স্বর্গীয় পিতা গিরীশ চন্দ্র ঘোষের নিত্য সাহচর্য্য ও চালনা অভিনয়কালে উপলব্ধি করতেন। গুরুবাদ দানীবাবুর মধ্যে অতি প্রবল ছিল। মনোরঞ্জন বাবু আক্ষেপ করেন যে বর্ত্তমান অভিনেতারা সকলেই নিজেদের স্বয়ংসিদ্ধ মনে করেন, শিক্ষানবিশি ও গুরু স্বীকার করা হেয় মনে করেন। আমরা মনোরঞ্জন বাবুর সহিত এখানে একমত। শুধু অভিনয় ক্ষেত্রে নয়, কোন ক্ষেত্রেই বাঙ্গালী যুবক কষ্ট স্বীকার করে

উন্মুক্ত লোকের অধীনে শিক্ষানবিশী কাল অতিবাহিত করতে প্রস্তুত নয়। কি শিল্পে, সাহিত্যে, কি ব্যবসায়ে, কোনো কিছুতেই বাঙ্গালী যুবক ধৈর্য্য অবলম্বন করতে প্রস্তুত নয়, সহজে বিনা শিক্ষানবিশীতে প্রতিষ্ঠা লাভ তাঁরা চান্। এই শোচনীয় মনস্তত্ত্বের কারণ যাই হোক্ দেশের পক্ষে কল্যাণকর আমরা মনে করি না।

শিশির বাবু বলেন, স্বর্গীয় দানী বাবুর সহিত তাঁর একই রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করবার সৌভাগ্য হয়েছিল। দানী বাবুর প্রতি তাঁর উচ্চতম ধারণা ও শ্রদ্ধা কারুর অপেক্ষা কম নয়। প্রাচীন ও নবীনদের মধ্যে পন্থা নিয়ে দ্বন্দ্ব তিনি স্বীকার করেন না। পন্থা এক, কেবল যুগ-ধর্ম্মে, যে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্ত্তন মেনে নিতে হয় আসলে তা' বিভিন্ন পন্থা অবলম্বনের জন্য নয়। মানুষ তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে যা' ছিল আজো তাই আছে, তার নৈতিক ও ধর্ম্ম জীবনের মূলে বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন ঘটেনি। নট-জীবনে বার-নারী কি ভেক নারী নিয়ে অভিনয় করতে হয় বলে আজো তারা অবজ্ঞাত ও পতিত। কিন্তু বিদেশে এক একটী অভিনেত্রী বারনারী না হয়েও ছয় বার পর্য্যন্ত বিবাহ করছেন কেউ হয়ত লর্ডের সঙ্গে।

এখানে সমালোচকদের শ্যেন দৃষ্টি থিয়েটারের বাইরে পর্য্যন্ত নটেদের পশ্চাদ্ধাবন করে থাকে। কিন্তু তাঁর মতে তার কোনো প্রয়োজন নেই, প্রেক্ষাগৃহে পাদ-প্রদীপের সম্মুখে নটের অভিনয় তাঁদের আলোচনার বস্তু হওয়া উচিত। রঙ্গমঞ্চ জাতীয় জীবনে একটা মস্ত বড় প্রভাব বিস্তার করে থাকে। লোক শিক্ষার উপর এই রঙ্গমঞ্চ ও চলচ্চিত্র সর্ব্বাপেক্ষা মুখ্য ভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বলসেভিক রাশিয়া আজ এ জিনিষটা খুব বেশী করেই উপলব্ধি করেছে এবং সেজন্য রাশিয়ায় রঙ্গমঞ্চ এত বেশী গবর্ণমেণ্টের সাহায্য পেয়ে আসছে। শিশির বাবুর এই মন্তব্য আমরা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করি। কিন্তু আমাদের গবর্ণমেণ্টে যেখানে সাধারণের প্রতিনিধি যথেষ্ট নয় সেখানে সে আশা এখন ত করতেই পারি না; কিন্তু কর্পোরেশন যেখানে সাধারণের প্রতিনিধি অধিক সংখ্যক সেখানে এই দিক্ দিয়ে রঙ্গমঞ্চকে আমাদের 'সিটি ফাদার'রা আজো দেখেন না কেন আমরা বুঝতে পারি না। শুনেছি, দেশবন্ধু দাশের দূরদৃষ্টি জাতীয় রঙ্গমঞ্চ গড়বার স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং যদি তিনি বেঁচে থাকতেন হয়ত তা কার্য্যেও পরিণত করতেন। কিন্তু অত বড় নেতার তিরোধানে জাতির যেমন অন্যান্য বিভাগে ক্ষতি হয়েছে রঙ্গমঞ্চেরও সে ক্ষতি কম হয়নি, জাতীয় রঙ্গমঞ্চের একটা বৃহৎ পরিকল্পনা ও তাকে বাস্তবে গড়ে তুলতে হলে শিশির বাবু মনে করেন সমস্ত নাট্যশালাগুলি মিলে একটা সঙ্ঘ গড়ে তোলা প্রয়োজন। আমরা আশা করি, নাট্যশালার অধিকারীরা

সুরতা'ও বিরোধ ভুলে এই কার্য্যে অগ্রসর হবেন।

শিশির বাবু বর্ত্তমানে রঙ্গমঞ্চ অতি নিম্ন যে স্তরে নেবেছে স্বীকার করেন। তার অন্যতর কারণ নাট্যকারের অভাব তিনি মনে করেন। এবিষয়েও আমরা একমত। বাস্তবিক নাটক রচনায় দৈন্যতা এত বেশী যে সত্যিকারের নাটক একখানি ও আজকাল দেখতে পাওয়া যায় না।

শিশির বাবু দর্শকদের সম্বন্ধে বলেন যে তাঁরা যে আনন্দ চান্ তার জন্য অভিনেতৃদের সুযোগ যেন তাঁরা দেন। অভিনেতৃরাও আনন্দ দিতে প্রস্তুত দর্শকরা যাতে সুযোগ দিতে যেন কুণ্ঠিত না হন্। একাদিক্রমে দীর্ঘ সময় অভিনয় এবং একই অভিনেতা অভিনেত্রীর বিভিন্ন অভিনয় নায়ক নায়িকার ভূমিকায় দেখবার ইচ্ছা দর্শক সাধারণের মধ্যে অতি প্রবল। ফলে অভিনয় নিম্নস্তরে নাবতে বাধ্য। আমরা এ সম্বন্ধেও তাঁর সহিত একমত। ৩ঘণ্টা সাড়ে ৩ঘণ্টার অভিনয় এখনো দর্শক সাধারণ আমাদের দেশে বরদাস্ত করেন না। কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য হই নিদ্রাভিভূত দর্শকরা ক্লান্ত অভিনেতৃদের কাছ থেকে ৬ঘণ্ট ৭ ঘণ্টার অভিনয় বরদাস্ত করেন কি করে?

শিশির বাবু আরো বলেন, প্রেক্ষাগৃহে করতালি বা প্রশংসার কল-গুঞ্জন অভিনেতৃরা কেন, সবক্ষেত্রে সকলেই চায়। কিন্তু অভিনেতৃদের অভিনয়ে যখন রস দানা বেঁধে উঠছে তখন বিকট চিৎকার বা বিকট শব্দ সত্যই তাদের বাধা জন্মায়।

শিশির বাবু সমালোচকদের তুচ্ছ করেন বলে' একটা অপবাদ তাঁর সম্বন্ধে বরাবর শুনে এসেছি। কিন্তু এদিনের তাঁর বক্তৃতায় কোনো আভাষ ত' দূরের কথা বরং সমালোচকদের সমালোচনা তিনি আহ্বানই করলেন দেখলুম।

আমরা এই স্মৃতিসভায় উপরোক্ত আলোচনা উপভোগ করেছি। বারান্তরে আমরা আরো কিছু আলোচনা করবো।*

শ্রী দর্শক

* জনাকীর্ণ সভায় একেবারে শেষের দিকে বসায় দরুণ কোনোরূপে নোট রাখা সম্ভব হয় নি। মাত্র স্মৃতির উপর নির্ভর করে বক্তাদের বক্তৃতার চুম্বক লেখা হয়েছে। যদি কোনো ভুল থাকে আশা করি ত্রুটী মার্জ্জনীয় হবে, এবং জানালে সংশোধন করা হবে।

—লেখক—

খবর

ভারতলক্ষ্মী ও সংবাদপত্রের মন্তব্য

আমরা কয়েক সপ্তাহ ধরে ভারতলক্ষ্মীর বিরুদ্ধে কয়েকটী সংবাদপত্রের আলোচনা দেখে দুঃখিত হয়েছি। ছবি মুক্ত হবার পূর্ব্বে সে সম্বন্ধে বিরুদ্ধে মন্তব্য না প্রকাশ করাই বাঞ্ছনীয়। ভারতলক্ষ্মীর সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবুলাল চোখানী তাঁদের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেবেন বলে' একটী বিবৃতি একাধিক সংবাদপত্রে প্রকাশ করেছেন। আমরা আশা করি, এইরূপ অপ্রীতিকর ব্যাপার যেন না ঘটে এবং দুই বিবদমান পক্ষ পরস্পর একটা মিমাংসা করে নেবেন। আত্ম-কলহ বাঞ্ছনীয় নয়।

চাঁদ সদাগর

১৭ই ফেব্রুয়ারী শনিবার ভারতলক্ষ্মীর প্রথম অবদান চাঁদ সদাগর ক্রাউনে মুক্তি লাভ করবে। আমরা আশা করি, চাঁদ সদাগর সাধারণের তৃপ্তি দিতে পারবে।

আমরা বারান্তরের সমালোচনা পত্রস্থ করবো।

ভারতলক্ষ্মী হাউস্

আগামী রাম নবমিরাদিন তিন্দি রামা-য়ণ নিয়ে দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব সম্পন্ন হবে, বলে প্রকাশ। আমরা সত্বাধিকারীর নূতন প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক কামনা করি।

নিউ থিয়েটার্স

রূপ লেখার প্রাচীর পত্র পড়েছে। সম্ভব ইষ্টারের ছুটীতে চিত্রায় আত্ম প্রকাশ করবে।

রাধা ফিল্ম

পরিচালক জ্যোতিষ ব্যানার্জ্জীর বাংলা দক্ষ যজ্ঞের ভূমিকালিপি স্থির হয়ে গেছে। নিউথিয়েটার্সের মীরাবাইএর নায়িকা মিস্ চন্দ্রাবতী সতীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। তুলসী চক্রবর্ত্তী এবং রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য যথাক্রম ভৃগু এবং ব্রহ্মার ভূমিকায় নামবেন

পূর্ণিমা মিলন

আমরা এই নূতন নাটকটীর অভিনয় এখনো দেখে উঠতে পারিনি। আগামী বারে পত্রস্থ করবার ইচ্ছা রইল।

প্রমোদ

শ্রী—

চতুর বৈবাহিক।

পাত্রীর পিতা অর্থশালী ধনী লোক, একমাত্র কন্যাকে সুপাত্রে অর্পণ করিতে পারিলেই—তাহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

সুপাত্র অর্থে রূপে গুণে ও অবস্থায় 'চৌকোস' হওয়া চাই।

অনেক কষ্টে একটি পাত্রের সন্ধান মিলিল, রূপ গুণের সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না বটে, কিন্তু অবস্থা তদনুরূপ নয় বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক, পাত্রীর পিতা পাত্রের পিতাকে বিষয় সম্পত্তির কথার উল্লেখ করিলে, তিনি হাসিয়া উত্তর দিলেন,—"ও কথা আর জিজ্ঞাসা করছেন কেন? অবশ্য এখন অবস্থা আপনার অবস্থার তুল্য না হ'লেও সুদূর ভবিষ্যতে আপনার মেয়ের সমকক্ষ যে আমার ছেলে হ'তে পারবে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আপনি ভয় ক'রবেন না, আমার ছেলে শীঘ্রই একটা প্রকাণ্ড সম্পত্তি পাবে, আপনি স্বচক্ষেই দেখতে পাবেন।"

কন্যার পিতা বরের বাপের এরূপ নিশ্চিত কথার উত্তরে কোন কথা খুঁজিয়া পাইলেন না।

যথাসময়ে বিবাহাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।. . . .

কিছুকাল পরে কন্যার পিতা জানিতে পারিলেন যে তাঁহার চতুর বৈবাহিক তাঁহারই সম্পত্তি দেখাইয়া—আপনার ছেলের ভবিষ্যৎ সম্পত্তির কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন।

মালসী মজলিস

উড়ো পাখী

—o—

মালসীদের মালসা ভোগ এইবার পুরো দমে চলিতেছে। বাজেট বক্তৃতা—মস্ত মস্ত খাতা চোখের সামনে ধরিয়া কোনরূপ রিডিং পড়িয়া গেলেই হয়।

—

তবে কমা নাই—'fool's' stop নাই—রেলগাড়ী চলিয়াছে ত চলিয়াছে। সবাই জ্ঞানী কিনা—জ্ঞান না থাকলে কি আর কেহ মালসা ভোগ পায়?

—

কিন্তু একটা দোষ হইতেছে—তাঁহাদের এত oratory শেষ হইতেছে Council Ghamberএ—বাহির লোক বিশেষ জানিতে পারিতেছে না কারণ সংবাদপত্রে স্থান সঙ্কুলান না।

—

মালসীগণের উচিত একটা বিল পাস করা যে Councilএ যাহা হইবে তাহার সবটাই সংবাদপত্রে বাহির করিতে হইবে ইহাতে এক ঢিলে দুই পাখী মারা হইবে।

—

লোকেরা চার পয়সা দিয়া কাগজ কিনিয়া চৌদ্দ পয়সাসের ওজন দরে বিক্রয় করিতে পারিবে। তাহারা মালসীদের উপর খুসী হইবে। আর বেশী কাগজ বিক্রয় হইলে গবর্ণমেণ্টের শুল্ক বাড়িয়া আয় বৃদ্ধি হইবে।

—

দুই ঢিলে তিনটী পাখী মারিবে। ভোটারগণ মালসীদের গরম বক্তৃতায় খুসী হইবে। তাই ভবিষ্যৎ নির্ব্বাচনে ব্যয় কম লাগিবে এটা একটা election Campaign—অথচ বিনা খরচে এ সুযোগ ছাড়িবেন না।

—

আশা করি মালসীগণকে এবিষয়ে দুবার বলিতে হইবে না, কারণ তাঁহাদের মধ্যে অনেকের বুদ্ধি এত বেশী যে দুহাতে বেড় পাওয়া যায় না। এবিষয়ে সন্দিহান লোকদের হয়ত সোমবারের * কাউন্সিলে বিপ্লববাদী দমন বিলের আলোচনা ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিতে বলি।

—

এক প্রভু বলিলেন যে এই বিলটী পাস করিতে আর দেরী করা উচিত নয়। কারণ যাহাদের নিকট হইতে অন্য ব্যবহার আশা করা যায় তাহাদেরই প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ উৎসাহে বিপ্লববাদীর সংখ্যা বাড়িতেছে—অস্ত্র পাইলে মৃত্যুদণ্ড ইহাতে সকলকে সাবধান করিয়া দেওয়া হইতেছে।

—

প্রভুর বুদ্ধির বাহাদুরি দেখিয়া মরিতে ইচ্ছা হয়। বিপ্লব বাদ বৃদ্ধির কারণ যাহারা তাহারা নিরাপদে থাকে—তাহাদের ধরা ছোঁওয়া যাইবে না। মরিবে শুধু তাহাদের সৃষ্ট বিপ্লববাদী—স্রষ্টাকে ধরার দরকার নাই।

—

এই কি তাঁহার মত? কিন্তু ইংরাজ আইনের গুণ এই টুকু যে স্রষ্টা এবং সৃষ্ট দুইজনকেই দায়ী হইতে হয়—মাথা ও হাত, দুই এরই দায়িত্ব আছে, বরং মাথার দায়িত্বই বেশী। এত দিন গবর্ণমেণ্ট পক্ষে থাকিয়াও কি তিনি আইনের মূল সূত্র ধরিতে পারেন নাই?

—

যদি বিপ্লববাদ আইনের দ্বারা বন্ধ করিতে হয় তবে তাঁহার মতে যাহারা এই আন্দোলনের উৎস—তাহাই বন্ধ করিতে হইবে তাহার জন্য তিনি কি করিতেছেন। আইন যাহা হইতেছে তাহাতে তাহাদিগকে ত কিছু বলাই যাইবে না। সুতরাং তাঁহার বক্তৃতায় বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে বলিয়া কেহ মনে করিবে না।

* গত সপ্তাহের জন্য লিখিত।

—

—

সম্পাদক — শ্রীজ্ঞানদা চরণ দাস।

Printed and Published by J. C. Das, at the Chatra Press 1?4/1 Maniktala Street Calcutta

AJ-KAL · PHONE B. B. 3450 · March 24, 1934

২য় বর্ষ ৩৯শ সংখ্যা | শনিবার ১০ই চৈত্র ১৩৪০ | ২৪শে মার্চ ১৯৩৪ | নগদ মূল্য দুই পয়সা

Single Copy 6 pies · Annual Subscription Rs. 2/—

জহরলাল ও রাজেন্দ্র প্রসাদ

আজ-কালের নিয়মাবলী

১। আজ-কাল প্রতি শুক্রবার প্রাতে কলিকাতায় প্রকাশিত হয়।

২। সহরে ও মফঃস্বলে প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা, বার্ষিক মূল্য দুই টাকা মাত্র।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়। কোনো প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে সম্পাদক কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহেন। ডাক টিকিট দেওয়া থাকিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয়। ৬ মাসের বেশী কোনো অমনোনীত প্রবন্ধ পড়িয়া থাকিলে যদি হারাইয়া যায় সম্পাদক দায়ী নহেন।

৪। টাকা কড়ি প্রভৃতি ম্যানেজার আজ-কাল, ১২৪।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।

আজ-কাল
১২৪।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ফোন বি, বি, ৩৪৫০

সূচীপত্র

আজ-কাল

৩য় বর্ষ] শনিবার, ১০ই চৈত্র ১৩৪০ সাল, ২৪শে মার্চ্চ ১৯৩৪ [৩৯শ সংখ্যা

এখনও সময় নয় ?

— ০ —

কংগ্রেস মরিয়াছে। কংগ্রেসের আইন অমান্য আন্দোলনের প্রোগ্রাম এই সব আন্দোলনের দ্বারা বন্ধ হইয়াছে। এই আন্দোলনের স্রষ্টা মহাত্মা গান্ধীও রাজনীতিক্ষেত্র হইতে আপাততঃ সরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সুতরাং এমন নীতি মূলক আসন সেইজন্য খালি। কিন্তু কংগ্রেস অন্য প্রোগ্রাম লইয়া আজ এখনিও রাজনীতিক্ষেত্রে দাঁড়াইতে পারত। তাহাতে কিছু প্রতিবন্ধক ছিল কিনা আমরা অন্ততঃ জানি না। গভর্ণমেন্ট আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করিলেও কংগ্রেস অন্য কোনো প্রোগ্রাম লইয়া দাঁড়াইলে তাহা গভর্ণমেন্টের প্রতিদ্বন্দ্বী না হইলেও বন্ধ করিয়া দিতেন আমরা মনে করি না। কিন্তু কংগ্রেসের বড় কর্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে মেজ, সেজ, ছোটো কর্ত্তারা সবই চুপ করিয়া গেছেন। কর্ত্তাদের মনের কথাও কি জানিবার পর্য্যন্ত উপায় রাখেন নাই।

বাংলার কংগ্রেস কর্ত্তাদের একটী ক্ষেত্র আছে যেখানে তাঁহাদের রাজত্ব এখনো অল্প বিস্তর রহিয়া গেছে—তাহা হইতেছে কর্পোরেশন। কর্পোরেশন লইয়া বাংলার কর্ত্তাদের রেষারেষীর একদিন বাড়াবাড়ির অন্ত ছিল না তখন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কংগ্রেস মরে নাই। কিন্তু, সেই প্রতিষ্ঠানটির দৌলতে কর্ত্তাদের কেহ কেহ যেখানে কাউন্সিলার, অল্ডারম্যান ও মেয়র হইয়া বসিয়া গেছেন, আবার উঁহাদের মধ্যে চাকরিটা-আসটা বা স্বনামে বেনামে কেহ কেহ কন্ট্রাক্ট লইয়া দু'পয়সার মুখ দেখিয়াছেন। কিন্তু যে মত ধরিয়া তাঁহারা আজ কমলার আনুকূল্য লাভ করিয়াছেন সেই মত-এর এখন আর প্রয়োজন নাই দেখিয়া মতটি ফেলিয়া দিয়া হাসি মুখে তাঁহারা মা লক্ষ্মীর সেবা করিতেছেন এবং দশজনের সেবা ও তেমনি কুড়াইতেছেন। শুনিয়া ছিলাম, রাজনীতির মত ভাল ব্যবসা আর নাই যদি কেহ জানে যে রাজনীতি হইতে পয়সা কি করিয়া কামাইতে হয়।

অবশ্য কর্ত্তারা বলিবেন, 'এখন আমরা কি করিতে পারি—মহাত্মাজী হইতে কোনো বাণী ত আসে নাই; কাউন্সিল, অ্যাসেম্বলিতে কোন কাজ নাই যে সেখানে নাক ঢুকাইতে পারি, এক দিন ত সেখান হইতে 'ওয়াক-আউট' করিয়া তোবা দিয়া আসিয়াছি। কাজে নামিবার এখনো যে সময় হয় নাই।'

তবে কি আবার যেদিন সুদিনের হাওয়া বহিতে শুরু করিবে, সেদিন বসন্তের কোকিলদের কুহু শব্দ শুনিব ?

অপরপক্ষে, জয়েন্ট পার্লামেন্ট কমিটির রিপোর্ট বাহির হইবার দিন বড় আসন্ন হইয়া আসিতেছে বিলাতের রিফর্মের বিপক্ষ ও স্ব-পক্ষ দলের পরস্পর ঝনঝনানি শব্দ এদেশেও আমাদের কানে আসিয়া বাজিতেছে। কেহ বলিতেছেন, কংগ্রেস যদি রিফর্ম কাউন্সিল দখল করিয়া নিজেদের কাজে লাগায় তাহা হইলে কি হইবে, কেহ বা বলিতেছেন, ভারতের সীমা দাবী করিতে শিখিয়াছে এবং যদি টাকা দিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে ভাবিতে আমাদের ত শেষ হইয়া গেল।

আবার অ্যাসেম্বলির আয়ু বাড়ানো লইয়া নাকি দিল্লী ও বিলাতের গভর্ণমেন্টের মধ্যে মতদ্বৈধতা ঘটিয়াছে। সত্য মিথ্যা যাহাই হউক, বর্ত্তমান কাউন্সিল, অ্যাসেম্বলি যে ভাবে গঠিত তাহাতে জনপ্রিয় প্রতিনিধি একটীও নাই এবং সেই হেতু তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক সাহাতে ব্যবস্থাপক সভা গুলির আয়ু বাড়াইয়া দেওয়া হয়। কারণ, এই সব সভা এবার ভাঙ্গিলে অন্য লোক সেখানে বসিবে, এবং তাঁহাদের যে আর ভরসা থাকিবে না ইহা তাহারা ভাল করিয়াই বোঝেন।

সব দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে কংগ্রেসী কর্ত্তাদের নিদ্রা ভাঙ্গিবার সময় বহুক্ষণ উৎরাইয়া গেছে, কিন্তু, ব্যক্তিত্ব বিহীন নেতাদের কি 'এখনও সময় নয়' বলিয়া নীরব থাকিতে দেখিব ?

———

টিপ্পনী

—o—

আজ কাল সংবাদপত্র পড়ে না এমন শিক্ষিত লোক খুবই কম। সাহেবদের মধ্যে ও নাইই। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্টের হোম মেম্বার কি exception to general rule?

• •

বাংলার হাইকোর্টের প্রধান জজের বিষয় ব্যবস্থাপক সভায় আলোচিত হইয়াছে অথচ তাঁহার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হয় নাই। ঠিক বোঝা গেল না তিনি কি দেখেন নাই, না তাঁহাকে কেহ দেখায় নাই?

• •

কাউন্সিল বা অ্যাসেম্বলীতে সদস্যদের কর্ত্তব্য কি? আলোচনায় যোগ দেওয়া না সব সময় বাহিরে ঘুরিয়া ভোট দিবার সময় আসিয়া হাত তোলা? এ বিষয়ে সভাপতির দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

• •

বাংলা পাট-করের অৰ্দ্ধেক অংশ পাইবে অর্থাৎ ১কোটী ৬৭ লক্ষ টাকা। ইহার জন্ম অনেক প্রদেশেরই চোখ টাটাইয়াছে। অনেক কাউন্সিলে এ বিষয় লইয়া আলোচনা হইয়াছে এবং ভারত গবর্ণমেণ্টকে পক্ষপাতী পর্য্যন্ত বলা হইয়াছে।

• •

এখন এই টাকা লইয়া কি হইবে তাহা একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাংলা গভর্ণমেণ্টের মত এখনও জানা যায় নাই। অনেকেই অনেকরূপ জল্পনা কল্পনা করিতেছেন। বোম্বাইএর সংবাদপত্রগুলি ত স্পষ্টই বলিয়াছেন যে টাকাগুলি "Law and order" অর্থাৎ পুলিশ গ্রাস করিবে।

• •

আবার অনেকে বলিতেছেন—বজেটের ঘাটতি চলিতেছে, সুতরাং ঋণ পরিশোধে এই টাকা ব্যয় করা হইবে। বেকার যুবকগণ বলিতেছেন যে বেকার সমস্যা নিবারণে এই অর্থ প্রয়োগ করা হউক, তাহা হইলে Law and order রক্ষার জন্ম অর্থ ব্যয় অপেক্ষা ভাল ফল হইবে।

• •

আমাদের মনে হয় উক্ত টাকা জাতীয় কল্যাণ বৰ্দ্ধনে ব্যয়িত হওয়া উচিত। দেশে না খাইতে পাইয়া লোক মরিতেছে, বিনা ঔষধে রোগে ভুগিয়া লোক মরিতেছে। নদ নদী শুখাইয়া দেশ বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং কয়েক বৎসর ধরিয়া এই অর্থ এই সকল ব্যাপারে ব্যয় করাই কর্ত্তব্য।

• •

কিন্তু গরীবের কথা কে শোনে? আমাদের পরামর্শ বাংলা গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিবেন এ স্পর্দ্ধা আমাদের নাই। তবু দেশের লোকের সুখ দুঃখের কথা বলিবার অধিকার আমাদের আছে এবং তাহাই সংবাদপত্রের কর্ত্তব্য।

• •

প্রজার সুখ দুঃখের কথা গবর্ণমেণ্টও ত ভাবিতেছেন। গ্রামে কৃষকগণের ঋণ সম্বন্ধে তদন্ত চলিতেছে—Developement department খোলা হইল—দেশের দুর্দ্দশা দূর করিতে। কিন্তু কাজে বিশেষ কিছু হয় বলিয়া মনে হয় না। আসল কাজ অপেক্ষা বাহ্যাড়ম্বরই বেশী হয়। দানা পানির পরিবর্ত্তে ঘোড়ার দলাই মলাই বেশী হয়। তাহাতে লাভ নাই।

• •

এতদিন ডাক্তারীতে দুর্দ্দশা হইত। কিন্তু সেদিন একজন ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য বলিয়াছেন যে উকীল ও ডাক্তারের সংখ্যা অতিরিক্ত বাড়িয়াছে। বটতলায় হাতুড়ে রোজী উকিল অনেকই দেখা যায়। এখন আবার রোগীর আশায় প্রতীক্ষমান ডাক্তারও কলিকাতায় দু'দশটী না দেখা যায় এমন নয়। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যেও বেকার সমস্যা প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

• •

এ অবস্থায় যদি আবার বিদেশ হইতে ডাক্তারের আমদানী বেশী হয় তবে অবস্থা আরও মন্দ হইবে। বোম্বাইকে ভারতের প্রবেশ-দ্বার বলা হয়। এখন সেই দ্বারে বহু বিদেশী ডাক্তার উপস্থিত; ভারতীয় ডাক্তারদের অন্ন যাইবার অবস্থা দুই এক বৎসরের মধ্যেই হইবে। সেইজন্য তথাকার চিকিৎসকগণ এক সভা করিয়া ইহার প্রতিবাদ করিয়াছেন।

• •

মিউনিসিপ্যালিটী ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড ইত্যাদির কর্ত্তা কে? মন্ত্রী না ডিভিশন্যাল কমিশনার? পাঞ্জাব কাউন্সিলে এই কথা উঠিয়াছে। কমিশনার মন্ত্রীর কথা শুনে না। মন্ত্রী বলেন কমিশনার আমার অধীন নয়, আমি পরামর্শ দিতে পারি। কমিশনার ইচ্ছা করিলে শুনিতে পারে, ইচ্ছা করিলে না-ও শুনিতে পারে কিন্তু আমার করিবার কোন ক্ষমতা নাই।

• •

এই কথা শুনিয়া কাউন্সিলের সভাপতি বলিয়াছেন যে লাট সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া মিউনিসিপ্যালিটী ইত্যাদি সম্বন্ধে যাহা স্থির হইবে তাহা যদি প্রতিপালিত না হয় তবে মন্ত্রীর উচিত লাট সাহেবকে জানান। তাহাতে কাজ না হইলে বড়লাটকে দেখান। তাহাতেও না হইলে বিলাতী গবর্ণমেণ্টকে জানানো এবং ইহাতেও কিছু না হইলে পদত্যাগ করা।

• •

বিবিধ প্রসঙ্গ

—০—

মহাত্মা গান্ধী

মহাত্মা গান্ধী ভূমিকম্প বিধ্বস্ত বিহার ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি ১০ই এপ্রিলের বেশী বিহারে থাকিবেন না। আসাম অঞ্চলে হরিজন আন্দোলনে বাহির হইবেন। ইতিমধ্যে যদি তিনি বিহারে রিলিফ দানের একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারেন তাহার চেষ্টা করিবেন। সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটি এখনও ভাল ভাবে রিলিফ দিবার বন্দোবস্ত করেন নাই। এইবার তাঁহাদের প্রকৃত কাজ আরম্ভ হইবে, মহাত্মাজী তাঁহাদের কর্ম্মপন্থা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন—সকলে এই আশাই করিয়া আছে।

গ্রামেই উন্নতি

গ্রামে ফিরিয়া চল—এই কথা সকলের মুখেই শুনিতে পাওয়া যায়। কবি, দেশহিতৈষী, সব শিয়ালের এক রা। কিন্তু গ্রাম বাসের উপযুক্ত নয় তাহা সকলেই জানেন—তাহা সত্ত্বেও সহরে বসিয়া সকলেই চীৎকার করিতেছেন, ভাবে গদগদ হইয়া প্রবন্ধ কবিতা লিখিতেছেন। কিন্তু গ্রামকে বাসের উপযোগী করিবার জন্য প্রকৃত কাজে হাত দিতে কাহাকেও অগ্রসর হইতে দেখা যায় না। আমরা জানিতে পারিয়া সুখী হইলাম যে ক্যাপ্টেন এন, এন, দত্ত মহাশয় কুমিল্লা জেলায় কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। পঞ্চ-বার্ষিক প্ল্যান তৈয়ারী করিয়া তদনুসারে কাজ করিতেছেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অর্থ নৈতিক অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। প্রথমে তিনি তাঁহার নিজের গ্রামে (মুরাদ নগর থানার অন্তর্গত শ্রীকৈল গ্রামে) কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। ক্যাপ্টেন দত্ত বেঙ্গল ইমিউনিটী পরিচালনায় যথেষ্ট যশ উপার্জ্জন করিয়াছেন এবং বাংলার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। এখন যদি গ্রামের উন্নতির পথ প্রদর্শন করিতে পারেন তবে দেশের লোকের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিবেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

হঠাৎ সেদিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি মুসলমান সভ্যগণের দরদ উথলিয়া উঠিয়াছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্ত্তন প্রয়োজন, যেমন ভাবে উহা চলিতেছে তাহাতে দেশের কোন উপকারই হইতেছে না। সকলেই এ কথা স্বীকার করিবেন এবং মুসলমান সভ্যদের সহিত একমত হইবেন। কিন্তু তাহার পর যখনই তাঁহারা বলিলেন যে মুসলমানগণ সংখ্যা হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে seat পান না তখনই বোঝা গেল এই দরদের প্রকৃত কারণ এবং কি পরিবর্ত্তন তাঁহারা চান। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে বিশ্বিবিদ্যালয়ের জন্য তাঁহারা কি করিয়াছেন। প্রকৃতই যদি বাংলায় শিক্ষার উন্নতির জন্য তাঁহারা আত্মনিয়োগ করিতেন তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কোন নিয়ম নাই যে তাঁহাদের হাতে তাহা পরিচালনার ভার আসিয়া পড়িত না। তবে ধরি মাছ না ছুঁই পানি—ইহা কোথাও চলে না। তাঁহারা কিছু করিবেন না অথচ কর্ত্তাব্যক্তি হইয়া থাকিবেন—ইহা ত হয় না। তাহারা কি করিয়াছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য? গত পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত ১৭ লক্ষ টাকা লোকে বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়াছেন। তাহার মধ্যে মাত্র ৬০০্ টাকা মুসলমানের। ছাত্রসংখ্যাই বা কত? শতকরা ১২জন মাত্র মুসলমান।

পুলিশ ও বাঙ্গালী

বাংলার পুলিশে বাঙ্গালী কনেষ্টবল নিয়োগ করার জন্য কাউন্সিলে গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করা হয়। কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারীগণ এই প্রস্তাবে তেমন সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন নাই। বাঙ্গালী ত non-martial race (অসামরিক জাতি) বলিয়া সৈন্যদলে স্থান পায় না। তেমনই ইহারা কি অ-পুলিশ জাতি? কিন্তু বাঙ্গালী জমাদার দারোগা ইত্যাদির প্রশংসা ত হোম-মেম্বারও লাট সাহেবগণ করিয়া থাকেন। তবে সাধারণ কনেষ্টবলের কাজই বা তাহারা পারিবে না কেন? সামান্য বেতনে চৌকিদারগণ কাজ করে—বেতন বেশী হইলে তাহাদের নিকট হইতেই ভাল কাজ পাওয়া যাইতে পারে। এখন বেকার সমস্যা এত প্রবল হইয়াছে যে অল্প শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের অভাব হইবে না। শুধু চাই লইবার ইচ্ছা। গবর্ণমেণ্ট সে ইচ্ছা প্রকাশ করিবেন কি?

ওবেদুল্লা খাঁর অনশন

পঞ্চাশ দিনের উপর সীমান্ত প্রদেশের একজন বিশিষ্ট নেতা ওবেদুল্লা খাঁ মুলতান জেলে অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া আছেন। ব্যবস্থা পরিষদে প্রশ্ন করা হইয়াছিল যদি তিনি মারা যান তাহার জন্য দায়ী হইবে কে? হোম মেম্বার উত্তরে বলেন—যে অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়া মারা যাইবে, তাহার মৃত্যুর জন্য সেই দায়ী। তাহা সত্য বটে, কিন্তু যে সকল কারণের জন্য জেলে Hunger strike হয় সেগুলি যদি দূর করা না হয় তবে সে দায়িত্ব কাহার? হোম-মেম্বার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন কি যে ওবেদুল্লা খাঁর অনশন ব্রত অবলম্বনের কারণ কি? এবং সে কারণ দূর করা যাইতে পারে না কি? যদি দূর করা যায় এবং তিনি তাহা দূর না করেন তবে দায়িত্ব কাহার হইবে? আইনের দায়িত্ব ছাড়িয়া দিলেও একটা নৈতিক দায়িত্ব আছে তাহা কি তিনি জানেন না? যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে প্রকাশ যে এই অনশনের কারণ কোন জেল কর্ম্মচারীর দুর্ব্যবহার। যদি সত্য হয় তাহা হইলে ওবেদুল্লা খাঁর অনশন ব্রত ভঙ্গ করান ত বেশী শক্ত কথা নয়। গবর্ণমেণ্ট তাহা করিবেন কি?

———

কর্পোরেশন প্রসঙ্গ

ভবঘুরে

—০—

পাঁঠা জন্ম লইয়াই দেখিল যে তাহাকে যে দেখে সেই খাইতে চায়। তবে সে বাঁচিবে কি করিয়া ?

—

ভাবিয়া চিন্তিয়া সে সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা পুরুষের সম্মুখে হাজির। তিনি মাথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি চাও ?

—

পাঁঠা বলিল—প্রভু আমাকে রক্ষা করুন—যে দেখে সেই আমাকে খাইতে চায়। বিধাতা চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন তাঁহারও যে নোলায় জল আসিয়া পড়িল।

—

তিনি উত্তর করিলেন বাপু হে তোমার যেমন নধর গড়ন, আমারই যেমন যেন লোভ হইতেছে তুমি পালাও। পাঁঠাও বিপদ দেখিয়া পালাইয়া প্রাণে বাঁচিল।

—

সৃষ্টি কর্ত্তা বিধাতা পুরুষের হাত হইতে ত্রাণ পাইয়া বাঁচিতে পারে কিন্তু কর্পোরেশনের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতাপুরুষদের হাত হইতে রক্ষার কোন উপায় নাই—অন্ততঃ "অর্দ্ধং ত্যজতি" করিতে হয়।

—

কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে—আয় কমিতেছে। অমনিই সব প্রভু বাহির হইলেন—মুখে cut cut কাট কাট রব। পাছে চাকুরী মারা যায় কর্ম্মচারীগণ তাঁহাদের নিকট গললগ্নীকৃত বাসে প্রাণভিক্ষা প্রার্থনা করিল।

—

অমনিই কাঁচি লইয়া তাড়া—প্রাণে প্রাণে বাঁচিল বটে কিন্তু কিছু কিছু কর্ত্তিত হইল। তাহার পরে সকলে ভাবিতে লাগিলেন কি করিয়া আরও ব্যয় কমান যায়। ভাবিতে ভাবিতে মাথা গরম হইয়া পড়িল। কাজেই তাই উল্টা পাল্টা হইয়াছে।

—

'বসে ফেলেছি গোবজ্ঞান, বল্‌ক পিছে পিসি'। আসলেই ভুল। ব্যয় কমাইতে যাইয়া প্রভুরা ব্যয় বাড়াইয়াই দিয়াছেন এবং কতকগুলি লোকের চাকুরী খাইবার যোগাড় করিয়া এবং কর্ম্মচারীগণের আয় কমাইয়া তাহাদের অভিশাপভাজন হইয়াছেন।

—

তিনকর বাজেট হইতে বাজেট কমিটিতে আয়ের পরিমাণ সামান্য কমিল কিন্তু ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িল প্রায় ৬ লক্ষ টাকা। Closing balanceও কমিল সেই পরিমাণে। সুতরাং কর্পোরেশনের আর্থিক অবস্থা সেই অনুপাতে মন্দ হইয়া পড়িল।

—

তাঁহারা বহন কমাইলেন, উন্নতি বন্ধ করিলেন। Extension বন্ধ করিলেন কিন্তু তবুও ব্যয়ের অঙ্ক আয়ের অঙ্ক অপেক্ষা কমিল না। তাঁহারা অনেক মাথা ঘামাইলেন, ব্যয় আয় হইতে কিছুতেই কমিল না। লোকে বলে—ইত্যাদি চায়া নচ ভদ্রলোকঃ।

—

কমিটি বাজেট কর্পোরেশনের হাতে দিলেন। সেখানে লোক আরও বেশী মাথাও আরও তেজ বাড়ে। তাঁহারা চেষ্টা করিলে আরও ব্যয় কমাইলেন—অনেকের অন্ন মারিলেন কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা গেল ব্যয় আরও বাড়িয়াছে—আড়াই লক্ষ টাকা।

—

মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী। কমাইলে কমে না এ কেমন বজেট বলিয়া সকলে মাথায় হাত দিয়া বসিলেন এবং ব্যয় বাড়াইয়া দিয়া বজেট পাস করিয়া দিলেন। কারণ সেই দিনই শেষ দিন আর দেখিবার সময় নাই।

—

সময় থাকিলেই বা কি হইবে ? শেষ দিনের মিটিংএ সময়ের বেশী ১৫ মিনিট ও থাকিতে কাউন্সিলরগণ স্বীকার করেন নাই। অথচ এক দিনের বেশী সময় নাই বজেটের প্রস্তাব ও তাহার সংশোধক প্রস্তাবগুলি আলোচনা করার। এবিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

—

কর্পোরেশনের আয় আসাম গবর্ণমেণ্টের আয় অপেক্ষা বেশী। অথচ তাহার বজেট আলোচনার জন্য কয় দিন দেওয়া হয় ? এ ছোট বেলার কি আবশ্যকতা আছে ? বজেটের প্রস্তাব আছে ফাইন্যান্স কমিটীর প্রস্তাব আছে, বজেট স্পেশাল কমিটির প্রস্তাব আছে তাহার উপর ১৫০টা সংশোধক প্রস্তাব।

--

এত প্রস্তাবের আলোচনার সময় কোথায় ? গত সোমবারে বজেট স্পেশাল কমিটির রিপোর্ট কর্পোরেশনে উপস্থিত করা হইল। সেইদিন সাধারণ আলোচনায় কাটিয়া গেল। মঙ্গলবারে সেই সকল প্রস্তাব গুলি ভোটে উঠিবার কথা। কিন্তু দুচারটী ছাড়া ভোট কোন প্রস্তাবেই হইল না। সবগুলি পড়িয়া রহিল বুধবারের জন্য।

--

বুধবারে সাধারণ মিটিং - সুতরাং তাহার পূর্ব্বে বজেটের কাজ সারিয়া লইতে হইল। নমো নমো বলিয়া চাল ছিটাইলেই আজকাল পূজা সারা হয় জানি কিন্তু বজেট কি করিয়া আলোচিত হয় তাহা জনসাধারণে জানে না। কোনও অর্থনৈতিক পুরোহিত একটা ফতোয়া জারি করিবেন কি ?

———

স্বদেশী

মেগাফোন রেকর্ড

আমাদের ১৯৩৪ মার্চ্চ মাসের বাংলা রেকর্ড তালিকা

১০″ ইঞ্চি ডবল সাইডেড ব্লু লেবেল প্রত্যেকখানির মূল্য ২৷৷০ টাকা

শ্রীযুক্ত যুগল পাল

J.N.G.101 { আপনি তিমির রূপা— মিশ্র জৌনপুরী
কালোরূপে মন ভুলালি — মিশ্র খাম্বাজ

শ্রীমতী সুভাসিনী

J.N.G.103 { মেরো না আমারে মার— নৃত্য সম্বলিত
যৌবন সিন্ধু টলমল টলমল — ঐ

কুমারী শোভারাণী গুপ্তা (এমেচার)

J.N.G.102 { ব্রজের দুলাল ব্রজে আবার — কীর্ত্তন
ভরিয়া পরাণ শুনিতেছি গান — আধুনিক

শ্রীযুক্ত বীরেন ভট্টাচার্য্য

J.N.G.104 { রূপের সাগর রসের নাগর— কীর্ত্তন
প্রিয়তম নাহি এলে মোর — ভীমপলশ্রী

— প্রো: ছোটে খাঁ, (আলোয়ার)

J.N.G.105 { সারেঙ্গী— আলাপ— মালকোষ
ঐ — গৎ — খাম্বাজ

স্বদেশী রেকর্ড-জগতে মেগাফোনের

"দোললীলা"

—নাচে, গানে, অভিনয়ে অভিনব সৃষ্টি

১০″ ইঞ্চি লাল লেবেলযুক্ত পাঁচখানি রেকর্ডে সমাপ্ত—মূল্য প্রতি সেট ৮৸০ টাকা মাত্র

"আজি কে তনু মনে লেগেছে রং,
বঁধুর সাজে ধরা সেজেছে অভিনব ঢং।"

"দোললীলা"

জে, এন, ঘোষ

৮৪।১, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

পুতুল খেলা নয়

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

—০—
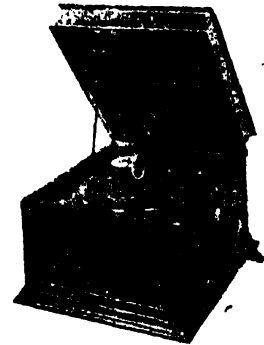
(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

রাণী একখানি চিঠি পায়। অপরিচিত হস্তাক্ষর দেখে' চঞ্চল ও কৌতূহলী হয়ে খাম ছিঁড়ে চিঠি খানি খুলে পড়তে লাগে—

ভাই রাণী,

আমায় তুমি কোন দিন দেখোনি, এমন কি হয়ত নামও শোনোনি। তোমার স্বামী একদিন আমায় প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন এবং সেই সূত্র ধরে কাল বায়োস্কোপে আমার সঙ্গে কতকগুলি কুৎসিত আলোচনা করে গেলেন। সাবধান হয়ে যাও। স্বামীকে প্রাণের ভালোবাসা দিয়ে সব সময়ে ঢেকে রেখো, নতুবা বিপদ অদূরসম্ভবী।

ইতি

প্রণতী।

রাণী স্তম্ভিত হয়ে যায়। একে ক' দিন সোমেশ তা'র সঙ্গে কথা কয় না। খায় দায় বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়। ডাকলে সাড়া দেয় না। অপরাধ যে তা'র কি হয়েছে তা' রাণী ভেবে ঠিক করতে না পেরে বিমূঢ় হয়ে পড়ে। এই চিঠিতে দৃষ্টি তার খুলে যায়। স্বামী তাকে ভালোবাসে না। সোমেশ তাকে প্রবঞ্চনা করে, ব্যথায় ও গ্লানিতে রাণীর বুক টন টন করে ওঠে।

সোমেশ এসে ঘরে ঢুকতেই রাণী চিঠি খানি বুকের ব্লাউজের ফাঁকে লুকিয়ে ফেলতে চায়।

সোমেশ তার ধারে এগিয়ে এসে বলে—কার চিঠি দেখি। রাণী মুচকি মুচকি হেসে বলে—দেখাব না।

সোমেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বলে দেখাবে না মানে? কার কাছ থেকে তোমার চিঠি এসেছে আমি জানতে ইচ্ছা করি।

রাণী হাসি মাখিয়েই বলে—যদি না বলি।

সোমেশ হাতের ছড়ি গাছটি মেঝেতে ঠুকে বলে—গদগদ ভাবের অন্য সময় আছে। রূপ দিয়ে আর আমায় ভুলিয়ে রাখতে পাচ্ছোনা, তোমায় কে চিঠি দিয়েছে তাই আমি জানতে চাই।

রাণী এবার বুঝতে পারে, সোমেশের কণ্ঠে অবিশ্বাসের ধ্বনি আছে। সে ক্রুদ্ধ স্বরে বলে—এ চিঠি তোমায় জানানো যেতে পারে না।

সোমেশ জিজ্ঞেস করে—কেন?

রাণী জবাব দেয়—এ আমার কাছে এসেছে, আর অতি গোপনীয়।

—বটে।—সোমেশ দৃপ্তকণ্ঠে বলে যা' তোমার কাছে গোপনে কেন তিনি চিঠি দিচ্ছেন। এসে একদিন যাতে অবলীলাক্রমে ত' elope করতে পারেন।

রাণী ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলে ওঠে—কথা বলতে জানো না?

সোমেশ চেঁচিয়ে ওঠে—কি আমি কথা বলতে জানি না। কথা বলতে জানি কিনা তা' এক্ষুনি তোমায় ছড়ি দিয়ে বুঝিয়ে দিতে পারি। আমার বুকের উপর ব'সে আমারই দাড়ী উপড়াতে চাও। স্বেচ্ছাচারিতার স্থান এটা নয়, তার জন্য সোনাগাছি রয়েছে।

দু'কানে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে রাণী ব'লে ওঠে—ছিঃ ছিঃ।

শ্লেষকণ্ঠে সোমেশ বলে—আ মরি, দ্রৌপদী কি সতীরে! ভাবছো আমি কিছু বুঝতে পারি না। সব বুঝি। আমি ও-চিঠি দেখতে চাই। তোমার সঙ্গে যা'র গোপনে রোশনাই চলে, তা'কে আমিও না হয় একটু জেনে রাখলুম।

রাণী ধমক দিয়ে ওঠে—চুপ করো বলছি।

সোমেশের চোখ জবা ফুলের মত রাঙা হয়ে আসে। বলে—চুপ করবো? স্বেচ্ছাচারিতার আবর্জ্জনায় যে গা ভাসিয়ে দিয়ে আমার স্ত্রী সেজে চং দেখাচ্ছে তা'র কথায় চুপ করবো। কক্ষনো না। হয় আমায় এক্ষুনি চিঠি বের করে দেখাও, না হয় এই ছড়ি গাছা তোমার পিঠের পরে ভেঙে ফেলবো।

রাণী চীৎকার করে বলে—কক্ষণও দেবো না। আমায় যেত চিঠি লিখে থাকুক তা'তে তোমার কি?

আমার কি?—বলেই সোমেশ সপাং করে রাণীর পিঠে উপর ছড়ির এক ঘা' বসিয়ে দেয়।

রাণী আর্ত্তনাদ করে বলে ওঠে খবরদার বলছি আমার গায়ে হাত তুলবে না।

কেন পুলিশে দেবে নাকি? সোমেশ আবার ছড়ি উঁচু করে।

রাণী ভয়ে আঁৎকে ওঠে। সোমেশের পায়ের উপর উপুড় হয়ে মাথা খুঁড়তে আরম্ভ করে।

সোমেশ পা সরিয়ে নিয়ে বলে—আর ভনিতা করে কাজ নেই। প্রেমের চিঠি যা' বুকে লুকিয়ে রাখলে তা'র স্মৃতি দিয়েই আমার ছড়ির ব্যথা ভুলতে পারবে।

সপাং সপাং করে নির্ব্বিবাদে সোমেশ আরও ঘা' কতক বসিয়ে দিয়ে, রাণীর চুলের মুঠি বাঁ হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে দেওয়ালের ধারে নিয়ে আসে।

যন্ত্রণার মুমূর্ষু স্বরে রাণী মিনতি করে—ওগো আমায় ছেড়ে দাও।

সোমেশ দেয়ালে তার মাথাটা ঠুকে দিয়ে বলে—হ্যাঁ, তোমায় একেবারেই ছেড়ে দিচ্ছি। আমি চলে যাচ্ছি।

সোমেশ বেরিয়ে যেতে চায়। রাণী ছুটে গিয়ে তার ডান হাতখানি টেনে ধরে জিজ্ঞেস করে—কোথায় যাবে?

সোমেশ ভ্রুকুটি করে। বলে—তার কৈফিয়ত তোমায় দেবো না। তুমি তোমার ভায়ের সঙ্গে কাল চলে যেও।

রাণী হাত ছাড়ে না। বলে—তোমায় আমি যেতে দেবো না, কক্ষনও দেবো না।

সোমেশ ভ্রু কুঁচকে বলে—আ মরি কি দরদ সজনী।

রাণী কেঁদে ফেলে। মারের যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে বলে—তোমার উপর দয়া থাক বা নাই থাক তোমার ছেলের উপর দয়া আছে।

সোমেশ বিদ্রূপ কণ্ঠে প্রশ্ন করে—আমার ছেলে? তা'র বাড়ী কোথায়?

রাণী লজ্জা জড়িত স্বরে বলে সে আমার পেটে।

সোমেশ বিস্ময়াবিষ্টের মত জিজ্ঞেস করে—তোমার পেটে? আমার ছেলে?

তারপর এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলে—তোমার পেটে যদি কোনো ছেলে এসেই থাকে, তবে তা' আর কারো; আমার নয়।

রাণী ঘৃণায় সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। বলে—আমার ছেলের বয়স এত বেশী নয় যে তা' আর কারো হতে পারে, তা' তোমারই যেহেতু তা'র বয়স মোটে এই চারমাস, তাও আমার পেটে।

সোমেশ সারা অঙ্গে একটা বিদ্যুৎ শিহরণ অনুভব করে। রাণীর পাশটিতে এগিয়ে দাঁড়িয়ে বলে—লক্ষীটি ওই চিঠি খানি আমায় দেখাও।

রাণী বুক থেকে ব্রততীর চিঠিখানি বের করে দেয়। সোমেশ পড়ে দেখে' রাণীর পায়ের কাছে মেঝেতে বসে পড়ে।

রাণীও বসে।

তা'কে বুকের দিকে টেনে নিয়ে সোমেশ বলে—আমায় বিশ্বাস করো। আমি তোমায় ছেড়ে যাবো না।

আনন্দে এইবার রাণী সোমেশের বুকের মধ্যে লুকিয়ে কেঁদে ফেলে।

মোহিতকে লিখিত সোমেশের চিঠি

প্রিয় মোহিত,

এত দিন পরে আজ আমি আস্তানা পেয়েছি। প্রত্যেকে বই-এ মাতৃত্বের কথাই পড়ে আসছি, পিতৃত্ব বলেও যে একটা জিনিষ জগতে আছে তা' এই প্রথম অনুভব করলুম। Rupert Brook সাধ করে সন্তান না থাকার ব্যথা উপলব্ধি করে গেছেন! রাণীর ছেলে হবে অর্থাৎ আমি হবো বাবা। এ যেন ঠিক স্বপ্নের আবেশ সুখ-মধুর। মেয়েদের মাতৃত্ব ক্ষুধার তীক্ষ্ণতার চেয়ে পুরুষদের পিতৃত্বের ক্ষুধা একটুও কম নয়। মাতৃত্বের বন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অনেক মেয়ে লোক সামাজিক জীব হয়ে পড়ে, পিতৃত্বের বন্ধনেও তেমনি অনেক পুরুষ সংসারে ফিরে আসতে চায়। রাণী আমার ঠিক বিবাহিতা স্ত্রী না হলেও, আজ সে আমার সন্তানের জননী। আমি তাকে একদিন ভালোবাসতুম, একদিন ঘৃণা করতুম, এখন কিন্তু রীতিমত শ্রদ্ধা করি। বাপ-হতে যাওয়ার ভিতর যে কি আনন্দ মোহিত তা' ভাষায় জানানো যায় না। এতদিন পরে আজ আমি স্রষ্টা, আমি সুন্দর, আমি ঈশ্বর।

ব্রততীর উপর আমি যে অবিচার করেছি এ কথা আজ মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করছি। আমি জানি সে আমায় যে ভাবে ক্ষমা করেছে, আমার ছেলেকে ঠিক সেইভাবে আশীর্ব্বাদ করবে। তা'র আশীর্ব্বাদই এখন আমার সব চেয়ে কাম্য। সুন্দরের মাঝে অসুন্দরের যে লীলা তা' বেশী দিন থাকে না। তোমরা আমার আন্তরিক ভালোবাসা নিও।

ইতি
তোমাদের অনুতপ্ত
সোমেশ

সুদেব ব্রততীকে লেখে—

দেবী,

তোমার অনুরোধ রক্ষা করে' আজ আমি খুসী। তোমার মত নারীর সংস্পর্শে এসে যে কোন দুবৃত্ত, মানুষ হয়ে যেতে পারে। একদিন লিলি আর আমি তোমার বাড়ীতে গিয়ে নেমন্তন্ন খেয়ে আসবো। বড় দুঃখ হয় যে তোমার মত মেয়ের জীবনও ব্যর্থ হয়ে যায়! love এর আইডিয়া কি ছিল আমার, তা, এখন বুঝছি। রক্তের আকাঙ্খাই একমাত্র love নয়' তার সঙ্গে আত্মার ওতপ্রোত যোগাযোগ চাই। প্রার্থনা করি তোমার নারীত্ব দেশের ও দশের মঙ্গল বিধান করুক।
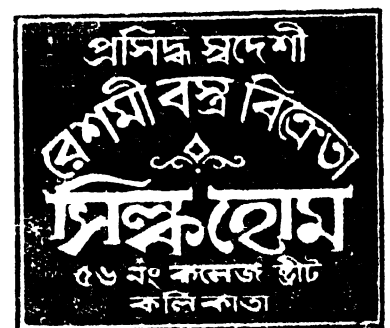
ইতি
গুণমুগ্ধ সুদেব।

সমাপ্ত

মাতৃ-ভূমি

(উইতার বিনারের ফরাসী হইতে)

—শ্রী কালীপদ হাজরা

—০—

এ যেন একটি সুর,
ঘণ্টার ধ্বনিটুকু
এ যেন রবির কর
মঞ্জরী ফাঁকে ফাঁকে
এ যেন চন্দ্রাতপ
অজানা পথের বাস
কৃষকের চক্ষে
চরণের তলদেশে
চকিত চাহনি এ
বিগত স্বরজনীর
এ যে লোকে মনে বোঝে
গান গেয়ে বোঝালেও
সঙ্গীতে সোজা হবে
এ যে বিশ্বের মধু

এ যেন সুদূরস্থিত
গির্জায় শব্দিত,
শ্যামলী মাটির 'পর,
বারি পতনের পর
অজানা গগন তলে,
ভুঁই ছুঁয়ে যেন চলে,
সৌধের বৈভব
শস্যের অনুভব,
হস্তের কম্পন,
চকিত অনুধাবন ,
বুঝাতে পারে না কভু
বোঝানো যায় না তবু,
ভেবে ওরা গানে কয়,
এক ক'রে যাহা হয়।

লোকে বোঝে এর স্বাদ,
সুরভি শ্বাস নেয়,
এ যেন ধুনার ধূম্র
উজ্জ্বল মঞ্জর,
এ যে অতি সাধারণ
কুক্কুর ক্রন্দন,
মদ্যের পাত্রের
বন্ধুর সমাগম,
এ যে লোকে শুধু বোঝে
গান গেয়ে বুঝালেও
সঙ্গীতে সোজা হবে
এ যে বিশ্বের মধু

এর সুষমায় ভেবে,
এর গান শোনে যে বে,
বেহালার নিঃস্বন,
প্রতিহত সমীরণ,
দৃশ্য ও চীৎকার,
মানবের হাহাকার,
উল্লাস ভরপুর,
সুমধুর, সুমধুর।
বুঝাতে পারে না কভু,
বোঝানো যায় না তবু,
ভেবে ওরা গানে কয়,
এক ক'রে যাহা হয়।

শরীরের উত্তাপ ভাগটুকু যা'র সে,
হৃদয়ের স্পন্দন বক্ষের পার্শ্বে,
শিশুদের বক্ষের মৃদু ধুক্ ধুক্ ধুক্,
মৃত মহা মানবের বিগত সে স্মৃতিটুকু,
পথিকের ভ্রমণের উল্লাস অনিমেষ
সঙ্গীত অন্তের গমকের শেষ রেশ,
স্বপ্নের সম্ভোগ, বাঁচিবার বেদনা,
অনুরূপ অনুরাগ, অধিকার বাসনা,
কৃষকের ঈপ্সা কর্ষণ করিবার
প্রেমিকের সাধনা প্রেয়সীর রক্ষার ;
এ যে লোকে মনে বোঝে বুঝাতে পারে না কভু,
গান গেয়ে বোঝালেও বোঝানো যায় না তবু,
সঙ্গীতে সোজা হবে, ভেবে ওরা গানে কয়,
এ যে বিশ্বের মধু এক ক'রে যাচ্ঞা হয়।

হিন্দুর যৌন ইতিহাস

—স্বামী ভূমানন্দ—

—গল্প—

(সংক্ষিপ্ত)

বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের ধর্ম্মমত, আহার, বিহার, রীতি নীতির সহিত মন্বাদি স্মৃতি-শাস্ত্র ব্রহ্মাদি পুরাণ সকল, রামায়ণ ও মহা-ভারতের ধর্ম্মমতাদির সহিত কোনো সামঞ্জস্য না থাকার একমাত্র হেতু,—পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংঘাতে পড়িয়া জাতীয় নাম, আহার বিহার, ধর্ম্মমত, রীতি, নীতি সব কিছুরই পরিবর্ত্তন হইয়াছিল বলিয়াই অতীত ও বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের সকল বিষয়ে এত আকাশ পাতাল প্রভেদ দৃষ্ট হইতেছে।

হেতু যাহাই হউক না কেন, যে জন্ত আর্য্যবর্ণ জাতীয় নাম ত্যাগ করিয়া প্রথমে ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, পরে ক্ষত্রিয় নাম ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ বর্ণ বলিয়া পরিচয় দিতে অভ্যস্ত হইয়াছিল এবং পরিশেষে ব্রাহ্মণ নাম ত্যাগ করিয়া হিন্দু নাম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, ঠিক সেই ভাবে আদিতে আর্য্যবর্ণ, মধ্য সময়ে ক্ষত্রিয় বর্ণ এবং অন্ত সময়ে ব্রাহ্মণবর্ণ যে গো মাংস দ্বারা যজ্ঞ, মধুপর্ক ও দৈনন্দিন আহার সম্পাদন করিতেছিল, সেই গোমাংসের ব্যবহার সমাজে নিষিদ্ধ হইবার পরে এবং যাহাতে এই দেশে আর বৈদিক যাগ, মধুপর্কে গাভী বধ এবং নিত্য ভক্ষ্য রূপে কখনো গো মাংস ব্যবহৃত হইতে না পারে, তৎজন্য প্রক্ষিপ্ত মন্ত্র রচনাকারীর দল গাভীকে মাতা ও বৃষকে পিতা সংজ্ঞা প্রদান করিয়া যে সকল প্রক্ষিপ্ত মন্ত্র শাস্ত্র মধ্যে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহারই ফলে বর্ত্তমান হিন্দু সমাজ গো মাংসের নামে একেবারেই আতঙ্কগ্রস্থ হইয়া উঠে।

শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই জ্ঞাত আছেন, একমাত্র আর্য্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ ভিন্ন ভারতের অতীত ও বর্ত্তমান কালের পণ্ডিত মণ্ডলী এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন,—আর্য্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণবর্ণ যজ্ঞে, মধুপর্কে, শ্রাদ্ধে ও নিত্য ভক্ষ্য রূপে গোমাংস ব্যবহার করিত। যদিও এই কথা বলিতে গেলে মূর্খের হস্তে লাঞ্ছিত হইবার ভয় যথেষ্টই রহিয়াছে তবুও ইহা কম পরিবর্ত্তনের কথা নহে।

কিন্তু এই সকল পরিবর্ত্তনের ন্যায় যৌন সম্বন্ধও যে ভীষণ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আসিয়াছে, এ কথা হিন্দুগণের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকেই জানেন না। হেতু, প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থের প্রতি মমত্ব বোধের অভাব। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মহাসভায় ঋগ্বেদের, স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় ও বর্ত্তমানে রাজ

স্বদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহায়তায় মহাভারতের যে বঙ্গানুবাদ করিয়া গিয়াছেন, তাহা শিক্ষিত হিন্দুগণের মধ্যে অল্পসংখ্যক লোকেই পড়িয়াছেন। সুতরাং অধিক-সংখ্যক শিক্ষিত লোক ও বিরাট হিন্দু সমাজের শিক্ষা দীক্ষাহীন সংখ্যায় অগণিত লোক এই রূপ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অস্বস্তি বোধ করিবেন, ইহা বলা বাহুল্য। কারণ দেখা যায়, প্রচলিত সংস্কারের বিরোধী কোন কথা শুনিতে প্রায় কেহই পছন্দ করেন না।

প্রত্যেক ধর্মগ্রন্থের মধ্যে সকল বিষয়ে একটা ক্রমপরিবর্তনের ধারা লক্ষিত হয়। ইতিহাসের সহিত মিলাইয়া দেখিতে পারিলে, সকলেই বুঝিতে পারিবেন, মানুষ অবস্থার দাস। অবস্থার মধ্যে পড়িয়া ক্রম পরিবর্তন হওয়াই যে সর্বদাই বাধ্য।

ঋগ্বেদে যৌন বিষয়ে যেগুলি উপমা ও কথোপকথন লিপিত আছে তাহা আমরা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াই দেখিয়াছি এক ঋগ্বেদ মধ্যেই যৌন সম্বন্ধ পাঁচটি স্তর রহিয়াছে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, আর্য্যগণের মধ্যে ঐ সকল প্রথা সমভাবে চিরদিনই প্রচলিত ছিল। মহাভারতের আদি পর্বস্থিত ১০৪ অধ্যায় ও ১২২ অধ্যায়কে প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিলে পাঁচটি স্তরের কথাই স্বীকার করিতে হইবে। একই সময়ে ঐ সকল প্রথা প্রচলিত ছিল স্বীকার করা চলিবে না।

সুতরাং প্রমাণ হিসাবে যাহা গ্রহণ করা হইল, সেই কথাই প্রকাশ বলা কর্তব্য।

মহাভারতের আদি পর্বস্থিত ১২২ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—"পূর্বকালে নারীগণ অনাবৃতা [অপর্দানশীন] ছিল। তাহারা ইচ্ছামত গমন ও বিহার করিতে পারিত। তাহাদিগকে কাহারও অধীনে কালক্ষেপ করিতে হইত না। কৌমারাবধি পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে গমন করিলেও তাহাদের অধর্ম হইত না। ফলতঃ তৎকালে ঈদৃশ ব্যবহার ধর্ম বলিয়া প্রচলিত ছিল।"

[৺কালী প্রসন্ন সিংহের মহাভারত]

উপরোক্ত ঐ কথাকে আমরা প্রথম স্তরের কথা বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

দ্বিতীয় স্তরে—এক নারীর বহু পতি প্রথা প্রচলিত ছিল। ইহার দৃষ্টান্তে মহাভারত, আদি পর্বের ১৯৬ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

(ক) জটিলা নাম্নী গৌতম বংশীয়া এক কন্যা সাতজন ঋষির পত্নী হইয়াছিলেন।

(খ) বার্ক্ষী নাম্নী মুনিকন্যা দশ ভ্রাতা প্রচেতাদের পত্নী ছিলেন।

(গ) দ্রৌপদী পঞ্চ পাণ্ডবের পত্নী ছিলেন। মহাভারত, আদিপর্ব, ১৯৮ অধ্যায়॥

বলা বাহুল্য সকল দেশের ইতিহাসে শ্রেণীর ভাগ বড়লোকের কথাই থাকে নতুবা বহুপতির যথেষ্ট নিদর্শন মহাভারত মধ্যেই স্থান লাভ করিতে পারিত, যদি জনসাধারণের কথা বিশদভাবে লিখিত হইত।

তৃতীয় স্তরে—স্বয়ম্বর প্রথায় বর নির্বাচন এই সময় নিয়ম হয়, ঋতুর প্রথম ষোড়শ দিবস নারী স্বামীর অধীনে থাকিবে, অবশিষ্ট দিবসে পরপুরুষ প্রমত্তা হইলেও পাপ হইবে না ॥ মহাভারত আদিপর্ব ১২২ অধ্যায়॥

চতুর্থ স্তরের কথা পুরুষের ইচ্ছামত পত্নী নির্বাচন করা এবং বলের দ্বারা অপরের পত্নীকে চিরদিনের জন্য পত্নীভাবে গ্রহণ করা। ইহার দৃষ্টান্ত মহাভারতে লিখিত আছে,—

(ক) শিশুপাল বভ্রু রাজাকে নিজের জন্য এবং করূষের জন্য স্বীয় মাতুল কন্যা ভদ্রাকে অপহরণ করিয়াছিলেন ॥ সভাপর্ব, ৪৪ অধ্যায়।

(খ) সহদেব [illegible] রাজমহিষীকে বলে গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ দ্রোণ পর্ব, ১০ অধ্যায় ॥

পতি পত্নী সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার পরে অক্ষম পতির পত্নীর পক্ষে পর পুরুষ সহায়ে পুত্রলাভ করাও প্রচলিত ছিল এই প্রথা পঞ্চম স্তরেও বিদ্যমান ছিল।

পঞ্চম স্তরে—শ্বেতকেতুর নামে এক নিয়মের কথা মহাভারত, আদিপর্ব, ১২২ অধ্যায়ে লিখিত আছে, যাহা বলিতেছে,—

(ক) সক্ষম পতি বর্তমানে কোন অবস্থায় পর পুরুষ সংসর্গিনী হইতে পারিবে না।

(খ) অক্ষম পতির আদেশে পত্নী পর পুরুষ সহায়ে পুত্রলাভ করিতে সর্বদা সম্মতা থাকিবে

(গ) পুত্রহীনা বিধবার পক্ষেও পরপুরুষ সহায়ে পুত্র লাভ করার ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল।

অক্ষম পতির পত্নী কুন্তী পরপুরুষ সহায়ে তিন পুত্র ও মাদ্রী দুই পুত্র লাভ করিয়াছিলেন ॥ আদিপর্ব, ৯৫ অধ্যায় ॥

অক্ষম পতির পত্নী রাজ্ঞী মদয়ন্তীর গর্ভে বশিষ্ঠ ঋষি পুত্রোৎপাদন করিয়াছিলেন। আদিপর্ব, ১২২ অধ্যায় ॥

ব্যাসদেবের ঔরসে বিধবা অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম আদিপর্ব, ৯৫ অধ্যায়।

অর্জুনের সহিত বিধবা উলূপীর মিলন ॥ আদিপর্ব, ২১৪ অধ্যায় ॥

ঋষি দীর্ঘতমার নামে যে নিয়ম প্রবর্তনের কথা লিখিত আছে, তাহা এই যে,

(ক) কোন অবস্থায় বিবাহিতা নারী পরপুরুষ সংসর্গিনী হইবে না।

(খ) বিধবার পথ্য থাকিলেও তাহা ভোগ করিবে না, করিলে লোক নিন্দা ঘটিবে ॥ আদিপর্ব পর্ব, ১০৪ অধ্যায় ॥

মহাভারত মধ্যে এই দুই নিয়ম প্রবর্তকের জন্ম বৃত্তান্ত লিখিত আছে

(ক) মহর্ষি উদ্দালকের আদেশে, তৎশিষ্যের ঔরসে উদ্দালক পত্নীর গর্ভে শ্বেতকেতুর জন্ম হইয়াছিল ॥ শান্তিপর্ব, ৩৪ অধ্যায় ॥

(খ) ঋষি দীর্ঘতমা যখন মাতৃ গর্ভে তখন ঋষি বৃহস্পতি বল পূর্বক ভ্রাতৃ বধূতে উপগত হন। সেই সময় গর্ভস্থ শিশু হইতে বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় বৃহস্পতি গর্ভস্থ শিশুকে অভিসম্পাত করেন,—তুমি অন্ধ হইবে। বালক অন্ধ হইয়া জন্মিয়াছিলেন বলিয়াই তাহার নাম হইয়াছিল দীর্ঘতমা।

শ্বেতকেতুর জীবনী সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানিতে পারি নাই। কিন্তু ঋষি দীর্ঘতমা সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাই অতঃপর বলিতে হইবে। মহাভারতে লিখিত আছে,—

জন্মান্ধ দীর্ঘতমা নিজের প্রতিভা বলে ঋষি হইলেন এবং প্রদ্বেষী নাম্নী এক তরুণীর পাণিগ্রহণ করিলেন। এই পাণিগ্রহণের ফলে গৌতমাদি কতিপয় সুবিখ্যাত পুত্রের জন্ম হইল। অনন্তর দীর্ঘতমা ঋষি সৌরভেয়ের নিকট নিখিল গোধর্ম্ম অর্থাৎ অবাধ যৌন সম্বন্ধ বা প্রকৃতির নিয়ম যাহা গবাদি পশুর মধ্যে চিরদিন প্রচলিত আছে তাহা অধ্যয়ন করিলেন এবং নিঃশঙ্ক চিত্তে তদাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে ঋষি সমাজ দীর্ঘতমাকে সমাজচ্যুত এবং গৃহে যাহাতে থাকিতে না পারেন তজ্জন্য তাহার পত্নীকে উত্তেজিত করেন। দীর্ঘতমা পত্নীর অদৃষ্ট-পূর্ব্ব ভঙ্গি দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি নিমিত্ত তুমিও আমার প্রতি বাম হইলে? উত্তরে প্রদ্বেষী বলিলেন, পতি ভার্য্যার ভরণ পোষণ ও প্রতিপালন করেন বলিয়াই তাহাকে ভর্ত্তা, পতি প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করা হয়। কিন্তু তুমি জন্মান্ধ, আমার কিছুই করিতে পার নাই, প্রত্যুত আমাকেই তোমার ও পুত্রগণের ভার বহন করিতে হইয়াছে। চিরকাল এই ভাবে সংসার চালাইতে যাইয়া আমি নিতান্তই শ্রান্ত ও পীড়িত হইয়াছি; অতএব অতঃপর আমি আর তোমার ভার বহন করিতে পারিব না।

পত্নীর কথা শুনিয়া ক্রোধে দীর্ঘতমা কহিলেন,—"আমি অদ্যাবধি পৃথিবীতে এই নিয়ম প্রতিষ্ঠা করিলাম যে, স্ত্রীজাতি যাবজ্জীবন একমাত্র পতির অধীন হইয়া কাল যাপন করিবে। পতি জীবিত থাকিতে অথবা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে, নারী যদি পুরুষান্তর ভজনা করে, তাহা হইলে অবশ্যই পতিত হইবে, সন্দেহ নাই। পতি বিহীনা নারীগণের সর্ব্ব প্রকার সমৃদ্ধি থাকিলেও তাহা ভোগ করিতে পারিবে না। বিষয় ভোগ করিলে [বিষয়ায়] অকীর্ত্তি ও পরিবাদের সীমা থাকিবে না।"

প্রদ্বেষী পতির বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্রগণকে আদেশ করিলেন, ইহাকে গঙ্গায় নিক্ষেপ কর। পুত্রগণ মাতার আদেশ পালন করিল।

পরম ধার্ম্মিক বলিরাজা নৌকা যোগে গঙ্গাস্নানে যাইতে ছিলেন, তিনি গঙ্গায় একটি মানুষকে ভাসিতে দেখিয়া তাহাকে নৌকায় তুলিয়া লইলেন এবং পরিচয় জ্ঞাত হইয়াই ঋষির নিকট প্রার্থনা করিলেন,—"মহাভাগ! কৃপা করিয়া মদীয় পত্নীর গর্ভে আপনাকে ধর্ম্মার্থ কুশল পুত্র উৎপাদন করিতে হইবে। মহাতেজা ঋষি এই প্রার্থনায় সম্মত হইলে পর রাজা স্বীয় মহিষী সুদেষ্ণাকে ঋষির নিকট প্রেরণ করিলেন। রাজমহিষী ঋষিকে অন্ধ ও বৃদ্ধতম দেখিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন না। তিনি আপন ধাত্রীকে বৃদ্ধের নিকট প্রেরণ করিলেন। ঋষি সেই ধাত্রীতে কক্ষীবান্ প্রমুখ একাদশ পুত্র উৎপাদন করিলেন। একদা রাজা সেই সকল পুত্রকে অধ্যয়ন করিবার সময় দেখিয়া কহিলেন ইহারা আমার পুত্র। ঋষি কহিলেন,—মহারাজ! ইহারা আপনার পুত্র নহে। রাজমহিষী আমাকে অন্ধ ও বৃদ্ধতম দেখিয়া অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার ধাত্রীকে আমার নিকট প্রেরণ করেন, আমি সেই শূদ্রযোনিতে কক্ষীবান্ প্রমুখ একাদশ পুত্র উৎপাদন করিয়াছি, অতএব ইহারা আমার পুত্র। তখন রাজা ঋষিকে প্রসন্ন করিবার জন্য পুনর্ব্বার সুদেষ্ণাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। দীর্ঘতমা রাজমহিষীর অঙ্গস্পর্শ করিয়া কহিলেন, তোমার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম এই পাঁচ পুত্র হইবে।"

[আদি পর্ব্ব ১০৪ অধ্যায়]

উপরোক্ত কাহিনী যে ভাবে লিখিত আছে, তাহাতেই প্রকাশ আছে, দীর্ঘতমা ঋষি নারী জাতির জন্য যে নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া ছিলেন, সেই নিয়ম প্রথমে তিনিই ভঙ্গ করিবার হেতু হইয়া ছিলেন, কিন্তু তাহাতে রাজ্ঞী সুদেষ্ণার যে পাতিত্য ঘটিয়াছিল, এমন কথা মহাভারতে ত নাই-ই অন্য কোন পুরাণেও দৃষ্ট হয় না।

বলিরাজা হইতে শান্তনু পুত্র বিচিত্রবীর্য্য প্রায় বার পুরুষ পরে জন্মিয়াছিলেন বিচিত্রবীর্য্যের রাজ্ঞীর নাম অম্বিকা। ব্যাসদেব বিধবা অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু জন্ম দিয়াছিলেন এবং পাণ্ডু পত্নী কুন্তী ও মাদ্রী পর পুরুষ সহায়ে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ কথা।

এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন ঋষি দীর্ঘতমার নামে যে নিয়ম প্রবর্ত্তনের কথা আদিপর্ব্বের ১০৪ অধ্যায়ে লিখিত আছে, তাহা প্রাচীন মত অথবা প্রক্ষিপ্ত।

প্রথমতঃ যে ঋষির নামে গৌরব করিয়া অবাধ যৌন সম্বন্ধকে নিয়ম প্রবর্ত্তনের দ্বারা শৃঙ্খলিত করা হইয়াছে, তাহা যে দীর্ঘতমা প্রথমে ভাঙ্গিয়াছেন। ইহার প্রায় বার পুরুষ পরে ব্যাসদেবও ঐ নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন। ইহা ছাড়া সুদেষ্ণারও যেমন পরপুরুষ সংশ্রবে পাতিত্য ঘটে নাই, অম্বিকা কুন্তী, মাদ্রী প্রমুখা রাজ্ঞীগণেরও তেমনি পাতিত্য ঘটে নাই। কিন্তু বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে যে সামান্য কারণেও নারীর পাতিত্য ঘটিতেছে ইহাও প্রত্যক্ষ।

হিন্দুর যৌন ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে প্রথমে বেদে যৌন বিষয়ে যাহা আছে আলোচিত হওয়াই বিধেয়। যেহেতু বেদই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ, এবং রক্ষণশীল ব্রাহ্মণগণও সদা সর্ব্বদাই সকল ধর্ম্ম গ্রন্থের মধ্যে বেদকেই প্রমাণের শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়া থাকেন। আমরাও স্বীকার করি.—

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাং বিরোধ যত্র দিশ্যতে তত্র শ্রৌতং প্রমাণন্তু—ইত্যাদি।

এই জন্য আগামীতে ঋগ্বেদের যৌন উপমা ও কাহিনী, আলোচিত হইবে।

বৈজ্ঞানিক জগৎ

—o—

ক্ষুদ্র ছাতা

বিলাতে মেয়েদের ব্যবহারের জন্য এক প্রকারের ছাতা নির্ম্মিত হইয়াছে উহা ভাঁজ করিয়া বিলাসিনীদের করধৃত হাত-ব্যাগের মধ্যে রাখা যায়—ভাঁজ করিলে লম্বায় ৯ইঞ্চি দীর্ঘ হয় না। ব্যবহার কালে উহা প্রমাণ ছাতার আকার ধারণ করে।

ক্লান্তি পরিমাপ

অধুনা একপ্রকার পরিমাপ যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার সাহায্যে মানুষের অবসাদ বা ক্লান্তি পরিমাপ করা যায়। ওয়াশিংটনের বিমান বন্দরে এই যন্ত্রের সাহায্যে আরোহীদের ক্লান্তি পরিমাপ কার্য্য চলে। ক্লান্তি অস্বাস্থ্য হইয়াছে কিনা বা কতটুকু হইয়াছে তাহা এই যন্ত্রে ধরা পড়ে।

দেহে রক্ত সঞ্চালন

যদি ভবিষ্যতে যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে সোভিয়েট রাজ্যের আহত সৈন্যের ব্যবহারার্থে নূতন রক্ত সঞ্চালনের জন্য ব্যবস্থা থাকিবে। এতদ্রূপে সহস্র সহস্র লোকের প্রাণ রক্ষা হইবে। নূতন এক উপায়ে এক সঙ্গে বহু আহতের দেহে নূতন রক্ত প্রদানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে; মস্কোতে এই নূতন উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই রক্ত আবদ্ধ করিয়া বোতলে রাখা হয় এবং অবিকৃত অবস্থায় ১৪ দিন থাকে। মস্কো হইতে ৬ হাজার মাইল দূরে ভ্লাডিভষ্টকে ঐ রক্ত পাঠাইয়া মানুষের প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।

উভচর খেয়াপোত

ইংলণ্ডের ডিভনশায়ারের অনতিদূরে একটী দ্বীপ আছে। এই দ্বীপে একটী হোটেলও আছে। যাহারা সেখানে যাইতে চাহেন তাহাদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত তথায় একটা খেয়া-পোত আছে উহার তলদেশে চক্র সংযুক্ত আছে। খেয়াপোত মোটর দ্বারা পরিচালিত হয়। উক্ত মোটরের সহিত চক্রগুলি একটা লৌহশৃঙ্খল দ্বারা সংযুক্ত। স্থলের উপরও এই খেয়াপোত মোটর দ্বারা চালিত হইয়া থাকে। সুতরাং জল ও স্থল উভয় ক্ষেত্রেই এই পোত সমান ভাবে যাত্রী বহন করিতে পারে।

গুলি নিবারক চক্র

চিকাগোর পুলিশ গুলি নিবারক ইস্পাত নির্ম্মিত চক্র হৃদযন্ত্রের উপর ধারণ করিতেছে। উহার ওজন ৭ আউন্স। বন্দুক পিস্তলের গুলি উহা ভেদ করিতে পারে না। গুলি নিবারক অঙ্গাবরণ অপেক্ষা ইহা কার্য্য ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী।

নূতন প্রকারের ভেলা

জল ক্রীড়ার জন্য য়ুরোপে নূতন এক প্রকারের ভেলা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ভেলা কাঠের সিঁড়ির আকার বিশিষ্ট। ভেলাগুলির জলে ডুবিবার সম্ভবনা নাই উহা উল্টাইয়াও যায় না। একজন মানুষ দুইমুখ বিশিষ্ট দাঁড় লইয়া এই ভেলা ইচ্ছামত চালাইতে পারে। ভেলাগুলি দৈর্ঘ্যে ১০ ফুট।

সন্তরণের সুবিধা

সন্তরণের সুবিধার জন্য হাতল বিশিষ্ট নৌকাকৃতি যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। সন্তরণকারী উহা গলদেশে ধারণ করিয়া হাতল ধরিয়া ঘুরাইলে জলের মধ্যে ইচ্ছামত অগ্র পশ্চাৎ সাঁতার দিতে পারিবেন। এই যন্ত্র এলুমিনিয়ম নির্ম্মিত। উহা গলদেশে ধারণ করিলে মাথা জলে ডুবিবে না। হাতল ঘুরাইলেই জলের মধ্যে যে চাকা আছে তাহা জল কাটিয়া চলে।

মাছের চার সংগ্রহ

মৎস্য শিকারীগণ মাটির মধ্য হইতে মাছ ধরিবার চারের জন্য নানা জাতীয় কীট সংগ্রহ করিয়া থাকে। বৃষ্টির পর মাটি খুঁড়িয়া এই জাতীয় জীবকে বাহির করিতে হয়। ইহা অত্যন্ত বিরক্তিকর ব্যাপার বলিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহের সাহায্যে এখন চার সংগ্রহ হইয়া থাকে। কোনও মোটর যন্ত্রে বৈদ্যুতিক তার সন্নিবিষ্ট করিয়া তাহার সহিত সংযুক্ত করিবার একটা দণ্ড মাটিতে পুঁতিয়া দিলে যদি সেইস্থানে চারের উপযোগী কীট থাকে তবে তাহারা মূহুর্ত্তে মধ্যে মাটির উপরে উঠিয়া আসিবে।

--

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য

—o—

ভারতে জাপানী আপেল

জাপান বর্ত্তমানে ভারতে আপেল রপ্তানী করিতেছে। পরীক্ষা স্বরূপ ১৯৩৩ সনের প্রথম ভাগে সর্ব্বপ্রথম ভারতে জাপানী আপেলের আমদানী করা হয়। কিন্তু মরশুম শেষ হইবার পূর্ব্বেই ৫০হাজার বাক্সে ৫০ লক্ষ আপেল বোম্বাইতে পৌছে। গত ডিসেম্বর হইতে জানুয়ারী পর্য্যন্ত সেপ্তাহে বোম্বাই ৫০হাজার জাপানী আপেল আমদানী করিয়াছে।

ভারতে চাউল আমদানী

গত ১৪ই ফেব্রুয়ারী জাপানী জাহাজে

২ হাজার টন শ্যাম দেশীয় চাউল মাদ্রাজে আমদানী হইয়াছে। গত ১৫ই ডিসেম্বর ও ১৯এ ফেব্রুয়ারী শ্যাম ও ফরাসী ইন্দো-চীন হইতে যথাক্রমে ২৩৮৮৩ টন ও ৯৮৯০ টন চাউল ভারতবর্ষে আমদানী হইয়াছে। গত ১লা অক্টোবর হইতে ৩১এ ডিসেম্বর পর্যান্ত ভারতে সর্ব্বমোট ১১২১৫টন চাউল আমদানী হইয়াছে।

বেকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা

মধ্যবিত্ত শ্রেণী বেকার সমস্যা পূরণ করিতে বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের শিল্প বিভাগ পাগলাডাঙ্গা অঞ্চলে রিসার্চ লেবরেটরীতে বিনা বেতনে কাঁসা ও পিতলের দ্রব্য প্রস্তুত করিতে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা শিক্ষা করিতে ৬ হইতে ৮ মাস সময় লাগিবে। এপর্য্যন্ত যাহারা শিক্ষালাভ করিয়াছে তাহার সকলেই ছোট ছোট কারখানা করিয়াছে কিম্বা কোন কারখানায় চাকুরী করিতেছে। যাহারা এই দ্রব্য প্রস্তুত দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিবেন কেবল তাহাদের ভর্ত্তি করা হইবে। এ সম্বন্ধে ৪০।১এ ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট কলিকাতার শিল্প বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

বিচূর্ণ দুগ্ধ

প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক মার্কোপোলোর সময় হইতে দুগ্ধ শুকাইয়া চূর্ণ করিয়া লইয়া খাদ্যার্থ ব্যবহার করিবার রীতি চলিয়া আসিতেছে। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাদশাহ কুবলাই খাঁর দরবারে মার্কোপোলো জানিতে পারেন যে, যুদ্ধাভিযানের সময় মোগলরা দুগ্ধ চূর্ণ সঙ্গে লয়।

বর্ত্তমানকালে দুগ্ধকণাগুলিকে উত্তপ্ত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করাইয়া অথবা সমধিক উত্তপ্ত লৌহপাত্রের উপর ধরিয়া রাখিয়া শুষ্ক করিয়া লইতে হয়। অতি দ্রুতভাবে ইহা সম্পন্ন করা হয় বলিয়া তরল দুগ্ধের সকল স্বাস্থ্যপ্রদ গুণই এই চূর্ণ দুগ্ধে বর্ত্তমান থাকে। উপরন্তু দুগ্ধস্থিত ননীর অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রভাবে বিভক্ত হইয়া যাওয়ায় সাধারণ তরল দুগ্ধের ন্যায় এই দুগ্ধচূর্ণ পাকস্থলীতে গিয়া জমাট বাঁধে না এবং অতি সহজে উহা হজম হয়। অতএব শিশুদিগের পক্ষে তরল অপেক্ষা চূর্ণ দুগ্ধই অধিক উপকারী।

চূর্ণ দুগ্ধের আরও একটি গুণ ইহার বিশুদ্ধতা। অতীব সতর্কতার সহিত বিশুদ্ধ দুগ্ধ উত্তপ্ত করা হয় বলিয়া তরল দুগ্ধের কীটাণুগুলি চূর্ণ দুগ্ধে থাকিতে পারে না। সুতরাং ইহা অনায়াসে এবং নিঃশঙ্কচিত্তে ব্যবহার করিতে পারা যায়।

ছোট ছোট দুগ্ধচূর্ণ ব্যবহারে কোন ক্ষতি নাই। তরল দুগ্ধের সকল হিতকর গুণগুলিই ইহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে। শুধু প্রয়োজন মত একটু গরম জল মিশাইয়া লইলেই হইল।

ধানের শীষ কাটা পোকা

সাধারণতঃ কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে ধানক্ষেতে এক জাতীয় কীট কিংবা পলু দেখা দেয়। উহারা ধানের কাঁচা এবং আধপাকা শীষগুলি কাটিয়া ফসলের বিশেষ অনিষ্ট করে।

এই জাতীয় পলুর স্বভাব এই যে তাহারা সামান্য নাড়াচাড়া পাইলেই টপ করিয়া গাছ হইতে নীচে পড়িয়া যায় এবং কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ অবস্থায় পড়িয়া থাকে। এই কারণে লম্বা রশি কিম্বা বাঁশ ধান গাছের উপর দিয়া বার বার টানিয়া লইলে উহারা আর ধানের পাতা কিম্বা শীষ কাটিবার অবকাশ পায় না এবং কখন কখন ক্রমাগত বিরক্ত করার ফলে ক্ষেত ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

১০।১৫ ফুট অন্তর ক্ষেতের মাঝে মাঝে কাঁচা ঘাস পাতা জড় করিয়া রাখিলেও ইহারা দিনের বেলায় তাহার নীচে লুকাইয়া থাকে, এইরূপ অবস্থায় ইহাদিগকে সংগ্রহ করিয়া নষ্ট করা যাইতে পারে।

ক্ষেতের সীমানার দিকে ছোট নালা কাটিয়া তাহার মধ্যে জল রাখিয়া ও সামান্য পরিমাণ কেরোসিন মিশাইয়া দিলে কীটের হাত হইতে নূতন ক্ষেতগুলি রক্ষা করা যাইতে পারে।

এগুলজ ল্যাম্প নামক একপ্রকারের পোকা ধরা খাঁচায় এই জাতীয় প্রজাপতিগুলি আকৃষ্ট হয় এবং ধরা পড়ে। এই খাঁচায় প্রজাপতিগুলি ধরিয়া নষ্ট করিতে পারিলে ভবিষ্যতে ডিম এবং পলু জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না।

কৃষকেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে পোকার উপদ্রব নিবারণের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প করিলে এ বিষয়ে কতকটা সফলকাম হইবে সন্দেহ নাই। এই সকল কার্য্য মাত্র এক জনের চেষ্টায় বিশেষ ফলপ্রদ হয় না।

ভাবিবার কথা

—০—

বাংলার প্রাথমিক শিক্ষা

গত ১৯৩১-৩২ অব্দে বাঙ্গালায় ৮ লক্ষ ৩ হাজার ৮২১টি হিন্দু বালক প্রাথমিক শিক্ষা পাইতে থাকে এবং ৯ লক্ষ ৫৫ হাজার ১৫৭টি মুসলমান বালক প্রাথমিক শিক্ষা পাইতে থাকে। এই শিক্ষার জন্য মোট যে ৭৬ লক্ষ ২৫ হাজার ৮,৮৮ টাকা খরচ করা হয় তন্মধ্যে প্রাদেশিক সরকার মাত্র ২২ লক্ষ ৩ হাজার ৯৩৩ টাকা প্রদান করেন।

অর্থাভাবে শিক্ষার কোন উন্নতি হইতেছে না। যেন গোঁজামিল দিয়া চলা হইতেছে।

বর্ত্তমান সমস্যা

এখন বাঙ্গালার সমস্যা দাঁড়াইয়াছে—অপদার্থ স্কুল, একটি মাত্র শিক্ষকের অধীন স্কুল, উপযুক্ত বেতনহীন শিক্ষক, শিক্ষাদানে অক্ষম অপদার্থ শিক্ষক, ভবিষ্যবিহীন বিদ্যালয় ইত্যাদি। এই সকল সমস্যা অতি পুরাতন হইলেও এই সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই করা হয় না। প্রকৃত শিক্ষাও এই সকল স্কুলে দেওয়া হইতেছে না। এই প্রাথমিক শিক্ষাদানের ফলে যুবকগণ লাঙ্গল, কাদালি ও তাঁত পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া কেরাণীগিরি আদর্শবাদী হইয়াছে। আজ নবযুগের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া—আমাদিগকে জনসাধারণের মধ্যে উপযুক্ত ও ব্যবহারিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহাই নব রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রথম কার্য্য হওয়া কর্ত্তব্য।

কিন্তু করিবে কে? গবর্ণমেণ্টের টাকা নাই—জাতি অন্নাভাবে মরিতে বসিয়াছে।

কলিকাতায় অবাঙ্গালী

কলিকাতা ও হাওড়ার ১৪ লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় ৬ লক্ষ লোক ভারতের অন্য প্রদেশবাসী।

এই যে ৬ লক্ষ অবাঙ্গালী, তাহারা কলিকাতায় অর্থোপার্জ্জন করে এবং উপার্জ্জনের অধিকাংশ অর্থ স্বদেশে পাঠাইয়া দেয়। ইহাদের দ্বারা বাঙ্গালীর উপকার হয়, তাহার কোন সন্দেহ নাই। ইহারা কলিকাতার ধোপা, নাপিত, মুটে, ভৃত্য ঝাড়ুদার মেথর প্রভৃতির কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া বাঙ্গালীর উপকার করিতেছে। বাঙ্গালীরা ঐ সকল কার্য্য যদি করিত তবে তাহাদের দৈন্য দূর হইত, নিজের অর্থ নিজের দেশে রাখিতে পারিত। বাঙ্গালী ঐ সকল কার্য্য নীচ মনে করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতেছে, সুতরাং অবাঙ্গালী আসিয়া স্বকীয় পরিশ্রমজাত অর্থ নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতেছে। ইহার জন্য তাহারা প্রশংসার পাত্র। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই, বাঙ্গালী কেন ঐ সকল ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া বেকার হইতেছে?

ব্যবসায় ও বাণিজ্য অর্থশালী হওয়ার এক প্রধান উপায়। অবাঙ্গালী আসিয়া তাহা হস্তগত করিয়াছে। সেকালের উচ্চ শিক্ষিত রামগোপাল ঘোষ ব্যবসায় করিতেন এবং ব্যবসায় করিয়া এমন সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন যে, তাহার প্রেরিত দ্রব্য ইংলণ্ডের লোকেরা খাঁটি মনে করিয়া উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিত। ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর সুনাম এমনই বেশী ছিল। অল্প দিন পূর্ব্বেই শ্যামাচরণ বল্লভ ও বটকৃষ্ণ পাল বিদেশের সঙ্গে ব্যবসায় করিয়া নিজেদের সাধুতার গুণে বিস্তর অর্থোপার্জ্জন ও বাঙ্গালীর নাম মহিমান্বিত করিয়াছেন। বাঙ্গালার সাহাবা ও তেলিগণ ব্যবসায় ও বাণিজ্যে অতুল সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াও বিত্তশালী হইয়াছিলেন। এখন সে দিন গিয়াছে। অবাঙ্গালী আসিয়া বাঙ্গলার সকল ব্যবসায় হস্তগত করিয়াছে। এমন কি, চাউল ডাইলের দোকান পর্য্যন্ত অবাঙ্গালীদের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে।

কাজেই বাঙ্গালা এখন ভাত কাপড়ের অভাব কষ্ট পাইতেছে।

সে দিন কি ফিরিবে না?

— —

মহিলা জগৎ

—০—

প্রসাধন বৈচিত্র্য

সাজগোজে সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিবার দিকে নারীর ঝোঁক পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিদ্যমান। কপালে ছোট টিপটুকু, চোখে কাজল রেখা, খোঁপায় দুটা ফুল গোঁজা—এ স্বভাব কোন্ নারীর নাই? পাশ্চাত্য নারী মুখে রং না মাখিয়া পথে বাহির হন না—তাঁদের পয়সা বেশী—বিলাস প্রসাধনের জিনিষপত্র কিনিতে বাধে না। আমাদের বংধে ভাই তোমার আমার গৃহিণী কপালে খয়েরের টিপ বা সিঁদুরের টিপ পরেন। সাঁওতাল অসভ্য বুনো আজও যে তাদের নারীর মাথায় রঙীন ফুলপাতা গুঁজিতে কখনো কার্পণ্য করে না। নানাদেশে নানান ব্যবস্থা। তবে সকল দেশের নারীই সাজিতে ভালোবাসে।

মিসেস মার্টিন জনশন বহু দেশ পর্য্যটন করিয়া যে সকল দেশের নারীর প্রসাধন বৈচিত্র্যের মনোজ্ঞ ইতিহাস রচনা করিয়াছেন তাঁর গ্রন্থ হইতে কিয়দংশ সঙ্কলিত করিয়া দেওয়া হইল।

যে সব দেশকে আমরা বলি, সুসভ্য নয় সেই সব দেশের কথাই আজ বলিব।

তাহাতি, মনোবুলা, বোর্ণিয়ো, নিউগিনি মিশর—প্রধানতঃ সে দেশের নারীরা প্রসাধন ব্যাপারে অত্যন্ত অনুরাগিণী। পরের চোখে 'মনোহারিণী' বেশে নিজেকে ফুটাইতে সকল নারীই উৎসুক, কোনো নারী সাজ সজ্জা করে, প্রিয়জনের চোখে 'বরাঙ্গী' দেখাইবে বলিয়া, কেহ সাজে সকলের নয়ন রঞ্জনের উদ্দেশ্যে—লণ্ডনের প্রাসাদভবনেই সে নারী বাস করুন, কিম্বা মনোবুলার ভীষণ জঙ্গলেই থাকুক।

শিক্ষিত সভ্যসমাজের নারী বুঝিয়াছেন এবং জানেন, নিজকে মনোহারিকা বেশে সাজানোতেই নারী-জীবনের সার্থকতা। যে নারী সাজসজ্জা করেন না, আমরা তাকে

বলি, আমোয়ার। শুধু পরের মনন মন রঞ্জন করাই সাজ শয্যার হেতু নহে। সাজ শয্যার নারীর সম্ভ্রম-মর্য্যাদা বাড়ে সমাজে।

যে নারীর চিত্ত মার্জ্জিত নয়, কি সভ্য সমাজে, কি বর্ব্বর সমাজে সে নারী সাজে শুধু প্রিয়জনের চিত্তরঞ্জনে, সে কাজ সারা হইয়া গেলে সাজসজ্জার দিকে তার কোনও রুচি থাকে না। যে নারী চিত্তমার্জ্জিত, সে নারী কখনও সাজসজ্জার পারিপাট্য-বিধানে অমনোযোগী হন না।

রূপসৌন্দর্য্যের শক্তি সম্বন্ধে কোনও নারীই অচেতন নহে। রূপের শক্তিতে নারী মাত্রের নিষ্ঠা ও বিশ্বাস অগাধ, অসাধারণ। যারা রূপ সজ্জার দিকে লক্ষ্য রাখে না, তারা অলস, নয় মূর্খ, নয় জীবনে তার আশা ও রুচি বিনষ্ট হইয়াছে when they give up trying to be beautiful it is because they are either idle, or fool or hopeless.

পাঁচ মিশালী

হিলার দান

বোম্বাইয়ের হামানাই মেটা নাম্নী এক পার্শী মহিলা পার্শীদের হিতের জন্য ২৭॥ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

কনেকে লাথি

হাঙ্গেরী দেশে এই প্রথা আছে যে বিবাহের পর বর কন্যাকে এক লাথি মারেন। এতদ্বারা ইহাই সাব্যস্ত করা হয় যে বিবাহের পর স্ত্রী স্বামীর অধীন হইলেন।

বিবাহ বিচ্ছেদ

ইংলণ্ড ও আমেরিকার সিনেমা অভিনেত্রী ও অভিনেতাদের মধ্যে বিবাহ ভঙ্গ খুব প্রচলিত হইয়াছে। ধর্ম্ম যাহাদের বিবাহের বন্ধন নয়, তাহাদের মধ্যে বিবাহ ভঙ্গ হওয়া অনিবার্য্য।

চুম্বনে বিষ

আমেরিকায় চুম্বনের বিরুদ্ধে বেশ আন্দোলন চলিতেছে এবং এ আন্দোলনের নেতা ডাঃ গিগার। ছায়াচিত্রের অভিনেতা অভিনেত্রীগণকে ডাঃ গিগার এই কথা বলিয়াছেন—"যদি স্বাস্থ্য ভাল রাখিতে চাও তবে ঠিক চুম্বন যাহাকে বলে তাহা কখনও করিও না। চুম্বন প্রায়ই মারাত্মক হয়, একথা বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত। চুম্বন যদি করিতেই হয়, তবে অধরে নয়, মাথার উপরে কিংবা গলার পিছন দিকে করাই সঙ্গত।"

নিউইয়র্কের ব্রোণক্সিল সহরে কর্ত্তারা ইতোমধ্যেই প্রকাশ্য চুম্বনের জন্য শাস্তির ভয় দেখাইয়াছেন।

বালিকার অদ্ভুত স্মরণ শক্তি

আজমীঢ় হইতে শ্রীমতী আয়েসা নাম্নী ৪॥০ বৎসর বয়সের একটী মুসলমান বালিকা কাশীতে আসিয়া পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থ কোরাণ শরীফ তাহার যে অত্যদ্ভুত স্মরণ শক্তির পরিচয় দিয়াছে, তদ্দর্শনে সকলে একেবারে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছে। বালিকাটী লেখাপড়া আদৌ জানে না, অথচ সমগ্র কোরাণ গ্রন্থখানি যেন তাহার আগাগোড়া মুখস্থ রহিয়াছে। কেহ কোরাণ শরীফের কোন অংশ পাঠ করিতে করিতে কোথাও কিছু বাদ দিয়া গেলে বালিকাটী তৎক্ষণাৎ মুখে মুখেই তাহা বলিয়া দেয় এবং পড়িতে পড়িতে কোনস্থানে পাঠ বন্ধ করিলে সেই অংশ হইতে তৎপরবর্ত্তী অংশ বালিকাটী মুখস্থ বলিয়া যায়। একদিকে বালিকাটীর যেমন শিশুসুলভ চপলতা, ভাবভঙ্গী, ধুলা খেলা দেখা যায় অন্যদিকে তেমনই আবার অনেক সময় কথা বার্ত্তায়, আলাপ পরিচয়ে খুবই গাম্ভীর্য্য এবং বুদ্ধির প্রখরতা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। বালিকাটীর শ্রীমতি আমীনা নাম্নী ৭ বৎসরের আর একটী ভগিনীও রহিয়াছেন, তিনিও ঐ প্রকার অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়া হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুরের প্রদত্ত বৃত্তির দ্বারা এখন জ্ঞানচর্চ্চা করিতেছে।

গৃহস্থালীর কথা

ডিমের শ্বেত অংশে একটা ফোঁটা জল মিশাইলে তাহাতে ফেনা হইবে প্রচুর।

* *

কোন কাপড়ে ফলের রস পড়িয়া গেলে তখন যদি সেই সিক্ত [illegible] পরিমাণ লবণ ছিটাইয়া দাও [illegible] কাপড়ে এতটুকু ফলের দাগ থাকিবে না।

* *

চামড়া বাঁধানো কাবার্ডের যদি লিনসীড বা তিসির তৈলসহ একটু টার্পিন তৈল মিশাইয়া এই মিশ্রণে নরম কানি ডুবাইয়া পালিশ করো তাহা হইলে চামড়ার রঙ চকচক করিবে।

* *

ছেলেদের কখনো নোঙরা ধুলামাখা নর্দ্দমায় পড়া খেলনা লইয়া খেলা করিতে দিবে না। প্রথমতঃ নোঙরা ভাঙ্গা ধুলা-মাখা খেলনার জন্য তাদের রুচি বিগড়ায় তার উপর রোগ বীজাণু সংস্পর্শে তাহাদের সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি জন্মিতে পারে। মনস্তত্ত্ববিদগণ বলেন, ছেলে বয়স হইতে তুচ্ছ ভাঙ্গা ফুটা টুটা কদর্য্য খেলনার সহিত পরিচয় হওয়ার ফলে তাদের মনের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি হয় না—এজন্য কোন দ্রব্যের উচিত মূল্য সম্বন্ধে তাদের ধারণা ও বদলাইয়া যায়।

রেডিও

লাউড স্পীকার

—॥—

সাধারণের স্মৃতি ক্ষণস্থায়ী। সেজন্য আমাদের অনেক সময় একই কথার পুনরাবৃত্তি করিতে হয়। আমরা বেতার সমালোচনা করি নানা অসুবিধা ও দুর্ভোগের ভিতর। সহজেই অনুমান করা যায়, বিভিন্ন সময়ে নানা বিষয়ের প্রোগ্রাম শোনা একজনের কাজ নয়। আবার দিনের পর দিন প্রোগ্রাম শুনিবার সময় করাও বড় কম কষ্টের নয়।

—

সব অসুবিধা সত্বেও আমরা এই বিভাগ রাখিয়াছি—কেবল public dutyর খাতিরে। অন্য উদ্দেশ্য থাকিলে আজ ৪ বৎসর প্রতি দিনের অনুষ্ঠানের প্রায় প্রত্যেক আর্টিষ্টের গান বা বক্তার বক্তৃতার উপর মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারিতাম না।

—

শুধু তাই নয়, আমরা বেতারকে জনপ্রিয় করিবার জন্য যেমন কর্তৃপক্ষের দোষ ত্রুটি অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে নির্মমভাবে লেখনী চালনা করিয়াছি তেমনি, কিভাবে সাধারণের সহযোগীতা ও সাহায্য পাওয়া যাইবে তাহার ইঙ্গিতও দিয়াছি। আবার বেতার কর্তৃপক্ষ কি ভাবে চলিলে বিরুদ্ধ সমালোচনার হাত হইতে পরিত্রান পাইতে পারেন তাহারও উল্লেখ করিয়াছি।

—

আজ সাধারণে যদি 'আজ কাল'কে ভালবাসেন তবে তাহা তাহার এই নির্ভীক স্পষ্টবাদিতার জন্য এবং যদি 'আজ-কালের' কোন কথা কখনো কর্তৃপক্ষ শোনেন তবে তাহাও ঐ একই কারণের জন্য।

—

আজ বেতার সম্বন্ধে জনমত আমাদের পশ্চাতে না থাকিলে আমরা সে-দাবী করিতে পারিতাম না। বেতার শ্রোতা আমাদের যে সহযোগীতা দিয়া আজ তাহাদের মুখপাত্র করিয়া তুলিয়াছেন আমরা সেজন্য বাস্তবিক তাহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

—

আর এক কথা, বেতারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা খুব বেশী রকমে আশান্বিত। আমরা আশা রাখি অদূর ভবিষ্যতে যখন পৃথিবীব্যাপী এই মন্দা বাজারের প্রতিক্রিয়া কাটিয়া যাইবে তখন এই বেতার এদেশেই আরো প্রসার লাভ করিবে। কর্তৃপক্ষ সেদিনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করিয়া না রাখিলে শুধু প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হইবে নয়, দেশ একটী সস্তায় লোকমত গড়িবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইবে।

—

গান বাজনা ব্রডকাষ্ট বেতারের একমাত্র কাজ হওয়া উচিত নয় আমরা বহুবার বলিয়াছি। যতদিন ব্রডকাষ্ট শুধু গান বাজনাতে সীমাবদ্ধ থাকিবে ততদিন মুষ্টিমেয় শ্রোতা ইহাতে আকৃষ্ট থাকিবে বলা বাহুল্য।

—

১২ই সোমবার ২টা হইতে মহিলা মজলিসে প্রথম বিষ্ণুশর্ম্মা 'স্যার টমাস রাবাণের' মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন; তৎপরে 'ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস' হইতে আর এক পর্য্যায় লইয়া আলোচনা করিলেন। তৎপরে ২ ৫০ মিনিট হইতে রেকর্ড বাজিল।

—

১৩ই মঙ্গলবার বিদ্যার্থী মণ্ডলে এস চ্যাটার্জ্জি চাঁদের উৎপত্তি লইয়া আলোচনা করিলেন, তৎপরে মহিলা মজলিসে অমূল্য ভাগবত-ভূষণ কথকতা করিলেন।

—

১৪ই বুধবার ২টা হইতে ৪খানি হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস 'রেকর্ড' বাজিল। পরে মহিলা মজলিসে গৌরবাবু পাঁচালী লইয়া আলোচনা করিলেন, তৎপরে সাহাদাৎ হোসেন 'হজরৎ আবু বকরে'র জীবনী লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেন। এক কথা বার বার উল্লেখ করিবার জন্য এবং সংক্ষিপ্ত কাহিনীকে বৃহৎ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা বশতঃ ঐ দিনের বক্তৃতা অত্যন্ত বিরক্তিকর হইয়াছিল।

—

১৫ই বৃহস্পতিবার ২টা হইতে হিন্দি রেকর্ড বাজিল, তৎপরে মহিলা মজলিসে বিষ্ণুশর্ম্মা বেদগাথা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলেন, পরে পিয়ানো বাজাইয়া রেকর্ড দিলেন।

—

১৬ই শুক্রবার হইতে এস চ্যাটার্জ্জির পর মহিলা মজলিসে ২॥টা হইতে বিষ্ণুশর্ম্মা শিশুর স্বাস্থ্য সম্পর্কে (সেই চর্ব্বিত চর্ব্বণ) বক্তৃতা দিলেন। তৎপরে রেকর্ড বাজিল।

—

১৭ই শনিবার প্রথম ৪খানি হিজ মাষ্টারস্ ভয়েস রেকর্ড বাজিল। তৎপরে ২॥টা হইতে বিষ্ণুশর্ম্মা ক্যাপ্টেন স্কটের দক্ষিণ মেরু অভিযান কাহিনী পাঠ করিলেন।

—

সোমবার ১২ই মার্চ্চ সন্ধ্যা ৬॥০টায় শ্রী নৃপেন্দ্র নাথ মজুমদারের ক্ল্যারিওনেট সুমধুর হইয়াছিল। নৃপেন বাবুর বাঁশীতে মীড় ও গমক শুনিবার জিনিষ। পরেশ চন্দ্র দের 'আমার অশ্রুমতী নদী' গানটি নিতান্ত নিন্দনীয় হয় নাই; বেতারের এই নবীন গায়কটির ভবিষ্যৎ মন্দ নয় বলিয়া মনে হয়।

—

ইহার পর শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় 'পল্লীমঙ্গল' বক্তৃতা শুরু করিলেন। সেই

একই ব্যক্তিকে দিয়া নানা বিষয়ের বক্তৃতা বিদ্যার্থী-মণ্ডল ও 'পল্লীমঙ্গল' বিভাগে। আমরা দুঃখিত আমরা সমর্থন করিতে পারি না।

—

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাস গাহিলেন—'আসে বসন্ত ফুলবনে' ও 'যদি না দেখা দিলে'। গান দুটির সহিত অনুসরণকারী বাদ্যযন্ত্রের ভীষণ গর্জ্জনে কণ্ঠের সবটুকু মাধুর্য্য ডুবিয়া গেল। আমরা গান শুনিয়া খুসী হইতে পারি নাই।

—

সন্ধ্যা ৭া০টায় হিন্দুস্থানী প্রোগ্রামে মুস্তাক হোসেনের গজল গান মন্দ লাগিল না। মিস বীনাপাণির হিন্দি গান মন্দ নয়। কিছুদিন বিশ্রামের পরও মিস্ বীণাপাণির গানের কোন উন্নতি দেখা গেল না।

—

রাত্রি স'আটটায় বেতার শিল্পীদের (অর্থাৎ কয়েকজন অচল গায়িকার) কোরাস গান 'তোমারি প্রেমের রেখেছ ধারা' বিশ্রী। এই অনুষ্ঠানটির যখন উন্নতি করা সম্ভবপর হইতেছে না তখন বাদ দেওয়াই শ্রেয়।

—

মিস্ বীণাপাণির বাংলা গান 'প্রাণের মত নবঘন' মন্দ লাগিল না। তাঁর দ্বিতীয় গান—"ওরে তরুলতা পথের ধারে আসা যাওয়া" পুনরুক্তির জন্য অত্যন্ত একঘেয়ে লাগিল। পুনরায় বেতার শিল্পীদের কোরাস গান "জাগ জাগ সুন্দর বন মাঝে" অশ্রাব্য।

—

রাত্রি ৯া০টার পরের অনুষ্ঠানকে "অনুরোধ অনুষ্ঠান" বলা চলে। কারণ পঙ্কজ কুমার মল্লিক অনুরোধের ঠেলায় ৪খানি গানের জায়গায় তিনখানি গাহিয়া ফেলিলেন। কি ভাগ্য যে 'হায় হেমন্ত লক্ষ্মী' গানটি সময়োপযোগী নয় বলিয়া দয়া করিয়া গাহিলেন না।

—

যাক চার্চ্চ অর্গানের ন্যায় গর্জ্জনের সঙ্গে পঙ্কজবাবু "দিন গুনি মোর সোনার খাঁচায়", "বাজরে বাঁশরী বাজ" ও "হে রুদ্র সন্ন্যাসী" গান তিনখানি অনুরোধে পড়িয়া উপর্য্যুপরি গাহিয়া শ্রোতাদের যথেষ্ট বিরক্ত করিলেন, কারণ তাঁহার গাহিবার প্রণালী সবগুলই এক প্রকার—বিভিন্ন সুরের গান ধরা শক্ত।

—

মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টায় বেতারের নবীন গায়ক শ্রীনিরাপদ মুখার্জ্জী দুখানি গান গাহিলেন। 'আমার গহীন গাঙের নাইয়া' গানটি নিতান্ত মামুলী। দ্বিতীয় গান "কোন উদাসী থাকে" নিতান্ত সাধারণ শ্রেণীর। আমরা ইঁহার গানের প্রশংসা করিবার মত কিছুই পাইলাম না।

—

শ্রীভবতোষ ভট্টাচার্য্য রামপ্রসাদী গান গাহিয়া আসর মাৎ করিলেন। "আর কত মা করবি খেলা" গানটি ভক্তি ও দরদের সহিত গাহিয়া আমাদের প্রচুর আনন্দ দিলেন। সাদা গলায় এ সব গান যে কত মধুর হয় ভবতোষ বাবু তাহা প্রমাণ করিলেন।

—

রাত্রি ৭া০টায় জিয়াউল হক সাহেবের "কাওয়ালী" গান সুন্দর। ইঁহার কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট ও গাহিবার প্রণালী মনোমুগ্ধকর।

—

রাত্রি স'আটটায় শ্রীতারকনাথ দের বেহালা বাদ্য মন্দ নয়। শ্রীশচীন কুমার চক্রবর্ত্তী ২টি গান গাহিয়া আমাদের আনন্দ দিলেন। ইঁহার নাম ঘোষণার সময় fuse হইয়া গেল।

—

শচীনবাবুর "দিনতারিণী বলে মা" ও "দিন যাবে মা কোথায় রবে" গান দুটি সুন্দর। গায়কের কণ্ঠ সুরেলা, সুমিষ্ট ও মিহি। ইনি গান দুটি জ্ঞান বাবুর ঢংয়ে গাহিলেন।

মিস মনোরমার বাংলা গান "লাজ লইয়া থাকি" মন্দ লাগিল না।

—

শুক্রবার ১৩ই মার্চ্চ বেতার নাটুকে দল ডাঃ নরেশ চন্দ্র সেন-গুপ্ত এম-এ ডি-এল প্রণীত "ঋষির মেয়ে" অভিনয় করিলেন।

—

এই অভিনয়ের অভিনেতৃ সম্মিলন সত্যই আমাদের আশানুরূপ হইয়াছিল। কিন্তু বেতার কর্ত্তাদের বিশ্বাস নাই। যখন আন্দোলন ও অভিযোগ প্রবল হইয়া উঠে তখন ছেলে ভুলাইবার মোয়ার মত বেতার কর্ত্তৃপক্ষ শ্রোতাদের এক আধদিন একটু চমকাইয়া দেন—তারপর যেমন তেমনি।

—

একদিন অপ্রত্যাশিত অভিনেতৃ সম্মিলন ঘটাইয়া হৈ চৈ করিয়া, মাইক্রোফোনে ঢাক বাজাইয়া হুজুগ তুলিয়া অভিনয় করিলে শ্রোতারা ভুলিবেন না। এই Standard বজায় রাখা বাঞ্ছনীয়।

—

এবার অভিনয়ের কথা বলি। সমগ্র অভিনয়ের জয় মালা পাইয়াছেন শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী (অগ্নিবর্ণ) ও ঊষাবতী (চিত্রলেখা)। ইঁহার পরই এক নিঃশ্বাসে নাম করা যায় সরযূবালা (সুদত্তা), দুর্গাদাস ব্যানার্জ্জী (চারুদত্ত), বিশ্বনাথ ভাদুড়ী (রাজা)।

—

শ্রীরাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় (আপস্তম্ব)। শ্রীতুলসীদাস লাহিড়ী (উগ্রশ্রবা), মিস নিভাননী (শাশ্বতী) প্রভৃতি মন্দ অভিনয় করেন নাই। মিস্ রাজলক্ষ্মীর 'বাসন্তিকা' চলনসই। চারুণী রূপে মিস্ আঙ্গুরবালা গান গাহিয়া আসর মাৎ করিয়াছিলেন।

—

বেতার নাটুকে দলের পেটেন্ট অভি-অভিনেতার মধ্যে শ্রীশিবকালী চট্টোপাধ্যায়ের মন্ত্রী আমাদের ভাল লাগিয়াছে। অন্যান্য ভূমিকা মন্দ অভিনীত হয় নাই।

—

শনিবার ১৭ই সন্ধ্যা ৬।০টায় মাস্তান গামা সাহেব 'কাওয়ালী' গাহিলেন। মিঞা সাহেবের গান শুনিয়া মনে হইল ইনি সুরের সহিত লড়াই করিলেন। ইহার পর গোয়ালিয়রের আব্দুল আজীজ খাঁ খেয়াল ও গজল গাহিলেন। গান দুটি মন্দ লাগিল না।

—

সাড়ে সাতটায় ২নং বেলতলা রোড, ব্রজ-মাধুরী সঙ্ঘ হইতে কীর্ত্তন গান রীলে করা হইল। এদিনের পালা কীর্ত্তন ছিল—'বসন্ত-অভিসার

—

মূল-গায়ন ছিলেন শ্রীমতী অর্পণা দেবী। শ্রীমতী সুজাতা দেবী, শোভা দেবী, সুষমা দেবী, সন্ধ্যারাণী দেবী, সুহাসা দেবী, সীতা দেবী, ভ্রমর দেবী, সুমনা দেবী, লীলা দেবী, স্বর্ণলতা দেবী, মহারাজ-কুমারী পূর্ণিমা দেবী, লয়লা জ্যাকেরিয়া, সুচন্দ্রা দেবী, আরতি দেবী, অণিমা দেবী ও অমিতা দেবী পালা গাহিলেন।

—

এদিনের কীর্ত্তন গান এত সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে আমরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিয়াছিলাম। সঙ্ঘের সভানেত্রী মহারাণী ব্রজমোহিনী দেবীকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

—

রবিবার ১৮ই মার্চ্চ প্রাতে নবীন গায়ক শ্রীমদন মোহন ঘোষ কাজী সাহেবের গান 'আজ গানে' গাহিলেন। নবীন শিল্পীর কণ্ঠস্বরের মিষ্টতার অভাবে গানটি শ্রুতিমধুর হয় নাই। সুশীল কুমার বসুর 'আজি রঙের খেলা" গানটি সুগীত হইয়াছিল।

—

শ্রীধীরেন্দ্র কুমার বসুর "এই মরু বারি' গানটি তেমন শ্রুতি সুখকর হয় নাই। শ্রীরঞ্জিৎ রায় ও উষাবতীর 'ঐ যে ভরা নদীর বাঁকে" গানটি বিশ্রী। ইহারা কি এ দিন মহলা না দিয়াই মাইকের সম্মুখীন হইয়াছিলেন?

—

মিস ইন্দুবালার "কেন নাঁ ফেরারে আঁখি" ও "যাও যাও তুমি ফিরে" গান দুটি চমৎকার। মিস্ উষারাণীর হিন্দি গজল গান সুন্দর। বহুদিন পরে শ্রী রাইচাঁদ বড়াল পিয়ানো বাজাইয়া আসর মধুরেণ সমাপয়েৎ করিলেন।

—

রবিবার সান্ধ্য আসর পরিচালনা করিলেন স্কটিশ চার্চ্চ কলেজের ছাত্রগণ শ্রী মিহির গাঙ্গুলী ও সৌরীন মুখার্জ্জীর নেতৃত্বে। শ্রী চন্দ্রশেখর ব্যানার্জ্জীর পরিচালনায় কলেজ অর্কেষ্ট্রা বাজনা সুন্দর। শ্রী বিমান ঘোষের রবীন্দ্র সঙ্গীত "কবে আমি বাহির হলেম" সুন্দর। শ্রী মিহির গাঙ্গুলীর আবৃত্তি মন্দ নয়।

—

শ্রী শৈলেন ঘোষালের "আর কতকাল থাকবো বসে" গানটি সুবিধার হয় নাই। শ্রী সুধাংশু গোস্বামী ও রাধারমণ দত্তের বেহালা ও পিয়ানো বাজনা সুন্দর। কুমারী আভা সরকারের "পাষাণের ভাঙালে ঘুম" গানটি মন্দ নয়। শ্রী রবিরায়ের "পাল্কীর বেহারার গান' অতি সুন্দর। শ্রী পঞ্চানন ভট্টাচার্য্যের এস্রাজ বাজনা মন্দ নয়।

—

শ্রী রাধারমণ দত্তের "সেদিন দুজনে দুলেছিনু" গানটি মন্দ নয়। শ্রী রজত গোস্বামীর বাঁশী মন্দ লাগিল না। আমাদের ছাত্র-বন্ধুদের প্রচেষ্টা ভবিষ্যতে সফল হইলে আমরা সুখী হইব।

—

রাত্রি পৌনে দশটায় মুস্তাক হুসেনের ইমন কল্যান খেয়াল ও গজল গান খুব ভাল লাগিল না। শ্রী জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী মহাশয় খেয়াল গাহিয়া আসর মাৎ করিলেন।

—

চিঠিপত্র

—।।—

মাননীয়

"আজকাল" সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু

আপনাদের বেতার সমালোচকটী কে ঠিক জানি না; কিন্তু তাঁহার দুঃসাহস ও অকুণ্ঠ রসগ্রাহিতা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। বেতারের সব মহামান্য কর্ত্তৃপক্ষ ও গায়কদের উপর তিনি নির্ব্বিচারে লেখনী চালনা করেন; তবে লেখনীর কালী যে ইহাঁদের গায়ে বিন্দুমাত্রও কলঙ্ক মাখাইতে পারেনা, বরং উল্টিয়া লেখকের গায়েই আসিয়া লাগে, তাহাতে দ্বিধা করিবার কিছুই নাই।

আচ্ছা, আপনারা বেতারের পিছনে অমন করিয়া লাগিয়াছেন কেন বলুন ত? কর্ত্তৃপক্ষ কতরকম পরিবর্ত্তন ও চেষ্টা দেখাইতেছেন, তাহা বোধহয় আপনাদের নজরে পড়ে নাই। রাইবাবু চলিয়া যাওয়ার পর সঙ্গীত পরিচালনার ভার কতকটা রাজেন বাবুর কাঁধে আসিয়াছে, ইহাতে কতজনের যে ধড়ে প্রাণ আসিয়াছে তাহার হিসাব কি আপনারা রাখেন? যে কোনো দিন রেডিও আপিসে দুপুর বেলা যান, দেখিবেন, দলে দলে লোক তেলের ভাঁড় হাতে ছুটাছুটী করিতেছে, 'আমার তেল অমুকের চেয়ে গাঢ়' ইহাই প্রমাণ করিতে ব্যস্ত। অত্যধিক স্নেহ পদার্থসিক্তে কর্ত্তৃপক্ষের পদতল মসৃন হইয়া আছে, ভুমিতে পদ পড়িতেছে

[illegible] ... যাইবার ভয়ে, অহঙ্কারে বশিয়া ধারণা করিতেছেন বলিয়াই একথাটা জানাইতে বাধ্য হইলাম।

সঙ্গীতের রসচেতনা কতখানি আপনাদের আছে? রেডিওতে যাঁহাদের গান নিত্যই শোনা যাইতেছে, তাঁহাদের নিন্দায় আপনারা পঞ্চমুখ; কিন্তু নবাগতদের (যাহারা রেডিওর প্রোগ্রাম চেষ্টা করিয়াও পায়না) প্রশংসা করিতেও আপনাদের আটকায় না। আমার নিজের কথাই ধরুন। বেতারে একদিন গাওয়ার পর জনৈক কর্তৃপক্ষীয় গম্ভীরভাবে আমাকে জানাইলেন, ওসব গান এখানে চলিবেনা। অথচ ১৭ই মার্চ্চ তারিখের কাগজে আপনারা সেই গান খানির সঙ্গে সঙ্গে গায়ককেও অভিনন্দিত করিয়াছেন। ইহা আপনাদের অজ্ঞানতার পরিচয় মাত্র। রেডিও আপিসকে জিজ্ঞেসা করুন, স্পষ্টই বলিবে, আপনাদের সঙ্গে আমার পূর্ব্ব হইতেই বন্ধুত্ব ছিল। মানিতেই হইবে,—দাদারা যা বলেন।

আক্ষেপ আমাদের বিন্দুমাত্র নাই। কয়েকজন ক্ষুদ্রাত্মা লোকের চক্রান্তে একটা প্রতিষ্ঠানের যদি এরূপ অধোগতি ঘটিয়া থাকে, কী-ইবা আমাদের বলিবার আছে? শুধু দুঃখ করিব এইজন্য যে পরিশ্রম করিয়া গান শিখিতেছি, 'ভুঁইফোড়' হইতে পারিলাম না; আর আমাদের বা আপনাদের কোনও পিসতুত ভায়ের শ্যালক নৃপেন বাবুর বাড়ীর পাশে কখনো বাস করেন নাই। ইতি

বিনীত—জনৈক নবাগত

মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

মহাশয়, নিম্নলিখিত কথা কয়টি আপনার প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিকে প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় ইউনিভারসিটি ইনষ্টাটিউটে প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদত্ত ছাত্রবৃন্দের তৃপ্ত্যর্থে, একটা বিচিত্র অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ অর্কিক ক্লাবের ঐক্যতান বাদন সকলকেই আনন্দ দিয়াছিল। বিমল দত্তের নৃত্যও সুন্দর হইয়াছিল। আর একটা গায়কের সঙ্গীতে আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। ইহার নাম শ্রী সুনীলবরণ দাস।

তাঁর "নেচেছে প্রলয় নাচে" ও "ফিরে চল।"

ইতি

মির্জ্জা আবদুল রাফ্ (B. A.
কলিকাতা

মঞ্চ ও পর্দ্দা

—০—

বাসন্তী বিদ্যাবীথির সীতা অভিনয়

(প্রাপ্ত)

গত সোমবার ১৯শে মার্চ্চ বাসন্তী বিদ্যা-বীথির ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক ওয়াই, ডব্লিউ, সি, এ, মঞ্চে "সীতা" অভিনীত হইয়া গেল। দর্শকদিগের মধ্যে অধিকাংশই ছাত্রীগণের অভিভাবক ও অভিভাবিকা ছিলেন; এতদ্ভিন্ন বাহিরের গণ্যমান্য অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলা ও ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন।

অভিনয় দেখিয়া আমরা সাতিশয় প্রীত হইয়াছি। সম্ভ্রান্ত ঘরের ছোট মেয়েদিগের দ্বারা অভিনয় যতদূর সাফল্যমণ্ডিত হওয়া সম্ভব তাহা হইয়াছিল শ্রীমতী উমা দেবী (সীতা), শ্রীমতী মায়া দেবী (রাম), কুমারী বাসন্তী চক্রবর্ত্তী (লব), কুমারী বীণা ভট্টাচার্য্য (বাল্মীকি), প্রভৃতি কয়েক জনের অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুমারী ছবিরাণী ভৌমিকের (বৈতালিক ও বন্দী) গান আমাদিগকে বিশেষ আনন্দ দিয়াছে। মোটকথা, নাট্য অভিনয়টি সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে শেষ হইয়াছে, এবং শ্রীযুক্ত ননীদাশ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার অক্লান্ত ও আন্তরিক পরিশ্রমের ফলে এই সফলতার জন্য সকলের ধন্যবাদার্হ।

অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে একটি ছোট খাট বিচিত্র অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু সর্ব্ব প্রথমেই আমাদের চিরপরিচিত "বন্দে-মাতরম্" গান খানি দুর্ভাগ্যক্রমে আশানুরূপ হয় নাই। কুমারী শিউলী সরকারের কণ্ঠস্বর মিষ্ট বটে, কিন্তু গানখানি গাহিবার সময় সুরের উপর একটু 'কারদানি' করিবার দরুণ প্রচেষ্টার চাপে সুরের প্রাণহানি হইয়াছে, অথচ গানখানি সেরূপ প্রাণস্পর্শী হয় নাই।

যাহা হউক, "বনলক্ষ্মী" দিগের নৃত্য উপভোগ্য হইয়াছিল, এবং এই নৃত্য-পরিকল্পনার জন্য শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ বসু এম-এ মহাশয়ের চেষ্টা প্রশংসনীয়।

সঙ্গীত ও নৃত্যশিক্ষার উন্নতির জন্য "বাসন্তী বিদ্যাবীথির" পরিচালকবর্গের আপ্রাণ চেষ্টা ও পরিশ্রম প্রশংসনীয়। সঙ্গীতাচার্য্য দিনেন্দ্র নাথ ঠাকুর এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, এবং শ্রীযুক্তা বীণা সেন, বি এ, বি-টি, ইহার সহ সভাপতি। সুতরাং এরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত শিক্ষা সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বলিবার নাই। বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান আলোচ্য অনুষ্ঠানটির সফলতা আমাদিগের মনে সে বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া দিয়াছে।

প্রোগ্রামের পৃষ্ঠে "বাসন্তী বিদ্যা বীথির" পরিচালকদিগের তালিকা দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। বিখ্যাত সুরশিল্পী শ্রী উমাপদ ভট্টাচার্য্য এম, এ, শ্রী নিতাই ঘটক, শ্রী অনিল বাগচী প্রভৃতি সঙ্গীত পরিচালকগণের সঙ্গীত শিক্ষায় উৎকর্ষ লাভ হইবারই কথা।

পরিশেষে "বাসন্তী বিদ্যা বীথির" উন্নতি কল্পে কর্ত্তৃপক্ষগণের চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রম সফল হউক ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

· —

ক্রাউনে চাঁদ সদাগর

ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের প্রথম অবদান বাংলা সবাক চাঁদসদাগর গত শনিবার ১৭ই মার্চ্চ ক্রাউনে মুক্তিলাভ করেছে। বহু সংবাদিক সাহিত্যিক ও দর্শক বৃন্দের সমক্ষে মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু এ।ট, বক্তৃতা দ্বারা এই ছবির উদ্বোধন করেন। ঐ দিনের অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় যাবতীয় বিক্রয় লব্ধ দেশবন্ধু মেমোরিয়াল ফাণ্ডে কর্ত্তৃপক্ষ প্রদান করেন। এই অর্থের পরিমাণ ৫০০৲ শতের উপর। স্বত্বাধিকারী শেঠ মতিলাল চোখানীর এই [illegible] প্রশংসনীয়। আমরা তাঁহাকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

চাঁদসদাগরের বিস্তারিত সমালোচনা আমরা আগামী সপ্তাহের পত্রস্থ করিব। আপাততঃ এইটুকু বললেই [illegible] হবে যে চাঁদসদাগর জনপ্রিয় হবে। অগণিত দর্শক যানাভাবে ফিরে যাচ্ছে প্রতিদিনই দেখা যায়। ইহা নূতন কোম্পানীর প্রথম প্রচেষ্টায় সাফল্যের পরিচায়ক নিঃসন্দেহ।

বাধা ফিল্ম

পরিচালক চারুরায়ের মৃচ্ছকটিকের বাংলা "রাজনটীর" সুটিং সুরু হয়েছে। রঙমহলের রবীন্দ্রমোহন রায় প্রধান ভূমিকায় একটা কুট (villain) চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। অন্যান্য অভিনেতৃ-সম্মিলন আশাপ্রদ।

পরিচালক জ্যোতিষ বাবুর নাগানী মুক্তির প্রতীক্ষা করছে।

নিউ থিয়েটাস

পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়ার রূপ-লেখা আসন্নপ্রায় সম্ভবতঃ ইষ্টারের ছুটীতে চিত্রাকারে আত্মপ্রকাশ করবে। শুনছি, শ্রীযুক্ত দেবকী কুমার বসু এই প্রতিষ্ঠানে একটা নূতন ছবি তোলার কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি নাকি এবার নর্ত্তকী নাম করবেন। এই ছবি হবে "ভূমিকম্পের পরে"। বিধ্বস্ত উত্তর বিহারের দুঃখ্যবনার সহিত গল্প যোজনা করে ছবিখানি গৃহীত হবে। হিন্দি চণ্ডীদাস খুব সম্ভব শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করবে।

ইষ্টইণ্ডিয়া ফিল্ম

পরিচালক দেবকী বসুর হিন্দী সীতার কাজ শেষ হয়ে গেছে। এখন editing চলছে। এদের বাংলা ছবি তোলার দিকে

…—বললে চলে। নতুবা … প্রতিষ্ঠান মাত্র … শ্রেণীর ছবি তুলে চুপ করে … কি বলে? আমরা আশা করি … ভালো ছবির দিকে দৃষ্টি দেবেন।

… মহল …

… এঁরা উঠে পড়ে লেগেছেন। … ছুটীতে … সম্মুখে উপস্থিত হবে।

ইন্সিওরেন্স ওয়ালেডের প্রীতি-সম্মিলনী

গত রবিবার ১২ইমার্চ্চ রামমোহন লাইব্রেরী হলে সুবিখ্যাত বীমা সম্বন্ধে ইংরাজী মাসিক পত্রিকা ইন্সিওরেন্স ওয়ার্লেডের পরিচালকবর্গ একটি প্রীতি-সম্মিলনীর আয়োজন করিয়াছিলেন। কলিকাতার অধিকাংশ সংবাদপত্রের সম্পাদক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ইন্সিওরেন্স ওয়ার্লেডের পক্ষে শ্রীযুক্ত এস, সি, রায় মিসেস্ রায় ও শ্রীযুক্তা জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী এম, এ, অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সুন্দর জলযোগের ব্যবস্থা ছিল, গান বাজনারও ব্যবস্থা ছিল। মোট কথা নিমন্ত্রিতদের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার অনুষ্ঠিত কয়েকটী বালকের লোক নৃত্যের (folk dance) ব্যবস্থাও ছিল।

আমরা ইন্সিওরেন্স ওয়ালেডের সাফল্য কামনা করি।

প্রাপ্তি স্বীকার

সুরা ও শোণিত—
কবিতা পুস্তক—শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়, মূল্য ১৲ টাকা—প্রকাশক ডি, এম, লাইব্রেরী,—কলিকাতা।

ঝঙ্কার
সাপ্তাহিক পত্র, ঢাকা—১মবর্ষ, ২য় সংখ্যা।

চাবুক
দ্বিসাপ্তাহিক পত্রিকা—ঢাকা।

আয়ুর্ব্বেদ মহাসম্মেলন

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত গণনাথ সেন সরস্বতী আবেদন জানাইতেছেন: আগামী ইষ্টার পর্ব্বের ছুটিতে, প্রবীণতম ও সুবিখ্যাত কবিরাজ শিরোমণি শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস বাচস্পতি মহাশয়ের সভাপতিত্বে কলিকাতা নগরে এই সর্ব্ব প্রথম নিখিলবঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ মহাসম্মেলনের অধিবেশন হইবে, এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। এই সম্মেলনে প্রধানতঃ বঙ্গের সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধে এবং আয়ুর্ব্বেদ তথা আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের কল্যাণকল্পে, নানা বিষয়ের আলোচনা হইবে। মফঃস্বল হইতে যে সকল প্রতিনিধি সম্মেলনে শুভাগমন পূর্ব্বক আমাদের অতিথি হইবেন, তাঁহাদের বাসস্থান ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য উপযুক্ত আয়োজন করিতে হইবে।

এতদুপলক্ষে আমি সমস্ত কবিরাজ ও আয়ুর্ব্বেদের শুভার্থিগণের নিকট নির্ব্বন্ধসহকারে আবেদন করিতেছি যে তাঁহারা যেন অবিলম্বে অভ্যর্থনা সমিতির সভ্য হইয়া অর্থাদির দ্বারা সম্মেলনকে সাফল্য মণ্ডিত করেন।

সাধনা ঔষধালয়, ঢাকা

আমরা বহুদিন হইতেই অধ্যাপক যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী মহাশয়ের ঢাকা সাধনা ঔষধালয় যে বিরূপ দিন দিন উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতেছে, তাহা অতীব আনন্দের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি।

অধ্যাপক মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের পুনরুত্থান করিবার এই প্রচেষ্টা সত্য সত্যই প্রশংসনীয়।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং আরও বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি ঔষধালয়টী পরিদর্শন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা দেশবাসীকে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র সম্মত ঔষধ ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি এবং এই প্রতিষ্ঠানটীর উন্নতি কামনা করি। অধ্যাপক মহাশয়ের এই সাধু প্রচেষ্টা সাফল্য মণ্ডিত হউক বিধাতার নিকট কায়মনে প্রার্থনা করি।

প্রমোদ

শ্রী—

অক্ষরে অক্ষরে পালন

ভদ্রলোক—(অনেকগুলি জামা দেখিবার পর) আচ্ছা, নমস্কার, আমি আসি তাহলে; আমাকে এখন পাশের দোকানে কয়েকটা জামা কিনতে হবে।

জামার দোকানের মালিক—(বক্তার জামাগুলি গুছাইতে গুছাইতে, দুঃখিতস্বরেই) কেন, আমাদের এখানে কি পছন্দ হ'ল না?

ভদ্রলোক—পছন্দ করার কথা ত' আপনাদের বিজ্ঞাপনে ছিল না। আপনাদের বিজ্ঞাপনে ছিল,—'অন্যত্র জামা কাপড় কিনবার পূর্ব্বে আমাদের দোকানে জিনিষপত্র একবার অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেখিয়া যাইবেন'; আমি সে কথা ত' অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি।

বিনা পয়সায় চিকিৎসা

রোগিনী—(পাশের ঘরে চীৎকার ধ্বনি শুনিয়া ভীতভাবে দন্ত চিকিৎসকের প্রতি), আচ্ছা, ঐ ঘরে কে যেন চীৎকার ক'রে উঠলো শুনতে পেলুম।

দন্ত চিকিৎসক—ভয় নেই, … দাঁত তোলা হ'লো।

রোগিনী—(অধিকতর ভীত ভাবে) উঃ, দাঁত তোলায় এত চীৎকার!

চিকিৎসক—আপ… নেই, আপনাকে চীৎকার ক'রতে … ও রোগীর পয়সা কড়ি … সামর্থ্য … কিনা, কাজেই একটু চীৎকার করতে হবে বৈ-কি!

বেপরোয়া

ভদ্রলোক (নাপিতের প্রতি) দেখো, তুমি কামাতে গিয়ে আমার দাড়ি … ক'রে কেটে-কুটে দিলে … তোমার সব পয়সাই বাজেয়াপ্ত …

নাপিত— …

আমি রোজ এক …

Hello Every-body !

Before you entrain Have your

TEA, TIFFIN AND DINNER

from

Bridge End Restaurant.

(To the left of Howrah Station Facing East

PHONE HOWRAH 573

TEA—2 Pice TIFFIN - As 4

RICE & CURRY As 6

নিঃস্বার্থ পরোপকার

মৃগী, পাগল, হিষ্টিরিয়া ও অম্ল পিত্তশূলরোগের ঔষধ।

পুপুনকী আশ্রম,

পোঃ চাস,

মানভূম।

রাজেন্দ্র নিকেতন

১৫ নং সিমলা ষ্ট্রীট

স্বনামখ্যাত ৺রাজেন্দ্র নারায়ণ সেন কবিরত্ন কবিরাজ মহাশয়ের

পুত্র কবিরাজ [illegible] সকাল ৮।০টা [illegible] ১০।০টা ও সন্ধ্যায় ৭টা—৮।০ পর্য্যন্ত উক্ত ঔষধালয়ে সমাগত

রোগীদের স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ঔষধ [illegible] ব্যবস্থা দিয়া থাকেন

সোমকান্তি যুবকসুহৃৎ, স্বপ্নদোষ ও [illegible] আনুষঙ্গিক রোগে বিশেষ ফলপ্রদ। ৭ দিনের মূল্য —১৲।

কাসামৃত—কাস শ্বাস উপশমকারক। ৭ বটি—১৲।

সারিবাদ্যাসব রক্তদুষ্টি, খোস পাঁচড়া প্রভৃতিতে প্রত্যক্ষ ফলদায়ক। ৮ ওঃ শিশি ১৲।

দ্রাক্ষারিষ্ট [illegible] উরঃক্ষত ও কাস নাশক। ৮ আঃ শিশি—১।০।

[illegible]

পদ্মমধু পদ্মমধু

যাবতীয় চক্ষুরোগের অব্যর্থ মহৌষধ।

কে না জানে, চক্ষু না থাকিলে [illegible] জীবন ধারণ করিতে হয়। অতএব চক্ষুপীড়ার সূত্রপাতের সঙ্গে সঙ্গেই পদ্মমধু ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। সর্ব্ববিধ চক্ষুপীড়ার [illegible] ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। একবার ব্যবহার করিলেই অসাধারণ গুণে মুগ্ধ হইবেন এবং [illegible] দত্ত বাটীর পদ্মমধু আদি ও অকৃত্রিম। সাবধান! [illegible] দেখিয়া লইবেন। প্রতি ড্রাম ১৲, [illegible], ৩ ড্রাম ২।০ আনা, ডাঃ মাঃ ।৵০ আনা।

এন, দত্ত ব্রাদার্স, জন্মভূমি কার্য্যালয়

৩৯ নং মানিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট, [illegible] কলিকাতা। P 2387 B. B.

Degrees ! Books ! Medicine !

H L M S H M B Bhishagvar etc Homoeo-Ayur [illegible] postal training Examination " Homoeo Materia-medica Rs 5 Homoeo Practice of Medicine Rs 4. :—

Dr Chhatbar [illegible]

P O Maliya

(Kathiawar Dt.)

সম্পাদক—শ্রীজ্ঞানদা চরণ দাস।

Printed and Published by J. C. Das, at the Chitra Press 12/1 [illegible] Street [illegible]

AJ-KAL. PHONE B. B. 3450 April 21, 1934

৩য় বর্ষ ৪৩শ সংখ্যা | শনিবার ৮ই বৈশাখ ১৩৪১ । ২১শে এপ্রিল ১৯৩৪ । | নগদ মূল্য ২ই পয়সা

Single Copy 6 pies   Annual Subscription Rs. 2/-

দার্জ্জিলিং-'চা'
চমৎকার
TEA

ভাগলপুরে মহাত্মা গান্ধী

আজ-কালের নিয়মাবলী

১। আজ-কাল প্রতি শুক্রবার প্রাতে লিকাতায় প্রকাশিত হয়।

২। সহরে ও মফঃস্বলে প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা, বার্ষিক সডাক দুই টাকা মাত্র।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়। কোনো প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে সম্পাদক কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহেন। ডাক টিকিট দেওয়া থাকিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয়। ৩ মাসের বেশী কোনো অমনোনীত প্রবন্ধ পড়িয়া থাকিলে যদি হারাইয়া যায় সম্পাদক দায়ী নহেন।

৪। টাকা কড়ি প্রভৃতি ম্যানেজার আজ-কাল, ১২৪।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।

আজ-কাল
১২৪।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ফোন বি, বি, ৩৪৫০

সূচীপত্র

আজ-কাল

৩য় বর্ষ] শনিবার, ৮ই বৈশাখ ১৩৪১ সাল, ২১শে এপ্রিল ১৯৩৪ [৪৩শ সংখ্যা

কি হওয়া উচিত

—০—

গত বুধবার কর্পোরেশন সভায় মৌলবী ফজলুল হকের বিবৃতিতেও নিশ্চ হইতে ৯ই মে পর্য্যন্ত কর্পোরেশন সভা স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব আনায় স্বস্তি প্রকাশ পাইয়াছে। ইতিমধ্যে একদিন ১০ই এপ্রিলের মেয়র নির্ব্বাচন সভার কার্য্যপদ্ধতির বৈধতা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের পত্র অনুসারে তাঁহাদের নিকট যে অভিমত লিপি প্রেরণ করিতে হইবে তাহা বিবেচনার জন্য তিনি এক কর্পোরেশন সভার আহ্বান করিবেন। এখন গবর্ণমেণ্ট যখন এই ব্যাপারের নিষ্পত্তির ভার নিজ হাতে লইয়াছেন তখন মেয়র নির্ব্বাচনের বৈধতা অবৈধতা সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য প্রকাশ করা অপ্রাসঙ্গিক।

এখন শুধু আমরা আশা করি কংগ্রেসের যে-দল মৌলবী ফজলুল হককে কংগ্রেসী মেয়র বলিয়া খাড়া করিয়াছিলেন তাঁহাদের কার্য্য কর্ণধারেরা তলাইয়া বুঝিতে চেষ্টা করিবেন। এই দল মহা আড়ম্বরে অপর পক্ষের গায়ে কাদা মাখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, তাঁহারা ইউরোপীয়ান ও মনোনীত সভ্যের সহিত 'একদিল' হইয়াছেন এবং মুসলমান মেয়র হইতে দিতে রাজী নহেন।

সেই অতি পুরাতন জেলা কংগ্রেস ও মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশনের নামে দুই পক্ষ দুই কংগ্রেসী মেয়র পদপ্রার্থীর সমর্থন করিয়াছেন। আমরা কোনোদিন কংগ্রেসের নামে কর্পোরেশনে দুইটি দলের সমর্থন করি নাই এবং বরাবর নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে বন্ধু হারাইয়াছি এবং কোনো পক্ষও আমাদের আপনার বলিয়া গ্রহণ করে নাই, বিশ্বাস ও করে নাই। তাহাতে আমাদের ক্ষতি ছাড়া লাভ হয় নাই। এমন কি গুপ্ত পার্টির সমর্থন করিতে পারি নাই তাহা নিরপেক্ষ মতামত পোষণ করি বলিয়া।

আমাদের দেশে পার্টি 'প্রিন্সিপলের' উপর ভিত্তি করিয়া সৃষ্ট হয় না, হয় স্বার্থের উপর। তাই সব ব্যাপারেই একটা গ্যাঁড়া-রাম আদর্শ দেশোদ্ধারের নামে উঁকি না পাড়িয়া পারে না। এবং দলগত সব কলহের জন্ম লাভ ঘটে এই আদর্শের একচুল এধার ওধার হইলে। আজ ইউরোপীয়ান ও মনোনীত সভ্যের সাহায্যে সহযোগ এবং মুসলমানের সহিত বন্ধুত্বের বড়াই করিয়া যাহারা একটা বড় আদর্শ দেখাইতেছে তাহারা এক সুবিধাবাদ আদর্শের কম ভক্ত নয়—একথা না বলিলেও লোকে তাহা বুঝিতে পারিয়াছে। আমরা গতবারে বলিয়াছিলাম যে এই দল মেয়র নির্ব্বাচন ব্যাপারে ইউরোপীয়ান ও মনোনীত সভ্যের কাহারো কাহারো সহযোগীতা প্রার্থনা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছেন এবং অতীতে নানাক্ষেত্রে তাহাদেরই সহিত সহযোগীতা করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধ করিয়াছেন। তবে, আর অজ এ সতীত্বের গর্ব্ব কেন?

মুসলমান মেয়র হইতে দিতে আপত্তি করিবার কোনো রাজনৈতিক মনোভাব-বিশিষ্ট লোকের থাকিতে পারে না। যাহারা এই নির্ব্বাচন আপত্তি করিয়াছে তাহারা অন্য কারণে করিয়াছে এবং তাহা সুস্পষ্ট। এখন গবর্ণমেণ্ট ইহার নিষ্পত্তি করিবেন। যাহাতে কংগ্রেসের নামে দুই দল না থাকিতে পারে এবং বারে বারে একটা বিশ্রী কেলেঙ্কারীর সৃষ্টি না হয়—তাহার জন্য জনমত প্রবল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পরিশেষে বক্তব্য যে দেশবন্ধু মৌলবী ফজলুল হককে মন্ত্রীত্ব হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নামে ব্যবস্থাপক সভাগৃহে গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করিয়াছিলেন সে অভিযোগ এখনো সাধারণের কাছে খণ্ডিত হয় নাই। মৌলবী সাহেবের সেদিনের সংবাদপত্রের বিবৃতিতেও নয়। আমাদের মনে হয়, যতদিন না মৌলবী সাহেব সে অভিযোগ হইতে নিজেকে মুক্ত করেন ততদিন তিনি কলিকাতার মেয়রের গৌরব দাবী না করিলে অধিকতর শোভনীয় হইবে।

টিপ্পনী

—০—

West is West and East is East: The twain shall never meet. কালা ধলায় মিলন কখনও হয় না।

*　　　　*

কোথাও কালার ব্যবধান সামাজিক—কোথাও বা আইন দ্বারা অনুমোদিত। ভারতবাসীর অবস্থা সর্ব্বত্রই সমান।

*　　　　*

দক্ষিণ আফ্রিকাতে কালার দুর্দ্দশা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এখন সেখানকার ভারতীয়গণ কলিকাতার ফুটবল অ্যাসোসিয়েসনকে খেলিতে নিমন্ত্রন করিয়াছেন।

*　　　　*

সেই নিমন্ত্রণ রক্ষা করা হইবে কি প্রত্যাখ্যান করা হইবে তাহা লইয়া কলিকাতার খেলোয়াড় মহলে তুমুল বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। একদল নিমন্ত্রন রক্ষার পক্ষে এবং অন্যদল তাহার বিপক্ষে।

*　　　　*

ফুটবল অ্যাসোসিয়েসন কিন্তু নিমন্ত্রন রক্ষা করাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চলিতেছে। হয়ত এই সিদ্ধান্ত নাকচ হইয়া যাইতে পারে তবে তাহার সম্ভাবনা বেশী নয়।

*　　　　*

বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তির কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্য—বিশেষতঃ সেখানকার ধলা টিম ভারতীয় কালা টিমের সহিত খেলিতে রাজী নয়। সুতরাং সেখানে যাইয়া এই অপমানের বোঝা বহিবার প্রয়োজন কি আছে?

*　　　　*

তবে বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তিতে একটু ফাঁক আছে। নিমন্ত্রন করিয়াছে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েসন—খেলিতে হইবে তাহাদের সঙ্গে। ইহার মধ্যে শ্বেতাঙ্গ টিম খেলিবে কি না খেলিবে—সে কথা তুলিবার ত কোন সার্থকতা দেখা যায় না।

*　　　　*

বরং যদি শ্বেতাঙ্গ অ্যাসোসিয়েসন হইতে আমন্ত্রণ আসিত, তখন তাহা প্রত্যাখ্যান করার সার্থকতা ছিল—তাহাতে আত্মমর্য্যাদা বোধের পরিচয় দেওয়া হইত। তখন বলিতে পারা যাইত যে যাহারা আমাদের ভাইকে অপমান করে, তাহাদের সহিত খেলিব না।

*　　　　*

এখানে সে কথা উঠিতেই পারে না। যেখানে ভারতবাসী লাঞ্ছিত—অপমানিত, সেখানে যাওয়া আমাদের প্রবাসী ভাইদের অপমানের বোঝা মাথায় তুলিয়া লইলে আত্ম মর্য্যাদার হানি হয় না। প্রবাসে আমার ভাই যে অপমান পাইতেছে—তাহা যে আমারও অপমান—সেই বোধ জাগাইতে হইবে।

*　　　　*

বরং এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলে তাহাদের সহিত মমত্ব বোধ বৃদ্ধি পাইবে—তাহারা বুঝিতে পারিবে যে ভারতবাসী ভ্রাতৃগণ তাহাদিগকে ভুলে নাই। তাহাদের সান্ত্বনাটুকু হইতে বঞ্চিত করিবার মত ক্ষুদ্রতা যেন আমাদের মধ্যে না আসে।

*　　　　*

লাঞ্ছনার নিকট হইতে দূরে থাকিলেও আত্মমর্য্যাদা অটুট থাকে না। বরং যে অপমান আমার দেশবাসী ভোগ করিতেছে তাহার বোঝা মাথায় লইবার জন্য তাহার পার্শ্বে যাইয়া দাঁড়ানই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। এ কথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

*　　　　*

রেডিয়োর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। যাঁহারা রেডিয়ো উঠিয়া যাইবে এই আশঙ্কা করিতেছিলেন তাঁহারা আশস্থ হইবেন। গবর্ণমেণ্ট ইহার মূল্য বুঝিয়াছেন মাঝে মাঝে বেতার যোগে বক্তৃতার দ্বারা বাংলা গবর্ণমেণ্ট প্রচার করিতেছেন যে তাঁহারা দেশের মঙ্গলের জন্য কি কি করিতেছেন। সুতরাং এবার যাহাতে বেতারের বিস্তৃতি হয় তাহার চেষ্টা তাঁহারাই করিবেন।

*　　　　*

দেশলাইএর উপর ট্যাক্স কমান হইবে—পূর্ব্বে কথা ছিল প্রতি গ্রোসে ২।০ করিয়া লওয়া হইবে কিন্তু এখন কমিটিতে স্থির হইয়াছে যে ৫০ কাঠি যুক্ত বাক্সের গ্রোসে ১৲, ৬০ কাঠিযুক্ত বাক্সের গ্রোসে ১।।০ এবং ৮০ কাঠিযুক্ত বাক্সের গ্রোসে ২৲ টাকা কর দিতে হইবে। ইহাতে বড় বাক্স এক পয়সায় ছোট বাক্স তিনটী দুই পয়সায় বিক্রয় হইতে পারিবে।

*　　　　*

কিন্তু এইভাবে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করিবে কে? কর লওয়া হইতেছে ১লা এপ্রিল হইতে কিন্তু বাজারে ১পয়সার দেশলাইএর বাক্স হইয়াছে দেড় পয়সা ও আধপয়সার বাক্স হইয়াছে একপয়সা যেদিন রাষ্ট্র সচিবের বক্তৃতা প্রকাশিত হইয়াছে। ক্রেতাদের উপর এই যে জুলুম তাহা কে নিবারণ করিবে? গবর্ণমেণ্ট তাহার কি ব্যবস্থা করিবেন?

কর্পোরেশন প্রসঙ্গ

—ভবঘুরে—

—০—

গত বুধবারে কর্পোরেশন কাউন্সিলরদের সভা স্থগিত রাখিয়া মৌলবী ফজলুল হক্ বুদ্ধির কাজই করিয়াছেন।

—

না করিয়া উপায় কি ? ব্যাপার গড়াইতে গড়াইতে দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত গিয়াছে। এখন কি হয় তাহা বলা কঠিন।

—

সুয়োরাণীর আদর বেশী বটে কিন্তু তাহা মনের মানুষদের আদর অপেক্ষা বেশী কিনা বলা যায় না।

—

তাই শেষ পর্য্যন্ত কি হইবে তাহা জানিতে না পারিয়া পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য হইয়াছে একথা বলিতেই হইবে।

—

কিন্তু ওপক্ষে বুদ্ধির অভাব নাই তাহা সকলেই জানে—বরং চালাকী বুদ্ধির পারমাণ বেশী। যাহা করা সম্ভব তাহার কিছুই বাদ তাঁহারা দেন নাই।

—

দেশ বিদেশ হইতে খ্যাত ও অখ্যাত নামাদের Message of Congratulations এ খবরের কাগজ ভরিয়া উঠিল। মন্ত্রী পর্য্যন্ত বাদ গেলেন না—এমনই বুদ্ধির জোর।

—

তার উপর টাউন হলে মিটিং—সেরা চাল। গবর্ণমেণ্টকে দেখান হইল যে মুসলমান মেয়র হওয়াতে জনসাধারণ কিরূপ ভীষণ ভাবে খুশী হইয়া উঠিয়াছে। হরিষে বিষাদ যেন তাঁহারা না করেন।

—

তবে কর্পোরেশনের মিটিংএ আর বুদ্ধির বহর চলিল না, কারণ সেখানে যে জুজুর ভয় আছে। যদি গবর্ণমেণ্ট মেয়র নির্ব্বাচন ঠিকমত হয় নাই বলেন, তবে তাহার পরবর্ত্তী সব কার্য্যই পণ্ড হইবে—কোন খরচ হইলে তাহার দায়ী হইবেন কাউন্সিলরগণ।

—

মন্ত্রীমহাশয় কি বন্ধনেই বাঁধিয়াছেন। এদিক ওদিক করিবার উপায় নাই—সদাই Surcharge এর ভয়। সুতরাং এখন কমিটি নির্ব্বাচন ইত্যাদি স্থগিত রাখাই তাঁহারা যুক্তি যুক্ত বলিয়া মনে করিলেন। তবে মৌলভী ফজলুল হকের বক্তৃতা সেদিন ভালই হইয়াছিল—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

—

আমরা ত মৌলবী ফজলুল হক অনুপযুক্ত সেকথা বলি নাই—মুসলমান মেয়র হওয়া উচিত নয়—তাহাও বলি নাই। মৌলবী সাহেবের প্রতি আমাদের আপত্তির কারণ যে তিনি কখন কোন দলে থাকেন তাহার স্থিরতা নাই। তিনি কংগ্রেসী ছিলেন, পরে সরকার পক্ষে যাইয়া মন্ত্রী হইলেন। তাহার পর কংগ্রেসী কাউন্সিলর দ্বারা মন্ত্রীত্ব হইতে বিতাড়িত হইয়া আবার কংগ্রেসভুক্ত হইলেন।

—

অবশ্য 'বদ্‌লে গেল মতটা, ছেড়ে দিলাম পথটা, অমন অবস্থায় পড়লে সকলেরই মত বদলায়।' মত পরিবর্ত্তন কিছু অন্যায় নয় কিন্তু যাঁহার মত পরিবর্ত্তন এত বেশী ও এত সহজে হয় তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা গুপ্ত কংগ্রেস পার্টির উচিত হয় নাই এ কথা বলিলে অন্যায় বলা হয় না।

—

তাহার উপর দেশবন্ধু দাশ কাউন্সিলে তাঁহার প্রতি যে অপবাদ দিয়াছিলেন তাহা হইতে তিনি এতদিন মুক্তি লাভের কোন চেষ্টাই করেন নাই। আজ "ষ্টেটসম্যান" তাহার পুনরুক্তি করায় তিনি এক বিবৃতি দিয়াছেন। তাহা এতদিন পরে অনেকেই বিশ্বাস করিতে চাহিবে না।

—

তিনি যে দোষী তাহা আমরা বলিতেছি না। তবে তিনি যে নির্দ্দোষী তাহা প্রমাণ করা উচিত। শুধু তাহার কথায় কেহ বিশ্বাস করিবে বলিয়া মনে হয় না। এই ঘটনার পর দেশবন্ধু প্রায় একবৎসর বাঁচিয়া ছিলেন ফরোয়াড আরও বেশী দিন বাঁচিয়া ছিল কিন্তু তখন তিনি সে সুযোগ গ্রহণ করেন নাই।

—

মৌলবী সাহেবের উচিৎ কোনও প্রকারে এই ব্যাপারটাকে আদালতে টানিয়া আনিয়া প্রমাণ করা যে তিনি নির্দ্দোষী—তাহা হইলে তাঁহার উপর আরোপিত কলঙ্ক দূর হইবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোর্টের সাহায্যে কিছু করা যায় কিনা জানি না। কারণ আমরা আইনজ্ঞ নই। মৌলবী সাহেব একজন পাশ উকীল—তিনি চেষ্টা করিলে হয়ত একটা উপায় করিতে পারেন।

—

সংবাদ পত্রের মারফতে তিনি বলিয়াছেন যে যত দোষ বোস-গ্রুপের। দেশবন্ধুর অধীনে স্বরাজ দলের মধ্যে বোস ও সেনগুপ্ত দুই গ্রুপই ছিল। কিন্তু মৌলবী সাহেব আবিষ্কার করিয়াছেন যে এখন যাহারা বোস গ্রুপের শুধু তাহারাই মন্ত্রীত্ব ধ্বংস করিতে যে কোন হীন কাজ করিতে দ্বিধা বোধ

করেন নাই। তখন ত দলের মধ্যে কোন রূপ দলাদলি ছিল না—কি করিয়া আজ ৮।৯ বৎসর পরে তিনি এই আবিষ্কার করিলেন ?

—

যাক তাঁহার গল্পটা এইরূপ :—এই সকল হীনমনা স্বরাজিষ্ট গণ তাঁহার একজন Confidential clerk কে হাত করে। সে অন্যান্য কাগজ পত্রের সহিত "ফরোয়ার্ডে" প্রকাশিত চিঠি খানাও সই করাইয়া লয়। মৌলবী সাহেব তখন এত ব্যস্ত ছিলেন যে কাগজ পত্র পড়িয়া দেখার সময় ছিল না। পরে চিঠি কৃষ্ণনগরে এক রায় বাহাদুরের নামে পাঠান হয়। পিওনকে হাত করিয়া একজন স্বরাজিষ্ট সেই চিঠি লয়।

—

অবশ্য অনেকে এই গল্প দীনেন্দ্রকুমারের রহস্য লহরী সিরিজের গল্প অপেক্ষাও চমকপ্রদ বলিয়া মনে করিবে। সে কথা যাক, মৌলবী সাহেব এতদিন চুপ করিয়া থাকিয়া আজ সব কথা প্রকাশ করিবার একটা কৈফিয়ৎও দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে কোন প্রমাণ দিতে পারিতেন না বলিয়া এতদিন তিনি চুপ করিয়া ছিলেন। এখন প্রমাণ পাইয়াছেন।

—

তিনি বলিয়াছেন যে, চিঠিটা তাঁহার নয় শুধু সই তাঁহার, চিঠিটা তিনি পড়িয়াও দেখেন নাই বিনা প্রমাণে সে কথা বিশ্বাস করিবে না বলিয়াই তিনি চিঠি অস্বীকার করিয়াও ক্ষান্ত ছিলেন। তাহার উপর সই যে তাঁহার এই কথাই দেশবন্ধু কাউন্সিলে বলিয়াছিলেন—তাহা ত তিনি এখন অস্বীকার করিতেছেন না। কিন্তু তখন কি তিনি তাহা স্বীকার করিয়াছিলেন ?

—

আজ নাকি তিনি সমস্ত ষড়যন্ত্র জানিতে পারিয়াছেন—প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই ষড়যন্ত্রে যাহারা যোগ দিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার নিকট দোষ স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহারা কি কি করিয়াছেন তাহার ফিরিস্তি লিখিয়া তাঁহাকে দিয়াছে। প্রয়োজন হইলে এই সকল লোক আদালতে উপস্থিত হইয়া শপথ করিয়া এই সকল কথা বলিবে।

—

ভাল কথা—তাহা হইলে মৌলবী সাহেবের কলঙ্ক মোচন হইবে। কিন্তু একটা সন্দেহ আমাদের মনে উপস্থিত হইয়াছে—আশা করি মৌলবী সাহেব তাহার নিরসন করিবেন। তিনি "Statesman"কে যে চিঠি দিয়াছেন তাহাতে আছে—It is also well known that in this warfare (মন্ত্রীগণের বিরুদ্ধে) some of the Swarajists, who now claim to belong to the Bose group (including my rival), did not hesitate to stoop to any means, however objectionable, in order to procure our (মন্ত্রীদের) downfall.

—

মৌলবী সাহেবের মত যে—যাহারা মন্ত্রী হক সাহেবের বিরুদ্ধে ছিল তাহারাই মেয়র পদপ্রার্থী হক সাহেবের বিরুদ্ধবাদী হইয়াছিল—এখনও তাহার বিরুদ্ধে এবং এখন যাঁহারা গুপ্ত পার্টির দলে তাহারা তাঁহার মন্ত্রীত্বের বিরুদ্ধে কোন হীন কাজ করেন নাই। মৌলবী সাহেব এখন এই গুপ্ত কংগ্রেস পার্টির দলে। এখন বোস গ্রুপের লোক—যাহারা মৌলবী সাহেবের বহুদিনের শত্রু হঠাৎ আসিয়া মৌলবী সাহেবের নিকট দোষ স্বীকার করিয়া ফেলিল এমন কি স্বীকার পত্র লিখিয়া দিল (ইহাতে তাহাদের জেল পর্য্যন্ত হইতে পারে) একথা যেন কেমন কেমন ঠেকিতেছে।

—

এখন যাহারা গুপ্ত পার্টির দলে তাহারা যদি তাঁহার মন্ত্রীত্ব নাশের জন্য এইরূপ হীন কাজ করিত, তবে আজ তাঁহাকে দলে পাইয়া তাঁহার নিকট দোষ স্বীকার করিতে পারিত কিন্তু পত্রখানির প্রারম্ভে তিনি সে পথ মারিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং শত্রু পক্ষের এই ব্যবহারের একটা যুক্তিযুক্ত কারণ না দেখাইতে পারিলে মৌলবী সাহেবের কথার মধ্যে অনেকটা ফাঁক থাকিয়া যাইবে।

—

দোষ স্বীকারকারী বোস গ্রুপের লোক গুলির নাম মৌলবী সাহেব প্রকাশ করিবেন কি ? তাহারা দোষ স্বীকার করিয়াছিল কেন সেকথা কি তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ? তাহারা কি অনুশোচনার জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার নিকট আসিয়াছিল ? এই দোষ স্বীকার তাহারা কবে করিয়াছিল—তিনি গুপ্ত পার্টিতে যোগ দিবার পরে না পূর্ব্বে ?

—

মৌলবী সাহেব একজন ভাল উকিল। তিনি জানেন বোধহয় যে দোষ স্বীকার দোষীর মনের অনুশোচনার ফল—অন্য কারণে দোষ স্বীকার আইনতঃ গ্রাহ্য নয়। নৈতিক কারণেও তাহা গ্রাহ্য নয়। সুতরাং মনে করিতে হইবে তাহা অনুশোচনার ফল। কিন্তু সেই অনুশোচনাপ্রবণ মন লইয়া তাহারা কি করিয়া আবার মৌলবী সাহেবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইল ? অবশ্য ইহার উত্তর আইনজ্ঞ মৌলবী সাহেব দিতে অক্ষম—ইহা মনস্তত্ববিদের কাজ। কিন্তু একটা কারণ না দেখাইলে লোকে বুঝিবে না।

বিবিধ প্রসঙ্গ

—o—

ভারত ও রক্ষণশীলগণ

রক্ষণশীল দল ভারতের খুব হিতৈষী যাহাতে ক্ষমতার অতিরিক্ত কিছু পাইলেও ভারতের অনিষ্ট হয় সেজন্য তাঁহাদের খর-দৃষ্টি। যাহা জীর্ণ হইতে পারে, তাহা অপেক্ষা গুরু আহার ত আর রোগীকে দেওয়া যায় না। তাই পার্লামেন্টের সভ্য মিঃ বোমণ্টের উক্তি—ভারতের পক্ষে গণতন্ত্র উপযোগী নয় আমাদিগকে চমৎকৃত করিতে পারে নাই। দেশ ত তাঁহারা ভাবককে না হয় উপবাসেই রাখুন না কেন! তবে ভুলিয়া যাইবেন না যে hungry stomach is a dangerous thing

ভারত ও গণতন্ত্র

আর গণতন্ত্র? সেত আজ কোথাও উপযোগী নয়। ইটালী, জার্ম্মণী, ও অষ্টেরাতে তাহার শেষ হইয়াছে—আমেরিকাতেও তাহা যায় যায় হইয়াছে। আজ ডিক্টেটারের যুগ। ইংলণ্ডে গণতন্ত্র নাই বলিয়া এখনও বাঁচিয়া আছে—সেখানে যে রাষ্ট্রতন্ত্র প্রচলিত তাহা গণতন্ত্র নয়—বরং ধনী তন্ত্র বলিতে পারা যায়। কিন্তু সে দেশেও ডিক্টেটারের কথাও দু একবার শোনা যাইতেছে—ফ্যাসিষ্টদলও গঠিত হইয়াছে। সুতরাং গণতন্ত্র যদি ভারতের উপযোগী না হয়—তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। আজ ভারত চায় স্বতন্ত্র। সে বিষয়ে কিছু বলিবার আছে কি?

হতাশা

শ্বেতপত্র কি শুধু পত্র? অনেকে যে তাহার জন্য পশ্চিমমুখী হইয়া তপস্যা করিতেছেন কিন্তু তাঁহাদের সাধনার সিদ্ধি ক্রমশঃই সরিয়া যাইতেছে। তাঁহারা আলোর আশায় বিলাতের দিকেই নয়ন ফিরাইয়া আছেন কিন্তু "সুদূরের আলো সুদূরেই রহিয়াছে। শীত গেল, বসন্ত গেল, গ্রীষ্ম—বর্ষার পর হেমন্তের আশায় আছেন কিন্তু বলডুইন সাহেব আজ তাঁহাদের সে আশা ভাঙ্গিয়া দিলেন। তিনি বলিতেছেন যে আগামী শীতের পূর্ব্বে "সাদা কাগজ পার্লামেণ্টে উঠিবেই না। ব্যবস্থা পরিষদ ত সেই জন্য ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইতেছে। এখন হইতেই এই সকল সাধকদের উত্তর সাধকগণ যেন সতর্ক থাকেন heart failure এর ঔষধ যেন সর্ব্বদাই নিকটে থাকে।

শ্রী মেঘনাদের জবাব

—০—

বর্ত্তমান সংখ্যার "আজ কালে" শ্রী নিবারণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমার ইতিপূর্ব্বে লিখিত "আলোচনার সমালোচনা"র উত্তরে "সাহিত্যে পরিচিত অপরিচিত" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন দেখিলাম। তিনি নাকি আমার সমালোচনায় কোন যুক্তি তর্ক পান নাই, তাই বর্ত্তমান সংখ্যায় যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমান প্রবন্ধে (অথবা সমালোচনায় (?)) লিখিত প্রশ্নের উত্তর গৌণতঃ তাঁহার নিজের লিখিত প্রবন্ধের মধ্যেই প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার বিশেষ প্রশ্ন হইতেছে যে—"সাহিত্য ক্ষেত্রে তিন জন অপরিচিত,' তিনি পরিচিত সাহিত্যিক কি ভাবে বিচার করেন জানিতে চাহ ?" কিন্তু 'পরিচিত সাহিত্যিক' এই কথার অর্থ বুঝিবার পূর্ব্বে 'সাহিত্য'—এই কথাটির প্রকৃত অর্থ জানা উচিত ছিল। তৎপূর্ব্বে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে প্রশ্নকর্ত্তা আমার লিখিত প্রবন্ধটি ভাল করিয়া পড়িয়াছিলেন কি ? অথবা, উহার অর্থ তাঁহার সম্যক্ বোধগম্য হয় নাই। কারণ, আমি লিখিয়াছিলাম, "ইহাদের দুইজন সাহিত্য ক্ষেত্রে একেবারে অপরিচিত এবং তৃতীয়টী যদিও সাহিত্যক্ষেত্রে একেবারে অপরিচিত নন,... ইত্যাদি।" ইহার অর্থ কি "সাহিত্য ক্ষেত্রে তিনজন অপরিচিত"—এইরূপ হয় ? তাঁহার কষ্টকল্পিত অর্থে ইহাই মনে হয় যে তাঁহাকে 'অপরিচিতের' পর্য্যায় ভুক্ত করায় তিনি ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। কিন্তু, তাঁহার জানা উচিত যে 'পরিচিত' বা অপরিচিতের কোন বিশেষ অর্থ নাই। প্রকৃত সাহিত্যিকের পরিচয় তাঁহার লেখার সংখ্যার (Quantity) উপর নির্ভর করে না, বা বিশেষ কোন দুই একটি পত্রিকায় নাম ছাপা হইলেই কেহ সাহিত্যক্ষেত্রে যে সুপরিচিত হইলেন একথা মনে করাও বাতুলতা মাত্র।

সাহিত্যিকের কথা আসিলেই সাহিত্যের কথা আসাও সম্ভবপর। লেখক নিজেও সে কথা টানিয়া আনিয়াছেন ও বর্ত্তমানে অতি আধুনিক সাহিত্যের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন (সম্ভবতঃ তাঁহার বর্ত্তমানে লিখিত প্রবন্ধের (বা 'আলোচনার) 'ষ্টাইল' ভাব, ভাষা..." ইহারই নমুনা)। ছাপার হরপে কয়েকটি বাক্য প্রকাশিত হইলেই যেমন তাহাকে সাহিত্য বলা চলে না,সেইরূপ যাঁহার নামে উহা প্রকাশিত হয় অথবা যিনি উহা পাঠ করেন তাঁহাকেও সাহিত্যিক বলা চলেনা। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখক সাহিত্যের যে Defination দিয়াছেন, এবং স্বীয় 'ষ্টাইল, ভাব, ভাষা, দ্বারা সে নমুনা দিয়াছেন, ইহাকে অনুসরণ করিয়া লোকে সাহিত্যের নামে আর যাহাই কিছু রচনা করুক, প্রকৃত সাহিত্য যে কখনও রচনা করিতে পারিবে না, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "এই বর্ত্তমান (?) শতাব্দীর আধুনিকতম যুগে সাহিত্যের স্রোত যে রূপ ও বৈচিত্র (?) পরিগ্রহ করিয়াছে নবীনদের হাতে, তার অতলে তলাইয়া যাইবে প্রাচীনদের ষ্টাইল, ভাব, ভাষা.. ?"—অন্ততঃ, এইরূপ 'ষ্টাইল ভাব, ভাষা ' লইয়া সাহিত্যের 'আশ্চর্য্যতম সৃষ্টি'—চলিবেনা, এবং চলিতে গেলে সাহিত্যের 'রূপ ও বৈচিত্রের(?) সহিত 'সাহিত্য' নামটিরও পরিবর্ত্তন ঘটিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এ-প্রকার "ষ্টাইল, ভাব, ভাষা..." র "লেখা" হাজার উৎকৃষ্ট হইলেও ' চিরদিনই "গ্রোপের (?) বাহরে বলিয়া অজুহাতে (!) তাহা ছাপা হয় না' এবং কখনও হইবেও না। সাহিত্যের ষ্টাইল বা ভাষার যতই পরিবর্ত্তন হউক, সাহিত্য চিরদিনই সাহিত্যই থাকিবে,—তাহার আলোচনা বা তাহার রস মাধুর্য্য চিরদিনই থাকিবে ও সাহিত্যিক মাত্রেই উপভোগ করিবে। কিন্তু লেখক প্রকৃত সাহিত্যের সহিত অসাহিত্য বা কুসাহিত্যকে এক করিয়া জড়াইয়া সাহিত্যের যে অপূর্ব্ব definition ও তাহার অদ্ভুত নমুনা সাধারণের সম্মুখে ধরিয়াছেন, সাহিত্য ক্ষেত্রে এ কথার উল্লেখ করিয়া ধরিয়া দেখাইতেও লজ্জা বোধ হয়।

"সাহিত্যে পরিচিত অপরিচিত" সম্বন্ধে যে প্রশ্ন উঠিয়াছে, তাহার সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া আর কিছু বলিবার আমার নাই।

তবে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে যে আধুনিকতম সাহিত্যের নমুনা লেখক দয়া করিয়া দিয়াছেন একপ সাহিত্যের স্রষ্টাদের নাম এখনও 'অপরিচিতের' পর্য্যায় ভুক্ত হইয়াই আছে, কারণ এরূপ সাহিত্যের রস যে শ্রেণীর পাঠকদিগের মনোরঞ্জন করিতেছে সে শ্রেণীর পাঠকদিগকে আর যাহাই কিছু বলিনা কেন সাহিত্যিক বা সাহিত্য রসিক বলা চলে না। যদি একান্তই বলিতে হয় এবং লেখকের মতে শতকরা ৯০জন পাঠক যদি এই শ্রেণীর হয় তবে এরূপ সাহিত্য সূর্য্যের প্রদীপ্ত তেজের সম্মুখে রবীন্দ্র বা শরৎ সাহিত্যচন্দ্র চিরদিনের মত যেন অবিলম্বে নিষ্প্রভ হইয়া যায়। কিন্তু ভরসা এই, লেখকের আশা ভরসা বা স্বপ্ন চিরদিন কাল্পনিক স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে।

অন্যান্য অবান্তর কথা তুলিয়া আর কোন কথা বলিবার ইচ্ছা নাই, তবে আলোচ্য প্রবন্ধটির মধ্যে ছাপার ভুলত্রুটী না থাকায় এবং লেখক মহাশয়ের প্রবন্ধের আদি ও অকৃত্রিম ভাষা মুদ্রিত হওয়ায় আমি পাঠক পাঠিকার প্রবন্ধের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া দেখাইতে ইচ্ছা করি এবং জিজ্ঞাসা করি এই শ্রেণীর 'ষ্টাইল' ভাব, ভাষা ·" সম্বলিত সাহিত্যের গতি কি সত্যই এইরূপ চলিতেছে বা অদূর ভবিষ্যতে এইরূপ হইবার সম্ভাবনা? অবশ্য সাহিত্য অর্থে প্রকৃত সাহিত্যের ধারাকেই বলিতেছি,—কেবল এই এক বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্যের কথাই তুলিতেছিনা।

রেডিও

লাউড স্পীকার

—০—

বেতারে রেকর্ড এত বেশী রকম দেওয়া হইতেছে যে শ্রোতারা সত্যই বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে কয়েকবার এত বেশী রেকর্ড দিবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়াছি। এবং তার কারণও দেখাইয়াছি।

—

কিজানি কেন, কর্ত্তৃপক্ষের সে দিকে দৃষ্টি পড়ে নাই। হয়ত খরচ কমাইবার জন্য তাঁহারা রেকর্ড দিতেছেন। কিন্তু, যাঁহারা লাইসেন্স লইয়াছেন তাঁহারা তাহা মানিয়া লইবেন কেন? আমরা এখনো কর্ত্তৃপক্ষকে এবিষয়ে অবহিত হইতে অনুরোধ করি।

—

রেকর্ড আর রেকর্ড। একে এই অসহ্য গরমে লোকে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছে, তার উপর যদি এই রেকর্ডের উৎপাত চলে তাহা হইলে প্রাণ তো আর বাঁচে না।

—

১৪ই মে সোমবার মহিলা মজলিসে প্রথম ৩টী হিজ মাষ্টারস রেকর্ড বাজিল। পরে বীরেন বাবু "মেয়েদের নৃত্যকলা" লইয়া আলোচনা করিলেন। তৎপরে তিনি পিয়ানো বাজাইয়া ২টী হিজ মাষ্টারস রেকর্ড দিলেন। একুনে পাঁচ খানি রেকর্ড।

—

১৫ই মে মঙ্গলবার বিদ্যার্থী মণ্ডলে এন চ্যাটার্জ্জির বক্তৃতার পর গৌরবাবু ৪৫ মিনিট 'দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ' পাঁচালী গাহিলেন। তৎপর দুটি হিজ মাষ্টারস রেকর্ড বাজানো হইল।

—

১৬ই বুধবার প্রথম ৪ খানি হিজ মাষ্টারস রেকর্ড বাজিল। তৎপরে নলিনী মোহন লাহিড়ী (উড়ে যাত্রার ন্যায় প্রতি কথায় জোর দিয়া) গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করিলেন।

—

১৭ই মে বৃহস্পতিবার বিদ্যার্থী মণ্ডলে এন চ্যাটার্জ্জি "বাষ্পের আবিষ্কার কাহিনী" লইয়া আলোচনা করিলেন। মহিলা মজলিসে বিষ্ণুশর্ম্মা "স্ত্রী শিক্ষা ও প্যারিচাঁদ মিত্র" লইয়া আলোচনা প্রসঙ্গে প্যারিচাঁদের জীবনী ও তৎকালীন তাঁহার স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে রচিত কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। অতঃপর বেসুরো পিয়ানো ঠকাঠক্।

—

১৮ই মে শুক্রবার হিন্দুস্থানী রেকর্ড বাজানোর পর মহিলা মজলিসে বিষ্ণুশর্ম্মা 'মৃত্যু' লইয়া আলোচনা করিলেন, অতঃপর একঘেয়ে বেসুরো পিয়ানো বাদন ও একটি হিজমাষ্টারস রেকর্ড দিলেন।

—

১৯শে মে শনিবার প্রথম এন চ্যাটার্জ্জি "বাষ্প শক্তির সহিত কয়লার" সম্পর্ক লইয়া আলোচনা করিলেন। মহিলা মজলিসে 'চুম্বকের' কথার পরিবর্ত্তে ৭।৮ জন মহিলার স্বাক্ষরিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গ আলোচনার জন্য অনুরোধ পত্র পাইয়া বিষ্ণুশর্ম্মা 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' পাঠ করিলেন। তৎপরে পিয়ানো বাজাইয়া দুটি কলম্বীয়া রেকর্ড দিলেন।

—

মঙ্গলবার কমলেন্দ্র রায় 'সিন্‌কোনা ও তাহার চাষ' সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা মোটের উপর মন্দ নয়। তারপর পিয়ানো বাজনা সুরু হইল। এইরূপ পিয়ানো ও রেকর্ড দুইই আমাদের কাছে বিরক্তিকর।

—

মিস কমলাবালার হিন্দি গজল ও দাদ্‌রা বেশ সুন্দর লাগিল। কুরুভুলা খাঁর হিন্দি খেয়াল মন্দ নয়। মিস কমলাবালার 'দেখা হলে এই অবেলায়" গানটি চির সুন্দর।

—

মিস্ বীণাপাণি দুখানি বাংলা গান গাহিলেন। 'কত কথা আছে বল সই' ও 'ওরে ভাঙ্গ কত রঙ্গে'। এদিন তাঁহার গান শুনিয়া আমরা সুখী হইতে পারি নাই।

—

তারপর ঘোষক শ্রীবীরেনভদ্র বলিলেন, যে আমরা যদি গান ধরি তাহা হইলে শ্রোতারা সেট্ বন্ধ করতে বাধ্য হইবেন।' তা খুবই সত্য। তিনি একটি আবৃত্তি করিলেন। মন্দ নয়।

—

বুধবার তারকনাথ দের বেহালা বাজনো ভাল। নেপেন চ্যাটার্জ্জির "শিল্প কলা" সম্বন্ধে বক্তৃতা মন্দ নয়।

—

মিস রাধারাণী ৩টি গান গাইলেন। "কেন গো কুঞ্জ বনে" "নিশিদিন জাগরণে" ও "নীবজনে সখি বলো বঁধুয়ারে"। শেষ গানটী কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা মিস্ ইন্দু বালার মুখে বেতারে শুনিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় মিস্ রাধারাণীর মুখে নিতান্ত অশ্রাব্য লাগিল। গায়িকাকে আমরা স্মরণ করাইতে চাই যে গলার quality বুঝিয়া গান গাওয়া উচিত। অপর গায়কের গান মন্দ হয় নাই।

—

হতভাগিনী

শ্রীনকুড় চন্দ্র মিত্র

—০—

ছেলেটা চরিত্র হারাইয়াছিল।

গুরুদাস অমন মানুষ। তাহার ছেলে যে কি করিয়া চরিত্র হারাইল, তাহা গুরুদাসের অন্তরঙ্গ বন্ধুরা ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু কিঙ্কর গোপনে চরিত্র খোয়াইয়াছিল।

সংসর্গের এমনই প্রভাব।

মা সন্দেহ করিয়াছিলেন প্রথমে। গুরুদাস রাগী মানুষ, তাই তাঁহাকে কিছু জানান নাই। কিন্তু গুরুদাস ক্রমশঃ সব বুঝিলেন। রাগিলেন না।

কল্যাণী বলিলেন, "উপায়!"

গুরুদাস বলিলেন, "উপায় আর কি! সর্ব্বদাই এখন পুত্রের মৃত্যু-কামনা!"

আহত-মাতৃস্নেহে কল্যাণী কি বলিতে যাইতেছিলেন—গুরুদাসের মুখের দিকে চাহিয়া থামিয়া গেলেন।

বিনোদ সেদিন গুরুদাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া অনেক দুঃখ করিয়া গেলেন, বলিলেন, "গুরুদাস, তোমার বরাত। যাক্, কথাটা এখনো গোপন আছে—বাড়ীর মেয়েদেরও যেন কিছু জানতে দিও না—বাইরে জানাজানি হয়ে পড়লে ভারী কেলেঙ্কারী হবে। কাছে ডেকে মাঝে মাঝে উপদেশ দিও, আর লক্ষ্য রেখ যেন কুসংসর্গে আর না যায়।"

গুরুদাস ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে কল্যাণীকে ডাকিলেন—"শোন"।

কল্যাণী আসিয়া শীর্ণভাবে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কি বল।"

গুরুদাস স্বর নামাইয়া বলিলেন, "কিঙ্করকে কাল বাড়ী থাকতে বলো—কাল তাকে পাকা দেখতে আসবে।"

কল্যাণী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "পাকা দেখতে? তা কোথায় ঠিক করলে? মেয়ে কেমন দেখতে? কিছু ত আমায় বলনি। কত দেবে থোবে—"

গুরুদাস ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "আমায় আর দিক্ ক'রো না।......মেয়ে দেখতে সুন্দরী, এইটুকু শুধু জেনে রাখো।"

উৎফুল্ল মুখে কল্যাণী বলিলেন, "তা বেশ হল। কবে দিন স্থির করুচ।"

গুরুদাস বলিলেন, "এই মাসেরই শেষাশেষি।" খানিক পরে গুরুদাস পুনরায় বলিলেন, "কথাটা আর বিশেষ জানাজানি ক'রো না।"

পাকা দেখা হইল—বিবাহ হইল—মেয়ে শ্বশুর ঘর করিতে আসিল।

বিনোদ আসিয়া গুরুদাসকে বলিলেন, "কিঙ্করের জন্ম আর ভেব না। ছেলেটা বেঁচে গেল। তাড়াতাড়ি বিয়েটা দিলে, এইটাই খুব সুযুক্তির কাজ করলে। বার দোষটুকু এবার সেরে যাবে।..."

গুরুদাস বলিলেন, "এ ছাড়া আর ত কোন উপায় দেখলাম না।"

স্ত্রীকে দেখিয়া কিঙ্কর মুগ্ধ হইল। হাঁ, রূপবতী বটে! এতখানি রূপের সমস্তটারই অধিকারী সে। এমন সে কোনদিন আশা করে নাই।

গুরুদাস কল্যাণীকে স্মিত হাস্যে জিজ্ঞাসা করেন, "ছেলে কি বলে?"

কল্যাণী হাসিয়া জবাব দেন, "বলবে আর কি। সোনার শিকলে ছেলে এবার বাঁধা পড়েছে।"

স্বামী-স্ত্রীর উভয়েরই প্রাণটা যেন এক সুরে বলিয়া উঠে, 'আচ্ছা, তাই হ'ক।'

কিঙ্করের জীবনে সত্যই একটা পরিবর্ত্তন দেখা গেল। কিঙ্কর প্রথম যৌবনের উন্মত্ত-ভাব যাহা কিছু করিয়াছে, সমস্তরই জন্ম অনুতপ্ত। কিঙ্কর এ জীবনে আর পাপ পথে যাইবে না, এ বিষয়ে সে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।

অশ্রু গরীবের মেয়ে। একান্ত নত-নম্র ও শান্ত। শ্বশুর শাশুড়ী ও স্বামীর সে বড়ই বশীভূত।

রূপেগুণে অশ্রু গুরুদাসের গৃহ আলো করিল। গুরুদাস পুত্রবধূ অন্তপ্রাণ। কল্যাণীর সেবা শুশ্রূষাও আর তাঁহার পছন্দ হয় না। ঘুরেন, ফিরেন, আর ডাকেন "বৌমা—কোথায় মা!"

কল্যাণী অশ্রুকে সংসারের কুটি টি পর্য্যন্ত নাড়িতে দেন না। বলেন, "না, মা, তোমার কষ্ট হবে। আর একটু বড় হও—ছেলেপুলের মা হও, তখন সংসার শিখবে জানবে। আমি যদ্দিন সক্ষম আছি, তদ্দিন চালিয়ে যাই।"

শ্বশুর বাড়ীতে এত যত্ন—ইহা অশ্রু পূর্ব্বে কল্পনাও করিতে পারে নাই। মায়ের চিঠির উত্তরে অশ্রু লেখে, "ভাল আছি—ভেব না—এখানকার মা বাবা ঠিক যেন তোমাদের মত আমায় যত্ন করেন।..."

দ্বিতীয়বার স্বামীঘর করিতে আসিয়া অশ্রু দেখিল, কিঙ্করকে তাহার প্রথমবার যেমন লাগিয়াছিল, এবার যেন তেমন লাগে না। কিঙ্করের মেজাজটা একটু ক্ষিপ্র। রাত্রে বাড়ী আসিতে দেরী করে। কোথায় থিয়েটার, না গান-বাজনা কি লইয়া তাহার ফিরিতে বিলম্ব হয়।

অশ্রু বলে, "রাত কর কেন তুমি,—শরীর ত তোমার ভাল নয় ..."

কিঙ্কর বলে, "কেন, কি হয়েচে তাতে? আমায় কি তোমার সন্দেহ হয় নাকি?"

অশ্রু নতমুখে বলে, "সন্দেহের কথা কি বলচি?"

অশ্রু চুপ করিয়া থাকে। কিঙ্কর নিরুত্তর।

সে দিন কি করিতে অশ্রু ঘরে আসিয়াছিল। কিঙ্কর বিছানায় শুইয়া একখানা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস পড়িতেছিল। অশ্রুকে কিঙ্কর দুই বাহুতে বেষ্টন করিল।

অশ্রু নিঃশব্দে স্বামীর বুকের উপর মাথা রাখিল। একটু পরে বলিল "একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করবো?"

কিঙ্কর বলিল, "কি বল।"

অশ্রু বলিল, "ঠিক উত্তর দিবে? আমার গা ছুঁয়ে বল, ঠিক উত্তর দেবে?"

কিঙ্কর একটু নড়িয়া বলিল, "আগে কথাটা কি শুনিই না। না শুনে কি উত্তর দেব?"

অশ্রু বলিল, "আচ্ছা তুমি আমায় ভাল বাস?"

হাসিয়া উঠিয়া কিঙ্কর বলিল, "এই কথা! তাই ভাল!" বলিয়া আবার হাসিল।

অশ্রু খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে বলিল, "তা তাহলে আমায় বাস না, কেমন?"

কিঙ্কর বলিল, "বাসি, বাসি। ওঠ ত বুকে বড় লাগচে, মাথাটা একবার তোল ত।"

অশ্রু উঠিয়া ঘরের মধ্যে আপনার কাজ সারিয়া চলিয়া গেল।

কয়দিন হইতে মার এক খানা চিঠি আসিয়া পড়িয়া আছে, উত্তর দেওয়া হয় নাই! আজ আবার একখানা আসিল, কাজেই উত্তর লিখিতে হইল। অশ্রু সকলেরই কুশল সংবাদ দিল, কিন্তু নিজের কথা আর একটাও লিখিল না।

গুরুদাস সে দিন কোথা হইতে আসিয়া অশ্রুকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন, "আয় মা দেখি,—ঠিক হাতে হ'ল কি।" বলিয়া একটা ভেলভেটের বাক্স হইতে এক সুট্ চুড়ি বাহির করিল।

অশ্রুর হাত লইয়া নিজেই চুড়ি পরাইতে বসিয়া গেলেন। কল্যানী হাসিয়া বলিল "চুড়িগুলো ভাঙবে। সর—আমি পরিয়ে দিচ্ছি।"

চুড়ি-পরা হাত দুখানি ঊর্দ্ধে তুলিয়া ধরিয়া গুরুদাস বলিলেন, "দেখ দেখি মা, কেমন মানিয়েছে।"

অশ্রু বলিল, "একসুট ত ছিল বাবা, আবার কেন—"

গুরুদাস বলিলেন, "তা হ'ক, তা হ'ক। ...দু'সুট্ থাক্।..."

অনেক দিন বিনোদ আসেন নাই। গুরুদাস আজ সন্ধ্যায় তাঁহার বাড়ীতে চা পান করিতে গেলেন। বিনোদ বাড়ী ছিলেন না। খানিক পরে হাটবাজার হাতে লইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

চা পান করিতে করিতে বিনোদ বলিলেন, "ভাইও—'

গুরুদাস বলিলেন, "ষ্টুপিড একেবারেই জাহান্নমে গেছে। বিয়ের পূর্ব্বে তবু যেন লুকোছাপা করে চল্‌ত, এখন আর ভয় ডর রাখে না।...যে একবার পা পিছ্‌লেচে বিনোদ, তার পক্ষে ফেরা বড্ড শক্ত।..."

গভীর রাত্রে কিঙ্করের ঘর হইতে চাপা-কণ্ঠ শোনা গেল, "আমায় তুমি বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দও। পাঠিয়ে দিয়ে যা খুসী কর। আমার সামনে নয়।

কিঙ্কর উচ্চকণ্ঠে বলিল, "বাপের বাড়ীই তোমায় যেতে হবে এবং গিয়ে সেখায় চিরদিন থাকতে হবে।"

অশ্রু বলিল, "লজ্জা করে না তোমার? তুমি মদ খেয়ে এসেছ? রাত্রে কোথায় যাও, কোথায় থাক তা কি আমি বুঝতে পারি না মনে কর।"

ক্ষিপ্ত ভাবে কিঙ্কর বলিল, "সাবধানে কথা কও অশ্রু।

তেজের সহিত অশ্রু বলিল, "আমার নাম আর তুমি মুখে এনো না। তুমি আমার কেউ নও। তোমার সঙ্গে এক শয্যায় শুতেও আমি ঘৃণা..."

হঠাৎ আর সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। পরক্ষণেই কি যেন হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া গেল। অশ্রু যেন রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "উঃ-মা!" তারপর কিঙ্করের ঘর নিস্তব্ধ।

অশ্রুর বাপ অশ্রুকে লইতে আসিলেন। অশ্রু বলিল, "কোথায় আর যাব বাবা? এইখানেই তোমরা আমায় দিয়েছ। এইটাই আমার চিরদিনের ঘর।...ভিতরের কথা শুনেচ যদি সব, সেজন্য দুঃখ করো না। বরাত আমার—বরাত তোমাদেরও। ফিরে যাও, মাকে দুঃখ করতে বারণ করো। যখন আর সহ্য করতে পারবো না, তখন তোমাদের কাছে ফিরে যাবো।"

চক্ষের জল ফেলিয়া অশ্রুর বাবা চলিয়া গেলেন। অশ্রুও কাঁদিল।

রাত্রি তখন বারটা! কিঙ্কর ফিরে নাই। আজ আর ফিরিবে কিনা স্থিরতা নাই। সন্ধ্যার বাহির হইবার পূর্ব্বে অশ্রুর সহিত তাহার খুব খানিক ঝগড়া হইয়া গিয়াছে। রাগের মুখে কিঙ্কর বলিয়াছে, "তুমি বেঁচে থাক অবধি, আমার জীবনে আর সুখ নেই।"

একটা বাজিল। তখনো কিঙ্কর ফিরিল না।

হঠাৎ গুরুদাসের বাড়ীর ছাতের উপর দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠিল।

পাশের বাড়ী হইতে চীৎকার উঠিল, "আগুন, আগুন"

চারিদিকের লোক জাগিয়া উঠিল।

অশ্রুকে ধরাধরি করিয়া যখন নীচে নামান হইল, তখন স্পিরিটের আগুনে তাহার সমস্ত অঙ্গটাই দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। চেহারা এমনি বীভৎস হইয়াছে যে, চাহিলে ভয় হয়।

হাঁসপাতালে পাঠানর সুযোগ হইল না—অশ্রু কয়েক মুহুর্ত্তের মধ্যেই মারা গেল।

গুরুদাসের সহিত সেদিন বিনোদের দেখা হইল। বিনোদ বলিলেন, "কি আর করবেন গুরুদাস। নিজের হাতে মেয়েটা যখন নিজের প্রাণ নিল, তখন—"

গুরুদাস মুখ তুলিয়া বলিলেন, "নিজের হাতে সে ত প্রাণ নেয় নি, বিনোদ—ও ত' আত্মহত্যা নয়, আমিই যে তাকে হত্যা করেচি।...নিজের ছেলের কথাই ভাবলুম, মেয়েটার কথা কি একবার ভেবেছিলুম?—

বিনোদ চুপ করিয়া রহিলেন।

—

ব্যর্থ বসন্ত

শ্রীহাসিরাশি দেবী

— ০ —

জীবনের দেব-দেউলে ফাগুন আজ নয় পূজারী,
দেবতা শূন্য-আসন কে দেবে পুষ্প ডারি ;
জীবনের স্বপন পুরে যে বীণা বাজলো সুরে,
তাহারই পরশখানি এবুকে লাগলো না গো,
আজও তাই প্রাণ যে কাঁদে নিশিথের আলেয়াতে
কহে যে কাণে কাণে "দরদী বন্ধু ! জাগো।"
জাগেনা ফুল গাহিতে পুলক আকুল চিতে
স্বপনের চাঁদিনীতে স্বরগের রাজকুমারী ॥
দেবতা শূন্য আসন কে দেবে পুষ্প ডারি ?

যেথা যাও চুপিসারে ওগো ও পথিক হাওয়া !
আমি তার খবর জানি জানি এ আসা যাওয়া।
সেদিনের সেই পরিচয় পুরাতন,— আজ নব নয়,
চিনি হে তোমায় চিনি, এ দ্বারে যতই ডাকো,
এ দুয়ার খুলবে না আর, মিছে তাই সাধনা তার ;
পাষাণে স্মৃতির ছবি কোনদিন মুছবে নাকো।
ডাকে না দীপ্ জ্বালিতে আঁধারের দেউলটিতে
প্রতিদিন নূতন গীতে পরাণের রূপ্ ভিখারি।
দেবতা শূন্য আসন, কে দেবে পুষ্প ডারি ?

দেউল আজ ভগ্ন শ্রীহীন আসন ঐ ভূলুণ্ঠিত,
দেবতা বিদায় নেছে প্রহরী জীবন্মৃত ;
হারানো দিবস যামী আজও যে খুঁজছি আমি ;
বন্ধু ! আপন ভোলায় কেন আর বৃথায় ডাকো,
নিয়ে যাও সব উপহার এ পরাণ পূর্ণ আমার,
স্মৃতিরই সুপ্তি মগন, এ স্বপন ভাঙবেনা গো।
আমি এ আপন ভোলা ফিরাবে তোমার দোলা
মুছাবে সব-হারাবার বেদনার অশ্রুবারি ॥

——

প্রতীক্ষায় কেটে যায় দিন, আশা নাহি মেটে।

শ্রী পাপিয়া বসু।

— ০ —

দ্বিতলের বারান্দার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে মলিনা ভাবছিল। সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে খরস্রোতা ছোট্ট নদীটী। তারই পানে চেয়ে ভাবছিল সে উদাস মনে। প্রতিদিন এমনি করেই ভাবে। একটি দিন একটি ক্ষণ বাদ যাবার উপায় নেই। চিন্তার সুদৃঢ় জাল তাকে বেড়িয়ে ধরেছে একান্ত করে। গভীর মর্ম্মন্তুদ চিন্তার কঠিন পীড়নে বুকের ভেতরটা হয়ে গেছে ক্ষত বিক্ষত।…… চোখের অশ্রু! সে যায় তার শুকিয়ে এসেছে। পারে না আর কাঁদতে। জীবন ভোর শত কান্না কেঁদেছে সে তার উৎস আজ পায় নিঃশেষিত।

জীবনের একটা ভুলে…শুধুই একটা… সে কথাই সে ভাবে ; আজীবন এ শাস্তি, অসহ্য মর্ম্মদাহ! তিলে তিলে পলে পলে অসহনীয় যন্ত্রনার কঠিন পীড়ন। এতটুকু পাপে জগৎ জোড়া ভীষণ শাস্তির বিভীষিকা। দিন রাত্রি লেলিহান অগ্নিশিখার প্রচণ্ড দাহন। আশ্চর্য্য !

ততোধিক আশ্চর্য্য পৃথিবীর বুকে এই পুরুষ জাতি ; আর এই নির্ম্মম কঠোর সমাজ। পুরুষ যে পৌরুষের দাবী করে, জগতের বুকে বুক ফুলিয়ে কাটিয়ে দেয় দিনের পর দিন জয়ের গৌরবে, আর তারই সাথে তাল দিয়ে ফেরে নির্ব্বিচারে এই দীর্ণ সমাজ, কিন্তু বোঝে না তারা, তাদের মত

নির্বোধ, একাধারে ক্রূর শঠ, পাপাচারী আর দ্বিতীয় নেই এসংসারে।

নইলে……সুদীর্ঘ নিশ্বাসে মলিনার বুক কেঁপে ওঠে। জীবন কি তার চিরদিনই এ রকম ছিল! এমনি কলঙ্কিত ঘৃণিত জীবন! এতটুকু সামান্য পাপে, আজীবন মহাপাপকে আশ্রয় করতে সে বাধ্য হোল। বাধ্য করলে এই পুরুষ জাতি, আর এই নির্মম সমাজ! …কিন্তু সেই অতটুকু পাপের জন্যেই দায়ী কে? সে কি শুধু একা। টেনে আনলে যে একদিন প্রলোভন দেখিয়ে এপথে, কাজ সমাধা করে, বাসনার পায়ে দিয়ে আত্মবলি, একদিন সরে পড়লে নিঃশব্দে, তাকে ঠেলে দিয়ে অতল অন্ধকার গহ্বরে। একটিবার ফিরে তাকিয়ে দেখলে না, যে এই অসহায় নারী কি ভাবে কোন পথ দিয়ে এগিয়ে গেল।

তারপর একদিন যখন এসে দাঁড়াল সমাজের কাছে, নিঃসহায় নিঃসম্বল হয়ে, জানাল তার কাতর মিনতি, তখন সেই পুরুষই আবার রুখে দাঁড়াল চোখ রাঙিয়ে। যার জন্যে একদিন হোল তার এ অবস্থা, সেই শেষে উঁচু গলায় জানিয়ে দিলে, সে কুলটা বেশ্যা, সমাজের দ্বারে অধঃপতিতা, নীচ বারাঙ্গনা। সমাজ আর তাকে তুলে নিতে অক্ষম। কিন্তু তার সে পাপ ঢেকে গেল উঁচু গলার শাসানীতে, হয়ে উঠল পুণ্যময়। আশ্চর্য্য!

সেকথাই মলিনা ভাবে। নারীর উপর পুরুষ, বিশেষ করে সমাজের এত কঠোর পীড়ন কেন? কেন এত নিষ্ঠুর অবিচার? যদি এইটুকু সুযোগ দেওয়া হোত, তাহলে এ জীবন দিয়েই কি জগতের অন্ততঃ এতটুকু উপকার হতে পারত না। পারত নাকি সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনটাও পরিপূর্ণ হতে? হয়ত বা ফলেফুলে সুন্দর হয়েও ফুটে উঠতে পারত, কিন্তু নিষ্ঠুর সমাজ তা দিলে না। মুখ বিকৃত করে, করলে তাকে প্রত্যাখ্যান! জীবনটাকে দিলে চিরঅন্ধকারে সমাচ্ছন্ন করে। কিন্তু যার জন্যে হোল এ অবস্থা, সমস্ত হারিয়ে পথের উপর এসে দাঁড়ালে, সেই রইল বসে সমাজের মাথার উপর, নির্ব্বিবাদে চালিয়ে চলল তার কঠোর শাসন।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস তার বুক ভেঙে বেরিয়ে গেল।… সেই তার স্বামী গোবেচারী আর তারই সেই শঠ রসিক বন্ধু! আজ দীর্ঘ দিন পরেও মন থেকে তাদের সেই স্মৃতিকে মুছে ফেলতে পারে নি! তাদের কঠোর নির্মম বুক ভেঙে দেওয়া স্মৃতি! যার জন্যে আজ তার এ জঘন্য জীবন, দেহের বিনিময়ে জগতের বুকে বেঁচে থাকা! হীন ঘৃণ্য বাজারের বারাঙ্গনা।

…ছিল সে ভদ্র সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে, বাপ ছিলেন পদস্থ ব্যক্তি, অধিকন্তু জমিদার। জীবনের ষোলটি বছর তারই আশ্রয়ে ফুটন্ত গোলাপটির মত সর্ব্বক্ষণ হাসি নিয়ে ফুটেছিল। হেসে খেলে সমস্ত রকম পরিপূর্ণতার মাঝখানে হয়ে উঠেছিল অত বড়টি। একটি দিনের জন্যে দুঃখ কাকে বলে, সে জানে নি!…তার পর এক দিন উপযুক্ত বয়সে শুভলগ্নে বিয়েও তার হয়েছিল, জগতে সকলের যে রকম হয় তারও ঠিক তেমনি, সমস্ত আয়োজন সমস্ত শুভকার্য্যের মাঝখান দিয়ে। স্বামীও তার অনুপযুক্ত ছিল না। তার কাছ থেকেও সমস্ত রকম পরিপূর্ণতাই সে পেয়েছিল!…কিন্তু ছিল সরল—অত্যধিক সরল গোবেচারী। সব দিক দিয়ে ছিল না তার সমান লক্ষ্য সতর্ক দৃষ্টি। তাতে করেই হোল সর্ব্বনাশ। একটা সরল মানুষ ছিল যে আধুনিক জগতে যেন হলে চলে না, তাকে ঠকতে হয় পদে পদে! শেষ যাঁরা হলোও তাই সে। ভীষণ ষড়যন্ত্রের সন্ধান পেলে না এতটুকু।

ছিল তার স্বামীর এক রসিক বন্ধু। দেখতে যেমন ছিল সে সুন্দর গুণও ছিল তার কম নয়! গান বাজনা শিক্ষা বুদ্ধিতে ছিল সব দিক দিয়ে সমান। এমনি সাধারণ লোকের চেয়ে তার স্থান যে একটু উঁচুতেই ছিল, সে বিষয় সন্দেহ নেই এতটুকু। কিন্তু তারই ভেতরে যে এতটা নীচতা লুকিয়েছিল তা কে জানতে পারছিল পূর্ব্বে! কিন্তু একদিন তার স্বরূপ প্রকাশ পেল, বাইরেও ধরলে তার মূর্ত্তি!

মলিনাও ছিল রসিকা। গান বাজনায় তার হাতও ছিল নেহাৎ কম নয়। বিয়ের পূর্ব্বে বাবা মা অনেক করেই তাকে এসব শিখিয়েছিলেন। কিন্তু বিয়ের পর নানা কারণেই এসব আর ততটা এগুতে পারে নি কিন্তু এবার স্বামীর সেই বন্ধুর সান্নিধ্য পেয়ে তা ছুটে চলল অবাধ গতিতে, গান বাজনা সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক কিছু! সরল গোবেচারী স্বামী এতে তেমন খারাপ কিছু মনে করলে না; অধিকন্তু বন্ধুর উপর ছিল তার অগাধ বিশ্বাস, তাই নির্ব্বিবাদে এগিয়ে চলল মজলিস!

এক দিন, দু দিন তিন দিন! গান বাজনা চলে সঙ্গে সঙ্গে রসিকতাও বাদ যায় না। খুঁটে খুঁটে এ আনন্দের রসটুকু তারা অনুভব করে। চোখাচোখী হয়, মুহূর্ত্তে মলিনার মুখ হয়ে ওঠে লাল। বন্ধুর শুধু পড়ে একটি দীর্ঘশ্বাস। তাতে করে মলিনার বুকে যে আঘাত লাগে তার কোন সঙ্গত কারণ সে খুঁজে পায় না। বুঝতে পারে না, অপরের ক্ষুদ্র একটা দীর্ঘশ্বাসে তার বুকে এ ভাব উদয়ের কারণ কি!

কিন্তু বুঝতে পারলে একদিন! সমস্তই তার কাছে জলের মত স্বচ্ছ হয়ে গেল, যে দিন বাজনার ভুল ধরিয়ে দেবার ছলে বন্ধু তার হাতের উপর মৃদু একটা চাপ দিলে, সঙ্গে সঙ্গে মুখে খানিকটা মুচকি হাসি নিয়ে। সে দিনই বুকের ভেতর উঠেছিল তার অস্বাভাবিক সাড়া! এক প্রবল দ্বন্দ্বের ঘাত প্রতিঘাত! দিনদুই পর্য্যন্ত চোখে তার ঘুম ছিল না। চিন্তায় চিন্তায় হয়েছিল জর্জ্জরিত! কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পারলে না নিজেকে ঠিক রাখতে, পরাজয় মেনে নিতে বাধ্য হোল; একান্ত করে বিলিয়ে দিল নিজকে বন্ধুর কাছে। উত্তেজনার আধিক্যে হিতাহিত কিছুই ভেবে দেখলে না। সমস্ত কিছু ডুবিয়ে দিয়ে অতল তলে একদিন গভীর রাত্রে বন্ধুর হাত ধরে বেরিয়ে পড়লে

অন্ধকারে। গোবেচারি সরল স্বামী তার টের পেলো না এতটুকু।

কিন্তু সে রাত্রির সে অন্ধকার যে জীবন-ব্যাপী এমনি করে পরিব্যাপ্ত হয়ে যাবে একথা কি সে তখন একটিবার ভাবতে পেরেছিল? কিন্তু হোল, ছেয়ে ফেলল গাঢ় অন্ধকারে দুদিন পরেই ভেঙ্গে গেল তার স্বপ্ন। বাসনার পায়ে দিয়ে আত্মবলি, যখন পিপাসা একদিন মিটে গেল, সেদিন খুঁজে আর তার সন্ধান পেলেনা মলিনা। অন্ধকারের মাঝখানে নিঃসহায় নারীকে একা ফেলে কাপুরুষ চোরের মত পালিয়ে গেল।

জীবনের একটা ভুল; এতটুকু পদস্খলন কিন্তু তার জন্যে জীবন জোড়া নির্ম্মম শাস্তি; নারী···নারী নিঃসহায় বলে জগতে সেই শুধু একা কলঙ্কিনী, এতটুকু অপরাধে আজন্মের মত লাঞ্ছিত। পতিতা! কিন্তু এই অবলাকেই যারা ভুলিয়ে আনে প্রলোভন দেখিয়ে, তাদের প্রতি সমাজের দৃষ্টি কতটুকু! উদাস, যেন দেখেও কিছু দেখতে পায় না।

কিন্তু সে সব কথা আজকাল আর সে বড় ভাবে না। প্রশ্রয় পেতে দেয় না তার বুকের ভেতর সত্যি বলতে কেমন সাড়াও যেন এখন তুলতে সে অক্ষম। সে করুণ স্মৃতি মর্ম্মন্তুদ হলেও দীর্ঘদিন ভেবে ভেবে কেঁদে কেঁদে সে এখন একঘেয়ে হয়ে গেছে! মাঝে মাঝে ভাবিয়ে তুললেও কাঁদতে পারে না এতটুকু।

তবে আজকের এই ভাবনা তার কেন? কেন···কেন··· মলিনা সেকথার উত্তরও দিতে পারবে। বলতে পারবে এর সঠিক কারণ। কিন্তু এ উত্তর এতটা কঠিন এতটা মর্ম্মন্তুদ যে তাতে করে বুকের ভেতরটা যাবে তার খান খান হয়ে! হৃদয়-বিদারক এ প্রশ্নের উত্তর। এতটা করুণ ব্যথা ভরা যা সেই পূর্ব্বস্মৃতি স্বামী বন্ধুর মর্ম্মান্তিক আঘাতকে পর্য্যন্ত ছাপিয়ে জুড়ে বসেছে তার বুকের ভেতর। এতটুকু উপেক্ষা এনে দিয়েছে জীবনে তার আমূল পরিবর্ত্তন!

সন্তান...একটি মাত্র সন্তান সে চায়! এ চিন্তাই দিন রাত্রি তাকে করে তোলে অশান্ত...ব্যাকুল, মাঝে মাঝে কখন বা উদাস! হ্যাঁ চায় সে, একান্ত করে চায় প্রবল প্রেরনা থেকে মর্ম্মের ভেতর। এ চাওয়া প্রতিদিন তার আত্মপ্রকাশ করে! সঙ্গে সঙ্গে সিক্ত করে তোলে তার চোখ দুটি!

কিন্তু চায় না সে নিজ গর্ভের শিশু! নিজের রক্ত মাংস গড়া সন্তানকে এ জগতে পালন করতে সে পারবে না। কিছুতেই না। তার চেয়ে বরং তার মৃত্যু ভাল! কলঙ্কিত জীবনের কলঙ্কিত অপবাদ রাখবে কোথায়! কোথায় করে দেবে এর স্থান, তার বেঁচে থাকবার এতটুকু উপায়; আশ্রয়! না না সে চায় না। নিজ গর্ভের সন্তান, সে কলঙ্ক এ দীর্ণ জীবনে আর বইতে পারবে না। ভেঙ্গে পড়বে তার প্রচণ্ড চাপে, নুয়ে যাবে চিরদিনের জন্যে! পরপারে যাবার এখনো যে সম্বলটুকু তার অবশিষ্ট আছে, সে একটি জীবন ব্যর্থ করার অপরাধে সেটুকুও তার থাকবে না!

তাহলে কি চায় সে, কি তার আকাঙ্খা?

হ্যাঁ, সেই কথাই সে ভাবে! সন্তানই তার একমাত্র আকাঙ্খিত বস্তু! তাকেই চায় সে মনে প্রাণে! অন্তরের সমস্ত শুভেচ্ছা, প্রেরনা একত্র করে! নিশিদিন তারই চিন্তায় সে আত্মহারা! সন্তান......সন্তান·· কিন্তু সেই তার কিশোর বালক, স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যের খনি, সেই তার বক্ষিম! যে একদিন চলে গেছে পুত্রের দাবীকে লাঞ্ছিত হতে দেখে, বুক ভরে নিয়ে গেছে সেদিন সে ব্যথার হাহাকার!

মা...মা হতে চায় সে! ফিরে পেতে চায় আবার সেই নিষ্পাপ শিশুকে! সে একদিন ফুটিয়ে তুলেছিল লাঞ্ছিত জীবনেও সমস্ত পরিপূর্ণতা! চতুর্দ্দিক দিয়ে ভরে তুলে ছিল তার জীবনকে! বুকভরা দুঃখের মাঝখানে ছিল সান্ত্বনার ধন, অনাবিল স্বস্তা! কিন্তু নিজের দোষে, নিজের পাপে একদিন ঠেলে ছিল তাকে বহুদূরে···যেখানে তার নাগাল পাবার হয়ত আর কোন উপায় নেই!

সেই তার পথে কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেও, সেই তার মাণিক! বুকের ভেতরটা মলিনার হু হু করে কেঁদে উঠল। জীবনের চলতি পথে একদিন কুড়িয়ে পেয়েছিল তাকে পথের উপর। কলঙ্কের গভীর অতলে যখন ডুবে চলেছিল, নিমজ্জিত হয়েছিল পাপ পঙ্কে, তখনই একদিন দেবতার আশীর্ব্বাদের মত, পবিত্র নির্ম্মাল্যের শুদ্ধতা নিয়ে ফুটেছিল তার জীবন পথে, সেই সুকুমার শিশু, কিন্তু পারলে না তাকে ধরে রাখতে, বুকের স্নেহ ক্ষারেও আটকিয়ে রাখা সম্ভব হোল না। একদিন এক অশুভ মুহূর্ত্তে নিষ্ঠুর অভিসম্পাতের মত, বুক থেকে তার চ্যুত হয়ে গেল। সে যে কি ভাব বুক-জোড়া ব্যথা তা শুধু সেই জানে। দিনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত তিলে তিলে প্রাণ তার ফুপিয়ে ওঠে!

নিঃসম্বল অসহায় শিশু, পিতৃমাতৃহীন পড়েছিল একদিন পথের পাশে। ক্ষুধায় যন্ত্রনায় করছিল অস্ফুট আর্ত্তনাদ!··ঠিক সেই সময়ই মলিনাও ভাবছিল জানালায় দাঁড়িয়ে তার দীর্ঘ অতীত জীবনের কলঙ্কিত ইতিহাস! আর কাঁদছিল তিলে তিলে তার বুভুক্ষু মাতৃ হৃদয়! যদি সমাজের বুকে আবার সে ফিরে যেতে পারত, যদি আশ্রয় পেত স্বামীর সংসারে তাহলে এতদিনে অন্ততঃ একটি সন্তানও কি সে পেতে পারত না! বুক জুড়ে একটি শিশু কি হাসত না তার খিল খিল করে? কিন্তু ব্যর্থ হোল সমস্ত জীবনটা ভরে উঠল নির্ম্মম হাহাকারে! আজ সে কলঙ্কিনী,—লাঞ্ছিত তার জীবন!

ঠিক সেইক্ষণে শেলের মত আর্ত্তনাদ এসে বিঁধল তার বুকে। বুভুক্ষু মাতৃহৃদয়ে সে কান্না শোনালো মর্ম্মান্তিক। ক্ষীণোচ্চারিত হলেও তার কাছে হয়ে উঠল প্রচণ্ড। চকিতে চোখ ফেরাতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ হোল সেই পথের পাশে। কয়েক মুহূর্ত্ত চোখের পলক তার স্থির হয়ে গেল। পারলে না নামিয়ে নিতে। দিব্বি সুন্দর ফুটফুটে

সুকুমার কিশোর! কোন অভাগিনী মায় বক্ষ হতে ছিন্ন হয়ে এসে পড়েছে এখানে কাঁদছে লুটে লুটে ক্ষুধার যন্ত্রণায়! মলিনার সারা বুক সহসা আর্ত্তনাদ করে উঠল। অভাগা লাঞ্ছিত কিশোর! চোখ দিয়ে কয়েক ফোটা জল তার টসটস করে ঝরে পড়ল। একমুহূর্ত্ত পারলে না আর অপেক্ষা করতে। ছুটে নীচে এসে দারোয়ানকে আদেশ করলে ছেলেটিকে উঠিয়ে আনতে!

(আগামী বারে সমাপ্য)

——

মহাভারতে গঞ্জিকা প্রভাব

(১) মহাভাবতের মহত্ব [?] (২) ক্ষত্রকুলান্তক পরশুরাম [?]

—স্বামী ভূমানন্দ—

--o—

আদি পর্ব্বের প্রথম অধ্যায়ের শেষদিকে তিনটি মন্ত্র আছে তাহাতে লেখা আছে,—

(ক) পূর্ব্বকালে সমস্ত দেবতারা সমবেত হইয়া মাপিবার ইচ্ছায় তুলাপাত্রের একদিকে চারিবেদ একদিকে মহাভারত দিয়াছিলেন। ১।২৩৩ শ্লোক।

(খ) উপনিষদের সহিত চারিবেদ হইতে যখন এই গ্রন্থ অধিক ভারী হইল, তখন হইতে জগতে এই গ্রন্থকে লোকে মহাভারত বলিতে লাগিল॥ ১।২৩৪॥

(গ) তুলাদণ্ড তুলিয়া ধরিবার পর এই গ্রন্থ যখন আয়তনে ও ভারে অধিক হইল, তখন মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্ব নিবন্ধন লোকে এই গ্রন্থকে মহাভারত বলিতে লাগিল, যে ব্যক্তি কেবল ইহার অর্থ জানে, সে ও সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়॥ ১।২৩৫॥

আদিপর্ব্বের এই প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

(১) এই মহাভারত উপাখ্যান ভাগের সহিত পবিত্র লক্ষ শ্লোকাত্মক জানিবে; তাহাই শুনিবে॥ ১৬৩॥

(২) বেদব্যাস ষাটলক্ষ শ্লোকে আর একখানি মহাভারত রচনা করেন। তাহার ত্রিশ লক্ষ দেবলোকে, পনর লক্ষ পিতৃলোকে, চৌদ্দ লক্ষ গন্ধর্ব্বলোকে এবং এক লক্ষ মর্ত্তলোকে রহিয়াছে॥ ১৬৭৬৮॥

(৩) বেদব্যাস উপাখ্যান ভাগ ত্যাগ করিয়া চব্বিশ হাজার শ্লোকে মহাভারত রচনা করিয়াছেন, পণ্ডিতগণ তাহাই প্রকৃত মহাভারত বলিয়া থাকেন॥১৬৪॥

(৪) তারপর ব্যাসদেব আবার দেড়শত শ্লোকে সমস্ত পর্ব্বেরই সংক্ষিপ্ত অনুক্রমণিকাধ্যায় রচনা করেন॥১৬৫॥

বুঝা গেল, মর্ত্তলোকে যে মহাভারত তাহাও ব্যাসদেব কৃত, ইহা আয়তনে ও ভারে সমগ্র বেদরাশি হইতেও মহত্ত্ব নিবন্ধন শ্রেষ্ঠ। সাধু!

মহাভারত যখন তুলাদণ্ডে মাপা হইয়াছিল, তখন কোথা হতে হইয়াছিল এবং সেখানে কাহারা উপস্থিত ছিলেন, সে কথা উক্ত নাই। তবে উপরোক্ত কথাগুলি বলিয়াছেন সৌতি।

সত্য বটে মহাভারত আয়তনে বড় কিন্তু তাই বলিয়া মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্ব নিবন্ধন ইহাকে কোন মতেই শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে না। কেন পারে না, তাহাই ধারাবাহিক প্রবন্ধে সর্ব্ব সাধারণকে দেখান হইবে।

আদিপর্ব্বের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভে সৌতি বলিলেন,—"হে বিপ্রগণ! আমি সেই মঙ্গল জনক উপাখ্যান এবং সমস্ত পঞ্চক দেশের উপাখ্যান বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন॥ ২।২॥

ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধি সময়ে বীর শ্রেষ্ঠ পরশুরাম ক্রোধ প্রণোদিত হইয়া বার বার ক্ষত্রিয় রাজগণকে বধ করিয়া ছিলেন॥ ২।৩॥ মূলে আছে, অসকৃত পার্থিবং ক্ষত্রং জঘানামর্ষচোদিতঃ॥

অগ্নিতুল্য (পরশুরাম) বীর্য্যবলে [সর্ব্বং ক্ষত্রমুৎসাদ্য] সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগকে বধ করিয়া সমস্ত পঞ্চক নামে পাঁচটি রুধিরের হ্রদ করিয়াছিলেন॥ ২৪॥

সৌতি বলিতেছেন,—ক্রোধে মূর্চ্ছিত [পরশুরাম] রুধির পূর্ণ সেই সকল হ্রদে পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন, ইহা আমাদের শুনা আছে॥ ২।৫॥

পরশুরামের ক্ষত্রিয় নিধনে প্রবৃত্তির কারণ সম্বন্ধে মহাভারতে বিস্তারিত ভাবে যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহাই সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হইল।

(ক) গাধি নামে এক রাজার সত্যবতী নামে এক কন্যা ছিল। তিনি সেই কন্যা ভৃগুবংশোদ্ভব ঋচীককে অর্পণ করেন॥ বন পর্ব্ব, ১১৫ অধ্যায়।

(খ) অতঃপর গাধির এক পুত্র হইল, —নাম বিশ্বামিত্র, ঋচীকের এক পুত্র হইল—নাম জমদগ্নি॥ বনপর্ব্ব ১১৫ অধ্যায়॥

(গ) জমদগ্নির পত্নী ব্যভিচার করিলে ঋষি কনিষ্ঠ পুত্রকে পত্নী রেণুকাকে বধ করিতে বলিলেন। পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞায় মাতার শিরচ্ছেদ করিলেন॥ বনপর্ব্ব, ১১৬॥

(ঘ) কার্ত্তবীর্য্য নামে এক ক্ষত্রিয় রাজা জমদগ্নির আশ্রমে আসিয়া উৎপাত

করাতে পরশুরাম তাহাকে বধ করেন ॥ বন পর্ব্ব, ১১৬ অধ্যায় ॥

(ঙ) কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রেরা পিতৃহত্যার প্রতিশোধে জমদগ্নিকে হত্যা করিল, তখন পরশুরাম আশ্রমে ছিলেন না॥ বনপর্ব্ব, ১১৬ অধ্যায় ॥

মহাভারত ও নানা পুরাণে এই বিবাদ হইতে পরশুরামের ক্ষত্রিয় রাজাগণকে বহুবার মতান্তরে একুশবার নিধন করিয়াছিলেন লিখিত আছে এবং এই কথা হিন্দু মাত্রেই কথক ও পুরোহিত ঠাকুরদের মুখে শুনিয়া আসিতেছেন। অথচ যে সকল ধর্ম্মগ্রন্থে পরশুরাম কর্তৃক বহুবার বা একবিংশতিবার রাজগণ সহ ক্ষত্রিয় কুল নির্ম্মূল বা নিধনের কথা সাধারণ ভাবে উক্ত আছে, সেই সকল ধর্ম্মগ্রন্থ মধ্যে কিন্তু পরশুরাম যে বহু ক্ষত্রিয় রাজ সহ ক্ষত্রিয় কুল নিধন করিয়া ছিলেন তাহার কোন পরিচয় নাই। অর্থাৎ কোন্ কোন্ ক্ষত্রিয় রাজা বীর্য্যবান্ পরশুরামের হস্তে নিধন হইয়াছিলেন, তাহার সঠিক তালিকা দেখা যায় না। যাহা দেখা যায়, তাহাতে হৈহয়বংশের কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ও তৎ পুত্রগণকে নিধন করিবার কথাই মাত্র ব্যক্ত আছে। ইহার অধিক কিছুই দৃষ্ট হয় না।

পরশুরামকে প্রচলিত কথার অমর বলা হয়। কারণ শ্রীরামচন্দ্র নাকি তাঁহার স্বর্গপথ রোধ করিয়াছিলেন। এ প্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথম প্রামাণ্য হইবে রামায়নের কথা। তারপর মহাভারতও অন্যান্য পুরানের কথা।

১। রামায়নে লেখা আছে,—শ্রীরাম চন্দ্র পরশুরামের হস্ত হইতে সেই শ্রেষ্ঠধনু ও শর অল্প বলে গ্রহণ করিলেন এবং তাহাতে শর আরোপন পূর্ব্বক সেই শর সন্ধান করিয়া ক্রোধভরে পরশুরামকে কহিলেন,—হে রাম! এক তুমি ব্রাহ্মণ তাতে আবার বিশ্বামিত্রের ভাগিনীর পৌত্র সুতরাং আমার পুজনীয় এই জন্য তোমার প্রাণনাশ না করিয়া বাসনা হইতেছে :—

চমাং তু তে গতিং দিব্যাং নিহন্মি তপসার্জ্জিতাম লোকান্ বা প্রতিমান পুন্যান্ হন্মি তে শরস্তেজসা ॥

আদিকাণ্ড, ৭৭।৪১॥

অর্থাৎ—(ক) এই বানের দ্বারা আপনার তপস্যার্জ্জিত দিব্য গতি নষ্ট করি,

(খ) অথবা আপনার অপ্রতিম পুন্যলোক নষ্ট করি।

পরশুরাম নিরুপায় হইয়া দ্বিতীয় পথ নষ্ট করিতে বলিলেন। শ্রীরামচন্দ্র বান ত্যাগ করিয়া পরশুরামের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন ॥ আদি কাণ্ড, ৭৭।৫২॥

২। মহাভারতে লিখিত আছে,—তখন সেই রামচন্দ্র পরিত্যক্ত বাণ পরশুরামকে বিহ্বল করতঃ তাহার তেজ হরণ করিয়া জ্বলিত জ্বলিতে পুনরায় রামচন্দ্রের সমীপে সমাগত হইল। পরশুরাম ক্ষণকাল পরে চেতনা পাইয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক ভয় ও লজ্জায় একান্ত অভিভূত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন ॥ বনপর্ব্ব, ৯৯ অধ্যায় ॥

এইস্থলে যদি মানিয়াই লওয়া যায় যে পরশুরাম অমর, তাহা হইলে ইহাও মানিতে হইবে যে, শ্রীরামচন্দ্রই তাঁহার "স্বর্গালোকের পথ বন্ধ করিয়া তাঁহাকে অমর হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন, অপর কেহ নহেন!

ঋগ্বেদের মধ্যে একটি মন্ত্র লিখিত আছে,—হে দেবগণ! মনুষ্যের পক্ষে শত বৎসরই আয়ু, ঐ সময় তোমরা শরীরে জরা উৎপাদন করিয়া থাক, ঐ সময়ে পুত্রগণ পিতা হন। সেই নির্দ্দিষ্ট আয়ুর মধ্যে আমাদিগকে বিনাশ করিও না॥১৮৯৯॥ শত বৎসর আয়ুর প্রার্থনা অনেক ঋষিই ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রে করিয়াছেন। যথা,—৩৬।১০, ৫৫৪।১৫, ৮৪৮, ৬।১০।৭, ৬।৪৮-৮, ৭৬৬।১৬, ৭১০১।৬, ১০।৮৫।৩৯, ১।১৬১।২,৩,৪॥ এতদ্বারা ইহাই প্রকাশ পাইতেছে যে—মানুষের দেহযন্ত্র শতবৎসর পর্য্যন্তই চলিতেই সক্ষম। এই জন্য শতবৎসর আয়ুর প্রার্থনা করা হইয়াছে।

আদর্শত্যাগী গুরুদ্রোহী যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি প্রণীত শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয় সংহিতা উপনিষদ বা ঈশোপনিষদ্ মধ্যে মানবকে শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিয়া যেমন কর্ম্ম করিতে বলা হইয়াছে [কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ], তেমন মানবের পক্ষে শত বৎসর পরমায়ুই আশাতীত বলিয়াই কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে বলিতেছেন,

শতায়ুষঃ পুত্র পৌত্রান্ বৃণিষ্ব—[শতবর্ষ পরমায়ু যুক্ত পুত্র ও পৌত্র (লাভ করিবার জন্য) বর প্রার্থনা কর]

সুতরাং সমস্ত ধর্ম্ম গ্রন্থের উপরে বেদের কথাই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রায় সকল ধর্ম্মশাস্ত্র যখন নত মস্তকে স্বীকার করিয়াছেন, তখন মন্বাদি স্মৃতি শাস্ত্রে যে সত্যযুগে মানবের পরমায়ু ছিল চারিশত বৎসর, ত্রেতায় তিনশত বৎসর, দ্বাপরে দুই শত বৎসর, অথবা যে সকল ইতিহাস ও পুরাণে মানবের আয়ু বিশ হাজার বৎসর লিখিত আছে, কিম্বা কোন কোন ঋষি বা ব্রাহ্মণের দশ বিশ হাজার বৎসর তপস্যা করিয়া ছিলেন বর্ণিত আছে, তাহার মধ্যে সত্য অপেক্ষা গঞ্জিকার ধূমাই বেশী প্রখর। জানিতে হইবে মহাভারত যে পরিমাণে আকারে বৃহৎ, গঞ্জিকার ধূমার ঘটাও সেই অনুপাতে কত বেশী তাহা নিম্নলিখিত কুলজী বা বংশাবলী দেখিলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন :—

পরশুরাম কর্ত্তৃক একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয—মিথ্যাকথা

রামায়ণ বর্ণিত বংশাবলী।

আদি কাণ্ড ৭২ সর্গ।

১ ব্রহ্ম ২। ব্রহ্মা, ৩। মরীচি, ৪। কশ্যপ, ৫। বিবস্বান্, ৬। মনু (নরী), ৭। ইক্ষ্বাকু, ৮। কুক্ষি, ৯। বিকুক্ষি, ১০। বাণ, ১১। অনরণ্য, ১২। পৃথু, ১৩। ত্রিশঙ্কু, ১৪। ধুন্ধুমার, ১৫। যুবনাশ্ব, ১৬। মান্ধাতা, ১৭। সুসন্ধি, ১৮। ধ্রুবসন্ধি, ১৯। ভরত, ২০। অসিত, ২১। অসমঞ্জ, ২২। অংশুমান, ২৩। দিলীপ, ২৪। ভগীরথ, ২৫। ককুৎস্থ, ২৬। রঘু, ২৭। প্রবৃদ্ধ, ২৮। শঙ্খন, ২৯। সুদর্শন ৩০। অগ্নিবর্ণ, ৩১। শীঘ্রগ, ৩২। মরু

৩৩। প্রভঞ্জক, ৩৪। অম্বরীষ, ৩৫। নহুষ, ৩৬। যযাতি, ৩৭। নাভাগ, ৩৮। অজ, ৩৯। দশরথ, ৪০। রাম, ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন, ।*

মহাভারত বর্ণিত বংশাবলী আদি-পর্ব্ব, ৯৫ অধ্যায় :—ও শ্রীমদ্ভাগবত, নবম স্কন্ধ।

১। দক্ষ, ২। অদিতি, ৩। বিবস্বান্, ৪। মনু [পুরুষ]. । ইলা, ৬। পুরুরবা, পুরুরবার দুই পুত্র [ক] ১। আয়ু, (খ) বিজয়। আয়ুর পুত্র ২। নহুষ, ৩। যযাতি+দেবযানী, ৪। যদু, ৫। সহস্রজিত, ৬। শতাজিৎ, শতাজিতের তিন পুত্র ১। মহাহয়, ২। রেণুহয়, ৩। হৈহয়, হৈহয়ের পুত্র ১। ধর্ম্ম, ২। নেত্র, ৩। কুন্তি, ৪। সোহঞ্জ, ৫। মোহিষ্মান, ৬। ভদ্রসেন, ৭। ধনক, ৮। কৃতবীর্য্য, ৯। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, ১০। জয়ধ্বজ, ১১। তালজঙ্ঘ, ১২। বীতিহোত্র, [খ] ১। বিজয়, ২। ভীম, ৩। কাঞ্চন, ৪। হোত্রক ৫। জহ্নু, ৬। সিন্ধুদ্বীপ, ৭। বলাকাশ্ব, ৮। বল্লভ, ৯। কুশিক, ১০ গাধি, গাধির সন্তান ১। বিশ্বামিত্র, সত্যবতী+ঋচীক ।*

মহাভারত বর্ণিত ভৃগুবংশ আদিপর্ব্ব ৬৬ অধ্যায়

ভৃগুর, পুত্র শুক্রাচার্য্য, চ্যাবন, শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী, চ্যাবনের পুত্র ঔর্ব্ব, সত্যবতী+ঋচীক, রেণুকা+জামদগ্নি পরশুরাম।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

১। যে পরশুরাম কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, জয়ধ্বজকে বধ করিয়াছিলেন তাহাদের সঙ্গে পরশুরামের প্রায় ১১ ও ১২ পুরুষ ব্যবধান!

২। ঋচীকের সহিত পত্নী সত্যবতীর ব্যবধান প্রায় আট পুরুষ।

৩। যে রামচন্দ্রের শৌর্য্যে পরশুরামের পুণ্য লোক নষ্ট হইয়াছিল, সেই রামের সঙ্গে পরশুরামের প্রায় ২৮ পুরুষ ব্যবধান।

৪। বিশ্বামিত্রের সহিত রামের ব্যবধান প্রায় ২২ পুরুষ!

উপরোক্ত বংশাবলী দেখিবার পরে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, পরশু রামের কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন ও জয়ধ্বজকে বধ করা, ঋচীকের পক্ষে সত্যবতীকে বিবাহ করা, রামচন্দ্রের সহিত পরশুরামের দেখা হওয়া, রাজা হরিশ্চন্দ্রের স্বশরীরে স্বর্গে যাওয়া, বিশ্বামিত্রের সহিত রামের মিলন হওয়া একেবারেই অসম্ভব। সুতরাং এই সকল অসম্ভব অলীক গল্পগুলি মহাভারত হইতে বাদ দিতে পারিলে গঞ্জিকার প্রভাব কিছু কমিতে পারে।

অতঃপর গঞ্জিকার প্রভাবে কেমন করিয়া ব্রহ্মা দেবতার জন্ম হইয়াছিল, সেই কথাই আলোচিত হইবে।

---

* সংখ্যানুসারে অমুকের পুত্র অমুক বুঝিতে হইবে।

বৈজ্ঞানিক জগৎ

-o—

রক্ত রক্ষা

যাহারা রক্তশূন্য হইয়া মরণোন্মুখ হয়, তাহাদের শরীরে মানুষের দেহ হইতে রক্ত লইয়া তাহা প্রবিষ্ট করিলে তাহারা অনেক সময়ে বাঁচিয়া যায়। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে এমন মানুষ পাওয়া যায় না, যাহাদের রক্ত লইয়া আহতদের শরীরে প্রবিষ্ট করান যায়। সম্প্রতি রুষিয়ার কোন ডাক্তার ইহা আবিষ্কার করিয়াছেন যে, মানুষের রক্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বোতলে বন্ধ করিয়া রাখিলে তাহা ১৪ দিন পর্য্যন্ত অবিকৃত থাকে, তাহা দূর দেশে পাঠাইয়া মরণাপন্ন ব্যক্তিদিগকে বাঁচান যায়। রুষিয়ার রাজধানী মস্কো হইতে বোতলে ভরা রক্ত পাঠাইয়া ৬০০০ মাইল দূরবর্ত্তী ব্লডিভষ্টকের যুদ্ধে আহত সৈন্যদের দেহে তাহা প্রবিষ্ট করিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষা করা হইয়াছে।

ফরাসী বৈজ্ঞানিকদের অভিনব আবিষ্কার

এক একটী তুচ্ছ অতি তুচ্ছ ঘটনার অন্তরালে বিধাতার কি গভীর উদ্দেশ্য নিহিত থাকে তাহা আমাদের সাধারণ স্থান বুদ্ধির অগম্য। দিন যায় রাত্রি আসে, মেঘ হয় বৃষ্টি পড়ে, হাওয়া বয়, ফল পড়ে, মানুষ জন্মে মানুষ মরে ইত্যাদি। এই সমস্ত খুটিনাটির জন্য আবার মাথা ঘামাবার আবশ্যক কি? হঠাৎ একদিন কোন এক নগণ্য মানুষ এই অতি তুচ্ছ একটী খুটি নাটী লক্ষ্য করিয়া বিশ্বে এমন এক আলোড়ন সঞ্চার করে যে সংসারের মানুষ অবাক। ভাবে এও কি সম্ভব? দিনের পর দিন নিত্য নূতন। এর কোন সীমা রেখা আছে কিনা কে জানে?

সম্প্রতি এক ফরাসী বৈজ্ঞানিক একটি শব্দ যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া তার নাম দিয়াছেন "গ্রামোফিল্ম"। যন্ত্রটীর বিশেষত্ব এই যে ইহাতে কোন প্রকার "পিকআপ" "নিডেল" বা ডিস্কের প্রয়োজন হয় না। একটী সাধারণ বাল্ব হইতে সূচাগ্র পরিমিত আলোক রশ্মি একটী ষ্ট্রিপের উপর পতিত হয় এবং তাহা হইতেই নানাপ্রকার শব্দের উৎপত্তি হয়।

যন্ত্রটী ভারি চমৎকার। এক টুকরা কাগজ দিয়া আলোক রশ্মিটী ঢাকিয়া দিলেই শব্দ বন্ধ হয় আবার অপসারিত হইলেই শব্দ আরম্ভ হয়। আজকাল গ্রামোফোনের রেকর্ড তৈয়ার করিতে যে খরচ হয় তার এক ভগ্নাংশও এই ফিল্ম তৈয়ার করিতে আবশ্যক হয় না। ইহা আগুনে পুড়িবে না, ভাঙিবারও কোন ভয় নাই। যতই চালাও ব্যবহারে ক্ষয় হয় না।

সাধারণ রেকর্ড সাইজের একখানা ফিল্ম পুরা দুই ঘণ্টাকাল চলে। এই ফিল্ম তৈয়ার করিবার প্রণালীও অতি সহজ। একটী কম্পমান "ডায়মণ্ড" কাটার দ্বারা খুব সহজেই "শব্দ চিহ্ন"গুলি খোদিত হইয়া যায় এবং তৈয়ারীর সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবহার করা চলে। তিন ফাট টকি ফিল্ম তৈয়ার করিতে যেখানে খরচ ৫ শিলিং আজ এই নূতন প্রণালীতে খরচ হইবে পুরা এক ফার্দ্দিং'ও না।

মিঃ স্টুয়াট এই গ্রামোফিল্মের আবিষ্কারক একজন সামান্য ঝাড়ুদাররূপে একটি ষ্টুডিওতে প্রবেশ করেন এবং সেখানেই তিনি পিক্‌চার ডিরেক্টর হন। একদিন একটী গ্রামোফোন চালাইতে গিয়া তাহার হাত হইতে "সাউণ্ড বক্সটি" পড়িয়া যায় ও নিডেলটী তাহার অঙ্গুলিতে বিদ্ধ হয়।

মিঃ স্টুয়াট প্রতিজ্ঞা করিলেন "যদি গ্রামোফোন হইতে নিডেল না তাড়াই ত আমার নাম স্টুয়াটই নয়"। এখান হইতেই মিঃ স্টুয়াটের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ের সূত্রপাত হয়।

একদিন এক ভদ্রলোক মিঃ স্টুয়াটকে বলিয়াছিলেন: "মশাই ত এবার বড়লোক হবেন দেখছি"। মিঃ স্টুয়াট একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন: "আমি ছিলাম একজন ঝাড়ুদার, আমার যথা সর্ব্বস্ব ১২০০০০ পাউণ্ড ও ৫টি বছর এর পিছনে খরচ করিয়াছি টাকার জন্য থোরাই কেয়ার করি। তবে এ দ্বারা যদি জগতের কিছুমাত্রও উপকার হয় আমি ধন্য হব।"

ভাবিবার বিষয়

—০—

সর্পাঘাতে মৃত্যু

ভারতবর্ষে প্রতিবৎসর প্রায় ২০,০০০ লোক সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করে। ইহার প্রতিবিধানের জন্য কি ব্যবস্থা আছে? ব্যবস্থা ত নাইই—আবার যে গোসাপ সাপ বধ করিয়া লোকের পরম হিতসাধন করে, তাহাদিগকে বধ করিয়া চামড়ার ব্যবসা চালান হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট আইন দ্বারা ইহা বন্ধ করিয়াছেন কিন্তু তাহা প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহা দেখেন কি?

বাংলায় লবণ শিল্প

গত ৩১শে মার্চ্চ ভারত গবর্ণমেণ্টের আর্থিক বৎসর শেষ হইয়াছে—সেই সময় তাঁহাদের হাতে অতিরিক্ত লবণ শুল্ক হইতে প্রাপ্ত অর্থের মধ্যে ২৫৭৯৫০ ৲ টাকা জমা ছিল—এই অর্থের মধ্যে বাংলা হইতে পাওয়া গিয়াছে ১০৩৬০০ ৲ টাকা অর্থাৎ সমগ্র ভারতের অর্দ্ধেকের কিছু কম। এই অতিরিক্ত শুল্ক হইতে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা লবণ শিল্পের উন্নতির চেষ্টা করিবার কথা ছিল কিন্তু বাংলা গবর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই করেন নাই। তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ করিবে কে?

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছাত্র সংখ্যা

সম্প্রদায়	মোট ছাত্রসংখ্যা	মোট লোক সংখ্যার হাজারকরা হার
হিন্দু	৭৮২ ১০০৭	৪৪
মুসলমান	৩৩৫৭৫৯৩	৫০
বৌদ্ধ	৬৫৩০৭১	৫২
দেশীয় খৃষ্টান	৪১৮৯৩৪	১২০
শিখ	১৯৫৯১৪	৬১
ইউরোপীয়ান ও এংলো ইণ্ডিয়ান	৫০০৮৪	১৮৫
পার্শি	১৯৭৯০	২০৫

হিন্দুদের মধ্যে ধারণা আছে তাঁহারাই লেখাপড়ায় খুব অগ্রসর। কিন্তু তাঁহারা যে শিক্ষায় সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চাতে সে জ্ঞান আছে কি? তাঁহারা যে নিদ্রিত শশকের মত পড়িয়া আছেন—সকলেই তাঁহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইবে তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? এখনও ঘুম ভাঙ্গিবার সময় আসে নাই?

মহিলা-জগৎ

—০—

বিবাহ ও পাশ্চাত্য মহিলা

মিস্ পামেলা ফ্রাঙ্কের রচিত উপন্যাস "The Fig Tree" "I was the man" প্রভৃতি আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যের সমৃদ্ধ দান করিয়াছে। সম্প্রতি বিবাহসম্বন্ধে এক চিন্তাশীল সন্দর্ভে বলিতেছেন: নারী সমাজের বিবাহ সম্বন্ধে যে সকল অভিমত আমি শুনিয়াছি তাহা হইতে একথা অসংশয়ে বলিতে পারি, শতকরা আশি জন মহিলা 'বিবাহকে নারী জীবনের মর্য্যাদা সম্ভ্রমের একমাত্র সম্পদ বলিয়া মনে করেন। আমার বয়স ২৫ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে, অথচ বিবাহ করি নাই, এজন্য আমার প্রতি সমবেদনার অন্ত নাই। মায়ের কাছে অনেকে সে সমবেদনা জানাইয়াছে। তাঁরা বলেন, নারীর প্রথম যৌবনে অনূঢ়া থাকার মত ট্রাজেডি তার আর কিছু হইতে পারে না। বিবাহের সমর্থন আমি করি। নিজে

এখনো বিবাহ করি নাই, তার হেতু বিবাহে এখনো আমার রুচি বা অভিলাষ জন্মে নাই।

বিবাহ কখনো করিব না এমন আমার পণ নহে। কাজ কর্ম্ম লইয়া আমি আছি ভালো, তার মধ্যে বিবাহের কথা কোন দিন চিন্তা করি নাই, বিবাহ না করিয়া পুরুষের সঙ্গে সর্ব্বতোভাবে অবাধ মেলা মেশায় আমার রুচি বা প্রবৃত্তি নাই। আমি সারা দিন অফিসে কাজ করি, সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিয়া বিশ্রামান্তে গল্প উপন্যাস লিখি। তার উপর আছে কখনো বা গান-বাজনা, পার্টি, আমোদ প্রমোদ। বিবাহের সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অবসর কোথায়? বাহিরের কাজ লইয়া মত্ত থাকা সেই সঙ্গে সংসারে স্বামীর সখ্য পরিচর্য্যা ও সন্তান প্রতিপালন প্রভৃতি কর্ত্তব্য এক সঙ্গে সুশৃঙ্খলভাবে নির্ব্বাহ করা চলে না। বিবাহ অর্থে সংসার, সংসার অর্থে পরিচ্ছন্নতা, পারিপাট্য—বেশ ভূষা, আহার বিহার সম্বন্ধে শৃঙ্খলিত ধারায় জীবন নির্ব্বাহ। তার মধ্যে বাহিরের দিকে মনোযোগ দিলে সংসারে বিশৃঙ্খল ঘটিবেই—গৃহিণীর কর্ত্তব্যে ত্রুটি বিচ্যুতি হইবে।

যদি কেহ আমাকে প্রশ্ন করেন, সংসার চিন্তা ছাড়িয়া কেন তুমি এ পরিশ্রম করো? সে প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া বোধ হয় সম্ভব নহে। দু বৎসর পূর্ব্বে আমি চাকুরিতে প্রবেশ করি বাঁধা আয়ের লোভে। এ আয় বরাদ্দ থাকিলে লেখার কাজে অসুবিধা ঘটিবে না—আমার যা কিছু ব্যয় ভার নিজেই বহন করিতে পারিব। আশানুরূপ অর্থোপার্জ্জন ঘটে নাই—সঞ্চয়ও নাই। অথচ টাকার প্রয়োজনীয়তা সংসারে বাস করিতে বসিয়া কোনোমতে অস্বীকার করা চলে না। অভাবে শুধু লেখাপড়ার ক্ষতি হয় না—মনের স্বাচ্ছন্দ্য বিলুপ্ত এবং স্বভাব পর্য্যন্ত নষ্ট হয়। সুতরাং টাকা পয়সার সংস্থানের দিকে সর্ব্বাগ্রে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। To save and to be solvent one must see the importance of money অথচ টাকা-পয়সার সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা আমি উপলব্ধি করিতে পারি না। হাতে পয়সা আসিলে কোথা দিয়া যে খরচ করিয়া ফেলি, ঠিক থাকে না। লিখিয়া নগদ উপার্জ্জন করার ফলে পয়সা হাতে আসে, কিন্তু সঞ্চয়ের অভ্যাস কোনো দিন জন্মাইল না। 'আখুটে' স্বভাব হইয়াছে।

এই কারণে বিবাহ করিতে কেমন যেন বাধা বোধ হয়। বিবাহ হইলে স্বামীই হইবেন টাকা দিবার মালিক। অর্থাৎ স্ত্রীর সকল ব্যয় স্বামীই নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। The husband always pays, আমার বাধে এইখানে—আমার সখ আছে—খেয়াল আছে, সেগুলো ত্যাগ করা সহজ নয়। স্বামীকে তার জন্য আর্থিক ব্যয়ভার কেন বহিতে দিব?

গত বৎসর বিবাহের সুযোগ মিলিয়াছিল। পাণিপ্রার্থী স্বামী আসিয়া উদয় হইয়াছিলেন আমার দ্বারে—তাঁর প্রচুর আয়—প্রাসাদতুল্য ভবন—চমৎকার মোটর গাড়ী আছে! আমার বিবেক আমাকে কশাঘাত করিতে লাগিল—বিবেক কহিল—নিজের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য পাইবে বলিয়া ঐ ভদ্রলোকটির অর্থে তোমার লোভ! আমার সকল ব্যয় স্বামী বহিবেন—বিবেক বলিল না, তাহা হইতে পারে না। বিমূঢ়বৎ আমি ভাবিতেছিলাম কি কর্ত্তব্য। বর প্রতীক্ষা করিলেন না—দ্বার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এ চিন্তায় আমার আত্মসম্মানে কেমন আঘাত লাগে।

ইহার উপর আছে কাজ। এই কাজের ঝঞ্ঝাট মন এমন নিপীড়িত আছে যে, অবসর করিয়া বিবাহের চিন্তা তাহা আর হয় না। বই লিখিয়া যে আনন্দ পাই—সে আনন্দ আমাকে গ্রন্থ রচনায় এমনি তন্ময় রাখিয়াছে যে, তাহা ত্যাগ করিয়া বিবাহে রুচি হয় না।

তারপর কি করিয়া সংসার করিতে হয়, সে সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র ধারণা নাই। মনে আছে একটা আদর্শ, সে আদর্শ যদি আচরণে না প্রতিফলিত করিতে পারি তো বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারিব না! বিবাহিত জীবনকে আমি সকল দিক দিয়া perfect—পরিপূর্ণ করিতে চাহি I must be doing everything to a high standard of perfection. সন্তান প্রতিপালন করিব চূড়ান্ত আদর্শ মাফিক। তাহাতে দায়িত্ব প্রচুর, সে দায়িত্ব বহিবার শক্তি সম্বন্ধেই আমার মনে তীব্র সংশয়। স্বামীকে ভালো বাসিব একাগ্র ভাবে—নিজের সকল প্রাণ মন দিয়া অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া, স্বার্থ মান অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া তবেই তাহা হইবে পরম নির্ভর ভালোবাসা। বিবাহ করিয়া আমার নিজের অস্তিত্ব সে জীবনে ডুবাইয়া দিব। Marriage for me would be a whole time job. আমার কথা শুনিয়া কেহ হয়তো বিদ্রূপ ভাবে বলিবেন—ন্যাকামি। কিন্তু ন্যাকামি নয়। বিবাহিত জীবনকে আমি পৃথিবীর সর্ব্বোত্তম বস্তু বলিয়া বিশ্বাস করি। Marrirge to me—is the best thing in the world, এই বিশ্বাস আমার মনে সুদৃঢ় বদ্ধমূল বলিয়াই বিবাহকে আমি স্বাচ্ছন্দ্য জীবনযাপনের জন্য কনট্রাক্ট মাত্র বলিয়া আমি মনে করি না। আমার বিবাহ না করার ইহাই একমাত্র কারণ। তাই বলিয়া মনে এ আদর্শকে চিরদিনই শিরোধার্য্য করিয়া চলিবে,—সে সম্বন্ধেও আমি দর্প করিতে চাহি না।

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য

—০—

আমদানী ও রপ্তানি

গত ফেব্রুয়ারীতে কলিকাতায় ২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার বিদেশী মাল আমদানী হইয়াছে (গত বৎসর এই মাসে ২ কোটি ৫৮ লক্ষ)। রপ্তানী হইয়াছে ৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার (গত বৎসর এই মাসে ৪ কোটি ৫ লক্ষ)।

আমদানী পণ্যের মধ্যে গত বৎসর ফেব্রুয়ারীর তুলনায় কার্পাস-পণ্য শতকরা ২১ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে। তামাক ৫ ভাগ কমিয়াছে কিন্তু মদ ও ইলেকট্রিক দ্রব্যাদি সমান আছে।

রপ্তানী পণ্যের মধ্যে গত বৎসর ফেব্রুয়ারীর তুলনায় চা শতকরা ২৯ ভাগ, লাক্ষা, শতকরা ৩৬ ভাগ, শস্যাদি শতকরা ৫ ভাগ, চামড়া শতকরা ৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বৃটেন অধিকাংশ চা, লাক্ষা চামড়া ক্রয় করিয়াছে। আমেরিকা বেশীর ভাগ চট কিনিয়াছে। জার্ম্মাণী চাউল অধিকাংশ ক্রয় করিয়াছে।

করাচী

করাচী বন্দরে মোট আমদানী পণ্যের মূল্য এই মাসে ৮৩ লক্ষ (অর্থাৎ গত বৎসর এই মাস অপেক্ষা ২৯লক্ষ বেশী) দেশী কার্পাস বস্ত্র-রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছিল। জার্ম্মাণী, চীন, ফ্রান্স, পোল্যাণ্ড ও জাপান ভারতীয় বস্ত্র ক্রয় করিয়াছে। ১১ মাসে ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ১৩ টন দেশী তুলা চালান গিয়াছে। কাঁচা পশম বেশীর ভাগ লইয়াছে—আমেরিকা ও ইংলণ্ড।

মাদ্রাজ

বিদেশ হইতে মাদ্রাজে এই মাসে ১ কোটি ২০ লক্ষ ৩৫ হাজার ১২১ টাকার মাল আসিয়াছে (অর্থাৎ গত বৎসর এই মাস অপেক্ষা ৩ লক্ষ ৮১ হাজার ১৮২ টাকার বেশী) এই মাসে এই প্রদেশে রপ্তানী পণ্যের মূল্য ২ কোটি ৮ লক্ষ ১৮ হাজার ৮৫৮ টাকা) অর্থাৎ গত বৎসরের এই মাস অপেক্ষা ৩২ লক্ষ ১০ হাজার ৭ টাকা বেশী)।

সমগ্র ভারতে বিদেশী মাল আমদানী ফেব্রুয়ারীতে শতকরা ১৭ ভাগ হ্রাস পাইয়াছে।

ধানে দুধ

আমেরিকা'র একখানি কৃষি পত্রিকায় কৃষি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডব্লু এম কুইন লিখিয়াছেন, চালকে তরল দুগ্ধে পরিণত করা যায়। সে দুগ্ধ পুষ্টিসাধনে ভাতের চেয়েও অনেক বেশী সহায়তা করে। নিসর্গজাত বহু ফলমূল হইতে দুগ্ধ বা রস ক্ষীর বাহির করিয়া লইবার রীতি নানা দেশে নানা ভাবে প্রচলিত আছে।

ধানের চারা বাড়িয়া উঠিবামাত্র সূর্য্যরশ্মির যে ক্রিয়া তদুপরি সঞ্চালিত হয়, তাহা অপূর্ব্ব পলবণীয় দিয়া মৃত্তিকা বাহির হইয়া ধানের মধ্যে দুগ্ধ পুঞ্জিত করিয়া তোলে। চাল - এই দুগ্ধেরই কঠিন রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই কঠিন বস্তু চাল—অতি সহজে তরল দুগ্ধে রূপান্তরিত করা চলে।

কালিফোর্ণিয়ার এক চাউল ব্যবসায়ী—নাম ক্রীশ্চেনশেন কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ডেনমার্কে গিয়া দুগ্ধ ছানার 'ডেয়ারি' খুলিয়া ব্যবসায় সুরু করেন। প্রথম যৌবনে কালিফোর্ণিয়ায় থাকিতে ধান হইতে দুগ্ধ বা ক্ষীর রস নিষ্কাষণের উদ্দেশ্যে তিনি বহু পরীক্ষা করেন। ধানগাছ—প্রকৃতপক্ষে জলীয় লতাগুল্ম শ্রেণীভুক্ত। জলে ভালো করিয়া ডুবিয়া না থাকিলে ধানের চারা বাড়িয়া শোভার সৃষ্টি করিতে পারে কিন্তু সে চারা ভোগে বা কোন কাজে লাগে না। সমাজে তার কোনো মূল থাকে না।

ধানের চারা প্রথম যখন মাথা তোলে, তখন সাধারণ চারার সঙ্গে তার প্রকৃতিগত কোনো পার্থক্যই থাকে না। ঐ দুগ্ধ বা ক্ষীর যাহা জমাট বাঁধিয়া চাল' দেখা দেয়, তারা জন্মায় দীর্ঘ কালের পর। এই দুগ্ধবৎ শ্বেতসার জল হইতেই জন্মায়। এই জন্যই বারিপাত ভিন্ন ধান জন্মাইতে পারে না।

একশো ধান্য হইতে সাত আনা পরিমাণ চর্ব্বি পাওয়া যায়—ইহাই কঠিন রূপে ধান্য নামে খ্যাত।

এই ক্ষীর রস বা দুগ্ধবৎ তরল পদার্থ দুই দিন পরে গাঢ় দুগ্ধের তুল্য পুষ্টিকর ও স্বাদু।

ক্রিশ্চেনশেন ও শাশন—উভয়ে ধানক্ষেত করিয়াছেন—ধান্য হইতে এই তরল দুগ্ধ নিষ্কাশিত করিবার অভিপ্রায়ে। এই দুগ্ধে শারোরা প্রদেশে তিনি কুল্পী তৈয়ারী করিয়া সকলকে বিস্মিত ও তাহা পরিবেষণে পান করাইয়া তৃপ্ত করিয়াছেন। ব্যবসার ক্ষেত্রে এই ধান্য দুগ্ধ তিনি ইমলশন-বেশে ধরিয়া দিয়াছেন। তাহা হইতে সরবৎ' তৈয়ার হইতেছে। সে সরবৎ পানে শুধু আরাম নয়, শরীরে পুষ্টি- লাভ হয়।

তাঁহারা স্থির করিয়াছেন—সানফ্রান্সিসকোয় ফ্যাক্টরি খুলিবেন—সেই ফ্যাক্টরি ধান হইতে দুধ বাহির করিয়া পাশ্চাত্য প্রদেশ সমূহে তাহার প্রচলনে ভোজ্য ইতিহাসে যুগান্তর আনিবেন।

তারা বলিতেছেন এই দুধ গোদুগ্ধের চেয়ে এবং ভাতের' চেয়ে পুষ্টিকর। ভাতের সঙ্গে ষ্টাচ গলাধঃকরণ হয়—তাহাতে দেহে মেদ বৃদ্ধি পায়। এ দুগ্ধে সে দোষ ঘটিবে না তাঁরা প্রত্যক্ষ করিয়া অভয় দিতেছেন। তার উপর ভাত খাইতে হইলে দু'চারিটা ব্যঞ্জন রাঁধিতে হয়—তাহাতে ব্যয় আছে। এই ধানদুধে সে ব্যয় বাঁচিবে। তাহার উপর যে পরিমাণ

ভাত আমাদিগকে পুষ্টি ও উদর পূর্ত্তির জন্ত গ্রহণ করিতে হয়, তার চেয়ে বহু পরিমাণ অল্প এই ধান্তদুগ্ধ পানে আমাদের ক্ষুন্নিবারণ ও দুই ব্যাপারই সুনির্ব্বাহিত হইবে। এই অর্থ সমস্যার দিনে তাহাতে লাভ বড় কম হইবে না।

এই ধান্তদুগ্ধ হইতে বিবিধ পুষ্টিকর বা স্নিগ্ধকর পানীয় তৈরী করা চলিবে। সে পানীয়ের প্রধান গুণ হইবে—সামগ্রিক পুষ্টি সাধন।

সম্প্রতি ভাইটামিনের গুণাগুণ সম্বন্ধে বহু সত্য পৃথিবীতে জানা গিয়াছে। তাহার ফলে খাদ্য নির্ব্বাচনে যে সুবিধা ঘটিয়াছে, তাহা অপরিমেয়। দৈনিক যে খাদ্য আমরা গ্রহণ করি, তাহাতে ভাইটামিন হয়ত প্রচুর মিলে না। মাছ মাংসে তাদৃশ ভাইটামিনের অভাব। 'ভাত' যে ভাবে খাওয়া হয়—তাহাতে পুষ্টি হিসাবে তার সম্যক গুণ আমরা পাই না। ধানদুধে সে ত্রুটি থাকিবে না। ধানদুধ তৈয়ার করার সময় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইবে।

রেডিও

লাউড স্পীকার

—o—

পল্লী মঙ্গল বক্তৃতার ঘটা দেখিয়া সাধারণের মনে করিবে না জানি বাংলার অগণিত পল্লীতে বেতার গ্রাহক যন্ত্র বসানো হইয়াছে। কিন্তু, আসলে কি তার কিছুও ঘটিয়াছে? যদি তাহা না হয় তাহা হইলে গোড়ায় জল না দিয়া আগায় জল দিলে যে অবস্থা ঘটে এই সব বক্তৃতায় ফলও সেইরূপ হইবে।

—

তখন দিন কতক পরে আশানুরূপ ফল ফলিল না বলিয়া হয়ত স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ এই সব বক্তৃতা তুলিয়া দিবেন। এখন কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা বেতার বার্ত্তা পল্লীতে পল্লীতে পৌছাক্। কিন্তু, সে ইচ্ছাকে ফলবতী করিতে হইলে কেবল মাত্র তৃতীয় শ্রেণীর বক্তৃতা দ্বারা ভরাইয়া তুলিলে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্য করা হইবে না। আরো অনেক কিছু রহিয়া যায়।

—

আমরা এডুকেশন্তাল ব্রডকাষ্টের বেলায় কর্ত্তাদের নানা খেলা দেখিয়াছি বলিয়া পল্লী-মঙ্গল ব্রডকাষ্টের সম্বন্ধে আশঙ্কা না করিয়া পারি না।

—

নূতন বছরে একটা ভালোর দিকে পরিবর্ত্তন কোথাও দেখিলাম না। অথচ, উন্নতির অবকাশ সব ক্ষেত্রেই রহিয়াছে।

দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে ৩টী হিজ মাষ্টারস রেকর্ড বাজিল। মহিলা মজলিসে বিষ্ণুশর্ম্মা বেদগাথা আবৃত্তি করিলেন তৎপরে পিয়ানো বাজাইলেন। বলাবাহুল্য কয়েক স্থানে বেসুরো বাজিল। একটা টুইন রেকর্ডও দেওয়া হ'ল।

—

১১ই প্রথম ৪খানি হিজ মাষ্টারস রেকর্ড বাজিল। ২॥০টা হইতে গৌরবাবু পাঁচালী (দক্ষযজ্ঞ) গাহিলেন। ৩টায় সাহাদাৎ হোসেন চিন্তা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। এই ভদ্রলোকটির উপর কর্ত্তৃপক্ষের এত করুণা কেন?

—

১২ই প্রথম হিন্দি রেকর্ড বাজিল। মহিলা মজলিসে "মেয়েদের বড় কাজ" লইয়া বিষ্ণুশর্ম্মা আলোচনা করিলেন, শ্রীপ্রভাত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সর্ব্বনাশের পর" নামক কবিতাটী (প্রবাসীতে প্রকাশিত) আবৃত্তি করিয়া পিয়ানো ঠুকিয়া রেকর্ড দিলেন।

—

১৩ই বিদ্যার্থী মণ্ডলে এন চ্যাটার্জ্জি গাজন মেলা সম্পর্কে বলিলেন। মহিলা মজলিসে বিষ্ণুশর্ম্মা তাঁর মায়েদের কাছে বলিলেন: "প্রথমে বর্ষ শেষের বিদায় গীতি উচ্চারণ কচ্ছি...মহিলা মজলিসে যে সমস্ত অনুষ্ঠান হয়ে গেছে...সবাইকে চেষ্টা করছি খুশী করতে...হয়তো বার বার বাইরের সংঘাতে ব্যাঘাত ঘটেছে...দীর্ঘকাল ধরে একটা জিনিষ চালাতে গেলে ত্রুটী হয়...তার যা কিছু অপরাধ বৎসরের শেষ দিনে আপনারা ভুলে যান। আমার সমস্ত মায়েদের ভগ্নিদের অনুরোধ কচ্ছি...আমাদের যেন আশীর্ব্বাদ করেন নতুন বছরে আমরা যেন নিজেদের পথে আরো নিঃশঙ্কে চলতে পারি।

এই মজলিসে যে পরিচয়ের একটি বন্ধন ছিল—নিত্য আলোচনার একটা পত্র ব্যবহার তা বন্ধ হয়ে গেলেও সে আন্তরিকতা ও আনন্দ এখনও থাকবে। মহিলা মজলিসের চিঠি পত্র কেন বন্ধ হোল? কাদের জন্য বন্ধ হোল? সে নিয়ে আলোচনা করতে আজ বসিনি। সেটা ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে তা শ্রোতারা বিচার করবেন ইত্যাদি।" অতঃপর তিনি বলিলেন: "মহিলা মজলিসের এই দীন সেবক বিষ্ণুশর্ম্মা সবাইকে প্রণাম জানাচ্ছে। আজ "নারী ও তার কাজ কি" এই নিয়ে একটু আলোচনা করি। ৩টার সময় পিয়ানোতে "জয় যাত্রার যাওগো" সুরটী বাজাইয়া ৩খানি হিজ মাষ্টারস রেকর্ড দিলেন।

—

১৫ই প্রথম ৩টী হিজ মাষ্টারস ও একটী হিন্দুস্থান রেকর্ড দিয়া মহিলা মজলিসে বিষ্ণুশর্ম্মা বলিলেন : আজ নববর্ষের প্রথম দিনে আপনাদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করে কাজে প্রবৃত্ত হচ্ছি......হয়তো আমরা যা আশা কচ্ছি তা হবেনা কিন্তু বিশ্বাস করি আপনাদের শুভ আশীর্ব্বাদে আমরা বঞ্চিত হবনা" ইত্যাদি খানিক সাময়িক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়া রামকৃষ্ণ কথামৃত লইয়া আলোচনা করিলেন।

—

সোমবার ৯ই ৬৷৷ টায় শ্রী কমলাপতি রায়ের বাংলা গান সুরেলা কণ্ঠ সত্ত্বেও কিছু কর্কশ ও অস্পষ্ট শোনাইল। পল্লী-মঙ্গল বক্তৃতা দিলেন শ্রী নৃপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বিষয়—সমবায় প্রথা।

—

শ্রী সুধীর কুমার ব্যানার্জ্জীর গান মন্দ লাগিল না। মিস রাজলক্ষ্মীর "দিবানিশি তোর লাগি" ভাল। দ্বিতীয় গানটি মন্দ নয়।

—

হিন্দী প্রোগ্রামে মিস্ রতন বাঈএর গান মন্দ নয়। শ্রী শিবব্রত বসুর বাংলা গান "কে আজ একা" মন্দ নয়। শ্রী গোপাল চন্দ্র মুখার্জ্জীর "শ্মশানে ভাঙ্গালে ঘুম মন্দ" নয়। শ্রী শচীন্দ্রনাথ দাসের গান মন্দ নয়। শ্রী শৈলেশ দত্ত গুপ্তের "জনম জনম তায়" ভাল নয়।

—

৯৷৷০ টায় বেতার নাটুকে দলের শুভ যাত্রা অভিনয় হইল। উষাবতীর অভিনয় সুন্দর হইয়াছিল। বীরেন ভদ্রের মন্দ নয়। ডাক্তার বাবুটির কণ্ঠস্বর কর্কশ।

—

মঙ্গলবার ১০ই মিঃ এস, গুহ ঠাকুরতার পল্লী মঙ্গল বক্তৃতার বিষয় স্বেতপত্রে শাসন সংস্কার।

—

হিন্দি প্রোগ্রামে মিস্ বীনাপানির প্রথম হিন্দি গজল গান ভাল। দ্বিতীয় গান দাদরা ভাল। সর্দ্দার হোসেনের হিন্দি গান ভাল নয়।

—

শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের "এত কথা কি গো" ভাল লাগিল। শ্রী যাদবানন্দ ব্রহ্মচারীর গান "নিবিড় নীরদ" হেঁড়েগলার জন্য বিরক্তিকর হইয়াছিল।

—

বুধবার ১১ই ৭ ৪৫মিঃ মিস্ ফুল্লনলিনীর বাংলা গান মন্দ নয়। শ্রীনৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চ্যাটার্জ্জীর পল্লীমঙ্গল বক্তৃতা। একঘেয়ে মিস্ ফুল্লনলিনী ও শ্রীহীরেন বসুর দ্বৈত সঙ্গীত "হর গিরিধর মন মন্দিরে" মন্দ নয়। গানটি হীরেন বাবুর রচনা।

—

ছোটে খাঁ সাহেবের সারেঙ্গী চিরমধুর। ভীষ্মদেব চ্যাটার্জ্জীর হিন্দি খেয়াল মন্দ নয়। বহুদিন পরে কে. এল সাইগলকে দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তিনি অনুপস্থিত হওয়ায় শ্রীনৃপেন মজুমদার বাঁশি বাজাইলেন। তাহার বাঁশি ভাল লাগিল।

—

শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষের "লুকোচুরি খেলতে ছোলি" ও "ওগো আমার সকল রকম মন্দ নয়। তৃতীয় গান "কত কেঁদে ফিরে যায়" বিশ্রী। ইহার একার তিনখান গান উপর্য্যুপরি গাওয়ায় শ্রোতাদের যথেষ্ট বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছিল।

—

৯৷৷০টায় শ্রীপঙ্কজ মল্লিক অনুপস্থিত। মিস্ মানিকমালার "কে দুয়ারে এলে মোর" ও "গানে গানে গেল" মন্দ নয়।

—

বৃহস্পতিবার ১২ই—সঙ্গীত সঙ্ঘের বিচিত্র অনুষ্ঠান হইল। শ্রীরমারাণী দের বাংলা গান ভাল। মাদব আঢ্যের হিন্দি খেয়াল মন্দ নয়। সফিউল্লা খাঁর সেতার সোলো ভাল। কুমারী মায়ারাণী দত্তের "বৃন্দাবন কুঞ্জমাঝে...হৃদয় শ্যাম" ভজন গানটি মন্দ নয়।

—

শ্রীঅজিত দাশ গুপ্তের মিশ্র দুর্গা। কাফার "নিঝুম নিশীথে জেগো" কর্কশ কণ্ঠের জন্য ভাল লাগিল না। কুমারী সাবিত্রী বসুর "উঠিলে বাঁশিটি বাজিয়া" ভাল। মিস্ বাসু ইরাণিয় হিন্দি মন্দ নয়। সফিউল্লা খাঁর সেতার সোলো ভাল। শ্রী বিজয় মুখার্জ্জীর গান মন্দ নয়।

—

শনিবার ১৪ই ব্রজ মাধুরী সঙ্ঘের মহাদাস পালা কীর্ত্তন হইল। মূল গায়ন শ্রীঅর্পনা দেবী। ইহাদের মধ্যে ছিলেন—সুজাতা, শোভা, কল্যাণী, সুতারা, সন্ধ্যা, সুমনা, পূর্ণিমা, ভ্রমর, লীলা, সুচন্দ্রা, অদিতি, অনিমা অনিতা, স্বর্ণলতা। জয়া, বিজয়া, এবং সেলিনা দেবী।

—

রবিবার ১৫ই প্রাতে শ্রীবিনোদ বিহারী গাঙ্গুলীর বিচিত্র অনুষ্ঠান হইল। কুমারী ভারতী ও নিলিমা মজুমদারের গান মন্দ হয় নাই। অন্যান্য গান ভাল নয়।

—

সান্ধ্য প্রোগ্রামে শ্রী যতীন্দ্রনাথ সরকারের বক্তৃতার বিষয় গোয়ালা ও দুগ্ধ সম্বন্ধে। বক্তব্য বিষয় পল্লী মঙ্গল পর্য্যায়ে পড়ে। কিন্তু পল্লী বাসীর শুনিবার কি ব্যবস্থা হইয়াছে?

—

শ্রী বলাই চাঁদ শীলের অধিনায়কত্বে বীণাপাণি সুর সম্মিলনীর বিচিত্র অনুষ্ঠান হইল। ইহাদের অর্কেষ্ট্রা অখাদ্য। শ্রী মতি সান্ত্বনা দেবীর গান "জীবন যখন শুকায়ে যায়" বেসুরো শুনাইল। কুমারী শান্তি পাত্রার "রতন মুছায়ে রতন মুকুরে" মন্দ নয়। কুমারী নিলিমা মিত্রের "তাই জানি দুর্গা বলে" ভাল নয়। অর্কেষ্ট্রা সহ দ্বৈত গানটি মন্দ নয়।

—

রাত্রি ৯ ৩০মিঃ কতকগুলি হিন্দি রেকর্ড দেওয়া হইল। মুস্তাফা হোসেনের হিন্দি গান ভাল লাগিল। শ্যামবিনোদ ঘোষের সেতার মন্দ নয়।

——

মঞ্চ ও পর্দ্দা

—০—

চিত্রায় রূপলেখা

গত শনিবার ১লা বৈশাখ নিউথিয়েটার্সের নবতম অবদান রূপলেখা চিত্রার পর্দ্দায় আত্মপ্রকাশ করেছে। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়ার। "বড়ুয়ার বাংলো ১৯৩৩"র পর সবাক চিত্র পরিচালনায় রূপলেখা তাঁর পরবর্ত্তী প্রচেষ্টা। ইংরাজীতে একটা কথা আছে : Nothing Succeeds like success. যে কারণেই হোক্ না কেন—"বড়ুয়ার বাংলো ১৯৩৩" success হয় নি। তা সত্ত্বেও প্রমথেশ বাবু দমে না গিয়ে যে তাঁর দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন আমরা সেজন্য তাঁকে অভিনন্দিত করছি।

রূপলেখা নামকরণ থেকে সুরু করে একটী কলাসম্মত ছবি হয়েছে। একটি ছোট্টো—অতি ছোট্টো সাধারণ প্রেমের কাহিনী অবলম্বন করে চিত্রনাট্যকার তাঁর নাটকীয় গল্প রচনা করেছেন। রসবোদ্ধা শিল্পীর কাছে সেই ছোট্ট কাহিনীটির মূল্য সামান্য নয় এবং তার ভেতর দিয়ে যে রসের পরিবেশন করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন তা হয়েছে যুগপৎ সুন্দর ও পরম তৃপ্তিদায়ক।

সংসারের কোলাহলের বাইরে একটী পাহাড়ের বুকে বাস করতো সুলেখা ও তার মা। অরূপ ছিল সেই গ্রামের রাখাল ছেলে। অরূপ ও সুলেখা পরস্পরকে ভালবাসত, যে ভালবাসা রাজার ঐশ্বর্য্য বিলাস-সম্পদকে তুচ্ছ করবার মত শক্তি ধরতো। সুলেখার মা চাইতো মেয়ে ধনীর অঙ্কশায়িনী হবে, ঐশ্বর্য্য-বিলাসের মধ্যে থাকবে। তাই রাজা অশোকের রাজপ্রাসাদে একটা চাকরি নিয়ে সুলেখার মা তার পাহাড়ের বাস তুলে নিয়ে গেল। সুলেখার অনুরোধে অরূপও মহারাজ অশোকের ভৃত্যের কাজ নিলে।

অরূপ ও সুলেখা রাজপ্রাসাদে এসে নানা ঘটনা সংঘাতের ভিতর দিয়েও তাদের প্রেম অক্ষুণ্ণ রেখে শেষে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোল।

রূপ লেখার একটি দৃশ্য

মহারাজ অশোকের চরিত্র অপ্রধান এবং তাঁর রাজত্ব কালেরও একটা বিশেষ কিছু দেখাবার জন্য সৃষ্টি হয় নি। অরূপ ও সুলেখা চরিত্র ফোটাবার জন্যই একজন রাজা সৃষ্টি করতে হয়েছে এবং সেই রাজার অশোক নাম না দিয়ে অন্য কোনো নাম দিলেও কিছু ক্ষতি হোত না। এজন্য নাটকীয় গতি কিছুমাত্র ব্যাহত হয় নি।

পরিচালক শ্রীযুত বড়ুয়া অতি সাবধানতার সহিত আগাগোড়া পরিচালনা করেছেন; মাঝে মাঝে তিনি যে suspense সৃষ্টি করেছেন তা দর্শকদের বিস্ময় বিমূঢ় করে রাখতে সক্ষম হয়েছে। দয়িতার প্রতি অরূপের প্রেম যেমন গভীর ও নিষ্ঠাপূর্ণ মহারাজ অশোকের ভৃত্য রূপে প্রভুর প্রতি ভক্তি ও নিষ্ঠা তেমনি। রাজা অশোক যখন রাজ্যের ভার তপস্বী ব্রাহ্মণ মহেশ্বরের হাতে দিয়ে কাল অতিবাহিত করছেন তখন নায়ক উশীনরের তাঁকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র শুনে অরূপের অশোককে সাবধান করে দেওয়া এবং নগর পরিভ্রমণে তাঁর সঙ্গে থাকবার আগ্রহের মধ্যে অরূপের চরিত্র আরো ফুটে উঠেছে।

অরূপের ভূমিকায় প্রমথেশ বাবুর অভিনয় হয়েছে অতি স্বাভাবিক। পার্ব্বত্য বনভূমিতে ছোট্টো ঝরণায় অরূপের লেখার সহিত সহজ সরল প্রেমের খেলা, লেখার (উমাশশী) হাতছানি দিয়ে অরূপকে ডাকা, জলের মধ্যে আছড়িয়ে পড়া প্রভৃতি নিত্যক্রীড়ার মধ্যে সেই প্রেম ঘনীভূত হয়। যখন মহেশ্বরের আদেশে অরূপের প্রাণদণ্ডের প্রতীক্ষা করছে তখন সেই রুদ্ধ কারাকক্ষের গরাদের বাইরে লেখার অরূপ কাছে কাতর নিবেদন যে 'বল তুমি তো হত্যা কর নি' এত সুন্দর স্বাভাবিক ও মর্ম্মস্পর্শী হয়েছে যে—বলা যায় না। সুরামত্ত উশীনর যখন জোর করে সুলেখাকে ধরে নিয়ে গিয়ে প্রেম নিবে-

নে করছে এবং তার গলায় মালা দেবার জন্য হয়েছে তখন লেখার প্রত্যাখানের মধ্যেও উমাশশীর অভিব্যক্তি সুন্দর ফুটে উঠেছে।

রাজা অশোক (অহীন্দ্র চৌধুরী) তার কথায়, ভঙ্গীতে, ভাবে রাজোচিত অভিনয় করেছেন। তপস্বী ব্রাহ্মণের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের অভিনয় হয়েছে অতি সুন্দর। অতীত দিনের সত্যাগ্রহী অরণ্যচারী ব্রাহ্মণের রাজার অত্যাচার ও পাপের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস মনোরঞ্জন বাবু অতি সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। উদীনরের ভূমিকায় বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর অভিনয়ও সুন্দর হয়েছে। সুবেশার মার ভূমিকাভিনেত্রী ব্ল্যাকির অভিনয় ভাল হয়েছে।

সর্ব্বশেষে একটু ত্রুটির কথা না বলে পারি না। ডায়ালগের রচনায় উন্নতির অবকাশ যথেষ্ট আছে। সমস্ত নাটকীয় উপাদান জমে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কথাবার্ত্তার দি সেরূপ ভাষা দেওয়া যেত তাহলে দর্শকদের চোখের জল ফেলতে হোত।

রেকর্ডে ও ফটোগ্রাফি সুন্দর হয়েছে। Background music অতি সুন্দর হয়েছে। এ বিষয়ে নিউথিয়েটার্স বাংলা চিত্রনির্ম্মাতাদের নাটকে পশ্চাতে ফেলে গেছে। মোটের উপর আমরা রূপলেখা দেখে সত্যই তৃপ্তি পেয়েছি।

ইষ্টইণ্ডিয়ার সীতা

হিন্দি সীতা শনিবারে নিউ সিনেমার পর্দায় সাধারণ্যে আত্মপ্রকাশ করবে। পরি-

"দিনান্তে"

নির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায়

—০—

নিশিদিন রহি জাগিয়া
তব আশাপথ চাহিয়া,
দিনান্ত তপন ধীরে ডুবে যায়
সন্ধ্যা আসিছে নামিয়া।

সাঁঝের কিরণ ঝলসিছে
হায় নয়ন আগে,
চুমিতেছে ঐ তরু-শির যত
কী অনুরাগে!
নীড় লাগি পাখী
চলে নভ বাহি,
উঠিতেছে ডাকি
সুদূরেতে চাহি।

সুরে সুরে তার
দিগন্ত ছাপি
দিতেছে ভুবন প্লাবিয়া
সন্ধ্যাব সাথে মন্থর পদে

শান্তি আসিছে নামি
সারা দিবসের কোলাহল শত
ইঙ্গিতে আসে থামি।

ঘনায়ে আসিছে স্নিগ্ধ আঁধার
মোহন আবেশে ঢাকে চারিধার,
মুখরতা যত চপল হিয়ার
মৌনতা ফেলে ঢাকিয়া।

দূর দেবালয়ে আরতির শঙ্খ
ভেসে আসে ধীর পবনে
অধির হৃদয় স্বননে তাহার
কত কী যে কহে কে জানে!

মনে হয় যাবে এমনি আঁধার
জীবনে বিছাবে আসন তাহার
সারা জনমের সুখ দুখ ভাব
দিই যেন তোমা সঁপিয়া।

——

চালক দেবকী বাবুর পুরণ জগতের পরে হিন্দি ছবি পরিচালনায় দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। ইতিমধ্যে কয়েকটা চিত্রগৃহে এ'র ট্রেলার দেখান হচ্ছে—তা' দেখে মনে হয়, ছবিখানি দেবকী বাবুর যশ বর্দ্ধিত করবে।

চাঁদ সদাগব

ক্রাউনের চাঁদসদাগব ষষ্ঠ সপ্তাহে পড়ল। ছবিখানি এখনো দর্শক আকর্ষণ করছে।

নিউথিয়েটার্স

চিত্রায় রূপলেখা ও একসকিউজ মি স্যার একসঙ্গে দেখান হচ্ছে। রূপলেখা একটী উৎকৃষ্ট ছবি হয়েছে, আবার তার সঙ্গে কমিক একসকিউজ মি স্যার দেওয়ায় দর্শক আকর্ষণের পক্ষে যথেষ্ট সুবিধা হবে। আমরা আশা করি, দর্শক সাধারণ অন্তত trish ছবি না দেখে এই আকর্ষণের সুযোগ গ্রহণ করবেন।

ভক্ত কবির আপাততঃ স্থগিদ রাখা হয়েছে। শুনছি এখনো একেবারে বাদ হবে কিনা ঠিক হয় নি। দেবকী বাবু 'ভূমিকম্পের পরে'র চিত্র-নাট্য রচনায় মনোযোগ দিয়েছেন।

বাধা ফিল্ম

পরিচালক জ্যোতিষচন্দ্র ব্যানার্জ্জীর দক্ষ যত্নের সুটিং আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু নানা কারণে কাজ খুব দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে না।

রঙমহল

পতিব্রতা জমে উঠেছে। শান বনিবারে পতিব্রতা দেওয়া হয়েছে। আমরা আশা করি পতিব্রতা মহানিশার মত জনপ্রিয় হবে।

সম্পাদক—শ্রীজ্ঞানদা চরণ দাস।

Printed and Published by J. C. Das, at the Chitra Press 121/1 Maniktala Street Calcutta

AJKAL PHONE B. B. 8450 May 19 · 1934

৩য় বর্ষ ৪৭শ সংখ্যা। | শনিবার ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১। ১৯শে মে ১৯৩৪ | নগদ মূল্য দুই পয়সা

Single Copy 6 pies *Annual Subscription Rs. 2/—*

গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

আজ-কাল আর এক সপ্তাহ পরে চতুর্থ বৎসরে পড়িবে। এখনো যাঁহাদের নিকট বার্ষিক চাঁদা বাকী আমাদের সবিনয় অনুরোধ যেন তাঁহারা তাহা এই এক সপ্তাহের ভিতর পাঠাইয়া দেন। আর যাঁহারা আগামী বৎসরে গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছুক নন তাঁহারা যেন তাহা আমাদের জানান। আমরা ইতিমধ্যে কোন পত্র বা টাকা না পাইলে 'আজ কালে'র বৎসরের প্রথম সংখ্যা ভি' পি তে পাঠাইব। তখন ভি পি ফেরৎ দিয়া তাঁহারা যেন আমাদের ক্ষতিগ্রস্থ না করেন। ইতি

বিনীত

কার্য্যাধ্যক্ষ

আজ-কালের নিয়মাবলী

১। আজ-কাল প্রতি শুক্রবার প্রাতে কলিকাতায় প্রকাশিত হয়।

২। সহরে ও মফঃস্বলে প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা, বার্ষিক সডাক দুই টাকা মাত্র।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়। কোনো প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে সম্পাদক কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহেন। ডাক টিকিট দেওয়া থাকিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয়। ৩ মাসের বেশী কোনো অমনোনীত প্রবন্ধ পড়িয়া থাকিলে যদি হারাইয়া যায় সম্পাদক দায়ী নহেন।

৪। টাকা কড়ি প্রভৃতি ম্যানেজার আজ-কাল, ১২৪।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।

আজ কাল
১২৪।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ফোন বি, বি. ৩৩৫০

সূচীপত্র

আজ-কাল

৩য় বর্ষ] শনিবার, ৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১ সাল, ১৯শে মে ১৯৩৪ [৪৭শ সংখ্যা।

দেশভক্তি না সুবিধাবাদ ?

—০—

বাংলার কংগ্রেসী দলাদলি আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। আমরা বলিয়াছিলাম তাহা উঠিবেই। আইন অমান্য আন্দোলনে ছেলের দলকে জেলে পাঠাইয়া তৎসঙ্গে দুএকটা ধাড়ি কারে পড়িয়া দু'চারদিনের জন্য সরকারের অতিথি হইয়া কংগ্রেসের তথা দেশবাসীর মাথা কিনিয়া রাখিয়াছিল।

জেল ফেরৎ ছেলের দল কেহ কেহ কলেজ স্কুলে প্রবেশ করিল, কেহ কেহ দোকান খুলিল, কেহ কেহ বেকার বসিয়া রহিল, আর কেহ কেহ-বা বড়লোকের বৈঠকখানা জমাইয়া দেশোদ্ধার পর্ব্বের জাবর কাটিতে লাগিল। এমন সময় কর্পোরেশন ইলেকসান আসিয়া গেল।

অর্থশালীরা কংগ্রেসের নামে দুই দল ঘোষণা করিয়া নিজ নিজ দলের লোক দিয়া কর্পোরেশন ভরাইয়া তুলিতে চেষ্টা পাইল। সেই ছেলের দলই আবার তখন পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া তাদের জন্য না খাইয়া খাটিল, কাউন্সিলর পদপ্রার্থীদের ঢাক পিটিল, তাদের হইয়া ঝগড়া করিল। কাউন্সিলর হইয়া তাদের কিছু করিয়া দিবে বলিয়া কেহ লোভ দেখাইল, কেহ পাড়ার আসন্ন সরস্বতী পূজোর জন্য ক্লাবের চাঁদার কবুল করিল।

কর্ত্তাদের চাই প্রভুত্ব, কিন্তু একলা প্রভুত্ব করিবার দিন চলিয়া গেছে, একটা না একটা দলে ভিড়িতে হইবে। তখন যতীন্দ্র মোহন অন্তরীণ অবস্থায় থাকিলেও তাঁহাকে ভাঙ্গাইয়া যিনি ভবিষ্যৎ নেতাগিরির জন্য প্রলুব্ধ দৃষ্টি রাখিয়া career গড়িতেছিলেন সেই মিঃ জে, সি, গুপ্ত সেনগুপ্ত দল চালনা করিলেন। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত এখন পরলোকে, কিন্তু আবার কংগ্রেসের কর্ত্তৃত্ব লইয়া তাঁহার নাম টানিয়া আনিয়া তদীয় অনুচরবৃন্দ কলহ সুরু করিয়া দিয়াছেন।

ইতিমধ্যে এবৎসরের কলিকাতার মেয়র নির্ব্বাচন পালায় যবনিকা পতন না হইতেই কাউন্সিল-অ্যাসেম্বি দখল লইয়া স্বরাজ্য দল অবতীর্ণ হইয়াছে। এখন স্বরাজ্য দলের রাঁচি বৈঠকে স্থির হইয়াছে যে, স্বরাজ্যদল কংগ্রেসের একটা স্বতন্ত্র পার্লামেন্টের শাখা হিসাবে কার্য্য করিবে এবং তাহা যদি নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় কমিটিতে গৃহীত হয় তাহা হইলে শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র গুপ্তের দলের প্রাধান্য আস্তে আস্তে লোপ পাইবে। মুস্কিল হইয়াছে এইখানে।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুবার বলিয়াছি, জে সি, গুপ্তের দল কাউন্সিল-অ্যাসেম্বি কোনদিন হারাম করেন নাই, শুধু কাউন্সিল-অ্যাসেম্বি কেন সুবিধা ভোগের জন্য যে কোন স্থানে তাহারা যাইতে রাজী। বরং ডাক্তার রায়ের দলের যদি-বা পোলিটিক্যাল মতবাদ বা আদর্শ কিছু থাকে ইহাদের সুবিধাবাদ আদর্শ ছাড়া অন্য কোন আদর্শ কেহ জানে না, কোন আদর্শের পরিকল্পনা দিবার মত প্রতিভা ইহাদের কাহারো আছে কি না এখনো কাজ দেখিয়া মনে হয় না। তাহা না থাকুক সুবিধা ভোগের জন্য প্রাধান্য করিতে হইবে। আদর্শের অনুসরণ করিলে হয়ত দেশমাতৃকার সেবা করা হয়, কিন্তু সুখ সুবিধা হাতে আসিবে না। বরং যেসব সুখ সুবিধা ইতিমধ্যে হাতে আসিয়াছে তাহা আস্তে আস্তে হাত হইতে খসিয়া পড়িবে। অনাবিল নিঃস্বার্থ দেশ সেবা যে জাতের জীবন করে কর্ত্তারা যে বয়সে মোড়লী করে সে বয়সে সম্ভব নয়; এই বয়সেই 'গাছেরও খাব তলারও কুড়াবো' মূলমন্ত্র টুকুন তথাকথিত নেতারা অনুসরণ করিয়া থাকে।

মহাত্মা গান্ধী স্বরাজ্যদল সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যাইবার সামর্থ্য কাহারো নাই। তাঁহার জনাপ্রিয়তা আজও তিলমাত্র কমে নাই। অতএব নানা ফন্দীর আশ্রয় লইয়া নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় কমিটিতে নিজেদের দলের লোক বেশী রাখিয়া কংগ্রেসই স্বরাজ্য দল পরিচালনা করিবে ইহাই বাসনা ধরিয়াছেন তাহারা।

হতা যে-দেশ ভক্তির ফলে, মেয়র নির্ব্বাচন মৌলবী ফজলুল হককে কংগ্রেস ক্যাণ্ডিডেট্ বলিয়া খাড়া করিয়া হিন্দু মুসলমান প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করাও সেই দেশভক্তির ফলেই এবং সেই দেশভক্তির ফলেই মৌলবী সাহেবের গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মেয়র নির্ব্বাচন নাকচ করার আন্দোলনে তাহাদের টাউনহলের প্রতিবাদ সভা ?

———

টিপ্পনী

—০—

পাটনায় নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন হইতেছে। কমিটি এখনও বেআইনী কিন্তু গবর্ণমেণ্ট উক্ত অধিবেশনে আপত্তি করেন নাই।

* *

এই কমিটি মিটিংএ কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে নির্দ্ধারণ হইবে। সুতরাং সকলেই এই সভায় যোগ দিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। কিন্তু বাংলার অনেক তথাকথিত নেতা ইহার সভ্য নন।

* *

মুস্কিল হইয়াছে এইখানে। ইহা ছাড়াও এখানেও দলাদলি—রয় পার্টি এবং গুপ্ত পার্টি। কোন দলের লোক বেশী যাইবে তাহা লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে।

* *

ব্যাপারটা আরও জটিল হইয়াছে। প্রথমে কথা উঠিয়াছিল যে ১৯৩১ সালে বোম্বাইতে যে সভা হয় তাহাতে যাঁহারা বাংলা হইতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবারেও তাঁহারাই নিমন্ত্রিত হইবেন।

* *

কিন্তু ১৯৩১ এর নির্ব্বাচন যে নাকচ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং ১৯৩০এ যাঁহারা নির্ব্বাচিত ছিলেন তাঁহাদেরই নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। ইহাতেই অনেক 'নেতা' বাদ পড়িয়াছেন। তখন যে নেতা হওয়া কঠিন ছিল।

* *

দুই দল হইতেই লোক ছুটিয়াছিল পাটনায়। সেক্রেটারী ডাঃ সৈয়দ মামুদের প্রাণ বোধহয় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল—বেচারী সরল মানুষ, এখন রিলিফ কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছে—তাহার উপর দলাদলির কচকচি—অত্যাচারে অস্থির হইয়াছে।

* *

কেন পাটনার সভায় যাইবার জন্য এত হুড়াহুড়ি লাগিয়াছে? কাউন্সিল প্রবেশ প্রস্তাবে ত প্রায় সকলেই রাজী। গোল বাধিয়াছে নির্ব্বাচন চালাইবে কে? নির্ব্বাচন চলিবে কংগ্রেসের নামে কিন্তু হাল ধরিবে কে?

* *

হাল ধরিবার ভার যাহার হাতে থাকিবে সেই হইবে সর্ব্বময় কর্ত্তা—তিনি কাউন্সিলে প্রবেশের পক্ষেই হউন আর বিপক্ষেই হউন। সেই জন্যই সকলে পাটনার সভায় যোগ দিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছেন।

* *

বাংলার দুই দলের দুই মত। রয় পার্টি স্বরাজ দল, কাউন্সিল-প্রবেশের পক্ষে। সুতরাং গুপ্ত পার্টি কাউন্সিল প্রবেশের বিপক্ষে না হইয়া উপায় নাই। এক কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করিয়া দুই দল চলিবে? নেভার নেভার!

* *

লোকে বলে হিন্দু মুসলমানে বিরোধ খুব বেশী, হিন্দু পূর্ব্ব মুখে বসিয়া পূজা করে বলিয়া মুসলমানগণ নাকি পশ্চিম মুখে নমাজ পড়ে। হিন্দু টিকি রাখে বলিয়া মুসলমান দাড়ি রাখে। হিন্দু কলাপাতায় সোজা পিঠে রাখিয়া ভাত খায় বলিয়া মুসলমান উল্টা পিঠে খায়।

*

কিন্তু রাজনৈতিক দলাদলির কাছে ইহা কিছুই নয়। রয়পার্টি ও গুপ্ত পার্টির কার্য্য দেখিলে ইহা সহজেই বোঝা যায়। গুপ্ত পার্টির নেতাদের যে মালসী হইবার ইচ্ছা নাই তাহা নয়, তবে রায়পার্টি যে পূর্ব্ব হইতেই কামফতে করিয়াছে।

* *

সুতরাং ওপথে আর নয়। সম্ভব হইলে ইহার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন তাঁহারা আরম্ভ করিবেন। কিন্তু সকল পথ মারিয়া রাখিয়াছেন ডাঃ বিধান রায় মহাত্মাজীকে হাত করিয়া। যাঁহার নাম-ভাঙাইয়া নেতাগিরি চলে সাক্ষাৎ তাঁহার বিরুদ্ধে যাওয়া যায় কি করিয়া?

* *

অনেকের মুখেই শোনা যায় যে মহাত্মাজীর প্রভাব বাংলায় কিছুই নাই কিন্তু তাহা যে, কতদূর মিথ্যা তাহা এই ব্যাপার হইতেই বোঝা যাইতেছে। এখনও জন সাধারণের উপর তাঁহার প্রভাব খুব বেশী। তাহার উপর তাঁহার বিরুদ্ধে দাড়াইবার মত লোক এদেশে নাই।

* *

তাই মনের ঝাল মনেই মিটাইতে হইতেছে। যতটা ক্ষমতা রায়পার্টীর হাত হইতে কাড়িয়া লইতে পারা যায় তাহারাই চেষ্টা চলিতেছে। নতুবা যে কর্ম্ম পন্থায় তাঁহাদের বিশ্বাস নাই, সেই কর্ম্ম পন্থা চালাইবার ভার নিজেদের হাতে লইবার জন্য এত ব্যস্ত তাঁহারা হইয়াছেন কেন?

* *

কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়া All India Spiners Association যদি স্বাধীনভাবে চলার ক্ষমতা পাইয়া থাকে, তবে কাউন্সিল ব্যাপারে যদি স্বরাজ্য দলকে খানিকটা স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবে অন্যায় কিসের? কংগ্রেস শুধু দেখিবে যে দেশের অহিতকর কিছু যেন স্বরাজ দল না করেন এবং নির্ব্বাচন কংগ্রেসের নামে চলে। দেখা যাক পাটনায় কি সিদ্ধান্ত হয়।

কর্পোরেশন প্রসঙ্গ

— ভবঘুরে —

—o—

এ যে নিজের নাক কাটিয়া পরে যাত্রা ভঙ্গের চেষ্টা তাহা ত আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।

—

মেয়র নির্ব্বাচন ব্যাপার লইয়া গুপ্ত পার্টি প্রতিদ্বন্দ্বী রয় পার্টিকে সাধারণের নিকট অপদস্থ করিবার জন্য যাহা করিয়াছেন তাহা সকলেই বোঝে।

—

জনসাধারণ অন্ধ নয়—তাহারা সবই দেখিতে পায়। গুপ্তের দল যে রয় পার্টিকে ধামাধরা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন তাহা তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে।

—

কর্পোরেশন থাক বা যাক—এখন আর সেদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই; কর্পোরেশন অপেক্ষা বৃহত্তর প্রশ্ন তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে—সেটা কাউন্সিলে প্রবেশ।

—

কিন্তু সেদিকে ডাঃ বিধান রায় গান্ধীজীকে হাত করিয়া স্বরাজ্য দল করিতেছেন—কাউন্সিল প্রবেশ সম্বন্ধে সবই তাঁহারাই করিবেন। সুতরাং গুপ্ত পার্টির নিকট সেদিকের দ্বার বন্ধ।

—

প্রকাশ্যেও বিরুদ্ধে যাইতে পারেন না—কারণ গান্ধীজীও সেই পক্ষে। সুতরাং স্বরাজ্যদলের নীচের মাটি কাটিয়া তাহাদিগকে নামাইতে হইবে—যেন লোকে টের না পায় যে বিরুদ্ধাচরণ করা হইতেছে।

—

সাপও মরিবে লাঠিও ভাঙ্গিবে না।

গুপ্ত পার্টির উর্ব্বর মস্তিষ্কে প্ল্যান গজাইয়া উঠিল—তাহারা মেয়র নির্ব্বাচনের ভিতর দিয়া নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টায় লাগিয়া পড়িলেন। একথা কি প্রমাণ দিয়া দেখাইতে হইবে?

—

এ যদি না হয় তবে অ্যাডভোকেট জেনারেলের মত জানা সত্ত্বেও এবং নিজের রুলিং (ruling) বাতিল হইবে জানিয়াও মেয়র নির্ব্বাচনের দিনে সভাপতিদ্বয় তাঁহার মতের বিরুদ্ধে রুলিং দিলেন কেন? এ কথাও কি কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে?

—

গবর্ণমেণ্ট যে মেয়র নির্ব্বাচনে হস্তক্ষেপ করিলেন ইহার জন্য দায়ী কে? গুপ্ত পার্টি ও তাঁহাদের দলের দুইজন সভাপতি নয় কি? কিন্তু তাঁহারা আজ নিজেদের দোষ ঢাকিয়া অপর পক্ষের ঘাড়ে সব দোষ চাপাইয়া সাধু সাজিতে চাহিতেছেন।

—

আজ কাল খুব মিটিং হইতেছে, বড় বড় ও গরম গরম বক্তৃতাও হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া রায় পার্টির কাউন্সিলরদের "শির" দাবী করা হইতেছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি এই সকল প্রভুরা এতদিন কোথায় ছিলেন?

—

এই যে গত বৎসর কর্পোরেশনকে কানে ধরিয়া বসাইবার ও নাকে ধরিয়া তুলিবার আইন হইয়াছে সে সময় এসকল মূর্ত্তি কোথায় ছিলেন? জোর গলা ত দূরের কথা ছিঁচকাঁদুনীও ত শুনিতে পাওয়া যায় নাই। কোথায় 'গায়েব' হইয়াছিলেন?

—

একটির বেশী দুটী মিটিং হইতে ত দেখা যায় নাই। তাও কত দিনের পর ও কত চেষ্টায়! আর আজ মেয়র নির্ব্বাচনের বাতিল হইবার সঙ্গে সঙ্গে টাউনহলে মিটিং—কত বক্তৃতা, কত গালাগালি রয়পার্টির কংগ্রেস কাউন্সিলরদের। একি সাজান ব্যাপার?

—

নতুবা সত্যই যাহারা দোষী তাহাদের নাম ত কেহ মুখে আনিল না। সত্যই যাঁহারা অন্যায় করিয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট এই অন্যায় প্রতিবিধানে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন এবং করিবেন তাহা জানিয়া শুনিয়া যাঁহারা রুলিং দিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে ত কেহ কিছুই বলিল না।

—

বরং তাঁহারাই অপর পক্ষকে গালাগালি দিয়া মনের ঝাল মিটাইলেন। তাঁহারা যে দেশের লোকের বিরুদ্ধে ইয়ুরোপীয়ান ও গবর্ণমেণ্টের মনোনীত কাউন্সিলারদের সঙ্গে যোগসাজস করিয়া কর্পোরেশনের সর্ব্বনাশ করিতেছেন—তাহাই জোর গলায় প্রচার করিতেছেন।

—

টাউনহলে মিটিংএ একজন আবার বলিয়াছেন যে গবর্ণমেণ্টের অন্যায় হস্তক্ষেপের প্রকৃত উত্তর যে মেয়র ও ডেপুটী মেয়র বাতিল হইলেন তাঁহাদিগকে পুনরায় নির্ব্বাচিত করা, যদি তাহা না করিতে পারা যায় তবে সকলে মিলিয়া কাউন্সিলারী ত্যাগ করা।

—

অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের কান মলার অপমান হয় নাই, শুধু নিজেদের দলের লোককে

মেম্বর হইতে না পারিলে গোস্মা করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। পিঠের চামড়া প্রভুর বড়ই পুরু তাই অপমান বোধ কম। নতুবা সত্যই যদি অপমান বোধ হইত তবে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই পদত্যাগ করা উচিত ছিল না কি ?

—

গবর্ণমেণ্ট ত মৌলবী সাহেবের বা অধ্যাপক ঘোষের বিরুদ্ধে কিছুই বলেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের মেয়র ও ডেপুটি মেয়র করিলে গবর্ণমেণ্ট ত জব্দ হইবে না—জব্দ হইবে প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ। তাঁহাদের উপর রাগ করিয়া ত আর পদত্যাগ করা চলে না। মৌলবী সাহেবের নির্ব্বাচন না করিতে পারিলে পরত্যাগে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদ হয় না—সে টুকু বুঝিবার বুদ্ধি কি তাঁহার নাই ?

—

আর গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপে অপমান বোধ করিয়া পদত্যাগ যদি করিতে হয় তবে সে অপমান বোধ এতদিন কোথায় ছিল ? গত বৎসরের আইন পাস হইবার পর কাউন্সিলরদের মধ্যে এই অপমান বোধ inject করিবার চেষ্টায় আমাদের কলম ভোঁতা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের চৈতন্য হয় নাই।

—

আর হঠাৎ এই ব্যাপারে তাঁহাদের পুরু চামড়া ভেদ করিয়া অপমান-বোধ মর্ম্মে পৌছিল কি করিয়া ? আর এই অপমান ত তাঁহারাই সমগ্র কর্পোরেশনের উপর টানিয়া আনিয়াছেন। They have sown the wind and are now reaping whirlwind স্বখাদ সলিলে ডুবিয়া মরিলে দোষ দিবেন কার ?

—

আর কর্পোরেশনের কাউন্সিলরী ত্যাগ করিবার ক্ষমতা কাউন্সিলরদের নাই তাহা ইতিপূর্ব্বে বোঝা গিয়াছে। সুতরাং গোদা পায়ের লাথির ভয় দেখাইয়া লাভ কি ? যাহা পারেন নাই তাহা ত বলিলে লোকদের কাছে মর্য্যাদা বাড়িবে না। বিশেষ পদত্যাগ করিবার সময় চলিয়া গিয়াছে—গবর্ণমেণ্টের হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করিলে লোকে বুঝিত। এখন করিলে কোন ফল হইবে না।

—

কর্পোরেশনের ব্যাপারে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করা কর্পোরেশনের স্বায়ত্ত শাসনের বিরোধী—আমরা তাহার পক্ষপাতী নই। অথচ আইনে গবর্ণমেণ্টের সে ক্ষমতা আছে। সুতরাং গবর্ণমেণ্টকে কর্পোরেশনের কাজে হস্তক্ষেপ করিবার সুবিধা না দেওয়াই কর্ত্তব্য। ইহা বুঝিয়াই কাজ করা গুপ্ত-পার্টির উচিত ছিল। কিন্তু কর্পোরেশনের দিকে ত তাঁহারা চান নাই। তাঁহারা চাহিয়াছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপকে অপদস্থ করিতে। ফল সমগ্র কাউন্সিলর ও কর্পোরেশন ভোগ করিতেছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

—o—

বোম্বাই-এ ধর্ম্মঘট

বোম্বাই এর ধর্ম্মঘট এখনও মিটিল না আবার পুলিসকে গুলি চালাইতে হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মঘটিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। অধৈর্য্য হইয়া দাঙ্গা হাঙ্গামা করিলে ধর্ম্মঘটের ক্ষতি, কিন্তু না খাইয়া মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে পারে কয়জন ? সেই বিষয় জানা আছে বলিয়াই ধনীগণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, জানেন যে গোল ত হবেই, তখন গবর্ণমেণ্ট দৃঢ় হস্তে তাহা দমন করিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়া যাইবে।

গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য

বোম্বাই-এর মিলওয়ালাগণও তাই চুপ করিয়া আছেন। গবর্ণমেণ্ট ধর্ম্মঘট বিষয়ে নির্লিপ্ত থাকিবার কথা বলিলেও, অশান্তি দমনের জন্য এক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাহাতে ধর্ম্মঘটিদের ক্ষতি হইতেছে। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের এ বিষয়ে একটু ভাবিয়া দেখা দরকার কি ভাবে চলিলে দরিদ্র শ্রমজীবীদের উপকার হয়। অশান্তি দমনের জন্য পুলিশ না লাগাইয়া যাহাতে ধর্ম্মঘট মিটিয়া যায় তাহার জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। ধনী ও শ্রমিকদের মধ্যে সালিশী করিবার অধিকার ত তাঁহাদেরই।

বিজ্ঞানে দলাদলী

আত্মবিরোধ এদেশের অভিশাপ। এত দিন তাহা রাজনৈতিক ব্যাপারে দেখা যাইত কিন্তু ক্রমে তাহা ছড়াইয়া পড়িতেছে। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও দলাদলির সুরু হইয়াছে। কিন্তু এক্ষেত্রে দলাদলির কারণ বাঙ্গালী নয়—মাদ্রাজী বৈজ্ঞানিকের জন্যই তাহা সম্ভব হইয়াছে। স্যার সি, ভি, রমণ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক—তিনি বাঙ্গালীর প্রতি সন্তুষ্ট নহেন, বাংলায় নিখিল ভারতীয় বৈজ্ঞানিক মণ্ডল স্থাপিত হয় তাহা তাঁহার ইচ্ছা নয়। উক্ত মণ্ডল স্থাপিত হইবার কথা স্থির হইতেই তিনি বাঙ্গালোরে এক বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। এই বিষয়ে তিনি বাঙ্গালীর প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বক্তৃতা দেওয়ায় তুমুল বাদ-বিতণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে।

আমেরিকায় ধূলা

ধূলায় ধূসর নন্দ কিশোর—কলিকাতা সহরে ধূলা ও ধোঁয়ার হাত হইতে মুক্তি নাই। ধূলা আমাদের নিত্য সহচর, তাই আমরা ইহাতে কোন অসুবিধাই বোধ করি না। কিন্তু কলির স্বর্গ আমেরিকার সহর গুলিতে ধূলার বালাই নাই—সেইজন্য ধূলা উড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সকলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়াছে। আমেরিকায় নাকি লক্ষ লক্ষ টন ধূলা উড়িতেছে—মাঠের পর মাঠ ধূলায় ঢাকিয়া যাইতেছে। এক সিকাগো সহরেই নাকি ৫ হাজার টন ধূলা পড়িয়াছে। ভারতবর্ষের সহরগুলির ধূলা একবার ওজন করিয়া দেখিলে হয় না?

ছাত্রীহরণ মামলা

একটী ছাত্রীকে হরণ করিয়া লইবার চার্জ্জে দুইজন দারোয়ান এবং একটী বাঙ্গালী যুবকের বিচার চলিতেছে। ছাত্রীটী স্কুলে পড়িত—বাড়ী কুমিল্লায়, এখানে দেশবন্ধু নারী নিকেতনে থাকিত। বিশ্বনাথ ঘোষ ও অপর একটী যুবকের সহিত তাহার আলাপ হয় এবং চিঠি পত্রও চলিতে থাকে। গ্রীষ্মের বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রীটী বোর্ডিংএর কর্ত্তৃপক্ষকে কিছু না জানাইয়া দুইজন দারোয়ানের সাহায্যে একখানা রিক্স গাড়ী করিয়া বেচু চাটার্জ্জি ষ্ট্রীটের একখানা খালি বাড়ীতে আসিয়া যুবক দুটীর জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। লোকের সন্দেহ হওয়ায় থানায় খবর দেয় এবং পুলিশ তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে এবং পরে বিশ্ব রঞ্জনও ধরা পড়ে। তাহারা জামিনে খালাস আছে—বালিকাটীকে নারী কল্যাণ আশ্রমে পাঠান হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য

অবশ্য এ বিষয়ে দেশবন্ধু নারী নিকেতনের কর্ত্তৃপক্ষের দোষ নাই। কিন্তু আমরা এইরূপ বোর্ডিং হাউসে কড়াকড়ির অভাবের কথা বলিয়া আসিতেছি—কড়াকড়ি না থাকিলে কি হইতে পারে তাহা এই ব্যাপারেই প্রকাশ। মফঃস্বলের অভিভাবকগণ ছাত্রীদিগকে তাঁহাদের হাতে দিয়াই নিশ্চিন্ত এখন সকল দায়িত্ব বোর্ডিং এর কর্ত্তৃপক্ষের ঘাড়ে, তাঁহাদের দায়িত্ব পিতামাতার অপেক্ষা কম নয়—বরং বেশী। এইজন্যই আমরা মেয়েদের বোর্ডিং হাউসগুলিতে আরও বিধি নিষেধ এবং কড়াকড়ি দেখিতে চাই। এবিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহার জন্য একটী বিশেষ বোর্ড হওয়া উচিত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কিছু করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না।

হবিগঞ্জে ভারতীয় জীবনের আদর্শ প্রচার

—o—

স্থানীয় মহকুমা হাকিম বাবু দুর্গেশ্বর শর্ম্মার আমন্ত্রণে পুপুন্কী অযাচক আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী স্বরূপানন্দজী হবিগঞ্জে শুভাগমন করেন। বিগত ২৩শে বৈশাখ তিনি স্থানীয় টাউন হলে "ভারতীয় মানবতার আদর্শ" সম্বন্ধে তিন ঘণ্টা ব্যাপী একটী বক্তৃতা প্রদান করেন। সভাস্থলে সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এবং স্বামীজীর বাগ্মিতায় সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ শেষ পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিবস স্বামীজী "বীর্য্যধারণের সুফল ও বীর্য্যরক্ষার উপায়" সম্বন্ধে পুনরায় তিনঘণ্টা ব্যাপী এক বক্তৃতা প্রদান করেন। উভয় দিবসই স্বামীজী কতিপয় ব্রহ্মচর্য্য সহায়ক নিরাপদ যৌগিক আসন মুদ্রা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ২৫শে বৈশাখ বিকাল বেলা তিনি স্থানীয় মহিলাদের সমক্ষে "ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ" সম্বন্ধে তিনঘণ্টা ব্যাপী এক বক্তৃতা করেন এবং নারীনৃত্য প্রভৃতি উৎকট আধুনিকতার যে অংশটুকু ভারত নারীর সতীত্ব গৌরবের মর্য্যাদা হানি ঘটাইতে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সহায়তা করিতেছে, তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। মহিলাদের সভা শেষ হওয়া মাত্রই স্বামীজী পুনরায় তিন ঘণ্টার জন্য জনসাধারণকে আর একটী আবেগময়ী বক্তৃতা দ্বারা স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব তাহার সাধন ও নারীহরণের প্রতীকার সম্পর্কে ওজস্বিনী ভাষায় উপদেশ দেন।

একটী স্বাবলম্বী প্রতিষ্ঠান

পুপুনকী আশ্রম — বনভূমি

কৃষিভূমি---ছেলেরা কোদাল মারিতেছে

আভিজাত্যই এক জাতীয়তার শত্রু

—স্বামী ভূমানন্দ—

—o—

সত্যের সম্মুখীন হইতে ভয় পাইলে কিম্বা সংস্কার বশতঃ সত্যকে অস্বীকার করিলেই সত্য মিথ্যা হয় না। অথবা তাহার প্রভাবও অতিক্রম করা যায় না। জগতে প্রাণী মাত্রেই জাতি, যৌন, আহার আশ্রয় করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছে। যে সকল প্রাণী জন্মগত সংস্কার [instinct] বজায় রাখিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, তাহারা স্বাধীন, সুখী ও দীর্ঘায়ু। যাহারা জন্মগত সংস্কার বা প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে, বা করিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহারা সেই বিরুদ্ধ ভাবের মূল্য দিতে যাইয়া, অসুখী, অল্পায়ু, দাস ছাড়া আর কিছুই নহে। জন্মগত প্রকৃতির বশে চালিত বনের পাখী, বনের পশু, যেমন স্বাধীন, সুখী ও দীর্ঘায়ু সেই প্রকার জন্মগত প্রকৃতির বশে যে দেশের মানুষ চলিতে যত অশক্ত সেই দেশের মানুষ তেমন স্বাধীন, সুখী দীর্ঘায়ু হয় না। স্রোতের অনুকূলে গন্তব্য স্থানে নৌকা পৌঁছাইতে দাঁড় মাঝিকে যেমন অল্প শ্রম স্বীকার করিলেই চলে, তেমনটি কিন্তু স্রোতের প্রতিকূলে চলে না। প্রাণীর পক্ষেও জাতীয় স্বভাব বজায় রাখিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা যত সহজ ও সুখের, জাতীয় স্বভাব বা প্রকৃতির নিয়মের ক্রমাগত বিরুদ্ধাচরণ করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা তত সহজ ও সুখের হয় না।

এই কথার উপরে বুদ্ধিমানের দল হয়তো প্রশ্ন করিবেন,—জীবন যাত্রা সহজ ও সুখের করিবার জন্য কি মানুষকে অসভ্য বা আদিম যুগে আবার ফিরিয়া যাইতে হইবে ?

ফিরিয়া যাইতে পারিলে এবং হাজার বৎসরের অভ্যাস একদিনে ত্যাগ করিতে পারিলে মানুষ যে স্বাধীন, সুখী ও দীর্ঘায়ু হইত একথা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। কিন্তু ততটা যখন মানুষ সহজে পারিবে না, তখন মধ্য পন্থা তাহাকে আশ্রয় করিতেই হইবে—যাহা আদিম যুগের উলঙ্গ অবস্থা ও বর্ত্তমান যুগের 'ধোপার বস্তা' না হইয়া এমন কিছু হয়, যাহা ততটা প্রকৃতি বিরোধী হইবে না। সুতরাং বর্ত্তমানের ন্যায় জীবনকেও বেশী রকম অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে না।

প্রথমে জাতির কথা বলা প্রয়োজন। পক্ষী, পশু ইহারা ডাক ও গর্জ্জন শুনিয়া বুঝিতে পারে কে তাহার স্বজাতীয়। প্রথমে 'ভাষা' ও পরে যৌন সম্বন্ধের দ্বারা প্রাণী মাত্রেই বুঝিতে পারে, কে স্বজাতি আর কেই বা বিজাতি। কিন্তু যাহা পাখীতে বুঝিতে পারে, সিংহ, বাঘ, শৃগাল, কুকুর, বিড়াল বুঝিতে পারে, যাহা শাখামৃগগণ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে, তাহা জগতের শ্রেষ্ঠকায় বুদ্ধিমানগণ ও ভারতীয় সনাতনীর দল বুঝিতে পারে না। অথচ ইহারা আবার গর্ব্ব করিয়া বলিয়া থাকে, সৃষ্ট প্রাণীর মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান এবং সেই বুদ্ধিমান মানবের মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠতম জীব।

জাতির সংজ্ঞা প্রকৃতির অভিধানে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে,—যাহারা একরকম সন্তান প্রসব করে তাহারাই একজাতি। অর্থাৎ,—সমানা প্রসবাত্মিকা—জাতি।

রাজপ্রাসাদে রাজপুত্রের ন্যায় আদরে লালিত পালিত কৃষ্ণ বা শ্বেতকায় কুকুর সময়ে রাস্তার কৃষ্ণ বা শ্বেতকায় কুকুরকে পরম আদরে, খোলা প্রাণে আপন স্বজাত বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে, ইহা রাজপ্রাসাদে পালিত কুকুরের পক্ষে স্বাভাবিক বা নাড়ীর টান। কিন্তু শ্বেতকায় মানবের পক্ষে কৃষ্ণকায় মানবকে পরম আদরে, খোলা প্রাণে স্বজাতি বলিয়া স্বীকার করিতে কিম্বা ভারতীয় কৃষ্ণকায় 'সনাতনীগণ" তথাকথিত হরিজনকে [অন্ত্যজ বা অস্পৃশ্য] 'আপনার রক্ত, আপনার ভাই' স্বীকার করিয়া মন্দিরে কিম্বা গৃহে প্রবেশ করিতে দিতে প্রস্তুত নহে। বরং বাধা দিতে যাইয়া এমন কোন নীচ ও নৃশংস কর্ম্ম নাই, যাহা শ্বেত মানব ও সনাতনীর দল করিতে পারে না।

'সমান প্রসবাত্মিকা জাতি' প্রকৃতির নিয়মে বাধা আছে বলিয়াই শ্বেতকায় আর্য্য রাজা যযাতি অসুরকন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে, বশিষ্ঠ অক্ষমালাকে, শক্তি শ্বপাক কন্যাকে, পরাশর কৈবর্ত্ত দাস কন্যাকে এবং ব্যাসদেব অনার্য্যা শূদ্রাতে পুত্রোৎপাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে কৃষ্ণকায় দানব দ্রুমিল উগ্রসেন ক্ষেত্রে কংসের জন্ম দিতে সক্ষম হইয়াছিল এবং যদু বংশ ধ্বংসের পরে আর্য্য রমণীগণ স্বজাতিবোধে দস্যুগণের [অনার্য্য সহিত] স্বেচ্ছায় গমন করিতে আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। ইহা ভারত-প্রসিদ্ধ কথা।

আভিজাত্যাভিমানী মানব, মানুষের ভাগ্যে বা মানব সমাজে ধূমকেতু স্বরূপ। এই আভিজাত্য বুদ্ধি ভারতবিজয়ী আর্য্য ও আর্য্য সন্তানগণকে, ভারত সন্তান অনার্য্যগণের ভাগ্যাকাশে প্রথম কয়েক শতাব্দী ধূমকেতু রূপে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। পরে যখন আর্য্যগণ বুঝিতে পারিল, ভারতে চিরদিনের জন্য বাস করিয়া ভারতসন্তান অনার্য্যগণকে চিরশত্রু করিয়া রাখা ও ক্রমাগত যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিয়া বলক্ষয় করা বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নহে, তখন রাজনৈতিক চাল হিসাবে আর্য্যগণ অনার্য্যকন্যা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। এবং একমাত্র যৌন সম্বন্ধ স্থাপন পথেই আর্য্য অনার্য্যের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইল। তারপর

ঋষি বশিষ্ঠ বংশের ন্যায় অনেক বংশই অনার্য্য কন্যা গ্রহণ করিয়াছিল, অনেক রাজাও অনার্য্য রাজা-কন্যাকে রাণী করিয়াছিলেন।

এই প্রীতি সম্পর্কের মধ্য দিয়াই আর্য্যগণ অনার্য্যগণকে আর্য্য সভ্যতা গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। তারপর যতদিন আর্য্য অনার্য্য সংমিশ্রণ ব্যাপক ভাবে চলিতেছিল এবং অনার্য্যগণও স্বেচ্ছায় আর্য্য সভ্যতা বরণ করিয়া লইতেছিল, ততদিন আভিজাত্য বুদ্ধিটা বিলক্ষণ চাপাই ছিল। ইহার পরে যখন গুণগত বর্ণবিভাগ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন যে-সকল সংশয় জাগ্রত হইয়াছিল, সেই সকল সংশয়ের মীমাংসা যাহা সমাজপতিগণ ধার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাই পরবর্ত্তী যুগে [খৃষ্টের মৃত্যুর ৫০০ হইতে ৮০০ শতাব্দীর মধ্য] মহাভারত রচনার সময় অজগর যুধিষ্ঠির সংবাদ নামে মহাভারতে স্থান লাভ করিয়াছিল। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে বেদপন্থী আর্য্য সমাজ রাজর্ষি ও ঋষিগণের উক্তিরূপ বেদ দ্বারা শাসিত হইত। বুদ্ধদেবের প্রচারের ফলে ও আর্য্যরাজগণ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে, রাষ্ট্রধর্ম্ম রূপে প্রতিষ্ঠা করার পরে রাজধর্ম্মের প্রভাবে বেদপন্থী সমাজে যে পরিবর্ত্তন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য 'অজগর-যুধিষ্ঠির' সংবাদের ন্যায় 'যক্ষ-যুধিষ্ঠির সংবাদ' যেমন মহাভারতে স্থান লাভ করিয়াছিল তেমন অনেক কাহিনীও এই মহাভারতে লিখিত হইয়াছিল, যাহার বক্তা রূপে পক্ষী, গর্দ্দভ, কুক্কুর, শৃগাল, প্রভৃতি অনেক জন্তুকেই পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন। এক্ষণে পাঠকগণ শুনুন, অজগর যুধিষ্ঠিরকে কি প্রশ্ন করিতেছেন আর যুধিষ্ঠিরই বা সেই প্রশ্নের কি উত্তর দিতেছেন :

সর্প প্রশ্ন করিলেন, ব্রাহ্মণ কে ?

যুধিষ্ঠির উত্তরে বলিলেন, যে ব্যক্তিতে সত্য, দান, ক্ষমা, শীলতা, আনৃশংস্য তপও দয়াকার্য্যে ঘৃণা লক্ষিত হয়, সেই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ।

সর্প : বেদমূলক সত্য দান, ক্ষমা, আনৃশংস্য, অহিংসা ও করুণা শূদ্রেও লক্ষিত হইতেছে ; যদ্যপি শূদ্রেও ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম লক্ষিত হইল, তবে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে ?

যুধিষ্ঠির : অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণ লক্ষণ ও অনেক ব্রাহ্মণে শূদ্র লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। অতএব শূদ্র বংশ হইলেই যে শূদ্র হয় [অর্থাৎ অনার্য্য বংশে জন্ম হইলেই যে অনার্য্য হয়] এবং ব্রাহ্মণ বংশে [আর্য্য-বংশে] জন্ম হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয় এরূপ নহে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার [বেদপাঠ ও পশুযাগ] লক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ [অর্থাৎ অনার্য্য বা শূদ্র বেদপাঠ ও পশুযাগ করিলে সেও ব্রাহ্মণ হয়] এবং যে সকল ব্যক্তিতে [আর্য্য মধ্যে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয় না, তাহারাই শূদ্র।

সর্প : যদি বৈদিক ব্যবহারই ব্রাহ্মণত্বের কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত মানবের বেদবিহিত কর্ম্মে সামর্থ্য না জন্মে, সে পর্য্যন্ত তাহারা কোন্ বর্ণ থাকিবে ?

যুধিষ্ঠির : বাক্য, মৈথুন, জন্ম ও মরণ মানব জাতির প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। এই নিমিত্ত পুরুষেরা [বর্ণ বিচারে বিমূঢ় থাকিয়া] নারীতে অপত্যোৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব মনুষ্য জাতির মধ্যে সমুদয় বর্ণের মিশ্রণ বশতঃ 'ব্রাহ্মণ জাতি', নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। কিন্তু তত্ত্বদর্শীরা তাহার মধ্যে যাহারা যাগশীল, তাহারাই ব্রাহ্মণ—এই আর্য্য প্রমাণানুসারেই বৈদিক ধর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। বেদবিহিত কর্ম্মই ব্রাহ্মণত্ব লাভের হেতু বলিয়া নাভিচ্ছেদনের পূর্ব্বে পুরুষের জাতকর্ম্ম সমাধান করিতে হয়, তদবধি সাবিত্রী মাতা ও আচার্য্য পিতা স্বরূপ হন। মানুষ যতদিন বেদপাঠ না করে ততদিন শূদ্রের সমান থাকে।

যুধিষ্ঠিরের নাম করিয়া বৈদিক ধর্ম্মের স্বরূপে যে সকল কর্ম্মবাচক শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে, ক্ষমা আনৃশংস, অহিংসা, করুণা, তপ, নাভিচ্ছেদ, জাতকর্ম্ম এই সমস্ত গুণবাচক কর্ম্ম আর্য্য সভ্যতার মধ্যে দৃষ্ট হয় না। এই সকল গুণবাচক শব্দ বৌদ্ধ সভ্যতার সংঘাতে বেদপন্থী সমাজে স্থান লাভ করিয়াছিল, সে কথা বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

উপসংহারে আমরা হিন্দু সমাজকে জানাইতে চাই যে, সকল দেশের মানুষই একজাতীয়। এই কথা যতদিন আর্য্য বংশধরগণ স্মরণে রাখিয়াছিল, ততদিন ভারতে আর্য্য অনার্য্য সম্মিলনে এক প্রবল মানবদলের সৃষ্টি হইয়াছিল সেই প্রবল দল যদি ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ চুক্তির ফলে ভাঙ্গিয়া না যাইত, তবে আজ ভারতে মুসলমান বা খৃষ্টান বলিয়া কোন সম্প্রদায়ই স্থান লাভ করিতে পারিত না।

আর্য্যবংশধরগণের ঘৃণার আতিশয্যে একদিকে অনার্য্যগণ যেমন অন্ত্যজ হইয়া আছে, সেই ঘৃণার পালটা জবাব দিতে যাইয়া, তথাকথিত অন্ত্যজগণ দলে দলে মুসলমান ও খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ভারতে দুইটি প্রবল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছে। একথা যেভাবে রাজা রামমোহন রায় ও স্বামী বিবেকানন্দ বুঝিয়া প্রতিকারকামী হইয়াছিলেন, সে-ভাবে স্বামী দয়ানন্দ ও মহাত্মা গান্ধী বুঝিতে পারেন নাই। তাই স্বামী দয়ানন্দের প্রবর্ত্তিত প্রতিকার মধ্যে রহিয়াছে প্রবল মুসলমান বিদ্বেষ ও মহাত্মার প্রতিকার চেষ্টার মধ্যে রহিয়াছে, চোরের রাত্রিবাসই লাভ। অর্থাৎ জলচল হিন্দুর বাড়ীতে প্রবেশ, একত্রে ভোজন,—এই সকল কিছুই হইবে না। মাত্র মন্দিরের আঙ্গিনা বা নাট মন্দির হইতে বিগ্রহ দর্শন লাভ করিয়া আভিজাত্যের নিকট তথাকথিত হরিজনদিগকে মাথা হেট করিয়া তুষ্ট থাকিতে হইবে। কিন্তু রাজা রামমোহন ও স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষা সহাযে একজাতীয়ত্ব স্থাপনের দায়ীত্ব শিক্ষিত, উদারমতাবলম্বী দেশবাসী হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। যে শিক্ষা প্রথম হইতেই তথাকথিত হরিজনদিগকে সমাজ অধিকার প্রদান করিয়া উন্নত ও মহৎ হইবার পক্ষে সকল বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া দিতে, মানুষকে মনুষ্যত্বের পদবীতে প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইবে!

—

দিদির কপাল

হরি দাশ গুপ্ত

—(গল্প)—

—০—

তাহার ছোট বোন মণীষার বিবাহের জন্য যখন নানা স্থান হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল তখন তাহার দিদি মঞ্জুষা অবাক্ হইয়া যাইত। তাহার ইচ্ছা হইত ঘটককে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয়। কি অন্যায়! সে তাহার বোন্. অথচ তাহার কথা একেবারেই চাপা পড়িয়া আছে। হোক্ সে কুশ্রী, কুরূপা, তবু তাহার বিবাহের আগে তো তাহার বোনের বিবাহ হইতে পারে না—কিছুতেই কোন মতেই পারে না, উহা যে নীতি-বিরুদ্ধ। মণীষার বেলায় কি সেই চিরন্তন রীতি উল্টাইয়া যাইবে ?

মঞ্জুষার বান্ধবীরা তাহাকে ঠাট্টা করিয়া বলিত: মণীষা তোকে পেছনে ফেলে যাবে দেখছি। ওমা, আজকাল কত কাণ্ডই না হচ্ছে! বড় বোন থাকবে পড়ে আর ছোট বোনের বিয়ে হয়ে যাবে।

মঞ্জুষা গম্ভীর সংযত কণ্ঠে উত্তর দেয়: তাতে আর দোষ এমন কি-ই বা হয়েছে ? আমি তো বিবাহ করবো না।

তাহারা বলে: তুই তো এখন সে কথাই বলবি। তা ছাড়া তোর আর উপায় কি আছে ?

মঞ্জুষা অনন্যোপায় হইয়া তাহাদের এড়াইয়া আসে। তাহার অন্তরে জ্বলিয়া উঠে—অনুতাপের আগুন, মন ব্যথায় ভরিয়া যায়।

একদিন মণীষা সত্য সত্যই স্বামীর ঘর করিতে চলিয়া গেল। এতদিন মঞ্জুষা যে আশঙ্কা করিতেছিল তাহা বাস্তব আকার ধারণ করিল।

বিবাহের দিন সে তাহার হাস্যময়ী গর্ব্বিতা ভগিনীর দিকে তাকাইয়া শুধু এই কথাই ভাবিতেছিল—আমি যদি রূপবতী হইতাম!

বিবাহের রাত্রিতে সকলেই আনন্দ-উৎসবে মত্ত ছিল। সেই আনন্দের দিনে শুধু সে-ই আনন্দহীন রজনী অতিবাহিত করিয়াছিল। তাহার পিতা, ভ্রাতা, আত্মীয় স্বজন সকলের উপর তাহার মন বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। বড়লোকের ছেলেকে বররূপে পাইয়া দিশেহারা হইয়া তাঁহারা তাহার উপর যে অন্যায় করিয়াছেন তাহা যে অমার্জ্জনীয়।

তাহার হৃদয় চঞ্চল অধীর হইয়া উঠিতেছিল।

অপমানে প্রাণের দুঃসহ দুর্দ্দমনীয় জ্বালায় সে ব্যাকুল হইয়া গেল। ইহা যে শুধু তাহার একার অপমান নয়—তাহার বংশের অপমান! নারীত্বের অপমান—

কত প্রশ্নই না তাহার মনে জাগিল। কত তর্ক অমীমাংসিতভাবে তাহার মনের কোণে মিলাইয়া গেল।...

মণীষা সুখে স্বামীর ঘর করিতেছে। সে তাহার বাপের বাড়ী আসিলে তাহার স্বামীর লিখিত পত্রগুলি বান্ধবীদের কাছে অপেক্ষাকৃত উচ্চস্বরে পাঠ করে। মঞ্জুষা তাহা শুনিয়া আরো ব্যথিত হয়।

তাহার ছোট বোন তাহাকে অপমান করিতেছে। অপমান—ইহা তো নিশ্চয়ই অপমান! মণীষা জানে—তাহার দিদি অবিবাহিতা। তাহার কাছে তাহার ছোট বোনের দাম্পত্য সুখের কাহিনী বলা হইলে তাহার মনে দুঃখ হইবে, ইহা তো স্বাভাবিক। স্বাভাবিক। যে অপমান জ্বালায় সে অহর্নিশ জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছে তাহার উপর যে অবিচার করা হইয়াছে, এই অপমানের দারুণ উহার চেয়ে যে আরো তীব্র, অসহ্য!

মণীষার রূপে তাহার স্বামী সরিৎ এতই মুগ্ধ হইয়াছে যে সে তাহার কাছে গেলে তাহার পড়ার কথা ভুলিয়া যায়। পুস্তক বন্ধ করিয়া তাহাকে পাসে বসাইয়া আদরে সোহাগে কত কথাই না বলে।

মনীষা তাহার দিদির কাছে চিঠিতে উহার আভাস দেয়। তাহাকে জানায় তাহার স্বামী বাস্তবিকই প্রেমিক!

মঞ্জুষা পত্রের উত্তর দেয়। তাহাকে সে সমস্ত কথা বলিতে বারণ করে। সে আরো বেশী করিয়া তাহা প্রকাশ করে। মঞ্জুষা ভাবে সকলই অদৃষ্ট, নিয়তি!

পাঁচটি বছর কাটিয়া গেছে।

মণীষা ছেলে কোলে করিয়া বাপের বাড়ী ফিরিয়াছে। তাহার মাতাপিতা তাহাকে কত যত্ন করিয়াছেন। মঞ্জুষা তেমনিভাবেই পড়িয়া আছে অনাদৃতা, অবিবাহিতা তাহার জন্য কোন সম্বন্ধ আসে নাই। লোকে বলে—বিশ্রী ভারী বিশ্রী! কিন্তু কেহ জানে না সে বিশ্রী হইলেও তাহার অন্তঃকরণ কত পবিত্র, সুন্দর!

মঞ্জুষা বসিয়া শুধু নিজের অদৃষ্টের কথাই ভাবে! অবশেষে তাহাকে ইহাও দেখিতে হইল! মনীষা ছেলের মা হইল, অথচ সে অবিবাহিতাই রহিয়া গেল!

সে বাড়ীর বাহিরে হয় না, অথচ পাড়ায় তাহার নামে বিশ্রী অপবাদ। তাহাকে দেখিলেই সকলে টিট্‌কারী দেয়। মনীষাকে আদর করিয়া ঘরে নেয়।

সে আর সহ্য করিতে পারিতেছে না।

গভীর নিশুতি রাত্রি। সে ধীরে ধীরে ঘরের বাহির হইল। উঠানে আসিয়া দেখিল আকাশে পুর্ণিমার পূর্ণচাঁদ হাসিতেছে। বিশ্বপ্রকৃতি উজ্জ্বল জ্যোৎস্নালোকে উদ্ভাসিত। ঝিল্লীরবে প্রকৃতিরাণীর নূপুর বাজিয়া উঠিয়াছে। ফুরফুরে হাওয়া বহিতেছে। সামনে বিস্তৃত দীর্ঘিকার স্বচ্ছ জলে চাঁদের ছায়া পড়িয়া খানিকটা জল উজ্জ্বলভাবে দীপ্তি পাইতেছে।

গরমের দিন। তাহার প্রাণ শীতল হইয়া গেল। ভাবিল এই তৃপ্তি তো ক্ষণিকের! সে চায় চিরপরিতৃপ্তি—চিরশীতলতা।

সে কয়েকখানি ভারী প্রস্তরখণ্ড কুড়াইয়া আনিয়া কাপড়ে বাধিল। তারপর ধীরে ধীরে জলে নামিতে লাগিল। জল শুকাইয়া গেছে। সে দীর্ঘিকার ঠিক মাঝখানে যাইয়া একবার শেষবার জগতের দিকে চাহিয়া জলে ডুবিয়া গেল।

নিশীথ তাহাদেরই পাশের বাড়ীতে থাকে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কারখানায় খাটিয়া নিজের হাতে রাঁধিয়া খায়। খাওয়া দাওয়ার পর সে বাহিরে বসিয়া মুক্তবায়ু সেবন করিতেছিল।

তাহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। তন্দ্রা ভাঙিতেই দেখিল সরোবর জলে একটা সাদা জিনিষ ভাসিতেছে। সে নিবিষ্টভাবে চাহিয়া দেখিল। ইহা যে একখানি কাপড়, ভাবিল নিশ্চয় কেহ জলে ডুবিয়াছে। আবার ভাবিল সে তো কাহাকেও সেদিকে আসিতে দেখে নাই হয়তো কোন অপদেবতা। সে অনেকক্ষণ ধরিয়া মনের সঙ্গে সংগ্রাম করিল। পরে নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কাপড় ধরিয়া টান দিতেই মঞ্জুষার চেতনাহীন দেহ ভাসিয়া উঠিল।

সে তাহাকে তীরে তুলিয়া আনিল। দেখিয়াই চিনিল—মঞ্জুষা—তাহারই প্রতিবেশিনী মঞ্জুষা!

নিশীথ তাহাকে শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে মঞ্জুষার বাবা প্রদীপ হাতে সেইদিকে ছুটিয়া আসিলেন। সিক্তবস্ত্র নিশীথকে সিক্ত বসনা চৈতন্যশালিনী মঞ্জুষার সেবারত দেখিয়া কারণ জানিতে চাহিলেন।

সে তাঁহার কাছে সকল কথাই খুলিয়া বলিল।

মঞ্জুষার বাবা বিচক্ষণ ব্যক্তি। এই ঘটনা লইয়া নাড়াচাড়া করিলে ফল ভাল হইবে না, তাই তিনি মঞ্জুষাকে বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া গেলেন এবং তাহার মাকে চুপি চুপি সকল ঘটনা খুলিয়া বলিয়া কহিলেন: এই নিশীথের সাথেই তার বিয়ে দিয়ে দিই। সে ছোঁড়া রাজী হবে।

মঞ্জুষার মা আপত্তি করিলেন না। দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন: মেয়ের যা কপাল দেখ্‌ছি—এই যথেষ্ট, পঁচিশ বছর বয়সেও ও বিয়ে হলোনা, ভাল বর আর কোনখানেই জুট্‌বে না।

নিশীথের কাছে তাহার সহিত মঞ্জুষার বিবাহের প্রস্তাব করা হইলে সে সহজেই রাজী হইল।

একটি মাস পরে এক শুভ মুহূর্ত্তে গোধূলি লগনে নিশীথ বধূবেশে সজ্জিতা মঞ্জুষাকে পত্নীরূপে বরণ করিয়া লইল।

এই দুনিয়ার চিত্র সচঞ্চল

টমাস মুর—(১৭৭৯-১৮৫২) আইরিশ কবি

অনুবাদক—শ্রীকালীপদ হাজরা।

—০—

এই দুনিয়ার চিত্র সচঞ্চল
অলীক ছাড়া আর কিছু নয় ভাই।
সুখের হাসি, দুখের আঁখিজল,
সকল চমক চঞ্চলতাই ছল,
স্বর্গ ছাড়া সত্য কিছু নাই।

যশের শিরে আলোর নাচন ভুল--
সন্ধ্যাকাশের মরণমুখী বেশ,
ভালবাসা, রূপ ও আশার ফুল
সঞ্চিত যা' সাজায় কবর মূল
স্বর্গ ছাড়া নেই যে আলোর রেশ।

আমরা ক্ষ্যাপা পর্য্যটকের দল
ঝড়ের দিনে স্রোতে আছাড় খাই
বুদ্ধি চতুর, যুক্তি কথার বল
হয়তো কমায় মত্ত সাগর জল,
শান্তি তবু স্বর্গ ছাড়া নাই।

লেখকের বিপত্তি

শ্রীমানারাণী দেবী

—০—

"আমার গল্পটা কেমন পড়লে ?"

"ছাই" ।—

"ছাই ?—কি বল্‌ছো ? কতজন পাঠক পাঠিকা ওর প্রশংসা করে পত্র দিয়েছে জানো ?"

"জানি, দুয়ের পিঠে এক ২১ জন ।"

"তাহলে—ছাই বলছো কি বলে ?"

"ছাই—তাই ছাই ! চুরী করে যে গল্প লেখা তা যত ভালই হোক্‌ না ছাই ছাড়া কি ?"

"চুরী ! তুমি বল কি ? কিসের চুরী ? একেবারে আমার অরিজিন্যাল আইডিয়া ।"

"হ্যাঁ কাঁচকলা, প্রবোধ সান্যালের 'বাতাস দিল দোলে'র হুবহু উল্টো নকল ।'

"কক্ষনো নয়, এই জন্যেই বি, বি, বলেন"—

"বি, বি কে বুদ্ধদেব ?" —

"আর যাও ! বুদ্ধ কি বলরাম তা তোমায় বলতে পারিনা --কিন্তু ওটা চুরী কিসে হোল শুনি ?"

সর্ব্বাংশেই ! প্রথম ওর নাম 'ঘাটের বাঁধন খোল', দ্বিতীয় তাতে একটা বিধবা মেয়ের কাহিনী, আর এতে একটা তরুণের কথা । তাতে 'মন্দা' এতে 'মারুত' । 'না : । তোমার কিছু জ্ঞান বুদ্ধি নেই, ওকেই বলে দিলে চুরী । তা বলতে গেলে যে ।'—

'হ্যাঁ তা বলতে গেলে, বলতে হয় ওরকম কে না করছে, যেমন একজন বিখ্যাত লেখক একটা কথা ভালবাসেন । ধর তার সেই কথা: 'অন্ধকার অরণ্যের মত মর্ম্মরিত হোয়ে উঠ্‌লো ।' সেই কথাটা তার একজন খুব বন্ধুও ভালবাসেন এবং তিনি একজন লেখক । তাই তিনিও সে কথাটা তাঁর গল্পে নির্ব্বিবাদে চালাতে লাগলেন, কিন্তু তাঁর বন্ধু এই 'না বলিয়া গ্রহণ' টা দেখেও না দেখলে সাধারণ পাঠক পাঠিকা'ত চোখ বুজে থাকতে পারে না । তাই তারা সাম্‌নে না পারলেও আড়ালে অন্ততঃ বলে যে ।"—

এই চুপ । চুপ ! কি সব ব'কে যাচ্ছো ? জানো এটা সত্যি তাঁরা শুন্‌লে তোমার নামে মানহানির মোকদ্দমা আন্‌বেন ?"

"হ্যাঁ তাতো আনবেই, কারণ এটা চোখে জল বার করা সত্যি ।' 'আমার কাছে নির্জ্জনে টেবিলে মুখোমুখি বসে যা বল্‌লে বললে আর কারুর সামনে যেন বলোনা ।'

"আচ্ছা ! কিন্তু প্রত্যেক ঘরে ঘরে এই কথাটা যদি বসে তাহলে ঢাকা রাখবে কে ?

"যাক ওকথা । গল্পটার কথা বলো :"

"কি বল্‌বো ? তুমিও যদি মানহানির মামলায় জড়াও ?

"জড়াই জড়াবো, নিজে ফরিয়াদী সেজে অন্য উকীল দিয়ে তোমায় বাঁচাবো, কিন্তু এখন বলো কেমন লাগলো গল্পটা ?'

"আচ্ছা বলছি, কিন্তু তার আগে একটা গল্প বলি শোন । একবার—তখন আমি সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ছি । একদিন ক্লাসের মহিম বললে, এসো একটু বেড়িয়ে আসি ।' কলেজ ফেরৎ তার ক্রাইস্‌লারে করে বেরিয়ে পড়লাম । একেবারে চৌরঙ্গী, মহিম বল্‌লে 'আচ্ছা ! এখন যদি তোমায় নিয়ে কোথাও পালিয়ে যাই ?'

আমি তো নিজে থেকেই যেতে রাজী—কি ভেবে তক্ষুণি গাড়ী ঘুরিয়ে ফিরতি পথে এলো—বাড়ীর দোরে আমায় নামিয়ে বললে : 'তোমায় নিয়ে গিয়ে সুখ নেই বড় ডাকাবুকো মেয়ে ।' আমি হেসে তার কথাটা মেনে নিলাম, বল্লাম, 'মেয়েদের মনের কথা বুঝতে ছেলেদের ঢের দেরী আছে ।' মহিম দু মিনিট পথে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর দেখি গাড়ীতে ষ্টার্ট দিচ্ছে । পুরুষ কিনা তাই একটু বোকা, বুঝলে না যে সাহসের আবরণে শঙ্কাকে লুকিয়ে আমি তাকে ফাঁকি দিলাম, আরো যাইনি কেন জানো তাকে ভালবাসতাম বলে অতটা নীচু করতো'—

বাঃ । তুমিতো খুব মিথ্যাবাদী । তবে যে সেদিন বললে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসিনে ?'

"হ্যাঁ তাতো বাসিনে, কারণ তখন তাকে বাসতাম এখন তো বাসিনে ।'

'তাহলে এমন একদিন আসতে পারতো যেদিন আমায়ও "বাসিনে" হয়ে যাবে ?"

"অসম্ভব নয়, হোতেও পারে কারণ আর্টের নিয়ম ।

'চুলোয় যাক আর্ট । উপন্যাসে আর বাস্তবে প্রভেদ আছে ঢের ।'

"কেন এইতো সেদিন পড়লাম 'মহাপ্রস্থান' " "আঃ !—তার কথা ছেড়ে দাওনা আমিতো সেরকম নই বা তুমিও সেরকম নও !"

"তবে কেন তুমি নিজে যা নও তা লিখতে যাও, কেন তুমি নিজের যা বিশ্বাস, নিজের যা ভালো লাগে তা লেখ না ? কেন অন্যের ইচ্ছার পায়ে নিজেকে ডুবোও ?

"বাঃ--তা কি করে হয় ? আমার মত এখনও যদি এমন হয় যে একজনকেই ভালবাসা যায় প্রকৃত, তাহলে তাই আমার আদর্শ হবে ?'

"নিশ্চই হবে ! অন্যে কি বলে তা যেতে দাও অন্ধ অনুকরণ করতে যেওনা । যাকে নিজেও ভাল করে বোঝনা তাকে হাঁটকাতে যেওনা" ।

"কিন্তু তাহলে আর্টের ?"

"কিসের আর্ট ছাই শুনি ? একজন

বলচে তাই তোমার শিরধার্য্য! নিজের মতামত কিছুই নেই ?

কিন্তু পপুলারিটি—"

"চুলোয় যাক্ নিজের সব মত, বিশ্বাস সেইভাবে চলবে লোকে কি বলবে অন্ধ অনুকরণ করবে ?"

"সকলে যা—"

"ঐ সকলেই তো মাথা খেয়েছে। একজন দুইজন তিনজন যা করছে বাকি সব অমনি তাদের জনপ্রিয়তা দেখে 'আমারও ঐ মত' করে লাফাচ্ছে আসলে কিন্তু তারা মনে মনে মদ খাওয়াকে আদর্শ বা পরস্ত্রী গমনকে ব্যাভিচার নয় বলতে পারে না বা স্বীকার করে না কিন্তু মোহ, ঐ যে সকলের কাছে একটা অদ্ভুত মতবাদ প্রকাশ করে বিখ্যাত হবার মোহ এটা কিছুতেই ছাড়িয়ে উঠতে পারে না।"

"আচ্ছা যাক্ স্বীকার করলাম, আমার মত যা তার উল্টোই আমি প্রকাশ করি; কিন্তু তা'হলে সেটা যদি কুসংস্কার হয় তাহলেও তাকে জড়িয়ে থাকতে হবে তার কি মানে আছে ?"

"কিছু মানে নেই যদি তুমি বোঝো এটা কুসংস্কার, ওটা সুসংস্কার তাহলে স্বচ্ছন্দে একে ফেলে ওকে গ্রহণ করতে পারো কিন্তু তুমি নিশ্চয় করে যখন নিজেই বোঝনা, তখন যা ছিল তাই থাকাই ভাল নয় কি ? কারণ সংস্কারকে ছাড়বো বললেই সে ছাড়ে না, ফলে এটাও থাকে আর ওটাও নতুন করে আসে। কি দরকার। তার চেয়ে স্বধর্ম্মে নিধনংই তো ভাল!"

"এসব কথা কে তোমায় শেখালে ?

"মহিম!"

"সে এখন কোথায় ?"

"বাবার কাছে একটা প্রফেসারীর চেষ্টায় ফিরছে সেদিন দেখা হোল।"

"কি বললে ?"

"কিছু না একটু হাসলে। কিন্তু তার জন্য তোমার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো কেন ? এটাতো সুসংস্কার, কারুর প্রতি কারুর ভালবাসা চিরস্থায়ী নয় তাহলে এটা তো গ্রহণ করা উচিত ?"

"কি হাসো ভাল লাগেনা, তোমাদের কি! ভবিষ্যৎ ভেবে তো আর কাজ করোনা যা হয় করে বসো। মান সম্ভ্রম বলে জ্ঞান রাখ না।

"বেশ করি রাখি না। নিজেরা একেবারে বুদ্ধদেব কি সেকেণ্ড এডিশন না ?"

"তা না হই অন্ততঃ আমি নিজে যা লিখি বা করি তাতে কখনো ঢাকানা রাখি না। লিখি। বা বলি যা খুসী, তা'বলে সত্যই চাই না যে নিজের স্ত্রীর জীবনে এমন ঘটনা থাকুক যাতে তার নানা প্রেমের কাহিনী আছে"।

"ধন্যবাদ, মনে রাখলে ভাল হয় যে ওইটাই বেশীর ভাগের মত, কেবল তোমাদের মত লেখকের পাল্লায় পড়ে তাদের মগজ যাচ্ছে গুলিয়ে। আসলে তারা জানে, কাব্যে পড়তে যেটা মনোরম জীবনের পক্ষে সেটা বড় মারাত্মক, তাই সকলের আর্ট আর জীবন হয়ে গেছে বিভিন্ন; কিন্তু আর্ট ছাড়া জীবন বা জীবন ছাড়া আর্ট চলে না"।

"এত জ্ঞান আছে, মহিমকে প্রীতিভাজন করবার আগে এ জ্ঞান গুলো মনে পড়েনি ?

"পড়েছিল বই কি। কারণ সেকেণ্ড ইয়ারেই পড়া খতম্ করে এখানে এসেছি, এবং যতদিন পড়েছি মেয়েদের কলেজেই, মহিম নামে জীবন্ত কারুর সঙ্গে কোন কালে পরিচিত হয়নি"।

"তবে যে এতক্ষণ'—

"ওটা দুষ্টুমী করে শুধু বোঝানো যে বইয়ে যেটা উপভোগ্য জীবনে সেটা অস্বস্তিকর, কখন কখন মারাত্মক'।

উঃ! কি তুমি! এতক্ষণ মিথ্যে ধোকা খাইয়ে ছাড়লে"। "তার মানে মনে যেটা মেনে নিচ্ছিলে সেটা আবার হটাচ্ছ ?'

"না তর্ক ছাড়ো অনেক রাত হয়েছে, এবার শুতে হবে, সত্য বল না গল্পটা কেমন লাগলো ?"

কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য

—০—

ভারতের আমদানী ও রপ্তানী

গত ৩১শে মার্চ্চ যে বৎসর শেষ হইয়াছে তাহাতে ভারতে আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্য কেমন চলে তাহার হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে।

আমদানী

এই বৎসরে মোট আমদানী পণ্যের মূল্য ১১৭ কোটি ৩৩ লক্ষ ১৩হাজার ৩০৪ টাকা (১৯৩৩ প্রায় ১৩৫ কোটি, ১৯৩২—প্রায় ১৫০ কোটি ৪৬ লক্ষ।)

মোটামুটি নিম্নলিখিত পণ্য আমদানী হ্রাস পাইয়াছে:—

মদ্য—১ কোটি ৭৯ লক্ষ ৩০ হাজার ২২৫ হাজার টাকা (পূর্ব্ববৎসর প্রায় ১কোটি ৮০ লক্ষ)

মসলা—১ কোটি ৫৫লক্ষ ৬৬হাজার ৯২৬ টাকা (পূর্ব্ববৎসর ১কোটি ৭২লক্ষ ৪৯ হাজার ৮২৩ টাকা।

চিনি—২ কোটি ৭০ লক্ষ ৯৭ হাজার ৩০ টাকা। (১৯৩২—প্রায় ৬ কোটি ১৬ লক্ষ। ১৯৩১ প্রায় ৪ কোটি ৩২ লক্ষ)।

চা—২৫লক্ষ ১৩হাজার ১৫০ টাকা (১৯৩২—প্রায় সাড়ে ৪৩ লক্ষ।)

তামাক সিগারেট—১২ লক্ষ ২৭হাজার ৬২১ টাকা (১৯৩১—৯৬ লক্ষ ৯৩হাজার ৫৯৬টাকা)।

কয়লা—৯লক্ষ ১৬ হাজার ৮৮৬ টাকা (১৯৩২—প্রায় ১১ লক্ষ)

তৈল-৬কোটি ৮১ লক্ষ ২৯ হাজার ৫৯৭ টাকা (১৯৩২—প্রায় ৯কোটি ৭২ লক্ষ)।

কাঁচ দ্রব্যাদি—১কোটি ৬৫ লক্ষ ৬৮ হাজার ৮৬৫ টাকা (১৯৩৩—প্রায় ৩ কোটি ৯২ লক্ষ)।

রং ৩কোটি ৪৫ লক্ষ ২৬ হাজার ৯২১ টাকা (১৯৩২—প্রায় ৩ কোটি ৬৫ লক্ষ)।

কার্পাস বস্ত্র ও সুতা—১৭ কোটি ৭৪ লক্ষ ৪১ হাজার ৫৪১ টাকা (১৯৩২—প্রায় ২৬ কোটি ৮২লক্ষ। ১৯৩২—প্রায় ১৯ কোটি ১৫ লক্ষ)।

পশম বস্ত্র সুতা ২ কোটি ২০ লক্ষ ৮৩ হাজার ৮৩৪টাকা। ১৯৩৩ প্রায় ২কোটি ৪৫ লক্ষ)।

তুলা—৩কোটি ৫৫ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯৭৪ টাকা)।

পাটের দড়ি ও চট-৯ লক্ষ ৮১ হাজার ৮৫৩ টাকা (১৯৩৩—১৩ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬০৩ টাকা)

কাঁচা রেশম-১৭১ লক্ষ ৭৪ হাজার ২৮৪ টাকা (১৯৩৩ প্রায় ১ কোটি ১৭ লক্ষ ২৬ হাজার ২৮১ টাকা)।

বস্ত্র-৪২ লক্ষ ৯৬ হাজার ৬৬৫ টাকা। (১৯৩২ প্রায় সাড়ে ৬৮ লক্ষ)।

মোটামুটি নিম্নলিখিত পণ্য আমদানী বৃদ্ধি পাইয়াছে—

লাক্ষা, রঞ্জন ইত্যাদি—৩৮ লক্ষ ১৩ হাজার ৭৪৭ টাকা (১৯৩৩—প্রায় ২৪ লক্ষ টাকা)।

কাঁচা চামড়া—১১ লক্ষ ৯১ হাজার ২৪৫ টাকা (১৯৩৩—প্রায় ৮ লক্ষ ৬২ হাজার)।

কাগজ উৎপন্ন দ্রব্যাদি—২৭ লক্ষ ৯ হাজার ৭৩৬ টাকা (১৯৩৩—প্রায় ২২ লক্ষ)।

রবার—৩ লক্ষ ৭৬ হাজার ৬৩১ টাকা (১৯৩৩—৭০ হাজার ২৯১ টাকা)।

বীজ—৪৩ লক্ষ ৭৩ হাজার ৯৭৫ টাকা (১৯৩৩—প্রায় ৩৩ লক্ষ ৭৮ হাজার)।

ঔষধ পত্র-৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৩০ হাজার ৮১৬ টাকা (১৯৩২—প্রায় ৪ কোটি ৭৯ লক্ষ)।

ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক দ্রব্যাদি—৫ কোটি ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার ৮৯৩ টাকা (১৯৩৩—প্রায় ৪ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা)।

বৃহৎ যন্ত্রাদি—১৩ কোটি ৩৭ লক্ষ ৯২ হাজার ৬৩৭ টাকা (১৯৩৩—প্রায় '১১ কোটি ১৬ লক্ষ)।

লৌহাদি—৫ কোটি ৫২ লক্ষ ১৭ হাজার ৫২৮ টাকা (১৯৩৩—৫ কোটি ২৯ লক্ষ ৭৮ হাজার ১৫৫ টাকা)।

রপ্তানী

শস্য ও ময়দা প্রভৃতি রপ্তানী হ্রাস পাইয়াছে।

চা-১৯ কোটি ৮৪ লক্ষ ৬২ হাজার ২৯৬ টাকা (১৯৩৩ প্রায় ১৯ কোটি ৪৩ লক্ষ)।

তামাক-৯৩ লক্ষ ৭৮ হাজার ৮৫৭ (১৯৩৩—প্রায় ৭৭ লক্ষ)।

কয়লা—৩৭ লক্ষ ৩৪ হাজার ৯৮০ (প্রতি বৎসর হ্রাস পাইতেছে)।

খাদ্যাদি—৪ কোটি ২৫ লক্ষ ৩২ হাজার ৯৬৭ (১৯৩২—প্রায় ২ কোটি ৭৬ লক্ষ)।

তৈল—১ কোটি ৬৪ লক্ষ ৭২ হাজার ১২০ টাকা (প্রতিবৎসর কমিতেছে।)

বীজ—১৩ কোটি ৬৬ লক্ষ ১৫ হাজার ২৯১ টাকা (১৯৩২—প্রায় ১৪ কোটি ৫৯ লক্ষ)।

তুলা ২৬ কোটি ৯৭ লক্ষ ৬৭ হাজার ৪১২ টাকা (১৯৩২—প্রায় ২৩ কোটি ৭৮ লক্ষ)।

পাট—১০ কোটি ৯৩ লক্ষ ২৬ হাজার ৭০৭ টাকা (১৯৩২—১১ কোটি ১৮ লক্ষ ৮০ হাজার ৬২৩ টাকা।

পশম কোটি ৯৮ লক্ষ ৪৮ হাজার ২১১ টাকা [১৯৩২—প্রায় ২ কোটি ৭৭ লক্ষ]

ঔষধাদি—১ কোটি ১৪ লক্ষ ২৮ হাজার ১২৮ টাকা [১৯৩২—১ কোটি ২৭ লক্ষ ১৩ হাজার ৯৮৬]

চামড়া—৫ কোটি ৮২ লক্ষ ৯৮ হাজার ৩২৩ টাকা। ১৯৩২—প্রায় ৫ কোটি ৩৫ লক্ষ ; ১৯৩৩—৪ কোটি ৭৬ লক্ষ।

লৌহ দ্রব্য ১ কোটি ৬লক্ষ ৭১ হাজার ৭২৩ টাকা [১৯৩২—প্রায় ১কোটি ৩১ লক্ষ]

অন্যান্য ধাতু দ্রব্যাদি ২ কোটি ৩৫ লক্ষ ৬৪ লক্ষ ৬৪ হাজার ৭১৪ টাকা [১৯৩২—প্রায় ৪২ কোটি ৫০ লক্ষ]

কার্পাস বস্ত্র-২ কোটি ৭২ লক্ষ ৬৩ হাজার ১০০ টাকা [১৯৩২—প্রায় ৪ কোটি ৮১ হাজার ; ১৯৩৩—প্রায় ৩ কোটি ২৯ হাজার]

পাটের দড়ি ও চট—২১ কোটি ৩৭লক্ষ ৫৯ হাজার ৩১৩ টাকা [১৯৩২ প্রায় ২২ কোটি ; ১৯৩৩—প্রায় ২১ কোটি ৭১ লক্ষ]

পশম বস্ত্র ও সুতা—৭৩ লক্ষ ৯৯হাজার ৫৩২ টাকা [১৯৩৩—প্রায় ৬৭ লক্ষ ৮০ হাজার]

ছাগল ভেড়া—৭ লক্ষ ৮৫ হাজার ৪৫ টাকা (১৯৩২—২লক্ষ ৭৭ হাজার ৫১৯ টাকা।

শিক্ষক—(ছাত্রের প্রতি) আচ্ছা বলতো, 'গুণবাচক বিশেষ্য কাকে বলে ?

ছাত্র—যে জিনিষ আমরা মনের দ্বারা অনুভব করতে পারি, কিন্তু হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারি না' তাকে 'গুণবাচক বিশেষ্য, বলে।

শিক্ষক—বেশ, একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

ছাত্র—আজ্ঞেও, (একটু ভাবিয়া যেমন, গরম লোহা।

ভাবিবার বিষয়

—০—

ভারতে শিশুমৃত্যু

ভারতে জন্মহার খুব বেশী—হাজার করা ৩৪ জন। ইংলণ্ডে মাত্র ১৫·৮। সুতরাং সকলেই বলিবে ভারতবর্ষের ন্যায় স্বাস্থ্যকর স্থান নাই। কিন্তু মৃত্যুর হার কত সে খোঁজ কেহ রাখেন কি? ইংলণ্ডে শিশুমৃত্যুর হার হাজারকরা ৬৬, আর ভারতবর্ষে কত তাহা জানেন কি—ভারতে শিশুমৃত্যুর হার ১৭৯। এ জাতি জগতে বাঁচিয়া আছে কি করিয়া তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়।

ভারতবাসীর পরমায়ু

ভারতবর্ষে গত ১০ বৎসরে নাকি ৩ কোটি ৪০ লক্ষ লোক বৃদ্ধি হইয়াছে এবং বৎসরে নাকি ৫০ লক্ষ করিয়া লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। ভারতবর্ষের সৌভাগ্যে সকলে হিংসা করিতেছে। কিন্তু সত্যই ভারতবাসীর অবস্থা কিরূপ শোচনীয় তাহা কেহই ভাবিয়া দেখেন না। এখানে মৃত্যুর হার হাজার করা ২৫ কিন্তু ইংলণ্ডে মাত্র ১২—আবার গড়পড়তা ভারতবাসীর পরমায়ু সাধারণ ইংরেজের পরমায়ুর অর্দ্ধেকেরও কম। ভারতবর্ষের স্বাস্থ্যের অবস্থা কেমন তাহা ইহা হইতেই বোঝা যায়।

বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়

প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য বাংলাদেশে ১৯৩১-৩২ সনের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৬৭,৯৫,৮১৮ টাকা। ইহার মধ্যে শিক্ষার্থীদের বেতন হইতে আসিয়াছে ২৪,১৭,৩১৫ টাকা। গবর্ণমেণ্ট ব্যয় করিয়াছেন ২২,০৩,-৯৪৩ টাকা। ভারতবর্ষের অন্য প্রায় সকল প্রদেশেরই বিদ্যালয় অবৈতনিক। ব্যয়ের বেশীর ভাগ বহন করা হয় সরকারী তহবিল হইতে। কিন্তু বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষার বেশীর ভাগ বহন করেন শিক্ষার্থীদের পিতামাতা।

ভারতবাসীর ঋণভার

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে হিসাব করিয়া জানা গিয়াছিল যে ভারতবাসীর দেনার পরিমাণ ৯০০ ক্রোড় টাকা। গত তিন বৎসরে তাহার পরিমাণ অবশ্য বাড়িয়াছে। এই ঋণের জন্য ১৮৬০ হিসাবে সুদ ধরিলে বৎসরে ১৬৮ কোটী টাকা সুদ হয়। এই সুদ দিতে যাইয়া চাষীদিগকে গুরুভারে পীড়িত হইতে হয়। ইহার জন্য চাষের কোনও প্রকার উন্নতি করা সম্ভব হয় না। অভাবের সময়ে দরিদ্রগণ আরও উৎপীড়িত হয়।

স্বর্ণ প্রয়ান

এখন এক ভরি স্বর্ণের মূল্য প্রায় ৩৩৷০ টাকা। প্রতি সপ্তাহে ভারত হইতে যত স্বর্ণ ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রেরিত হইয়াছে তাহার একটা হিসাব সংবাদপত্রে দেখা যায়। গত ৮ই বৈশাখ যে সপ্তাহ শেষ হইয়াছে সেই সপ্তাহের হিসাবে দেখা যায় যে ১৷০ কোটী টাকারও অধিক মূল্যের স্বর্ণ ভারত হইতে প্রেরিত হইয়াছে। ইংলণ্ড স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিবার পর ঐ তারিখ পর্য্যন্ত ১৭০, ৬৫, ১৯, ১১০৲ টাকার স্বর্ণ ভারত হইতে চলিয়া গিয়াছে। সেই-জন্য সুধীগণ অনুমান করিতেছেন যে ভারতবাসীর অবস্থা এমন নহে যে তাহারা মূল্য কিছু বেশী পাইলে স্বর্ণ ধরিয়া রাখিতে পারে।

—

মহিলা-জগৎ

———

নারী chaneellor

পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র নারী Chan-cellor—Barbsar Yakovleva. মহিলাটির উপর রাশিয়ার প্রায় ১০ কোটীরও উপর লোকের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ভার। রাশিয়ার ঐ দশ কোটি লোক তাঁর নির্দ্ধারিত বিধি ব্যবস্থা সম্ভ্রমের সঙ্গে মানিয়া চলে।

আত্মহত্যার জন্য মরিয়া

হাঙ্গারীর একটী স্ত্রীলোক আত্মহত্যা করিবার জন্য ৫০ বার চেষ্টা করিয়াও কৃত-কার্য্য হইতে না পারিয়া মনক্ষুণ্ণ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে সে আর আত্মহত্যা করিবে না ৫০ বারের বার গলায় দড়ি দিবার সময় দড়ি তাহার গলায় না আটিয়া গালে আটিয়া যায়। ফলে প্রতিবেশীরা দড়িকাটিয়া তাহাকে নামাইয়া লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দেয়।

ইটালীর আলোকযুক্তা নারী

পিরানোর আলোযুক্তা নারী সম্পর্কে ডাঃ প্রেটি গবেষণা করিতেছিলেন। সম্প্রতি তিনি পাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটী রিপোর্ট

পাঠ করেন। উহাতে তিনি বলিয়াছেন যে স্ত্রীলোকটী ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছেন। এই মনোনিবেশের ফলে মানুষের দেহেও পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে।

স্ত্রীলোকটী উপবাস করিত। ইহার উপর ডাঃ প্রোটী খুব জোর দিয়াছেন। ইহাতে তাহার রক্তে উজ্জ্বলকারী শক্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং রক্তে সালফাইডের মাত্রা বর্দ্ধিত পাইয়াছে। এই সালফাইডের উজ্জ্বল হবার শক্তি আছে। ডাঃ প্রোটির মতে এইরূপেই স্ত্রীলোকটি আলোযুক্ত হওয়া সম্ভবপর হইয়াছে।

বালিকা বালকে রূপান্তরিত

ফাইফশায়ারে লকতোর নামক সহরের এক খনির ম্যানেজারের ১৫ বৎসর বয়স্কা কন্যা আশ্চর্য্যরূপে পুরুষ হইয়া গিয়াছে। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বালিকার অবস্থা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তখন সে গুরুতররূপে পীড়িত হইয়া পড়ে এবং তাহার পিতামাতা তাহার চালচলনে একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করেন। পারিবারিক চিকিৎসকের উপদেশে তখন বালিকাকে ফাইফশায়ারের অপর এক অংশে একটি নার্সিংহোমে পাঠান হয়। এই হোমেই উপরিউক্ত আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটে। বালিকার মধ্যে দ্রুত সর্ব্বপ্রকার পুরুষোচিত দৈহিক মানসিক ও লক্ষণসমূহ দেখা দেয় এবং এই পরিবর্ত্তন একান্তভাবে সম্পূর্ণ হইলে তাহাকে একটী পূর্ণাঙ্গ বালকরূপে হোম হইতে বিদায় দেওয়া হয়। বাড়ী আসিয়া সে চুল ছোট করিয়া ছাঁটিয়াছে এবং পুরুষের পোষাক গ্রহণ করিয়াছে।

পূর্ব্বের সেই বালিকা এখন সর্ব্বতোভাবে পরিবর্ত্তিত একটি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিষ্ঠ দেহ বালক। পূর্ব্বের কোন লক্ষণই এখন আর তাহার মধ্যে নাই। শীঘ্রই সে এক অফিসে পুরুষ কেরাণী রূপে কাজ করিতে যাইবে।

গৃহস্থালীর কথা

কাপড় চোপড়ে কখনো কখনো লোহার কষ্যাণি লাগে। তাহাতে কাপড় ছিঁড়িয়া যায়। লোহার কষ্যাণি সুতি কাপড়ে লাগিলে টোকো দুধে রগড়াইলে সে দাগ মুছিয়া যায়।

—

দুধকে ছানা কাটাইতে চাহিলে প্রতি পোয়ালা পরিমান দুধে চা-চামচ পরিমাণ ভিনিগার মিশাইও। দুধ কাটিবে।

—

জুতা ভালো রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায় সপ্তাহে একবার করিয়া যদি জুতায় গ্লিসারিণ ঘষিতে পারো। জুতার পরমায়ুও তাহাতে বাড়ে।

—

ডিমের হরিদ্রাংশ দিয়া ঘষিলে কাপড় চোপড়ে চা, কফি, চকোলেট কিম্বা কাদার দাগ মুছিয়া যায়। এক টুকরা ফ্ল্যানেল কাপড়ে ডিমের হরিদ্রাংশ মাখাইয়া তাহা দিয়া আলতো ভাবে দাগ মোছো—দাগ উঠিলে অল্প গরম জলে সাবান ঘষিয়া স্পঞ্জ বা কাপি ডুবাইয়া তাহাতে মুছিয়া লইলে কাপড় 'বেদাগ' হইবে।

—

দেহের কোন জায়গা পুড়িয়া গেলে গ্লিসারিণ ও ডিমের হরিদ্রাংশ সমভাবে মিশাইয়া পোড়া যায়গায় লাগাইলে জ্বালা সারে ও পোড়ার জন্য ফোস্কা হয় না। ইহা তৈয়ার করিয়া বোতলে ছিপি আঁটিয়া দীর্ঘকাল গৃহে রাখা চলে নষ্ট হয় না।

—

ডিমের শ্বেতাংশ কেশ রক্ষার ও কেশ বর্দ্ধনে সহায়ক। এই শ্বেতাংশ মাথায় ঘষিলে মরা মাস নষ্ট হয়। কেশের স্বাস্থ্য ফেরে, শক্তি বাড়ে। মাথায় ডিমের শ্বেতাংশ ঘষিয়া পরে অল্প গরম জলে মাথা ধুইয়া ফেলিবে।

—

অল্পরস যুক্ত ফলে অল্প বাইকার্বনেট অব সোডা মিশাইয়া খাইলে পরিপাক সহজ হয়, দাঁত টকে না, চিনির মাত্রা লাগে কম, অথচ স্বাদুতার সীমা থাকে না।

—

পুস্তক সমালোচনা

শ্রীমেঘনাদ

—০—

মুক্তির রূপ—শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ প্রণীত—১৮৩ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, বেঙ্গল বুক সোসাইটি হইতে শ্রীশান্তিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দাম চার আনা।

আমাদের চিরদিনের বারীনদা'র মুক্তি-পিপাসু প্রাণ এবার অনেক দিন পরে মুক্তির রূপ দিবার জন্য ছুটিয়াছে। তবে এবারকার ছুটার শেষ ঠিকানা সাগর পারে নয়, আসমুদ্র হিমাচল বেষ্টিত স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আলোচ্য পুস্তিকার বারীনদা' দেখাইতে চাহিয়াছেন স্মরণাতীত যুগ হইতে মানুষ ক্রমোন্নতির পথে সভ্যতার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। এই সভ্যতার মুখ্য উদ্দেশ্য "শান্তি স্থাপনা, সুশাসন, মানবকল্যাণ".

কিন্তু তিনি ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক আখ্যানগুলির কিছু কিছু সাহায্য লইয়া দেখাইতে চাহিতেছেন যে সভ্যতার নামে লোকে বর্ব্বরতারই অনুশীলন করিয়া আসিতেছে। "মানুষ যতই সভ্য হ'য়েছে ততই সে হ'য়েছে ক্রূর ও নিষ্ঠুর ততই মানুষের সুখ দুঃখ, স্বত্ব ও অধিকারকে নিয়ে সে খেলছে জুয়া"। বারীনদা, বলিতে চাহিতেছেন যে, সভ্যতার মুখ্য ও সত্যকারের উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে জাতিকে কর্ম্মকুশলী হইতে হইবে, ভারতের অসংখ্য জাতি পরিবারকে শিক্ষায় মানুষ করিতে হইবে, নূতন সমাজ, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি গড়িয়া তুলিতে হইবে।

কিন্তু মুক্তি লাভের এই উপায় অবলম্বন পথেও তিনি extremist. তিনি সমাজের সকল সংস্কারকে নির্ব্বিচারে নির্ম্মূল করিতে চান। কিন্তু এ জিনিষ যেমন কাল্পনিক সেইরূপ অযৌক্তিক। একহাজার সংস্কারের মধ্যে যদি একটিও ইহাদের মধ্যে ভাল থাকে তবে তাহাকে বাদ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। আর এক কথা, হাজার হাজার বৎসরের সংস্কারকে নির্ম্মূল করিয়া নূতন জিনিষের স্থাপনা দুই এক দিনের, দুই এক বৎসরের কাজ নয়। ধীরে ধীরে সুবিধার আশ্রয়ে ও আড়ালে থাকিয়া পুরাতনের স্থলে নূতনের স্থাপনা চলিতে পারে অন্যথা সম্ভবপর নহে।

প্রবন্ধের শেষে শেষ পৃষ্ঠায় তিনি মুক্তি ও বন্ধনকে পাশাপাশি রাখিয়া কবিত্বের সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির মত মুক্তি ও বন্ধনকে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়াইয়া একাকারে মিলাইয়া দিলে মুক্তির রূপে fallacy র সৃষ্টি হইতে পারে বারীনদা, সেদিকে ভাবাবেশ ছাড়িয়া একটু সহজ ও সরল মূর্ত্তি ধরিলে ভাল হইত বলিয়া মনে হয়।

নল দময়ন্তী—শ্রীযতীন্দ্র নাথ দত্ত প্রণীত,—গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ৩৯ নং মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত,—মূল্য বার আনা মাত্র।

পৌরাণিক উপাখ্যান লইয়া এরূপ পুস্তক প্রণয়ন যদিও ইহাই নূতন নহে, তথাপি এপ্রকার পুস্তক প্রকাশের যে সার্থকতা আছে ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু দুই একটি ত্রুটী আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রথমতঃ, গ্রন্থকার প্রথমেই যে আত্মপরিচয় পত্র ছাপাইয়াছেন, উহা যেন যথেষ্ট দৃষ্টিকটু হইয়াছে। আত্মপরিচয় পত্র দ্বারা আপনাকে এপ্রকারে বাজারে জাহির করিলে সাধারণের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হয়; এবং গ্রন্থের মূল্য এরূপ পরিচয়-পত্রে অনেকটা হ্রাস হইয়া যায় গ্রন্থকারের এটি জানা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, পুস্তকের ভাষা বড় পুরাতন হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ "সেকেলে" ভাষার একটু পরিসংশোধিত হওয়া আবশ্যক ছিল। আশা করি পরবর্ত্তী সংস্করণে গ্রন্থকার বিশেষ করিয়া এই দুইটি ত্রুটী সারিয়া লইবেন। আমরা এই ধরণের পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

চিঠিপত্র

শব্দের উৎপাৎ

—o—

মাননীয় আজ-কাল সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু

বিনীত নিবেদন এই যে, সহরে ট্রামগাড়ী মোটর বাস, গরুরগাড়ী, মহিষ গাড়ী, মোটর লরী ইত্যাদির কর্ণবধিরকারী শব্দে, এবং আর এক উপসর্গ রেডিওর গীত বাদ্যের গদ্য ও পদ্য মধ্যে মন তিক্তকারী ও বিরক্তিকর শব্দ শ্রবণ করিয়া আজকাল সহরবাসী অনেকেরি রক্তের চাপ বৃদ্ধি, যাবতীয় দুর্ব্বলতা, চিত্তবিকার, হৃদরোগ, উপস্থিত হয়। এজন্য আমেরিকায় একটী সভা গঠন করিয়া প্রচার করিয়াছেন যে, এইরূপ শব্দ যাহাতে না হইতে পারে আইন দ্বারা তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আপনারা সংবাদ লইলেই তাহা জানিতে পারিবেন। আমাদের এই বঙ্গদেশের সহর গুলিতে, বালক ও যুবকদিগের চিত্ত বিকার ঘটিতেছে কিনা অনুসন্ধান করা আবশ্যক। আর প্রবীণ ও বৃদ্ধদিগের, হৃদরোগ, ব্লাডপ্রেসার রোগ যে বেশী দেখা যাইতেছে তাহারও কারণ ইহা কিনা তাহাও সহরবাসী বিজ্ঞ বহুদর্শী ডাক্তার কবিরাজ, এবং বিজ্ঞানবিদ্ মহোদয়গণ একটু সুক্ষ্ম ভাবে (সার জগদীশ বসু মহাশয়ের ন্যায়) বিচার করিলে আমাদের কথার সত্যতা বোঝা যাইতে পারিবে। এখন সমস্ত সহরে এই যে রেডিওকে গীত ও গদ্য পদ্য কথোপকথন চলিতেছে তন্মধ্যে মনতিক্তকারী শব্দ ও সদা অবাধে চলিতেছে। একে শব্দময় সহর তার উপর এই উপসর্গ, বালক ও যুবক, বৃদ্ধ পশুপক্ষী হিংস্র জন্তু, ও সর্পাদি সকল জীব জন্তুই সুমিষ্ট শব্দের পক্ষপাতি। বিশেষতঃ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে আছে, আহারান্তে কোন বিকৃত শব্দ শ্রবণ করিলে, বা কটু বাক্য শ্রবণ করিলে অজীর্ণ রোগের কারণ হয়। আপনারা অনুগ্রহ করিয়া মন্তব্য সহ আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশ করিলে বাধিত হইব।

কবিরাজ শ্রীনিবারণ চন্দ্র ঘোষ মকরধ্বজ-বিশারদ

কলিকাতা

দিবা শেষে।

নির্ম্মল বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমেরি আকাশ জুড়ে, দিনের চিতা উঠলো জ্বলে
রুক্ষ জগৎ সরস হোল, সাঝের শীতল পরশ পেলে
পরশ পেল লতায় পাতায়
রৌদ্রাহত নীল নীলিমায়
মূর্চ্ছাতুরা দগ্ধ ধরা
পরশ পেল তপ্ত ভালে।

(২)

শাখীর শাখে দোল দিল ধীর
শান্ত শীতল সমীরণ
ফুলে ফুলে উঠলো আবার
আনন্দেরি শিহরণ।

(৩)

জাগলো আবার পাখীর কুজন
শাখার পরে, পাতার ফাঁকে,
পল্লীবালা বাজিয়ে কাঁকন
জলকে চলে কলস কাঁকে
অস্ত-তপন হিরণ বরণ
উজাড় কোরে দিচ্ছে ঢেলে
পশ্চিমেরি আকাশ জুড়ে, দিনের চিতা উঠলো জ্বলে

[৪]

ডুবলোরে ঐ রক্ত-গোলক, ডুবলো ধীরে তিমির তলে
মুখর ভুবন মৌন হোল কাহার যেন মন্ত্র-বলে
কাহার পরশ ঢাকলো ধরা
নীরবতার মোহন জালে
(যেন] দামাল ছেলে দিনের শেষে মায়ের কোলে পড়লো ঢুলে।

———

বৈজ্ঞানিক জগৎ

—০—

চামড়া লাগান

নেব্রাস্কা সহরে একজন অস্ত্রচিকিৎসক একজনের ডান পা হইতে ১৯৭ খণ্ড চামড়া লইয়া বাঁ পায়ে লাগাইয়া দিয়াছেন।

টায়ার হইতে কালি

মিঃ নিনকলন্ সি নীল একজন অষ্ট্রেলিয়া নিবাসী বৈজ্ঞানিক। তিনি পুরাতন মোটর টায়ার গলাইয়া উত্তম ছাপিবার কালি প্রস্তুতের এক উপায় করিয়াছেন।

চোর ধরিবার নূতন উপায়

চোর ধরিবার কত অদ্ভুত উপায়ই না দিন দিন বাহির হইতেছে। প্রেগ সহরে একজন চোর চুরি করিতে যাইয়া লোভ সামলাইতে না পারিয়া একটি ফলে কামড় লাগায়। সেই হইল তাহার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত। সেই কামড়ের দাগ ধরিয়া পুলিশ তদন্তের ফলে চোর গ্রেপ্তার হইয়াছে।

মাতালের রক্ত পরীক্ষা

জার্ম্মাণীতে মদ খাইয়া মোটর চালান নিষেধ। মাতালকে ধরিলে বিচারের সময় প্রায়ই তাহার মত্তাবস্থা থাকে না সুতরাং আসামী বেকসুর খালাস পায়। তাই জার্ম্মাণ পুলিশ তাহাদের রক্ত পরীক্ষা করিতে সুরু করিয়াছে। একজন মাতাল মোটর চালকের এক ফোঁটা রক্ত লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে সে ৯ গ্লাস বিয়ার ও ৯ গ্লাস কগ্‌ন্যাক নামক মদ পান করিয়াছে। তাহার ফলে তাহার জেল হয়।

অশমিয়ম ধাতু

ফাউণ্টেন পেনের নিবের ডগা তৈয়ারী হয় 'অশমিয়ম' নামে ধাতুযোগে। এ ধাতুই সর্ব্বাপেক্ষা ভারী। প্রতি কিউবিক ফুটে এ ধাতুর ওজন ৭১২ সের, অর্থাৎ আঠারো মণের উপর। এ ধাতু সীসার চেয়ে শতকরা ৯৮ গুণ বেশী ভারী।

বৈজ্ঞানিক শিক্ষা

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসার ফেয়ার ত্রিশ একপ্রকারের নাসা তৈয়ার করিয়াছেন। সাধারণতঃ যে সময়ে আমরা কোন বস্তুর গন্ধ আঘ্রাণ করি, এই নাসার সাহায্যে এক লক্ষ গুণ দ্রুত সময়ে গন্ধ পাইয়া থাকি। বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে সহায়তা কল্পে এই নাসার সৃষ্টি।

মরা বাঁচান

সান ফ্রানসিসকোর ডাক্তার কর্ণীস্ কুকুরের উপর পরীক্ষা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যারা হৃদরোগে, আতঙ্কে, বৈদ্যুতিক প্রবাহে বা বিষাক্ত গ্যাসে মারা যায় তাদের আবার বাঁচান যায়। এর পরীক্ষার ফলে দুটী কুকুর যাদের 'ইথার' দিয়া মারিয়া ফেলা হইয়াছিল বাঁচিয়া উঠে। ৭১৮ ঘণ্টা পরে কিন্তু তারা মারা যায়। তখন আর বাঁচানো গেল না। এখনো পরীক্ষা চলিতেছে।

ঘুম পাওয়ার ঔষধ

ঘুম পাওয়া একরকম রোগ। ইউরোপে এ রোগের খুব প্রাদুর্ভাব—সম্প্রতি এক জার্ম্মান চিকিৎসক এর ঔষধ বাহির করিয়াছেন। বিখ্যাত ইংরেজ চিকিৎসক সার লিওনার্ড রজার্স সম্প্রতি বলিয়াছেন যে, জার্ম্মান ডাক্তারের কাছ হইতে ঔষধ তৈয়ারী প্রণালী জানিতে চাইলে তিনি বলেন যে যদি মিত্র শক্তি অর্থাৎ ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইতালী গত মহাযুদ্ধের পর জার্ম্মাণীর যে সব উপনিবেশ বেদখল করিয়াছে তা যদি জার্ম্মাণীকে ফেরৎ দেওয়া হয় তা হলে তিনি ঐ ঔষধ তৈয়ারী প্রণালী সবাইকে শেখাতে রাজী আছেন।

রেডিও

লাউড স্পীকার

—০—

কলিকাতা ষ্টেশনে গান বাজনারই প্রাধান্য বেশী। শুধু তাই নয় এখানে রেডিও বলিতে লোকে গান বাজনা শোনাই —বুঝিয়া থাকে। সেজন্য যাঁহারা সেট লইয়াছেন তাঁহারা শতকরা একশো জনই গান বাজনার জন্য তাহা লইয়াছেন।

—

এখন শুধু গান বাজনা শুনিবার জন্য যাঁহারাই সেট লইয়াছেন তাঁহাদের উপর সুবিচার করা হইতেছে কি না দেখিবার বিষয়। আমরা চারি দিক হইতে এ সম্বন্ধে যে অভিযোগ পাইতেছি তাহাতে তাঁহাদের উপর সুবিচার তো দূরের কথা নির্ম্মম অত্যাচার করা হইতেছে বলিয়া তাঁহারা অনুযোগ করিতেছেন।

—

ভাল নামজাদা আর্টিষ্ট যাঁহাদের গান সাধারণে শুনিতে চায় তাঁহাদের অনেককে বাদ দেওয়া হইয়াছে। যাঁহারা-বা আছেন তাঁহাদের গানের নির্দ্দিষ্ট দিন অর্দ্ধেক কমাইয়া দেওয়া হইতেছে। ফলে এমেচার আর্টিষ্ট এবং গ্রামোফন রেকর্ড—এই দিয়া সময় পূরণ করা হইতেছে।

—

কিন্তু, যাঁহারা সেট লইয়াছেন তাঁহাদের প্রায় শতকরা নিরনব্বই জনের গ্রামোফন আছে। কারণ, আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কলিকাতা ষ্টেশন গান বাজনার মধ্যে ব্রডকাষ্টিং বেশীর ভাগ সীমাবদ্ধ করায় যাঁহাদের গান বাজনা ভাল লাগে একমাত্র তাঁহারাই সেট লইয়াছেন।

—

কিন্তু তাঁহারা যে-গ্রামোফোন নিজেরা বাজাইয়া রেকর্ড শুনিয়া থাকেন, আবার সেই রেকর্ড রেডিওর মারফৎ শুনিতে যাইবেন কেন? সময় ও অর্থ দুইবার একই উদ্দেশ্যে অপব্যয় করিবে কে?

—

ইহা যদি অত্যাচার না হয়, তাহা হইলে অত্যাচার আর কাহাকে বলে? মার্চ্চমাসে সরকারী বৎসর শেষ হয়। বেশী খরচ হইয়া গেছে অজুহাতে গত জানুয়ারী মাসে হইতে মার্চ্চ পর্য্যন্ত নামজাদা আর্টিষ্টদের ৪বারের জায়গায় ২বার দেওয়া হইয়াছিল।

—

আবার এপ্রিলে নূতন বৎসর আরম্ভ হইয়া যে মাসে যদি খরচ কমাইবার অজুহাত দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইলে লোকে কি বলিবে? বাজেটের বেশী খরচ একমাসে বা কি করিয়া সম্ভব হইল?

—

৭ই সোমবার প্রথম শ্রীব্রজেন ভদ্র ১৫ মিনিট বাজে বকিলেন। তৎপরে একটী মেগাফোন ও একটী কলম্বিয়া রেকর্ড দেওয়া হইল। মহিলা মজলিসে বিষ্ণুশর্ম্মা 'অভিযানের কাহিনী' লইয়া আর এক দফা আলোচনা করিলেন। ৩টার পর তিনি কুমারী লতিকা মুখার্জ্জির 'কাশী' বই হইতে কিয়দংশ পাঠ করিলেন। ২টী কলম্বিয়া রেকর্ড বাজিল।

—

১০ই মে বৃহস্পতিবার বিদ্যার্থী মণ্ডলে এন চ্যাটার্জ্জির অনুপস্থিতিতে তাঁহার লিখিত একটী প্রবন্ধ বিজন বসু পাঠ করিলেন। তৎপরে পিয়ানো বাজিল (সম্ভব বিষ্ণুশর্ম্মা বাজাইলেন)। মহিলা মজলিসে বিষ্ণুশর্ম্মা বেদপাঠ করিলেন, 'কাশী' বই হইতে আরো কিয়দংশ পাঠ করিলেন।

—

বিষ্ণুশর্ম্মা বলিলেন: 'শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী পুষ্পরাণীর স্মৃতির জন্য যে কবিতা পাঠিয়েছেন পেয়েছি যথা স্থানে দিয়ে দেবো, শ্রীমতী সুষমা দেবীর অনুরোধের যথারীতি ব্যবস্থা শীঘ্র করা হবে!' অতঃপর দুটী হিজ মাষ্টারস রেকর্ড বাজিল।

—

১১ই মে শুক্রবার ৪ খানি হিন্দুস্থানী রেকর্ড বাজনার পর মহিলা মজলিসে বিষ্ণুশর্ম্মা রবীন্দ্রনাথের 'কাবুলীওয়ালা' গল্পটী একবার লইয়া মহিলা মজলিসে ৪বার পাঠ করিলেন। তৎপরে পিয়ানো ঠুকিয়া ৩খানি হিজ মাষ্টারস রেকর্ড দিলেন।

—

১২ই মে শনিবার ৪টী হিজ মাষ্টারস রেকর্ড বাজানোর পর বিষ্ণুশর্ম্মা বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গে চাঁদের বিষয় লইয়া বিশদ ভাবে আলোচনা করিলেন। তৎপরে দুটী হিজ মাষ্টারস রেকর্ড বাজিল।

—

সোমবার ৭ইমে শ্রীঅনিল কুমার রায় চৌধুরীর বাজনা ভাল লাগিল। নৃপেন চ্যাটার্জ্জীর 'গাছ থেকে আমরা কি পাই' সম্বন্ধে বক্তৃতা মন্দ নয়।

—

ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের 'কে তারে কহিবে বল' গানটি মন্দ লাগিল না। বাংলা অপেক্ষা হিন্দি গানই তাঁর আমাদের ভাল লাগে।

—

মিস রতন বাঈএর হিন্দি গজল মন্দের ভাল। শ্রীউমাপদ ভট্টাচার্য্যের "তোমারি সুরে স্বপন সুরে পুরে" গানটি গাহিয়া আমাদের যথেষ্ট আনন্দ দিলেন।

—

নূতন গায়ক কানাই লাল ব্যানার্জ্জীর "সোনার হিন্দোলে কিশোর কিশোরী দোলে" গানটি আমরা সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিয়াছি। গায়কের বেশ মিষ্ট কণ্ঠ ও গাহিবার প্রণালী ভাল।

—

শ্রীতারক নাথ দের বেহালা বাজনা বেশ ভাল। সাড়ে ৯টার অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শ্রীঅজিত কুমার বসু ২টি গান গাইলেন। "দিন শেষে রাঙা মুকুল" ও "দীপ নিভে গেছে" অত্যন্ত করুণ সুরে ও মহিলা ঢংএ গাওয়ার দরুণ গানগুলি আমাদের ভাল লাগিল না।

—

খুসী মহম্মদের হারমোনিয়ম বাজনা ভাল। নৃপেন বাবু বাঁশী বাজাইয়া এদিনের অনুষ্ঠান সমাপ্ত করিলেন।

—

মঙ্গলবার ৮ই অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে পান-কণ্ডক রেকড় বাজান হইল। তার পর হিন্দি অনুষ্ঠান সুরু হইল। এদিন মিস্ লীলাবতীর ঠুংরী ও গজল গান দুটি মন্দ লাগিল না।

—

তাঁর গানের পর আর কাহারও গান তেমন জমিল না।—প্রদোষ কুসুম দাস-গুপ্তের গান "আমি চাঁপার মালা" মোটেই ভাল লাগিল না।

—

বুধবার ৯ই প্রথমে রাসবেহারী দত্তের বাংলা গান মন্দের ভাল। শ্রীনৃপেন চ্যাটার্জ্জীর "শিল্প" সম্বন্ধে বক্তৃতা মন্দ নয়। শ্রী হরিদাস গাঙ্গুলির মাউথ অর্গ্যান প্রশংসনীয়। এদিন অন্যান্য গায়কের গানগুলি মন্দ হয় নাই।

—

বৃহস্পতিবার ১০ই সঙ্গীত সঙ্ঘের বিশেষ অনুষ্ঠান হইল। প্রথমে কুমারী মায়ারাণী দত্তের ধ্রুপদ গান আমাদের মন্দ লাগিল

না। তার পর সঙ্গীত নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা খেয়াল গান "প্রেমময়ী পরাৎ"। গোপেশ্বর বাবুর গানের নূতন পরিচয় দিবার প্রয়োজন হয় না।

—

সতীশ বাবুর বেহালা মন্দ নয়। কুমারী সুচন্দ্রা সেনের "ডাকো মোরে আজি" রবীবাবুর গান মন্দ লাগিল না। কুমারী রমারাণী দত্তের গানের ঘোষণা সত্ত্বেও তিনি গাহিলেন না। ব্যাপার কি ?

—

কুমারী সাবিত্রী বোসের খেয়াল পূরবী মন্দ নয়। শ্রীজীতেন্দ্র নাথ ঘোষ গাহিলেন "হরি এস হে বস হে আমার হৃদয় আসনে" কীর্ত্তনটী আমাদের তত আনন্দ পরিবেশন করিতে পারিল না। সত্যেন বাবুর "সেতার" ভাল লাগিল। বাচ্চু ইরানীর মন্দের ভাল। সত্যেন বাবুর পুনরায় মন্দ নয়।

—

শুক্রবার ১৩ই বেতার নাটুকে দল স্বর্গীয় গিরিশ চন্দ্র ঘোষের "প্রফুল্ল" অভিনয় করিলেন। অভিনয় ভাল হয় নাই।

—

রবিবার প্রাতে মৃনাল কান্তি ঘোষ প্রথমে একটী "স্তোত্র" পাঠ করিলেন। তার পর "আমার চাকর রাখ গো" গান গাইলেন। গান সুবিধার হয় নাই। তার পর মিস্ রাধারাণী "দিলে জীবন দোলা" গানটী গাইলেন। আমরা দুঃখের বিষয় উপভোগ করিতে পারিলাম না।

—

তাঁর হিন্দি গান মন্দের ভাল। শ্রীকালী পদ ব্যানার্জ্জীর কৌতুক কথা শুনিয়া আমরা মোটেই আনন্দিত হইতে পারি নাই। নৃপেন বাবুর ক্ল্যারিওনেট সুন্দর। সান্ধ্য অনুষ্ঠানে কুমারীদের গান মন্দ হয় নাই। উত্তরাদেবীর গান ভাল লাগিল।

—

মঞ্চ ও পর্দ্দা

[শ্রী দর্শক শর্ম্মা]

—o—

পরলোকে অপরেশ চন্দ্র

গত মঙ্গলবার বেলা ১১৷৫০ মিনিটের সময় সুবিখ্যাত নাট্যকার ও নট শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ইহলোক পরিত্যাগ করেছেন। প্রায় বছর দুই তিনি নানা রোগে ভুগ্‌ছিলেন এবং এদানি নাট্য জগৎ হ'তে সম্পূর্ণরূপে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ৫৯ বৎসর হয়েছিল।

অপরাহ্ন ৪টার সময় তাঁর শবদেহ পুষ্পমাল্যে বিভূষিত ক'রে শোভাযাত্রা সহকারে ষ্টার থিয়েটার, নাট্যনিকেতন, গিরিশ পার্ক, মিনার্ভা থিয়েটার প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়ে সন্ধ্যা ৭টার সময় নিমতলা শ্মশান ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁর একমাত্র পুত্র শ্রীমান হরিচরণ মুখোপাধ্যায় পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করেন।

বিশিষ্ট ভদ্রলোক ও অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন :

ডাঃ দুর্গাপদ ঘোষ, ডাঃ নরেন্দ্রনাথ বসু, ডাঃ এ এন মুখার্জ্জি, শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে, প্রবোধ গুহ, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, যোগেশ চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, অহীন্দ্র চৌধুরী, মন্মথ পাল, জহর গাঙ্গুলী, সুধীর বসু, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী, অবিনাশ গাঙ্গুলী, ননীগোপাল মল্লিক, সন্তোষ সিংহ, অমৃতলাল ঘোষ, ক্ষেত্র মিত্র, তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, কুঞ্জ চক্রবর্ত্তী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, হরিদাস চ্যাটার্জ্জি, সৌরীন মুখার্জ্জি, নরেশ মিত্র, সতু সেন, গদাধর মল্লিক, অরুণ বড়াল, হরেকৃষ্ণ সাহা, রমেন্দ্র চ্যাটার্জ্জি, শ্রীমতী তারাসুন্দরী, কুসুম কুমারী, চারুশীলা, নীহারবালা, নীরদাসুন্দরী, তারকবালা, সুশীলাবালা, নিভাননী, কোহিনুরবালা ও বেলুড়মঠের কয়েকজন স্বামীজী প্রভৃতি।

যৌবনে পদার্পন করে' অপরেশচন্দ্র থিয়েটারের দিকে ঝোঁক দেন। বাল্যের সাহিত্যানুরাগ এখন বাঞ্ছিত পথের সন্ধান লাভ করলো। তিনি ১৬৷১৭ বৎসর বয়সে 'পাণ্ডোয়া' নাম দিয়ে একটা সখের থিয়েটার করেন। পরে তিনি অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফির শিষ্যরূপে নড়ালের সখের থিয়েটারে অভিনয় করেন। ১৩১১ সালে প্রথম প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চ মিনার্ভা থিয়েটারে তিনি যোগদান করেন। শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে তখন মিনার্ভার সত্ত্বাধিকারী। তিনি সেখানে কপালকুণ্ডলায় নবকুমারের অভিনয় করেন। তিনি এখানে বিল্বমঙ্গলে নাম ভূমিকায় এবং বলিদানে কিশোরের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। পরে প্রায় ৬মাস মিনার্ভায় ম্যানেজারী করে থিয়েটার ছেড়ে কণ্ট্রাক্টারী ব্যবসায় আরম্ভ করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য না হওয়ায় বাণী থিয়েটার নাম দিয়ে একটা দল গঠন করেন। পরে তিনি পুনরায় মিনার্ভায় ফিরে আসেন। তখন ৺গিরিশ ঘোষ ম্যানেজার। এখানে তিনি গিরীশ ঘোষের নিকট অভিনয় শিক্ষা করেন যার ফলে তখন তিনি গিরিশ বাবুর উপযুক্ত শিষ্যরূপে পরিগনিত হ'ন। তিনি কিছুদিন কোহিনুরে অভিনয় করে আবার মিনার্ভায় আসেন। ঐ সময় তিনি উপেন বাবুর অংশীদার হন। পরে ষ্টারে প্রবেশ করেন ; এবং নানা ভাগ্য বিপর্য্যয়ের পর যখন ষ্টার থিয়েটারে আর্ট থিয়েটার লিমিটেডের প্রতিষ্ঠা হয় তখন থেকে তিনি ১০ বৎসর সেখানে ম্যানেজারী করেন। তাঁর লিখিত কর্ণার্জ্জুন অসামান্য সাফল্য আনয়ন করেছিল।

তিনি অনেক নাটক লিখেছেন এবং কয়েকখানি উপন্যাসও নাটকাকারে রূপ দিয়ে গেছেন। তাঁর শেষ নাটক 'মা'— নাট্যনিকেতনে সাফল্যের সহিত এখনো অভিনীত হচ্ছে।

রঙ্গমঞ্চ জাতির লোক শিক্ষক রূপে কাজ করে' জাতি গঠনে সহায়তা করে। বাংলায় রঙ্গালয়ের ইতিহাস একশত বৎসরের ও নয়। বাংলার এই রঙ্গালয়কে যাঁরা নানা ক্লেশ ও লোক নিন্দা তুচ্ছ করে' গড়ে তুলেছেন অপরেশ চন্দ্র তাঁদের অন্যতম।

আমরা তাঁর আত্মীয় স্বজনদের আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।

খবর :

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোং

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় নিউ-থিয়েটার্স ত্যাগ করে'—ইষ্ট ইণ্ডিয়ায় যোগ দান করেছেন। নানা জনে এই পরিত্যাগের কারণ নানা রকমে বলছেন। তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়ার স্বত্তাধিকারী শ্রীযুক্ত বি, এল, খেমকার সহিত লাহোর গেছেন। ইষ্ট-ইণ্ডিয়ায় তিনি যে ছবি পরিচালনা করবেন অভিনেত্রী সংগ্রহের জন্য নাকি তাঁর লাহোর অভিযান। আরো শোনা যাচ্ছে তিনি পতিতাদের ভেতর থেকে অভিনেত্রী গ্রহণের পক্ষপাতি নন্, সেজন্য বাংলা ছেড়ে সুদূর পঞ্চনদে ভদ্র মহলা অভিনেত্রীর সন্ধানে যাত্রা করেছেন। শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলির এ-ই যদি অভিপ্রায় হয় তাহলে তিনি বাঙ্গালী অভিনেত্রী যাঁরা এতদিন সবাকচিত্রে কাজ করছেন তাঁদের সহানুভূতি ও সহযোগীতা হারাবেন।

সুলতানা ডাকুর কাজ এখনো সমাপ্ত হয় নি। কিন্তু পরিচালক মিঃ কারদার ইতিমধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। শোনা যাচ্ছে তিনি নাকি দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়েছেন। এবং এই অসমাপ্ত

ছবি খানি নাকি শ্রীযুক্ত ধীরেন গাঙ্গুলী শেষ করবেন। কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের লিখিত রুমেলার রূপ দেবেন শ্রীযুক্ত মধু বোস। গুজব রাই চাঁদ বড়ালের লোকজন শ্রীযুক্ত গাঙ্গুলিকে সঙ্গীত বিষয়ে সাহায্য করবেন।

ভারত লক্ষ্মী

এই কোম্পানী আবার অনেকগুলি নূতন ছবিতে হাত দিয়েছেন। পণ্ডিত ব্যাসজীর লিখিত সমাজ (হিন্দি) পরিচালনা করবেন শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল রায়। ভূমিকা লিপি এই ভাবে বণ্টিত হয়েছে: মিঃ হীরালাল (কিশোর) মঃ আর, এন, কাপুর, (রাম-নারায়ন) মিস্ ইন্দুবালা (মুন্নী) মিস্ পার্ব্বতী (চামেলী,) দেববালা (চামেলীর মা)।

ব্রাহ্মস্পর্শ নাম দিয়ে এরা তিন রীলের একখানি কমিক ছবি তুলবেন। রচনা শ্রীঅখিল নিয়োগীর, পরিচালনা শ্রীমন্মথ রায়ের। হিন্দি ও বাংলা দুই সংস্করণ হবে। ভূমিকালিপি: শ্রীচিত্তরঞ্জন গোস্বামী (কর্ত্তা) মিস্ ইন্দুবালা (গিন্নী) জহর গাঙ্গুলী (মানিক—একটী যুবক) রাধারাণী—ডালি (নিমু) এ ছাড়া উর্দ্দু মজদুর ও বাংলা কারাগারও চিত্রে রূপ পাবে। আমরা পরবর্ত্তী সংখ্যায় বিস্তৃত সংবাদ দিতে চেষ্টা করবো।

নিউথিয়েটার্স

আমরা পূর্ব্বেই বলেছি পরিচালক ধীরেন গাঙ্গুলি এই ষ্টুডিও ত্যাগ করেছেন। পরিচালক কুমার প্রমথেশ বড়ুয়াও নিউথিয়েটার্স ত্যাগ করেছেন। এবং তিনি যে বামুনের মেয়ে পরিচালনা করবেন স্থির ছিল এখন তা পরিত্যক্ত হয়েছে। আমরা প্রমথেশ বাবুর নিউথিয়েটার্সের সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়ার সংবাদে সত্যই দুঃখিত হয়েছি, কারণ রূপলেখার পর আমরা তাঁর প্রতিভার কাছে আরো ভালো জিনিষ আশা করেছিলুম। প্রমথেশ বাবুর ন্যায় গুণী শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের নিকট বাংলা চিত্রজগৎ সত্যই অনেকখানি আশা রাখে।

শ্রীযুক্ত দেবকী বসু বোম্বে থেকে ফিরেছেন। জুন মাসে তাঁর "ভূমিকম্পের পরের' রিহার্সেল সুরু হবে। জুলাই মাস থেকে সুটিং সুরু হবে। এই ছবির বাংলা ও হিন্দি সংস্করণ হবে। বাংলার সংস্করণে নায়ক অন্ধ কৃষ্ণচন্দ্র ও নায়িকা মিস্ উমাশশী এবং হিন্দি সংস্করণে নায়িকা মিসেস গোটে এবং নায়ক মিঃ পৃথীরাজ হবেন।

সাপ্তাহিকী

ঘোষ ট্রাভেলিং বৃত্তি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষ ট্রাভেলিং ফেলোসিপ বৃত্তি (১৯৩৫ ইং) শ্রীযুক্তা শকুন্তলা রাও, ডাঃ জে সি বর্দ্ধন, শ্রীযুত ভবেশ চন্দ্র মুখার্জ্জি ও শ্রীযুত রমেশ মজুমদারকে দেওয়ার প্রস্তাব হইয়াছে। এই বারই সর্ব্ব প্রথম একজন মহিলা এই বৃত্তি লাভ করিলেন।

আই এস. সি পরীক্ষার ফল

গত শনিবার দিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এস সি পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে। এই পরীক্ষায় কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রেরাই এবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল দেখাইয়াছে। নিম্নে প্রথম দশটি স্থান অধিকারকারী ছাত্রের নাম ও কলেজের নাম দেওয়া হইল:—

প্রথম—রবি রায়, প্রেসিডেন্সী কলেজ,
দ্বিতীয়—অশোক রায়, প্রেসিডেন্সী,
তৃতীয়—নীরোদবরণ বক্সী, প্রেসিডেন্সী,
চতুর্থ—সুশীলকুমার দত্ত, প্রেসিডেন্সী
পঞ্চম—প্রবোধচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, প্রেসিডেন্সী,
ষষ্ঠ—নির্ম্মলকান্তি সাহা, রাজসাহী,
সপ্তম—হেমেন্দ্র দত্ত, প্রেসিডেন্সী,
অষ্টম—পঙ্কজকুমার সেন, আনন্দমোহন কলেজ, ময়মনসিংহ
নবম—বিশ্বেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, রাজসাহী
দশম—অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়, বঙ্গবাসী কলেজ

এবারকার আই, এস সি পরীক্ষায় মোট ৩৬৪৪ জন উপস্থিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে ১৯৪৮ জন অর্থাৎ শতকরা ৫৪'৮ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণের সংখ্যা ৬৪৫ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৯৭১ জন তৃতীয় বিভাগে ৩৩২ জন।

সোমবার

শ্রী পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়

আজো কি স্মরণে আছে—নৃত্যশীলা নদীর জেটিতে
সোমবার সন্ধ্যাবেলা তুমি আমি দু'জনে একাকী'
ষ্টীমারের খর টর্চ্চ উদ্ভাসিয়া তোলে আচম্বিতে
তটিনী তরঙ্গ ভঙ্গ; চলমান সৃষ্টি পক্ষে থাকি
বিব্রত মুহূর্ত্তগুলি ছুটে চলে কাল চক্রে ঘুরি:
প্রহরের পাখী ওড়ে পাখা মেলে, পূর্ণিমার রাত—
আকাশের প্রান্তদেশে সমুদ্যত আলোকের ছুরি—
বিঁধিয়া করিলো শুভ্র আমাদের দু'জনের হাত!
সেদিন চলিয়া গেছে, ফিরে এল শুধু সোমবার,
সুন্দর সন্ধ্যায় ফের বসে আছি, আজিও পূর্ণিমা;
কুলিদের কোয়ার্টারে কর্ম্মক্লান্ত দিবসের শেষ
তাহারি উৎসব চলে; তটিনীও তরঙ্গে দুর্ব্বার।
আমি আছি, তুমি নাই; আকাশেরো নাই কোন সীমা,
জেটিতে নিস্তব্ধ ক্রেন, শরীরেতে জাগে সুর-বেশ।

মহাত্মাজীর আসাম ভ্রমণ

আজ-কালের

নিয়মাবলী

১। আজ-কাল প্রতি শুক্রবার প্রাতে কলিকাতায় প্রকাশিত হয়।

২। সহরে ও মফঃস্বলে প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা, বার্ষিক সডাক দুই টাকা মাত্র।

৩। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হয়। কোনো প্রবন্ধ মনোনীত না হইলে সম্পাদক কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নহেন। ডাক টিকিট দেওয়া থাকিলে অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া হয়। ৩ মাসের বেশী কোনো অমনোনীত প্রবন্ধ পড়িয়া থাকিলে যদি হারাইয়া যায় সম্পাদক দায়ী নহেন।

৪। টাকা কড়ি প্রভৃতি ম্যানেজার আজ কাল, ১২৪।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা—ঠিকানায় পাঠাইতে হয়।

আজ-কাল
১২৪।১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা

ফোন বি, বি, ৩৪৫০

কবি শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য
এম-এ বিদ্যারত্ন রচিত

"সাকী সুরা"

মানবমনের অন্তর্নিহিত গোপন আকাঙ্খা, রস সৌন্দর্য্যের নিগূঢ়তম অনুভূতি আত্মিক ক্ষুধার পাশাপাশি জড়দেহের আকুল ক্রন্দন—প্রতি কবিতার ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইয়াছে। ভাবে, ভাষায়, মুদ্রণে প্রিয়জনকে উপহার দিবার মত একমাত্র কাব্যগ্রন্থ। দাম ছয় আনা।

প্রাপ্তিস্থান—
ডি, এম, লাইব্রেরী
৬১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র

শনিবার ২৬শে মে হইতে
নিউ থিয়েটার্সের

রূপ লেখা

সপ্তম সপ্তাহে পড়িল

—তৎসহ

সেই

মাসতুতো ভাই

শনি, রবি, ও ছুটির দিন তিনবার ৩টা, ৬-১৫ ও রাত্রি ৯॥ টায়
অন্যান্য দিবস দুইবার সন্ধ্যা ৬-১৫ ও রাত্রি ৯॥টায়

আজ-কাল

৩য় বর্ষ] শনিবার, ১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১ সাল, ২৬শে মে ১৯৩৪ [৪৮শ সংখ্যা

কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম

—o—

মেয়র নির্ব্বাচন ব্যাপারের এখনো যবনিকা পতন হয় নাই। কবে হইবে কেহ বলিতে পারে না। প্রথম হইতে দুই দল দুই পদপ্রার্থী খাড়া করিয়াছিলেন—তার মধ্যে একটী দল সংখ্যায় বেশী—অপরটি সংখ্যায় কম। এখন সংখ্যায় কম যাহারা তাহারা প্রথম হইতে নিজেদের দলের জয় কামনায় নানা ফন্দীর আশ্রয় লইয়া আসিতেছেন। গত ১৭ই মে পুনরায় মেয়র নির্ব্বাচন ব্যাপার যেভাবে ঘটিয়াছে তাহাতেও এই সংখ্যায় কম যাহারা তাহারা সংখ্যায় যাহারা ভারী তাহাদের উপর কিভাবে জুলুম চালাইয়া একটী স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন তাহার চরম পরাকাষ্ঠা সেদিন প্রদর্শন করিয়াছেন। ডেমোক্রেসীর গোড়াপত্তনে যদি এইরূপ বিভ্রাট ঘটিতে থাকে তাহা হইলে একটু ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলে হতবাক্ হইতে হয়—কারণ অপরং বা কিং ভবিষ্যতি। এই ত সবে কলির সন্ধ্যা! আরো ত আছে!

যতই দিন যাইতেছে ততই লোকের চোখে ধরা পড়িতেছে স্যার সুরেন্দ্রনাথ কত বড় দেশপ্রেমিক ছিলেন, কত বড় এক জন স্রষ্টা ছিলেন। কলিকাতা কর্পোরেশনে তিনি যে স্বায়ত্তশাসন দিয়া গেছেন তাহাতে গবর্ণমেণ্টের হস্তক্ষেপ করিবার অবকাশ তিনি খুব কম রাখিয়া গেছেন, এমন কি তাহা এত সামান্য যে ধর্ত্তব্যের বিষয় নয়।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এমন এক সময় যখন গবর্ণমেণ্টের হাত হইতে যাহাতে দেশের লোকের হাতে ক্ষমতা আসিয়া পড়ে তাহার জন্য আন্দোলন, সংঘর্ষ, লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন লোকে মাথা পাতিয়া বরণ করিয়া লইতেছে সেই সময় একটী স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানে এইরূপ ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেছেন তাহারা যাহারা করদাতাদের প্রতিনিধি সাজিয়া সেখানে গিয়াছেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের ক্ষমতা ইতিপূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট আইন দ্বারা কম করিয়া দিয়াছেন। আবার এই মেয়র নির্ব্বাচন ব্যাপারে যে বিভ্রাট ঘটিয়াছে তাহার পরও যে তাহারা নীরব থাকিবেন মনে হয় না। হয়ত শীঘ্রই নূতন আইন দ্বারা তাহারা হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা রাখিবেন যাহাতে এইরূপ ভাবে কর্পোরেশন যন্ত্রটি আর ভবিষ্যতে বিকল হইয়া না যায়। এবং গবর্ণমেণ্ট অচিরে যদি সেই ব্যবস্থা হাতে নেন তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই।

করদাতাদের প্রতিনিধি রূপে গিয়া কে এই সব স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের অধিকার দিল যাহাতে তাহাদের কার্য্যের ফলে গবর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনের ক্ষমতা কম করিতে বাধ্য হইবেন? আশ্চর্য্যের বিষয় আমাদের দেশের জন সাধারণ এত মূক হয়ত-বা এমনি মূঢ় যে তাহাদের প্রতিনিধিদের এইরূপ কার্য্য কলাপের বিরুদ্ধে এখনো হস্তোত্তলন করিতেছে না। হইতে পারে তাহাদের হাতে এখন এমন ক্ষমতা নাই যাহাতে তাহাদের প্রতিনিধিদের এইরূপ আচরণ বন্ধ করিতে পারে। কিন্তু এই আচরণের প্রতিবাদে প্রবল জনমত গঠন করিবার ক্ষমতা তাহাদের হাতে এখনো আছে। আমরা বিস্মিত হই কেন কলিকাতার করদাতারা সঙ্ঘ বদ্ধ হইয়া প্রতিবাদ করিতেছেন না?

একদিন ভোট দিয়া আসিয়া তিনটি বৎসর নাকে সরিষার তেল দিয়া ঘুমাইলে তাহাদের প্রতিনিধিরা এইরূপ করিবে ইহা অপেক্ষা বেশী আশা করা যায় না। আমাদের এই জড়ত্বই সর্ব্বনাশ করিয়াছে। সত্ত্বগুণের নামে এই তমোভাবপূর্ণ জড়ত্বই ভারতের এত শোচনীয় অবস্থা করিয়া তুলিয়াছে। তাই কি ধর্ম্মে, কি দৈনন্দিন জীবনে আমরা কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম বলিয়া যেমন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সকল দায়িত্ব একজনের হাতে তুলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে শিখিয়াছি তেমনি পৌর অধিকারে যেখানে আমরা কিছু ক্ষমতা লাভ করিয়াছি সেখানেও আমাদের প্রতিনিধিদের হাতে সব ক্ষমতা সঁপিয়া দিয়া দূরে দাঁড়াইয়া তাহাদের কীর্ত্তি কলাপ দেখিতেছি। কিন্তু এদিকে যে স্বায়ত্ত শাসনের প্রতিষ্ঠানটি নষ্ট হইতে বসিয়াছে—সেদিকে অবহিত হইতেছি না। জাতির এই মানসিক জড়তা যেদিন কাটিবে হয়ত সেদিন আমরা স্বরাজ পাইব—নতুবা স্বরাজ আজ হাতে তুলিয়া দিয়া ইংরাজ যদি কাল পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া জাহাজে চড়িয়া দেশে চলিয়া যায়, তাহা হইলে তাহা-ও হাত হইতে তখন চলিয়া যাইবে।

———

টিপ্পনী

—o—

সেই ১৯২০-২১ সাল হইতেই কংগ্রেসের মধ্যে একটা দলাদলি চলিয়া আসিয়াছে কাউন্সিল প্রবেশ লইয়া

* *

সেই no-changer আর pro-changer এর ঝগড়া কি এবার মিটিল ? এবার ত স্বয়ং কংগ্রেস কাউন্সিল প্রবেশ গ্রহণ করিয়াছে।

* *

অন্ততঃ নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটীর এই মত। অক্টোবর মাসে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে বোম্বাইতে তখন ইহার শেষ সিদ্ধান্ত হইবে।

* *

কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ নীতি গৃহীত হইয়াছিল—তখন স্কুল, কোর্ট ও কাউন্সিল বর্জ্জন স্থির হয় অধিকাংশের মত অনুসারে।

* *

তখনও কংগ্রেসে একদল ছিলেন যাহারা এই কাউন্সিল বর্জ্জন নীতির বিরুদ্ধে। তাঁহারা দেশবন্ধুর নেতৃত্বে ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। কিন্তু নাগপুর কংগ্রেসে একটা মিটমাট হইয়া যায়।

* *

মহাত্মাজীর অনুরোধে দেশবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। কাউন্সিলে তথাকথিত প্রতিনিগণ যাইয়া দেশের কোন ক্ষতি না করিলেও উপকার কিছুই করেন নাই।

* *

পরে মহাত্মাজী অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করিলে আবার এই no-changer আর pro changer এর ঝগড়া সুরু হয়। পরবর্ত্তী কংগ্রেসে pro-changer দের কাউন্সিলে যাইবার অনুমতি দেওয়া হয়।

* *

পূর্ণ অসহযোগীগণের মতে একবার দেশ চলিয়া দেখিল—তাহার পর কাউন্সিল প্রবেশার্থী কংগ্রেস ওয়ালাদের একবার সুবিধা দেওয়া হইল। তাহাতে আর কিছু না হউক ভারতবাসীর প্রতিনিধিদের মতে দেশ শাসিত হইতেছে একথা বলিবার মুখ গবর্ণমেণ্টের থাকিল না।

* *

পুনরায় no-changer দল প্রবল হইল—ব্যবস্থাপক সভা ও রাষ্ট্র পরিষদ হইতে কংগ্রেস পন্থীগণ বাহির হইয়া আসিলেন। আবার লাহোর কাউন্সিল বর্জ্জন করিবার মন্তব্য গৃহীত হইল। তাহার পর সুরু হইল আইন অমান্য আন্দোলন।

* *

আজ সে আন্দোলন আর দেশে নাই। কংগ্রেস কমিটি কর্ত্তৃক সে আন্দোলন প্রত্যাহৃত হইয়াছে। ইতিমধ্যে গান্ধীজীও কাউন্সিল বর্জ্জন নীতির দোষ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই অতি অল্প আয়াসেই স্বরাজ্য দলের কার্য্য সিদ্ধি হইয়াছে।

* *

বরং কাজ বেশীই হইয়াছে। এতদিন কাউন্সিলের ভার স্বরাজ্য দলের হাতে থাকিত কিন্তু এবারে স্বেচ্ছায় স্বয়ং কংগ্রেস গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং আর No-changer pro changer দের মধ্যে কলহের সম্ভাবনা নাই বলিয়াই মনে হয়।

* *

বাংলা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। এই কলহের কুফল বাঙ্গালী যেমন বুঝিয়াছে তেমন আর কেহই নয়। বাংলার গৌরব কলহের কালিমায় কলঙ্কিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর গৌরবোন্নত মস্তক মাটির ধুলায় মিশিয়া গিয়াছে। সে দিনের কি শেষ হইল ?

* *

কাউন্সিলে যাহারা যাইবে তাহারা যাক। যাহারা কাউন্সিলে বিশ্বাস করে না তাহারা যদি কাউন্সিলে না যাইতে চায় তাহাকে জোর করিয়া সেখানে কেহ পাঠাইবে না। কিন্তু তাহাকেও কাউন্সিল প্রবেশার্থীকে কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অনুসারে সাহায্য করিতে হইবে।

* *

সুতরাং দুই দলে কোন গোলের কারণ রহিল না। বাংলায় দুইদল কি এবার এক হইবে ? তাহাদের কলহের কি অবসান হইবে ? তুচ্ছ কর্পোরেশনের জন্য কি লোক মুখ হাসাইতে এখনও তাহারা বিরত হইবে না ? দেশের অপেক্ষা কি পার্টিই তাঁহাদের নিকট বড় হইল ?

* *

বাংলার ব্যাপার দেখিয়া মনে বড় ভরসা হয় না। কলহের জের যে মিটিবে তাহাও মনে হয় না। কারণ এখানে কলহের প্রকৃত কারণ ত মতদ্বৈধ নয়—প্রকৃত কারণ ব্যক্তিগত বিদ্বেষ। সে বিদ্বেষ নেতাদের মধ্যে, ছোটখাট গ্রুপ-লিডারের মধ্যে, এমন কি কর্ম্মীদের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই কলহে লাভ নেতাদের, কর্ম্মীদের নয়। তাহারাও কি আজ ফিরিয়া চাহিবে না ?

কর্পোরেশন প্রসঙ্গ

—ভবঘুরে—

—০—

সার্কাস বায়োস্কোপ, থিয়েটার—সকলেরই আজ দুর্দ্দিন। টিকিট বিক্রয় হয় না। খরচা পোষায় না।

—

তাহার উপর হায় কর্পোরেশন তুমিও লাগিলে? তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া নবরূপে দেখা দিলে?

—

আবার পয়সা লাগে না—শুধু কাউন্সিলরদের ধরিতে পারিলেই বিনা পয়সায় মজা দেখা যায়—দু'শ মজা।

—

বেঁচে থাক্ দুপক্ষ কংগ্রেস—চির আয়ুষ্মতী হোক তাহাদের ঝগড়া। তাহাদেরই কল্যাণে কলিকাতার লোক বিনা খরচে সার্কাস দেখিতে পাইবে।

—

প্রকাণ্ড ময়ুর সিংহাসনে ছিপছিপে এক জন যুবক উপবিষ্ট—তাহারই কাঁধের উপর হোঁৎকারাম বসিয়া, চেয়ারের দুইটী হাতলকে খোড়া করিয়া। কি চমৎকার!

—

কোন সার্কাসের জোকার (joker) ইহা অপেক্ষা বেশী লোক হাসাইতে পারে? এমন কি নূতন জার্ম্মাণ সার্কাসও ইহার নিকট হারিয়া যাইবে—ইহা অবধারিত সত্য।

—

তারপর স্কন্ধ হইতে একেবারে কোলে—কী যাদুকরী মহাবিদ্যায় ইহা সম্ভব হইল তাহা লোকে ঠাহর করিতে পারিল না। লোকেই যদি বুঝিতে পারিবে তাহা হইলে আর ওস্তাদি কি হইল?

—

দুঃখ যে দু যুগল মূর্ত্তি উপস্থিত দর্শক ছাড়া আর কেহ দেখিতে পাইল না। ফটোগ্রাফ তুলিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে পারিলে বিলক্ষণ দুই পয়সা লাভ হইত। জানিলে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হওয়া যাইত।

—

তারপর এক সভায় একে একে তিনজন সভাপতি—আজকালকার কবি বর্ণিত পুং সতীনের দিনেও মাত্রা একটু বেশী হইল না কি? ইহার মধ্যে সত্ত্ব রজঃ তমঃ—কে যে কোনটী তাহা নির্দ্ধারণ করা শক্ত হইয়াছিল।

—

তারপর সভায় আর উচ্চাসন না পাইয়া একজন টেবিলেই উঠিয়া বসিয়া রায়বারের অভিনয় করিলেন। পরে আবার তিনিই মাটিতে মাদুর পাতিয়া বসিলেন।

—

মানুষের দশ দশা—কখনও হাতী কখনও মশা। তাই একেবারে টেবিল হইতে চেয়ারে, চেয়ার হইতে মাটিতে পরিবর্ত্তন বড় তাড়াতাড়ি হইল। কিন্তু দুই দিনের মন্ত্রী আর তিন দিনের মেয়রের পক্ষে তাড়াতাড়ি নয়!

—

এ সার্কাসে বাঘে সিংহে লড়াইএর সময় ব্যাণ্ড বাজে না—তা। অপেক্ষাও উত্তেজক বাদ্য বাজিয়া থাকে। সেটা পেপার ওয়েট। যখন এক পক্ষের লোক উঠিয়া চীৎকার করিতে থাকে তখন অপর পক্ষের চল্লিশ হাতের ঠকঠকানি কি রোমহর্ষক!

—

এই অভিনয়ের শেষটাই হইল সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার। তিনটী সভাপতি মিলিয়া একজোড়া মেয়র একজোড়া ডেপুটীর সৃষ্টি করিলেন। এতদিনের সবে ধন নীলমনির স্থলে জোড়ায় জোড়ায়—লোকে আশ্বস্ত হইল। কর্পোরেশনের কাজ এবার ডবল জোরে চলিবে।

—

একজন মেয়র সকল কাজ করিতে পারেন না—এবারে দুইজন করিয়া চার জনে মিলিয়া খুব কাজ করিবে কিন্তু ভয় শেষে কর্পোরেশনের গঙ্গাযাত্রা না করায়! সব কাজ দুদিনে শেষ হইয়া যাইবে—হাতে কাজ না থাকিলে খুড়ার গঙ্গাযাত্রা করা চলে—আর এ'ত সামান্য কর্পোরেশন!

—

আর বোধ হয় হইবেও তাহাই। মন্ত্রীমহাশয় ত বৎসরের উপর হইতে কর্পোরেশনে গবর্নমেণ্টের ক্ষমতা জাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন। নূতন আইন পর্য্যন্ত করিলেন। চাবুকের ভয়ে দুষ্ট ছেলেরা শিষ্ট হইয়া চলিতে লাগিলেন, এদিকে চাবুকে মরিচা ধরিতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিলেন না।

—

কিন্তু কাউন্সিলরগণের একচক্ষু হরিণের মত একদিকেই দৃষ্টি—দল-প্রীতি তাহাদিগকে অন্য বিষয়ে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তাই বিপদ আসিল সেই দিক হইতে। কংগ্রেসী দুই দলের ঝগড়ার ফলে প্রথম গবর্ণমেণ্ট কর্পোরেশনের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন।

—

১০ই এপ্রিলের মেয়র নির্ব্বাচন সভা তাঁহারা বাতিল করিলেন। এই চাবুকেই কাউন্সিলারদের "সিধা" হওয়া উচিত ছিল কিন্তু কলহের উত্তাপে তাঁহারা যাহা করিয়া বসিলেন তাহাতে বাংলার মুখে চিরদিনের জন্ম কালী মাখাইলেন সে কালী শীঘ্র মুছিবে না।

—

মাষ্টার না থাকিলে স্কুলের ছেলেরাও এরকম ব্যবহার করে না। বাঙ্গালী জাতিকে অপরের নিকট এভাবে হাস্যাস্পদ করিবার তাঁহাদের কি অধিকার আছে একথা প্রত্যেক বাঙ্গালী তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারে? করদাতাগণের প্রতিনিধি হইয়া তাহাদের মুখে কালি মাখাইলেন কেন?

—

এই সকল প্রতিনিধি যাঁহারা করদাতাগনের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি না দিয়া দলের স্বার্থের জন্ম কাজ অকাজ সবই করেন করদাতাগণের প্রতিনিধিত্ব করিবার অযোগ্য একথা সকলে শত মুখে বলিবে—সে শত-মুখীর ধাক্কা সামলাইবেন কি করিয়া?

গুপ্ত ও রায় পার্টির মধ্যে একটা মিটমাটের চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু কেন? তেলে জলে কখনো মেশে? যেখা ন দলাদলি মতামতের পার্থক্যের জন্ম নয়, যেখানে বিরোধ ব্যক্তিগত সেখানে মিল অসম্ভব? সুতরাং এই সব চেষ্টা কেন? তাহা অপেক্ষা কর্পোরেশনকে কংগ্রেসের হাত হইতে মুক্তি করিয়া দিলে, কংগ্রেসেরও মঙ্গল কর্পোরেশনেরও মঙ্গল।

—

বিবিধ প্রসঙ্গ

—০—

কংগ্রেস ও গবর্ণমেণ্ট

কংগ্রেস আইন অমান্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়াছে। এখন গবর্ণমেণ্ট কি করিবেন? এই আন্দোলন দমন করিবার জন্ম গবর্ণমেণ্ট যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন সেইগুলি প্রত্যাহারের সময় কি এখনো হয় নাই? কংগ্রেস কমিটি গুলি এখনো বেআইনি হইয়া রহিয়াছে, আইন অমান্ত আন্দোলনের বন্দীগণ এখনো জেলে, দমননীতিমূলক আইনগুলি এখনো প্রত্যাহৃত হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট দেরী করিতেছেন কেন? তাঁহারা কি জানেন না justice delayed is justice denied?

আর দেরী কেন?

ব্যবস্থা পরিষদে হোমমেম্বার স্তার হ্যারী হেগ স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে আইন অমান্ত আন্দোলন বন্ধ হইলেই কংগ্রেস কমিটি গুলিকে বেআইনী করিয়া যে আদেশ আছে তাহা প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হইবে। কংগ্রেসের কর্ম্মপদ্ধতি পরিবর্ত্তনের কথা বহুদিন হইল হইয়াছে—গান্ধীজী উক্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করিতে বলিয়াছেন অনেকদিন হইল। সুতরাং গবর্ণমেণ্ট এবিষয়ে আলোচনা করিবার সুযোগ ও সময় যথেষ্ট পাইয়াছেন। এখনও যদি দেরী করেন, তবে তাহা বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে কি?

মীমাংসার কথা

এখানে আর একটী কথা বলিবার আছে। আইন অমান্ত আন্দোলনের উদ্দেশ্য স্বায়ত্ত শাসন লাভ। গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনা হইয়াছিল সে উদ্দেশ্য—অন্ততঃ লোকে তাহাই জানে। প্রধান মন্ত্রীও তাহাই বলিয়াছিলেন। সাদা কাগজেও নাকি স্বায়ত্ত শাসনের কথাই আছে—তবে পূর্ণ ভাবে তাহা পাইতে হয়ত দেরী আছে। সুতরাং গবর্ণমেণ্টের ও কংগ্রেসের মধ্যে ত উদ্দেশ্যের কোন পার্থক্য নাই—পার্থক্য শুধু উপায় ও মাত্রা লইয়া। সে বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা মীমাংসার কথা বহুদিন ধরিয়া চলিতেছিল। দ্বিতীয় গোলটেবিলে ত কংগ্রেসকে আহ্বান করা হইয়াছিল। তাহার পর উভয় পক্ষের মধ্যে মিটমাটের চেষ্টা বহু হইয়াছে। এমন কি মহাত্মাজী পর্য্যন্ত বড়লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়াছেন কিন্তু তিনি আইন অমান্ত আন্দোলন থাকা কালীন তাঁহার সহিত কথা বলিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন। আজ ত আর সে প্রতিবন্ধক নাই—বড়লাট

বাহাদুর এবার একটা মীমাংসার চেষ্টা করিবেন কি ?

কংগ্রেস ও সাম্প্রদায়িকতা

Communal Award লইয়া সকলে বিপদে পড়িয়াছে। স্বরাজ্য পার্টি ও নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি এ বিষয়ে স্পষ্ট কোন নির্দ্দেশ প্রদান করেন নাই। ইহার কারণ কি ? বোধহয় তাঁহারা মনে করেন স্পষ্টভাবে তাহার প্রতিবাদ করিলে মুসলমানগণ চটিয়া যাইবে। কিন্তু ইহা যে জাতীয়তা বিরোধী সেটুকু মত অবশ্য প্রকাশ করা উচিত ছিল। এই মত প্রকাশে মুসলমানগণ হয়ত চটিতে পারিত কিন্তু এই কথা স্পষ্ট না বলায় হিন্দুগণের মনে কি সন্দেহের উদয় হইতে পারে না ? তাহারা কি মনে করিতে পারে না যে কংগ্রেস মুসলমানকে তুষ্ট করিতে গিয়া হিন্দুর অনিষ্ট করিতে পারে ? তাহাদের মন কি কংগ্রেসে উপর বীতশ্রদ্ধ হইতে পারে না ?

ইলেকসন বোর্ড ও সাম্প্রদায়িকতা

তাহার উপর কাউন্সিল প্রবেশার্থীদের যে বোর্ড নির্ব্বাচন করিবে তাহার নিয়ম কানুনগুলি হিন্দুর মনে বিশ্বাস উৎপাদনে সহায়তা করিবে না; বোর্ডে মুসলমান ও হিন্দু সভ্য আছে। হিন্দু প্রার্থী নির্ব্বাচনে মুসলমান মত প্রকাশ করিতে পারিবে কিন্তু মুসলমান প্রার্থী নির্ব্বাচনে হিন্দুদের কোন হাতে থাকিবে না। এ নিয়ম কেন করা হইল ? ইহা কি জাতীয়তা বোধের পরিপন্থী নয় ? গণতন্ত্রবাদের বিরোধীও কি নয় ? সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের হাত করিবার এই চেষ্টা কখনও সফল হয় না একথা মানা উচিত। তাহাদের দাবী—"ক্রবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'বাভিবর্দ্ধতে"—দাবী পূরণে তাহাদের দাবী মেটে না, বরং বাড়িয়াই চলে। অবশ্য জাতীয়তাবাদী মুসলমান প্রার্থী যে নির্ব্বাচিত হইবে না এমন কথা বলা যায় না, কারণ ডাঃ আনসারী প্রমুখ জাতীয়তাবাদীগণ যখন বোর্ডের সভ্য, কিন্তু আমাদের আপত্তি এইরূপ নিয়ম করায়।

সাপ্তাহিকী

—o—

শ্রীযুক্তা স্বরূপারাণী নেহেরু

অনুমান দেড়মাস কাল চিত্তরঞ্জন সেবা সদনে চিকিৎসার্থ অবস্থানের পর শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণী নেহেরু গত সোমবারে কাল্কা এক্সপ্রেসযোগে এলাহাবাদ যাত্রা করিয়াছেন। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীযুত উপাধ্যায় তাঁহার সহিত গিয়াছেন। শ্রীযুক্তা স্বরূপরাণী নেহেরুর স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

গবর্ণর আক্রমণ সম্পর্কে ধৃত যুবকগণ

গবর্ণরের আক্রমণকারী বলিয়া বর্ণিত যুবকদ্বয় স্থানীয় ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে আরোগ্যলাভ করিতেছে। এই সম্পর্কে এখানে আর কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই; তবে এখনও রেল ষ্টেশনগুলিতে মাঝে মাঝে খানাতল্লাস করা হইতেছে।

বিদ্যাসাগর কলেজ ছাত্রীবিভাগ

এত দিন বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রী বিভাগে প্রাতঃকালে পড়ান হইত। আগামী সেসন হইতে দ্বিপ্রহরে পড়াইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। সেজন্য স্বতন্ত্র বাড়ী লওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে দ্বিপ্রহরে যাঁহারা অধ্যাপনা করেন, তাঁহারাই ছাত্রী বিভাগের দ্বিপ্রহরে অধ্যাপনা করিবেন।

বিষাক্ত দুগ্ধ পান

পুরুলিয়ার শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাসের বাড়ীতে বিষাক্ত দুগ্ধ পান করিয়া ১১ বৎসর বয়স্ক এক বালক মারা গিয়াছে এবং ১৫বৎসর বয়স্ক আর একটি বালকের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিয়াছে।

এইরূপ অনুমান হয় যে, একটি বেঁজি এক বিষধর সর্প মারিয়া একটি বাটি হইতে দুগ্ধ খায়। সেই বাটির দুগ্ধ বাড়ীতে আর তিনটি ছেলেও খাইয়াছিল; চিকিৎসার পর তাহারা সারিয়া উঠিয়াছে।

বীরবালা হরনাম কাউরকে লিখিত পত্র

এক অষ্ট্রেলিয়াবাসী বালিকা একান্ত অন্তরঙ্গ বান্ধবীর ন্যায় হরনামকে লিখিয়াছে,—

"আমি এখানে অন্যান্য দশজন অষ্ট্রেলিয়ানবাসিনী বালিকার ন্যায় নিয়মিত স্কুলে যাই, মাঝে মাঝে অবকাশ যাপন করি, এবং হয়ত তাহাদেরই ন্যায় ভবিষ্যতে কোনও দোকানে বা অপর কোথাও জীবিকা অর্জ্জনের পথ খুঁজিয়া লইব। তোমার বিস্ময়কর কাহিনী আমার অন্তর স্পর্শ করিয়াছে। হরনাম, আমাদের পরস্পরের মধ্যে বহুরকম পার্থক্য থাকিতে পারে; কিন্তু এস, আমরা, পরস্পরের বন্ধু হই।"

হরনামের কাছে নিজের পরিচয় দিয়া বালিকা লিখিয়াছে,—আমি অষ্ট্রেলিয়াবাসিনী বালিকা, সবে মাত্র মার্চ্চ মাসে ষোল বছরে পড়িয়াছে। আমি খুব বেশী লম্বা নই, বেশ মোটাসোটা, আমার চোক নীলাভ ধূসর এবং আমার কেশের রং বাদামী।

তরি তরকারীর চুপড়ির মধ্যে সর্প

তিনেভেলীর এক সংবাদে প্রকাশ, নাদের নামে এক ব্যক্তি এক তরিতরকারী বিক্রেতার মারফৎ টিউটিকোরিনে আর এক ব্যক্তির নিকট এক চুপড়ি তরিতরকারী প্রেরণ করে। কিন্তু ঐ লোকের কোন সন্ধান না পাওয়ায় তরিতরকারী বিক্রেতা চুপড়িটী তাহার পত্নীর নিকট রাখিয়া দেয় পত্নী চুপড়িটি খুলিলে বিস্মিত হইয়া দেখে যে, উহা সর্পে পূর্ণ

গ্রাহকদের প্রতি নিবেদন

আজকাল পরবর্ত্তী সপ্তাহে চতুর্থ বৎসরে পড়িবে। এখনো যাঁহাদের নিকট বার্ষিক চাঁদা বাকী আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যেন তাঁহারা তাহা এক সপ্তাহের ভিতর পাঠাইয়া দেন। আর যাঁহারা আগামী বৎসরে গ্রাহক থাকিতে ইচ্ছুক নন্ তাঁহারা যেন তাহা আমাদের জানান। আমরা ইতিমধ্যে কোন পত্র বা টাকা না পাইলে 'আজ-কালে'র ৪র্থ বৎসরের প্রথম সংখ্যা ভিঃ পিঃতে পাঠাইব। তখম ভিঃ পিঃ ফেরৎ দিয়া তাঁহারা যেন আমাদের ক্ষতিগ্রস্থ না করেন। ইতি

বিনীত

কার্য্যাধ্যক্ষ

মহাভারতের উৎপত্তি বর্ণনায় গঞ্জিকা প্রভাব

—স্বামী ভূমানন্দ—

—০—

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে বীরশিরোমণি (?) পরশুরাম সম্বন্ধে গঞ্জিকার প্রভাব কতখানি ছিল তাহা দেখান হইয়াছে। অতঃপর দেবতার সংখ্যা, মরীচি প্রমুখ ষষ্ঠ ঋষি, মনু, দক্ষ, ভৃগু, দ্রোণ ও শুকদেবের জন্ম কাহিনী আলোচিত হইবে—হিন্দুগণ অবহিত হউন।

১। দেবতার পরিচয়ে, মহাভারত, আদিপর্ব্ব প্রথম অধ্যায়ে তেত্রিশ হাজার তেত্রিশ শত তেত্রিশ দেবতা সৃষ্ট হই ছিল (১।৪১) বলা হইয়াছে। কিন্তু এই আদি পর্ব্বের ৬৬ অধ্যায়ে উক্ত আছে,—

ত্রয়স্ত্রিংশত ইত্যেতে দেবাস্তেষামহং তব
অন্বয়ং সম্প্রবক্ষ্যামি পক্ষৈশ্চ কুলতো গণান্ ॥৬৬।৩৭॥

বঙ্গানুবাদ :- [বৈশম্পায়ন কহিলেন,—] এই তেত্রিশজন দেবতার বংশ প্রসঙ্গ বলিতেছি।

মৃগ ব্যাধ, সর্প, নিঋতি, অজ, একপাৎ, অহির্ব্রধ্ন, পিনাকী, দহন, কপালী, স্থাণু ও ভগ - ইহারা একাদশ রুদ্র নামে খ্যাত ॥৬৬।২—৩॥

ধর, ধ্রুব, সোম, অহঃ, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস—ইহারা অষ্টবসু নামে খ্যাত ॥৬৬।১৮॥

দ্বাদশ আদিত্যের কথায় এই অধ্যায়ে মাত্র ইন্দ্র ও বিষ্ণুর নাম উল্লেখ আছে। বাকী দশ জন এবং প্রজাপতি ও বষটকারের নাম এই অধ্যায়ে উক্ত হয় নাই ॥৬৬।৩৬॥

অনুশাসন পর্ব্বের ১৫০ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

একাদশ রুদ্র :—অজ, একপাৎ, অহির্ব্রধ্ন, পিনাকী ঋত, পিতৃরূপ, ত্র্যম্বক, বৃষাকপি, শম্ভু, হবন ও ঈশ্বর। ইঁহারা অপর শত রুদ্র নামে কীর্ত্তিত হন।

দ্বাদশ আদিত্য :—অংশ, ভগ, মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, জয়ন্ত, ভাস্কর, ত্বষ্টা, পূষা, ইন্দ্র ও বিষ্ণু।

অষ্টবসু :—ধর, ধ্রুব, সোম, সবিতা, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস।

নসত্য ও দস্র—এই ত্রয়স্ত্রিংশ দেবতা সর্ব্বভূতের ঈশ্বর।

ঋগ্বেদের দশটি মন্ত্রে তেত্রিশ দেবতার কথা উক্ত আছে এবং মাত্র দুইটি মন্ত্রে ৩৩৩৯ দেবতার উল্লেখ রহিয়াছে। আচার্য্য সায়ন এই ৩৩৩৯ দেবতাকে মূল তেত্রিশ দেবতার বিভূতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নতুবা অভ্রান্ত বেদে বিরুদ্ধ মত থাকিলে যে ভ্রান্তি দোষ স্পর্শ করিবে। আচার্য্য সায়ন ভাষ্যে গোঁজামিল দিলেও সে কথা কেহ গ্রহণ করেন নাই। বরং ঐ তিন হাজার তিনশত উনচল্লিশটি দেবতাকে মূলধন করিয়া পরবর্ত্তী যুগে তেত্রিশ কোটি দেবতার কথা ব্রাহ্মণ মুখে প্রচারিত হইয়াছে; প্রচার যাহাই থাকুক না কেন মহাভারতের তেত্রিশ হাজার তেত্রিশ শত তেত্রিশ সংখ্যক দেবতার সহিত ঋগ্বেদের কিম্বা মহাভারতের তেত্রিশ দেবতার নাম যাহা আদি ও অনুশাসন পর্ব্বে লিখিত আছে, তাহাতেও যে ঐক্য নাই, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না।

২। আদিপর্ব্ব ৬৫, ৬৬ এবং শান্তিপর্ব্ব ২০৭ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে,—ব্রহ্মার মানস পুত্র ছয় জন—মরীচি অত্রি অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু। কিন্তু শান্তি পর্ব্বের ১৬৬ ও ৩৩৫ অধ্যায়ে আছে,—মরীচ অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাতজন ব্রহ্মার মানস পুত্র। আবার এই শান্তি পর্ব্বের ২০৭ অধ্যায়ে বশিষ্ঠের নাম বাদ দিয়া দক্ষকে সপ্তম বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শান্তিপর্ব্ব ৩৪০ অধ্যায়ে মরীচি অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ ও মনু এই আটজনকে অষ্টপ্রকৃতি বা ব্রহ্মার সমকক্ষ বলিয়া উক্ত আছে।

এ পর্য্যন্ত মানস পুত্রের সংখ্যা ছয় হইতে সাত, পরে আট পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইলেও মরীচিকে জ্যেষ্ঠ বলিয়া সকল মন্ত্রেই উক্ত আছে। কিন্তু শান্তিপর্ব্বের ৩৪৫ অধ্যায়ে দেবর্ষি নারদ কহিতেছেন,—নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন, আমি (নারদ) ব্রহ্মার প্রথম মানস পুত্র।

৩। মনু :—আদিপর্ব্ব প্রথম অধ্যায়ে লেখা আছে অণ্ড হইতে ব্রহ্মা ও পরে স্বায়ম্ভু ও তারপর মনু উৎপন্ন হন। এই আদি পর্ব্বের ৭৫ অধ্যায়ে লেখা আছে, সূর্য্যের পুত্র মনু। আবার আদি পর্ব্বের ৭৫ অধ্যায়ে লেখা আছে, ব্রহ্মা হইতে মরীচিও দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন। মরীচির পুত্র কশ্যপ ও দক্ষের কন্যা অদিতির সহযোগে সূর্য্য জন্মগ্রহণ করেন। মনু এর সূর্য্যের পুত্র কিন্তু আদিপর্ব্ব ৬৬ অধ্যায়ে লেখা আছে, ব্রহ্মার পুত্র মনু।

৪। দক্ষ :—আদিপর্ব্ব প্রথম অধ্যায়ে দেখা যায়, ব্রহ্মার পরে স্বায়ম্ভু ও মনুর পরেই দক্ষ অণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন। এই আদিপর্ব্বের ৬৬ অধ্যায়ে আছে, ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষের জন্ম। আবার এই আদিপর্ব্বের ৭৫ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে, দশ ভ্রাতা প্রচেতা হইতে দক্ষ উৎপন্ন হইয়াছেন।

৫। ভৃগু : আদিপর্ব্ব পঞ্চম অধ্যায়ে আছে, বরুণের যজ্ঞাগ্নি হইতে ভৃগু জন্মলাভ করেন। আবার এই আদির পর্ব্বে ৬৬ অধ্যায়ে লেখা আছে ব্রহ্মার হৃদয় ভেদ করিয়া ভৃগু উৎপন্ন হইয়াছেন।

৬। দ্রোণ :—অপ্সরা ঘৃতাচীকে

দেখিয়া ভরদ্বাজ ঋষির রেতঃ স্খলিত হয়। তিনি ঐ রেতঃ কলসীর মধ্যে রক্ষা করেন। কালে ঐ কলসী হইতে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। এই জন্য পুত্রের নাম দ্রোণ রাখা হইল। আদিপর্ব্ব, ১৩০ অধ্যায় ॥

৭। কৃপ :—জানপদী নাম্নী দেববালাকে দেখিয়া শরদ্বান ঋষির রেতঃ স্খলিত হইয়া দুই ভাগ শরবনে নিপতিত হইল। তাহা হইতে কৃপ ও কৃপী জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ আদিপর্ব্ব, ১৩০ অধ্যায় ॥

৮। শুক :—আদিপর্ব্ব, ৬৬ অধ্যায়ে আছে, ব্যাসদেবের ঔরসে শুকীর গর্ভে শুকদেবের জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু শান্তিপর্ব্ব, ৩২৫ অধ্যায়ে আছে :

একদা ব্যাসদেব হোমের অগ্নি উৎপাদনের জন্য অরণী কাষ্ঠদ্বয় ঘর্ষণ করিতেছিলেন এমন সময় রূপবতী ঘৃতাচী অপ্সরাকে দেখিয়া তাঁহার মন অতি চঞ্চল হইল। ঘৃতাচী মহর্ষিকে মোহিত দেখিয়া শুক পক্ষিণীর রূপ ধরিয়া উপস্থিত হইল। তখন মহর্ষি ঘৃতাচীকে রূপের পরিবর্তন দেখিয়া মনঃ চাঞ্চল্য নিবারণ করিবার জন্য কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দৈবের নিবন্ধন সেই কাষ্ঠ মধ্যে সহসা তাঁহার শুক্র নিপতিত হইল এবং অচিরাৎ তাহা হইতে শুকদেব বিনির্গত হইলেন"। উত্তম কথা!

উপরোক্ত জন্ম বৃত্তান্ত গুলি কে কি চক্ষে দেখিবেন জানি না আমরা কিন্তু ইহার মধ্যে তীব্র গল্পিকায় প্রভাব ভিন্ন সত্যের কোন চিহ্ন দেখিতে পাই নাই। তারপরে মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণের উপরে লিখিত আছে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন কর্ত্তৃক রচিত। কিন্তু কি সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনায়, কি বংশ বর্ণনায়, কি দেবতার নাম উল্লেখ, কি জন্ম বৃত্তান্ত পরস্পরের মধ্যে কোথায়ও এক মত দৃষ্ট হয় না। আবার মনুর বিষয়ে মহাভারত ও রামায়ণে একবারে বিপরীত কথা লেখা রহিয়াছে।

মহাভারত, অষ্টাদশ পুরাণে সেই মনুকে পুরুষ বলা হইয়াছে, যাহা হইতে মনুষ্যগণ উদ্ভব হওয়ায় তাহারা মানব নামে খ্যাত আছেন। কিন্তু রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে লেখা আছে :

মনুর্মনুষ্যান্ জনয়ৎ কশ্যপস্য মহাত্মনঃ।
ব্রাহ্মণান্ ক্ষত্রিয়ান্ বৈশ্যান্ শূদ্রাংশ্চ মনুর্ষভ।

অর্থাৎ—মরীচি পুত্র কশ্যপের ঔরসে মনুর গর্ভে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র জন্মিয়াছিল বলিয়া তাহারা [মাতৃ পরিচয়ে] মনুষ্য নামে প্রসিদ্ধ আছে।

ইতিপূর্ব্বে আমরা হিন্দুর যৌন ইতিহাস আলোচনায় দেখাইয়াছি, প্রাচীন ভারতে বেদপন্থী সমাজে সন্তান মাতৃনামে পরিচিত হইত। রামায়ণে মনুকে নারী বলায় সেই কথাই সমর্থিত হইতেছে। আমাদেরও বিশ্বাস মনু নারীই ছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে যখন সন্তানের পক্ষে পিতৃ পরিচয় দেওয়ার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল, তখন মনুকে একেবারে রাজর্ষি করিয়া প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের হাতে শাস্ত্র ও কলম উভয়ই ছিল। এবং তাহারাও প্রয়োজন মত কাটছাঁট করিয়াছেন। আর তাহারই জন্য শাস্ত্র মধ্যে এত বিরুদ্ধ মতবাদের সমাবেশ দৃষ্ট হইতেছে।

—o—

বাদ্‌লার হাসিকান্না

শ্রীশিখরেশ চন্দ্র সিংহ ও শ্রীমৃণাল রত্ন ঘোষ

আকাশের কোণে কোণে
চমকায় বিজ্‌লি,
ঘরে বসে জ্বালে বধূ
সন্ধ্যার সাঝ্‌লি।

মেঘে কার তুতালি
কলাপীরে মাতালি ?
কাল সাদা মেঘ দেখে
কেন মন হাস্‌লি ?

চেয়ে দেখি নেমে এল
ঝপ্‌ঝাপ্‌ বরষা—
কোটি নরনারীদের
অন্নের ভরসা।

চারিদিকে তখনি
আঁধারিল ধরণী।
গুড়ি মেরে বসে রয়
গাছ পালা ঝাপ্‌সা।

আঁধারেতে ক্ষীণ হ'ল
চাতকের দৃষ্টি ;
মাঠে মাঠে কত হল
তামাসার সৃষ্টি।

ভয় পেয়ে শিশুরা
মার কোলে বিমূঢ়া।
উৎপাত করে ছুটে
আকাশের বৃষ্টি।

কা'র ঘরে অস্ফুট
কে বলিল 'হায় লো'।
তাই শুনে বাহিরেতে
মাতামাতি থাম্‌ল।

এইবার অধীরা
সাড়া দিল পাখীরা।
সুখদুখ দুটো ভাই
মুখোমুখি হাস্‌ল।

বিভীষিকা

শ্রী রামপদ ঘোষাল

—০—

গ্রাম্য দেবতা যাত্রাসিদ্ধির গাজন উপলক্ষে বরাবরই তিন দিন করিয়া 'কৃষ্ণ যাত্রা' হইত। বায়না করা হইত বিধু দাসের দলের।

সেই সময়ে নাকি বিধু দাসের মত এমন সুন্দর যাত্রার দল আর দ্বিতীয় কাহারও ছিল না। তাহা ছাড়া সে নিজে 'বৃন্দে' সাজিয়া 'মূল-গায়েনের' বক্তৃতায় ও রাগ রাগিণীর আলাপনে তাহার যে কলা-কৌশল দেখাইত তাহা নাকি খুবই ভাল, যাত্রার দল খোলা ইস্তক মাণিকগঞ্জের গাজনের আসর সে সম্মান ও যশের সহিত কায়েমী ভাবেই দখল করিয়া আসিতেছিল।

কিন্তু সুখ কাহারও চিরদিন থাকে না। বিধু দাসেরও রহিল না। সেবার গাজন বসিবার দিন কতক আগে নব্য ছোকরারা জোট বাঁধিয়া গ্রাম্য মাতব্বরদের জানাইয়া দিল যে বিধু দাসের দলকে তাহারা আর বায়না দিতে চাহে না—কৃষ্ণ-যাত্রা যাত্রার মধ্যেই নয়। উহা অপেক্ষা 'হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন' ঢের ভাল, দুমিনিট অন্তর 'সাংরে এ'র চীৎকার তাহাদের মোটে ভাল লাগে না। আর যদি প্রকৃত যাত্রাই করাইতে হয় তাহা হইলে পটলডাঙ্গার 'কান্তি মুখুয্যের' দলকে বায়না করা হউক। নূতন পালা খুলিয়াছে—'রাবণ বধ'। খাসা জিনিষ দাঁড় করাইয়াছে। 'সখীরে-এর উপদ্রব ত মোটেই নাই, তারপর যেমন ব্যাচ, তেমনি গান, তেমনি ডুয়েল নাচ আর তেমনি যুদ্ধ।

একজন বলিল, আর সেই বাঁশীর কথা বললি না—ফ্লুট বাঁশী। বিধু দাসের দশজোড়া খোল-কর্ত্তাল বিক্রী কর্ল্লেও যার আদ্দেক দাম হবে না।

...বৃদ্ধের দল এ প্রস্তাবে খুবই চটিয়া গেলেন। সখের যাত্রা আবার যাত্রা। না আছে মূলগায়েন, না আছে রাগ-রাগিণীর কসরত্, না পড়ে দুবার 'হরিধ্বনি', ও যেন একটা পুরা দস্তুর খ্যাংড়া নাচ।

বাধা টিকল না। পাড়াগেঁয়ে বাতাসে তখন সহরের ঢেউ উঠিতে সুরু করিয়াছে। যুবকদের জয় হইল।

যে পয়সায় কৃষ্ণযাত্রা তিন দিন হইত, সখের দল সে পয়সা এক দিনের জন্য চাহিল। যুবকেরা তাহাতেই রাজী, কিন্তু কথা রহিল 'রাবণ বধ' ছাড়া তাহারা অন্য পালা গাহিতে পাইবে না।

বৃদ্ধেরা রাগ করিয়া প্রথমটায় বলিয়াছিলেন সখের দলের খ্যাংড়া নাচ দেখিতে তাঁহারা কিছুতেই যাইবেন না, কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল জগতে নূতনত্বের আকর্ষণ বড় জোরালো, সত্য সত্যই যখন যাত্রা আরম্ভ হইয়া গেল, তাঁহাদের মধ্যে মহিম ঠাকুর বলিলেন; ছোঁড়ারা যেঁ কর মোদ্দা না হয় একটা কাজ করেই ফেলেছে তা বলে কি আর রাগ করলে চলে ...আসরে না যাও দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকটা শুনে আসিগে চল।

—দূরে আসিয়া তাঁহারা যতটা শুনিলেন—তাহাতে আর দূরে থাকিতে পারিলেন না। 'উগ্রচণ্ডার' সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে হনুমানের লঙ্কায় প্রবেশের বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহারা একবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। অভিমান কোথায় ভাসিয়া গেল। ডজন খানেক হুকা কলিকা ও তামাক টিকা দিশলাই সংগ্রহ করিয়া তাঁহারা সামনের নাটশালা জমকাইয়া বসিলেন।

তারপর ক্রমাগত সাবাসের চীৎকার। সীতার বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহারা কাঁদিয়াই আকুল—রাবণকে বধ করিবার জন্য রামচন্দ্র অপেক্ষা যেন তাঁহাদেরই আগ্রহ বেশী—এমনিতর ভাব। 'বলিহারি যাই' 'বেঁচে থাক্ ভাই' ইত্যাদি চীৎকারে অভিনেতাদিগকে প্রশংসা করা তাঁহাদের আর শেষ হয় না। হাসিয়া, কাঁদিয়া, কাশিয়া, চেঁচাইয়া টিকার আগুনে মাদুর পোড়াইয়া তাঁহারা পণ্ড অভিনয়ের সৃষ্টি করিলেন। কান্তি মুখুয্যের ধন্য ধন্য ডাক পড়িয়া গেল।

* * * যুবকের দল কিন্তু যাত্রার দলওয়ালাদেরই শুধু ধন্যবাদ দিয়া ছাড়িল না, গাজনের পর হইতে তাহাদের মনের মধ্যে কি যেন একটা ঔৎসুক্য এবং আগ্রহ জমিতে লাগিল। তারপর ফুটবল খেলার গ্রাউণ্ডে একদিন অশ। তলায় বসিয়া তাহাদের চরম মিটিং হইয়া গেল। স্থির হইল সেইদিন হইতেই তাহারা যাত্রার দল খুলিবে, আগামী রথের সময় মহিম ঠাকুরের রথতলায় তাহারা প্লে করিবে, এবং সাবজেক্ট যে ঐ রাবণ বধই হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

আষাঢ় মাসে রথ—মাঝে আর তিনটী মাস সময় মাত্র। যুবকের দল উঠিয়া পড়িয়া লাগিল—কিন্তু লাগিলে কি হইবে সকলেই তাহারা আনাড়ী। বৃদ্ধদের তরফ হইতে পরামর্শ আসিল—নাচ গান জানা শোনা একজন মাষ্টারের দরকার নচেৎ এ জিনিষ তাহারা খাড়া করিতে পারিবে না—অসম্ভব।

তাহাই হইল; সিদ্ধি গাঁ হইতে একজন মাষ্টার আনা হইল। মাসে পাঁচ টাকা বেতন, আহার ও বাসস্থান ফ্রি।

মহিম ঠাকুরের চণ্ডীমণ্ডপে রিহার্সেল ঘর; সেইখানেই মাষ্টারকে বাসা দেওয়া হইল—আহারাদির ভার এক একদিন এক এক জনের।

প্রথম দিন মাষ্টার আসিতেই যুবকের দল যেন জোঁকের মত তাঁহার পিছনে লাগিয়া রহিল, রাত্রিতেও জনদশেক ছোকরা

...মা, চণ্ডীমণ্ডপের মাথার পাকিয়া রহিল। 'পোশাক' এবং 'টোন' সম্বন্ধে প্রশ্নের পর প্রশ্নে মাষ্টারকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। যার গানের দিকে ঝোঁক আছে সে জিজ্ঞাসা করিল—হারমোনিয়ম আর বাঁশীতে কি তফাৎ মাষ্টার মশাই? কেহ বলিল—কি জিনিষ খেলে গলাখানা বেশ সাফাই থাকে মাষ্টার মশাই? একজন বলিল—প্রাণেশ্বর কথা কি কায়দা করেই বলে গেল মাষ্টার মশাই—কান্তি মুখুয্যের দলের সেই ছোকরা যে মন্দোদরী সেজে ছল! ও কথাটা কি টোনে বলতে হয় মাষ্টার মশাই?

মাষ্টারটীর বয়স প্রায় পঞ্চাশের উপর। এ-বয়সে ছোটদের দলে মিশিয়া 'প্রাণেশ্বর' বলার কায়দা শিখাইতে তাঁহার নিতান্তই অনিচ্ছা—কিন্তু কি করিবেন, পেটের দায়?

যুবকদের ব্যাপার দেখিয়া মনে মনে তিনি একটু বিরক্ত হইলেও, মুখে বলিলেন—আপনাদের যা আগ্রহ দেখছি। বাস্তবিকও ও জিনিষটা না থাকলে কোন কাজই হয় না; প্লে খুব সাকসেসফুলই হবে দেখে নেবেন। তবে কথা হচ্চে আপনারা এত লোক সব এখন বাড়ী যান, ভাল করে দিন দুই বইখানা পড়ে' দেখি—যে-ভাবে বইটা লেখা, সে-ভাবটা আমি নিজে আগে আয়ত্ত করে নি; তারপর আপনারা সব আসবেন।

দুদিনের জায়গায় সাতদিন নিরেট বিশ্রাম লইয়া মাষ্টার বলিলেন—এইবার আপনাদের সব মেম্বারদের একবার ডাকান দেখি।

মেম্বারেরা আসিয়া মাষ্টারকে ঘেরাও করিয়া বসিল। মাষ্টার বলিলেন—উঁহু এমন করে বসলে ত সকলকে ভাল করে দেখতে পাবোনা—সারি দিয়ে আপনারা দাঁড়ান। কাকে কোন্ পোরশান্‌টা মানাবে সেটা ভাল করেই দেখতে হবে কিনা।'

সকলেই সারি দিয়া দাঁড়াইল। মাষ্টারের চোখ দুইটা তাহাদের মুখের উপর তাঁতের মাকুর মত এ-ধার ও ধার ঘুরিতে লাগিল। মিনিট পাঁচেক পরে পেন্সিল লইয়া এক একটা পার্টের নামের সহিত এক একজনের নাম লিখিতে লাগিলেন। লেখা শেষ হইলে একটু রসিকতার হাসি হাসিয়া বলিলেন—এবার আপনারা বসতে পারেন।'

বইখানির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া সকলেই দেখিতে লাগিল—কাহাকে কি পার্ট দেওয়া হইয়াছে। মাষ্টার তাহাদিগকে সকলের নাম এবং পার্ট পড়িয়া শোনাইয়া দিলেন।

সকলের সঙ্গে বিপিন ছুতারও সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছিল, নাম-পড়া শেষ হইলে সে দেখিল—তালিকায় তাহার নাম নাই। লেখা-পড়া সে খুবই কম জানিত, ভাবিল, এ কথা হয়ত কেহ মাষ্টারকে বলিয়া দিয়া থাকিবে...লজ্জায় ও অপমানে তাহার মুখ একেবারে এতটুকু হইয়া গেল।

মহিম ঠাকুর যেন রাস্তায় চলিতে চলিতে হঠাৎ একটা টাকা কুড়াইয়া পাইলেন; হাত তালি দিয়া খাড়া হইয়া বসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বাদ দিয়ে গেছেন মাষ্টার মশাই—একটা দরকারী পার্টের নাম বাদ পড়ে গেল—হনুমানের কাজ কে ক'রবে সেটা ত'—

মাষ্টার বাধা দিয়া বলিলেন—ওটার সম্বন্ধে একটু বিবেচনা ক'রতে হবে কিনা বইখানানার মধ্যে হনুমানের পার্টই হ'চ্চে সব চেয়ে শক্ত।

একটা পার্ট এখনও বাদ আছে শুনিয়া বিপিন মনে মনে অনেকখানি ভরসা পাইল—ভাবিল এ পার্ট তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার জন্য রাখা হইয়াছে।

মহিম ঠাকুর মাষ্টারের কথার মাঝখানে বলিলেন—সে কথা আর ব'লতে মশাই রামচন্দ্র ত' উপলক্ষ, 'বধ' যা করবার 'রাবণকে তা ওই-ই করেছিল।

'সেই জন্যেই ত' বলিয়া মাষ্টার গালে হাত দিয়া কি যেন একটা আর্ট দেখাইতে লাগিলেন।

বিপিন আর ঔৎসুক্য চাপিয়া রাখিতে পারিল না, কাচু মাচু করিয়া বলিয়া ফেলিল—ও পার্টটা আমাকে দিন না মাষ্টার মশাই—যুদ্ধ করতে আমার মত কেউ পারবে না। কাঠি খেলায় অভ্যেস আমার ছোটবেলা থেকেই—

কথা তার শেষ হইতে না হইতেই হাসির একটা মস্ত রোল পড়িয়া গেল। চণ্ডীমণ্ডপের কড়িকাঠের ফাঁকে কতকগুলা চড়াই বাস করিত হাসির শব্দে ভয় পাইয়া তাহারা উড়িয়া পলাইয়া গেল।

মাষ্টার বিপিনকে কি বলিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহার একটা শব্দও কাহারও কানে গেল না বিপিনেরও না। জিভ্ ও ঠোঁটে বিদ্রূপের শব্দ করিয়া বিপিনের দিকে তাকাইয়া সকলেই তেমনি হাসিতে লাগিল—হাসি আর থামেনা।

মহিম ঠাকুর বলিলেন—'একটা কথা বলি মাষ্টার মশাই, ও পার্টটা আপনাকেই নিতে হবে, আপনি ভিন্ন ও কারু দ্বারা হয়ে উঠবেনা—'

মহিম ঠাকুরের পিছু পিছু সকলেই মাষ্টারকে ধরিয়া বসিল। 'বাহাদুরী' ও 'চাকরীর খাতির' দুইটা জিনিষের হাত একসঙ্গে মাষ্টার এড়াইতে পারিলেন না। স্বীকৃত হইলেন হনুমানের পার্ট তিনিই করিবেন।

বিপিন যে কোন্ পথে পলায় তার ঠিক নাই! লজ্জায় সে আর মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। মহিম ঠাকুর বাঁকা-ভাবে একটু হাসিয়া বলিলেন—তুই কি সাজবিরে বিপ্‌নে—তুই তামাক সাজিস—যাঃ বলিয়া তাহাকে একটা ঠেলা দিলেন।

মহিম ঠাকুরের দিকে একবার তাকাইতে বিপিনের চোক দিয়া জল নামিয়া আসিল, সে আর সে স্থানে দাঁড়াইতে পারিল না, কোন রকমে পিছু হাঁটিয়া বাড়ী চলিয়া আসিল।

ঘরে ফিরিতেই বিমলা বলিল—অমন শুক্‌নো মুখ কেন রে তোর বিপ্‌নে?

বিমলা বিপিনের পিসী। গ্রামের লোক তাহাকে 'মহিষ-মর্দ্দিনী' বলিয়া ডাকে; ডাকে, কিন্তু তাহার সামনে কেহ একটু কিছু বলিতে পারে না। আবালবৃদ্ধ তাহার ভয়ে সশঙ্কিত। রাগিলে সে বামুন পর্য্যন্ত

মানে 'না'। কাহারও সহিত একটু কিছু হইলে গালাগালি দিয়া তাহার চতুর্দ্দশ পুরুষের উদ্ধার করিয়া ছাড়ে। জোয়ান পুরুষ মানুষদের ধরিয়া ঠেঙানি দিতেও ছাড়ে না।

বিপিন ভাবিল পিসীকে সব কথা খুলিয়া বলিলে এক্ষুনি হয়ত একটা বিভ্রাট হইতে পারে, কিন্তু রাগ অপেক্ষা অভিমান-টাই তার বেশী হইয়াছিল, বলিল—আজ আর আমি কিছু খাবোনা পিসী-গা কেমন করচে।

বিমলা নিজমূর্ত্তি ধরিয়া বলিল—কি এমন এরই মধ্যে নিমুনিয়া—কলেরা বসন্ত এসে জুটলো যে একবারে খাবোনাই হুকুম হয়ে গেল? লাঠি খেলতে চোট লাগলো বুঝি—এখানে আয়—কোথায় লাগলো দেখি—চুণ হলুদ গরম করে লাগিয়ে দি, আয়।

বিপিন বলিল—না পিসী, লাঠি খেলতে আজ যাই নি। উপর্য্যুপুরি বার কতক এইরূপ 'না' বলিতেই বিমলা তাহার হাত ধরিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া রান্নাঘরের দাবার উপর বসাইয়া দিয়া বলিল—চুপ করে বসবি এইখানে, কথাটী যদি কয়েচিস, ত' বোঁটিয়ে বিষ ঝেড়েছি বলে কথা।' বলিয়াই চিড়াভাজার খোলায় খানিকটা চুণ হলুদ গরম করিয়া, বিপিনকে কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়াই গরম গরম তাহার হাঁটুর উপর চাপাইতে লাগিল। বিপিন সে গরমের দাহ সহ্য করিতে না পারিয়া—ভয়ে ভয়ে সব কথা বলিয়া ফেলিল।

কথা শুনিয়াই বিমলা বারুদের মত দপ্ করিয়া জলিয়া উঠিল, বিপিনের গালে একটা ঠোনা মারিয়া বলিল—'এঁ্যা, এই কথা? তার জন্তে 'শরীর খারাপ' কিছু খাবোনা। বুদ্ধির মুখে আগুন তোর, এসে ত' আমাকে বল্লেই হ'ত এ কথা, বাপ মারই মাথা না হয় খেয়েছিস, কিন্তু পিসি তোকে কোন্ অভাবটায় রেখেছেরে আবাগীর ব্যাটা! মহিম ঠাকুরের ঘাড়ে কত রক্ত হয়েচে, কাল্ দেখে নেব—ঘাড় হেঁট ক'রতে হবে আর তোকে পার্ট দিতে হবে না—হাত পা ধুয়ে আয় আমি ভাত বাড়ি।'

বিপিন উঠিয়া গেল।

বিমলা বকিয়া যাইতে লাগিল—আর মুখপোড়া মাষ্টার তুই বা কি করে আক্কেলের মাথা খেলি। সকলকে দিলি আর ওকেই দিলি বাদ। বিমলার ভাইপো ও' তা জানোনা বুঝি! মুখপোড়া পোড়ার মুখো! আজ আর কি, কাল সকালে তোদের মজা দেখবো থাম—গাঁয়ে এসে বাস কর, বিমলিকে চেন না।

বিপিনের পার্ট মিলিয়া গেল। ছোট ভগ্নদূতের। বারকতক খালি মহারাজের জয় হোক আর সামান্ত দুই একটা কথা ভিন্ন কিছুই নাই। তবু তাহার অনেকটা আনন্দ হইল। রিহার্সেল আরম্ভ হইবার একঘণ্টা আগে হইতে শেষ হইবার একঘণ্টা পর পর্য্যন্ত সে বসিয়া থাকে। মাষ্টার হনুমানের পার্ট করে। বিপিন বিস্ময়ে তাহার মুখের উপর চাহিয়া থাকে, নিজের পার্টটার উপর সেই সময়টায় তাহার বড় রাগ ধরে—যুদ্ধ নাই—কিছু না তরবারি ঘুরানোর কায়দাই যদি দেখাইতে না পাইল তবে আর পার্ট লইয়া কি হইবে!

রিহার্সেল পুরাদমে চলিতে লাগিল। নিজেদেরই গ্রামের লোক শ্রোতা হিসাবে বইখানা দাঁড়াইল মন্দ নয়। দু'দিন ফুল রিহার্সেল হইয়া গেল। মহিম ঠাকুর মাষ্টারের কেরামতির দু'শ' তারিফ করিলেন।

রথ হইতে মোটে আর সাতদিন বাকি আছে, সে দিন ড্রেস্ রিহার্সেল।

'মন্দোদরীর' বক্তৃতা যে ছোকরা করিবে 'পতন ও মূর্চ্ছার যোগ'টা মাষ্টার তাহাকে দুই মাস ধরিয়া ক্রমাগত দেখাইয়াও ভুল আর কিছুতেই শোধরাইতে পারিলেন না। খানিক বকুনি খাইবার পর ছোকরা বলিল—'আচ্ছা আর একটীবার দেখিয়ে দিন আপনি—এবারে ঠিক করে নেবো, দেখে নেবেন।

বিপিন চিমটি কাটিতে ছাড়িল না। বলিল—একটা আছাড় খেয়ে ননীর পুতুল দেও অমন গলে যায়। পার্ট নেবার বেলায় ত' খুব আস্ফালন।

মাষ্টার রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন—'একবারের বেশী আর দুবার দেখাবোনা কিন্তু। আচ্ছা ছাখো—এই এমনি করে' দু' হাত তুলে কাঁদতে কাঁদতে বলবে 'প্রাণেশ্বর অ-র' বলেই আছাড় খেয়ে প'ড়বে, এই এমনি—'

'প্রাণেশ্বর বলিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়াই মাষ্টার 'বাবা গেছিরে' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

মহিমঠাকুর তামাক খাইয়া কখন এক সময় মেঝের উপর কল্কেটা নামাইয়া রাখিয়া ছিলেন সেই কল্কের উপর মাষ্টার সজোরে বুক দিয়া পড়িয়াছেন।

ডাক্তার আসিয়া ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি করিয়া দিয়া বলিলেন, 'ফুসফুসে আঘাত লাগিয়াছে মাস খানেক বিছানায় ফ্ল্যাট হইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে কথা পর্য্যন্ত কহিতে নিষেধ,—খুব কম খুব ধীরে।

মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। হনুমানের পার্ট কে করিবে! যুবকের দল মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। মাষ্টারকে দু একটা কড়া কথা শুনাইতে কেহ কেহ ছাড়িলনা—আপনিই বা কোন্ আক্কেলে ভাল করে না দেখে শুনে আছাড় খেতে গেলেন?

দু' দিন একভাবে পড়িয়া থাকার পর মাষ্টার অনেকখানি সুস্থতা বোধ করিলেন। ডাক্তার আসিলে তিনি বলিলেন 'আমার ত আর কোন কষ্ট হয় নাই ডাক্তার বাবু একটা রাতে কি বিশেষ ক্ষতি হবে?'

ডাক্তার চটিয়া উঠিয়া বলিলেন—'তবে মশাই হবে। বক্তৃতা করতে গেলেই ফুস্ফুস্টা ফেটে যাবে আর সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু। শুনিছি নাকি আবার আপনার হনুমানের পার্ট...এঅবস্থায় লম্ফঝম্ফর কসরসি দেখাতে গেলেই হয়েচে আর কি!

সাফ্ কথা বলিয়া দিয়া ডাক্তার চলিয়া গেলেন। সকলেই হাজির ছিল, ডাক্তারের কথা শুনিয়া তাহারা একেবারে মুষড়াইয়া

পড়িল। পাঁচ মিনিট কাল কাহারও মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না।

হঠাৎ বিপিনই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিল—কোন ভয় নাই মাষ্টার মশাই—এ পার্ট আমি করবো।

অকূল পাথারে পড়িলে মানুষ সামান্য তৃণকেও জড়াইয়া ধরে। অন্য সময় হইলে হয়ত যুবকের দল বিদ্রূপের হাসিতে ঘর ফাটাইয়া ফেলিত—কিন্তু আজ আর তাহার কথায় কেহ উত্তর দিল না।

বিপিন একটু জোর গলায় বলিল—'পার্ট আমার মুখস্থই আছে মাষ্টার মশাই' বলিয়াই সে হনূমানের বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া দিল।

সকলে একবারে অবাক্ হইয়া গেল। বই না দেখিয়া এত কথা সে মুখস্থ করিল কি করিয়া। কোথাও এতটুকু ঠেক খায় না কায়দা কসরতি, গোশান সবই হুবহু মাষ্টারের নকল।

মাষ্টার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন বলিলেন—'এর পেটে এত গুণ আর আপনারা কিনা—

মহিম ঠাকুর আর মাষ্টারকে কিছু বলিতে না দিয়া বিপিনের পিঠে একটা চাপড় দিয়া বলিলেন—'বারে বিপিন, এযে তুই গোবরে পদ্ম ফুল হয়ে পড়লিরে ঠিক হবে, হনূমানের পার্ট তুই করিস।'

বিপিন, মহিম ঠাকুর ও মাষ্টারকে প্রণাম করিয়া বলিল—কোন ভয় নাই দাঠাকুর রথের দিন যাত্রা কোনমতে আটকাবেনা।

যাত্রার দিন বিপিনের আনন্দ আর ধরে না। সন্ধ্যা হইবার আগেই সে বিমলাকে বলিল—'ভাত দাও পিসী শীগ্গির, সকাল করে যেতে হবে আমায়, প্রথমেই আমার 'প্রবেশ' আছে।

বিমলা সপ্তমে গলা তুলিয়া বলিল—'এত এতবড় মাছটা কার জন্য কেনা হল শুনি? যাত্রা না কচু। বোস্। আগে মাছ কুটি বাঁধি, তারপর ভাত দেবো, খাবি, খেয়ে যাবি।

পিসীর কথা শুনিয়া বিপিনের গলা শুকাইয়া গেল। বিমলা কিন্তু যাহা বলিল, তাহাই করিল।...বিপিনকে খাইতে দিয়া বলিল—'মাঝরাতে এসে আর একবার খেয়ে যাস বুঝ্লি,—ভাত আমি বেড়ে রাখবো, খালিপেটে বেশী চেঁচান যায় না, জানিস?

কথাটা বিমলার 'প্র্যাক্টিকেল নলেজ'।

বিপিন বলিল, 'আজ তুমি যাত্রা শুনতে যাবে না পিসী?'

বিমলা বলিল 'আমি যদি যাত্রা শুনতে যাবো তোর 'গঙ্গা যাত্রার' ব্যবস্থা কে ক'রবেরে ছোঁড়া? তিনকুল পিরথিমিতে কাউকে রেখেছিস যে তোর মুখে আগুন দেবে? সব যে খেয়ে বসে আছিস... দেড় সলি চিঁড়ের বরাদ্দ আছে, কালকের মধ্যে দিতে পারলে চিঁড়ের দাম ছাড়া চার গণ্ডা পয়সা বেশী দেবে বলেচে তোর একটা গেঞ্জী হয়ে যাবে তাতে। না মাঝখানে এসে একবার খে'য়ে যাস্ কিন্তু,—

বিপিন সদর পার হইয়া যাইতেই বিমলা আবার ডাকিল 'আর স্থাথ্.. শুনে যা বলি।'

বিপিন ফিরিয়া আসিল। বিমলা বলিল 'মাঝে মাঝে হয়ে করিস—চা পাস্।

সারা রাত ধরিয়া বিমলা চিঁড়া তৈয়ার করিতে লাগিল। দড় সলি যখন ভর্ত্তি হইল রাত্রি তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ঢেঁকিতে যে বাগ্দী মেয়েটী পা' দিতেছিল সে বিমলাকে মিনতি করিয়া বলিল—চল না দিদি একটুকু শুনে আসবে আর কতক্ষণ বা হবে, সকাল 'ত হয়ে এল।

বিমলা বলিল—'আ মরণ যা। তোর যে আবার ও-সখ্ও আছে দেখছি—! নিজের শুনতে মন যাচ্ছে—যা, আমায় টানাটানি করিস কেন মরতে?

বাগ্দী বৌ কিন্তু ছাড়িল না। বিমলা বলিল—থাম্ তবে, কলসীটা নি, ঠাকুর বাঁদ থেকে জল নিয়ে আসিগে আর রাস্তা হ'তে যতটুকু শোনা যায়—

বাগ্দী বৌ ও বিমলা যখন মহিম ঠাকুরের চণ্ডীমণ্ডপের পাশে দেবদারু গাছটার তলায় আসিয়া দাঁড়াইল—যাত্রা তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। রাবণের মৃত্যু-বান আনিয়া হনুমান রামচন্দ্রের হাতে দিয়া রামচন্দ্রের পায়ের ধুলা মাথায় লইতেছে।

কাঁক্ হইতে কলসিটা দুম্ করিয়া নামাইয়া দিয়া মিলিটারী ভাবে কোমরে দুইহাত দিয়া বিমলা বলিল—হাঁ। লা বাগ্দীবৌ, ঐ যে হনুমানের পোষাক পরে, ওটা কে বল দেখি?

বাগ্দীবৌ বলিল—তা আবার চিনতে পারি নাকি দিদি ঐত আমাদের বিপিন দাদা, আর ঐ যে কাঁধে ধনুক বান নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েচে উ হচ্ছে কেঅটদের লকরা।

বিমলা যেন সহসা ক্ষেপিয়া উঠিল। একবারে আসরের মাঝখানে ছুটিয়া গিয়া হনুমানের গালে ঠাস করিয়া এক চড় বসাইয়া দিয়া বজ্রনাদের মত ডাকিল বিপনে—

বিপিন হতভম্বের মত চাহিয়া রহিল। মহিম ঠাকুর দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল,—'বিপিন যদি কিছু দোষ করে থাকে, বিমল ঘরে, ঘরেই তাকে শাস্তি দিস দোহাই তোর এখন থেমে যা—বার গাঁ থেকে অনেক ভদ্রলোক এসেচেন ঘরে যা—মুখ বন্ধ কর্ '

বিপিনের পিঠে চড় চাপড় দিতে দিতে বিমলা বলিল—'মুখ আবার বন্ধ করব না —জ্বলন্ত কাঠ তুলে দেবো মুখে..... ঘরে বাঁদরামী করে পেট মিটে না মুখপোড়া? পাঁচ জনের সভাতে বাঁদর সেজে লাফাতে এসেচ। আর ঐ নফরা—কেয়টের ছেলে ও' —ওর পায়ের ধুলো নিয়ে কিনা মাথায়! বল তোকে কে এ পার্ট নিতে বলেছিল, তার নামটা একবার করে দে দিকিন আমায়—শেষ করে দিয়ে যাই এখানে তাকে টুটি টিপে। কুলের কালি হতভাগা তেমন বাপের ছেলে হয়ে শেষকালে কিনা বাঁদর সাজলি! কালও জিজ্ঞেস্ করলুম, বলি কি সাজবিরে ছোঁড়া তুই; তা বলে কিনা খুব ভাল পার্ট মাসী, বীরেশ্বরের পার্ট—

যে 'রাম' সাজিয়েছিল, সে খুব জোরে

বক্তৃতা করিয়া থামাইয়া দিবে ভাবিয়া নিজে পার্ট আরম্ভ করিল—

যে বৎস হনুমান,
মোর পদে মতি তোর—

বাস্, আর বলিতে হইল না। দুই হাত দিয়া বিমলা তাহার গলা টিপিয়া ধরিল। দলের ম্যানেজারের ছিল রাবণের পার্ট তাহার তখন 'প্রবেশ' ছিল না; কিন্তু কেলেঙ্কারী চরম মাত্রায় উঠিল দেখিয়া সে আর থাকিতে পারিল না। ছুটিয়া আসিয়া বিমলার একখানা হাত ধরিয়া জোর করিয়া তাহাকে আসরের বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে, বিমলা সামনে কোথাও কিছু খুঁজিয়া না পাইয়া হনুমানের পোষাক হইতে তাহার লেজটা একটানে ছিঁড়িয়া লইয়া রাবণের মাথায় সপাসপ চাবকাইতে লাগিল। মাথার শিরাতে লাগিতেই সে টাল খাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল—বিপিনের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বিমলা ঠাকুর বাঁধের রাস্তা ধরিল, খেয়াল করিল না জল কিসে করিয়া ভরিয়া আনিবে।

মহিলা-জগৎ

—০—

জার্ম্মাণ নারীর অভিনব মাতৃমূর্ত্তি

নয়া জার্ম্মাণীর নেতৃত্ব যাহাদের হাতে, তাহারা লড়াই-নিক। সরকারী কর্ম্মচারী-দের বেশভূষায় আজ অ-সামরিক কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের দেখা দেখি ও জাতীয় সংগঠন প্রচারের ফলে গোটা জাতির পুরুষরা সামরিক সাজসজ্জা গ্রহণ করিয়াছে। নাজী দর্শন আধুনিক নহে, উহা নেপোলিয়ানের যুগের। এই দর্শনের প্রভাবে জার্ম্মাণ নারীর বৃত্তি ও বেশও আজ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

মহাযুদ্ধের পর স্বভাবতঃই য়ুরোপের নারী সমাজ বাঁধনহারা হইয়া যায়। স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতায় পরিণত হয়। মহাযুদ্ধের ফলে জাতি যেমন রিক্ত হইয়া পড়ে, সংসারগুলিও তেমনি ছন্নছাড়া হইয়া যায়। সমর্থ যুবশক্তি সমরাঙ্গনে দেহ দান করিবার পর সংসারের গঠনশক্তি লুপ্ত হইয়া যায়—উদ্দাম প্রবৃত্তি নারীকে পাইয়া বসে। নয়া জার্ম্মাণী এই সর্ব্বনাশ অনুভব করিল। অনুভব করিল যে, জননীকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। নারীর স্বভাব সুন্দর সংগঠনশক্তি সংসার পুনর্গঠনের পক্ষে অপরিহার্য্য।

নাজীতন্ত্রের প্রধান নীতিই এই—প্রত্যেক সমর্থ নারী জাতির সেবিকা। আপনার সংসার আপনার স্বামীপুত্রের জন্য, পরিশ্রম দাসত্ব নহে। নূতন জার্ম্মাণী বলিল—পুরুষের রক্ষাশক্তি যত দিন বর্ত্তমান, ততদিন নারীকে তাহার স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া রণাঙ্গনে নামিতে হইবে না। পুরুষ আহরণ করিবে, নারী আহৃত সম্পদ লইয়া গৃহে সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিবে, তাহাদের প্রয়োজনে অতি ক্লান্ত পুরুষকে সাহায্য করিবে। নারী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার ভরপুর করিবে, প্রতিদান স্বরূপ পুরুষ আপন প্রাণ দিয়া নারীকে সেবা করিবে, তাহার হস্তে সংসারের প্রত্যেকটী ভার প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত রহিবে।

তাই জার্ম্মাণ নারী আর নিজেরা সামরিক কুচকাওয়াজে যোগদান করে না, পুরুষোচিত কার্য্য করে না। জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়াছেন—জাতির জনসম্পদ বৃদ্ধি করিতে হইলে জননীগণকে শ্রমিক বানাইলে চলিবে না, তাহাদিগকে গণ উত্তেজনার বশবর্ত্তী করিয়া তুলিলে অপদার্থ সন্তানে দেশ পূর্ণ হইবে। তাই আধুনিকা জার্ম্মাণ রমণী স্বামীপুত্রকে সামরিক কুচকাওয়াজ করিতে পাঠান আর তাহাদের শ্রম অপনয়নের জন্য আপনার পরিপূর্ণ স্নেহমাখা অন্ন লইয়া অপেক্ষা করে।

তবে কি নারী আন্দোলন জার্ম্মাণীতে নাই? আছে। সে দিন ডাঃ গে ৩০ সহস্র জার্ম্মাণ নারীকে আহ্বান করিয়া বলেন—আমাদের নারী আন্দোলনের বড় কথা এই—নারী, ফিরিয়া যাও গৃহে—জননী হও গিয়া—তোমার পূত স্নেহভাণ্ডার হইতে জার্ম্মাণ জাতি শক্তি সঞ্চয় করুক।"

কিছুদিন পূর্ব্বে এক ডাঃ লে বলেন যে গত মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মাণ তরুণীরা রণক্ষেত্রে জার্ম্মাণ সেনানীদের নিকট প্রেমপত্র প্রেরণ করিয়া তাহাদের নৈতিক জীবন কলুষিত করিয়া দেয়।

নাজী রাষ্ট্রনীতির মধ্যে নারী-সমস্যার স্থান আদ্য প্রধান। নাজী রাষ্ট্র বলিতে চাহে যে, জার্ম্মাণ জননীকে অধিক পুরুষ সন্তান উৎপাদন করিতে হইবে।

নাজীরা আজ বলিতেছে যে, মার্কস্ আমলে নারীর চিত্ত বিকৃত হইয়াছিল, নারীর অন্তরের সম্পদ লুপ্ত হইয়াছিল, জাতি আজ সর্ব্বনাশকর উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে নারীকে মুক্ত করিতে চাহে।

জার্ম্মাণীতে নারীর সংখ্যা বেশী। প্রতি হাজার পুরুষে ষোল শত নারী। এই প্রয়োজনাতিরিক্ত নারীকে কি ভাবে দেশের ও সমাজের কার্য্যে নিয়োগ করা যায়, নয়া জার্ম্মাণীর নেতৃবৃন্দ আজ তাহারই চেষ্টা করিতেছেন। ইহাতে বিদ্রোহোন্মত্তগণ যে প্রতিবাদ করিতেছেন তাহা নহে, কিন্তু নাজীর দৃঢ়তার নিকট তাহাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে হইতেছে।

জার্ম্মাণীর এই দৃঢ়তা অপর জাতির চোখে বড় ভাল লাগিতেছে না। কিন্তু অপরের ভাল লাগালাগির উপর জাতির আত্মরক্ষা নির্ভর করে না।

পাঁচমেশালী

নারী বিমান চালিকা

ইংলণ্ডের স্ত্রীলোকদের মধ্যে জোয়ান হিউজ সর্ব্বাপেক্ষা কম বয়স্কা এরোপ্লেন চালক। সম্প্রতি ওবিড ভিক্টার অটলি নামক ১৪॥ বৎসর বয়স্ক এক বালক ৫ ঘণ্টার মধ্যে এরোপ্লেন চালাইবার প্রণালী শিক্ষা করিয়াছে এবং একাকী এক এরোপ্লেনে চড়িয়া ১০০০ ফুট উঠিয়াছিল।

রূপের মূল্য

য়ুকোহামা হোটেলে এক কিশোরী দাসী আছে খুব সুন্দরী, সুহাসিনী এবং সুভাষিণী। দাসীর নাম মিস টনিকো কুরোডা। ৭১ বয়স্ক এক মার্কিণ ধনী এই কিশোরীর রূপে মজিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন, কুমারী যদি তাঁর পাণিগ্রহণ করেন তাহ হইলে পাণিগ্রহণের পূর্ব্বক্ষণে কুমারীকে এই বৃদ্ধ নগদ বিশ লক্ষ পাউণ্ড দান করিবেন। কুমারীটির বয়স ষোল বৎসর।

নারী ও পুরুষ

সাধারণতঃ নারীর চেয়ে পুরুষ মাথায় ৫ইঞ্চি বেশী দীর্ঘ হয় ওজনেও প্রায় ১৫ সের দীর্ঘ বেশী ভারী। সাধারণতঃ নারীর চেয়ে পুরুষের দৈহিক শক্তি শতকরা ৯০ ভাগ বেশী ও গতি বেগ শতকরা ৭০ভাগ বেশী। আবার নারীর স্পর্শ বোধ (sense of touch) পুরুষের স্পর্শবোধের দ্বিগুণ—নারীর শ্রবণ-শক্তি পুরুষের শ্রবণ শক্তির চেয়ে সাধারণতঃ বেশী।

লাজুক ছেলে

অনেক ছেলে যে লাজুক,মুখচোরা হয়, তার কারণ—গৃহে পুরুষ অভিভাবকেরা কাজে ব্যস্ত থাকা হেতু তাদের সঙ্গে তেমন অন্তরঙ্গ ভাবে মেলামেশা করেন না, তাহাদের সংসর্গে ছেলেদের দিন কাটে না তারা থাকে মা বোনের কাছে, আদরে - তাদের যত আবদার অভিযোগ, তাও মেয়েদের কাছে। পুরুষ অভিভাবকদের কাছে ঘেঁষিতে ভয় পায়। এই কারণে তারা হয় মেয়েলি ধরণের। ভাবেও তাই মেয়েলি কুণ্ঠা, লজ্জা, সঙ্কোচ এবং মুখচোরা ভাব আটিয়া যায়।

চুম্বন

চুম্বন আমাদের কবি-ঔপন্যাসিকের দল যথেচ্ছ বেপরোয়া ভাবে নায়ক নায়িকার অধর চ্যুত করিলেও চুম্বনের বিধি নিষেধ বহু দেশে বহুভাবে বিদ্যমান আছে। হল্যাণ্ডের কোন পাবলিক পার্কে বা উদ্যানে যদি কোন নায়িকা বা দম্পতী বিহ্বলতাবশে চুম্বনরত হন, তখনি পার্ক প্রহরী প্রথম দফায় তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেয়, দ্বিতীয় দফায় চুম্বনোদ্যত হইলে ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুসারে উভয়ের শাস্তি হয় ৩ মাস বিনাশ্রমে কারাবাস। আমেরিকা, ফ্রান্স, অষ্ট্রীয়া ও রুশিয়া—সম্প্রতি চুম্বনকে বরখাস্ত করিতে উদ্যোগী—যে হেতু অধরে অধর-পরশে প্রতি চুম্বনের সঙ্গে দুই অধরে প্রায় ৪০ হাজার বীজাণুর (bacteria) আদান চলে। চীনে ও জাপানে চুম্বনে কোন পক্ষ তৃপ্তি পায় না—বিরক্ত হয়। ভারতবর্ষে চুম্বন গোপন অন্তরালে বর্ষণের বস্তু। সাংহাইয়ে একদল বৃটিশ ফিল্ম কোম্পানী ফিল্ম তুলিতে গিয়া চীন নট-নটিদের দ্বারা চুম্বন ক্রিয়াভিনয় আগে করাইতে পারেন নাই। চীনেরা বলে চুম্বন রাক্ষুসে ঘৃণ্য জঘন্য ব্যাপার। সেখানে নাকি শিশুদের 'জুজুর' পরিবর্ত্তে চুমুর' ভয় দেখানো হয়।

গৃহস্থালীর কথা

বাদলার দিনে ভিজা জুতা বা ভিজা পায়ে ঘরে আসা যাওয়ার ফলে অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। দ্বারের পাপোষ ভিজিয়া ঢোল হয়। এ কারণে দ্বারের পাপোষের উপর করগেট কাগজ বিছাইয়া দিলে তাহাতে পায়ের জুতার কাদা জল মুছিলে পাপোষ নষ্ট হয় না, বরং ভিজিয়া অব্যবহার্য্য হয় না।

চামড়ার তৈয়ারী যে কোনো দ্রব্য, অর্থাৎ ব্যাগ, জুতা, পোর্টম্যাণ্টো যদি তিসির তেলের সহিত অল্প টার্পিণ মিশাইয়া সেই মিকশ্চারে স্যাকড়া ডুবাইয়া তাহা দিয়া মুছিয়া লই তাহা হইলে চামড়া মজবুত থাকিবে দীর্ঘকাল এবং রঙ মলিন বা বিবর্ণ হইবে না।

বাড়ীতে অনেকে 'কেক' তৈয়ার করেন ডিম ব্যবহারে বহু গোঁড়া পরিবারে একটু আপত্তি দেখা যায়—যেহেতু খাদ্যে ডিম থাকিলে আমিষের কোঠায় পড়িয়া 'ছুঁৎ'-বিধিভুক্ত হয়। তাহাদিগের অবগতির জন্য জানাইতেছি,—ডিমের পরিবর্ত্তে কেকের উপাদানে বড় চামচের এক চামচ পরিমাণ যদি সাদা ভিনিগার (white vinigar) দেন, তাহা হইলে কেকে কোন দোষ ঘটিবে না—অথচ আমিষের ছুঁৎ বাঁচাইতে পারিবেন।

হাঁটিয়া বা খাটিয়া চরণযুগলে ক্লান্তি বোধ করিলে গরম জলে অল্প পরিমাণ মেথিলেটেড স্পিরিট মিশাইয়া তাহাতে পা ডুবাইয়া রাখিলে চরণ শ্রান্তি অল্পক্ষণেই বিদূরীত হইবে।

জানেন কি ?

—o—

নিউ ক্যালেডোনিয়ার মাকড়শা সিদ্ধ করিয়া খায়।

চণ্ডিজে টীকটিকির ডিম সুখাদ্য বলিয়া চলিত আছে।

আত্মহত্যার বৃত্তান্ত প্রচার আইন-অনুসারে দণ্ডনীয় করা হইয়াছে।

প্রশান্ত সাগরের দ্বীপপুঞ্জে ও ওয়েষ্ট

তুরস্ক প্রদেশে বেতারের মারফৎ

লর্ড কিচেনারের ভাগিনেয় মেজর প্যাট

আ'বেকেট বহু বৎসর ধরিয়া দিয়াশলাইয়ের বাক্সের ডালার ছবি জমাইতেছেন—তাঁর বিচিত্র বিভিন্ন ছবির সংখ্যা ২২০০০। ভূতপূর্ব্ব রাজা আলফানসোরও দিয়াশলাইয়ের ছবি জমাইবার সখ আছে। তাঁর ছবির সংখ্যা ৩০০০। সব ছবি বিভিন্ন রকমের।

—

সমগ্র পৃথিবীর রেল লাইনে প্রতি বৎসর ১৮০০, ০০০, ০০০ টিকেট বিক্রয় হয়। ঐ টিকেট গুলির ওজন ৪৪০০০ মণ এবং একটির পর একটি সাজাইয়া মাপিলে দৈর্ঘ্য ৬৪০০০ মাইল হয়, অর্থাৎ পৃথিবীর পরিধির আড়াই গুণ হইতেও বেশী।

—

ফ্রান্সের অধীনস্থ উপনিবেশ ফ্রান্স হইতেও ২২ গুণ বড় হলেণ্ডের উপনিবেশ হলেণ্ড হইতে ৬০ গুণ, বেলজিয়ামের কঙ্গো বেলজিয়াম হইতে ৮০ গুণ এবং ইংলণ্ডের আয়ত্বাধীন দেশ সমূহ ইংলণ্ড হইতে ১৪০ গুণ বড়।

আন্তর্জ্জাতিক চিকিৎসক সম্মিলনী স্থির করিয়াছে যে বর্ত্তমানে পৃথিবীতে যত কুইনাইন উৎপন্ন হয় তাহার ৪৪ গুণ বেশী উৎপাদন করিতে পারিলে পৃথিবীর সকল দেশের ম্যালেরিয়া ক্লিষ্ট লোকদিগকে কুইনাইন দেওয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমানে পৃথিবীতে মাত্র ৬০০ টন কুইনাইন প্রস্তুত হয়, কিন্তু ২৬০০০ টন কুইনাইন আবশ্যক।

—

স্বাস্থ্যতত্ত্ব

– ০

গো মাংসে কুফল

আমুক হ্যামিল্টন স্কুলের ফার্সির শিক্ষক মহম্মদ আলীওর গোমাংস আহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—ইউনানি শাস্ত্রমতে গোমাংস ভক্ষণের দোষ: (১) মস্তিষ্ক বিকৃতি (২) গোদ রোগ (৩) রক্তদোষ (৪) ইাপানি (৫) মেগেহ (৬) চর্ম্ম রোগ (৭) স্মৃতিশক্তি হ্রাস ফকীর ধর্ম্মের শাস্ত্র বিধানমতে গো-মাংস খাইবার পর হইতে ৭দিন যাবৎ খোদার নিকট উপাসনা মঞ্জুর হয় না।

সুদন্ত

টুথ ব্রাশ ও পাউডার দিয়া ভালো রকমে দাঁত মাজিয়া দাঁত পরিষ্কার করার উপরই দন্ত সৌভাগ্য নির্ভর করে না সুগঠিত মজবুত ও সুদৃশ্য, সমমাপের দাঁত নির্ভর করে যে যে খাদ্য আমরা খাই তাহার উপর এবং যে পরিমাণ সূর্য্যকিরণ আমরা গায়ে লাগাই তাহার উপর। বিশেষজ্ঞ শ্রীমতী মে মেলানবি দশবৎসর কাল ধরিয়া বিবিধ পরীক্ষা ও গবেষণায় এই অভিমত প্রচার করিতেছেন। তাঁর অভিমতে প্রাজ্ঞ চিকিৎসকদলে আন্দোলন উঠিয়াছিল খুব—তাহা লইয়া কয়েক ক্ষেত্রে পরীক্ষাও হইয়াছে এবং শ্রীমতীর অভিমত সম্প্রতি মেডিকেল রিসার্চ্চ কৌন্সিল প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীমতী মেলানবী বলিতেছেন, দাঁত নোংরা রাখা সম্পূর্ণ অকর্ত্তব্য যেহেতু তাহা ক্ষতিকর; এবং পরিচ্ছন্নত স্বাস্থ্যের অন্যতম কারণ। কিন্তু মূলে যদি খাদ্য-সংসর্গবশতঃ দন্তমূল হয় দুর্ব্বল এবং গঠন বিসদৃশ, তাহা হইলে অত্যুৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক দন্তমঞ্জন ও ব্রাশে দাঁতকে সুন্দর, সুগঠিত করা সম্ভব হয় না। Cleanliness cannot prevent dental decay because this arises through weakness in the structure of the teeth. দাঁতের বিবিধ দুর্ব্বলতা দূর হয় খাদ্যের গুণে—বিশেষ করিয়া দাঁত ভালো হয় যদি গর্ভাবস্থায় জননীগণ বুঝিয়া সুঝিয়া পানাহার করেন। ছেলে যখন জন্মায়, তখনি তার দাঁতের স্বাস্থ্য লইয়াই সে জন্মায়। বন্য অসভ্য জাতি সমূহের বিশেষ করিয়া এস্কিমো ও নিগ্রো এবং কুমারিদ্বীপ বাসীগণের দাঁতের বহু বৎসরের অবস্থা প্রত্যক্ষ ও ইতিহাস আলোচনা করিয়া শ্রীমতী মেলানবী দেখিয়াছেন—তাদের প্রধান খাদ্য ডিমের হরিদ্রাভাগ, মাছচর্ব্বি, দুগ্ধ এবং কডলিভার অয়েল। অপর খাদ্যও তারা খায়—তবে এই গুলিই নিত্য ভোজ্য। পূর্ব্বোক্ত খাদ্য-সমূহে সূর্য্য কিরণ'—ভাইটামিন 'ডি প্রচুর ভাবে বিদ্যমান—এই ভাইটামিনই শক্তির মূল।

এস্কিমো জাতি কখনও দাঁত মাজে না অথচ তাদের দাঁত যেমন সুগঠিত তেমনি মজবুত—সাদা নাই চর্ব্বি খায় তারা প্রচুর এবং কুমারিদ্বীপের অধিবাসীবৃন্দের প্রধান খাদ্য আলু মাছ দুধ ও ডিম। তারা পাঁউরুটী খায় না, ওটমাল পরিজও খায় না। আফ্রিকার কাফ্রাজাতি যে খাদ্যই গ্রহণ করুক, তারা প্রায় নগ্ন গায়েই তাদের দিন কাটে। সূর্য্যকিরণ গায়ে লাগায়, ফলে ভাইটামিন 'ডি' শরীরে প্রায় প্রচুর। কাজেই তাদের দাঁত সুগঠিত ও মজবুত হয়।

তাহার উপর এ সকল জাতির জননীরা ছেলে মেয়েকে দু'বৎসর বয়স পর্য্যন্ত স্তন্য-দুগ্ধ পান করে। এই স্তন্য-দুগ্ধেই তাদের দাঁতশক্তির যোগান পায়। ফুড খাইয়া ছেলে মানুষ করার বড় মজুদী প্রকাশ পায় কিন্তু ছেলের দাঁত টেকসই হইয়া টিকিয়া থাকা কঠিন হয়। The children to civilized races are seldom breast fed for more than a month or two—hence their teeth are imperfect in structure এবং এই দাঁতের অস্বাস্থ্য ও বেয়াড়া-বন্দ

গঠনের ফলে তাদের দাঁত অতিশীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। ছেলে বয়স হইতে বিচার করিয়া খাদ্য দিলে তাদের দাঁতের গঠন ও স্বাস্থ্য ভাল হইবার আশা আছে। এজন্য শ্রীমতী মেলানবী উপদেশ দিতেছেন—গর্ভবতী ও কচি-ছেলে মেয়েদের জন্য খাদ্য সযত্নে নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। এই খাদ্যের উপর ছেলেদের দাঁতের গঠন ও স্বাস্থ্য নির্ভর করিবে। দুগ্ধ, ডিম, ছানা পনীর, মাছ-মাংস [চর্ব্বিযুক্ত] এবং তরী তরকারী এ সময়ে যেন তাঁদের নিত্য ভোজ্য তালিকা ভুক্ত হয়। এ সবের পর স্তন্য-দুগ্ধ শিশুকে যেন দুই বৎসর কাল দেওয়া চলে, চিকিৎসক সাহায্যে চিকিৎসা ও পথ্যাদির ব্যবস্থা যেন করানো হয়। শিশুদের কডলিভার অয়েল সেবন করানো একান্ত কর্ত্তব্য। Codliver oil shouid be given to all infants and children এ ব্যবস্থা মানিলে পাইয়োরিয়া বা অপরাপর দন্তরোগ স্পর্শ করিবে না।

"সাহিত্যে পরিচিত ও অপরিচিত"

শ্রীনিবারণ চক্রবর্ত্তী

—০—

৪৫ সংখ্যা "আজকালে" খুব নিপুনতার সহিত ও পরোক্ষভাবে শ্রীমেঘনাদ 'আলোচনার সমালোচনা' গাহিয়াছেন। সমালোচনা পক্ষে ও বিপক্ষে করিবার ক্ষমতা সকলেরই আছে, তবে তার মধ্যে যুক্তিতর্ক থাকা চাই। নতুবা একজনের নিমক খাইয়া স্তুতি বন্দনা (?) করতঃ অপরকে অযথা গালি দেওয়া শুধু মুখ ভ্যাংচানি সার।

বর্ত্তমানে বাংলা দেশে সাহিত্যক্ষেত্র একটা দালালীর বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। লেখক লেখিকার নামে এত আগাছা পরগাছা গজাইতেছে যে সত্যিকার লেখক ও প্রতিভা বিচার এখন হয় না। আমি মাত্র দুই একটা কথাই আলোচনা করিব। উক্ত সমালোচক বলিয়াছেন। তিনি কি শুধু একটা 'সাহিত্য ক্ষেত্রে তিন জন অপরিচিত'! সপ্তাহিকের গণ্ডীর মধ্যেই 'পরিচিতির' কেন্দ্র খুঁজিয়াবেড়ান? আমার মনে হয় বাজারের অন্যান্য কাগজগুলি খুলিয়া তিনি কখনও পড়েন না।

যে সব লেখক লেখিকারা (কয়েকজনের নামও করা যাইতে পারে) সুপারিষ পত্র লইয়া সম্পাদকের খোষামোদ করিয়া ১০ পয়সা মূল্যের অতি নিকৃষ্ট সাপ্তাহিক (হইতে পুষ্টকলেবর প্রসিদ্ধ)? সংস্করণে মাসিক গুলিতে অবিশ্রান্ত রচনা প্রসব করে তারাই কি পরিচিত ও পরিচিতা? প্রায়ঃ কাগজের সূচীতেই কি সংখ্যায় দল বিশেষের নামগুলি দেখা যায়। এবং অল্পজ্ঞান সম্পন্ন পাঠকরা ভাবে "আরে তারাই যে হামেসা লিখে আসছে"। কিন্তু ঐ সকল লেখাগুলির অধিকাংশই লেখা নামের অযোগ্য।

শ্রীমেঘনাদের মতে প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠ পরিচিত তিনজন কবি ও উপন্যাসিকা কবির পার্শ্বে একটু স্থান পাইবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই এর উপর আর বলিবার কি আছে? বলিতে চাইও না।—

তাহার জানা উচিত এযাবৎকাল যারা সাহিত্যের চাঁই হিসাবে মরুব্বিয়ানা করিয়া আসিতেছে, তাদের যুগ আর নাই। শিষ্যগণ চেষ্টা করিয়া উপরে (?) কদিন রাখিতে পারিবে? এই বর্ত্তমান শতাব্দীর আধুনিকম যুগে সাহিত্যের স্রোত যেরূপ ও বৈচিত্র (?) পরিগ্রহ করিয়াছে নবীনদের হাতে, তার অতলে তলাইয়া যাইবে প্রাচীনদের ষ্টাইল, ভাব, ভাষা।

আমি বলি বাংলায় সাহিত্য নিয়ে কারা মাথা ঘামায়? সত্য কথা বলিলে শতকরা ৯০ জন (পাঠক পাঠিকাই) লেখক লেখিকা। অর্থাৎ যারা সাহিত্য চর্চ্চা করে তারাই পাঠক। ব্যবসাদারী কাগজগুলির কয়েকজন নির্ব্বাচিত লেখক লেখিকা থাকে। উৎকৃষ্ট লেখা হইলেও গ্রোপের (?) বাইরে বলিয়া অজুহাতে তাহা ছাপা হয় না। এহেন গলদ পূর্ণ সাহিত্যক্ষেত্র কেবা আমির কেবা ফকীর তার নাড়ীনক্ষত্র বিচার কম কথা নয়।

এ ত সকলেই জানে সমালোচনায় যাহাকে একদিন সাহিত্য মন্দিরের মিনারে মোয়াজ্জিন করা হয়, তাহাকেই ফের (যখন প্রীত থাকেন) আব্দালী বেয়রার স্থানে নামাইয়া দেয়।

জয়ন্তী, সংবর্দ্ধনা, জলসা, সভাসমিতি ইত্যাদি ব্যাপারে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়াও খ্যাতি লাভ ঘটে। এই হট্টগোলের মধ্য দিয়া শক্তি হীণ লেখক লেখিকারা নাম করিতেছে অথচ প্রতিভা সম্পন্ন সুযোগের (?) অভাবে 'অপরিচিত'।—

বৃহস্পতিবার সান্ধ্য অনুষ্ঠানে শুধু রেকর্ড বাজান ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সব রেকর্ড বাজান হইল তাহাদের ভিতর আমাদের কোনটাই ভাল লাগিল না।

—

ধীরেন দাসের রেকর্ড ("বিজন গোঠে' ও "আমার শুধু চোখের দেখা") কেবল চিৎকার ছাড়া আর কিছুই পাইলাম না। মিস্ মানিক বালা, কমলা বালা, জ্ঞান ঘোষ প্রভৃতির রেকড মন্দ নয়।

—

কতকগুলি রেকর্ড বাজানর পর যে বক ঘোষনা করিলেন যে আপনাদের সম্ভব রেকর্ড একঘেঁয়ে লাগছে। আমরা ষ্টেশন হইতে কিছু গান বাজনার আয়োজন করছি। তখন নেপেন বাবু তাঁর মধুর বাঁশীতে ফুঁ ধরিলেন। আমরা এদিন তাঁর বাঁশী শুনিয়া যথার্থ আনন্দিত হইয়াছি। তারপর সুরেশ চক্রবর্ত্তী "আজ রাতে কে আমারে" গানটি গাইলেন। দুঃখের বিষয় যে তিনি আমাদের সুস্থ প্রাণকে কেবল ব্যস্ত করিলেন।

—

রবিবার সান্ধ্য অনুষ্ঠানে মিঃ কে, ডি গুহ পল্লী মঙ্গল সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন।

—

কুমারী রেণু দেবীর "ছেলে বেলার সমান ধারা" ছোট মেয়ের পক্ষে মন্দ নয়। কুমারী ছায়ারাণী মুখার্জ্জির "ও রাঙ্গাচরণ আজি" আমাদের মোটেই ভাল লাগিল না। প্রথমতঃ তিনি বড় চড়ায় ধরিয়াছিলেন। তান মোটেই ভাল নয়। বাংলা গানে "তা দি দিম্‌ তা না তাদারে" বলিয়া সারগাম ভাজতে লাগিলেন। বিরক্তি কর। তাঁর হিন্দি গান বাংলা গান অপেক্ষা বরং ভাল। কুমারী পদ্মরাণী গাঙ্গুলীর "আগে বসন্ত মুহু সমীরণে'। মন্দ নয়। কুমারী প্রতিভা আচোর গান "তুমিত বঁধু জান' নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

হাফিজের একটী গজল

শ্রীকালীপদ হাজরা

-০-

মুখটি তোমার কেউ দেখেনি,—হাজার প্রেমিক প্রাণ দিয়েছে,
পুড়ির ভিতর বন্ধ তবু বুল্‌বুলিরা তান দিয়েছে।
তোমার পথের পাশে আমি হঠাৎ যদি এসেই থাকি,
নূতন কি তা, হাজার পথিক তোমার পথেই ঢুঁড়ছে নাকি।
মোদের মতন সবায় খোদায় করেন নি তো ছাড়াছাড়ি,
হয়তো কোন শুভক্ষণে আমরা দু'জন মিল্‌তে পারি।
আশ্রম বা পানশালা তা' প্রেমিকরা কি খেয়াল রাখে,
সকল স্থানেই মনের মাঝে প্রিয়ার আনন ভাসতে থাকে।
খোদার নামে যে ঠাঁই আছে মন্দিরে হোক, মসজিদে হোক,
সে ঠাঁই আমার তীর্থভূমি, তা'র পায়ে শির আনত রোক।
এমন কি কেউ প্রেমিক আছে, প্রিয়ার প্রেমে উদাস রবে,
থাক্‌লে কি তা'র হাকিম এলেও হৃদয় জ্বালা লাঘব হবে।
মিথ্যা নহে, বৃথাও নহে অসন্তোষের এ গঞ্জনা,
হাফিজ ভনে, এসব তাহার রহস্যময় আলোচনা।

পুস্তক সমালোচনা

শ্রীমেঘনাদ

—o—

মাধুকরী - শ্রী পীযূষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক রচিত একখানি কবিতার বই।—প্রকাশক--শ্রীশান্তিরাম বন্দ্যোপাধ্যায়—বেঙ্গল বুক সোসাইটি, ১৮৩ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্—দাম চার আনা।

'বেদুইনের' কবি পীযূষ বাবু আমাদের নিকট অপরিচিত নহেন। তিনি 'মাধুকরী' লইয়া আজ আবার সকলের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন।

'মাধুকরীর' কবিতাগুলির ভাব বিভিন্ন নয়। একটা একটানা ভাবসূত্র কবিতাগুলিকে নিবিড় ভাবে গাঁথিয়া রাখিয়াছে।

প্রথমে, আমাদের দৃষ্টি পড়ে 'মাধুকরীর' নায়কের উপর। কবি নায়ককে কি ভাবে আঁকিয়াছেন সেইটাই আমাদের প্রথম প্রশ্ন। যদি নায়কটিকে universal অর্থাৎ সকল পুরুষ জাতির Representative হিসাবে তিনি গড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে নায়কটি বিশেষ সমালোচনার পাত্র হইয়া পড়েন। কিন্তু, কবিতাগুলি পড়িলে মনে হয় কবি কোন ব্যক্তিবিশেষকে (কবি আপনাকেও হইতে পারে) লইয়াই এই ক্ষুদ্র কাব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। এখন আমরা এই দিক দিয়াই পুস্তকখানি দেখিব।

কবির নায়ক Platonic love এর ধার ধারেন না। তিনি চান না-পাওয়া প্রিয়ার পশ্চাতে অনুভূতির তীব্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া ছুটিতে। 'অপরাজিতার' 'কল্যাণ পরশে' আপনাকে প্রথমে 'কৃতার্থ' করিতে না পারিয়া তিনি চলিলেন তাঁহার উদ্দাম কামনা বহ্নিকে শান্ত করিতে 'শেফালী', 'চামেলী', 'পারুল', প্রভৃতি নায়িকার পাশে কিন্তু তাহাদের স্পর্শে নায়কের প্রেম সার্থক হইল না, অধিকন্তু তাঁহাকে প্রেম লইয়া এইরূপ ছিনি-মিনি খেলার পর আপশোষ করিয়া বলিতে হইয়াছে,—

"ভেবেছি তোমারে যতন করিয়া ধরিব বুকে,
সে দিনের মত হেলায় আর না কাটাব মিছে,
ক্ষণিক সময় মোর কাছে হবে অনেক দামী,
পলে পলে আর ফাঁকি দিয়ে দিন যাবে না চুকে,
ক্ষতক্ষতি আর লাভ যাহা আছে রহিবে পিছে,
একটি নারিরে বুকে ধরে হব মুক্তিকামী"।

এতদিন ধরিয়া নারীর নিকট নিজেকে লইয়া গিয়া ছিনিমিনি খেলিয়া আজ কবি তাই তিনি চাহিতেছেন,—

'একটি নারীকে বুকে ধরে হব মুক্তিকামী'।

কিন্তু, চঞ্চল-চিত্ত নায়কের একনিষ্ঠ প্রেমে তৃপ্তি কোথায়? গৌরী-শৃঙ্গের সু-উচ্চ চূড়ার মত তাহার কামনা উন্নত শীর্ষ হইয়া গগন চুম্বন করিতে চায়। এ-আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই, শান্তিও বুঝি নাই। নায়ক তাই সেই আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থতার অদম্য পিপাসার হাত হইতে উদ্ধার করিয়া অতৃপ্তির চির শান্তির ক্রোড়ে নিক্ষেপ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাই তিনি প্রত্যাগতা 'অপরাজিতার' প্রেমের অর্ঘ্যকে ধীরে ধীরে ফিরাইয়া দিলেন, পাছে পূর্ব্ববর্ত্তী নায়িকাদের ন্যায় অপরাজিতার সান্নিধ্য তাঁহার চির আকাঙ্ক্ষার মধ্য জাগরণে অশান্তি ও অতৃপ্তি

জানিয়া দেয়। তাই কবি 'অপরাজিতার' নিকট নিবেদন করিতেছেন,—

"করজোড়ে আজ আমি নিবেদন করি,
তুমি মোরে
দিওনাক' ধরা, তুলিওনা রহস্যের যবনিকা
আমার সম্মুখে, কণ্ঠে রেখো বজ্রের
গম্ভীর সুর,
চক্ষে দীপ্তি বিদ্যুতের, আননে সহাস্য সঙ্কেত,
চরণে প্রখর গতি, আমারে ছুটিতে দিও,
ছোঁয়া দিও নাক,'—

অর্থাৎ, কামনার তীব্র পিপাসার তৃপ্তিতেই প্রেমের শেষ,—অতৃপ্তির বিরাট রাজ্য শূন্য হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মানুষের অন্তর-বাহির বিষময় করিয়া তোলে। তাই, কবি তাঁহার নায়ককে চিরদিন পাওয়ার আশাতেই বাঁচাইয়া রাখিতে চান চিরদিন মরিচীকার পশ্চাতে ছুটাইতে চান। অবশ্য, প্রথমেই বলিয়াছি কবির নায়কের প্রেম Platonic love নয়, অনুভূতির তীব্র আকাঙ্ক্ষা। ইহাকে মারিলে তৃপ্তির পরিবর্ত্তে অতৃপ্তি চিরদিন থাকিয়া যাইবে। কবি তাই আকাঙ্ক্ষাকেই চিরদিন জাগাইয়া রাখিতে চাহেন। 'মাধুরীর' কয়েকটি কবিতা আমাদের বেশ ভাল লাগিয়াছে। তন্মধ্যে, তাজমহল সম্বন্ধে কবিতাটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এতাবৎকাল বহু দার্শনিক ইহার সম্বন্ধে অনেক কবিতা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, অনেক কথাই বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, যে-সকল ব্যক্তির দেহের প্রত্যেক শোনিত বিন্দু দিয়া এই তাজমহলের ভিত্তি গড়িয়া তোলা হইয়াছে, সেই হতভাগ্য মজুরগণের কথা কোন দরদী কবি, কোন সহৃদয় ভাবুক, বারেকের জন্যও কি ভাবিয়া দেখিয়াছেন? দরদী কবি পীযুষ বাবু মর্ম্মে মর্ম্মে তাহাদের ব্যথা, তাহাদের কথা অনুভব করিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন,

"তাজমহলের ধারে এসে আজ তাহাদেরি
মনে পড়ে,
বুকের রক্ত গলায়ে যাহারা তুলিল মহল গ'ড়ে,
প্রতি নিশ্বাসে মরণে হেথায় বরণ করেছে যারা
পাথরের বুকে প্রাণ দিতে যারা হ'য়েছে
আপন হারা;
ভিদ হ'তে চাদ ঘেঁরি—
তাদের মর্ম্মের সাথে মর্ম্ম হেথায় হেরি!"

বৈজ্ঞানিক জগৎ

—০—

ভূ-চুম্বক শক্তি

আলেকজেণ্ডার জাসেক নামক সার্ভিয়ার জনৈক ইঞ্জিনিয়ার ১৫ বৎসর চেষ্টার পর এক যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন যাহা দ্বারা বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুত কার্য্যে লাগান যায়। জাসেক বলেন যে পৃথিবীটা একটা বিরাট চুম্বক শক্তি পরিবর্ত্তনকারী মটর। এ পর্য্যন্ত ঐ শক্তি কার্য্যে নিয়োজিত করা হয় নাই কিন্তু সত্বরই এই শক্তি হইতে অতি সহজে সস্তায় অপরিমিত বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাইবে।

যন্ত্রের সাহায্যে জীবিত থাকা

বিলাতে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাসের সৃষ্টি করিয়া একটী লোককে প্রায় ২বৎসর জীবিত রাখা হইয়াছে।

লোকটীর বয়স ৬০ বৎসর। কয়েক বৎসর হইল তাহার পেশী দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল। ক্রমে এই দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পায়—শরীরের সকল পেশীতে সংক্রমিত হয়। বুকের পেশী ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, প্রথমে শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট উপস্থিত হয় এবং শেষে সময়ে সময়ে শ্বাসবন্ধ হইয়া যাইত। ১৯৩২ সালের জুনমাসে রোগীর অবস্থা এতই খারাপ হইয়া পড়ে যে দিবারাত্র কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস লইবার ব্যবস্থা করা হয়। পালা ক্রমে রোগীর আত্মীয় স্বজন ও নার্সগণ বুকের উপর ক্রমান্বয়ে চাপ দিয়া ও ছাড়িয়া দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণে রোগীকে সাহায্য করিতে থাকে।

১৯৩৩এর সেপ্টেম্বর মাসে স্যার উইলিয়ম ব্রাগ মানুষের পরিবর্ত্তে যন্ত্রের দ্বারা এই কার্য্য চালাইবার ব্যবস্থা করেন। প্রথমে ফুটবলের ব্লাডার ব্যবহার করা হয়। পরে একটী যন্ত্র তৈয়ার করা হয় যাহা দ্বারা রোগীর বুকের উপর রক্ষিত রবারের গরমজলের বোতলের মধ্যে বায়ু পরিচালিত করা হয়। নিঃশ্বাস লইবার সঙ্গে বুক ফুলিয়া উঠিলেই এই বায়ু চাপ বুকের উপর পড়ে এবং বুকের ভিতরের বায়ু বাহির করিয়া দেয়। এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা লোকটীকে বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছে। গরম জলের বোতলের পরিবর্ত্তে অন্য প্রকারের রবারের থলি ব্যবহার করা হইতেছে।

এই রোগী সম্বন্ধে ডাঃ ফিলিপস এম, ডি, কেরিজের মত এইরূপঃ—"রোগীর বর্ত্তমান অবস্থায়, রোগীর মানসিক শক্তি বেশ কর্ম্মক্ষম। সর্ব্বদাই ডানদিকে ফিরিয়া শুইয়া থাকে, কারণ, অন্য অবস্থায় সে আরাম পায় না। দেহ বড়ই ক্ষীণ হইয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত। তাহার ক্ষুধা বেশ আছে।"

রোগী তাহার বিছানায় শুইয়া বেশ লেখা পড়ার কাজ করিতেছে—তাহাকে সেবা শুশ্রূষা করিতে কোনই অসুবিধা হইতেছে না। রোগী বেশ আরামে আছে এবং যন্ত্রাদি বাবদে ব্যয় অতি সামান্য হইতেছে।

মঞ্চ ও পর্দ্দা

[শ্রী দর্শক শর্ম্মা]

—০—

মন্দা 'সিজন্'

একে অত্যধিক গরম পড়েছে, তার ওপর স্কুল কলেজের মফঃস্বলের ছেলেরা কলকাতা ছেড়ে স্ব স্ব পল্লীভবনে চলে গেছে, বড়লোকেরা যাঁরা চাকরি করেন না বা জীবিকা উপার্জ্জনের জন্ম কিছু করেন না তাঁরা—শৈলবিহারে গেছেন। তাই কোনো কোনো বায়স্কোপ হাউসে বা থিয়েটারে জনপ্রিয় ভাল ছবি বা নাটক অভিনয় সত্ত্বেও সেরূপ জনসমাগম হচ্ছে না। এ থেকে যথেষ্ট দর্শক সমাগমের অভাব ছবি বা নাটক বিচারের একমাত্র কষ্টিপাথর যেন কেহ না মনে করেন। এবারে এই 'সিজন' যেভাবে কাটছে তাতে ছবি নির্ম্মাতারা ভবিষ্যৎ নিশ্চয় চিন্তা করে দেখবেন।

আরো দুটি ষ্টুডিয়ো কোম্পানী

শোনা যাচ্ছে, আরো দুটী কোম্পানী ছবি তোলার কাজে অগ্রসর হয়েছেন। বিভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রকাশ রঙ্গমহলের কর্ত্তৃপক্ষরা করছেন একটি, অপরটি খিদিরপুরের 'ছায়ালোকের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ গুহ চৌধুরী করছেন।

যশোহর দুর্ভিক্ষ সাহায্যে রঙ্গমহল

আগামী ২রা জুন শনিবার যশোহর দুর্ভিক্ষের সাহায্য কল্পে রঙ্গমহল পতিব্রতার অভিনয়ের বিক্রয় লব্ধ অর্থ দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। আমরা আশা করি, যাঁরা মহানুভব তাঁরা ঐদিনের পতিব্রতার অভিনয় দেখে নিজেরা একটা সুন্দর নাটক অভিনয় উপভোগ করবেন এবং পরোক্ষভাবে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের সাহায্য করবেন।

রাধা ফিল্ম

পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দক্ষ যজ্ঞের (হিন্দী ও বাংলা সংস্করণ) সম্পাদনা কার্য্য চলছে। শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে। পরিচালক চারু রায়ের রাজনটী বসন্ত সেনার (হিন্দী ও বাংলা) কাজও অগ্রসর হচ্ছে। বাংলা শচী দুলাল শীঘ্রই শেষ হবে।

নিউথিয়েটার্স

মহুয়া এখনো শেষ না হ'লেও এদের হাতে এখন এইটিই একমাত্র বাংলা ছবি। অতএব শীঘ্র শেষ হবে। After the earth quake এর ভূমিকালিপি আমরা আশা করি আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করতে পারবো। শোনা যাচ্ছে দেবকী বাবু বিশিষ্ট বাঙালী অভিনেতাদের এতে নেবেন।

ভারতলক্ষ্মী

নাট্যকার মন্মথ রায়ের কারাগার শ্রীযুক্ত অহিন চৌধুরীর পরিচালনায় তোলা হবে বলে স্থির হয়েছে। অভিনেতা অহিন বাবুকে আমরা জানি, এইবার পরিচালক অহিন বাবু দেখবার সুযোগ হবে।